মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্।

কুলাবধূত শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা

এবং

তন্ত্রজ্ঞপ্রধান কুলাবধূতাচার্য্য

৺বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ

শ্রীমৎপূর্ণানন্দ তীর্থনাথ কৃত অনুবাদ

ও টিপ্পনী সমেত।

এবং তদাত্মজ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন কর্ত্তৃক

…তন্ত্রমত-সন্নিবেশে বিশদীকৃত

কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দ তীর্থনাথঃ।

পণ্ডিত ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার

নাম্না প্রসিদ্ধঃ।

৭১ বর্ষ বয়ঃক্রম। শকাব্দাঃ ১৮২০।

PRINTED BY U. RAY & SONS.

বিজ্ঞাপন।

বড়ই সাহস পূর্ব্বক মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যদিও এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, যে ইহা শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হইব না, তথাপি এই দীর্ঘকালে কতই যে বাধা বিঘ্ন পড়িতে পারে, সে বিষয়েও আশঙ্কিত থাকা আশ্চর্য্যের কথা নহে। এদিকে শরীরও ক্ষণভঙ্গুর কখন্ কাহার অদৃষ্টে কিরূপ অবস্থা ঘটে তাহা পূর্ব্বক্ষণে অনুমান করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক পরম কারুণিক সদাশিব, যিনি মানবের কল্যাণের নিমিত্ত সমুদায় তন্ত্রশাস্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন, করুণাময়ী জগন্মাতা দেবী ভগবতী একমাত্র জীবনিস্তারের নিমিত্ত জীবনিস্তারের উপায় স্বরূপ প্রশ্ননিচয় দ্বারা মুক্তিমার্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই করুণা বলে অদ্য সহাস্য বদনে সম্পূর্ণ গ্রন্থ লইয়া গ্রাহক-বর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হইতে অযথা বিলম্ব হইয়াছে, ইহা আমরা অকপটে স্বীকার করি। গ্রাহকগণও নানারূপ সংশয়ে বিচলিত হইয়া আমাদের নিকট ভূরি ভূরি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহারা এই বিলম্বের জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

অবশ্যই আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক এইরূপ অযথা বিলম্ব করিয়া গ্রাহকদিগকে চিন্তিত করি নাই। প্রথমতঃ বিষয় কিরূপ দুরূহ, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। এক এক স্থলে এক একটি বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য কাল ব্যয় হইয়াছে, প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় কোন বিষয় কল্পনা করিয়া সংযোজিত করিতে সাহস করি নাই। দ্বিতীয়তঃ আমাদের নিজের প্রেস্ বা ছাপাখানা নাই, অতএব অন্য ছাপাখানার সুবিধা অসুবিধাও এস্থলে একটি বিশেষ কারণ। পরিশেষে ব্যক্তব্য এই যে, আমরা কোন অর্থবান্ ব্যক্তির সাহায্য লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই এবং শেষ পর্য্যন্তও সেইরূপ সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা পর্য্যন্ত করি নাই। এরূপ অবস্থায় গ্রাহকবর্গ আমাদের এই বিলম্বের কারণ বিচার করিয়া বিবেচনা করিবেন।

আমরা ইতিমধ্যে ইংরাজিতে অনুবাদিত একখানি মহানির্ব্বাণতন্ত্র উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার অনুবাদক রূপে আর্থার্ এবেলন্ নাম দৃষ্ট হইল।

৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনুবাদ ও টিপ্পনী সমেত এই সংস্করণের পূর্ব্ব সংস্করণ মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অনুবাদই এই ইংরাজি অনুবাদ। উক্ত অনুবাদক মহোদয় তাঁহার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, আমার অবলম্বন স্বরূপে ৺ বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত অনুবাদ ও টিপ্পনী সমেত মহানির্ব্বাণতন্ত্রই গ্রহণ করিয়াছি। পরে উক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নামের পূর্ব্বে 'বৃদ্ধ' এই কথাটি লিখিবার তাৎপর্য্য কি, তাহার ব্যাখ্যা স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন ; পাছে তাঁহাতে ও এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের টিপ্পনী সমেত অনুবাদক তর্কালঙ্কার মহাশয়েতে লোকের একই পণ্ডিত বলিয়া ভ্রম হয়, সেই জন্য ইনি ইঁহার এই নামের পূর্ব্বে 'বৃদ্ধ' বসাইয়া প্রভেদ বুঝাইয়া দিয়াছেন। ফলতঃ এবিষয়ে উক্ত প্রকাশক মহোদয় সবিশেষ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ৺ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ অন্য পণ্ডিত ছিলেন না। সেই পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতই এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অনুবাদক ও টিপ্পনীকারক। ইনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন, এবং পরে অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। ইনি বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, কল্কীপুরাণ প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থ প্রথম প্রচার করেন, ইনি পরিদর্শক পত্রিকা প্রকাশ করেন; পুরাণ-প্রকাশ যন্ত্রালয় ও কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রালয়ের ইনিই স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ইঁহারই কৃত সটীক চণ্ডকৌষিকী গ্রন্থ, এম্, এ'র পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরেকে সংস্কৃতশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া কতই যে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং কতই শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন তাহার তালিকা এস্থলে দেওয়া অসম্ভব। এই প্রসিদ্ধ ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সংসারের কুটিলতায় বিরক্ত হইয়া লোকালয় হইতে অপসৃত হইয়া কেবল মাত্র সাধন মার্গে নিরত হন। এই সময়ে লোকালয়ে এই প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, উক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় দেহরক্ষা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় পূর্ব্বে এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথম সংস্করণ প্রচার করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার সাধনাকালে নানা তন্ত্রশাস্ত্র ও অন্যান্য বহুবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা করিয়া বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং সাধনা দ্বারা তত্তৎ বিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য ও প্রয়োগাদিরও সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের সহিত সাধনার সমাবেশ হওয়াতে তাৎপর্য্য গ্রহণে তাঁহার সমধিক শক্তি বৃদ্ধিও হইয়া-

ছিল। যোগজজ্ঞান, আগমজ জ্ঞান, ও বিবেকজ জ্ঞান এই ত্রিবিধ জ্ঞানেরই ন্যূনাধিক উন্মেষ হইয়াছিল। এইরূপ বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতার বিশেষত্ব জ্ঞাপন করাইবার জন্যই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় উক্ত সংস্করণে নামের পূর্ব্বে 'বৃদ্ধ' এই কথাটি সংযোজিত করিয়াছিলেন এবং এতদ্দ্বারা প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণ যে সমধিক উপাদেয় ও অভ্রান্ত হইয়াছে ইহা জ্ঞাপন করাই উক্ত 'বৃদ্ধ' পদ বসাইবার তাৎপর্য্য।

এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লোকের যাহা যাহা আবশ্যক হইতে পারে, সেরূপ সমস্ত বিষয়ই বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার, দায়তত্ত্ব, শৌচাশৌচ বিচার, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি, সামাজিক, ও পারিবারিক নিয়ম প্রভৃতি লৌকিক আবশ্যকীয় বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া পারত্রিকে মুমুক্ষু ব্যক্তির পরমব্রহ্ম সাধন পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই এক-খানি তন্ত্র পাঠ করিলে একই স্থানে সকলে সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারিবেন।

তন্ত্রভেদে বা অন্যান্য শাস্ত্রভেদে অনেক স্থলেই ব্যবস্থাভেদ দৃষ্ট হয়। পাঠকবর্গ সেইরূপ স্থলে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া বিশেষ ব্যতীব্যস্ত হইয়া পড়েন। কোন্ পথে চলিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারেন না। এই অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত ইহাতে টিপ্পনী সংযোজিত হইয়াছে। নানা তন্ত্রশাস্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি হইতে বিরুদ্ধ বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিচার ও মীমাংসা ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। যে যে স্থলে সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা বা যে যে স্থলে মতভেদ উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থলেই টিপ্পনীতে তাহা পরিস্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব এই টিপ্পনী সমেত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পাঠ করিলে অন্যান্য বহুশাস্ত্র পাঠেরই ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সন্দেহ নিরাসের জন্য অন্য শাস্ত্র দেখিবার প্রয়োজন হইবে না, অথবা অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবারও আবশ্যক হইবে না। তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে নানা লোকের নানারূপ ভ্রান্তিমূলক ধারণা আছে, এবং নানারূপ কুসংস্কারও আছে। টিপ্পনী সমেত এই গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে সে সকল ধারণা দূরীভূত হইয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে ব্যাকরণ বা শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের অভাব নাই। কিন্তু কেবল ব্যাকরণ বা শব্দশাস্ত্র জ্ঞানে তন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া একপ্রকার হঠকারিতা ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। গুরূপদেশ, সাধনা এবং

পাণ্ডিত্যের একত্র সমাবেশ হইলেই সেই স্থলে তন্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইবার আশা করা যায়। ভৈরবডামরে কথিত আছে যে,—

তন্ত্রার্থং শাস্ত্রব্যুৎপত্ত্যা জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ পুমান্।
স এবান্ধো বিজানীয়াদুলূক ইব ভাস্করং॥

অর্থাৎ সাধারণতঃ অন্যান্য শাস্ত্রব্যুৎপন্ন কোন পণ্ডিত যদি তাঁহার সেই ব্যুৎপত্তির বলে তন্ত্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পেচক যেমন সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি অবগত আছে, সেইরূপ সে তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে অন্ধ হইয়াই থাকিবে। বস্তুতঃ কেবল পাণ্ডিত্যের বলে তন্ত্রশাস্ত্র ব্যাখ্যা করা যায় না।

দুঃখের বিষয় অধুনা তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা একপ্রকার লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। দেখা যায় যিনি পণ্ডিত, তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করেন না, কিন্তু অন্যান্য লৌকিক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া লোকসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করেন। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যদি বা কেহ সাধনার পথে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার হয়ত তাদৃশ শাস্ত্রব্যুৎপত্তিই নাই। এইরূপে দৃষ্ট হয়, যে পাণ্ডিত্য ও সাধনার একত্র সমাবেশ একান্ত দুর্ল্লভ। পূজ্যপাদ ৺তর্কালঙ্কার মহাশয় একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন. এবং তিনি গুরূপদেশ ও সাধনার বলে আপনাকে বলীয়ান্ করিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে অপ্রতিহত অধ্যবসায়ের সহিত নানা তন্ত্র-শাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক একাগ্রমনে, এমন কি সংসারকেও উপেক্ষা করিয়া তদ্বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার উপদেশ বা ব্যাখ্যা যে ত্রিদৈবত তীর্থের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই নিমিত্ত বহুলোকের আগ্রহাতিশয্যেই আমরা এই সংস্করণের প্রচার করিলাম।

এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসে ব্রহ্মের সাধনা উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ণাভিষেক কালে প্রায় সর্ব্বত্রই এই ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা এই ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ পাইয়া থাকেন, তাঁহারাই কুলাচারী বা কৌল-পদবাচ্য হয়েন। অবশ্য সম্প্রদায় বিশেষে এইরূপ ব্রহ্মমন্ত্র দেওয়া হয় না। তাঁহারা বামাচারী বা সিদ্ধান্তাচারীর অন্তর্গত। কোন কোন সম্প্রদায়ে কুলার্ণবের সগুণ-ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশও দিয়া থাকেন।

বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক ৺ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী পাঠ

করিলে তিনি যে এইরূপ কুলাচারী ছিলেন, তাহা অনুমিত হয়। উক্ত তৃতীয় উল্লাসে ব্রহ্মের পঞ্চরত্নস্তোত্রের পর কথিত হইয়াছে যে,—

প্রদোষেঽদঃ পঠেন্নিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ।
শ্রাবয়েৎ বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ স্ববান্ধবান্ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এই স্তোত্র পাঠ করিবে। বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতি সোমবার এই স্তোত্রের মর্ম্ম এবং ব্রহ্মের স্বরূপ বন্ধু-বান্ধবদিগকে শ্রবণ করাইবেন ও বুঝাইয়া দিবেন। এই বচনের তাৎপর্য্যানুসারেই ৺মহাত্মা রামমোহন রায় বন্ধুবান্ধবগণকে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিধানানুসারে প্রথম প্রথম সোমবারেই ব্রাহ্মমন্দিরে অধিবেশন হইত। পরে সকলের সুবিধার নিমিত্ত উক্ত সোমবার পরিবর্ত্তিত করিয়া রবিবার অধিবেশন দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ইহার তৃতীয় উল্লাসে ব্রহ্মের সাধনা কথিত হইয়াছে, এবং ইহার অন্তর্গত পঞ্চরত্ন স্তোত্র বিশেষ সমাদরের সহিত ব্রাহ্মসভায় পঠিত হইয়া থাকে। তন্ত্রদ্বেষী কতিপয় ব্যক্তি এই সকল ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে এবং সদাশিবের কথিত কি না, তদ্বিষয়ে নানারূপ কূট যুক্তির অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পরবর্ত্তীকালে এই তন্ত্র লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বা আরও সাহস পূর্ব্বক বলেন যে, এই তন্ত্র উক্ত মহাত্মা স্বয়ং অথবা পণ্ডিতবর্গ দ্বারা সঙ্কলন করাইয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এই যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মশাস্ত্রমূলক, অতএব ইহা প্রামাণিক। প্রতারণা পূর্ব্বক এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার জন্য উক্ত মহাত্মা ইহা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ৺রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় সত্যপরায়ণ ও সাধুপ্রকৃতির মহাত্মাকে এইরূপ প্রকারান্তরে প্রতারকরূপে প্রতিপন্ন করা বড়ই দুঃসাহসিকতার কার্য্য। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা সমালোচকেরই সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মসাধনা বা ব্রহ্মমন্ত্র প্রভৃতি অন্য কোন তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল ইহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ৺রাজা রামমোহন রায়ের মুখেই এই তন্ত্রের কথা প্রথম এতদ্দেশে প্রচারিত হয়। এই সকল কারণে উহা যে নিতান্ত আধুনিক এবং তাঁহারই কৃত, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বিশেষতঃ ইহাতে বিধবা বিবাহের বিধিও দৃষ্ট হয়। এই সকল দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের

অনুকুলেই তন্ত্রখানি রচিত। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পরবর্ত্তী কালেই যে ইহা হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

বস্তুতঃ এই সকল যুক্তি নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক। যিনি কখন ও তন্ত্রশাস্ত্র দেখেন নাই, তিনি কেবল বলিতে পারেন যে ব্রহ্মসাধনা বা ব্রহ্মমন্ত্র অন্য কোন তন্ত্রে নাই। পরন্তু আমরা দেখিয়াছি, কুলার্ণব তন্ত্রে ব্রহ্মমন্ত্র ও ব্রহ্মসাধনা আছে। এবং প্রায় সকল তন্ত্রেই ব্রহ্মের বিষয় উল্লেখ আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই প্রকাশিত খণ্ড চতুর্দ্দশ উল্লাসে সম্পূর্ণ, তাহার মধ্যে কেবল তৃতীয় উল্লাসেই ব্রহ্মের সাধনা কথিত হইয়াছে। অন্যান্য সমুদয় উল্লাসেই হিন্দুর দেব দেবীর, পূজা, প্রতিষ্ঠা, সংস্কারাদি, আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূল বিষয়ে পৌত্তলিকতার পরিপূর্ণ। ইহাতে সর্ব্বসমেত ২৫২১ শ্লোক দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে এক শত চুয়ান্ন শ্লোক মাত্র ব্রহ্ম বিষয়ে কথিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুকুল এই কয়েকটি শ্লোক মাত্র যে গ্রন্থে রহিয়াছে এবং তাহার প্রতিকূলে হিন্দুর দেব-দেবী পূজা ও অন্যান্য কর্ত্তব্য বিষয়ক প্রায় আড়াই হাজার শ্লোক যাহাতে রহিয়াছে, সেই গ্রন্থে কি কোন আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ত্তৃক অথবা তাঁহার ইচ্ছানুসারে রচিত হইতে পারে? বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেই ব্রহ্মের উল্লেখ আছে। তত্তৎস্থলও কি আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের পরবর্ত্তী কালে লিখিত বলিতে হইবে? এবং ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যকেও নবীন বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে। প্রকৃত কথা যাহাই হউক, এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বিষয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নিকট প্রথম শ্রুত হওয়া যায়, এই রূপই প্রচারিত আছে। তাঁহার জীবনী পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে কিছু দিন ধরিয়া তাঁহার সহিত আমাদের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নিচয়ের অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। সেই সময়ে ৺রামমোহন রায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অন্যান্য প্রামাণিক বচনের সহিত ভূরি ভূরি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়েরাও প্রমাণের প্রয়োগে পশ্চাৎপদ ছিলেন না; কিন্তু ৺রামমোহন রায় তাঁহাদের অবলম্বিত কয়েকটি শাস্ত্রকে আধুনিক রূপে প্রতিপন্ন করিয়া অতীব দম্ভের সহিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ পরন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না যে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও আধুনিক। বোধ হয় তাঁহারা অবগত ছিলেন যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র আধুনিক নয় এবং এই জন্যই তাঁহারা

সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মভীরু ছিলেন, ভণ্ড ছিলেন না, অযথা শাস্ত্র নিন্দা করিতে তাঁহাদের সাহস হয় নাই। নূতনত্ব প্রচারের জন্য অধুনাতন পণ্ডিতাভিমানীগণের কোন কার্য্যেই সাহসের অভাব নাই।

বিধবা বিবাহের বিধি দৃষ্ট হয় বলিয়া এই তন্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের রচিত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না। তাহা হইলে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের পক্ষে যে যে শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, সেই সেই শাস্ত্র আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অতএব এজন্য চিন্তার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ এই তন্ত্রে বৈধব্য আচরণেরই ফলশ্রুতি অধিক দৃষ্ট হয়।

এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ফলশ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।
পাতালচক্রং ভূচক্র-জ্যোতিশ্চক্রসমন্বিতম্।
পরার্দ্ধমস্য যো বেত্তি স সর্ব্বজ্ঞো ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে পাতালচক্র, ভূচক্র, ও জ্যোতিশ্চক্র আছে, যিনি (পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠ করিয়া) সেই উত্তরার্দ্ধ জ্ঞাত হয়েন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উত্তরার্দ্ধসংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পূজ্যপাদ ৺তর্কালঙ্কার মহাশয়, এই তন্ত্রের প্রথম সংস্করণ কালে উত্তরার্দ্ধের প্রাপ্তির আশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তাহা প্রাপ্ত না হইয়া, ঐ উত্তরার্দ্ধের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান যে সকল ব্যক্তি উপরোক্ত বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাঁহারা সহসাই বলিতে পারেন, উপরোক্ত বচন কেবল সাধারণকে ভ্রান্তপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকার কর্ত্তৃক বুদ্ধি পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উত্তরার্দ্ধ নাই, এবং যে তন্ত্রের একার্দ্ধ লুপ্ত হইয়াছে, সেই তন্ত্র যে বহু প্রাচীন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! সাধারণের মনে এই ধারণা করাইবার জন্যই এই বচন দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তির ধারণা এই যে, উত্তরার্দ্ধ নাই, এবং ইহার কখনও অস্তিত্ব ছিল না। এই সকল প্রতিকূলবাদীগণ সহসা যদি সম্মুখে উত্তরার্দ্ধ দেখিতে পান, তাঁহারা কি বলিবেন বলিতে পারি না। সে অংশ রচনার সম্মানই বা কাহার উপর অর্পণ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

প্রকৃত কথা এই যে, আমরা একাধিক স্থলে উত্তরার্দ্ধের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং ঐ খণ্ডে যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয় একাধিক ব্যক্তির মুখে শুনিয়া বিশেষ ধারণা হইয়াছে, যে, প্রকৃতই তত্তৎ স্থলেই এই গ্রন্থ আছে। নচেৎ তাঁহাদের মুখে অন্তর্গত বিষয় সমুদায়ের ঐক্য হইত না। সম্প্রতি একজন প্রসিদ্ধ ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি কোন নেপালী পণ্ডিতের হস্তে এই পুস্তক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত পণ্ডিত ঐ গ্রন্থের অংশবিশেষ দিতে আপত্ত করায়, তিনি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। এবং অন্যত্র সেই পুস্তকের অনুসন্ধান পাইয়াছেন। ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। আমাদের দেশের ক্ষমতাবান ব্যক্তির সেদিকে দৃষ্টি নাই, সে অধ্যবসায় নাই, এবং সে উৎসাহও নাই। আমরাও ইহা সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু অর্থবল না থাকায় কৃতকার্য্যতায় তৎপর হইতে পারিব কি না, সন্দেহ।

যাহা হউক, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে উক্ত তন্ত্র আধুনিক নহে, এবং কথিতরূপ রচিত নহে। আর একটি সন্দেহের কারণ এই যে উক্ত তন্ত্রে কলিযুগ বর্ণণাস্থলে "কলিযুগ উপস্থিত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা অনুমিত হয় যে অন্ততঃ এই কলিযুগে ইহা রচিত। উত্তরে আমরা বলি শ্বেতবরাহ কল্পের আদি কলিযুগে ইহা কথিত। এবং সদাশিব যাহার বক্তা তাহাতে ভবিষ্যদ্ঘটনার উল্লেখ থাকা আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা আপ্তবাক্য বলিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই সকল যুক্তি নিশ্চিতই নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে। এই বিবেচনায় এইস্থানে বিরত হইলাম। বলা বাহুল্য ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করি নাই। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি তারিখ ৪ঠা কার্ত্তিক সন ১৩২০ সাল।

বিনীত

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন।

সম্পাদক।

নির্ঘণ্ট পত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠাঙ্ক।

তৃতীয় উল্লাস।

[৪৪—১১৩ পৃষ্ঠা। শ্লোক ১৫৪।]

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।

চতুর্থ উল্লাস।

[১১৪—১৪৪ পৃষ্ঠা। শ্লোক ১০৬।]

পঞ্চম উল্লাস ।

[১৪৫—২৪১ পৃষ্ঠা । শ্লোক ২১৬ ।]

সপ্তম উল্লাস ।

[৩১৯—৩৪২ পৃষ্ঠা । শ্লোক ১১১।]

অষ্টম উল্লাস।

[৩৪৩—৪১৪ পৃষ্ঠা। শ্লোক ২৯০।]

শৈব বিবাহ ... ৪৯৬।৫০০

দশম উল্লাস।

[৫০১—পৃষ্ঠা। শ্লোক ২১২]

আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টি ও প্রেতশ্রাদ্ধাদি ৫০১।৫৩৪

একাদশ উল্লাস ।

[৫৬৭—৬২২ পৃষ্ঠা । শ্লোক ১৭০ ।]

দ্বাদশ উল্লাস।

[৬২৩—৬৭৮ পৃষ্ঠা। শ্লোক ১২৯]

ত্রয়োদশ উল্লাস ।

[৬৭৯—৭৫৫ পৃষ্ঠা । শ্লোক ৩১০ ।]

চতুর্দ্দশ উল্লাস ।

[৭৫৬—৯১০ পৃষ্ঠা । শ্লোক ২১১ ।]

নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্ত।

কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীজ্ঞানানন্দ তীর্থনাথঃ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন

নাম প্রসিদ্ধঃ।

জন্মতারিখ শকাব্দাঃ ১৭৮৯।৫।২১।

শকাব্দাঃ ১৮৩২।৯।৩।

কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীজ্ঞানানন্দ তীর্থনাথঃ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন

নাম্না প্রসিদ্ধঃ।

জন্মতারিখ শকাব্দাঃ ১৭৮৯।৫।১১।

শকাব্দাঃ ১৮৩৫।৯।৫।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

প্রথমোল্লাসঃ।

ওঁ

গিরীন্দ্রশিখরে রম্যে নানারত্নোপশোভিতে।
নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে নানাপক্ষিরবৈর্যুতে॥ ১॥

টীকা।

কৃত্বা ষড়াম্নায়মমেয়শক্তিঃ সদাশিবঃ প্রেরিত আদিশক্ত্যা।
জগাদ সেতুং কুলবারিরাশে-র্নির্ব্বাণতন্ত্রং মহতা সমস্তম্॥
স্মারং স্মারং পরং ব্রহ্ম নামং নামং গুরোঃ পদম্।
নিরপেক্ষং বচঃ শম্ভোর্বিবৃণোমি যথামতি॥

বেদাদিবোধিতসমস্তপুণ্যকর্ম্মোচ্ছেদকাতিনিন্দিতানন্তপাপকর্ম্মপ্রবর্ত্তককলিযুগাগমনে সতি পরমাত্মচিন্তনাদ্যননুরক্তানাং নানাবিধপাপকর্ম্মপ্রসক্তানাং নরাণাং কথং নিস্তারো ভবিষ্যতীতি সঞ্চিন্তয়ন্তী পার্ব্বতী কৈলাসশিখরে তিষ্ঠন্তং কারুণ্যবন্তং সদাশিবং প্রতি তেষাং নিস্তারোপায়মপ্রাক্ষীদেতত্তদেবাহ, গিরীন্দ্রশিখর ইত্যাদিভিঃ। তত্র তস্মিন্ গিরীন্দ্রশিখরে পর্ব্বতাধিরাজস্য কৈলাসস্য শৃঙ্গে স্থিতং মৌনধরং মৌনিনং শিবং বীক্ষ্য বিলোক্য লোকানাং হিতকাম্যয়া জনানাং হিতেচ্ছয়া পার্ব্বতী দেবী বিনয়াবনতা সতী শিবমব্রবী-

অনুবাদ।

গিরিবর কৈলাস-পর্ব্বতের শিখরদেশ পরম রমণীয়। উহা নানাবিধ শ্রেষ্ঠ রত্নরাজিতে সমলঙ্কৃত, নানা জাতীয় বৃক্ষলতাসমূহে সমাচ্ছাদিত এবং

সর্ব্বর্ত্তুকুসুমামোদ-মোদিতে সুমনোহরে ।
শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যাঢ্য-মরুদ্ভিরুপবীজিতে ॥ ২ ॥
অপ্সরোগণসঙ্গীত-কলধ্বনিনিনাদিতে ।
স্থিরচ্ছায়দ্রুমচ্ছায়া-চ্ছাদিতে স্নিগ্ধমঞ্জুলে ॥ ৩ ॥

দিতি দশশ্লোকস্থিতৈঃ পদৈরন্বয়ঃ। মৌনধরমিত্যনেন কথাবসরো দর্শিতঃ। রম্যে ইত্যাদীনি সপ্তম্যন্তানি ত্রয়োদশপদানি গিরীন্দ্রশিখরে ইত্যস্য বিশেষণানি। চরাচরজগদ্‌গুরুমিত্যাদীনি দ্বিতীয়ান্তানি পদানি তু শিবমিত্যস্যেতি বোদ্ধব্যম্। রম্যতে ক্রীড্যতে সিদ্ধচারণাদিভির্যত্র তদ্রম্যং তস্মিন্। পোরদুপধাদিত্যধিকরণে যৎ। নানারত্নোপশোভিতে অনেকৈঃ পদ্মরাগমরকতাদিভিঃ রত্নৈর্ব্বিরাজিতে। নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে অনেকৈর্ব্বৃক্ষৈরনেকাভির্লতাভিশ্চ ব্যাপ্তে। নানাপক্ষিরবৈর্যুতে নানাবিধানাং পক্ষিণাং শব্দৈর্যুক্তে ॥ ১ ॥

সর্ব্বেত্যাদি। সর্ব্বর্ত্তুকুসুমামোদমোদিতে সকলবসন্তাদ্যৃতুসম্বন্ধিপুষ্পসম্বন্ধিভিরতিমনোহারিভির্গন্ধৈঃ সুরভীকৃতে। অতএব সুমনোহরে অতিমনোহারকে। শৈত্যেন সৌগন্ধ্যেন মান্দ্যেন চাঢ্যৈঃ যুক্তৈঃ মরুদ্ভির্বায়ুভিরুপবীজিতে ॥ ২ ॥

অপ্সরোগণেত্যাদি। অপ্সরসাং গণৈঃ সমূহৈঃ সঙ্গীতো যঃ কলধ্বনিৰ্গম্ভীরঃ শব্দস্তেন নিনাদিতে শব্দিতে। স্থিরা অচঞ্চলা ছায়া যেষাং দ্রুমাণাং তেষাং ছায়াভিশ্ছাদিতে ছন্নে। স্নিগ্ধং চিক্কণঞ্চ তন্মঞ্জুলং সুন্দরঞ্চেতি স্নিগ্ধমঞ্জুলং তস্মিন্ ॥ ৩ ॥

বহুবিধ বিহঙ্গমকুলের কলরবে সর্ব্বদাই অনুনাদিত।[১] এই সুমনোহর শিখরদেশ সমস্ত ঋতুজাত কুসুমসৌরভে সর্ব্বদাই আমোদিত, সুশীতল ও সুগন্ধি মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চালনে অনুক্ষণ উপবীজিত[২] এবং অপ্সরোগণের সুমধুর সঙ্গীতের কলধ্বনিতে নিরন্তর নিনাদিত হইতেছে। ছায়াপ্রধান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাবৃক্ষসমূহের ছায়া দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকায় ইহার প্রায় সমুদায়

মত্তকোকিলসন্দোহ-সংঘুষ্টবিপিনান্তরে।
সর্ব্বদা স্বগণৈঃ সার্দ্ধম্ ঋতুরাজনিষেবিতে ॥ ৪ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্ব-গাণপত্যগণৈর্বৃতে।
তত্র মৌনধরং দেবং চরাচরজগদ্‌গুরুম্ ॥ ৫ ॥
সদাশিবং সদানন্দং করুণামৃতসাগরম্।
কর্পূরকুন্দধবলং শুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুম্ ॥ ৬ ॥

মত্তেত্যাদি। মত্তানাং কোকিলানাং সন্দোহেন সমূহেন সঙ্ঘুষ্টং সংশব্দিতং বিপিনান্তরং বনমধ্যং যস্মিন্ তস্মিন্। সর্ব্বদা সর্ব্বস্মিন্ কালে স্বগণৈর্ভ্রমরাদিভিঃ সার্দ্ধমৃতুরাজেন বসন্তেন নিষেবিতে ॥ ৪ ॥

সিদ্ধেত্যাদি। দেবযোনিভিঃ সিদ্ধৈঃ চারণৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ গাণপত্যগণৈর্গণপতিস্বামিকৈর্গণৈশ্চ বৃতে রুদ্ধে। দেবং দীপ্তিমন্তম্। চরাচরজগদ্‌গুরুং চরাণাং জঙ্গমানামচরাণাং স্থাবরাণাঞ্চ জগতাং গুরুং পিতরম্ ॥ ৫ ॥

সদেত্যাদি। সদা সর্ব্বদা শিবং কল্যাণং যস্য যস্মাদ্বা তম্। সদা সর্ব্বদা আনন্দঃ সন্ সর্ব্বদাস্থায়ী বা আনন্দো যস্য তম্। সতঃ সাধূন্ বা আনন্দয়তি যঃ তম্। করুণামৃতসাগরং দয়ারূপস্য পীযূষস্য সমুদ্রম্। কর্পূরকুন্দধবলং কর্পূরকুন্দবৎ শুভ্রম্। শুদ্ধসত্ত্বময়ঃ বিমলসত্ত্বগুণপ্রধানম্। বিভুং ব্যাপকম্ ॥ ৬ ॥

স্থলই অতীব স্নিগ্ধ ও মনোহর হইয়া রহিয়াছে।[৩] ইহার বনস্থলী সর্ব্বদাই মত্তকোকিল-কূজনে কুহরিত, এবং ঋতুরাজ বসন্ত নিজ অনুচরগণের সহিত সর্ব্বদাই এই প্রদেশে বিরাজমান আছেন।[৪] সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও বিনায়কগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎ সমধিষ্ঠিত এই কৈলাসশিখরে চরাচর-জগৎ-পিতা দেবাদিদেব মহাদেব মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক (সুখাসীন আছেন)।[৫] তিনি সদাশিব (সর্ব্বদা মঙ্গলময়), সদানন্দ এবং করুণারূপ অমৃতের সাগর। তাঁহার বর্ণ কর্পূর ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র। তিনি বিমল-সত্ত্বগুণ-প্রধান এবং সর্ব্বব্যাপী।[৬] তিনি দিগম্বর, দীননাথ, যোগিশ্রেষ্ঠ এবং যোগিবল্লভ। গঙ্গাম্বুকণ-

দিগম্বরং দীননাথং যোগীন্দ্রং যোগিবল্লভম্ ।
গঙ্গাশীকরসংসিক্ত-জটামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৭ ॥
বিভূতিভূষিতং শান্তং ব্যালমালং কপালিনম্ ।
ত্রিলোচনং ত্রিলোকেশং ত্রিশূলবরধারিণম্ ॥ ৮ ॥

দিগিত্যাদি। দিগেবাম্বরং বস্ত্রং যস্য তং বস্ত্ররহিতমিত্যর্থঃ। দীননাথং দরিদ্রাণাং জনানাং ভর্ত্তারম্। যোগীন্দ্রং যোগঃ পরমাত্মচিন্তনং তদ্বৎসু শ্রেষ্ঠম্। যোগিবল্লভং যোগিনাং দয়িতম্। যোগিনো বল্লভাঃ প্রিয়া যস্যেতি বা তম্। গঙ্গায়াঃ শীকরৈরিতস্ততো বিক্ষিপ্তৈরম্বুকণৈঃ সংসিক্তেন জটামণ্ডলেন জটাসমূহেন মণ্ডিতম্ ॥ ৭ ॥

বিভূতীত্যাদি। বিভূতিভূষিতং ভস্মভিরলঙ্কৃতম্। শান্তং সংযতান্তঃকরণম্। ব্যালাঃ সর্পা এব মালা যস্য তম্। কপালিনং নৃকপালশালিনম্। লোচ্যতে দৃশ্যতে যৈস্তানি লোচনানি নেত্রাণি তানি ত্রীণি যস্য তম্। ত্রিলোকেশং ত্রয়াণাং লোকানামধিষ্ঠাতারম্। ত্রিশূলবরধারিণং ত্রিশূলেষু বরং ত্রিশূলঞ্চ বরঞ্চ বা ধর্ত্তুং শীলং যস্যেতি ত্রিশূলবরধারী তম্ ॥ ৮ ॥

সংসিক্ত তাঁহার জটামণ্ডল পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে।৭ তিনি বিভূতি-ভূষিত (১); তিনি শান্ত (সংযতান্তঃকরণ); তিনি নৃকপাল-মালী এবং সর্পমালায় অলঙ্কৃত। তিনি ত্রিলোচন এবং ত্রিলোকনাথ। তিনি এক

টিপ্পনী।

(১)—বিভূতি শব্দে চিতাভস্ম বা হুতহুতাশনের ভস্ম অথবা শূন্যে ধৃত বৃষগোময়ের ভস্ম। বিভূতি শব্দে শিবের অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যও অভিহিত হইয়া থাকে; যথা—অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥ অর্থাৎ—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা। যে বিভূতিবলে এত সূক্ষ্ম হইতে পারা যায় যে, অত্যন্ত ঘন বা কঠিন প্রস্তরাদি যে কোন পদার্থ মধ্যেও অনায়াসে প্রবিষ্ট

আশুতোষং জ্ঞানময়ং কৈবল্যফলদায়কম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরাতঙ্কং নির্ব্বিশেষং নিরঞ্জনম্ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বেষাং হিতকর্ত্তারং দেবদেবং নিরাময়ম্।
প্রসন্নবদনং বীক্ষ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।

আশ্বিত্যাদি। আশু শীঘ্রং তোষস্তুষ্টির্যস্য তম্। জ্ঞানময়ং জ্ঞানং তত্ত্বতঃ সমস্তপদার্থাববোধস্তদাত্মকম্। কৈবল্যফলদায়কং নির্ব্বাণরূপস্য ফলস্য দাতারম্। নির্ব্বিকল্পং নির্গতো বিকল্পো বিবিধা কল্পনা যস্মাত্তম্। নিরাতঙ্কং নির্গতঃ আতঙ্কঃ তাপশঙ্কা যস্মাৎ তম্। নির্ব্বিশেষঃ নানাবিধ ভেদরহিতম্। নিরঞ্জনম্ অবিদুষামপ্রত্যক্ষম্ ॥ ৯ ॥

হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া আছেন এবং অপর হস্তে বরপ্রদানে সমুদ্যত রহিয়াছেন।৮ তিনি আশুতোষ; তিনি জ্ঞানময়; তিনি (নির্ব্বাণ-) মুক্তিদাতা; তিনি নির্ব্বিকল্প; তিনি নিরাতঙ্ক (তাপত্রয়শঙ্কা-বিবর্জ্জিত), নির্ব্বিশেষ (নানাবিধ ভেদ-বিরহিত) এবং নিরঞ্জন (অজ্ঞান ব্যক্তির অগোচর)।৯

হওয়া যাইতে পারে তাহাকে অণিমা বলে। যে শক্তি দ্বারা এতই লঘু হইতে পারা যায় যে, সূর্য্যমরীচি অবলম্বন করিয়াও সূর্য্যলোকে বা যে কোন স্থানে ইচ্ছামত যাইতে পারা যায়, তাহার নাম লঘিমা। প্রাপ্তি অর্থে অভীপ্সিতপ্রাপণ অর্থাৎ যে শক্তি বলে ইচ্ছামত হস্ত দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যাদি স্পর্শ করিতে পারা যায়। প্রাকাম্য=ইচ্ছানভিঘাত অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা অপ্রতিহতরূপে মনোরথ পূর্ণ হয়। মহিমার মহিমায় এত বৃহৎপরিমাণ হইতে পারা যায় যে চতুর্দ্দশ ভুবনকেও নিজ শরীরের অন্তর্গত করা যায়। ঈশিত্ববলে সমুদায় ভূতের উপরি আধিপত্য করিতে পারা যায়। বশিত্ব দ্বারা সকল প্রাণীই বশীকৃত হইয়া থাকে। যে বিভূতি দ্বারা সমুদায় কামনাকেই অবসান প্রাপ্ত অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে পূর্ণ বা নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, তাহাকে কামাবসায়িতা বলে। শিবের এই অষ্ট বিভূতি আছে। যে সাধক সাধন দ্বারা সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তিনিও শিবস্বরূপ হইয়া অষ্ট বিভূতি প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু এক্ষণে এরূপ সম্পূর্ণ সিদ্ধপুরুষের সংখ্যা অতি অল্প;—লোকসমাজে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিনয়াবনতা দেবী পার্ব্বতী শিবমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
ত্বদধীনাস্মি দেবেশ তবাজ্ঞাকারিণী সদা ॥ ১১ ॥
বিনাজ্ঞয়া ময়া কিঞ্চিদ্ ভাষিতুং নৈব শক্যতে।
কৃপাবলেশো ময়ি চেৎ স্নেহোঽস্তি যদি মাং প্রতি।
তদা নিবেদ্যতে কিঞ্চিন্ মনসা যদ্বিচারিতম্ ॥ ১২ ॥
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য কস্ত্রিলোক্যাং মহেশ্বর।
ছেত্তা ভবিতুমর্হো বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥১৩ ॥

সর্ব্বেষামিত্যাদি। নিরাময়ং নির্গত আময়ো ব্যাধির্যস্মাৎ তম্ ॥১০ ॥

পার্ব্বতী শিবং প্রতি কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। দেবদেবেত্যাদি। হে দেবেশ দেবানামিন্দ্রাদীনামপি নিয়ন্তঃ যতোঽহং ত্বদধীনা তব বশীভূতা সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে তবাজ্ঞাকারিণী চাস্মি। অতস্তবাজ্ঞয়া বিনা কিঞ্চিদপি ভাষিতুং কথয়িতুং নৈব ময়া শক্যতে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

ত্বদন্য ইতি। ত্বত্তোঽন্যস্ত্বদন্য ইতি পঞ্চমীতৎপুরুষঃ। ত্বদিতি পঞ্চম্যন্তং ভিন্নং বা পদম্ ॥ ১৩ ॥

দেবী পার্ব্বতী, নিখিলভুবন-হিতকারী দেবদেব মহাদেবকে সুস্থশরীরে প্রসন্ন বদনে এইরূপে সুখাসীন দেখিয়া লোকের হিতসাধন অভিলাষে বিনয়াবনতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।[১০]

পার্ব্বতী বলিলেন। দেবদেব! আপনি আমার নাথ, নিখিল জগতের নাথ ও করুণার সাগর। আপনি দেবতাদিগেরও অধীশ্বর। আমি আপনার অধীনা ও সর্ব্বদাই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী।[১১] আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে আমি কিছুই বলিতে সমর্থা নহি। যদি আমার প্রতি আপনকার কিছুমাত্র কৃপা ও স্নেহ থাকে, তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমার মনে যে প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করি।[১২] মহেশ্বর! এই ত্রিলোকীমধ্যে আপনি ব্যতিরেকে

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

কিমুচ্যতে মহাপ্রাজ্ঞে কথ্যতাং প্রাণবল্লভে ।
যদকথ্যং গণেশেঽপি স্কন্দে সেনাপতাবপি ॥ ১৪ ॥
তবাগ্রে কথয়িষ্যামি সুগোপ্যমপি যদ্ভবেৎ ।
কিমস্তি ত্রিষু লোকেষু গোপনীয়ং তবাগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥
মম রূপাসি* দেবি ত্বং ন ভেদোঽস্তি ত্বয়া মম ।
সর্ব্বজ্ঞা কিং ন জানাসি ত্বনভিজ্ঞেব পৃচ্ছসি ॥ ১৬ ॥

পার্ব্বত্যা প্রষ্টব্যমর্থমভিজিজ্ঞাসুঃ শ্রীসদাশিব উবাচ, কিমুচ্যতে ইত্যাদি। গণেশেঽপি স্কন্দে কার্ত্তিকেয়ে সেনাপতাবপীতি ব্যাহরতা ভগবতা মহাদেবেন তয়োর্মহাবীরত্বেন মদতিপ্রিয়ত্বাদতিগুহ্যস্যাপ্যর্থস্য বলাৎকারেণাপ্যভিধায়নে যোগ্যত্বমস্তীতি সূচিতম্ ॥ ১৪ ॥

তবাগ্রে ইত্যাদি। তবাগ্রতস্ত্বদগ্রে গোপনীয়ং ত্রিষপি লোকেষু কিং বস্ত্বস্তি অপিতু ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। অগ্রে ইত্যগ্রতঃ অদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানমিতি সপ্তম্যন্তাৎ স্বার্থে তসিঃ ॥ ১৫ ॥

মম রূপেত্যাদি। রূপ্যতে রূপক্রিয়াবিশিষ্টা বিধীয়তে ইতি রূপা। কর্ম্ম-

---

অন্য কোন্ ব্যক্তি আমার এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন! অথবা অপর কোন্ ব ক্তিই বা আপনকার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা ও সর্ব্বজ্ঞ আছেন![১৩]

সদাশিব কহিলেন। প্রাণপ্রিয়ে! তুমি অতীব বুদ্ধিমতী। তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, বল। যাহা গণপতির নিকটে অথবা সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের নিকটেও প্রকাশ নাই,[১৪] এরূপ অতি গোপনীয় বিষয় হইলেও তোমার নিকট ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। বিশেষতঃ তোমার নিকট গোপন করিতে হইবে, এমত বিষয়ই বা এই ত্রিলোকী মধ্যে কি আছে![১৫] দেবি! তুমি আমারই মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। তোমার সহিত আমার কোন ভেদই নাই। তুমি সর্ব্বজ্ঞা, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন্ বিষয় জানিতে না পারিতেছ যে, এরূপ অনভিজ্ঞার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছ![১৬]

---

* মৎসরূপাসীতি পাঠান্তরম্।

ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা ।
বিনয়াবনতা সাধ্বী পরিপপ্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীআদ্যোবাচ ।

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বর ।
কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মান্তর্য্যমিনা পুরা ॥ ১৮ ॥
প্রকাশিতাশ্চতুর্ব্বেদাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপবৃংহিতাঃ ।
বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যত্র চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৯ ॥

ণ্যচ্। মমরূপা মদ্রূপশালিনীত্যর্থঃ। মৎসরূপেতি পাঠে তু ময়া সহ সমানমেকং রূপং যস্যাঃ সা। অনভিজ্ঞেব অবিদুষী ইব ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

পার্ব্বতী শঙ্করং কিং পরিপপ্রচ্ছেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, শ্রীআদ্যোবাচ। ভগবন্নিত্যাদি। হে ভগবন্ ঐশ্বর্য্যাদিশালিন্। সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিয়ন্তঃ। যথা শ্রুতিস্মৃতিসংহিতাদ্যুপদেশেন সত্যত্রেতাদৌ ভবতা লোকা নিস্তারিতা এবং দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে পাপিনি কলাবপি কেনাপ্যুপায়েন দয়াবতা ভবতৈব মনুষ্যা উদ্ধর্ত্তব্যা ইত্যাশয়েনাহ, কৃপাবতেত্যাদি ॥ ১৮ ॥

প্রকাশিকা ইত্যাদি। সর্ব্বে ধর্ম্মা উপবৃংহিতা বর্দ্ধিতা যেষু তে ॥ ১৯ ॥

তদুক্তেত্যাদি। কৃতে যুগে সত্যযুগে ভুবি পৃথিব্যাং পুণ্যশীলা মানবাঃ

পতিব্রতা পার্ব্বতী, সদাশিবের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্টহৃদয়া ও বিনয়াবনতা হইয়া দেবাদিদেব শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।[১৭]

শ্রীভগবতী কহিলেন। ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর এবং আপনি সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি ব্রহ্মারও অন্তরাত্মা; আপনি কৃপা করিয়া পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক[১৮] চতুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ চতুর্ব্বেদে সমুদায় ধর্ম্মের সুবিস্তার কীর্ত্তন আছে। উহাতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণের এবং গার্হস্থ্য প্রভৃতি সমুদায় আশ্রমের নিয়মও

তদুক্তযোগযজ্ঞাদ্যৈঃ কর্ম্মভির্ভুবি মানবাঃ।
দেবান্ পিতৃন্ প্রীণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতে যুগে ॥২০॥
স্বাধ্যায়ধ্যানতপসা দয়াদানৈর্জ্জিতেন্দ্রিয়াঃ।
মহাবলা মহাবীর্য্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ * ॥ ২১ ॥

তদুক্তযোগযজ্ঞাদ্যৈর্ব্বেদভাষিতৈর্নিস্তারোপায়ভূতৈর্যোগযজ্ঞাদিভিঃ ভিন্নভিন্ন-কর্ম্মভির্দেবান্ পিতৃংশ্চ প্রীণয়ন্তস্তর্পয়ন্তঃ। আসন্নিতি পঞ্চমশ্লোকস্থিতেন পদে-নান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

স্বাধ্যায়েত্যাদি। স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নং ধ্যানং পরমাত্মচিন্তনং তপঃ কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি। দয়া নিষ্কারণপরদুঃখনাশেচ্ছা দানং ন্যায়ার্জিতস্য ধনাদেঃ পাত্রে-ঽর্পণং তৈঃ সর্ব্বৈর্বিশিষ্টা মানবা আসন্। জিতেন্দ্রিয়া ইত্যাদীনাং সর্ব্বেষাং জসন্তানাং পদানামাসন্নিত্যত্রান্বয়ো বিধাতব্যঃ। জিতেন্দ্রিয়া বশীকৃতচক্ষুরাদয়ঃ। মহাবলা মহাসামর্থ্যাঃ। স্থৌল্যসামর্থ্যসৈন্যেষু বলমিত্যমরঃ। মহাবীর্য্যা মহা-প্রভাবাঃ মহাতেজসো বা। বীর্য্যং প্রভাবে শুক্রে চ তেজঃসামর্থ্যয়োরপীতি মেদিনী। মহান্তৌ সত্ত্বপরাক্রমৌ ব্যবসায়শৌর্য্যে যেষাস্তে মহাসত্ত্বপরা-ক্রমাঃ ॥২১ ॥

ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে।[১৯] সত্যযুগে এই মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ পুণ্যশীল ছিলেন এবং বেদবিহিত যোগ (২) ও যাগাদি কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তর্পিত করিতেন।[২০] তৎকালে তাঁহারা বেদাধ্যয়ন, ধ্যান অর্থাৎ পরমাত্ম-চিন্তা ও তপস্যা অর্থাৎ শারীরিক কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রতাদির অনুষ্ঠানে

---

* মহাসত্যপরাক্রমা ইতি পাঠান্তরম্।

(২)—কোন কোন মতে, পরমশিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনীর যোগকেই যোগ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের নামই যোগ। কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকাই যোগ। কেহ বা বলেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগশব্দবাচ্য। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য, প্রাণ ও অপান, নাদ ও বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এতদুভয়ের পরস্পর যোগের নামই যোগ। ফলতঃ, সকলেরই উদ্দেশ্য এক, তাৎপর্য্য-গত কোন ভেদ নাই।

২

দেবায়তনগা মর্ত্ত্যা দেবকল্পা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে সাধবঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২২ ॥
রাজানঃ সত্যসঙ্কল্পাঃ প্রজাপালতনতৎপরাঃ।
মাতৃবৎ পরযোষিৎসু পুত্রবৎ পরসূনুষু ॥ ২৩ ॥
লোষ্ট্রবৎ পরবিত্তেষু পশ্যন্তো মানবাস্তদা।
আসন্ স্বধর্ম্মনিরতাঃ সদা সন্মার্গবর্ত্তিনঃ ॥ ২৪ ॥

দেবায়তনেত্যাদি। দেবায়তনগা দেবতামন্দিরগামিনঃ। মর্ত্ত্যা মরণশীলা অপি দেবকল্পা ঈষদূনা দেবাঃ দেবতুল্যা ইত্যর্থঃ। দৃঢ়ং ব্রতং নিয়মো যেষান্তে। সাধবঃ স্বস্বধর্ম্মবর্ত্তিনঃ।। সত্যবাদিনঃ সত্যং যথার্থাভিধানং তস্য বক্তারঃ ॥ ২২।

রাজান ইত্যাদ। সত্যঃ সঙ্কল্পো মানসং কর্ম্ম যেষান্তে। পরযোষিৎসু পরস্ত্রীষু। পরসূনুষু অন্যপুত্রেষু ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

নিরত থাকিতেন। তাঁহারা দয়াশীল, দানশীল, জিতেন্দ্রিয়, মহাবল, মহাসত্ত্ব, মহাবীর্য্য ও অতীব পরাক্রমশালী ছিলেন।[২১] তাঁহারা মনুষ্য হইয়াও দেবতার সদৃশ ছিলেন এবং দেবলোকে (৩) গমনাগমন করিতে পারিতেন। তৎকালের মানবগণ সকলেই সনাতনধর্ম্ম-পরায়ণ, দৃঢ়ব্রত, সাধু, ও সত্যবাদী ছিলেন।[২২] সত্যযুগের রাজগণ সত্যসঙ্কল্প ও প্রজাপালন-তৎপর ছিলেন। তখনকার মনুষ্যেরা পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় এবং পরের সন্তানকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেন।[২৩] পরের ধন লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিতেন ও সর্ব্বদা স্বধর্ম্মনিরত ও সৎপথবর্ত্তী ছিলেন।[২৪] তৎকালে কেহ মিথ্যাবাদী, প্রমাদী,

---

(৩)—মূলে "দেবায়তনগাঃ" এই শব্দ আছে। টীকাকার ব্যাখ্যা করেন যে, দেবায়তন শব্দের অর্থ দেবমন্দির। সত্যযুগের মানবগণ যথাসময়ে ও যথানিয়মে দেবমন্দিরে গমন করিতেন।

ন মিথ্যাভাষিণঃ কেচিৎ ন প্রমাদরতাঃ ক্বচিৎ।
ন চৌরা ন পরদ্রোহ-কারকা ন দুরাশয়াঃ ॥ ২৫ ॥
ন মৎসরা নাতিরুষ্টা নাতিলুব্ধা ন কামুকাঃ।
সদন্তঃকরণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদানন্দমানসাঃ ॥ ২৬ ॥
ভূময়ঃ সর্ব্বশস্যাঢ্যাঃ পর্জ্জন্যাঃ কালবর্ষিণঃ।
গাবোঽপি দুগ্ধসম্পন্নাঃ;পাদপাঃ ফলশালিনঃ ॥ ২৭ ॥
নাকালমৃত্যুস্তত্রাসীৎ ন দুর্ভিক্ষং ন বা রুজঃ।
হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সদারোগ্যা-স্তেজোরূপগুণান্বিতাঃ *।
স্ত্রিয়ো ন ব্যভিচারিণ্যঃ পতিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ২৮ ॥

ন মিথ্যেত্যাদি। ন প্রমাদরতাঃ সাবধানা ইত্যর্থঃ। ন দুরাশয়াঃ ন দুষ্টাভিপ্রায়াঃ ॥ ২৫ ॥

নেত্যাদি। ন মৎসরা নান্যশুভদ্বেষিণঃ। নাতিরুষ্টা ন বহুক্রোধশালিনঃ। সর্ব্বদা আনন্দো যত্র এবম্ভূতং মানসং হৃদয়ং যেষান্তে ॥ ২৬ ॥

ভূময় ইত্যাদি। পর্জ্জন্যা মেঘাঃ ॥ ২৭ ॥

নাকালেত্যাদি। তত্র কৃতযুগে। রুজো রোগাঃ। সদা আরোগ্যং যেষান্তে। তেজোরূপগুণান্বিতাঃ তেজসা রূপেণ অন্যৈশ্চ গুণৈর্যুক্তাঃ ॥ ২৮ ॥

চোর, পরদ্রোহী ও দুষ্টাশয় ছিল না।[২৫] তৎকালে কেহ মাৎসর্য্যযুক্ত (পরশ্রীকাতর), অতিশয় রোষপরবশ, অতিশয় লুব্ধ বা কামমোহিত ছিল না। তখন সকলেই পবিত্র-হৃদয় ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত ছিলেন।[২৬] সত্যযুগে পৃথিবী সর্ব্বশস্যসম্পন্না ছিলেন ; মেঘগণও যথাসময়ে জল বর্ষণ করিত ; গাভীসমুদায় বহু-দুগ্ধবিশিষ্ট ও বৃক্ষসমুদায় ফলভারাবনত ছিল।[২৭] সে সময় অকালমৃত্যু, রোগ বা দুর্ভিক্ষ কিছুই ছিল না। তৎকালের জনগণ সর্ব্বদা হৃষ্টপুষ্ট, সুস্থশরীর, তেজস্বী, রূপবান্ ও গুণবান্ ছিলেন। তখনকার রমণীগণ পতিভক্তি-পরায়ণা ছিলেন ; সুতরাং কেহই ব্যভিচারিণী ছিল না। তৎকালের ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়-গণ, বৈশ্যগণ ও শূদ্রগণ স্বস্ব আচার-ব্যবহারে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তাঁহারা নিজ

---

* তেজোরূপসমন্বিতা ইতি বা পাঠঃ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বাচারবর্ত্তিনঃ ।
স্বৈঃ স্বৈর্ধর্ম্মৈর্যজন্তস্তে নিস্তারপদবীং গতাঃ ॥ ২৯ ॥
কৃতে ব্যতীতে ত্রেতায়াং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মব্যতিক্রমম্ ।
বেদোক্তকর্ম্মভির্মর্ত্ত্যা ন শক্তাঃ স্বেষ্টসাধনে ॥ ৩০ ॥
বহুক্লেশকরং কর্ম্ম বৈদিকং ভূরিসাধনম্ ।
কর্ত্তুং ন যোগ্যা মনুজা-শ্চিন্তাব্যাকুলমানসাঃ ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণা ইত্যাদি। যজন্তঃ পরমেশ্বরমর্চ্চয়ন্তঃ ॥ ২৯ ॥

কৃতে ইত্যাদি। কৃতে সত্যযুগে ব্যতীতে বিগতে সতি ত্রেতায়াং চায়াতায়াং সত্যাং যদা বেদোক্তকর্ম্মভির্মর্ত্ত্যা মনুষ্যাঃ স্বেষ্টসাধনে আত্মনোঽভীষ্টসম্পাদনে শক্তাঃ সমর্থা ন বভূবুঃ। যদা চ ভূরীণি বহূনি সাধনানি যস্য তদ্ভূরিসাধনম্। অতএব বহুক্লেশকরং বহূনাং ক্লেশানাং জনকম্। অথবা বহুভিঃ ক্লেশৈঃ ক্রিয়তে নিষ্পাদ্যতে যত্তদ্বহুক্লেশকরম্। বাহুলকাৎ কর্ম্মণ্যচ্। অতএবেদৃশং বৈদিকং কর্ম্ম কর্ত্তুং চিন্তাব্যাকুলমানসা মনুজা মনুষ্যা যোগ্যা ন বভূবুঃ। যদা চ সদা কাতরচেতসঃ সর্ব্বদা অধীরস্বান্তা মনুজা বৈদিককর্ম্মত্যাগে নানাদোষশ্রবণাৎ তৎ কর্ম্ম ত্যক্তুং বহুক্লেশসাধ্যত্বাৎ কর্ত্তুঞ্চ নার্হন্তি স্ম তদা ধর্ম্মব্যতিক্রমং ধর্ম্মোল্লঙ্ঘনং ধর্ম্মবিপর্য্যয়ং বা দৃষ্ট্বা স্মৃতিরূপাণি বেদার্থযুক্ত-

---

নিজ বর্ণানুগত ধর্ম্মানুসারে আরাধনা করিয়া সকলেই নিস্তার পাইয়াছেন।[২৯]

অনন্তর সত্যযুগ গত হইলে যখন ত্রেতাযুগের আবির্ভাব হইল, তখন আপনি দেখিলেন যে, ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছে. তৎকালের মনুষ্যেরা আর বেদবিহিত কর্ম্ম দ্বারা অভীষ্ট-সাধনে সমর্থ হইতেছেন না।[৩০] কারণ বেদবিধানানুরূপ কার্য্য করিতে হইলে অনেক সাধন অপেক্ষা করে এবং তাহা বহু ক্লেশে সিদ্ধ হয়। তৎকালের মানবগণ সম্পূর্ণরূপে বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাদের মন চিন্তায় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।[৩১] তাঁহারা

ত্যক্তুং কর্ত্তুং ন চার্হন্তি সদা কাতরচেতসঃ ॥ ৩২ ॥
বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপাণি ভূতলে।
তদা ত্বং প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায়দুর্ব্বলান্।
লোকানতারয়ঃ পাপাৎ দুঃখশোকাময়প্রদাৎ ॥ ৩৩ ॥

শাস্ত্রাণি ভূতলে প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায়দুর্ব্বলান্ লোকান্ জনান্ পাপাৎ ত্বমতারয়ঃ তারিতবানিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেও অক্ষম, অথচ তাহা পরিত্যাগ করিতেও পারেন না, সুতরাং তাঁহারা তৎকালে যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িলেন।৩২ এই সময় (আপনি মনু প্রভৃতি রূপে) বেদার্থযুক্ত স্মৃতিরূপ শাস্ত্রসমূহ ভূতলে প্রকাশ করিয়া বেদাধ্যয়নে ও তপোনুষ্ঠানে অসমর্থ লোক সকলকে দুঃখ শোক ও ক্লেশদায়ক পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন (৪)।৩৩ অতএব এই ঘোর

---

(৪)—সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল। অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। তৎকালে মানবগণও সম্পূর্ণরূপে তৎপ্রতিপালনে সমর্থ ছিলেন। ত্রেতাযুগে একপাদ ধর্ম্ম হ্রাস হইল; তদনুরূপ লোকের ক্ষমতারও হ্রাস হওয়াতে স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মকর্ম্মের প্রচলন হইল। এইরূপ ধর্ম্মের দুইপাদ বা অর্দ্ধাংশ লোপ প্রাপ্ত হইলে দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম অবলম্বিত হয়। কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র অবশিষ্ট, লোক সকলও সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠান-নিরত। ম্লেচ্ছ ও পাষণ্ড প্লাবিত দেশে এই কলিকালে পুরাণসঙ্গত ধর্ম্মও উপযোগী নহে। কুব্জিকাতন্ত্রে আছে;—"কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাত্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ। দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥" সত্যযুগের মানবগণ বেদবিধান অনুসারে, ত্রেতাযুগের মানবগণ স্মৃতিসংহিতার বিধি অনুসারে এবং দ্বাপরযুগের মনুষ্যগণ বেদব্যাসাদি প্রণীত পুরাণসংহিতাদির বিধান অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। সম্প্রতি কলিযুগে প্রায় সকলেই তন্ত্র অনুসারে যোগ যাগ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য সাধনে নিরত রহিয়াছেন। এক্ষণে তন্ত্র ভিন্ন আর নিস্তারের উপায় নাই।

ত্বাং বিনা কোঽস্তি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে।
ভর্ত্তা পাতা সমুদ্ধর্ত্তা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভুঃ ॥ ৩৪ ॥
ততোঽপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্ঝিতে।
ধর্ম্মার্দ্ধলোপে মনুজে আধিব্যাধিসমাকুলে ॥ ৩৫ ॥
সংহিতাদ্যুপদেশেন ত্বয়ৈবোদ্ধারিতা নরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ত্বামিতি। যতস্ত্বমেবস্তুতোঽতস্ত্বাং বিনেত্যেবং যোজনীয়ম্। ঘোরসংসার-সাগরে ভয়ানকসংসারসমুদ্রে প্রভুর্জগৎপতিঃ ॥ ৩৪ ॥

তত ইত্যাদি। স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্ঝিতে স্মৃতিভিরুক্তানি যানি সুকৃতানি পুণ্যানি তৈরুজ্ঝিতে ত্যক্তে। ধর্ম্মার্দ্ধলোপে ধর্ম্মস্যার্দ্ধং লুম্পতীতি ধর্ম্মার্দ্ধ-লোপস্তস্মিন্! স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্ঝিতে ইতি ধর্ম্মার্দ্ধলোপে ইতি চ দ্বাপরে ইত্যস্য বিশেষণং মনুজে ইত্যস্য বেতি বোধ্যম্। আধির্ম্মানসী ব্যথা ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

সংসারসাগর-মধ্যে আপনি ব্যতিরেকে, এমত আর কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি জীবগণকে পিতার ন্যায় ভরণ পোষণ ও উদ্ধার করিতে পারেন। বস্তুতঃ আপনিই সমস্ত জগতের অধিপতি ও কল্যাণদাতা।[৩৪]

তদনন্তর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইল, তখন স্মৃত্যুক্ত (ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অসাধ্য হওয়াতে) পুণ্যকর্ম্ম হ্রাস হইতে লাগিল। তৎকালে দ্বিপাদ ধর্ম্মের লোপ নিবন্ধন মানবগণ আধিব্যাধি দ্বারা সমাকুল হইয়া উঠিলেন।[৩৫] এই সময় আপনি (বেদব্যাসাদি রূপে) পুরাণসংহিতাদির উপদেশ দ্বারা ঐ সকল মনুষ্যকে উদ্ধার করিয়াছিলেন (৫)।[৩৬]

---

(৫)—প্রত্যেক মন্বন্তরকালে এক এক মনু জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। একসপ্ততি মহা-যুগে এক এক মন্বন্তর হয়। প্রত্যেক সত্যযুগে মনু ভূতলে আগমন পূর্ব্বক ত্রেতাযুগের মানব-গণের নিমিত্ত স্মৃতিসংহিতা প্রণয়ন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক দ্বাপরযুগে ঐরূপ বেদব্যাস-রূপী মহাদেব দ্বাপরযুগের লোকদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন। কলিযুগের মানবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ভগবতীর প্রশ্ন অনুসারে ভগবান্ সদাশিব, বিষ্ণু-ক্রান্তাতে (বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে) ৬৪ খানি, অশ্বক্রান্তাতে (বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরভাগে) ৬৪ খানি, এবং রথক্রান্তাতে (বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে) ৬৪ খানি সমুদায়ে ১৯২ খানি মূল তন্ত্র

আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপিনি।
দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে ॥ ৩৭ ॥
ন বেদাঃ প্রভবস্তত্র * স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ।
নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥ ৩৮ ॥
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো।
তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ম্মুখাঃ ॥ ৩৯ ॥
উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা।
কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরা দুর্ম্মুখাঃ শঠাঃ ॥ ৪০ ॥

আয়াতে ইত্যাদি। দুরাচারে দুষ্ট আচারো যত্র তস্মিন্ ॥ ৩৭ ॥
ন বেদা ইত্যাদি। প্রভবঃ সমর্থাঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥
উচ্ছৃঙ্খলা ইত্যাদি। উদ্গতং শৃঙ্খলং বেদাদিরূপনিগড়ো যেষাং তে উচ্ছৃঙ্খলাঃ বন্ধনরহিতা ইত্যর্থঃ। লোলুপাঃ অতিলুব্ধাঃ। ক্রূরাঃ নির্দ্দয়াঃ। নিষ্ঠুরাঃ পরুষবাদিনঃ। দুর্ম্মুখাঃ অবদ্ধমুখাঃ। শঠাঃ অনৃজবঃ ॥ ৪০ ॥

এক্ষণে দেখিতেছি,কলিযুগ উপস্থিত। এই পাপময় কলি সর্ব্বধর্ম্ম-বিলোপকারী,দুরাচার,দুষ্টকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক এবং সংসারে বিষম বিপর্য্যয় সংঘটন করে।[৩৭] এই কলিযুগে বেদের কিছুমাত্র প্রভাব থাকিবে না, (বেদোক্ত অনুষ্ঠানে কোন ফলও দৃষ্ট হইবে না); স্মৃতি স্মৃতিপথের অতীত হইবে। বিভো! বহুবিধ ইতিহাস-সংযুক্ত নানাবিধ সাধন-পন্থা প্রদর্শক[৩৮] বিস্তীর্ণ পুরাণসংহিতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং এ সময় লোক সকল ধর্ম্মকর্ম্মে বিমুখ হইয়া পড়িবে।[৩৯] এই কলিযুগের লোকেরা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে নিরত, অনিয়ন্ত্রিত, মদোদ্ধত, কামমোহিত, দুর্ম্মুখ, লুব্ধ, ক্রূর, নিষ্ঠুর ও শঠ হইবে।[৪০] ইহারা স্বল্পায়ু,

---

* প্রভবস্ত্যত্র ইতি বা পাঠঃ।

প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শিবোক্ত বহুসংখ্য আগম এবং দেবীকথিত অনেকগুলি নিগম আছে। তৎসমুদায়ও তন্ত্র মধ্যে পরিগণিত।

স্বল্পায়ুর্মন্দমতয়ো রোগশোকসমাকুলাঃ ।
নিঃশ্রীকা নির্ব্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ ॥ ৪১ ॥
নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ ।
পরনিন্দাপরদ্রোহ-পরিবাদপরাঃ খলাঃ ॥ ৪২ ॥
পরস্ত্রীহরণে পাপ-শঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ । *
নির্দ্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ ॥ ৪৩ ॥
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিতাঃ ।
অযাজ্যযাজকা লুব্ধা † দুর্ব্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বল্পেত্যাদি। স্বল্পায়ুষশ্চ তে মন্দমতয়শ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ ॥ ৪১ ॥
নীচেত্যাদি। খলা দুর্জ্জনাঃ ॥ ৪২ ॥

পরস্ত্রীত্যাদি। পরস্ত্রীহরণে পাপশঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ পরস্ত্রীহরণনিমিত্তক-পাপে উদ্বেগসাধ্বসরহিতাঃ। মলিনাঃ মলদূষিতাঃ। দীনাঃ খেদবন্তঃ। দরিদ্রাঃ দুর্গতিমন্তঃ ॥৪৩॥ ৪৪ ॥

স্বল্পবুদ্ধি, রোগ-শোক-সমাকুল, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি নীচ জাতির আচার-ব্যবহারে রত ও নীচাশয় হইবে।[৪১] কলিযুগের লোকেরা খলস্বভাব নীচজাতির সংসর্গে নিয়ত নিরত, পরধনাপহারী, পরনিন্দাপরায়ণ, পরদ্রোহকারী ও পরগ্লানিতে রত হইবে।[৪২] পরস্ত্রীহরণে ইহাদের কিছুমাত্র পাপাশঙ্কা বা ভয় থাকিবে না। ইহারা প্রায়ই নির্ধন মলিন দীন দুঃখিত ও চিররোগী হইবে।[৪৩] কলিযুগের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ন্যায় আচার-সম্পন্ন, সন্ধ্যাবন্দন-বিবর্জ্জিত, অযাজ্যযাজী, লোভী দুর্ব্বৃত্ত ও পাপকারী হইবে। এই সকল

---

* পাপাঃ শঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

† অযাজ্যযাজকামূকা ইত্যপি কচিৎ পাঠঃ।

অসত্যভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্প্রপঞ্চকাঃ।
কন্যাবিক্রয়িণো ব্রাত্যা-স্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৪৫ ॥
লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ।
পাষণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যাঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
কদাহারাঃ কদাচারা ধৃতকাঃ † শূদ্রসেবকাঃ।
শূদ্রান্নভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতিকামুকাঃ ॥ ৪৭ ॥
দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচজাতিষু।
ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্ ॥ ৪৮ ॥

অসত্যেত্যাদি। দাম্ভিকাঃ দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বং তদ্বন্তঃ। ব্রাত্যাঃ ষোড়শবর্ষপর্য্যন্তমপ্যসংস্কৃতা ভ্রষ্টগায়ত্রীকা বিপ্রা ভবিষ্যন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

লোকেত্যাদি। পাষণ্ডাঃ বেদবাহ্যরক্তপটমৌঞ্জাদিব্রতচর্য্যাশালিনঃ। শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ শ্রদ্ধা বেদাদৌ দৃঢ়প্রত্যয়ঃ ভক্তিঃ প্রীতিজনকব্যাপারঃ তাভ্যাং হীনাঃ ॥ ৪৬ ॥

কদাহারা ইত্যাদি। ধৃতকাঃ ভরণায়ত্তজীবনাঃ। অতএব শূদ্রাণামপি

ব্রাহ্মণগণ অসত্যভাষী, মূর্খ, দাম্ভিক, অতিশয় প্রবঞ্চক, কন্যাবিক্রয়ী, ব্রাত্য (৬) ও তপোব্রত-পরাঙ্মুখ হইবে।[৪৫] কলির পাষণ্ড, পণ্ডিতম্মন্য ও শ্রদ্ধাভক্তি-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণগণ কেবল লোকদিগকে প্রতারিত করিবার জন্যই জপ ও পূজার অনুষ্ঠান করিবে।[৪৬] ইহারা কদর্য্য আহার করিবে ও কদর্য্য আচার-ব্যবহারে রত থাকিবে। এই সকল ব্রাহ্মণ ক্রূর, অন্যের গলগ্রহ ও শূদ্র-সেবক শূদ্রান্নভোজী এবং সর্ব্বদা শূদ্রপত্নী গমনে লোলুপ থাকিবে।[৪৭] ইহারা অর্থলোভে নীচজাতীয় লোককেও নিজ ধর্ম্মপত্নী প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাদের ব্রাহ্মণজাতির চিহ্নের মধ্যে কেবল গলদেশে সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সূত্রমাত্র থাকিবে।[৪৮] ইহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার বা পানাদির নিয়ম কিছুই

---

† কদাচারাদৃতকা ইতি বা পাঠঃ।

(৬)—ষোড়বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলেও অনুপনীত, ভ্রষ্ট-গায়ত্রীক ব্রাহ্মণকে ব্রাত্য বলে। পতিত ব্রাহ্মণকেও ব্রাত্য বলা যায়।

নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্ ।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্ ।। ৪৯ ।।
সৎকথালাপমাত্রঞ্চ ন তেষাং মনসি ক্বচিৎ ।
ত্বয়া কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণহেতবে ।।৫০ ।।
নিগমাগমজাতানি ভুক্তিমুক্তিকরাণি চ । *
দেবীনাং যত্র দেবানাং মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্ ।
কথিতা বহবো ন্যাসাঃ সৃষ্টিস্থিত্যাদিলক্ষণাঃ ।। ৫১ ।।

সেবকাঃ। ক্রূরাঃ কঠিনাঃ। বৃষলীরতিকামুকাঃ শূদ্রারতিকাময়িতারঃ ॥ ৪৭॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

থাকিবে না। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা ও নিরন্তর সাধুদিগের অনিষ্টাচরণ করিবে।[৪৯] কিন্তু ইহাদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মানুগত সৎকথার আলোচনামাত্রও থাকিবে না।

আপনি কলিকলুষিত জীবগণের নিস্তারের নিমিত্তই তন্ত্রশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।[৫০] ভোগ ও মোক্ষের কারণ বহুবিধ নিগম ও আগমও প্রকাশিত হইয়াছে। (৭) ঐ সমুদায় তন্ত্রে বহুবিধ দেবদেবীদিগের মন্ত্র ও যন্ত্রাদির সাধন আছে। উহাতে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার স্বরূপ নানাপ্রকার ন্যাসও কথিত হইয়াছে (৮)।[৫১] আপনি বদ্ধপদ্মাসন প্রভৃতি যোগের বহুবিধ আসনবন্ধের

---

* ভক্তিমুক্তিকরাণি চ ইত্যপি পঠ্যতে।

(৭)—যাহা শিবকর্ত্তৃক কথিত ও ভগবতী কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে, তাহার নাম আগম; যাহা ভগবতী কর্ত্তৃক কথিত ও শিবকর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে, তাহার নাম নিগম। গণেশ এই আগম নিগম উভয়ই লিখিয়া লইয়া প্রচারার্থ সিদ্ধ পুরুষের নিকট প্রদান করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে আগম ও নিগম একার্থেও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

(৮)—বাহ্য মাতৃকান্যাসের ক্রম তিন প্রকার; সৃষ্টিক্রম, স্থিতিক্রম ও সংহারক্রম। যথাস্থানে অ-কার হইতে ক্ষ-কার পর্য্যন্ত ন্যাসকে সৃষ্টিমাতৃকা বলে, এবং পরে যথাস্থানে ড-কার হই

বদ্ধপদ্মাসনাদীনি গদিতান্যপি ভূরিশঃ।
পশুবীরদিব্যভাবা দেবতামন্ত্রসিদ্ধিদাঃ* ॥ ৫২ ॥

বদ্ধপদ্মেত্যাদি। যন্ত্রেত্যনুবজ্যতে। আদিনা মুক্তপদ্মাসনাদেঃ সংগ্রহঃ ॥৫২॥

বিষয় কহিয়াছেন (৯)। যাহাতে দেবতাদিগের মন্ত্র সিদ্ধ হয়, তাদৃশ পশুভাব বীরভাব ও দিব্যভাবও আপনি প্রকাশ করিয়াছেন (১০)।৫২ শবাসন, চিতা-

---

* দেবতামন্ত্রসিদ্ধদাঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

ক্ষ-কার ও অ-কার হইতে ঠ-কার পর্যন্ত ন্যাসকে স্থিতিন্যাস বলে, বিপরীত ক্রমে ক্ষ-কার হইতে অ-কার পর্যন্ত ন্যাসকে সংহারমাতৃকা বলা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যবিধ সৃষ্টিন্যাস, স্থিতিন্যাস ও সংহারন্যাসও আছে। বিশেষ বিবরণ অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতি ২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

(৯)—বাম উরুর উপরি দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরি বাম চরণ বিন্যাস পূর্ব্বক বাহুদ্বয় পৃষ্ঠভাগে বিপর্য্যস্ত করিয়া বাম হস্তদ্বারা বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে। এইরূপে বদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া জালন্ধর-বন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক, অর্থাৎ হৃদয়ে চিবুক রাখিয়া নিশ্বাসবায়ু রোধ সহকারে গুরূপদেশ অনুসারে একাগ্র চিত্তে সহস্রারে দৃষ্টি করিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। বাম উরুর উপরি দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরি বাম চরণ স্থাপন পূর্ব্বক বাম উরুর উপরি বাম হস্ত এবং দক্ষিণ উরুর উপরি দক্ষিণ হস্ত উত্তানভাবে স্থাপন করিলে মুক্তপদ্মাসন হইয়া থাকে।

(১০)—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার বা দক্ষিণাচার, এই কয়েকটি আচারের যে কোন আচার অবলম্বন পূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প দ্বারা দেবতার আরাধনাকে পশুভাবে আরাধনা বলে। বামাচার, সিদ্ধান্তাচার বা কৌলাচার অবলম্বনে মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজাই বীরভাবের পূজা। এই বীরভাব হইতে সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ দিব্যভাবে উপনীত হইতে পারা যায়। ইহা কেহ ইচ্ছামত অবলম্বন করিতে পারেন না। দিব্যভাবে বাহ্য-পূজাদি নিবৃত্ত হওয়ায় দিব্য-কল্পেই দেবতার আরাধনা হইয়া থকে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শবাসনং চিতারোহো মুণ্ডসাধনমেব চ।
লতাসাধনকর্ম্মাণি ত্বয়োক্তানি সহস্রশঃ ॥ ৫৩ ॥
পশুভাবদিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ।
কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্যভাবঃ কুতো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ।
ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ ॥ ৫৫ ॥

শবাসনমিতি। অত্রাপি যত্রেত্যস্যানুষঙ্গঃ। শবাসনং মৃতশরীরাসনম্ ॥৫৩॥৫৪॥
কলৌ যুগে পশুভাবদিব্যভাবয়োরসত্ত্বে হেতুং দর্শয়িতুং প্রথমতঃ পশুদিব্যয়োর্ব্বিধেয়ানি যানি কর্ম্মাণি তানি দর্শয়তি দ্বাভ্যাং, পত্রমিত্যাদি। আহরেৎ আনয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

সাধন, মুণ্ডসাধন, লতাসাধন (১১) প্রভৃতি সহস্র সহস্র প্রকার আশুসিদ্ধির উপায়ও আপনি ব্যক্ত করিয়াছেন।[৫৩] পরন্তু আপনিই আবার স্বয়ং কলিযুগের মানবদিগের পক্ষে পশুভাব ও দিব্যভাব নিবারণ করিয়াছেন। কলিযুগে দিব্য-ভাব হওয়া দূরের কথা, পশুভাব পর্য্যন্তও হইতে পারে না।[৫৪] কারণ পশু-ভাবাবলম্বীদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি সমুদায়ই স্বয়ং আহরণ করিবে, শূদ্র দর্শন করিবে না এবং মনোদ্বারাও রমণী স্মরণ করিবে না। (কলিসম্ভূত হীনবল মানবগণ কি ঈদৃশ কঠোর নিয়মে বদ্ধ থাকিতে পারে)![৫৫] দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তি সর্ব্বদা দেবতাপ্রায় শুদ্ধান্তঃকরণ, ও সুখদুঃখ,

---

(১১)—শবাসন দুই প্রকার। যোগমার্গে শবের ন্যায় উত্তানভাবে শয়ান থাকিয়া গুরূপদেশ অনুসারে যোগানুষ্ঠানকে শবাসন বলা যায়।—ঘেরণ্ড-সংহিতা, হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি দেখুন। মন্ত্রমার্গে চাণ্ডালাদি শবের উপরি উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধি মন্ত্রজপ করাকে শবাসন বা শব-সাধন বলে।— কৌলাবলী ৫২ পৃষ্ঠা দেখুন।

যথাবিহিত অসংস্কৃত চিতার উপরি নিয়মানুসারে উপবিষ্ট হইয়া জপ করাকে চিতাসাধন বলে।—কৌলাবলী ৪৮ পৃষ্ঠা।

এক-মুণ্ড (বিধানানুযায়ী চণ্ডাল মুণ্ড), ত্রিমুণ্ডী (বিধানানুযায়ী চণ্ডালমুণ্ড, শৃগালমুণ্ড ও বানরমুণ্ড), পঞ্চমুণ্ডী (বিধানানুযায়ী শৃগালমুণ্ড, বানরমুণ্ড, সর্পমুণ্ড, ও দুইটি চণ্ডালমুণ্ড

দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্ব্বভূতসমঃ ক্ষমী ॥ ৫৬ ॥
কলিকল্মষযুক্তানাং সর্ব্বদাস্থিরচেতসাম্।
নিদ্রালস্যপ্রসক্তানাং ভাবশুদ্ধিঃ কথম্ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥

দিব্যশ্চেতি। ভবেদিত্যধ্যাহার্য্যম্। দেবতাপ্রায়ঃ দেবতুল্যঃ। দ্বন্দ্বাতীতঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তান্যতীতোঽতিক্রান্তঃ তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ। বীতরাগঃ বীতো বিশেষেণ গতো রাগঃ প্রীতির্মাৎসর্য্যং বা যস্য যস্মাদ্বা সঃ। রাগোঽনুরাগে মাৎসর্য্যে ইতি কোশঃ। সর্ব্বভূতসমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ রাগদ্বেষাদিশূন্যঃ। ক্ষমী পরেণাপকারে কৃতে তস্য প্রত্যপকারা-নাচরণং ক্ষমা তদ্বান্ ॥ ৫৬ ॥

এবং পশুদিব্যয়োর্ব্বিধেয়ানি কর্ম্মাণি প্রদর্শ্যেদানীং সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্তানাং নিদ্রালস্যপ্রসক্তানাং নানাবিধদুষ্কৃতশালিনাং পশুদিব্যবিধেয়কর্ম্মসাধনা-যোগ্যানাং কলিজন্মনাং মনুষ্যাণাং পশুভাবদিব্যভাবৌ ন সিধ্যত ইতি প্রতি-পাদয়িতুমাহ, কলীত্যাদি ॥ ৫৭ ॥

শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি সমুদায় দ্বন্দ্বভাবই অনায়াসে সহ্য করিতে সমর্থ এবং অদ্বৈতভাব-সম্পন্ন হয়েন। তিনি রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন।৫৬

পরন্তু পাপে কলুষিত এই কলিযুগের মনুষ্যেরা সতত অস্থিরচিত্ত, নিদ্রা-পরায়ণ ও আলস্যে প্রসক্ত। ঈদৃশ অবস্থায় তাহাদের কিরূপে পূর্ব্বোক্ত-রূপ ভাবশুদ্ধি ও দেবভাব হইতে পারে।৫৭ শঙ্কর! আপনি পূর্ব্বে বীরসাধন

অথবা শতমুণ্ডী (বিধানানুযায়ী একশত নরমুণ্ড) আসনে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টসাধনকে মুণ্ড-সাধন বলা যায়। চণ্ডালমুণ্ডের পরিবর্ত্তে যথাবিধি অন্ত্যজজাতির মুণ্ডও হইতে পারে। পঞ্চমুণ্ডীতে দুইটি নরমুণ্ডের স্থলে একটি নরমুণ্ড ও একটি সারমেয়-মুণ্ডও বিহিত।

শক্তি লইয়া সাধনের নাম লতাসাধন। ইহার প্রণালী জানিবার ইচ্ছা হইলে কৌলাবলী ২৯ পৃষ্ঠায় (কুলপূজা), প্রাণতোষিণী (২য় সংস্করণ) ৬১৮ পৃষ্ঠা, এবং গন্ধর্ব্বতন্ত্র ৬০ পৃষ্ঠা দেখিবেন। যোগমার্গে ইহার প্রণালী শিবসংহিতার ৭৫ পৃষ্ঠায় আছে। এতদ্ভিন্ন যোগচিন্তামণি হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি অন্যান্য অমুদ্রিত পুস্তকেও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

বীরসাধনকর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বোদিতানি চ ।। ৫৮ ।।
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্য-মুদ্রা মৈথুনমেব চ ।
এতানি পঞ্চতত্ত্বানি ত্বয়া প্রোক্তানি শঙ্কর ।। ৫৯ ।।
কলিজা মানবা লুব্ধাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ ।
লোভাৎ তত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্ ।। ৬০ ।।
ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থায় পীত্বা চ বহুলং মধু ।
ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা হিতাহিতবিবর্জ্জিতাঃ ।। ৬১ ।।

বীরেত্যাদি। হে শঙ্কর লোককল্যাণকর্ত্তঃ পঞ্চ মদ্যাদীনি তত্ত্বানি উদিতান্যুক্তানি যেষু। এবম্ভূতানি বীরসাধনকর্ম্মাণি মদ্যমাংসাদীনি পঞ্চতত্ত্বানি চ ত্বয়া প্রোক্তানীত্যন্বয়ঃ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

কলিজা ইত্যাদি। তত্র মদ্যাদিপঞ্চতত্ত্বেষু॥ ৬০ ॥

ইন্দ্রিয়াণামিতি। মধু মদ্যম্॥ ৬১ ॥

ও তদন্তর্গত পঞ্চতত্ত্বের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন।[৫৮] বীরসাধন বিষয়ে মদ্য-মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন. এই পঞ্চতত্ত্ব অপরিহরণীয় বলিয়াও আপনি বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।[৫৯] পরন্তু কলিকালের মনুষ্যেরা লুব্ধ ও শিশ্নোদরপরায়ণ। তাহারা লোভপরবশ হইয়া ঐ পঞ্চতত্ত্বে পতিত ও আসক্ত হইবে কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুমাত্র সাধন করিবে না (১২)।[৬০] কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত অপরিমিত মদ্য পান করিয়া মদোন্মত্ত (১৩) হইবে ও হিতাহি

---

(১২)—এ সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে কি সুন্দর নিয়মই বিধিবদ্ধ আছে, দেখুন—

মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ। অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং লোলুপো নরকং ব্রজেৎ॥

প্রাণতোষিণীধৃত তন্ত্রবচন।

অর্থাৎ মন্ত্রার্থ ও দেবতার স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভবের নিমিত্ত যথানিয়মে মদ্য পান বিধেয়। পরন্তু লোভ বশতঃ পান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়।

(১৩)—কথিত আছে—

সম্মোহানন্দসম্ভেদো মদো মদ্যোপযোগজঃ। অমুনা চোত্তমঃ শেতে মধ্যো হসতি গায়তি॥
অধমপ্রকৃতিশ্চাপি পরুষং বক্তি রোদিতি॥—সাহিত্যদর্পণ।

পরস্ত্রীধর্ষকাঃ কেচিদ্ দস্যবো বহবো ভুবি।
ন করিষ্যন্তি তে মত্তাঃ পাপা যোনিবিচারণম্ * ॥ ৬২ ॥
অতিপানাদিদোষেণ রোগিণো বহবঃ ক্ষিতৌ।
শক্তিহীনা বুদ্ধিহীনা ভূত্বা চ বিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬৩ ॥
হ্রদে গর্ত্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্ব্বতাদপি।
পতিষ্যন্তি মরিষ্যন্তি মনুজা মদবিহ্বলাঃ ॥ ৬৪ ॥
কেচিদ্বিবাদয়িষ্যন্তি গুরুভিঃ স্বজনৈরপি ॥ ৬৫ ॥

পরস্ত্রীত্যাদি। পরস্ত্রীধর্ষকাঃ পরস্ত্র্যভিভবকর্ত্তারঃ। দস্যবশ্চৌরাঃ ॥ ৬২॥৬৩॥
হ্রদ ইত্যাদি। হ্রদে অগাধজলাধারে। প্রান্তরে গ্রামস্য দূরে বৃক্ষলতাদি-শূন্যেঽধ্বনি ॥ ৬৪ ॥

জ্ঞান বিরহিত হইয়া উঠিবে।[৬১] তাহারা কেহ কেহ মত্ত হইয়া পরস্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিবে; অনেকে পৃথিবীতে দস্যুবৃত্তি করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না; এবং সেই সকল পাপিষ্ঠগণ মত্ত হইয়া (পঞ্চতত্ত্বের দোহাই দিয়া) গম্য বা অগম্য যোনি বিচার করিবে না।[৬২] এই পৃথিবীতে অনেকে অপরিমিত পানদোষে রোগ-গ্রস্ত, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন এবং বিকলেন্দ্রিয় হইবে,[৬৩] এবং তাহারা কেহ কেহ অতিপানে মত্ত ও মদবিহ্বল হইয়া হ্রদে, গর্ত্তে, প্রান্তরে অথবা ছাঁদের উপরি হইতে কিম্বা পর্ব্বতের উপরি হইতে পতিত হইয়া জীবন হারাইবে।[৬৪] কোন কোন ব্যক্তি মত্ত হইয়া গুরুজনের সহিত এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের

---

* পাপযোনিবিচারণম্ ইতি বা পাঠ্যম্।

সম্মোহ অর্থাৎ আগন্তুক সুখ দুঃখাদির আবরণ এবং আনন্দ, এতদুভয়ের যে একত্র সমাবেশ, তাহার নাম মদ অর্থাৎ মত্ততা। মদ্যপান দ্বারা এই মত্ততা জন্মিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উত্তম-প্রকৃতি, তিনি মত্ত হইলে শয়ন করেন; যিনি মধ্যম প্রকৃতি, তিনি হাস্য পরিহাস গান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, যিনি অধমপ্রকৃতি, তিনি মত্ত হইলে পরুষ বাক্য বলেন, গালি দেন ও রোদন করিয়া থাকেন।

কেচিন্মৌনা মৃতপ্রায়া অপরে বহুজল্পকাঃ ।
অকার্য্যকারিণঃ ক্রূরা ধর্ম্মমার্গবিলোপকাঃ ।। ৬৬ ।।
হিতায় যানি কর্ম্মাণি কথিতানি ত্বয়া প্রভো ।
মন্যে তানি মহাদেব বিপরীতানি মানবে ।। ৬৭ ।।
কে বা যোগং করিষ্যন্তি ন্যাসজাতানি কেঽপি বা ।
স্তোত্রপাঠং যন্ত্রলিপিং * পুরশ্চর্য্যাং জগৎপতে ।। ৬৮ ।।

কেচিদিতি। গুরুভিঃ পিত্রাদিভিঃ। মৌনাঃ ন কিঞ্চিদপি ব্যাহরন্তঃ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

কে বেতি। যোগং তন্ত্রাদিপ্রযুক্ততত্তৎপুণ্যকর্ম্মরূপমুদ্ধারোপায়ম্। পুরশ্চর্য্যাং পুরশ্চরণম্ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে।৬৫ কেহ কেহ মৌনী ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকিবে এবং কেহ কেহ বা বহু বাক্য কহিবে (১৪)। ফলতঃ, ইহারা প্রায় সকলেই দুষ্কর্ম্মপ্রবৃত্ত ক্রূর ও ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইবে।৬৬ প্রভো! দেবদেব! আপনি মানবগণের হিতের নিমিত্ত পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা যে সমুদায় ক্রিয়াকাণ্ডের উপদেশ করিয়াছেন, বোধ করি, এই কলিতে মানবগণের পক্ষে সে সমস্তই বিপরীত হইয়া উঠিবে।৬৭ জগৎপতে! ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যোগে মনোনিবেশ করিবে! কোন্ ব্যক্তিই বা ন্যাসাদি করিতে প্রবৃত্ত হইবে! কোন্ ব্যক্তিই বা স্তোত্র পাঠ, যন্ত্রপূজা, যন্ত্রধারণ বা পুরশ্চরণ করিবে!৬৮ এই

---

* যন্ত্রলিপিমিতি বা পাঠঃ।

(১৪)—শাস্ত্রে বিধান আছে—

পরিহাসং প্রলাপঞ্চ বিতণ্ডাং বহুভাষিতন্।
ঔদাসীন্যং ভয়ং ক্রোধং চক্রমধ্যে বিবর্জ্জয়েৎ ॥

কুলার্ণব—একাদশ উল্লাস।

ইহার অর্থ এই যে, চক্রমধ্যে পরিহাস, প্রলাপ, বিতণ্ডা, বহুভাষিতা, ঔদাসীনতা, ভয় ও ক্রোধ পরিবর্জ্জন করিতে হয়।

যুগধর্ম্মপ্রভাবেণ স্বভাবেন কলৌ নরাঃ।
ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্ব্বৃত্তাঃ সর্ব্বথা পাপকারিণঃ॥ ৬৯॥
তেষামুপায়ং দীনেশ কৃপয়া কথয় প্রভো।
আয়ুরারোগ্যবর্চ্চস্যং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্।
বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করম্ *॥ ৭০॥
যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ।
শুদ্ধচিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করাঃ॥ ৭১॥
স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ।
দেবতাগুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ॥ ৭২॥

তেষামিত্যাদি। তেষাং নরাণাম্। আয়ুরারোগ্যবর্চস্যম্-আয়ুষে আরোগ্যায় বর্চসে তেজসে চ হিতম্॥ ৭০॥

যেনেত্যাদি। যেন উপায়েন॥ ৭১॥ ৭২॥

কলিকালে যুগধর্ম্ম প্রভাবে মানবগণ স্বভাবতই অতিদুর্ব্বৃত্ত ও সর্ব্বতোভাবে পাপকার্য্য-পরায়ণ হইবে।[৬৯]

প্রভো! দীননাথ! এক্ষণে এই সকল কলিজাত মনুষ্যের কি উপায় আছে, তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। অধুনা কি উপায়ে তাহাদের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কি উপায়ে তাহাদের বিদ্যা, ও বুদ্ধি প্রখর হইতে পারে, কি উপায়ে বিশেষ প্রযত্ন ব্যতিরেকেও তাহাদের মঙ্গল হয়,[৭০] কি উপায় অবলম্বন করিলে লোক সকল মহা-বল-পরাক্রম, বিশুদ্ধচিত্ত, পরের হিতসাধনে তৎপর ও মাতাপিতার প্রিয়কারী হইতে পারে,[৭১] কি উপায়ে তাহারা পরস্ত্রী-বিমুখ হইয়া স্বদারনিষ্ঠ দেবতাভক্ত ও গুরুভক্ত এবং পুত্র ও স্বজনগণের প্রতিপালক হইয়া উঠে,[৭২] কিরূপেই বা তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্যা-সম্পন্ন এবং ব্রহ্মচিন্তা-পরায়ণ হইতে পারে, আপনি

---

* নৃণামযত্নসুভগঙ্করমিতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ ।
সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ ॥৭৩ ॥
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ ।
বিনা ত্বাং সর্ব্বলোকানাং কস্ত্রাতা ভুবনত্রয়ে ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নঃ
প্রথমোল্লাসঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজ্ঞা ইতি। ব্রহ্মবিদ্যাঃ সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি প্রজ্ঞাবন্তঃ। লোকযাত্রায়াঃ লোকনির্ব্বাহস্য ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং প্রথমোল্লাসঃ ।

সকলের পারত্রিক হিতকর এবং লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী এই সমুদায় বিষয় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।[৭৩] বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ-ভেদে এবং আশ্রমভেদে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, যাহা যাহা অকর্ত্তব্য, তৎসমুদায়ও আপনি কৃপা করিয়া ব্যক্ত করুন। এই ত্রিলোকী মধ্যে আপনি ব্যতিরেকে সর্ব্বলোকের পরিত্রাণ-কর্ত্তা আর কে আছে![৭৪]

জীবনিস্তারোপায়প্রশ্ন নামক প্রথম উল্লাস
সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োল্লাসঃ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ।
কথয়ামাস তত্ত্বেন মহাকারুণ্যবারিধিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগে জগতাং হিতকারিণি।
এতাদৃশঃ শুভঃ প্রশ্নো ন কেনাপি পুরা কৃতঃ ॥ ২ ॥
ধন্যাসি সুকৃতজ্ঞাসি হিতাসি কলিজন্মনাম্।
যদ্যত্ত্বক্তং ত্বয়া ভদ্রে সত্যং সত্যং যথার্থতঃ ॥ ৩ ॥
সর্ব্বজ্ঞা ত্বং ত্রিকালজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞা পরমেশ্বরি।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ ধর্ম্মযুক্তং ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ৪ ॥

শঙ্কর ইদানীং কৃতজীবনিস্তারোপায়প্রশ্নাং পার্ব্বতীং তৎপ্রশ্নঞ্চ স্তবংস্তাং প্রত্যুত্তরং দাতুমুপক্রমতে। ইতীত্যাদি। লোকশঙ্করঃ জনানাং কল্যাণস্যোৎপাদকঃ। মহাকারুণ্যবারিধিঃ মহাদয়াসমুদ্রঃ ॥ ১॥ ২ ॥ ৩ ॥
সর্ব্বজ্ঞেত্যাদি। ভবৎ বর্ত্তমানম্ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

অতীব-করুণাসাগর লোক-হিতকারী মহাদেব, ভগবতীর এই বচন শ্রবণ করিয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রস্তাবিত বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।[১]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। ভগবতি! তুমিই জগতের হিতকারিণী, তুমি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ; এতাদৃশ মঙ্গলজনক প্রশ্ন পূর্ব্বে আর কেহ কখনও করেন নাই।[২] তুমিই ধন্যা; কিরূপে উত্তম পুণ্য কর্ম্ম হইতে পারে, তাহা তুমিই অবগত আছ, এবং তুমি কলিকাল-সম্ভূত মনুষ্যদিগের যথার্থই হিতকারিণী। ভদ্রে! তুমি যাহা যাহা কহিলে, তাহা সকলি সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।[৩] পরমেশ্বরি! তুমি ধর্ম্মজ্ঞা, ত্রিকালজ্ঞা, ও সর্ব্বজ্ঞা। প্রিয়ে! তুমি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে যে সমুদায়

যথাতত্ত্বং যথান্যায়ং যথাযোগ্যং ন সংশয়ঃ ॥৫॥
কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরি ।
মেধ্যামেধ্যাবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা ।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভি-রিষ্টসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ ॥ ৬ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে ॥ ৭ ॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে ।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ ॥ ৮ ॥

কলিকল্মষদীনানামিতি। কলিকল্মষদীনানাং কলিযুগসম্বন্ধিদুষ্কৃতহেতুক-দুর্গতিশালিনাং মেধ্যামেধ্যাবিচারাণাং পবিত্রাপবিত্রবিচারশূন্যানাম্ অতএব দ্বিজাদীনাং ব্রাহ্মণপ্রভৃতীনাং শ্রৌতকর্ম্মণা বেদোক্তেন কর্ম্মণা শুদ্ধির্ন ভবেৎ ॥ ৬ ॥

সত্যমিতি। হীত্যবধারণে ॥ ৭ ॥

শ্রুতীত্যাদি। হে শিবে সুধীর্বিচক্ষণঃ আগমোক্তবিধানেন দেবান্ যজেৎ

ধর্ম্মযুক্ত বাক্য কহিলে,[৪] তাহাই প্রকৃত-তত্ত্ব ন্যায়সঙ্গত ও যথোপযুক্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[৫] সুরেশ্বরি! কলিযুগসম্বন্ধি কর্ম্মহেতুক দুর্গতিশীল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের পবিত্র অপবিত্র বিচার থাকিবে না; সুতরাং তাহারা (বেদাচারবিহীন হওয়াতে) বেদবিহিত কর্ম্ম দ্বারা কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে! ঈদৃশ অবস্থায় স্মৃতিসংহিতা বা পুরাণসংহিতা দ্বারা তাহাদের অভিপ্রেত সিদ্ধি হইবে না; (কারণ তাহারা বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার, এই আচারত্রয় হইতেই পরিভ্রষ্ট)।[৬] প্রিয়ে! আমি সত্য সত্য বলিতেছি, সম্পূর্ণ সত্য বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।[৭] ভগবতি! আমিই পূর্ব্বে শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে, বলিয়াছি যে কলিযুগে ধীমান্ জনগণ তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে দেবগণের অর্চ্চনা করিবেন। কলিযুগে যে ব্যক্তি তন্ত্রোক্তমার্গ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্য পথের পথিক হ

কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।
প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোঽস্তি প্রভুর্জ্জগতি মাং বিনা ॥ ১০ ॥
আমনন্তি চ তে সর্ব্বে মৎপদং লোকপাবনম্।
মন্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ ॥ ১১ ॥
অতো মন্মতমুৎসৃজ্য যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্দেবি কর্ত্তাপি নারকী ভবেৎ ॥ ১২ ॥

পূজয়েৎ ইতি পুরা পূর্ব্বং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়েবোক্তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

স্বমতপ্রামাণ্যায় প্রথমত আত্মন এব সর্ব্বোত্তমত্বং ব্যাহর্ত্তুমাহ, সর্ব্বৈরিত্যাদি। যত ইত্যধ্যাহার্য্যম্। প্রতিপাদ্যঃ বোধয়িতব্যঃ ॥ ১০ ॥

আমনন্তীতি। সর্ব্বে তে বেদাদয়ো মৎপদং মদীয়ঞ্চ স্থানং লোকপাবনং লোকানাং পূতত্বজনকমামনন্তি বোধয়ন্তি। ব্রহ্মঘাতিনো ভবেয়ুরিতি শেষঃ ॥ ১১ ॥

অত ইত্যাদি। উৎসৃজ্য পরিত্যজ্য। তৎ কর্ম্ম ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

তাহার সদ্গতি হয় না; ইহা সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।[৯] যেহেতু সমুদায় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও সংহিতা প্রভৃতি দ্বারা একমাত্র আমিই প্রতিপাদ্য ও গম্য হইতেছি এবং এই জগতে আমি ব্যতিরেকে অন্য কোন অধীশ্বর নাই।[১০]

বেদ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রই আমার পদকে পবিত্রতার কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করে। যে সকল লোক মৎপ্রবর্ত্তিত আগমমার্গ হইতে বিমুখ, তাহারা পাষণ্ড ও ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী।[১১] দেবী! এই কারণে মৎকথিত তন্ত্রমত পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা তাহার নিষ্ফল হয় ও সেই কর্ম্মকর্ত্তা নিরয়গামী হইয়া থাকে।[১২]

মূঢ়ো মন্মতমুৎসৃজ্য যোঽন্যন্মতমুপাশ্রয়েৎ।
ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীঘ্নঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু ॥ ১৪ ॥
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব ॥ ১৫ ॥

অথ বেদোক্তানাং মন্ত্রাণাং কলৌ নিষ্প্রভাবত্বং তত্তৎফলানিষ্পাদকত্বঞ্চ প্রতিপাদয়ংস্তন্ত্রোদিতানামেব মন্ত্রাণাং সিদ্ধত্বাৎ ঝটিতি তত্তৎফলপ্রদাতৃত্বাচ্চাতি-প্রাশস্ত্যমাহ, কলাবিত্যাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

নির্বীর্য্যা ইত্যাদি। যে শ্রৌতজাতীয়া বেদোদিতা মন্ত্রাঃ সত্যাদৌ যুগে সফলাস্তত্তৎফলোৎপাদকা আসন্ তে সর্ব্বে মন্ত্রাঃ কলৌ যুগে বিষহীনা উরগাঃ সর্পা ইব নির্বীর্য্যা নিষ্প্রভাবাঃ। মৃতকা ইব তত্তৎফলানিষ্পাদকাশ্চ বোদ্ধব্যা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি আমার তন্ত্রোক্ত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যমত আশ্রয় করিবে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা, ও স্ত্রীহত্যার পাতকে পাতকী হইবে সন্দেহ নাই।[১৩] কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসমুদায় সিদ্ধ ও আশু ফলপ্রদ। ঐ সমস্ত মন্ত্র, জপ যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মেতেই উত্তম প্রশস্ত।[১৪] এক্ষণে বৈদিক মন্ত্র সমুদায় বিষহীন সর্পের ন্যায় নির্বীর্য্য হইয়াছে। ঐ সমুদায় মন্ত্র সত্যাদি যুগে সফল হইত, কিন্তু কলিযুগে তাহারা মৃততুল্য অচৈতন্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে[১৫]।(১৫) ভিত্তিতে নির্ম্মিত পুত্তলিকা যেরূপ চ

---

(১৫)—সত্যযুগে বেদোক্ত মন্ত্র ফলপ্রদ ছিল, এক্ষণে ফলদায়ক হয় না, ইহার কারণ কি এ বিষয়ে অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। ফলতঃ বেদাচার আশ্রয় করিয়া বৈদি কর্ম্ম, শৈবাচার আশ্রয় করিয়া স্মৃতি-সংহিতা-সম্মত কর্ম্ম, বৈষ্ণবাচার আশ্রয় করিয়া পুরা সংহিতা-সম্মত কর্ম্ম এবং দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার অথবা কৌলাচার আশ্রয় করি তান্ত্রিক কর্ম্ম করিলে যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। উত্তরতন্ত্রে কথিত আ

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মতম্। বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্। দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্। সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরো নহি॥" এই সপ্ত আচারের মধ্যে বেদাচার বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার পশুভাবের অন্তর্গত। দক্ষিণাচার পশুভাব ও বীরভাবের মধ্যবর্ত্তী। বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের অন্তর্গত। কৌলাচার বীরভাবের অন্তর্গত হইলেও উহার পরিণামে দিব্যভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। মহানির্ব্বাণে পশুভাব নিষেধ করিবার কারণ এই যে, কলিকালে কোন ব্যক্তিই বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার রক্ষা করিতে পারেন না। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার না থাকিলেও বৈদিক পৌরাণিক বা স্মৃতিসম্মত মন্ত্র ও যাগ যজ্ঞ প্রয়োগ প্রভৃতি ফলদায়ক হইতে পারে না। মনুসংহিতায় আছে;—'আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রঃ ন বেদফলমশ্নুতে॥' যে ব্রাহ্মণ বেদোক্ত আচার প্রতিপালনে অসমর্থ তিনি তদুক্ত ফললাভেও বঞ্চিত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন্ ব্যক্তি বেদাচার পালনে সমর্থ? কোন্ ব্যক্তি উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুকুলে যথানিয়মে বাস করেন? এবং ৩০ বৎসর বা ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কোন্ ব্যক্তি গুরুকুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন? এবং ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কোন্ ব্যক্তিই বা বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করেন? এক্ষণকার ব্রাহ্মণগণ কি বেদোক্ত যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন? এক্ষণকার মনুষ্য যখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে বেদের শাসনাধীন নহেন, তখন তাঁহারা কোন্ লজ্জায় বৈদিক কার্য্যের ফল প্রত্যাশা করেন। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে কোন ক্রমেই পশু-ভাব রক্ষা হইতে পারে না। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ। ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ॥" এই শাসন এক্ষণে কেহই পালন করিতে সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ যাহারা মদ্যপান, ম্লেচ্ছসংসর্গ, ম্লেচ্ছান্ন-ভোজন প্রভৃতি দ্বারা পতিত ও পাষণ্ড, তাহাদের সংসর্গে যিনি পতিত হয়েন নাই; এরূপ বিশুদ্ধ পশু এই জগতে প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট।

যদিই বা কোন মহাপুরুষ কোন রূপে কঠোরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক উপরি উক্ত আচার প্রতিপালন করেন, তথাপি এই কালে এই ভারতবর্ষে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ক্রিয়া কলাপ দ্বারা ফললাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। কারণ মেরুতন্ত্রে আছে,—'যস্মিন্ দেশে ন গোহত্যা নাপি ব্রহ্মবধো ভবেৎ। ন শ্রাবয়ন্তি শূদ্রাংশ্চ সিদ্ধিস্তত্র তু বৈদিকী॥' অর্থাৎ যে দেশে গোহত্যা বা ব্রহ্মহত্যা হয় না এবং শূদ্রও বেদ শ্রবণ করে না, সেই দেশেই বৈদিকী মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। মনুতেই আছে,—'ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিক-জনাবৃতে। ন পাষণ্ডিগণা-ক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ॥' শূদ্ররাজ্যে বা অধার্ম্মিকজন-পরিবৃত দেশে অথবা বেদবিধানবিরুদ্ধ চিহ্নধারীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশে এবং অন্ত্যজজাতি কর্ত্তৃক উপদ্রুত দেশে বাস করিবে না। ইহার প্রয়োগও যোগবাশিষ্ঠে উপশম প্রকরণে দৃষ্ট হয়। কীর নগরের অধিবাসীবৃন্দ প্রচলিত প্রথামত রাজহস্তী কর্ত্তৃক সমানীত চাণ্ডালের শাসনাধীনে কিয়ৎকাল বাস করাতে ধর্ম্মচ্যুত হওয়ার

পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ ॥ ১৬ ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১৭ ॥

পাঞ্চালিকা ইত্যাদি। ভিত্তৌ স্থিতাঃ সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সমন্বিতা যুতাঃ। অমূঃ পাঞ্চালিকা বস্ত্রদন্তাদিভির্নির্ম্মিতাঃ পুত্রিকা যথা কার্য্যেষশক্তা অসমর্থা ভবন্তি তথৈবান্যে তন্ত্রোক্তভিন্না মন্ত্ররাশয়ো মন্ত্রসমূহাঃ কলৌ তত্তৎকার্য্যা-নিষ্পাদকা জ্ঞেয়াঃ। পাঞ্চালিকা পুত্রিকা স্যাদ্বস্ত্রদন্তাদিভিঃ কৃতেত্যমরঃ ॥ ১৬।

অন্যেত্যাদি। যথা বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমোঽপত্যরূপফলসাধকো ন ভবতি এব-মন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম। তত্র অস্মিন্ কর্ম্মণি কৃতে সতি ফলসিদ্ধিঃ

কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি সমুদায়-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও তত্তৎ কার্য্য-সাধনে অসমর্থ, কলিতে অন্যান্য মন্ত্ররাশিও প্রায় সেইরূপ অচৈতন্য ও অভীষ্ট কার্য্য সাধনে অসমর্থ।[১৬] বন্ধ্যা-স্ত্রী-সহবাসে যেমন পুত্ররূপ ফল হয় না, তান্ত্রিক ভিন্ন অন্য মন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম করিলেও সেইরূপ অভিপ্রেত ফলসিদ্ধি হইতে পারে না। কেবল শ্রমমাত্র সার হয়।[১৭] কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শাস্ত্রোক্ত

অগ্নিকুণ্ডে পাপদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি শাস্ত্রের এই আদেশ প্রতিপালনে সমর্থ? এতদবস্থায় সকলেই কি আচারভ্রষ্ট নহেন?

এই জন্য শিব বলিয়াছেন যে, "পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি।" বলা বাহুল্য যে, যখন কলিতে পশুভাব নাই, তখন পশুভাবের কার্য্যও নাই। সুতরাং ঈদৃশ অবস্থায় পশুভাবে নিষ্পাদ্য বেদ প্রভৃতির মন্ত্র-প্রয়োগ দ্বারা কোন ক্রমেই ফলপ্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এই জন্য কলিকালে আচার ভ্রষ্ট জনগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই সদাশিব আগম প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আগম ব্যতিরেকে জীবগণের আর উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই।

সর্ব্বাচারাৎ পরিভ্রষ্টঃ কুলাচারং সমাশ্রয়েৎ।
কুলাচারপরিভ্রষ্টো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥—তন্ত্রবচন।

বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার প্রভৃতি যে কোন আচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে লোকে আগমোক্ত কুলাচার আশ্রয় করিতে পারে, পরন্তু যদি কেহ কুলাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই রৌরব নরকে গমন করিতে হয়। তাঁহার আর নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই

কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৮ ॥
মদ্বক্ত্রাদুদিতং ধর্ম্মং হিত্বান্যং ধর্ম্মমীহতে।
অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি ॥ ১৯ ॥
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতু-রিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥ ২০ ॥
তন্ত্রাণি বহুধোক্তানি নানাখ্যানান্বিতানি চ।
সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ ভূরিশঃ ॥ ২১ ॥

ফলনিষ্পত্তির্ন স্যাৎ কেবলং শ্রম এব স্যাৎ। হীতি নিশ্চিতমেতৎ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥
মদ্বক্ত্রাদিতি। মদ্বক্ত্রাৎ মম মুখাৎ উদিতং কথিতম্। ঈহতে বাঞ্ছতি। আর্কম্ অর্কবৃক্ষোদ্ভবম্॥ ১৯ ॥
নান্য ইতি। অমুত্র পরলোকে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

বিধি অবলম্বন করিয়া যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সেই বুদ্ধিহীন ব্যক্তি তৃষ্ণাতুর হইয়া (জলপানার্থ) গঙ্গাতীরে কূপ খনন করিয়া থাকে।[১৮]
যে ব্যক্তি মন্মুখ-বিনিঃসৃত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে অভিলাষী হয়, সে ব্যক্তি আপন গৃহে অমৃত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্কক্ষীর অর্থাৎ আকন্দ বৃক্ষের আটা বাঞ্ছা করিয়া থাকে।[১৯] তন্ত্রোক্ত পথ যেমন সুখ-ভোগ ও মোক্ষ এই উভয়বিধ ফলপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, সেইরূপ ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ও মোক্ষের সাধক অন্য কোন পথই দৃষ্ট হয় না।[২০] (১৬)

---

(১৬) তন্ত্রে ভোগসাধন বস্তুনিচয়ের সহিত সাধন সংমিশ্রণে ক্রমশঃ তদুক্ত ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই নিবৃত্তি মার্গে বা দিব্যভাবে উপনীত হইলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে আছে,—'যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ। দেবীপদাম্ভোজ-সমাশ্রিতানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥' অর্থাৎ, যিনি বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত তিনি মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়েন না, এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সর্ব্বথা বিষয়ভোগে বিরত থাকিবেন। পরন্তু যিনি তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে দেবতার আরাধনা করেন, তিনি ইহকালে সুখভোগ করিয়া চরমে মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়েন।

অধিকারিবিভেদেন পশুবাহুল্যতঃ প্রিয়ে ।
কুলাচারোদিতং ধর্ম্মং গুপ্ত্যর্থং কথিতং ক্বচিৎ ॥ ২২ ॥
জীবপ্রবৃত্তিকারীণি কানিচিৎ কথিতান্যপি ।
দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা দেব্যোঽপি বহুধা প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥
ভৈরবাশ্চৈব বেতালা বটুকা নায়িকাগণাঃ ।
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাদয়ঃ * ॥ ২৪ ॥

অধিকারীত্যাদি। হে প্রিয়ে অধিকারিবিভেদেনাধিকারিণাং বিশেষে পশূনাং বাহুল্যতশ্চ হেতোঃ ক্বচিৎ কুলাচারোদিতং কুলাচারোক্তং ধর্ম্মং গুপ্ত্যর্থং কথিতম্ ॥ ২২ ॥

জীবেত্যাদি। অধিকারিবিভেদেনেত্যনুবজ্যতে। কানিচিৎ তন্ত্রাণি অপীত্যস্য জীবপ্রবৃত্তিকারীণীত্যত্রান্বয়ঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

আমি সিদ্ধ ও সাধকগণের নিমিত্ত অধিকারী ভেদে ভূরি ভূরি বিধান ও নানা আখ্যান সমন্বিত বহুবিধ তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছি। প্রিয়ে ! তাহাতে এই ভূমণ্ডলে পশুর সংখ্যা অধিক বলিয়া কোন কোন তন্ত্রে কুলাচারোক্ত ধর্ম্ম গোপনভাবে সাধন করিতে আদেশ করিয়াছি।[২২] আবার কেবল জীবগণের প্রবৃত্তি নিমিত্তও তদনুরূপ বিধান সম্বলিত কতকগুলি তন্ত্র প্রকটিত করিয়াছি। প্রিয়ে ঐ সকল তন্ত্রে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত নানাবিধ দেব দেবী সাধন প্রণালীও কথিত হইয়াছে।[২৩] ভৈরবগণ, বেতালগণ, বটুকগণ, নায়িকা গণ, শাক্তগণ, শৈবগণ, বৈষ্ণবগণ, সৌরগণ, গাণপতগণ প্রভৃতিরও অনেক প্রকার সাধন প্রকটিত করা হইয়াছে।[২৪] সেই সমুদায় তন্ত্রে নানা মন্ত্র, নানা যন্ত্র এবং অন্যান্য বহু প্রয়াসসাধ্য অথচ যথোক্ত ফলদায়ক অনেক প্রকার সিদ্ধি

---

* সৌরগাণপতাদয় ইতি বা পাঠ্যম্।

নানামন্ত্রাশ্চ যন্ত্রাণি সিদ্ধোপায়ান্যনেকশঃ ।
ভূরিপ্রয়াসসাধ্যানি যথোক্তফলদানি চ ॥ ২৫ ॥
যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্না যেন যেন যদা যদা ।
তদা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বলোকোপকারায় সর্ব্বপ্রাণিহিতায় চ ।
যুগধর্ম্মানুসারেণ যাথাতথ্যেন পার্ব্বতি ॥ ২৭ ॥
ত্বয়া যাদৃক্ কৃতাঃ প্রশ্না ন কেনাপি পুরা কৃতাঃ ।
তব স্নেহেন বক্ষ্যামি সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥ ২৮ ॥
বেদানামাগমানাঞ্চ তন্ত্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ ।
সারমুদ্ধৃত্য দেবেশি তবাগ্রে কথ্যতে ময়া ॥ ২৯ ॥

নানেত্যাদি। সিদ্ধোপায়ানি সিদ্ধাঃ সিদ্ধিমন্ত উপায়া যেষু তানি ॥ ২৫ ॥

যথেত্যাদি। যথা যথা যাদৃশা যাদৃশাঃ প্রশ্নাঃ তথৈব তাদৃশমেবোত্তরম্ ॥২৬॥

সর্ব্বেত্যাদি। সর্ব্বলোকোপকারায়েত্যস্য ত্বয়া যাদৃক্ কৃতঃ প্রশ্ন ইত্যনেনান্বয়ঃ করণীয়ঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

বেদানামিত্যাদি। সারং স্থিরাংশম্ ॥ ২৯ ॥

উপায় বর্ণিত আছে।[২৫] ফলতঃ প্রিয়ে! যেরূপ অধিকারী যে যে ব্যক্তি যে যে সময়, যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছে, আমি সেই সেই সময়ে তাহাদের উপকারের নিমিত্ত তত্তদনুরূপই বলিয়াছি।[২৬] কিন্তু পার্ব্বতি! সর্ব্বলোকের উপকারের নিমিত্ত ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠান-হেতু যুগধর্ম্ম অনুসারে যথাযথ রূপে[২৭] এক্ষণে তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, এরূপ প্রশ্ন পূর্ব্বে আর কেহ কখনও করে নাই। যাহা হউক, অধুনা আমি তোমার প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত পরাৎপর ও সারাৎসার বিষয় বলিতেছি।[২৮] দেবি! এক্ষণে আমি বেদ সমুদায়ের, ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায়ের এবং বিশেষতঃ তন্ত্র সমুদায়ের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া তোমার নিকট বর্ণনা করি-

যথা নরেষু তন্ত্রজ্ঞাঃ* সরিতাং জাহ্নবী যথা ।
যথাহং ত্রিদিবেশানাম্ আগমানামিদং তথা ॥ ৩০ ॥
কিং বেদৈঃ কিং পুরাণৈশ্চ কিং শাস্ত্রৈর্বহুভিঃ শিবে ।
বিজ্ঞাতেঽস্মিন্ মহাতন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
যতো জগন্মঙ্গলায় ত্বয়াহং বিনিযোজিতঃ ।
অতস্তে কথয়িষ্যামি যদ্বিশ্বহিতকৃদ্ভবেৎ ॥ ৩২ ॥
কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি ।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্ ॥ ৩৩॥

অথ সর্ব্বতন্ত্রেভ্যো মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য সদৃষ্টান্তং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ, যথেত্যাদিনা। তন্ত্রজ্ঞা উত্তমা ইতি শেষঃ। ইদং মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ॥৩০ ॥ ৩১ ॥

যত ইত্যাদি। বিনিযোজিতঃ প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৩২ ॥

নন্থ বিশ্বহিতোৎপাদকোপায়কথনাদ্ভবতঃ কো লাভোঽত আহ, কৃত ইত্যাদি। হে দেবি বিশ্বহিতে কৃতে সতি বিশ্বেশো বিশ্বেষামস্মদাদীনাং সর্ব্বেষাং নিয়ন্তা পরমেশ্বরঃ প্রীতো ভবতি। নন্থ বিশ্বহিতোৎপাদনাৎ পরমেশ্বরে

তেছি।[২৯] মনুষ্যদিগের মধ্যে যেমন তন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যেমন নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, এবং দেবগণের মধ্যে যেরূপ আমি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদায় আগমের মধ্যে এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ।[৩০] শিবে! সমস্ত বেদ দ্বারা, পুরাণ দ্বারা, কিম্বা বহুশাস্ত্র জ্ঞানে কি ফললাভ হইতে পারে! একমাত্র এই মহাতন্ত্র জ্ঞাত হইলেই সম্পূর্ণরূপে সমুদায় সিদ্ধিই লাভ করিতে পারা যায়।[৩১] দেবি! তুমি যখন জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছ, তখন যাহাতে এই ব্রহ্মাণ্ডের হিতানুষ্ঠান হয়, তাহা এক্ষণে তোমার নিকট বলিতেছি।[৩২] পরমেশ্বরি! জগতের হিতানুষ্ঠান করিলে জগদীশ্বর পরিতুষ্ট হয়েন, কারণ তিনিই জগতের আত্মা এবং এই জগৎ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।[৩৩]

---

* যথা নরেষু যন্ত্রজ্ঞা ইতি চ পাঠঃ।

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ* সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ ॥ ৩৫॥

কথং প্রীতিরুৎপদ্যতে তত্রাহ, বিশ্বাত্মেতি। যতঃ পরমেশ্বরো বিশ্বমাত্মনি যস্য তথাভূতো ভবতি অতো বিশ্বহিতোৎপাদনেন তত্র প্রীতির্জায়তে ইতি ভাবঃ। নম্ন তস্য বিশ্বাত্মত্বমেব কথং স্যাত্তত্রাহ, যতো বিশ্বমিত্যাদি। যতো বিশ্বং তদাশ্রিতং তৎ পরমেশ্বরমাশ্রিত্য বর্ত্ততেঽতো বিশ্বাত্মা স ভবতি ॥ ৩৩ ॥

যস্য পরমাত্মন এবৈকস্য সত্যত্বং তদন্যস্যাখিলপদার্থস্য মিথ্যাত্বমস্তীতি প্রতিপাদয়তি, স এক এবেত্যাদি। অথ সত্যত্বাত্তদ্ধ্যানাদেঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিজনকত্বান্নির্ব্বাণহেতুত্বাচ্চ পরমাত্মৈবৈকো ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যশ্চেত্যভিধাতুং প্রথমতঃ সদ্রূপঃ সৎস্বভাবঃ স পরমেশ্বর এবৈকঃ সত্যঃ তদন্যস্তু সর্ব্বঃ পদার্থোঽসত্যো জ্ঞেয়ঃ। তৎসত্যত্বে হেতূন্ দর্শয়ন্নাহ, অদ্বৈত ইত্যাদি। যতোঽদ্বৈতঃ সজাতীয়বিজাতীয়শূন্যঃ অতএব পরাৎ ব্রহ্মাদেরপি পরঃ শ্রেষ্ঠঃ। স্বেনাত্মনৈব প্রকাশতে ইতি স্বপ্রকাশঃ চন্দ্রসূর্য্যাদিপ্রকাশনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ। সদাপূর্ণঃ সর্ব্বদা অখণ্ডঃ। সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ সন্তৌ সর্ব্বদা স্থায়িনৌ যৌ চিদানন্দৌ জ্ঞানানন্দৌ তৎস্বরূপঃ ॥ ৩৪ ॥

নির্ব্বিকার ইত্যাদি। নির্ব্বিকারঃ প্রকৃতেরন্যথাভাবো বিকারঃ তদ্রহিতঃ। নিরাধারঃ আশ্রয়শূন্যঃ। নির্ব্বিশেষঃ স্বগতভেদরহিতঃ। নিরাকুলঃ আকুলতাশূন্যঃ। গুণাতীতঃ গুণাঃ শীতোষ্ণাঃ সুখদুঃখাদয়ঃ সত্ত্বাদয়ো বা তানতীতোঽতি-

---

সৎস্বভাব সেই জগদীশ্বরই একমাত্র সত্য। তিনি অদ্বিতীয়, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদা পূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময়।৩৪ তিনি নির্ব্বিকার অর্থাৎ উপচয়াপচয়াদি-রহিত। তিনি নিরাধার অর্থাৎ তিনিই সকলের আশ্রয়, পরন্তু তাঁহার আশ্রয় অন্য কেহই নাই। তিনি নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদ্রষ্টা ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-

---

* স্বপ্রকাশ ইতি পাঠান্তরম্।

গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥
লোকাতীতো লোকহেতু-রবাঙ্মনসগোচরঃ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞ-স্তং ন জানাতি কশ্চন ॥ ৩৭ ॥

ক্রান্তঃ। সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বেষাং শুভাশুভকর্ম্মণাং সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বস্বরূপঃ। সর্ব্বদৃক্ অখিলস্য পদার্থস্যাবলোকয়িতা। বিভুঃ প্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যঃ ॥৩৫॥

গূঢ় ইত্যাদি। সর্ব্বেষু চরাচরেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ সংবৃতঃ। সর্ব্বব্যাপী সকলপদার্থব্যাপনশীলঃ। সনাতনঃ আদ্যন্তশূন্যঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তদ্বিষয়ানাভাসয়তি যঃ তথাভূতঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ চক্ষুরাদিসকলেন্দ্রিয়শূন্যঃ ॥ ৩৬ ॥

লোকাতীত ইত্যাদি। লোকাতীতোঽতিক্রান্তলোকঃ। লোকহেতুঃ ভুবনবীজম্। অবাঙ্মনসগোচরঃ বাচো মনসশ্চাবিষয়ঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ স পরমাত্মা বিশ্বং সর্ব্বং জগদ্বেত্তি জানাতি তং পরমাত্মানন্তু কশ্চন অপি ন জানাতি। অতঃ পরমাত্মৈবৈকঃ সত্যঃ তদ্ভিন্নস্ত্বখিলঃ পদার্থোঽনেবস্তুতত্ত্বাদসত্য ইত্যর্থ ॥ ৩৭ ॥

তদধীনমিত্যাদি। সর্ব্বং জগৎ তদধীনং পরমাত্মবশবর্ত্তি। সচরাচরং জঙ্গমস্থাবরসহিতং ত্রৈলোক্যং তদালম্বনতঃ পরমাত্মাবলম্বনতস্তিষ্ঠেৎ। ইদমবিতর্কামনূহনীয়ং জগৎ তৎসত্যতাং পরমাত্মসত্যত্বমুপাশ্রিত্য ইয়ং পৃথ্বী ইমা আপঃ

সম্পন্ন।[৩৫] তিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী অনাদি অনন্ত ও নিত্য। তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তাঁহা হইতে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ হইতেছে।[৩৬] তিনি সর্ব্বলোকাতীত। তিনি সকল লোকের কারণ। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জগতের সমস্তই জ্ঞাত হইতেছেন, কিন্তু জগতের কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানিতে পারিতেছে না।[৩৭] এই সমগ্র জগৎ তাঁহারই

তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেৎ অবিতর্ক্যমিদং জগৎ ॥ ৩৮ ॥
তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি* পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি ॥ ৩৯ ॥
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ৪০ ॥
বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৪১ ॥

অয়ং বায়ুরিত্যাদিরূপেণ পৃথক্ পৃথক্ সদ্বৎ সত্যবদ্ভাতি প্রকাশতে ইত্যন্বয়ঃ। বয়ং শঙ্করাদয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

কারণমিত্যাদি। একঃ কেবলঃ। তদিচ্ছয়া পরমেশ্বরেচ্ছয়া সৃষ্টিকরণাল্লোকেষু ব্রহ্মা স্রষ্টেতি গীয়তে শব্দ্যতে। তদিচ্ছয়ৈব সৃষ্টজগৎ পালনাৎ বিষ্ণুঃ পালয়িতেতি গীয়তে। তৎসংহরণাচ্চাহং সংহর্ত্তেতি গীয়তে। ইন্দ্রাদয় ইত্যাদি।

অধীন। এই চরাচর ত্রৈলোক্য তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রজালবৎ এই অপরিজ্ঞেয় জগৎ[৩৮] সেই পরমব্রহ্মের সত্যতা আশ্রয় করিয়াই ভূমি, জল, বায়ু প্রভৃতি রূপে সত্যের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশমান হইতেছে। মহেশ্বরি! মূলপ্রকৃতিতে উপহিত সেই তুরীয় ব্রহ্ম হেতুভূত হওয়াতে তাঁহা হইতেই আমরা উৎপন্ন হইয়াছি।[৩৯] সেই একমাত্র পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের কারণ। দেবি! (তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়া এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন।) রজোগুণ অনুসারে চতুরানন ব্রহ্মা তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করিয়া ত্রিলোকে স্রষ্টা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।[৪০] তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সত্বগুণ অনুসারে বিষ্ণু সৃষ্ট জগৎ পালনে রত থাকায় পালনকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন; এবং তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সংহার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া নিবন্ধন আমি সংহারকর্ত্তা বলিয়া প্রথিত হইয়াছি। এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণও সকলেই

---

* সমুদ্ভাতীতি বা পাঠঃ।

স্বে স্বেঽধিকারে নিরতা-স্তে শাসতি† তদাজ্ঞয়া।
ত্বং পরা প্রকৃতিস্তস্য পূজ্যাসি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪২ ॥
তেনান্তর্যামিরূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ।
স্বস্বকর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন ॥ ৪৩ ॥
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে ॥ ৪৪ ॥
কালং কালয়তে কালে মৃত্যোর্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ম্।
বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ ॥ ৪৫ ॥

তদ্বশবর্ত্তিনঃ পরমেশ্বরাধীনা যে ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাস্তে সর্ব্বে স্বে স্বেঽধি-কারে নিরতাঃ সন্তস্তদাজ্ঞয়া লোকান্ শাসতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

তেনেত্যাদি। তেন পরমাত্মনা তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ তস্মিন্ তস্মিন্ বিষয়ে প্রবর্ত্তিতাঃ। ন স্বতন্ত্রাঃ ন স্বাধীনাঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

কালমিত্যাদি। কালে প্রলয়সময়ে কালমপি কালয়তে নাশং গময়তি ভিয়ো ভয়স্য। যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ যত্তচ্ছব্দাভ্যাং বোধিতঃ ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্ব ইত্যাদি। তন্ময়াঃ পরমাত্মস্বরূপাঃ। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ব্রহ্মাণমারভ্য

তাঁহারই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া [৪১] তাঁহারই আজ্ঞানুসারে, স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া জগৎ শাসন করিতেছেন। তুমি তাঁহার পরম প্রকৃতি, এই জন্য তুমি ত্রিভুবনের মধ্যে পূজ্যা হইয়াছ। [৪২] ফলতঃ, সর্ব্বান্তর্যামী সেই জগদীশ্বর কর্ত্তৃক নানা বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; কেহ কখনও স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে। [৪৩]

দেবি! যাঁহার শাসনে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; যাঁহার শাসনে সূর্য্য তাপ বিতরণ করিতেছেন; যাঁহার শাসনে মেঘসমূহ যথাসময়ে বারিধারা বর্ষণ করিতেছে, যাঁহার শাসনে বনমধ্যে বৃক্ষসমূহ কুসুমিত হইতেছে; [৪৪] যিনি প্রলয়কালে নিমেষাদিরূপ কালকেও কাল-কবলিত করেন; যিনি কৃতান্তেরও কৃতান্ত-স্বরূপ এবং ভয়েরও ভয়স্বরূপ, সেই বেদান্তবেদ্য ভগবানই "যৎ তৎ"

---

† বসন্তীতি পাঠান্তরম্।

সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ ॥ ৪৬ ॥
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥
তরোর্মূলাভিষেকেণ যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ ॥ ৪৮
যথা তবার্চ্চনাদ্ধ্যানাৎ পূজনাজ্জপনাৎ প্রিয়ে।
ভবন্তি তুষ্টাঃ সুন্দর্য্যস্তথা জানীহি সুব্রতে ॥ ৪৯ ॥
যথা গচ্ছন্তি সরিতোঽবশেনাপি সরিৎপতিম্।

তৃণাদিগুচ্ছপর্য্যন্তং সকলং সম্পূর্ণং জগৎ তন্ময়ং পরব্রহ্মস্বরূপং ভবতি ॥ ৪৬ ॥
তস্মিন্নিত্যাদি। অত ইতি শেষঃ। তস্মিন্ পরমাত্মনি ॥ ৪৭ ॥
পরব্রহ্মারাধনতঃ সর্ব্বেষাং প্রীণনে দৃষ্টান্তমাহ, তরোরিত্যাদি। তদ্ভুজ-পল্লবাঃ তরোঃ শাখাঃ কিশলয়ানি চ। তদনুষ্ঠানাৎ পরমেশ্বরারাধনাৎ ॥ ৪৮ ॥
যথা তবেত্যাদি। পূজনাৎ মানসাদর্চ্চনাৎ ॥ ৪৯ ॥

শব্দে উপলক্ষিত তুরীয় ব্রহ্ম।[৪৫] সুরপূজিতে! সমুদায় দেবগণ ও সমুদায় দেবীগণ, এমন কি ব্রহ্মা অবধি তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎই তন্ময়।[৪৬] দেবি, এই জন্য সেই ভগবান্ তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট হয়, তাঁহাকে প্রীত করিলে সমুদায় জগৎকে প্রীত করা হইয়া থাকে এবং তাঁহার আরাধনা করিলে সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করা হয়।[৪৭]

দেবি! বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে যেমত তাহার শাখা পল্লব প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ পরমব্রহ্মের আরাধনা করিলেও সমস্ত দেবতা প্রভৃতি সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েন।[৪৮] প্রিয়ে! যেমন তোমার অর্চ্চনা, তোমার ধ্যান, তোমার পূজা ও তোমার নাম জপ দ্বারা সমুদায় দেবীগণই পরিতুষ্ট হয়েন, ব্রহ্মের অর্চ্চনাদি দ্বারাও সেইরূপ সকল দেবতাই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন।[৪৯] যেমন নদীসমূহ অবশ হইয়াই সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ নানা

তথার্চ্চাদীনি কর্ম্মাণি তদুদ্দেশ্যানি পার্ব্বতি ॥ ৫০ ॥
যো যো যান্ যান্ যজেৎ দেবান্ শ্রদ্ধয়া যদ্‌যদাপ্তয়ে।
তত্তদ্দদাতি সোঽধ্যক্ষস্তৈস্তৈর্দ্দেবগণৈঃ শিবে ॥ ৫১ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে ॥ ৫২ ॥
নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে।
নৈবাচারাদিনিয়মো* নোপচারাশ্চ ভূরিশঃ ॥ ৫৩ ॥

যথা গচ্ছন্তীত্যাদি। তদুদ্দেশ্যানি স পরমাত্মা উদ্দেশ্যো যেষামর্চ্চাদি-কর্ম্মণাং তানি ॥ ৫০ ॥

যো য ইত্যাদি। যদ্‌যদাপ্তয়ে যস্য যস্য ফলস্য লাভায়। অধ্যক্ষঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তত্তৎক্রিয়াসু প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৫১ ॥

বহুনেত্যাদি। সুখেনারাধ্য উপাস্যঃ সুখারাধ্যঃ ॥ ৫২ ॥

সুখারাধ্যত্বমেব দর্শয়ন্নাহ, নায়াস ইত্যাদি। আয়াসঃ পরিশ্রমঃ ॥ ৫৩

দেবতার পূজা ধ্যান প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মই সেই একমাত্র পরমব্রহ্মে উপনীত হইয়া থাকে।[৫০] পার্ব্বতি! যে যে ব্যক্তি যে যে বস্তু প্রাপ্তির অভিলাষে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে যে দেবতার পূজা করে, অধ্যক্ষ অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক সেই পরমেশ্বর সেই সেই দেবগণ দ্বারা সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই ফলই প্রদান করেন।[৫১] প্রিয়ে! এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, তোমার নিকট আমি সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতেছি যে, সেই পরব্রহ্মই সর্ব্বতোভাবে ধ্যেয় পূজ্য ও সুখারাধ্য এবং তিনি ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের আর অন্য উপায় নাই।[৫২] এই পর-ব্রহ্মের আরাধনায় পরিশ্রম নাই, উপবাস নাই, কায়ক্লেশ নাই, আচার-বিচারাদি নিয়ম নাই, এবং বিবিধ প্রকার উপচারেরও আবশ্যকতা নাই।[৫৩] সে

---

* নৈবাচারাদিনিয়মাঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

ন দিক্কালবিচারোঽস্তি ন মুদ্রান্যাসসংহতিঃ।
যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নোত্তরে
ব্রহ্মোপাসনক্রমো নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ ॥

নেত্যাদি। তং পরমাত্মানম্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং দ্বিতীয়োল্লাসঃ।

পরব্রহ্মের আরাধনায় দিক্‌কালের বিচার নাই, এবং মুদ্রা বা ন্যাসজালেরও আবশ্যকতা নাই। অতএব দেবি! কোন্ ব্যক্তি এই পরমব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দেবতাকে আশ্রয় করিবে।[৫৪]

ব্রহ্মোপাসনাক্রম নামক দ্বিতীয় উল্লাস সমাপ্ত।

তৃতীয়োল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব দেবতানাং গুরোর্গুরো।
বক্তা ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মন্ত্রাণাং সাধনস্য চ ॥ ১ ॥
কথিতং যৎ পরং ব্রহ্ম পরমেশং পরাৎপরম্।
যস্যোপাসনতো মর্ত্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ২ ॥
কেনোপায়েন ভগবন্ পরমাত্মা প্রসীদতি।
কিং তস্য সাধনং দেব মন্ত্রঃ কো বা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥
কিং ধ্যানং কিং বিধানঞ্চ পরেশস্য পরাত্মনঃ।*
তত্ত্বেন শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৪ ॥

কৈবল্যার্থং পরমাত্মৈব ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যশ্চেত্যাকর্ণ্য তদ্ধ্যানাদিকং জিজ্ঞাসুঃ সদাশিবং প্রশংসন্তী দেব্যুবাচ, দেবদেবেত্যাদি। দেবতানাং গুরোর্বৃহস্পতেরপি গুরো ॥ ১ ॥
কথিতমিত্যাদি। বিন্দতি লভতে ॥ ২ ॥
কেনেত্যাদি। তস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৩ ॥
কিং ধ্যানমিত্যাদি। তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবতী কহিলেন। দেবদেব মহাদেব! আপনি দেবতাদিগের গুরুরও গুরু। আপনি সমুদায় শাস্ত্র এবং সমুদায় মন্ত্রের সাধন-প্রণালীর বক্তা।[১] ভগবন্! আপনি যে পরাৎপর পরমেশ্বর পরমব্রহ্মের বিষয় উল্লেখ করিলেন, যাঁহার উপাসনা দ্বারা মানবগণ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়,[২] সেই পরমাত্মাকে কিরূপ উপায় দ্বারা প্রসন্ন করিতে পারা যায়? দেব! তাঁহার সাধন কিরূপ? মন্ত্রই বা কি?[৩] প্রভো! পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যানই বা কি প্রকার? বিধানই বা কিরূপ? আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া বলুন।[৪]

---

* পরেশস্য ইত্যত্র পরেতস্য, পরাত্মন ইত্যত্র মহাত্মনঃ ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

অতিগুহ্যং পরং তত্ত্বং শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
রহস্যমেতৎ কল্যাণি ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্।
তব স্নেহেন বক্ষ্যামি মম প্রাণাধিকং পরম্॥ ৫॥
জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্‌ব্রহ্ম সচ্চিদ্বিশ্বময়ং পরম্।
যথাবৎ তৎস্বরূপেণ* লক্ষণৈর্ব্বা মহেশ্বরি॥ ৬॥
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষম্ অবাঙ্মনসগোচরম্।
অসত্ত্রিলোকীসদ্ভাণং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥ ৭॥

অথোত্তরয়ন্ সদাশিব উবাচ। অতিগুহ্যমিত্যাদি। অতিগুহ্যমতিরহস্যম্। পরং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম। তত্ত্বং ব্রহ্মণি যাথার্থ্যে ইতি কোশঃ। রহস্যং গুহ্যম্॥ ৫॥

জ্ঞেয়মিত্যাদি। হে মহেশ্বরি সচ্চিদ্বিশ্বময়ং সৎ সদাস্থায়ি চিৎ চৈতন্যং বিশ্বমশেষং জগৎ এতৎস্বরূপং যদতিগুহ্যং তৎ পরং ব্রহ্ম। তৎস্বরূপেণ ব্রহ্মণঃ স্বরূপেণ লক্ষণেন তটস্থৈর্ব্বা লক্ষণৈর্যথাবৎ জ্ঞেয়ং ভবতি। লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে পদার্থো যৈঃ তানি লক্ষণানি তৈঃ করণে লুট্॥ ৬॥

ননু কিং তত্তৎস্বরূপং যেন পরং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং ভবেদিত্যপেক্ষায়াং ব্রহ্মণঃ স্বরূপং নিরূপয়তি, সত্তামাত্রমিত্যাদি। যৎ সত্তামাত্রং কেবলপরমার্থসত্ত্বরূপম্। নির্ব্বিশেষং স্বগতভেদরহিতম্। অবাঙ্মনসগোচরং বচো মনসশ্চাগ্রাহ্যম্। অসত্ত্রিলোকীসদ্ভাণম্ অসত্যা মিথ্যাভূতায়াস্ত্রিলোক্যাঃ সদ্ভাণং সদ্বদ্‌জ্ঞানং যস্মাৎ তদ্‌ব্রহ্মণঃ স্বরূপং স্মৃতম্॥ ৭॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন। প্রাণবল্লভে! এই পরমব্রহ্মতত্ত্ব অতীব গোপনীয়। কল্যাণি! এ পর্য্যন্ত এই গুহ্য বিষয় আমি কোথাও প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে কেবল তোমার প্রতি স্নেহ প্রযুক্তই আমার প্রাণ অপেক্ষাও পরম প্রিয়তম এই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর।[৫] মহেশ্বরি! সেই নিত্য ও চৈতন্য-স্বরূপ বিশ্বব্যাপী পরমব্রহ্মকে স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।[৬] যাঁহার সত্তামাত্র উপলব্ধি হয়, যিনি নির্ব্বিশেষ, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি মিথ্যাভূত ত্রিলোকী মধ্যে সৎ-স্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, তিনিই পরমব্রহ্ম। ইহাই পরমব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।[৭] যাঁহারা শত্রু মিত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্র সমদর্শী, যাঁহারা শীতোষ্ণ সুখ-

---

* যথাতথস্বরূপেণ ইতি চ পাঠান্তরম্।

সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈর্নির্ব্বিকল্পৈ-র্দেহাত্মাধ্যাসবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৮ ॥

তচ্চ ব্রহ্মস্বরূপং পরমহংসৈরেব বেদিতব্যমিত্যাহ, সমাধীত্যাদিনা। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ সর্ব্বত্রারিমিত্রাদৌ সমা তুল্যা দৃষ্টির্যেষাং তৈঃ। দ্বন্দ্বাতীতৈঃ অতিক্রান্তসুখদুঃখশীতোষ্ণাদিভিঃ। নির্ব্বিকল্পৈর্নানাবিধকল্পনাশূন্যৈঃ। দেহাত্মাধ্যাসবর্জ্জিতৈঃ শরীরনিষ্ঠাত্মত্ববুদ্ধিরহিতৈর্যোগিভিঃ সমাধিযোগৈঃ সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যোগাঃ পরমেশ্বরৈকপরতাসম্যগ্দর্শনাদয়ঃ তৈঃ করণৈঃ তদ্-ব্রহ্ম বেদ্যং ভবতি। অথবা সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ। উপসর্গে ঘোঃ কিরিত্যধিকরণে কিঃ। তত্র যোগাঃ সম্যগ্দর্শনাদয়ো যেষাং তৈঃ সমাধিযোগৈর্জ্জনৈঃ ॥ ৮ ॥

দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব পরিশূন্য, যাঁহারা সঙ্কল্প-বিকল্প-বিরহিত, যাঁহাদের দেহে আত্মাভিমান নাই, তাঁহারাই সমাধি যোগ দ্বারা এই ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। (১৭) ।৮ যাঁহার সত্তা হেতু সমুদায় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সমুদায় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া পুনশ্চ যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে,

---

(১৭)—লয়যোগকেই সমাধিযোগ বলা যায়। ষড়াম্নায়ে ষড়্বিধ যোগ কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বাম্নায়ে সাঙ্খ্যযোগ, দক্ষিণাম্নায়ে একাত্মযোগ, পশ্চিমাম্নায়ে রাজযোগ, উত্তরাম্নায়ে সমাধিযোগ, ঊর্দ্ধাম্নায়ে উন্মনীযোগ এবং ষষ্ঠ গুপ্ত আম্নায়ে সহজাবস্থা কথিত হইয়াছে। পরন্তু ষড়াম্নায়েরই উদ্দেশ্য পরব্রহ্মে লয়। যথা, "রাজযোগঃ সমাধিশ্চ একাত্মা সাঙ্খ্যসাধনম্। উন্মনী সহজাবস্থা সর্ব্বে চৈকাত্মবাচকাঃ॥" শঙ্করাচার্য্য নাদসাধন বিষয়ে যোগতারাবলীতে বলিয়াছেন, "সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষলয়াভিধানানি বসন্তি লোকে। নাদানুসন্ধানসমাধিমেকং মন্যামহে মান্যতমং লয়ানাম্॥" সদাশিব ১২৫০০০ প্রকার সমাধিযোগ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে নাদানুসন্ধান একটী প্রধান বলিয়া মনে করিয়া থাকি। পাতঞ্জলে যোগের সূত্র এইরূপ আছে যে, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" ভাষ্যকার বলেন যে, চিত্তের পাঁচটি অবস্থা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও সমাধি। ক্ষিপ্ত অবস্থা রজোগুণের কার্য্য; ইহা দ্বারা সর্ব্বদাই মন চঞ্চল হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। ইহা যোগের বিরোধী। মূঢ় অবস্থা তমোগুণের কার্য্য। ইহা দ্বারা কামক্রোধাদির নিবন্ধন হত্যা, অগম্যাগমন প্রভৃতি অকার্য্য, কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাও যোগের

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মলক্ষণৈঃ॥ ৯॥
স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্॥ ১০॥

তটস্থলক্ষণানি দর্শয়ন্নাহ, যতো বিশ্বমিত্যাদি। যতো হেতুভূতাৎ বিশ্বমশেষং জগৎ সমুদ্ভূতং জাতম্। জাতঞ্চ সদ্বিশ্বং যেনাবলম্বনভূতেন তিষ্ঠতি। প্রলয়কালে সর্ব্বাণি চরাণ্যচরাণি চ ভূতানি যস্মিন্ লীয়ন্তে লীনানি ভবন্তি তদ্ব্রহ্ম তটস্থৈরেতৈর্লক্ষণৈর্জ্ঞেয়ং বেদিতব্যম্॥ ৯॥

স্বরূপলক্ষণেন তটস্থলক্ষণেন চ বেদিতব্যস্য ব্রহ্মণো ভেদো নাস্তীতি প্রতিপাদয়িতুমাহ, স্বরূপবুদ্ধ্যেত্যাদি। হে শিবে স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্ব্রহ্ম বেদ্যং জ্ঞেয়ং ভবতি তদেব ব্রহ্ম তটস্থৈরপি লক্ষণৈর্ব্বেদ্যং ভবেৎ। স্বরূপলক্ষণেন ব্রহ্মাধিগন্তুমিচ্ছতাং জনানাং সাধনানপেক্ষত্বাত্তটস্থৈরেব লক্ষণৈস্তদধিগন্তুমিচ্ছতাং সাধনমভিধাতুমাহ, লক্ষণৈরিত্যাদি। তত্র স্বরূপলক্ষণতটস্থলক্ষণেষু মধ্যে তটস্থৈর্লক্ষণৈর্ব্রহ্মাপ্তুমধিগন্তুমিচ্ছূনাং জনানাং সাধনং বিহিতম্॥ ১০॥

আবার প্রলয় কালে যাঁহাতে সমুদায় বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। (ঈদৃশ উভয়বিধ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারা যায়।)৯ শিবে! স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়, তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও সেই ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। (১৮) তবে, যাঁহারা তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদের

বিরোধী। বিক্ষিপ্ত সত্ত্বগুণের কার্য্য। ইহাদ্বারা স্বর্গভোগ প্রভৃতি বিশুদ্ধ সুখভোগে মন ধাবমান হয়। ইহাও যোগের বিরোধী। মনকে সমুদায় বিষয় হইতে প্রত্যাহারপূর্ব্বক একস্থানে স্থাপন করাকে একাগ্রতা বলা যায়। ইহাই যোগের উপযোগী। মনকে একাগ্র করিলেই সমাধি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সময় মন সমুদায় বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পরমানন্দময় পরমব্রহ্মে লীন হয়।

(১৮)—স্বরূপ-পরিজ্ঞান দ্বারা যে ব্রহ্ম-প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ যোগীরা সমাধিস্থ হইয়া যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করেন, সেই ব্রহ্ম ও তটস্থ লক্ষণদ্বারা অনুমেয় ব্রহ্ম অভিন্ন ও এক হইলেও স্বরূপগত অনেক ভেদ আছে। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম অনুপহিত চৈতন্য; তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই; তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা নহেন। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত ব্রহ্ম মূলপ্রকৃতিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্ম। ইঁহার সহযোগে মূলপ্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং সাবিত্রী,

তৎ সাধনং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে ।
তত্রাদৌ কথয়িষ্যামি মন্ত্রোদ্ধারং মহেশিতুঃ ॥ ১১ ॥
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য সচ্চিৎপদমুদাহরেৎ ।
একং পদান্তে ব্রহ্মেতি মন্ত্রোদ্ধারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২ ॥
সন্ধিক্রমেণ মিলিতঃ সপ্তার্ণোঽয়ং মনুর্মতঃ ।
তারহীনেন দেবেশি ষড়্বর্ণোঽয়ং মনুর্ভবেৎ* ॥ ১৩ ॥

তদিত্যাদি। হে প্রিয়ে তৎ সাধনং তটস্থলক্ষণৈর্ব্বেদ্যস্য ব্রহ্মণঃ সাধনমহং প্রবক্ষ্যামি অবহিতা সাবধানা সতী ত্বং শৃণুষ্ব। তত্র সাধনে বক্তব্যে আদৌ প্রথমতো মহেশিতুর্মহেশ্বরস্য মন্ত্রোদ্ধারং কথয়ামি ॥ ১১ ॥

মন্ত্রোদ্ধারমেব কথয়তি, প্রণবমিত্যাদিনা। পূর্ব্বং প্রথমং প্রণবমোঙ্কারমুদ্ধৃত্য ততোঽনন্তরং সচ্চিৎপদমুদাহরেৎ বদেৎ। সচ্চিৎপদান্তে চ একং ব্রহ্মেত্যুদাহরেৎ। ততশ্চ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যাকারকো মন্ত্রো নিষ্পন্নঃ। মন্ত্রোদ্ধারোঽয়মেব প্রকীর্ত্তিতঃ কথিতঃ ॥ ১২ ॥

সন্ধীতি। হে দেবেশি সন্ধিক্রমেণ মিলিতঃ সঙ্গতোঽয়ং মনুর্মন্ত্রঃ সপ্তার্ণঃ সপ্তবর্ণকো মতঃ। তারহীনেন প্রণবত্যাগেনায়ং পূর্ব্বোক্ত এব মন্ত্রঃ ষড়্বর্ণো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

সাধন অপেক্ষা করে।[১০] প্রিয়ে! আমি সেই সাধন প্রকাশ করিতেছি, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

পার্ব্বতি! ইহার মধ্যে আমি সর্ব্ব প্রথমে পরমব্রহ্মের মন্ত্রোদ্ধার বিবরণ বলিতেছি।[১১] প্রথমতঃ প্রণব কীর্ত্তন করিয়া পশ্চাৎ সচ্চিৎ এই পদ উচ্চারণ করিবে। পরে একং এই পদ পশ্চাৎ ব্রহ্ম এই পদ কীর্ত্তন করিবে। ইহা দ্বারা (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) মন্ত্র উদ্ধার হইবে।[১২] (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) এই মন্ত্রটি সন্ধিক্রমে মিলিত হইয়া সপ্তাক্ষর হইবে। দেবি! এই মন্ত্র ওঁকার বিহীন করিলে ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়।[১৩]

---

* মনুর্মত ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

লক্ষ্মী ও ভগবতী উৎপন্ন হইয়া গুণানুসারে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। সুতরাং শেষোক্ত ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা বলা হইয়াছে।

সর্ব্বমন্ত্রোত্তমঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদঃ।
নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্ ॥ ১৪ ॥
ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন রাশিগণনন্তথা।
কুলাকুলাদিনিয়মো* ন সংস্কারোঽত্র বিদ্যতে।
সর্ব্বথা সিদ্ধমন্ত্রোঽয়ং† নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫ ॥

অথেমং মন্ত্রং স্তৌতি, সর্ব্বেত্যাদিনা। অয়ং মন্ত্রঃ সর্ব্বেষু মন্ত্রেষূত্তমঃ শ্রেষ্ঠঃ। সর্ব্বমন্ত্রোত্তমত্বমেবাহ, সাক্ষাদিত্যাদিনা ॥ ১৪ ॥
ন তিথিরিতি। তিথির্ন গণনীয়েতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

এই মন্ত্রই সমুদায় মন্ত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করে। এই মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি, সিদ্ধসাধ্য, সাধ্যসিদ্ধ, সাধ্যসাধ্য প্রভৃতি অকথহ চক্র (১৯) বিচারের অপেক্ষা নাই। এই মন্ত্র অরিমিত্রাদি (২০) দোষে দূষিত হয় না।[১৪] এই মন্ত্র গ্রহণ কালে তিথি নক্ষত্র রাশিগণনা, কুলাকুল প্রভৃতি চক্র (২১) গণনার নিয়ম বা দশবিধ সংস্কারেরও (২২) অপেক্ষা

---

* কুলাকুলানাং নিয়ম ইত্যন্তে পঠন্তি।
† সিদ্ধিমন্ত্রোঽয়মিতি বা পঠনীয়ম্।

কুলার্ণবোক্ত সগুণ-ব্রহ্মমন্ত্র যথা ;—"ওঁসর্ব্বদেবতাময়-কুলকুণ্ডলিনীযুতবিদ্যাত্মপরব্রহ্মণে নমঃ।" এই মন্ত্রের ধ্যান যথা,—বিন্দুরূপং পরং ব্রহ্ম সহস্রদলসংস্থিতম্। সর্ব্বমন্ত্রময়ং সর্ব্বদেবতাময়মোম্ময়ম্ ॥ কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্। কর্ণিকান্তস্ত্রিকোণান্তর্মণ্ডলত্রয়মণ্ডিতম্ ॥ গুণাতীতং গুণৈর্যুক্তং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকম্। সর্ব্বকামপ্রদং ধ্যায়েৎ কুলকুণ্ডলিনীযুতম্ ॥" ইতি।

(১৯)—অকথহচক্র। একটি চক্রে ষোলটি কোষ্ঠ অঙ্কিত করিয়া তাহাতে যথানিয়মে বর্ণ-বিন্যাস পূর্ব্বক যে কোষ্ঠে শিষ্যের নামের আদ্যাক্ষর থাকিবে, সেই কোষ্ঠ হইতে যে কোষ্ঠে মন্ত্রের আদ্যাক্ষর থাকিবে, সেই কোষ্ঠ পর্য্যন্ত উপদেশমত গণনা করিয়া দেখিবে। প্রথম কোষ্ঠে সিদ্ধমন্ত্র, দ্বিতীয় কোষ্ঠে সাধ্যমন্ত্র, তৃতীয় কোষ্ঠে সুসাধ্যমন্ত্র, চতুর্থ কোষ্ঠে অরিমন্ত্র হইবে। পরেও পুনর্ব্বার পঞ্চম কোষ্ঠ হইতে ঐরূপ সিদ্ধাদি গণনা হইবে। সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ মন্ত্র অনায়াসে সিদ্ধ হয়। সাধ্যমন্ত্র বহুপরিশ্রমে বহুদিনে সিদ্ধ হইতে পারে। অরিমন্ত্র সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত সাধন করিলে অনিষ্ট ঘটিতে থাকে।—ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে আছে।

(২০)—কোন্ মন্ত্র মিত্র, কোন্ মন্ত্র অরি হইবে, ইহার বিবরণ তন্ত্রসার ৩২ পৃষ্ঠাতে নক্ষত্রচক্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আগমতত্ত্ববিলাস প্রভৃতিতেও এতৎসমুদায় আছে।

(২১)—স্বকুল মন্ত্র গ্রহণ করিলে সিদ্ধ হয় অকুল মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। এই কুলাকুল চক্র ও ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে ২৫ পৃষ্ঠায় আছে।

(২২)—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন, ও গুপ্তি এই দশপ্রকার মন্ত্রসংস্কারকে দশবিধ সংস্কার বলা যায়। গুরু মন্ত্র দিবার সময়

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরুর্যদি লভ্যতে।
তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধা* জন্মসাফল্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১৬॥
চতুর্ব্বর্গং করে কৃত্বা পরত্রেহ চ মোদতে॥ ১৭॥
স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ॥ ১৮॥
সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ
যস্য কর্ণপথোপান্ত-প্রাপ্তো † মন্ত্রমহামণিঃ॥ ১৯॥

অথৈতস্য মন্ত্রস্য গ্রহীতুঃ পুরুষস্য সর্ব্বোত্তমত্বং প্রতিপাদয়িতুমাহ, বহ্বি ত্যাদি। তদ্বক্ত্রতঃ সদ্‌গুরুমুখাৎ মন্ত্রমিমং লব্ধা॥ ১৬॥

চতুর্ব্বর্গমিতি। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষৈরুপলক্ষিতো বর্গঃ সমূহশ্চতুর্ব্বর্গস্ত্রিবর্গো ধর্ম্মকামার্থৈশ্চতুর্ব্বর্গঃ সমোক্ষকৈরিত্যমরঃ। পরত্র পরলোকে॥১৭॥ ১৮

সর্ব্বশাস্ত্রেষ্বিতি। নিষ্ণাতো নিপুণঃ। কর্ণপথস্যোপান্তং প্রাপ্তঃ কর্ণপথো পান্তপ্রাপ্তঃ। মন্ত্র এব মহামণিঃ॥ ১৯॥

নাই। ইহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ মন্ত্র। ইহাতে কোনরূপ বিচারেরই অপেক্ষা করে না।[১৫] বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে যদি সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার মুখ হইতে এই মহামন্ত্র লাভ করিয়া মনুষ্য, জন্ম সফল করিতে পারেন।[১৬] (সেই ব্রহ্মজ্ঞ মানব) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ হস্তগত করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন।[১৭]

এই মহামণিস্বরূপ ব্রহ্মমন্ত্র যাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতার্থ, তিনিই কৃতী, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই সর্ব্বতীর্থে স্নাত, তিনিই সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ এবং তিনিই সর্ব্বলোকে প্রতিষ্ঠিত

---

* জ্ঞাত্বা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† যস্য কর্ণপথোপান্তে প্রাপ্ত ইতি বহবঃ পঠন্তি।

স্থলবিশেষে মন্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার করিয়া থাকেন। ইহা কিরূপে করিতে হয়, জিজ্ঞাসুগণ তন্ত্রসারের ৯০ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে।
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ।
গায়ন্তি গায়নীং গাথাং পুলকাঞ্চিতবিগ্রহাঃ* ॥ ২০ ॥
অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ।
কিমস্মাকং গয়াপিণ্ডৈঃ কিং তীর্থশ্রাদ্ধতর্পণৈঃ † ॥ ২১ ॥
কিং দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমন্যৈর্ব্বহুসাধনৈঃ।
বয়মক্ষয়তৃপ্তাঃ স্ম সৎপুত্রস্যাস্য সাধনাৎ ॥ ২২ ॥

ধন্যেত্যাদি। গীয়তে ইতি গায়নী তাম্। ল্যুট্ চেতি বাহুলকাৎ কর্ম্মণি ল্যুট্। পুলকৈঃ রোমহর্ষণৈরঞ্চিতা অধিগতা বিগ্রহা দেহা যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ। পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা ইতি পাঠেঽপ্যঙ্কিতং চিহ্নিতমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তাং গাথামেবাহ, অস্মৎকুল ইত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্। ব্রহ্মোপদেশিকঃ পরব্রহ্মোপদেশবান্। অক্ষয়তৃপ্তাঃ অবিনশ্বরতৃপ্তিমন্তঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

(বিবেচনা করিতে হইবে)।[১৮]।[১৯] শিবে! যিনি ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার মাতা পিতা ধন্য, তাঁহার কুল পবিত্র। তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন এবং তাঁহারা পুলকিত শরীরে এই গাথা গান করেন যে,[২০] আমাদের বংশে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত কুলশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের নিমিত্ত গয়াতে পিণ্ডদানে আর আবশ্যক কি? তীর্থে শ্রাদ্ধেই বা আবশ্যক কি? তীর্থে তর্পণেই বা আবশ্যক কি?[২১] আমাদের উদ্দেশে দানেই বা প্রয়োজন কি? জপেই বা প্রয়োজন কি? হোমেই বা প্রয়োজন কি? অন্যান্য বহুবিধ সাধনেই বা প্রয়োজন কি? আমাদের এই সৎপুত্র (সদ্‌গুরুর নিকট ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণরূপ) যে সাধন করিয়াছে, তাহাতেই আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।[২২]

---

* পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা ইতি বহুপুস্তকসম্মতঃ পাঠঃ।

† কিং তীর্থৈঃ শ্রাদ্ধতর্পণৈরিতি পাঠোঽন্যপুস্তকসম্মতঃ।

শৃণ দেবি জগদ্বন্দ্যে সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ।
পরব্রহ্মোপাসকানাং কিমন্যৈঃ সাধনান্তরৈঃ ॥ ২৩ ॥
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।
ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমবাপ্যং জগত্ত্রয়ে ॥ ২৪ ॥
কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহা রুষ্টা বেতালাশ্চেটকাদয়ঃ ।
পিশাচা গুহ্যকা ভূতা ডাকিন্যো মাতৃকাদয়ঃ ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে পরাঙ্মুখাঃ ॥ ২৫ ॥
রক্ষিতো ব্রহ্মমন্ত্রেণ প্রাবৃতো ব্রহ্মতেজসা ।
কিং বিভেতি গ্রহাদিভ্যো মার্ত্তণ্ড ইব চাপরঃ ॥ ২৬ ॥

শৃণিত্যাদি। সাধনান্তরৈঃ সাধনবিশেষৈঃ ॥ ২৩ ॥

মন্ত্রেত্যাদি। কিমবাপ্যং কিং লব্ধব্যমস্তি অপিতু সর্ব্বং বস্তু লব্ধমেবা[illegible]ত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কিং কুর্ব্বন্তীতি। তস্য ব্রহ্মভূতস্য দর্শনমাত্রেণ পরাঙ্মুখাঃ সন্তো গ্রহা[illegible] পলায়ন্তে ॥ ২৫ ॥

রক্ষিত ইত্যাদি। ব্রহ্মভূতো জনো গ্রহাদিভ্যো বিভেতি ভীতো ভ[illegible] কিম্। কিন্তু ন বিভেতীত্যর্থঃ। মার্ত্তণ্ড ইব সূর্য্য ইব ॥ ২৬ ॥

জগৎপূজ্যে দেবি! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা পর[illegible] ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সত্য সত্যই তাঁহাদের আর অন্য কোন সাধনে আ[illegible]শ্যক নাই।[২৩] এই মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র মনুষ্য ব্রহ্মময় হইয়া থাকে[illegible] দেবি! যিনি ব্রহ্মময় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই জগতের মধ্যে দুর্লভ [illegible] আর কি আছে![২৪] গ্রহগণ, বেতালগণ, চেটকগণ, পিশাচগণ, গুহ্যক[illegible] ভূতগণ, ডাকিনীগণ ও মাতৃগণ প্রভৃতি রুষ্ট হইয়া তাঁহার কি করিতে পারে[illegible] কারণ তাঁহারা ব্রহ্মোপাসকের দর্শনমাত্রেই পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করি[illegible] থাকেন।[২৫] যিনি ব্রহ্মমন্ত্রে রক্ষিত, যিনি ব্রহ্মতেজোদ্বারা সমাবৃত, তি[illegible] দ্বিতীয় সূর্য্যস্বরূপ; সুতরাং তিনি কি গ্রহাদি হইতে ভয়প্রাপ্ত হয়েন![illegible] মাতঙ্গগণ যেমন সিংহ দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করে, গ্রহগণ প্রভৃতিও সেইর[illegible]

তং দৃষ্ট্বা ভয়মাপন্নাঃ* সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ।
বিদ্রবন্তি চ নশ্যন্তি পতঙ্গা ইব পাবকে ॥ ২৭॥
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিদ্‌-ব্রহ্মনিষ্ঠস্য দেহিনঃ।
সত্যপূতস্য শুদ্ধস্য সর্ব্বপ্রাণিহিতস্য চ।
কো বোপদ্রবমন্বিচ্ছে-দাত্মাপঘাতকং বিনা † ॥ ২৮ ॥
যে দ্রুহ্যন্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনে ‡।
স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি নাতিরিক্তা যতঃ সতঃ ॥ ২৯ ॥

তমিত্যাদি। তং পরব্রহ্মোপাসকম্। তে গ্রহাদয়ঃ বিদ্রবন্তি পলায়ন্তে। পতঙ্গা ইব শলভা ইব ॥ ২৭ ॥

ন তস্যেতি। শুদ্ধস্য নির্ম্মলান্তঃকরণস্য ॥ ২৮ ॥

যে দ্রুহ্যন্তীতি। যে পাপাঃ পাপশালিনঃ খলা দুর্জ্জনাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনে জনায় দ্রুহ্যন্তি তস্যাপকারং বিদধতি তে পাপাঃ স্বদ্রোহমেব প্রকুর্ব্বন্তি। পরব্রহ্মোপদেশিনে ইতি ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপ ইতি সংপ্রদানত্বাৎ চতুর্থী সম্প্রদানে ইতি চতুর্থী। পরব্রহ্মোপদেশিজনদ্রোহকরণাৎ স্বস্যৈবাপকারস্যোৎপাদনে হেতুং দর্শয়ন্নাহ, নাতিরিক্তা ইত্যাদি। যতো হেতোঃ সতঃ সাধোর্ব্রহ্মভূতাদ্‌ব্রহ্মোপদেশিনো জনাৎ তেঽতিরিক্তা ভিন্না ন ভবন্তি অতঃ স্বদ্রোহমেব প্রকুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকেন, এবং পতঙ্গগণ যেমন বহ্নিতে বিনষ্ট হয়, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহার তেজে নষ্ট হইয়া যান।[২৭]

ব্রহ্মনিষ্ঠ মানব, সর্ব্বদা সত্য দ্বারা পূত, নির্ম্মল ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধক; সুতরাং কোন পাপই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মাপঘাতক ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তিই বা ঈদৃশ মহাত্মার প্রতি উপদ্রব করিতে ইচ্ছা করে![২৮] যে সকল খল পাপাত্মা ব্যক্তি পরব্রহ্মোপাসকের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত

---

* তং দৃষ্ট্বা ভয়মাপন্না ইত্যত্র তং দৃষ্ট্বা তে ভয়াপন্না ইতি কেচিৎ, দৃষ্ট্বা তে ভয়মাপন্না ইতি চ কেচিৎ পঠন্তি।

† আত্মাবঘাতকং বিনা ইতি কেসাঞ্চিৎ পাঠঃ।

‡ পরব্রহ্মোপদেশিনঃ ইতি বা পঠনীয়।

স তু সর্ব্বহিতঃ সাধুঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়কারকঃ।
তস্যানিষ্টে কৃতে দেবি কো বা স্যান্নিরুপদ্রবঃ॥ ৩০॥
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিদ্ধ্যতি॥ ৩১॥
অতোঽস্যার্থঞ্চ চৈতন্যং কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে।
অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ।
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ॥ ৩২॥

স ইতি। স তু ব্রহ্মনিষ্ঠস্তু॥ ৩০॥
মন্ত্রার্থমিতি। তস্য সাধকস্য যতো ন সিদ্ধ্যতি॥ ৩১॥
অত ইতি। প্রথমতঃ প্রণবার্থং নিরূপয়তি, অকারেণেত্যাদিনা॥ ৩২॥

হয়, তাহারা আপনাদেরই অনিষ্টাচরণ করে, কারণ তাহারা ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি হইতে ভিন্ন নহে।[২৯]

দেবি! ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি, সকলের হিতানুষ্ঠানকারী, সাধু ও সকলের প্রিয়কারী। ঈদৃশ মহাত্মার অনিষ্টাচরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি নিরুপদ্রবে অবস্থান করিতে পারে![৩০]

যিনি মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য অবগত নহেন, সেই সাধক যদি শত লক্ষও জপ করেন, তথাপি তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।[৩১] প্রিয়ে! এই নিমিত্ত আমি এই ব্রহ্মমন্ত্রের অর্থ ও চৈতন্য বলিতেছি শ্রবণ কর। (অ, উ, ম্, এই তিন বর্ণ মিলিত হইয়া ওঁ এই মন্ত্র হইয়াছে।) অকারের অর্থ জগৎপাতা; উকারের অর্থ জগতের সংহারকর্ত্তা; মকারের অর্থ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। এইরূপ প্রণবের অর্থ কথিত হইয়া থাকে (২৩)।[৩২] ঈশানি! সৎ শব্দের অর্থ সদাস্থায়ী;

---

(২৩) * এ স্থলে আদ্যাশক্তিযুক্ত চৈতন্যময় ব্রহ্মই প্রণবের অভিধেয়। পরন্তু ওঁকার শব্দে অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম। ইহা অবগত হইয়া যিনি যে উপাসনাদ্বারা যে ফল ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন। যথা—

---

* এই টিপ্পনীটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও আবশ্যকীয়। ক্ষুদ্র অক্ষরে অধিকক্ষণ পাঠ করিতে অনেকের কষ্ট হইতে পারে। এই নিমিত্ত আমরা প্রণালী ভঙ্গ করিয়া ইহা অপেক্ষাকৃত বড়

এতদ্ধ্যেবাক্ষরন্ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥"

কথিত আছে—

"সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ"॥

যিনি সপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট, চতুষ্পাদ বিশিষ্ট, ত্রিস্থান বিশিষ্ট ও পঞ্চদেবতা স্বরূপ প্রণব না জানেন, তিনি কিরূপে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন! ফলতঃ ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রণবের অন্তর্গত সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চদেবতা, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার (শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হইয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন ;—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" ॥

মানব জন্মকালে শূদ্রজাতি থাকে, যখন উপনয়নাদি সংস্কার হয়, তখন তাঁহাকে দ্বিজ বলা যায়। পরে তিনি যখন বেদ পাঠ করেন, তখন বিপ্রপদ-বাচ্য হয়েন। অনন্তর ব্রহ্ম (শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম) অর্থাৎ প্রণব পরিজ্ঞাত হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। মহাভারতে অজগরপ্রশ্নে আরও কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণতনয় যদি ব্রাহ্মজ্ঞানবিহীন হয়েন, তাঁহা হইলে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম এবং চণ্ডাল যদি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে।

প্রণবের সপ্ত অঙ্গ যথা, (অ অকার, (উ) উকার, (ম) মকার, (৺) নাদ, (˙) বিন্দু, (—) কলা এবং (=) কলাতীত। চতুষ্পাদ যথা, স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। ত্রিস্থান যথা, জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্ত্যবস্থা। পঞ্চদেবতা যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর।

অক্ষরে ছাপাইলাম। বলা বাহুল্য ইহার পরেও যে যে স্থলে টিপ্পনী বৃহৎ হইবে সেই সেই স্থলেই এইরূপ বড় অক্ষরে ছাপাইব।

প্রণব তিন প্রকার যথা, অপর প্রণব, পরপ্রণব ও মহাপ্রণব। অপরপ্রণবও আবার তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই ত্রিবিধ প্রণবের স্বরূপ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। শব্দব্রহ্ম স্বরূপ অপর প্রণবে অকার দ্বারা রজোগুণ উকার দ্বারা সত্ত্বগুণ ও মকার দ্বারা তমোগুণ লক্ষিত হইতেছে। নাদ শব্দের অর্থ বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী, এই তিন শক্তি। সাত্ত্বিক শক্তিকে বামা, রাজসিক শক্তিকে জ্যেষ্ঠা ও তামসিক শক্তিকে রৌদ্রী বলা যায়। বিন্দুও তিন প্রকার সাত্ত্বিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রণবের ষষ্ঠ অঙ্গ কলা (অঙ্কুর) শব্দের অর্থ মহেশ্বর রূপ তামসিক বিন্দু হইতে উৎপন্ন শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চভূত এবং রাজসিক বিন্দুরূপ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শব্দশক্তি স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং সাত্ত্বিক বিন্দুরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান এবং শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয় দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এই পাঞ্চভৌতিক জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, চিত্ত ও চিত্ত্ব এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ, এতৎসমুদায়ই কলা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। কলাতীত শব্দের অর্থ এতৎসমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য।

অপর প্রণবের সপ্ত অঙ্গের ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষনে এই প্রণবের পাদচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছি। প্রত্যেক বস্তুতেই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী এই চারিটী অবস্থা আছে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য, তাহাকে স্থূল বলে যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তাহা সূক্ষ্ম। গুণমাত্রে স্থিত হইলে বীজ বলা হয়। নির্গুণ অবস্থাপন্নকে সাক্ষী বলে। এই চারিটী অবস্থাকে প্রণবের চতুষ্পাদ বলা যায়। ত্রিস্থান শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে যথা বিশ্ব অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং বিরাট্ অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, প্রণবের প্রথম স্থান; হিরণ্যগর্ভ

অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৈজস অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের দ্বিতীয়স্থান; অব্যাকৃত অর্থাৎ সুষুপ্ত্য-বস্থায় অনুভূয়মান অজ্ঞানাধিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রণবের তৃতীয় স্থান; সুতরাং জীবের সমষ্টির ও ব্যষ্টির এই তিন অবস্থাই শব্দব্রহ্মরূপ অপরপ্রণবের তিন স্থান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর, এই পঞ্চ দেবতাই শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের স্বরূপ।

আমরা যেরূপ প্রণবের ব্যখ্যা করিলাম, ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় এরূপ বোধ হয় না। অনেকে ইহার মর্ম্ম ভেদ করিতে না পারিয়া উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায় মনে করিতে পারেন, এজন্য প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিম্নে সদাশিবোক্ত তন্ত্র অনুসারে যে জগতের উৎপত্তি বিবরণ লিখিতেছি, তাহা পাঠ করিলেই শব্দব্রহ্মরূপ অপর প্রণবের স্বরূপ ও সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। সারদাতিলকে প্রথম পটলে কথিত আছে,—

"নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ।
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥"

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ। এই পরমব্রহ্ম মায়াতে অনুপহিত থাকিলে তাঁহাকে নির্গুণ বলা যায়; তিনি মায়াতে উপহিত হইলে তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হয়েন অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে উপহিত থাকেন, তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহত্তত্ত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কারতত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অবিনাভাব সম্বন্ধ। প্রকৃতি ব্যতিরিকে ব্রহ্ম থাকেন না এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকেও প্রকৃতি থাকেন না; উভয়ে চণকাকারে একীভূত হইয়া আছেন। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই; ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কর্ত্তৃত্ব

নাই ; উভয়ে একীভূত থাকাতে কর্ত্তৃত্ব ও চৈতন্য অব্যাহত রহিয়াছে। ইঁহাকে কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য, কেহ বা চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। এই কারণে কেহ কেহ ইঁহাকে শিবস্বরূপ বা পুংদেবতা বলিয়া পূজা করেন, কেহ কেহ বা শক্তিস্বরূপ বা স্ত্রীদেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা ইঁহাকে নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করেন। এইরূপে ইনি কাহারও নিকট পুরুষ, কাহারও নিকট স্ত্রী, কাহারও নিকট উভয়াত্মক, কাহারও নিকট স্ত্রীপুংভাবের অতীত বলিয়া পরিকল্পিত হইতেছেন। এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য, বৈষ্ণবদিগের উপাস্য বিষ্ণু গোপাল কৃষ্ণ প্রভৃতি, শাক্তদিগের উপাস্য কালী তারা ত্রিপুরা প্রভৃতি শক্তি, সৌরদিগের উপাস্য সূর্য্য, শৈবদিগের উপাস্য শিব ও গাণপত্যদিগের উপাস্য গণপতি। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুতে, শাক্তেরা শক্তিতে, সৌরেরা সূর্য্যতে, শৈবেরা শিবমূর্ত্তিতে ও গাণপত্যেরা গণেশমূর্ত্তিতে এই মূলপ্রকৃতিযুক্ত চৈতন্যের অধিষ্ঠান ও আবির্ভাব কল্পনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাকার ধ্যান করেন। ফলতঃ যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, যাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, অথবা পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন দেবতার উপাসনা করেন এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি, যাঁহারা গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপ ও মানবশরীরে তাঁহার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া গুরুর আরাধনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও উক্ত মূলপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যে সময় সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ সমভাবে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে পরাভব করে, কোন গুণেরই প্রাদুর্ভাব থাকে না, তখন সেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই মূলপ্রকৃতি বলা যায়। এ অবস্থায় মূলপ্রকৃতিতে কোন গুণ প্রকাশ না থাকাতে সমুদায় গুণই পরস্পর অভিভূত ও লয়প্রাপ্ত হওয়াতে ইঁহাকে নির্গুণ অবস্থাও বলা হইয়া থাকে।

মহাপ্রলয়ের অবসানে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কালে অধিষ্ঠান করিলে বসন্তকালে বসন্তকালীন পুষ্পের ন্যায়, তিল হইতে তৈলের ন্যায় এই

চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তি-আদ্যাশক্তি নামে কথিত হইয়া থাকেন। এক প্রদীপ হইতে প্রজ্বালিত অন্য প্রদীপের ন্যায় এই আদ্যাশক্তিও মূলপ্রকৃতির রূপান্তর মাত্র। এই আদ্যাশক্তিও মূলপ্রকৃতির ন্যায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত; পরন্তু মূলপ্রকৃতির সহিত ইঁহার এইমাত্র প্রভেদ যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি ইঁহার বিকৃতি আছে। কালের সহকারিতায় অদৃষ্ট নিবন্ধন প্রথমতঃ এই আদ্যাশক্তিতে গুণক্ষোভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে কথিত আছে,—

স্থষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি প্রকৃত্যামনুবর্ত্ততে।
অদৃষ্টাজ্জায়তে স্থষ্টিঃ প্রথমে তু বরাননে।
বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসী স্থষ্টিরুচ্যতে।
তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাত্মিকা তথা।
আরম্ভস্থষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে।
ইদানীং শৃণু দেবেশি তত্ত্বঞ্চ বিশেষতঃ।
স্থষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি যথাপূর্ব্বং সমাসতঃ॥"

দেবি! প্রকৃতি হইতে চারি প্রকার স্থষ্টি হয়। প্রথমতঃ অদৃষ্ট বশতঃ জীবসমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে স্থষ্টি হয়, তাহা প্রথম স্থষ্টি ও অদৃষ্টস্থষ্টি বলিয়া কথিত আছে। মূলপ্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোভই এই প্রথম স্থষ্টি। বিবর্ত্তস্থষ্টিকে মানসী স্থষ্টি বলে। বেদান্তসারে কথিত আছে,—

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব্ব বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রূপান্তর হয়, তাহার নাম বিকার, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি এবং শব্দতন্মাত্রাদির বিকার আকাশাদি। যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ব্ববস্তুর অন্যথাভাব হয় না, তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তৎকালে মিথ্যাভূত সর্পের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু রজ্জুর রজ্জুতা অব্যাহতই থাকে অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে রজ্জুর অন্যথাভাব হয় না।

এইরূপ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব অব্যাহত রহিয়াছে, পরন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াদ্বারা পরিকল্পিত এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ ; ইহা দ্বিতীয় সৃষ্টি ও মানসী সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়। এই সৃষ্ট পদার্থ যখন বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ এক বস্তু রূপান্তর হইয়া সেই স্থানে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন তাহাকে পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টি বলে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি এই পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টির অন্তর্গত। যখন পঞ্চীকৃত পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতে থাকে, তখন তাহাকে আরম্ভসৃষ্টি বা যৌগিকী সৃষ্টি বলা যায়। ইহা চতুর্থ সৃষ্টি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে একমাত্র আরম্ভ সৃষ্টিরই বর্ণনা আছে, কারণ, তাঁহারা পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করেন। তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম পথে গমন করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে যৌগিকসৃষ্টি ও পরিণাম-সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার; ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার করিতে তাঁহাদের অধিকার নাই। বৈদান্তিকগণ যৌগিকসৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি ও বিবর্ত্তসৃষ্টি বর্ণন করিয়াছেন। তন্ত্রে যৌগিকসৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি, বিবর্ত্তসৃষ্টি ও অদৃষ্টসৃষ্টি, এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তন্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম পথে অগ্রসর হইতে কোন দর্শনশাস্ত্রই সাহসী হয়েন নাই। এক্ষণে এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিতেছি।

অদৃষ্ট নিবন্ধন জীবসমষ্টির ভোগ কাল উপস্থিত হইলে যখন আদ্যাশক্তিতে (প্রকৃতিতে) গুণক্ষোভ হয়, তৎকালে প্রথমতঃ তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ চৈতন্যযুক্ত শক্তিও ঐ তমোগুণে অনুপ্রবিষ্টা হয়েন। ঐ তমোগুণ মহাকাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যৎকালে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকালে সত্ত্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তমোগুণও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রে যে কথিত আছে, আদ্যাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাঁহাতে উপগতা হয়েন অথবা বলপূর্ব্বক বিপরীত রতিতে প্রবৃত্তা হয়েন ; তাহার তাৎপর্য্য

এই যে, আদ্যাশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আদ্যাশক্তি অনুপ্রবিষ্টা হইতেছেন। স্ত্রী পুরুষ সহযোগে যেরূপ জীবসৃষ্টি হয়, মহাকাল সহযোগে অদ্যাশক্তি হইতে সেইরূপ জগৎ সৃষ্টি হইতেছে। বৈষ্ণবেরা এই আদ্যাশক্তিকে (কালীকে) রাধিকা বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে, গোলোকে রাসমণ্ডলে রাধিকা একটি অণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন; সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হয়েন। এই অণ্ড শব্দের লক্ষ্য মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বই সত্ত্ব, রজ, ও তমোগুণ ভেদে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন। এস্থলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আমরা যে তমোগুণকে মহাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তিনিই বৈষ্ণবদিগের নবীন-নীরদ-দ্যুতি কৃষ্ণ, গোলোকে নিত্য রাসলীলা করিতেছেন। রাসলীলার অর্থ গুণভেদে বহুরূপা শক্তি সহযোগে সৃষ্টি। গোলোকের অর্থ অসীম ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।

অনন্তর প্রকৃতির (আদ্যাশক্তির) গুণক্ষোভ হইলে তৎপ্রসূত মহাকাল সহকারে তাঁহা হইতে নাদের (মহত্তত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। এই নাদ আবার সত্ত্ব রজ ও তম, এই তিন গুণ ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যেরা এই ত্রিবিধ নাদকে তামসিক মহত্তত্ত্ব, রাজসিক মহত্তত্ত্ব ও সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। শ্রুতি আছে যে,—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।"

অর্থাৎ প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ তিনি গুণভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি হইয়াছেন; ইহার সহিত কোন বিরোধ হইতেছে না। প্রথমতঃ গুণত্রয়ের সমষ্টিরূপ মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছিল। পরে সেই মহত্তত্ত্ব সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মব্রহ্মা সূক্ষ্মবিষ্ণু ও সূক্ষ্মমহেশ্বর অথবা ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। এই মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে। অনন্তর ত্রিবিধ নাদ হইতে সাত্ত্বিক বিন্দু রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু, এই ত্রিবিধ বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে। বিন্দু শব্দের অর্থ যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই, উচ্চতাও নাই, তাদৃশ বস্তু। সাঙ্খ্যেরা এই ত্রিবিধ

বিন্দুকে সাত্ত্বিক্ অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলি
থাকেন।

সারদাতিলকে কথিত আছে,—

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ।
পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ।
বিন্দুঃ শিবাত্মকং বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ।
রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাৎ জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ।
তে জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দর্কস্বরূপিণঃ॥"

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আদ্যাশক্তি হইতে যে নাদ (মহত্তত্ত্ব) উৎ
হইয়াছে, সেই নাদ হইতে বিন্দুর (অহঙ্কারতত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। পরশক্তি
এই বিন্দু সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক, এই তিন ভাগে বিভক্ত। সাত্ত্বি
বিন্দুর নাম বিন্দু, তামসিক বিন্দুর নাম বীজ এবং রাজসিক বিন্দুর ন
নাদ। এই তিনের যে সমষ্টি তিনি পরমবিন্দু শব্দে অভিহিত হয়েন।
বিন্দু, বীজ ও নাদের মধ্যে বিন্দু শিবস্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময়; বীজ শক্তি
অর্থাৎ প্রকৃতিময় এবং নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিবশক্তির সমবায়স্বরূ
ফলতঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সত্ত্বগুণ চিন্ময়, তমোগুণ প্রকৃতিময় এবং রজো
উভয়াত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

অনন্তর বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং
হইতে বামা শক্তি উৎপন্ন হইলেন। এই রৌদ্রী শক্তি হইতে রুদ্র, জ্যেষ্ঠা
হইতে ব্রহ্মা এবং বামা শক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে ত্রি
মহত্তত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এবং ত্রিবিধ বিন্দু, ব্রহ্মা বি
মহেশ্বরের বীজমাত্র। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিজ নিজ স্ব
পরিণত হইলেন।

এই রুদ্র জ্ঞান-শক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছা-শক্তি স্বরূপ ও বিষ্ণু ক্রিয়া-শক্তি স্বরূপ। রুদ্র বহ্নিস্বরূপ হইয়া সংহার করেন, ব্রহ্মা চন্দ্রস্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু সূর্য্যস্বরূপ হইয়া জগতের পোষণ করিয়া থাকেন।

ক্রিয়াসারে কথিত আছে,—

"বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ॥"

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ শিবশক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু বীজ ও নাদ হইতে ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে রুদ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ নাই; কারণ, তাঁহারা ঐ তিন শক্তি হইতে অভিন্ন। মূলপ্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেরূপ কোন ভেদ নাই এবং উভয়ে যেরূপ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আছেন, সেইরূপ জ্ঞানশক্তির সহিত রুদ্র, ইচ্ছাশক্তির সহিত ব্রহ্মা এবং ক্রিয়াশক্তির সহিত বিষ্ণু তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। গোরক্ষসংহিতাতেও রুদ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ না করিয়া তিন শক্তিমাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে যথা,—

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥"

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাতা। এই তিন শক্তি হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। এই তিন শক্তিরূপ জ্যোতিই প্রণব দ্বারা প্রতিপাদ্য। কুব্জিকাতন্ত্রে কথিত আছে,—

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবী সর্ব্বে কার্য্যাক্ষমা ধ্রুব॥"

ব্রহ্মাণী জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, ব্রহ্মা কখনই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন না, অতএব মহেশ্বরি! ব্রহ্মা শব সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবী-শক্তি রক্ষা করিতেছেন, বিষ্ণু কখনই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন, অতএব মহেশ্বরি! বিষ্ণু প্রে সন্দেহ নাই। দেবি! রুদ্রাণী সংহার করিতেছেন, রুদ্র কখনই সংহার কার্য্যে সমর্থ হয়েন না, অতএব মহেশ্বরি! রুদ্রও শব সন্দে নাই। ফলতঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই জড়স্বরূপ; কার শক্তি ব্যতিরেকে কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। বস্তুতঃ শক্তিসমবেত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, শক্তিসমবেত বিষ্ণু পালন করেন, শক্তিসমবেত রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন; শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যেরূপ জড় ক যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্যতিরেকে শক্তিকেও সেইরূপ জড়স্বরূপ ক যাইতে পারে; কারণ, শক্তি ও শিব পরস্পর পৃথক হয়েন না, উভয়ে অবিনাভাব সম্বন্ধ মূলপ্রকৃতি হইতে জগতের চরমসৃষ্টি পর্য্যন্ত চলি আসিতেছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের দিব্য শরীর বা স্বরূপোৎপত্তি সংক্ষেপে কথি হইল। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিরাট্‌মূর্ত্তির উৎপত্তি কথিত হইতেছে পূর্ব্বে যে গুণভেদে ত্রিবিধ বিন্দুর উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক বিন্দুর না বিন্দু, রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ এবং তামসিক বিন্দুর নাম বীজ। বীজ হইতে প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, তেজ হইতে রসতন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল, জল হইতে গন্ধতন্মা গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গু শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ ও র পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

এই যে আকাশ বায়ু তেজ জল ও পৃথিবীর উল্লেখ করিলাম, ইহার প্রত্যেকেই পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতমাত্র। পরে ত্রিবৃৎকর ও পঞ্চীকরণ হইলে ইহাদের সূক্ষ্মাংশ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলভূত রূ পরিণত হইবে। আপাততঃ বিন্দু, তন্মাত্র, অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চীকৃত ভূতে

পরস্পর বিভেদক একটি সামান্য লক্ষণ বলিতেছি। যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে বিন্দু বলে। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে তন্মাত্র বলা যায়। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে অথচ বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে অপঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে ও বেধ আছে, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে পঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়।

বীজ হইতে যেরূপ আকাশের সৃষ্টি হইল, সেই সময় সেইরূপ নাদ হইতে বাগিন্দ্রিয় ও শব্দশক্তির এবং বিন্দু হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে বায়ু সৃষ্টির সমকালে নাদ হইতে পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শশক্তির এবং বিন্দু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে তেজের সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে পাদেন্দ্রিয় ও তৈজসশক্তির এবং বিন্দু হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ অর্থাৎ তামসিক বিন্দু হইতে জলের সৃষ্টি সময়ে নাদ অর্থাৎ রাজসিক বিন্দু হইতে পায়ু-ইন্দ্রিয় ও রসশক্তির এবং সাত্ত্বিক বিন্দু হইতে রসনেন্দ্রিয় ও রসজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় ও গন্ধশক্তির এবং বিন্দু হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের অবস্থাচতুষ্টয়ের ন্যায় বাক্‌শক্তি ও শব্দজ্ঞান প্রভৃতিরও তন্মাত্রাদিক্রমে অবস্থাচতুষ্টয় হইয়াছে।

এক্ষণে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখুন, বীজশব্দে অভিহিত তামসিক বিন্দু, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র এবং অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত এবং পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এতৎসমুদায় বিরাট্‌মূর্ত্তি মহেশ্বরের শরীর। নাদ শব্দে অভিহিত রাজসিক বিন্দু, অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এতৎসমুদায় বিরাট্‌মূর্ত্তি ব্রহ্মার শরীর। এইরূপ বিন্দু নামে অভিহিত সাত্ত্বিকবিন্দু, অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান,

গন্ধজ্ঞান, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিত্ত্ব, এই পঞ্চভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ, এতৎসমূহ বিরাট্‌মূর্ত্তি বিষ্ণুর শরীর। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের সমষ্টিকে অপরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম বলা যায়।

শব্দব্রহ্মবিষয়ে সারদাতিলকে কথিত আছে;—

> ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মাবরোঽভবৎ।
> শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ।
> শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ।
> ন হি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধির্জ্জড়ত্বাদুভয়োরপি।
> চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ॥

পরমবিন্দু ভিদ্যমান হইয়া অব্যক্ত স্বরূপ অপর প্রণব উৎপন্ন হইলে আগমবিশারদ মহাত্মগণ ইঁহাকেই শব্দব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শব্দস্ফোটবাদীরা শব্দকে এবং অর্থস্ফোটবাদীরা শব্দার্থকে শব্দব্রহ্ম বলেন, পরন্তু তাহাতে তাঁহাদের অভিপ্রায়-সিদ্ধি হইতেছে না, কারণ শব্দ ও শব্দার্থ উভয়ই জড়পদার্থ। আমার বিবেচনায় যিনি সর্ব্বভূতের চৈতন্য, তিনিই শব্দব্রহ্ম।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ ও শব্দার্থ যদ্দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে তিনিই শব্দব্রহ্ম। পরন্তু শব্দ ও শব্দের অর্থ, শব্দব্রহ্মের বিরাট্‌মূর্ত্তির অন্তর্গত। সুতরাং শব্দকে এবং শব্দার্থকে শব্দব্রহ্ম বলাতে তাদৃশ দোষ হয় নাই, কারণ অর্থ ও চৈতন্যসমবেত শব্দ এবং শব্দ ও চৈতন্যসমবেত অর্থ অবশ্যই শব্দব্রহ্ম হইতে পারেন। জগতে শব্দব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন শব্দ নাই ও কোন পদার্থও নাই। ব্রহ্ম যখন অনুপহিত ও নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখন তাঁহাকে পরমব্রহ্ম ও পরপ্রণব বলা যায়। ব্রহ্ম যখন প্রকৃতিতে উপহিত হইয়া প্রকৃতি স্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন, তখন প্রকৃতি, পুরুষ, মহঃ, অহঙ্কারতত্ত্ব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অবধি, এই স্থূল জগৎ পর্য্যন্ত সমুদয় অপরব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম ও অপর প্রণব শব্দে অভিহিত হয়। অনুপহিত চৈ

ও উপহিত চৈতন্য অর্থাৎ পরপ্রণব বা পরমব্রহ্ম এবং অপরপ্রণব বা শব্দব্রহ্ম এতদুভয়ের সমষ্টিকে মহাপ্রণব বলা যায়।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির প্রকারান্তর সৃষ্টি ও প্রকারান্তর বিরাট্‌মূর্ত্তি নিরূপিত হইতেছে, যথা, সারদাতিলকে কথিত আছে ;—

অথ বিন্দ্বাত্মনঃ শম্ভোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ।
বভূব চ জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ।
মহেশ্বরাদ্ভবেদীশস্ততো রুদ্রস্য সম্ভবঃ।
ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেব সমুদ্ভবঃ॥

অনন্তর কালের সহায়তায় শক্তির সহিত একীভূত বিন্দুরূপ পরশিব (ব্রহ্ম) হইতে জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর উৎপন্ন হইলেন। মহেশ্বর হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। তন্ত্রে ইঁহারা সকলেই শিবশব্দে অভিহিত হয়েন যথা ;—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্‌শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব (মহেশ্বর) ও পরশিব, এই ছয় শিব কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সহস্রারে পরমশিব নামে সপ্তম শিব আছেন।

জীবসমষ্টিরূপ শব্দব্রহ্মের বিরাট্‌মূর্ত্তিতে যে ষট্‌চক্র আছে, তাহার মূলাধারে ব্রহ্মা ও পৃথিবী, স্বাধিষ্ঠানচক্রে বিষ্ণু ও জল, মণিপুরে রুদ্র ও তেজ, অনাহতচক্রে ঈশ্বর ও বায়ু, বিশুদ্ধচক্রে মহেশ্বর ও আকাশ এবং আজ্ঞাচক্রে বিন্দুরূপ পরশিব আছেন। তৎপরে সহস্রারে প্রকৃতি ও চৈতন্য একীভূত আছেন। ব্যষ্টিরূপ জীবের শরীরেও এই সমুদায় চক্রে এই সমুদায় দেবতা ও পঞ্চতত্ত্ব আছে। এক্ষণে বিবেচনা করুন, আকাশ মহেশ্বরের বিরাট্‌মূর্ত্তি, বায়ু ঈশ্বরের বিরাট্‌মূর্ত্তি, তেজ রুদ্রের বিরাট্‌মূর্ত্তি, জল বিষ্ণুর বিরাট্‌মূর্ত্তি এবং পৃথিবী ব্রহ্মার বিরাট্‌মূর্ত্তি। পরশিবের বিরাট্‌মূর্ত্তি বিন্দু হইতে আকাশ, মহেশ্বরের বিরাট্‌মূর্ত্তি আকাশ হইতে বায়ু, ঈশ্বরের বিরাট্‌মূর্ত্তি বায়ু হইতে তেজ, রুদ্রের বিরাট্‌মূর্ত্তি তেজ

হইতে জল, বিষ্ণুর বিরাট্‌মূর্ত্তি জল হইতে পৃথিবী বা ব্রহ্মার বিরাট্‌মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণুর নাভিকমলে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই বিরাট্‌মূর্ত্তিতেও দেখিয়া লউন। যখন সমুদায় জলময় ছিল, তখন বিষ্ণুর বিরাট্‌মূর্ত্তিরূপ জলরাশির মধ্যস্থলে (নাভিকমলে) পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই পৃথিবী ব্রহ্মার বিরাট্‌ শরীর।

পূর্ব্বে এক প্রকারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, এখানে আর এক প্রকার বলা হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র কোথাও নিরাকার ভাবে, কোথাও সাকারভাবে, কোথাও সাক্ষীভাবে, কোথাও বীজভাবে, কোথাও সূক্ষ্মভাবে, কোথাও স্থূলভাবে, কোথাও বিরাট্‌রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। পুরাণে কোথাও বিষ্ণু হইতে শিবের উৎপত্তি, কোথাও শিব হইতে বিষ্ণুর উৎপত্তি, কোথাও ব্রহ্মা হইতে রুদ্রের উৎপত্তি, কোথাও রুদ্র হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি বর্ণিত আছে, এবং সমুদায়ই সত্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু বা রুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন। সমুদায় বিষ্ণুমূর্ত্তির সমষ্টিকে বিষ্ণু, সমুদায় ব্রহ্মমূর্ত্তির সমষ্টিকে ব্রহ্মা এবং সমুদায় রুদ্রমূর্ত্তির সমষ্টিকে রুদ্র বলিয়া উপাসনা করা যায়। ফলতঃ শাস্ত্রে যে নানা মুনির নানা মত আছে, তৎসমুদায়ই সত্য। শাস্ত্র সমুদায়ে পরস্পর কিছুমাত্র অনৈক্য নাই; পণ্ডিতগণ শাস্ত্রকারদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া এবং সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাত না হইয়া মতভেদ কল্পনা করেন।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে (অ) অকার, (উ) উকার, (ম) মকার, (ঁ) নাদ, (.) বিন্দু, (—) কলা ও (=) কলাতীত, এই সাতটি অপর প্রণবের সপ্তাঙ্গ; স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী এই চারিটি তাঁহার চতুষ্পাদ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় তাঁহার ত্রিস্থান এবং আকাশমূর্ত্তি মহেশ্বর, বায়ুমূর্ত্তি ঈশ্বর, তেজোমূর্ত্তি রুদ্র, জলমূর্ত্তি বিষ্ণু এবং ক্ষিতিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, তাঁহার পঞ্চ দেবতা। বীজের মধ্যে যেরূপ কলা (অঙ্কুর) অন্তর্নিহিত থাকে, চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না 'ওঁ' ইহার মধ্যেও সেইরূপ কলা অন্তর্নিহিত আছে। কলাতীত

অর্থাৎ এতৎসমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য অথবা এতৎসমুদায়ের চৈতন্যাংশ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। বীজমধ্যে যে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়। বস্তুতঃ 'ওঁ' এই বর্ণটি প্রণব নহে। 'ঘট' এই শব্দটি কখনই ঘট হইতে পারে না। যিনি শব্দব্রহ্ম-পদবাচ্য, তাঁহাকেই অপরপ্রণব বলা যায়। তাঁহাতেই সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ্য করুন।

এই জগতে আমরা যে কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ বা অনুভব করি; তৎসমুদায়েই প্রণবের সপ্তাঙ্গাদির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। সপ্ত অঙ্গের মধ্যে অকার, উকার ও মকার এই তিনটি অঙ্গ মূল ও অমিশ্র। নাদ, বিন্দু ও কলা ঐ গুণত্রয়ের যোগবিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহারা মিশ্র পদার্থ। কলাতীত (চৈতন্য) স্বয়ং নির্লিপ্ত হইয়াও গুণযোগে মিশ্র পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। প্রণবের সপ্ত অঙ্গের চিহ্ন দেখুন, সূর্য্যকিরণে সপ্ত বর্ণ। এই সপ্ত বর্ণের মধ্যে নীল, পীত ও লোহিত এই তিন বর্ণ মূল, অপর চারিবর্ণ যৌগিক। নীলবর্ণ তমোগুণ, পীতবর্ণ সত্ত্বগুণ এবং লোহিতবর্ণ রজোগুণ। অপর দেখুন, সপ্ত শিব, সপ্ত পদার্থ, সপ্ত আম্নায়, সপ্ত ঋষি, সপ্ত ব্যাহৃতি, সপ্ত বার, সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত কুলাচল, সপ্ত পুণ্য নদী, এতদ্ব্যতীত ভূগর্ভে সপ্ত স্তর, অসীম জলরাশিতে সপ্ত স্তর, বায়ুতে সপ্তস্তর (ইহা হইতেই সপ্তগুণিত সপ্তবায়ু অর্থাৎ ৪৯ বায়ু হইয়াছে) বৃক্ষত্বকে সপ্তস্তর, কাষ্ঠে সপ্তস্তর, অস্থিতে সপ্তস্তর, চর্ম্মে সপ্তস্তর, মাংসে সপ্তস্তর, অগ্নির সপ্তজিহ্বা ইত্যাদি।

সমুদায় বস্তুতেই স্থূল সূক্ষ্ম বীজ ও সাক্ষী, এই চারি অবস্থা আছে; সুতরাং প্রণবকে চতুষ্পাদ বলা যায়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহাও সমুদায় জগতে আছে; পরন্তু এই অবস্থাত্রয়ে কেহ ভোক্তা, কেহ বা ভোগ্য হইয়া থাকেন। যখন পঞ্চীকরণ হইয়াছে, তখন পঞ্চভূতমূর্ত্তি পঞ্চদেবতা যে, সকল স্থলেই আছেন, তাহা, সহজেই অনুভূত হইতেছে।

অপরপ্রণবের সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি নিরূপিত হইল। অনুপহিত চৈতন্যকে পরপ্রণব বলা যায়। অনুপহিত চৈতন্যে অঙ্গাদি সমুদায় লয় প্রাপ্ত হইয়া আছে; সুতরাং তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। পরপ্রণব ও অপরপ্রণব

অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্মের সমষ্টিকে মহাপ্রণব বলা যায়। এক্ষণে মহা-প্রণবের সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম। সপ্ত আম্নায় মহাপ্রণবের সপ্ত অঙ্গ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ তাঁহার পাদচতুষ্টয়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ তাঁহার তিন স্থান। হিরণ্যগর্ভ (শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের সমষ্টি), শক্তিযুক্ত ঈশ্বর, শক্তির সহিত মিলিত মহেশ্বর, শক্তির সহিত একীভূত পরশিব ও পরমব্যোম (পরমব্রহ্ম) তাঁহার পঞ্চদেবতা।

তান্ত্রিকেরা মহাপ্রণবকে শিব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাপ্রণব রূপ শিবের সপ্তমুখই সপ্ত আম্নায়। তন্মধ্যে দুইমুখ গুপ্ত এবং পঞ্চমুখ প্রকাশিত আছে। এই জন্য শিবকে পঞ্চবক্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। 'ওঁ' এই মহাপ্রণবেও অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দু, এই পঞ্চ অঙ্গ ব্যক্ত আছে, কলা ও কলাতীত এই দুই অঙ্গ অব্যক্ত রহিয়াছে। সপ্ত আম্নায়ের (শিবের সপ্ত মুখের) নাম,—তৎপুরুষ (অকার), অঘোর (উকার), সদ্যোজাত (মকার), বামদেব (নাদ), ঈশ্বর (বিন্দু), নীলকণ্ঠ (কলা) ও চৈতন্য (কলাতীত)। তৎ-পুরুষকে পূর্ব্ব মুখ, অঘোরকে দক্ষিণ মুখ, সদ্যোজাতকে পশ্চিম মুখ, বামদেবকে উত্তর মুখ, ঈশ্বরকে ঊর্দ্ধ মুখ, নীলকণ্ঠকে গুপ্ত অধোমুখ ও চৈতন্যকে সর্ব্বমুখের মধ্যস্থলস্থিত অব্যক্ত সপ্তম মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

পূর্ব্বাম্নায়ের গুরু ব্রহ্মা, ইনি প্রণবের অকার স্বরূপ। ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে চারি বেদ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং মহাপ্রণব রূপ শিবের পূর্ব্ব মুখ হইতেই চারি বেদের উৎপত্তি। এই জন্য জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন "বেদানাং প্রণবো বীজং" অর্থাৎ প্রণবই বেদের বীজ। ফলতঃ কি তন্ত্র কি পুরাণ, কি দর্শনশাস্ত্র, সমুদায়ই শিবের কোন না কোন আম্নায় হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। বেদ শিবশব্দবাচ্য মহাপ্রণবের পূর্ব্ব মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রহ্মা তাহার গুরু অর্থাৎ উপদেশক। সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে ব্রহ্মাই মহাপ্রণবের অকার অথবা শিবের পূর্ব্ব মুখ বলিয়া প্রতীতি হইবে। এইরূপ মহাপ্রণবের দ্বিতীয় অঙ্গ উকার অর্থাৎ বিষ্ণু দক্ষিণাম্নায়ের গুরু। এইরূপ মকার অর্থাৎ রুদ্র পশ্চিমাম্নায়ের, নাদ অর্থাৎ ঈশ্বর উত্তরা-

ম্নায়ের, বিন্দু অর্থাৎ মহেশ্বর উর্দ্ধ আম্নায়ের, কলা অর্থাৎ পরশিব অধ আম্নায়ের এবং কলাতীত অর্থাৎ পরমাশক্তি সপ্তম আম্নায়ের গুরু।

যিনি মন্ত্রাদি প্রকাশ করেন তাঁহাকে ঋষি বলা যায়। শিবের সপ্ত মুখ হইতে বেদাদি সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ সপ্ত মুখই ঋষিপদবাচ্য, সুতরাং তদনুসারে পূর্ব্বাম্নায়ের ঋষি তৎপুরুষ, দক্ষিণাম্নায়ের ঋষি অঘোর, পশ্চিমাম্নায়ের ঋষি সদ্যোজাত, উত্তরাম্নায়ের ঋষি বামদেব, উর্দ্ধাম্নায়ের ঋষি ঈশান, ষষ্ঠ আম্নায়ের ঋষি নীলকণ্ঠ ও সপ্তম আম্নায়ের ঋষি চৈতন্য।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি আস্তিকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি অন্যান্য দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই এই মহাপ্রণবের সপ্তাঙ্গের অন্তর্গত কোন না কোন আম্নায় হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। এই সপ্ত আম্নায়ের ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতির উপদেশের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ সাতটি মঠ পরিকল্পিত আছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য আম্নায়বিষয়ে উপদেশ দিবার উদ্দেশে প্রথম চারিটি মঠের অনুকল্প স্বরূপ স্থূল চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছেন। অবশিষ্ট তিনটি মঠ অদ্যাপি অব্যক্ত ভাবে আছে। সপ্ত আম্নায়ের পরিচয় দিতে হইলে ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুদায় মঠ অনুসন্ধান করা আবশ্যক, কারণ ভিন্ন ভিন্ন মঠে ভিন্ন ভিন্ন এক এক আম্নায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অতএব আমরা আম্নায় বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সপ্ত মঠে প্রবিষ্ট হইলাম।

অভিধেয়।

প্রথম আম্নায়ে সৃষ্টি, দ্বিতীয় আম্নায়ে স্থিতি, তৃতীয় আম্নায়ে সংহার, চতুর্থ আম্নায়ে অনুগ্রহ, পঞ্চম আম্নায়ে অনুভব, ষষ্ঠ আম্নায়ে নিরনুভব এবং সপ্তম আম্নায়ে পরমব্যোম বিষয়ে উপদেশ আছে। প্রথম আম্নায়ের জ্ঞেয় বা গম্য কুণ্ডলিনী বা প্রকৃতি, দ্বিতীয় আম্নায়ের গম্য পরমাত্মা, তৃতীয় আম্নায়ের গম্য কাল, চতুর্থ আম্নায়ের গম্য বিজ্ঞান, পঞ্চম আম্নায়ের গম্য শূন্য, ষষ্ঠ আম্নায়ের গম্য ব্রহ্ম, সপ্তম আম্নায়ের গম্য পরমব্রহ্ম বা পরমব্যোম। প্রথম আম্নায়ে মন্ত্রযোগ ও হঠযোগ, দ্বিতীয় আম্নায়ে ভক্তিযোগ ও লয়যোগ,

তৃতীয় আম্নায়ে ক্রিয়াযোগ ও লক্ষ্যযোগ, চতুর্থ আম্নায়ে জ্ঞানযোগ ও উরোযোগ, পঞ্চম আম্নায়ে বাসনাযোগ, পরাযোগ ও সন্ন্যাস, ষষ্ঠ আম্নায়ে শাম্ভবী মুদ্রা প্রভৃতি দ্বারা অমনস্কযোগ, সপ্তম আম্নায়ে সহজযোগ ও মোক্ষ কথিত হইয়াছে।

যোগসাধন করিবার প্রধান করণ।

প্রথম আম্নায়ের করণ নাসিকা, দ্বিতীয় আম্নায়ের করণ জিহ্বা, তৃতীয় আম্নায়ের করণ চক্ষুঃ, চতুর্থ আম্নায়ের করণ ত্বক্, পঞ্চম আম্নায়ের করণ কর্ণ, ষষ্ঠ আম্নায়ের করণ মন, সপ্তম আম্নায়ের করণ সমাধি। প্রত্যেক আম্নায়ে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন যোগসাধন হইয়া থাকে। এই সাত্ত্বিক করণের ন্যায় রাজসিক করণও আছে; যথা,—প্রথম আম্নায়ের করণ পাদ, দ্বিতীয় আম্নায়ের করণ উপস্থ, তৃতীয় আম্নায়ের করণ পাণি, চতুর্থ আম্নায়ের করণ পায়ু, পঞ্চম আম্নায়ের করণ বাক্, ষষ্ঠ আম্নায়ের করণ প্রাণ, সপ্তম আম্নায়ের করণ মৃত্যু।

গুরু।=১ ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু। ৩ রুদ্র। ৪ ঈশ্বর। ৫ মহেশ্বর। ৬ পরশিব। ৭ (পরমশিব বা) শক্তি। এস্থলে এবং ইহার পরে ১=প্রথম আম্নায়, ২=দ্বিতীয় আম্নায়, ৩=তৃতীয় আম্নায় ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

ঋষি।=১ তৎপুরুষ। ২ অঘোর। ৩ সদ্যোজাত। ৪ বামদেব। ৫ ঈশান। ৬ নীলকণ্ঠ। ৭ চৈতন্য।

মঠ।=১ গোবর্দ্ধন মঠ। ২ সিঙ্গেরী মঠ। ৩ সারদা মঠ। ৪ জ্যোতিষ মঠ (জোষী মঠ)। ৫ সুমেরু মঠ। ৬ পরমাত্ম মঠ। ৭ সহস্রদলকমল মঠ।

ক্ষেত্র।=১ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ২ রামেশ্বর ক্ষেত্র। ৩ দ্বারকা ক্ষেত্র। ৪ মুক্তি ক্ষেত্র। ৫ কৈলাস ক্ষেত্র। ৬ মানসসরোবর ক্ষেত্র। ৭ অনুভব ক্ষেত্র।

আশ্রম।=১ পূর্ব্বাশ্রম। ২ দক্ষিণাশ্রম। ৩ পশ্চিমাশ্রম। ৪ উত্তরাশ্রম (বদরিকাশ্রম)। ৫ উর্দ্ধাশ্রম। ৬ গুপ্তাশ্রম। ৭ নিষ্কল আশ্রম।

সম্প্রদায়।=১ ভোগবর সম্প্রদায়। ২ ভুরবর সম্প্রদায়। ৩ কীটবর সম্প্রদায়। ৪ আনন্দবর সম্প্রদায়। ৫ কাশিকা সম্প্রদায়। ৬ সত্যসন্তোষ সম্প্রদায়। ৭ সহস্রদলপঙ্কজ সম্প্রদায়।

পদ।=১ বনস্বামী, অরণ্যস্বামী। ২ ভারতীস্বামী, সরস্বতীস্বামী, পুরী-স্বামী। ৩ তীর্থস্বামী, আশ্রমস্বামী। ৪ গিরিস্বামী, পর্ব্বতস্বামী, সাগরস্বামী। ৫ জ্ঞানস্বামী, ধ্যানস্বামী,। ৬ যোগস্বামী। ৭ শ্রীপাদুকাস্বামী।

দেব।=১ জগন্নাথ। ২ বরাহ। ৩ সিদ্ধেশ্বর। ৪ নারায়ণ। ৫ নিরঞ্জন। ৬ পরমহংস। ৭ বিশ্বরূপ।

দেবী =১ বিমলা। ২ কামাখ্যা। ৩ ভদ্রকালী। ৪ পুণ্যগিরি। ৫ মায়া। ৬ মানসীমায়া। ৭ চিচ্ছক্তি।

তীর্থ।=১ মহোদধি। ২ তুঙ্গভদ্র। ৩ গোমতী। ৪ অলকনন্দা। ৫ মানসসরোবর। ৬ ত্রিকোটিতীর্থ। ৭ শব্দশ্রবণ।

আচার্য্য।=১ বলভদ্রাচার্য্য বা তুঙ্গাচার্য্য। ২ পৃথ্বীধরাচার্য্য। ৩ বিশ্ব-রূপাচার্য্য। ৪ ত্রটকাচার্য্য বা নরাটকাচার্য্য। ৫ ঈশ্বর। ৬ অদ্বিতীয় চৈতন্য। ৭ সদ্‌গুরু।

বেদ।=১ যজুর্ব্বেদ। ২ ঋগ্বেদ। ৩ সামবেদ। ৪ অথর্ব্ববেদ। ৫।৬।৭ বেদাতীত।

ব্রহ্মচারী।=১ প্রকাশব্রহ্মচারী। ২ চৈত্যব্রহ্মচারী। ৩ স্বরূপব্রহ্মচারী। ৪ আনন্দব্রহ্মচারী। ৫।৬।৭ ব্রহ্মচর্য্যাতীত।

কার্য্য। ১ 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ইহা চিন্তা। ২ যথোক্ত ধর্ম্মাচরণ। ৩ তত্ত্ব-মসিবিচার। ৪ জ্ঞানধ্যান প্রকাশ। ৫ সংহারক্রমে সন্ন্যাস। ৬ মহাসন্ন্যাস। ৭ পূর্ণানন্দক্রমে মহাসন্ন্যাস।

মহাপ্রণবের সপ্ত অঙ্গ নিরূপিত হইল। জগতে যে, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় আছে, তাহাই মহাপ্রণবের পাদচতুষ্টয়। ত্রিস্থান অর্থাৎ মহাপ্রণব সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের আধার। সত্ত্বগুণ দীপশিখার ন্যায় উর্দ্ধগামী, লঘু, প্রকাশক ও সুখসন্তোষ স্বরূপ। রজোগুণ বাসনাময়, অনু-রাগময়, মোহময় ও কামক্রোধাদির আকর। তমোগুণ গুরু, দুঃখময়, আবরক ও নিদ্রা আলস্য প্রভৃতির কারণ। মহাপ্রণবকে আশ্রয় করিয়াই এই গুণত্রয় নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে। পঞ্চদেবতার কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে।

প্রণবের সপ্ত অঙ্গ প্রভৃতি, সমষ্টির উপরি প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে

স্বচ্ছন্দেন সদা স্থায়ি চিচ্চৈতন্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৩ ॥

অথ সচ্চিদাদিপদার্থমাহ, সচ্ছন্দেনেত্যাদিনা ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য ;৩৩ একং শব্দের অর্থ অদ্বৈত এবং বৃহৎ এই অর্থে ব্র
শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দেবি! (অ-উ-ম্-সৎ-চিৎ-একম্-ব্রহ্ম মিলিত করিয়া

ব্যষ্টির উপরিও সপ্ত অঙ্গ প্রভৃতি দেখান যাইতেছে। আমি অপরপ্রণব
মহাপ্রণব। সুতরাং লক্ষণাদ্বারা আমি পরপ্রণবও হইতেছি। দেখুন, আমা
মূলাধারে পৃথিবীমূর্ত্তি অকারস্বরূপ ব্রহ্মা, আমার স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলমূ
উকারস্বরূপ বিষ্ণু, আমার মণিপূরচক্রে তৈজসমূর্ত্তি মকারস্বরূপ রুদ্র, আম
অনাহতচক্রে বায়ুমূর্ত্তি নাদস্বরূপ ঈশ্বর, আমার বিশুদ্ধচক্রে আকাশ
বিন্দুস্বরূপ মহেশ্বর, আমার আজ্ঞাচক্রে মনোমূর্ত্তি কলাস্বরূপ পরশিব
আমার সহস্রারে কলাতীত পরমব্রহ্ম বা পরমা প্রকৃতি অবস্থান করিতেছে
সপ্ত চক্র সপ্ত আম্নায়। ব্রহ্মা প্রভৃতি ক্রমশঃ সপ্ত আম্নায়ের গুরু।
সপ্ত আম্নায় আমার সপ্ত অঙ্গ। আমাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
পাদচতুষ্টয় এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ও রহিয়াছে। আমার শরীরে
প্রভৃতি ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পঞ্চদেবতার আধার। সুতরাং আমিই প্র
যিনি প্রণবস্বরূপ আমাকে (আত্মাকে) না জানেন, তিনি কোন ক্রমেই ব্রা
হইতে পারেন না, কারণ,—

"সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদেবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥"

——ওঁ——

একমদ্বৈতমীশানি বৃহত্ত্বাদ্‌ব্রহ্ম গীয়তে।
মন্ত্রার্থঃ কথিতো দেবি সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদঃ ॥ ৩৪ ॥
মন্ত্রচৈতন্যমেতদ্ধি * তদধিষ্ঠাতৃদেবতা।
তজ্জ্ঞানং পরমেশানি ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩৫ ॥
তস্যাধিষ্ঠাতৃ † দেবেশি সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্।
অবিতর্ক্যং নিরাকারং ‡ বাচাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ৩৬ ॥

অথ মন্ত্রচৈতন্যমভিধত্তে, মন্ত্রেত্যাদিনা। হে পরমেশানি যা তস্য মন্ত্রস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা তস্যা যৎ জ্ঞানমেতদেব মন্ত্রচৈতন্যং জানীহীত্যন্বয়ঃ। তচ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতাজ্ঞানং ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

নন্বস্য মন্ত্রস্য কাধিষ্ঠাত্রী দেবতেত্যপেক্ষায়ামাহ, তস্যেত্যাদি। হে দেবেশি সর্ব্বব্যাপি সকলপদার্থব্যাপনশীলং সনাতনং প্রাগভাবধ্বংসরহিতম্ অবিতর্ক্যমনূহনীয়ং নিরাকারমাকৃতিশূন্যং বাচাতীতমতিক্রান্তবাক্ নিরঞ্জনং মনশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ভূতং যদ্‌ব্রহ্ম তদস্য মন্ত্রস্যাধিষ্ঠাতৃ ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) এই মন্ত্রের অর্থ কহিলাম। এই মন্ত্রদ্বারা সাধকদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।[৩৪] এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা-জ্ঞানই মন্ত্রচৈতন্য। পরমেশ্বরি! মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা জ্ঞান দ্বারাই ভক্তগণ সিদ্ধি লাভ করেন।[৩৫] দেবি! যিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সনাতন, যিনি অবিতর্ক্য, যিনি নিরাকার, যিনি বাক্যের অগোচর, যিনি নিরঞ্জন, অর্থাৎ মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিচয়ের অগোচর, সেই পরমব্রহ্মই এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা।[৩৬]

---

* মন্ত্রচৈতন্যমেতত্তু ইতি কৈশ্চিৎ পঠ্যতে।

† অস্যাধিষ্ঠাতৃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

‡ নিরাতঙ্কমিতি পাঠো ন সমীচীনঃ।

বাঙ্মায়াকমলাদ্যেন তারহীনেন পার্ব্বতি।
দীয়তে বিবিধা বিদ্যা মায়া শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ॥ ৩৭ ॥
তারেণ তারহীনেন প্রত্যেকং সকলং পদম্।
যুগ্মযুগ্মক্রমেণাপি মন্ত্রোঽয়ং বিবিধো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

বাগিত্যাদি। হে পার্ব্বতি বাঙ্মায়াকমলাদ্যেন ঐমিতি হ্রীমিতি শ্রীমি বীজমাদ্যং যস্য তথাভূতেন তারহীনেন প্রণবরহিতেন পূর্ব্বোক্তেন মন্ত্র ক্রমতো বিবিধানেকপ্রকারা বিদ্যা দীয়তে বিবিধা মায়া দীয়তে সর্ব্বতো মুখ যস্যা এবম্ভূতা শ্রীর্লক্ষ্মীর্দীয়তে। যথা ঐঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যনেন মন্ত্রেণ বি দীয়তে। হ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যনেন মায়া দীয়তে। শ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম ত্যনেন তু লক্ষ্মীরিতি ॥ ৩৭ ॥

অথৈতস্যৈব মন্ত্রস্য নানাবিধত্বং সম্পাদয়তি, তারেণেত্যাদিনা। পূর্ব্বো মন্ত্রস্য প্রত্যেকং পদং সকলং বা পদং তারেণ প্রণবেন সহিতং কর্ত্ত তারহীনেন প্রণবত্যাগেনোপলক্ষিতং বা বিধেয়ম্। ততশ্চায়ং মন্ত্রো বিবি

পার্ব্বতি! এই মন্ত্রে প্রণব রহিত করিয়া ঐঁ হ্রীঁ অথবা শ্রীঁ ক্র প্রণবস্থলে যোগ করিলে বিবিধ বিদ্যা, বিবিধ মায়া ও সর্ব্বতোমুখী ন প্রদত্তা হইয়া থাকেন (২৪)।৩৭

ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, এই মন্ত্রের প্রত্যেক পদে অথবা সমুদায় পদে প্র

---

(২৪)—"ওঁসচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রে (বা এই মন্ত্রের অন্তর্গত যে কোন মন্ত্রে) প্র পরিবর্ত্তে যদি বাগ্বীজ (ঐঁ) যোগ করা যায়, তাহা হইলে উহা বিদ্যাশব্দে অভিহিত হ থাকে। ঈদৃশ মন্ত্র (ঐঁসচ্চিদেকং ব্রহ্ম) জপ দ্বারা অসাধারণ বিদ্বান্ ও কবি হ পারা যায়। প্রণবের পরিবর্ত্তে মায়াবীজ (হ্রীঁ) যোগ করিলে ঐ মন্ত্র মায়াশব্দে অভি হয়। এই মন্ত্র (হ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) সাধন করিলে, তমোগুণবলে সাধকের পক্ষে দু জগৎ সংহার এবং নির্ব্বাণ মুক্তি হইয়া থাকে। প্রণবের পরিবর্ত্তে যদি লক্ষ্মী বীজ(যোগ করা যায়, তাহা হইলে এই মন্ত্র সাধনে সর্ব্বপ্রকার সুখ-সৌভাগ্য ভোগ হইয়া থাকে। (শ্রী সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) মন্ত্রের নাম কমলা।

ঋষিঃ সদাশিবো হ্যস্য ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।
দেবতা পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণম্।
চতুর্ব্বর্গফলবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৯॥

ভবেৎ। যুগ্মযুগ্মক্রমেণাপি প্রণবসহিতস্তদ্রহিতো বায়ং পূর্ব্বোক্তো মন্ত্রো বিবিধোঽনেকপ্রকারকো ভবেৎ। তারসহিতং তদ্রহিতং প্রত্যেকং পদং যথা ওঁ সৎ ওঁ চিৎ ওঁ একম্ ওঁ ব্রহ্ম সৎ চিৎ একম্ ব্রহ্ম ইতি। প্রণবসম্বদ্ধং তদসম্বদ্ধং সমস্তং পদম্ যথা ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম সচ্চিদেকং ব্রহ্মেতি। যুগ্মযুগ্মক্রমতো যথা ওঁ সদ্ব্রহ্ম ওঁ চিদ্ব্রহ্ম ওঁ একং ব্রহ্ম ওঁ সচ্চিৎ ওঁ চিদেকং সদ্ব্রহ্ম চিদ্ব্রহ্ম একং ব্রহ্ম সচ্চিৎ চিদেকমিতি ॥ ৩৮ ॥

অথাস্য মন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকমাহ, ঋষিরিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। অস্য মন্ত্রস্য। সর্ব্বান্তর্যামি সর্ব্বান্তর্নিয়ন্তৃ। অস্য মন্ত্রস্য সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণং পরমং ব্রহ্ম দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখেঽনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি সর্ব্বান্তর্যামিনির্গুণপরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। ইতি ॥৩৯॥

যোগ করিয়া অথবা প্রণব রহিত করিয়া, কিংবা ইহার যুগ্ম যুগ্ম পদে প্রণব যোগ করিয়া অথবা প্রণব রহিত করিয়া নানা প্রকার মন্ত্র হইতে পারে (২৫)।৩৮

(এই মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস বলিতেছি।) এই মন্ত্রের ঋষি, সদাশিব; ছন্দঃ,

---

(২৫)—মন্ত্রভেদ যথা, ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। ঐঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। হ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। শ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। ওঁ সৎ। ওঁ চিৎ। ওঁ একং। ওঁ ব্রহ্ম। ওঁ সদ্ব্রহ্ম। ওঁ চিদ্ব্রহ্ম। ওঁ একং ব্রহ্ম। ওঁ সদেকং। ওঁ চিদেকং। ওঁ সচ্চিৎ। ওঁ চিৎসৎ। ওঁ একং সৎ। ওঁ একং চিৎ। ওঁ ব্রহ্মসৎ। ওঁ ব্রহ্মচিৎ। ওঁ ব্রহ্মৈকং। সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। সৎ। চিৎ। একং। ব্রহ্ম। সদ্ব্রহ্ম। চিদ্ব্রহ্ম। একং ব্রহ্ম। সদেকং। চিদেকং। সচ্চিৎ। চিৎসৎ। একং সৎ। একং চিৎ। ব্রহ্মসৎ। ব্রহ্মচিৎ। ব্রহ্মৈকং। ঐঁ সৎ। ঐঁ চিৎ। ঐঁ একং। ঐঁ ব্রহ্ম। ঐঁ সদ্ব্রহ্ম। ঐঁ চিদ্ব্রহ্ম। ঐঁ একং ব্রহ্ম। ঐঁ সদেকং। ঐঁ চিদেকং। ঐঁ

অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥
তারং সচ্চিদেকমিতি ব্রহ্মেতি সকলং ততঃ।
অঙ্গুষ্ঠতর্জনীমধ্যা-নামিকাসু মহেশ্বরি ॥ ৪১ ॥

ঋষিন্যাসং বিধায়াঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ বিধাতব্যৌ অতস্তাবভিধাতুমাহ, অঙ্গ-ন্যাসেত্যাদি ॥৪০॥

তয়োর্ম্মধ্যে প্রথমতঃ করন্যাসমাহ, তারমিত্যাদিভ্যাং সার্দ্ধাভ্যাং দ্বাভ্যাং হে মহেশ্বরি হে সুরবন্দিতে নমঃস্বাহাবষট্‌হুংবৌষট্‌ফড়ন্তৈরন্তর্ভূতৈর্নমঃস্বাহা-বষট্‌হুংবৌষট্‌ফট্‌রূপৈঃ পদৈরন্বিষ্টং তারং প্রণবং সদিতি চিদিতি একমিতি ব্রহ্মেতি ততোঽনন্তরম্ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেতি সকলঞ্চ পদং অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যানামিকাসু কনিষ্ঠয়োঃ করতলপৃষ্ঠয়োশ্চ ন্যাসো

অনুষ্টুপ্; দেবতা. সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণ পরমব্রহ্ম; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ হইয়া থাকে (২৬)।৩৯

প্রিয়ে! এক্ষণে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪০ মহেশ্বরি! (করন্যাসে প্রথমতঃ) ওঁ, সৎ, চিৎ, একং, ব্রহ্ম, ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, ক্রমান্বয়ে এই কএকটি শব্দের উচ্চারণ পূর্ব্বক (এক একটি ক্রমশঃ) অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা

সচ্চিৎ। ঐঁ চিৎসৎ। ঐঁ একং সৎ। ঐঁ একং চিৎ। ঐঁ ব্রহ্মসৎ। ঐঁ ব্রহ্মচিৎ। ঐঁ ব্রহ্মৈকং। ঐঁ এই বীজের পরিবর্ত্তে হ্রীঁ বীজ দিলে অপর ষোলটি মন্ত্র হইবে এবং ইঁ এই বীজ না দিয়া শ্রীঁ বীজ দিলে আর ষোলটি মন্ত্র হইবে। এইরূপে সপ্তাক্ষর একটি ব্রহ্মমন্ত্র হইতে ৮৫ প্রকার ব্রহ্মমন্ত্র উৎপন্ন হইতেছে।

(২৬)—প্রয়োগ যথা, অস্য পরমব্রহ্মমন্ত্রস্য সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সর্ব্বান্তর্যামি-নির্গুণ পরমব্রহ্ম দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি সর্ব্বান্তর্যামিনির্গুণপরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্র দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া পশ্চাৎ অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে।

কনিষ্ঠয়োঃ করতল-পৃষ্ঠয়োঃ সুরবন্দিতে।
নমঃস্বাহাবষট্‌হুঁবৌ-ষট্‌ফড়ন্তৈর্যথাক্রমম্ * ॥ ৪২ ॥
ন্যসেন্ন্যাসোক্তবিধিনা সাধকঃ সুসমাহিতঃ।
হৃদাদিকরপর্য্যন্ত-মেবমেব বিধীয়তে † ॥ ৪৩ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্-মূলেন প্রণবেন বা।
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ দক্ষহস্তস্য পার্ব্বতি ॥ ৪৪ ॥

বিধিনা সুসমাহিতোঽতিসাবধানঃ সন্ সাধকো যথাক্রমং ন্যসেৎ। যথা ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সত্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। চিন্মধ্যমাভ্যাং বষট্। একমনামিকাভ্যাং হুম্। ব্রহ্ম কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ইতি। করন্যাসঃ। অথাঙ্গন্যাসমাহার্দ্ধেন হৃদিত্যাদি। হৃদাদিকরপর্য্যন্তং প্রত্যেবমেব ন্যাসো বিধীয়তে। যথা ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। সচ্ছিরসে স্বাহা। চিচ্ছিখায়ৈ বষট্। একং কবচায় হুম্। ব্রহ্ম নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ইতি ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

এবমঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ বিধায় প্রাণায়ামো বিধেয় ইত্যাহ, প্রাণায়াম-মিত্যাদিনা। ততোঽনন্তরম্ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যাদিমূলমন্ত্রেণ প্রণবেন

অনামিকা,[৪১] কনিষ্ঠা, এই পঞ্চ অঙ্গুলিতে এবং করতলপৃষ্ঠদ্বয়ে, নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্, ফট্ এই শব্দ যথাক্রমে এক একটি অন্তে উচ্চারণ করিয়া[৪২] সমাহিতমনা হইয়া সাধক ন্যাসোক্ত বিধি অনুসারে করন্যাস করিবে (২৭)। সুরবন্দিতে! এইরূপে হৃদয়াদি কর পর্য্যন্ত যথাবিধানে (অঙ্গন্যাস) করিতে হইবে (২৮)।[৪৩]

পার্ব্বতি! অনন্তর সমগ্র মূল মন্ত্র অথবা কেবল প্রণব জপ সহকারে প্রাণায়াম করিবে। প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা[৪৪]

* নমঃস্বাহাবষট্‌বৌষট ফড়ন্তৈশ্চ যথাক্রমম্ ইতি পাঠস্তু প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ।
† হৃদাদিপাদপর্য্যন্তমেবমেবং বিধীয়তে ইতি পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

(২৭)—করন্যাস প্রয়োগ যথা, ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সৎ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। চিন্মধ্যমাভ্যাং বষট্। একমনামিকাভ্যাং হুঁ। ব্রহ্ম কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

(২৮)—অঙ্গন্যাস প্রয়োগ যথা,ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। সচ্ছিরসে স্বাহা। চিচ্ছিখায়ৈ বষট্। একং কবচায় হুঁ। ব্রহ্ম নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

বামনাসাপুটং ধৃত্বা দক্ষনাসাপুটেন চ * ।
পূরয়েৎ পবনং মন্ত্রী মূলমষ্টমিতং জপন্ ॥ ৪৫ ॥
অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাং ধৃত্বা কুম্ভকযোগতঃ ।
জপেদ্দ্বাত্রিংশতাবৃত্ত্যা ততো দক্ষিণনাসয়া ॥ ৪৬ ॥
শনৈঃশনৈস্ত্যজেদ্বায়ুং জপন্ ষোড়শধা মনুম্ ।
বামনাসাপুটেঽপ্যেবং পূরকুম্ভকরেচকম্ ॥ ৪৭ ॥

ওঁকারেণ বা প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ। ননু প্রাণায়ামঃ কথং বিধাতব্য ইত্যপেক্ষায় তদ্বিধানমাহ, মধ্যমেত্যাদিভিঃ সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। হে পার্ব্বতি দক্ষিণহস্ত মধ্যমানামিকাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা মন্ত্রী সাধকোঽষ্টমিতং মূলম জপন্ সন্ দক্ষিণনাসাপুটেন পবনং বায়ুং পূরয়েৎ। ততো দক্ষহস্তস্যৈবাঙ্গু দক্ষনাসাপুটং ধৃত্বা কুম্ভকযোগতো দ্বাত্রিংশতা আবৃত্ত্যা মূলমন্ত্রং জপেৎ। ত ষোড়শধা মনুং মূলমন্ত্রং জপন্ সন্ দক্ষিণনাসয়ৈব শনৈঃ শনৈর্ব্বায়ুং ত্যজে ততো বামনাসাপুটেঽপ্যেবমেব পূরকুম্ভকরেচকং কুর্য্যাৎ ক্রমেণৈবায় নিশ্চলং বিমুক্তঞ্চ শ্বাসং বিদধ্যাদিত্যর্থ। পূর্ব্ববৎ পুনর্দক্ষিণতোঽপি পূরয় করেচকং কুর্য্যাৎ। ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনে এব প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্ত পূরকাদিস্বরূপমাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। নাসিকোৎকৃষ্ট উচ্ছ্বাসো ধ্যাতঃ পূ উচ্যতে। কুম্ভকো নিশ্চলশ্বাসো মুচ্যমানস্তু রেচক ইতি ॥৪৪॥ ৪৫ ॥৪৬॥৪৭॥ ৪৮

বাম নাসাপুট ধারণ (রোধ) করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করি করিতে অষ্টবার মূল মন্ত্র (বা প্রণব) জপ করিবে।[৪৫] অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বা ঐরূপ দক্ষিণ নাসা ধারণ পূর্ব্বক কুম্ভক (শ্বাস রোধ) করিয়া দ্বাত্রিংশৎ মূল বা প্রণব জপ করিবে। অনন্তর (দক্ষিণ নাসা ত্যাগ করিয়া) দ নাসা দ্বারা[৪৬] শনৈঃশনৈঃ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার জপ করিবে। পশ্চাৎ ঐরূপ বাম নাসাপুটেও পূরক কুম্ভক ও রেচক করিবে অর্থাৎ অষ্টবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে বামনাসাপুটে শনৈঃশনৈঃ আকর্ষণ করিবে। পশ্চাৎ বায়ু রোধ করিয়া দ্বাত্রিংশৎবার মন্ত্র জপ করিবে পরে বাম নাসাপুট ত্যাগ করিয়া তদ্দ্বারা শনৈঃশনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ করি করিতে ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিবে।[৪৭] সুরপূজিতে! পুনর্ব্বার দ

* দক্ষনাসাপুটেন সঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

পুনর্দক্ষিণতঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববৎ সুরপূজিতে।
প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনে ॥ ৪৮ ॥
ততো ধ্যানং প্রকুর্ব্বীত সাধকাভীষ্টসাধনম্ ॥ ৪৯ ॥

ইত্থং প্রাণায়ামং কৃত্বা পরব্রহ্মধ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাহ, তত ইত্যাদিনা ॥৪৯॥

নাসাতে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমশঃ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। ব্রহ্মমন্ত্র সাধনে যেরূপে প্রাণায়াম করিতে হইবে, তাহার বিধান এই তোমার নিকট কহিলাম (২৯)।[৪৮] অনন্তর সাধক (পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত) অভিষ্টসিদ্ধি-প্রদায়ক ধ্যান করিবেন।[৪৯]

(২৯)—সর্ব্বত্র প্রাণায়াম বিষয়ে এইরূপ নিয়ম আছে যে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রোধ করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে ষোড়শবার মন্ত্র বা মন্ত্রের প্রথম অক্ষর অথবা প্রণব বা মায়াবীজ জপ করিবে। ইহার নাম পূরক। পরে ঐ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ রাখিয়াই ঐ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামা দ্বারা বাম নাসাপুট রোধ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া চতুঃষষ্টিবার পূর্ব্বের ন্যায় জপ করিতে হইবে। পরে দক্ষিণ নাসাপুট পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিঙ্গলা দ্বারা (দক্ষিণ নাসায়) ধীরে ধীরে, শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিবে। ইহার নাম রেচক। ইহা প্রথম প্রাণায়াম। পরে ঐ দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারাই বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে পূর্ব্বের ন্যায় ষোড়শবার জপ করিতে হইবে। তৎপরে উভয় নাসাপুট রোধ পূর্ব্বক কুম্ভকযোগে ৬৪ বার জপ করিবে। অনন্তর বামনাসাপুট পরিত্যাগ করিয়া ইড়াদ্বারা (বামনাসায়) শনৈঃশনৈঃ শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ৩২ বার জপ করিতে হইবে। ইহা দ্বিতীয় প্রাণায়াম। পরে পূর্ব্বের ন্যায় বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে ১৬ বার জপ করিবে। তৎপরে উভয় নাসাপুট রোধপূর্ব্বক কুম্ভকযোগে ৬৪ বার জপ করিয়া পশ্চাৎ দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে ৩২ বার জপ করিতে হইবে। ইহা তৃতীয় প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামত্রয় দ্বারা একটি প্রাণায়াম হইয়া থাকে। যিনি অধিকক্ষণ শ্বাস রোধ করিয়া থাকিতে সমর্থ না হইবেন, তিনি ইহার চতুর্থাংশ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহাকে পূরককালে চারিবার, কুম্ভক কালে ষোলবার এবং রেচককালে আটবার জপ করিতে হইবে। যিনি ইহাতেও অসমর্থ হইবেন, তিনি ইহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ পূরককালে একবার কুম্ভককালে চারিবার এবং রেচককালে দুইবার জপ করিবেন। পরন্তু ব্রহ্মমন্ত্রের প্রাণায়ামের বিধান স্বতন্ত্র। ইহাতে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বাম-নাসাপুট ধারণ করিতে হয় এবং যে নাসিকা দ্বারা পূরণ সেই নাসিকা দ্বারাই রেচন করা হইয়া থাকে। ইহাতে জপের সংখ্যা, পূরক, কুম্ভক ও রেচক, ক্রমশঃ আট, বত্রিশ ও ষোল।

হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং
সকলভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে ॥ ৫০ ॥

অথ তদ্ধ্যানমেবাহ. হৃদয়েত্যাদি। হৃদয়কমলস্য মধ্যে স্থিতং চৈতন্য চেতনং ব্রহ্মাহমীড়ে ধ্যায়ামীত্যন্বয়ঃ। ধাতূনামনেকার্থত্বাদীড়ধাতোর্ধ্যা হর্থেঽপি বৃত্তিঃ। নির্ব্বিশেষমিত্যাদীনি ব্রহ্মণো বিশেষণানি। নির্ব্বিশে নানাবিধভেদশূন্যম্। নিরীহং নিরাকাঙ্ক্ষং প্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ। ধ্যা গম্যং ধ্যানেনাবগন্তব্যম্। জননমরণভীতিভ্রংশি জন্মমৃত্যুনিমিত্তকভয়াপহন্ সচ্চিৎস্বরূপং সদাস্থায়িস্বরূপং জ্ঞানস্বরূপঞ্চেত্যর্থঃ। সকলভুবনবীজং সমস্ত ভুবনস্য কারণম্ ॥ ৫০ ॥

যিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ স্বগত. স্বজাতীয়গত ও বিজাতীয়গত ভে রহিত (৩০) ; যিনি নিরীহ অর্থাৎ কামনারহিত (যাঁহার কিছুই প্রার্থনীয় নাই যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্ত্তৃক জ্ঞেয়, অথবা যিনি অকার উকার ও মক দ্বারা প্রতিপাদ্য প্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম ; যিনি যোগিগণ কর্ত্তৃক ধ্যানযোগে লভ যাঁহাকে ধ্যান করিলে জন্ম ও মরণের ভয় বিদূরিত হয় ; যিনি সচ্চিৎস্বর অর্থাৎ নিত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, এবং যিনি নিখিল ভুবনের একমাত্র কার তাদৃশ চিন্ময় ব্রহ্মকে আমরা হৃদয়কমল মধ্যে ধ্যান করি (৩১)।৫০

(৩০)—কোন প্রাণী বা বস্তুর কোন এক অঙ্গের বা অংশের সহিত তাহার সর্ব্বাবয়বের অ তাহার কোন অঙ্গ বা অংশবিশেষের যে ভেদ তাহাই স্বগত ভেদ, যেমন ফল পুষ্প পত্র প্রভৃতির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহাকে স্বগত ভেদ বলা যায় ; আম্রাদি বৃক্ষের সহিত বি বৃক্ষের যে ভেদ, অর্থাৎ কোন এক জাতীয় জীব বা পদার্থের সহিত সেই জাতীয় অপর জী পদার্থের যে ভেদ তাহার নাম স্বজাতীয়গত ভেদ ; এবং বৃক্ষাদির সহিত প্রস্তরাদির যে ভেদ, বিভিন্ন জাতীয় জীব বা যাবতীয় পদার্থাদির পরস্পর যে ভেদ, তাহাকে বিজাতীয়গত ভেদ বলা

(৩১)—ব্রহ্মের ধ্যান করিবার সময় হৃদয়স্থিত অষ্টদল কমলমধ্যে নির্ব্বাত দীপশিখা ভাবনা করিতে হয়। এস্থলে অনেকের সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যিনি নির্বি অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, যিনি সকল স্থানেই সমান ভাবে অবস্থান করিতেছেন,

ধ্যাত্বৈবং পরমং ব্রহ্ম মানসৈরুপচারকৈঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মসাযুজ্যহেতবে ॥ ৫১ ॥

এবং ব্রহ্ম ধ্যাত্বা তস্য পূজনং বিধেয়মিত্যাহ, ধ্যাত্বেত্যাদিনা। মানসৈর্মনঃকল্পিতৈঃ। ব্রহ্মসাযুজ্যহেতবে ব্রহ্মত্বনিমিত্তায়। স্যাদ্‌ব্রহ্মভূয়ং ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মসাযুজ্যমিত্যপীত্যমরঃ ॥ ৫১ ॥

পরমব্রহ্মের এইরূপ ধ্যান করিয়া সাধক পরম ভক্তি সহকারে মানস উপচার দ্বারা পূজা করিবেন। ইহা দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারা

অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড চিন্ময়, তাঁহাকে কিরূপে পরিচ্ছিন্ন দীপশিখার সদৃশ ভাবনা করা যায়? আরো, এক ব্রহ্মই মায়াতে প্রতিফলিত হইয়া দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী. কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নানা জীব রূপে পরিদৃশ্যমান হইতেছেন। ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষ হইলেন, তাহা হইলে দেবতার সহিত কীট পতঙ্গের ইতরবিশেষ লক্ষিত হয় কেন? আনন্দময় দেবগণ যেরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আভাস, কীট পতঙ্গগণও ত সেইরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আভাস? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে এরূপ তারতম্য লক্ষিত হয় কেন? এরূপ সংশয় হওয়া অসম্ভাবিত নহে। পরন্তু এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন। এই কলিকাতা নগরী মধ্যে সূর্য্যকিরণ যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে পতিত হইতেছে, ব্রহ্মের আভাসও সেইরূপ সকল স্থানেই সমান ভাবে পতিত হইতেছে; এ বিষয়ে কোথাও কিঞ্চিন্মাত্রও তারতম্য নাই। পরন্তু মায়াতে সত্ত্ব রজ ও তম এই তিনটি গুণ মাত্র আছে, অপর কিছুই নাই। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তমোগুণ মলিন বলিয়া প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না। রজোগুণে সত্ত্ব ও তম উভয় গুণেরই আংশিক সামর্থ্য আছে। যেমন সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন সূর্য্যকিরণ, এই নগরীর মৃত্তিকাতে, সৌধে, তৈজসপাত্রে, কৃপাণে, দর্পণে ও সূর্য্যকান্তমণিতে সর্ব্বত্র সমভাবেই পতিত হইতেছে, কিন্তু মৃত্তিকা অপেক্ষা সৌধ, সৌধ অপেক্ষা তৈজসপাত্র, তৈজসপাত্র অপেক্ষা কৃপাণ, কৃপাণ অপেক্ষা দর্পণ, দর্পণ অপেক্ষা সূর্য্যকান্তমণি নির্ম্মল ও প্রতিবিম্বগ্রাহী বলিয়া বোধ হইতেছে, মৃত্তিকা অপেক্ষা সৌধে, সৌধ অপেক্ষা তৈজসপাত্রে, তৈজসপাত্র অপেক্ষা কৃপাণে, কৃপাণ অপেক্ষা দর্পণে, দর্পণ অপেক্ষা সূর্য্যকান্ত মণিতে সূর্য্যকিরণ শতগুণ পতিত হইয়া থাকে। এদিকে, মূলপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য অর্থাৎ আমাদের ধ্যান-বিষয়ীভূত ব্রহ্ম সূর্য্যের ন্যায়, বুদ্ধি সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায়, ইন্দ্রিয় সমুদায় দর্পণের ন্যায়, শরীর কৃপাণের ন্যায় ও পঞ্চমহাভূত কীট পতঙ্গ প্রভৃতি মৃত্তিকা প্রভৃতির ন্যায়। ইহারা নিজ নিজ নির্ম্মলতা অনুসারে অধিক বা অল্পমাত্র পরিমাণে চিদানন্দের আভাস অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দের আভাস গ্রহণ করিয়া থাকে। একটি সচ্ছিদ্র সর্ষপ যদি মহাসমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে সে আপনার পরিমাণের অনুরূপই কণিকামাত্র জল

গন্ধং দদ্যান্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ।
ধূপং দদ্যাদ্বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ *।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে ॥ ৫২ ॥

মানসানুপচারানেবাহ, গন্ধমিত্যাদিনা ॥ ৫২ ॥

যায় (৩২)। (মানস পূজাতে) পৃথ্বী-তত্ত্বকে গন্ধস্বরূপ কল্পনা করিয়া সমর্প করিবে এবং আকাশকে কুসুম, বায়ু-তত্ত্বকে ধূপ ও তেজকে দীপ কল্প

* দীপং তৈজসমর্পয়েৎ ইতি বা পঠনীয়ম্।

গ্রহণ করে, অধিক গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ জগতের সমুদায় বস্তুই চৈতন্য স্ব ব্রহ্মে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু যাহার যে পরিমাণে নির্ম্মলতা ও প্রতিবিম্ব-গ্রহণশক্তি আ সে সেই পরিমাণেই গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বুদ্ধি সূর্য্যকান্ত সদৃশ। সূর্য্যকান্ত মণিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে সূর্য্যের ন্যায় তাহারও দাহিকাশক্তি জ থাকে। এইরূপ যখন বুদ্ধিতে চৈতন্যের আভাস পতিত হয় বুদ্ধি আপনাকে সচে জানিয়া চেতনের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপে বুদ্ধিতে উপহিত চৈতন্য বিজ্ঞান পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বিজ্ঞানময় পুরুষই সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকে ইনিই ইন্দ্রিয় সমুদায় দ্বারা দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন। ইনি যখন ইন্দ্রিয় দ্বারা কা করেন, তখন তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলা যায়। যখন ইন্দ্রিয় সমুদায় বিজ্ঞানময় পুরুষে লয়প্র হয় এবং বিজ্ঞানময় পুরুষ হৃদয় কমলের আবরণস্বরূপ পুরীতৎনাম্নী নাড়ীতে পরিভ্রমণ করি থাকেন, তখন তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা। যে সময় বিজ্ঞানময় পুরুষ হৃদয়কমল-স্থিত ব্র তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অবস্থান করেন, তখন সে অবস্থা সুষুপ্তি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। প মায়াতে অনুপহিত ব্রহ্মের ধ্যান এ. প্রণালীতে হইতে পারে না, কারণ তাঁহার রূপ গুণ আকার কিছুই উপলব্ধি হয় না। এ অবস্থায় একমাত্র সমাধিযোগে তাদৃশ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎক হইয়া থাকে। মায়াতে উপহিত ব্রহ্মের মূর্ত্তি মায়াযোগে তেজোময় কল্পিত হইল। ই অপরিচ্ছিন্ন হইলেও মায়োপহিত হইয়া পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন সকলই হইতে পারে সুতরাং ইনিই প্রত্যেক জীবের হৃদয়কমল মধ্যে ব্যষ্টিরূপে পরিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছে ইঁহার ধ্যান করিলেই সমষ্টির ধ্যান সিদ্ধ হইয়া থাকে। মায়াযোগে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে এ রূপে বা কুলার্ণব-তন্ত্র অনুসারে ধ্যানাদি করা কর্ত্তব্য। অনুপহিত ব্রহ্মের উপাসনাই হইতে পারে কেবল যোগবলে ঈদৃশ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কুলার্ণবোক্ত মন্ত্র ও ধ্যান ৪৯ পৃ টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

(৩২)—মুক্তি চারি প্রকার; সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ। ব্রহ্মের সহিত এ হওয়া রূপ মুক্তিকে ব্রহ্মসাযুজ্য বলা যায়।

ততো জপ্ত্বা মহামন্ত্রং মনসা সাধকোত্তমঃ।
সমর্প্য ব্রহ্মণে পশ্চাৎ বহিঃপূজাং সমারভেৎ ॥ ৫৩ ॥

তত ইত্যাদি। মহামন্ত্রম্ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যাদ্যাত্মকম্। সমর্প্য মহামন্ত্রজপহেতুকং ফলং দত্ত্বা ॥ ৫৩॥

করিয়া সমর্পণ করিবে। এইরূপ জলতত্ত্বকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া পরমাত্মাতে সমর্পণ করিতে হইবে (৩৩)।৫২

অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে গুরুদত্ত (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম ইত্যাদি) মহামন্ত্র জপ করিয়া তৎফল পরব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক (৩৪) পশ্চাৎ বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবেন।৫৩ বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ভক্ষ্য পেয় প্রভৃতি যে

(৩৩)—মানস পূজার বিধি যথা, উভয় হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে করন্যাসের ন্যায় "লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ।" বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ে "হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ।" তর্জ্জনীদ্বয়ে "যং বায়্বাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ।" মধ্যমাদ্বয়ে "রং তেজ আত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ।" অনামাদ্বয়ে "বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ।" কৃতাঞ্জলি "ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বূলং সমর্পয়ামি নমঃ।" অন্যবিধ মানস পূজাও আছে, তদ্দ্বারা সমুদায় দেবতারই পূজা হইয়া থাকে। নিজ ক্রোড়ে উত্তান করতলদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া মূর্ত্তি ধ্যান করিবে, পরে ঐ ভাবে মনে মনে উপচার প্রদান করিতে থাকিবে। যথা, হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম্॥ চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ নিযোজয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥ অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্। সহস্রারং ভবেচ্ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্। নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥ সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা। অমায়াদ্যৈর্ভাবপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ভাবগোচরম্। অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা॥ অমোহকম্ অদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা। অমাৎসর্য্যম্ অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ॥ অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্॥ ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব-পুষ্পৈঃ সংপূজয়েচ্ছিবম্। কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে। যদ্যৎ প্রমেয়ং তৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং প্রকল্পয়েৎ॥ পাতালভূতলব্যোম-চারিণো বিঘ্নকারিণঃ। তাংস্তানপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমাচরেৎ॥ গ্রথিত্বা কুণ্ডলী শক্তির্নাদান্তে বিন্দুসংস্থিতিঃ। অকারাদির্লকারান্তমনুলোমমিতি স্মৃতম্॥ পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ॥ ইত্যাদি।

(৩৪)—জপসমর্পণমন্ত্র যথা, ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

উপস্থিতানি দ্রব্যাণি গন্ধপুষ্পাদিকাণি চ ।
বস্ত্রালঙ্করণাদীনি ভক্ষ্যপেয়ানি যানি চ ॥ ৫৪ ॥
মন্ত্রেণানেন সংশোধ্য ধ্যাত্বা ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নিমীল্য নেত্রে মতিমান্ অর্পয়েৎ পরমাত্মনে ॥ ৫৫ ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি-র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ৫৬ ॥

বহিঃপূজামেবাহ, উপস্থিতানীত্যাদিনা । উপস্থিতা ন সমীপে স্থিতানি ॥ ৫৪ ॥ মন্ত্রেণেতি । অনেন ইতোঽনন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ ॥ ৫৫ ॥

অথ গন্ধপুষ্পাদ্যর্পণমন্ত্রমেবাহ, ব্রহ্মার্পণমিতি । অর্প্যতে দীয়তেঽনেনেত্যর্পণং । স্রুবাদি যজ্ঞপাত্রং তদপি ব্রহ্মৈব । দীয়মানঃ হবির্ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব । ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হবনমপি ব্রহ্ম । অগ্নিশ্চ কর্ত্তা হবনক্রিয়া চাপি ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ । পরঃব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন পুংসা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্তব্যং ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

সমুদায় বস্তু উপস্থিত থাকিবে।[৫৪] মতিমান সাধক সেই সমুদায় পশ্চাৎ মন্ত্রদ্বারা সংশোধন করিয়া নিমীলিত নয়নে সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান পূর্ব্বক তাঁহাতে সমর্পণ করিবেন।[৫৫] (সংশোধন মন্ত্রের অর্থ এই—) অর্পণ অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম; হবি অর্থাৎ যে সমুদায় বস্তু অর্পণ করা যায়, তাহাও ব্রহ্ম; অগ্নি অর্থাৎ যাঁহাতে অর্পণ করা হয়, তিনিও ব্রহ্ম; যিনি আহুতি প্রদান অর্থাৎ অর্পণ করিতেছেন, তিনিও ব্রহ্ম। এইরূপে যিনি সর্ব্বময় ব্রহ্মে একাগ্ররূপে চিত্ত স্থাপন করেন, তিনি ব্রহ্মত্বই প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাঁহাকে আর গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হয় না (৩৫)।[৫৬]

---

(৩৫) সমুদায় দ্রব্য উক্ত মন্ত্রে সংশোধন করিয়া, ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম এতৎ পরব্রহ্মণে নমঃ এইরূপ ক্রমে যথাবিধি প্রত্যেকটি সমর্পণ করিবেন।

ততো নেত্রে সমুন্মীল্য জপ্ত্বা মূলং স্বশক্তিতঃ।
তজ্জপং ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ৫৭ ॥
স্তোত্রং শৃণ মহেশানি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যৎ শ্রুত্বা সাধকো দেবি ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ৫৮ ॥
ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ৫৯ ॥

তত ইত্যাদি। সমুন্মীল্য উদঘাট্য। মূলং মূলমন্ত্রম্। ব্রহ্মসাৎ ব্রহ্মাধীনম্ ॥ ৫৭ ॥

স্তোত্রমিত্যাদি। ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৮ ॥

অথ তৎ স্তোত্রমেবাহ, নমস্তে ইত্যাদি। সতে সদাস্থায়িনে। সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় সকললোকাধারভূতায়। চিতে চৈতন্যায়। বিশ্বরূপ আত্মা যস্য তস্মৈ। অদ্বৈততত্ত্বায় সজাতীয়বিজাতীয়াত্মগতভেদরহিততত্ত্বায়। ব্রহ্মণে অতিবৃহতে অতএব ব্যাপিনে সকলবস্তুব্যাপনশীলায়। নির্গুণায় সত্ত্বাদিগুণরহিতায় ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর সাধক নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবেন। পরে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ জপ পরব্রহ্মে সমর্পণপূর্ব্বক স্তোত্র ও কবচ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।[৫৭]

মহেশ্বরি! এক্ষণে পরমাত্মা ব্রহ্মের স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবি! ইহা শ্রবণ করিলে সাধক ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়।[৫৮]

ব্রহ্মন্! তুমি সৎ অর্থাৎ নিত্য, তুমি সমুদায় জগৎপ্রপঞ্চের আশ্রয়; তোমাকে নমস্কার। তুমি চৈতন্যস্বরূপ, তুমি বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অদ্বৈততত্ত্ব, তুমি মুক্তিদায়ক; তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার।[৫৯] তুমিই একমাত্র

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্ ।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥ ৬০ ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্ ।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥ ৬১ ॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাপ্রকাশিন্ *
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য ।

ত্বমিত্যাদি। একং মুখ্যং কেবলং বা। শরণে রক্ষণে সাধু ইতি শরণ্যং তত্র সাধুরিতি যৎ। বরেণ্যং বরণীয়ম্। জন্মমৃত্যুদুঃখাদিভীরুভিরুপাসনীয়মিত্যর্থঃ। পরং শ্রেষ্ঠম্। নির্ব্বিকল্পং নানাবিধকল্পনাশূন্যম্ ॥ ৬০ ॥

ভয়ানামিত্যাদি। ভীষণানাং ভয়ানকানামপি ভীষণং ভয়ানকম্। পাবনানাং পূতত্বজনকানামপি পাবনং পাবিত্র্যজনকম্। পদানাং স্থানানাং মহোচ্চৈরত্যুচ্ছ্রিতং পদম্ অথবা মহোচ্চৈরত্যুচ্ছ্রিতং পদং যেষাং তেষাং ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তৃ নিয়ামকম্। পরেষাং শ্রেষ্ঠানামপি ॥ ৬১ ॥

পরেশেত্যাদি। পরেশ পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপ্যধিপ। প্রভো নিয়ন্তঃ

শরণ্য অর্থাৎ সকলের আশ্রয় ; তুমিই একমাত্র বরণীয়, এবং একমাত্র তুমিই নিখিল জগতের কারণ। তুমি বিশ্বরূপ। একমাত্র তুমিই সমুদায় জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা। তুমিই একমাত্র পরমপুরুষ, নিশ্চল ও বিকল্পরহিত।৬০ তুমি ভয়েরও ভয় এবং ভীষণেরও ভীষণ। তুমিই সমস্ত জীবের একমাত্র গতি ও পাবনেরও পাবন। একমাত্র তুমিই মহা-উচ্চপদের অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি পদের নিয়ন্তা। তুমি পরাৎপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও রক্ষকদিগেরও রক্ষক।৬১ তুমি ব্রহ্মাদিরও অধীশ্বর। তুমি সকলের প্র

---

* সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ ৬২ ॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৬৩ ॥

অনির্দ্দেশ্য শব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্য। সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সর্ব্বৈর্নেত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈরপ্রাপ্য। সত্য পরমার্থসত্ত্বশালিন্। অচিন্ত্য মনসোঽপ্যবিষয়ভূত। ন ক্ষরতি চলতীত্যক্ষরঃ তৎসম্বোধনে অক্ষর। অব্যক্ততত্ত্ব রূপাদিরহিতত্বাৎ। জগদ্ভাসকাধীশ জগদ্ভাসকানাং চন্দ্রসূর্য্যাদীনামপীশ্বর অথবা জগদ্ভাসকেতি অধীশেতি চ ভিন্নমেব পদম্। পায়াৎ রক্ষেৎ। অপায়াৎ ভক্তিবুদ্ধ্যাদিবিশ্লেষাৎ ॥ ৬২ ॥

তদিত্যাদি। তৎ ব্রহ্ম। নিধীয়তে জগদ্ যস্মিন্ তন্নিধানং জগদাশ্রয়ভূতম্। নিরালম্বং আশ্রয়শূন্যম্ ॥ ৬৩ ॥

তুমি সকলের স্বরূপ হইয়াও কাহারও নিকট প্রকাশমান হইতেছ না। তুমি অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ তোমার তত্ত্ব কোন রূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। তুমি সত্যস্বরূপ। তুমি চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তুমি পরমার্থসত্ত্ব-সম্পন্ন। তুমি অচিন্তনীয়। তুমি অক্ষর অর্থাৎ তোমার হ্রাস বৃদ্ধি অপচয় উপচয় কিছুই নাই। তুমি সর্ব্বব্যাপক। কোন ব্যক্তিই তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি জগতের ভাসক চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিরও অধীশ্বর (অথবা তুমিই সমস্ত জগতের প্রকাশক ও একমাত্র অধীশ্বর)। তুমি আমাদিগকে অপায় অর্থাৎ ভক্তিবিপ্লব বুদ্ধিবিশ্লেষ প্রভৃতি হইতে রক্ষা কর।[৬২] আমরা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই স্মরণ করিতেছি; সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই মন্ত্র জপ করিতেছি; জগৎসাক্ষিস্বরূপ সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই নমস্কার করিতেছি। তিনি সৎস্বরূপ; তিনি অদ্বিতীয়; তিনি জগতের আধার অথচ স্বয়ং আধার রহিত; তিনি সকলের ঈশ্বর; তিনি সংসারসাগরের পোতস্বরূপ; আমরা একমাত্র সেই ব্রহ্মেরই শরণাপন্ন হইলাম।[৬৩]

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ * ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৪ ॥
প্রদোষেঽদঃ পঠেন্নিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ ।
শ্রাবয়েদ্বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ স্ববান্ধবান্ ॥ ৬৫ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি পঞ্চরত্নং মহেশিতুঃ ।
কবচং শৃণু চার্ব্বঙ্গি জগন্মঙ্গলনামকম্ ।
পঠনাদ্ধারণাদ্‌যস্য ব্রহ্মজ্ঞো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৬৬ ॥
পরমাত্মা শিরঃ পাতু হৃদয়ং পরমেশ্বরঃ ।
কণ্ঠং পাতু জগৎপাতা বদনং সর্ব্বদৃগ্‌বিভুঃ ॥ ৬৭ ॥

পঞ্চরত্নাখ্যেতৎস্তোত্রপাঠহেতুকং ফলমাহ, পঞ্চরত্নমিত্যাদিনা। প্র[illegible] পবিত্রঃ ॥ ৬৪ ॥

প্রদোষ ইতি। অদঃ স্তোত্রম্ ॥ ৬৫ ॥

স্তোত্রং পঠিত্বা কবচং পঠিতব্যমতস্তদভিধাতুমুপক্রমতে, ইতীতি ॥ ৬৬ ॥

তদ্‌ব্রহ্মকবচমেবাহ, পরমাত্মেত্যাদি ॥ ৬৭ ॥

পরমাত্মা ব্রহ্মের পঞ্চরত্ন নামক এই স্তোত্র যিনি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে[ন], তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন।[৬৪] অতএব প্রতিদিন সন্ধ্যা[য়] এই স্তোত্র পাঠ করিবে। বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তি সোমবারে ব্রহ্মনিষ্ঠ বা[ন্ধব]গণকে ইহা শ্রবণ করাইবেন এবং ইহার মর্ম্ম ও ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝা[ইয়া] দিবেন (৩৬)।[৬৫] দেবি! এই আমি তোমার নিকট মহেশ্বরের পঞ্চরত্ন[না]ম স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! এক্ষণে জগন্মঙ্গলনামক কবচ ব[লি]তেছি, শ্রবণ কর। এই কবচ পাঠ অথবা ধারণ করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্ম[জ্ঞ] সম্পন্ন হইতে পারা যায়।[৬৬]

(কবচ যথা) পরমাত্মা আমার মস্তক রক্ষা করুন; পরমেশ্বর হৃদয় [রক্ষা] করুন; জগৎপাতা কণ্ঠ রক্ষা করুন; সর্ব্বদর্শী বিভু বদন রক্ষা করু[ন];

---

* সর্ব্বদাত্মন ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

(৩৬)—শুনিয়াছি, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পরমহংস হরিহরানন্দ ভারতীর [উপদেশ]ক্রমে প্রতিদিবস নির্জ্জনে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং এই বিধি অনুসারে সপ্তাহে এক[দিন] ব্রহ্মনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবগণকে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন কর[েন]।

করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিন্ময়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদা পাতু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৮॥
শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য সদাশিবঃ।
ঋষিশ্ছন্দোঽনুষ্টুবিতি পরব্রহ্ম দেবতা।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৬৯॥
যঃ পঠেদ্ব্রহ্মকবচং ঋষিন্যাসপুরঃসরম্।
স ব্রহ্মজ্ঞানমাসাদ্য সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥৭০॥
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্যদি।

করাবিতি। চিন্ময়ঃ চৈতন্যরূপঃ ॥ ৬৮ ॥

অথাস্য কবচস্য ঋষ্যাদিকমাহ, শ্রীজগদিত্যাদিনা ॥ ৬৯ ॥

অথ ব্রহ্মকবচপঠনজন্যং ফলমাহ, য ইত্যাদিনা। ঋষিন্যাসঃ পুরঃসরো যত্র তৎ। ঋষিন্যাসশ্চ অস্য শ্রীজগন্মঙ্গলনামকবচস্য সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পরমব্রহ্ম দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্ত্যৈ শ্রীজগন্মঙ্গলাখ্যকবচপাঠে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখেঽনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি পরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্ত্যৈ শ্রীজগন্মঙ্গলাখ্যকবচ-

---

বিশ্বাত্মা আমার করদ্বয় রক্ষা করুন; চিন্ময় আমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন; সনাতন পরব্রহ্ম সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন।৬৮

শ্রীজগন্মঙ্গল নামক এই কবচের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা পরব্রহ্ম, এবং চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ করিতে হয় (৩৭)।৬৯

যিনি প্রথমতঃ ঋষিন্যাস করিয়া পশ্চাৎ এই ব্রহ্মকবচ পাঠ করিবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইবেন।৭০ যিনি এই কবচ ভূর্জ্জপত্রে

---

(৩৭)—ঋষিন্যাস যথা, অস্য শ্রীজগন্মঙ্গলনামকবচস্য সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ পরমব্রহ্ম দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে শ্রীজগন্মঙ্গলাখ্যকবচপাঠে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি পরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ।

কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৭১ ॥
ইত্যেতৎ পরমব্রহ্ম-কবচন্তে প্রকাশিতম্।
দদ্যাৎ প্রিয়ায় শিষ্যায় গুরুভক্তায় ধীমতে ॥ ৭২ ॥
পঠিত্বা স্তোত্রকবচং প্রণমেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৭৩ ॥
ওঁ নমস্তে পরমংব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ ॥ ৭৪ ॥
বাচিকং কায়িকং বাপি মানসং বা যথামতি।
আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥

পাঠে বিনিয়োগ ইতি। আসাদ্য প্রাপ্য। ব্রহ্মময়ঃ ব্রহ্মস্বরূপঃ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

ইতীতি। তে তুভ্যং ত্বদগ্রে বা ॥ ৭২ ॥

পঠিত্বেতি। প্রণমেৎ পরমাত্মানমিতি শেষঃ। সাধকাগ্রণীঃ সা[ধ]কোত্তমঃ ॥ ৭৩ ॥

তৎপ্রণমনমেবাহ, নম ইত্যাদিনা ॥ ৭৪ ॥

নন্থ পরমাত্মানং প্রতি কায়িকবাচিকমানসাস্ত্রয়োঽপি প্রণামা বিধা[য়]ন্তেষাং মধ্যে কতমো বা তত্রাহ, বাচিকমিত্যাদি। যথামতি পর[ব্রহ্মণে] কায়িকং বাচিকং মানসং বা প্রণমনং বিদধ্যাৎ। নন্থ পরব্রহ্মণে কায়ি[ক]প্রণামস্যৌচিত্যং নতু বাচিকমানসয়োরত আহ, আরাধন ইত্যাদি। [ভাব]শুদ্ধিরন্তঃকরণশুদ্ধত্বম্ ॥ ৭৫ ॥

লিখিয়া গুটিকা করিয়া এক ভরি সুবর্ণ মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক কণ্ঠে বা [দক্ষিণ] বাহুতে ধারণ করিবেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে সমুদায় সিদ্ধি লাভ করিতে [পারি]বেন।[৭১] দেবি! তোমার নিকট আমি এই যে পরমব্রহ্মের কবচ প্র[কাশ] করিলাম, ইহা ধীশক্তিসম্পন্ন গুরুভক্ত প্রিয় শিষ্যকেই প্রদান করিবে[ন]।[৭২] সাধকশ্রেষ্ঠ স্তোত্র ও কবচ পাঠ করিয়া (পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক) [প্রণাম] করিবেন।[৭৩] তুমি পরমব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমাত্মা; তো[মাকে] নমস্কার। তুমি গুণাতীত; তোমাকে নমস্কার। তুমি সৎস্বরূপ; তো[মাকে] পুনঃপুন নমস্কার।[৭৪]

প্রিয়ে! পরমব্রহ্মের আরাধনাতে কায়িক, বাচনিক বা মানসিক [যথা] ইচ্ছা. ত্রিবিধ নমস্কারই করা যাইতে পারে। ফলতঃ যেরূপ প্রণাম করা [হউক]

এবং সংপূজ্য মতিমান্ স্বজনৈর্ব্বান্ধবৈঃ সহ।
মহাপ্রসাদং স্বীকুর্য্যাদ্-ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৭৬ ॥
পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনে।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্‌ব্রহ্মসাধনম্ ॥ ৭৭ ॥
অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ *।
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ ॥ ৭৮ ॥
অনেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ ভক্ষ্যপেয়াদিকঞ্চ যৎ।
দীয়তে পরমেশায় তদেব পাবনং মহৎ ॥ ৭৯ ॥
গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোঽপি বর্ত্ততে।
পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে ॥ ৮০ ॥

এবমিত্যাদি। সংপূজ্য পরমাত্মানমিতি শেষঃ ॥ ৭৬ ॥
পূজন ইতি। সাধয়েৎ নিষ্পাদয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥
অথ পরব্রহ্মণো মহাপ্রসাদস্য মাহাত্ম্যং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে, অনেনেত্যাদি। ব্রহ্মমন্ত্রেণ ওঁ সচ্চিদিত্যাদ্যাত্মকেন ব্রহ্মার্পণমিত্যাদ্যাত্মকেন বা ॥ ৭৯ ॥
গঙ্গেতি। শিলাদৌ শালগ্রামশিলাদৌ ॥ ৮০ ॥

না কেন, তদ্বিষয়ে অন্তঃকরণের পবিত্রতা বিধান নিতান্তই আবশ্যক।[৭৫] জ্ঞানী ব্যক্তি এই রূপে পরব্রহ্মের পূজা করিয়া, আত্মীয়স্বজনগণের সহিত পরমাত্মা পরব্রহ্মের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন।[৭৬] পরমব্রহ্মের পূজার সময় আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। সকল সময়ে সকল স্থানেই ব্রহ্মসাধন হইতে পারে।[৭৭] সাধক স্নাতই হউন অস্নাতই হউন, ভুক্তই হউন বা অভুক্তই হউন, সকল অবস্থায়ই পবিত্র হৃদয়ে পরমাত্মার পূজা করিতে পারিবেন।[৭৮] উক্ত শোধন-মন্ত্র ও ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা যে কোন ভক্ষ্য বা পেয় বস্তু পরমব্রহ্মে সমর্পণ করা হয়, তাহাই মহাপবিত্রকারী হইয়া থাকে।[৭৯] গঙ্গাজলে ও শালগ্রামশিলা প্রভৃতিতে স্পর্শদোষ ঘটিতে পারে, পরন্তু পরমব্রহ্মার্পিত অন্ন জল প্রভৃতি বস্তুতে যবন-স্পর্শাদি দোষ ঘটিবারও সম্ভাবনা নাই।[৮০] যে কোন দ্রব্য, পক্কই হউক

---

* ভুক্ত্বা বাপি বুভুক্ষিত ইতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

পক্বং বাপি ন পক্বং বা মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্।
সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৮১ ॥
নাত্র বর্ণবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্।
ন কালনিয়মোঽপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈব চ ॥ ৮২ ॥
যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন লভ্যতে।
ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্যম্ অশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥ ৮৩ ॥
আনীতং শ্বপচেনাপি শ্বমুখাদপি নিঃসৃতম্।
তদন্নং পাবনং দেবি দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৮৪ ॥
কিং পুনর্ম্মনুজাদীনাং বক্তব্যং দেববন্দিতে।
পরমেশস্য নৈবেদ্য-সেবনাৎ যৎ ফলং ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥

পক্বমিতি। মন্ত্রেণ ওঁ সচ্চিদিত্যাদ্যাত্মকেন ॥ ৮১ ॥
নাত্রেতি। অত্র ব্রহ্মণো মহাপ্রসাদে ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥
আনীতমিতি ॥ শ্বপচেন চণ্ডালেনাপ্যানীতং যদন্নং তদ্ব্রহ্মসাৎকৃতং সৎ পাবনং ভবেৎ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥

বা অপক্বই হউক, "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র (৩৮) দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া পরমব্রহ্মে অর্পণ পূর্ব্বক সাধক ব্যক্তি স্বজনগণের সহিত একত্র ভোজন করিতে পারেন।[৮১] ব্রহ্ম-নিবেদিত মহাপ্রসাদ ভোজনে জাতিবিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই। ইহাতে কালাকাল বিবেচনা নাই, শৌচাশৌচ বিচারও নাই।[৮২] যে সময়ে যে স্থানে যে ঘটনায় যে কোন জাতীয় ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মার্পিত নৈবেদ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহা বিচার না করিয়াই ভোজন করিবে।[৮৩] দেবি! ব্রহ্মসাৎকৃত অন্ন যদি চাণ্ডালে আনয়ন করে, এবং উহা যদি কুক্কুর-মুখ হইতেও বিনিঃসৃত হয়, তথাপি তাহা পবিত্র ও পবিত্রতার কারণ এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ,।[৮৪] সুরবন্দিতে! ব্রহ্মার্পিত নৈবেদ্য যখন দেবগণেরও দুর্লভ, তখন তৎসেবনে মানব প্রভৃতি জীবগণের যে কতদূর ফল হয়, তাহা আর কি বলিব![৮৫] যদি কোন

(৩৮)—টীকাকারের মতে "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে, পরন্তু, "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে শোধন করাই সাধকসম্প্রদায়ের রীতি।

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বাপ্যন্যপাতকৈঃ ।
সকৃৎ প্রসাদগ্রহণাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ * ॥ ৮৬ ॥
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্নানদানেন যৎ ফলম্ ।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্যো ব্রহ্মার্পিতনিষেবণাৎ ॥ ৮৭ ॥
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা যৎ ফলমশ্নুতে ।
ভক্ষিতে ব্রহ্মনৈবেদ্যে তস্মাৎ কোটিগুণং লভেৎ ॥ ৮৮ ॥
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি ।
মহাপ্রসাদমাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৮৯ ॥
যত্র কুত্র স্থিতো বাপি প্রাপ্য ব্রহ্মার্পিতামৃতম্ ।
গৃহীত্বা কীকশো বাপি ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯০ ॥

অশ্বমেধাদিভিরিতি। অশ্নুতে লভতে ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥
যত্রেত্যাদি। অমৃতং শীধু। কীকশো বাপি চাণ্ডালোঽপি ॥ ৯০ ॥

ব্যক্তি মহাপাতক-যুক্ত হয়, অথবা অন্য যে কোন পাতকে পাতকী হয়, তথাপি যদি একবারমাত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে, তাহা হইলেও সে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহমাত্র নাই।[৮৬] সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থে স্নান ও দান করিলে যে ফল লাভ হয় ; মানবগণ, ব্রহ্মার্পিত বস্তু সেবন করিলে সেই ফলই লাভ করিতে পারে।[৮৭] মনুষ্যগণ অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া যে ফল লাভ করে, ব্রহ্মনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করিলে তাহার কোটি-গুণ ফল লাভ করিতে পারিবে।[৮৮] যদি সহস্র কোটি জিহ্বা হয়, যদি শত কোটি মুখ হয়, তথাপি ব্রহ্মার্পিত মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে পারা যায় না।[৮৯] সাধক যে কোন স্থানে অবস্থিত হউক অথবা চণ্ডাল জাতীয়ই হউক, ব্রহ্মার্পিত সুধা প্রাপ্ত হইবামাত্র গ্রহণ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে।[৯০] যা নীচ জাতীয় অর্থাৎ ম্লেচ্ছ যবন চণ্ডাল প্রভৃতির অন্নও ব্রহ্মার্পিত

---

* পরমেশস্য নৈবেদ্য-সেবনাৎ যৎ ফলং ভবেৎ। ইতি পূর্ব্বোক্তচরণদ্বয়-মত্র বহুপুস্তকেষু দৃশ্যতে।

যদি স্যান্নীচজাতীয়ম্ অন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ।
তদন্নং ব্রহ্মনৈগ্র্াহ্যম্ অপি বেদান্তপারগৈঃ ॥ ৯১ ॥
জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ ।
যোঽশুদ্ধবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৯২ ॥
বরং পাপশতং কুর্য্যাৎ বরং বিপ্রবধং প্রিয়ে ।
পরব্রহ্মার্পিতে হ্যন্নে ন কুর্য্যাদবহেলনম্ ॥ ৯৩ ॥
যে ত্যজন্তি নরা মূঢ়া মহামন্ত্রেণ সংস্কৃতম্ ।
অন্নতোয়াদিকং ভদ্রে পিতৃংস্তে পাতয়ন্ত্যধঃ ॥ ৯৪ ॥
স্বয়মপ্যন্ধতামিস্রে পতন্ত্যাহূতসংপ্লবম্ * ।
ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্য-দ্বেষ্টৄণাং নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৯৫ ॥

যদীতি। নীচজাতীয়ং চাণ্ডালাদিসম্বন্ধি। ব্রহ্মণি ভাবিতং চিন্তিত ব্রহ্মণেঽর্পিতমিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥

বরমিত্যাদি। বরমীষৎ প্রিয়ম্। দেবাদ্‌বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবে মনাক্ প্রিয়ে ইত্যমরঃ। অবহেলনং তিরস্কারম্ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

স্বয়মিত্যাদি। অন্ধতামিস্রে নরকে আহূতস্য বিশ্বস্য সংপ্লবঃ সলিলে সম্যক্ প্লবনং যত্র তৎকালপর্য্যন্তং প্রলয়কালপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। নিষ্কৃতি নিস্তারঃ ॥ ৯৫ ॥

হয়, তাহা হইলে বেদান্তে পারদর্শী ব্রাহ্মণও অবিচলিত চিত্তে তাহা ভোজন করিবেন।[৯১] পরমব্রহ্মের মহাপ্রসাদ ভক্ষণের সময় জাতিভেদ বিচার করিবে না। যে ব্যক্তি এই মহাপ্রসাদ (নীচ জাতির স্পর্শাদিনিবন্ধন) অশুদ্ধ বোধ করিবে, সে মহাপাতকী হইবে।[৯২] প্রিয়ে! বরং শত শত পাপজনক কার্য্য করিতে পারিবে, বরং ব্রহ্মহত্যা করিতেও পারিবে, তথাপি কেহ ব্রহ্মার্পিত অন্নে অবহেলা করিতে পারিবে না।[৯৩] ভদ্রে! যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই মহামন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত অন্ন জল প্রভৃতি পরিত্যাগ করে, তাহাদের পিতৃলোকের অধোগতি হয়।[৯৪] এবং তাহারা স্বয়ং অন্ধতামিস্র-নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয় কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে। অতএব যাহারা ব্রহ্মার্পিত

---

* পতন্ত্যাভূতসংপ্লবমিতি পাঠান্তরম্ ।

পুণ্যায়ন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সুষুপ্তিঃ সুকৃতায়তে* ।
স্বেচ্ছাচারোঽত্র বিহিতো মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥৯৬॥

পুণ্যেত্যাদি। সর্ব্বা অপুণ্যা অপি ক্রিয়াঃ পুণ্যায়ন্তে পুণ্যা ইবাচরন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥

যাঁহারা এই মহামন্ত্র সাধন করেন, তাঁহাদের অপবিত্র কর্ম্ম সমুদায়ও পবিত্র হইয়া উঠে, সুষুপ্তিও পুণ্যকর্ম্মস্বরূপ হইয়া থাকে। কারণ ব্রহ্মমন্ত্র সাধন বিষয়ে স্বেচ্ছাচারই বিধিবিহিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাতে আর বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার প্রভৃতি সপ্ত আচারের মধ্যে কোন আচারেই বদ্ধ থাকিতে হয় না (৩৯)।৯৬

* সুকৃতিঃ সুকৃতায়তে ইতি বা পাঠঃ।

(৩৯) শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদেও দৃষ্ট হয় যে এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লিখিত পরমব্রহ্মের মহাপ্রসাদ বিষয়ে উক্ত বিধানানুযায়ী স্থান, কাল, অবস্থা, উচ্ছিষ্টাদি বিচার বা জাতিবিচার প্রভৃতি কোনরূপ বিচারাদি নাই। কোন তীর্থে বা কোন দেবতাতেই এইরূপ বিধি দৃষ্ট হয় না। তীর্থ চারি প্রকার। মানুষ, আর্ষ, আসুর ও দৈব। তন্মধ্যে দৈবতীর্থ বা দেবতার প্রতিষ্ঠিত তীর্থই সর্ব্বোত্তম। পুনশ্চ, ত্রিদৈবত তীর্থ গঙ্গা সর্ব্বোত্তমোত্তম। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ভাগীরথীতীরে মহাদেবের স্থাপিত বারাণসীধাম দৈব ও সর্ব্বোত্তমোত্তম পরম পবিত্র তীর্থ। এই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথের প্রসাদেও এরূপ বিচারাভাব দৃষ্ট হয় না। এদিকে পুরুষোত্তমমূর্ত্তি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রতিষ্ঠিত। অতএব এই মনুষ্য প্রতিষ্ঠিত কেবল পুরুষোত্তমের প্রসাদেই এরূপ বিচারাভাব কি জন্য, এই প্রশ্ন সহসাই উদিত হইতে পারে। বস্তুতঃ সামান্য লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, জগন্নাথ প্রভৃতির মূর্ত্তি ওঁকার মূর্ত্তি। শরীর লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় উহা প্রণবের ও-কার। করপত্র বিহীন যাহা হস্ত বলিয়া অনুমিত হয় তাহা হস্ত নহে, তাহা নাদ (ঁ) এবং বৃত্তাকার মুখই বিন্দু (·)। মহাপ্রণব পরপ্রণব ও অপরপ্রণবের স্বরূপ মূর্ত্তিত্রয়ে একমাত্র পরমব্রহ্মই উপলক্ষিত হইতেছেন। ইহা কেবল কল্পনামাত্র নহে। ব্রহ্মপুরাণে ইঁহাকে ওঁকার রূপেই চিন্তা করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। যথা—ততো বিচিন্ত্য হৃদয়ে ওঁকারং জ্যোতিরূপিণং। কর্ণিকায়াং সমাসীনং জ্যোতিরূপং সনাতনম্ ॥ কণ্ডু ঋষি কৃত স্তবেও ইহাকে ব্রহ্মাক্ষরময় অর্থাৎ ওঁকারময় বলিয়া উল্লেখ আছে। যথা, ব্রহ্মাক্ষরময়ং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তম ইত্যাদি। ফলতঃ প্রণবই পরমব্রহ্ম (২৩ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। এই পরমব্রহ্মের প্রসাদ বিষয়ে পুরাকাল হইতেই মহানির্ব্বাণোক্ত বিধিই প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

কিং তস্য বৈদিকাচারৈ-স্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্।
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৭ ॥
কৃতেনাস্য ফলং নাস্তি নাকৃতেনাপি কিল্বিষম্।
ন বিঘ্নঃ প্রত্যবায়োঽস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ ॥ ৯৮ ॥
অস্মিন্ ধর্ম্মে* মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥
মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ ॥ ১০০ ॥

কিমিত্যাদি। বিদুষঃ সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি জানতঃ স্বেচ্ছাচার এ[illegible] বিধিঃ ॥ ৯৭ ॥

কৃতেনেত্যাদি। অস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ॥ ৯৮ ॥

অস্মিন্নিত্যাদি। সদাশয়ঃ সাধ্বভিপ্রায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

মাৎসর্য্যেত্যাদি। মাৎসর্য্যহীনঃ অন্যশুভদ্বেষরহিতঃ। অদম্ভী কপটত[illegible] শূন্যঃ। তয়োঃ মাতাপিত্রোঃ ॥ ১০০ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহার সমস্তই ব্রহ্ম বলি[illegible] জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার বৈদিকাচারেই বা প্রয়োজন কি, অথবা তন্ত্রো[illegible] অনুষ্ঠানেই বা প্রয়োজন কি! তাঁহার স্বেচ্ছাচারকেই বৈধ আচার স্বর[illegible] পরিগণিত করিতে হইবে।[৯৭] ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, যে সমুদায় বৈধ আচার[illegible] অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন বিশেষ ফলোদয় নাই, এ[illegible] তাঁহারা যে সমুদায় বৈধ আচারের অনুষ্ঠান না করেন, তাহাতেও তাঁহা[illegible] কোন পাপস্পর্শ হইতে পারে না। এই ব্রহ্মমন্ত্র সাধনে কোন বিঘ্ন [illegible] প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই।[৯৮] ফলতঃ মহেশ্বরি! এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠা[illegible] যদিও স্বেচ্ছাচার বিহিত হইয়াছে, তথাপি ইহাতে সত্যবাদী জিতেন্দ্রি[illegible] পরোপকারপরায়ণ নির্ব্বিকারচিত্ত ও সদাশয় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।[illegible] বিশেষতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মাৎসর্য্য-বিহীন, দম্ভহীন, দয়ালু, বিশুদ্ধ-স্ব[illegible] মাতাপিতার প্রিয়কারী ও তাঁহাদের সেবায় নিরত তৎপর হইতে হইবে।[illegible]

---

* তস্মিন্ ধর্ম্মে ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্॥ ১০১॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন পরানিষ্টচিন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০২॥
তৎসদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজনকর্ম্মণোঃ॥ ১০৩॥
যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধ্যতি।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈ-রিদং ধর্ম্মং সনাতনম্*॥ ১০৪॥

ব্রহ্মেত্যাদি। যতাত্মা সংযতচিত্তঃ। ব্রহ্ম সাক্ষাদস্তীতি ভাবয়ন্ চিন্তয়ন্॥ ১০১॥ ১০২॥

তৎসদিত্যাদি। ব্রহ্মার্পণমস্থিতি বাক্যম্॥ ১০৩॥

যেনেত্যাদি। লোকযাত্রা লোকনির্ব্বাহঃ॥ ১০৪॥

তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ করিতে যত্নবান থাকিবেন, যথাসময়ে ব্রহ্মচিন্তা করিবেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মের অনুসন্ধান বিষয়ে মন রাখিবেন। তিনি সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া থাকিবেন। তিনি ভাবনা করিবেন যে, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন।[১০১] ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক ব্যক্তি কখনও মিথ্যা কথা কহিবেন না, মনোদ্বারাও পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না। তিনি পরস্ত্রীগমন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন।[১০২] দেবি! ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল কর্ম্মের প্রারম্ভেই, তৎসৎ, এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন। তিনি পান ও ভোজন সময়ে ব্রহ্মার্পণমস্তু, এই মন্ত্র বলিয়া তৎসমস্ত আত্মাতে (ব্রহ্মে) অর্পণ করিবেন।[১০৩] যে উপায় দ্বারা মানবগণের উত্তমরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় অর্থাৎ যাহাতে সামাজিক মঙ্গল হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন। ইহাই ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম।[১০৪]

---

* ইদং কার্য্যসমাপনম্ ইতি পাঠান্তরম্।

কিং তস্য বৈদিকাচারৈ-স্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্।
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৭ ॥
কৃতেনাস্য ফলং নাস্তি নাকৃতেনাপি কিল্বিষম্।
ন বিঘ্নঃ প্রত্যবায়োঽস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ ॥ ৯৮ ॥
অস্মিন্ ধর্ম্মে* মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥
মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ ॥ ১০০ ॥

কিমিত্যাদি। বিদুষঃ সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি জানতঃ স্বেচ্ছাচার এ[ব] বিধিঃ ॥ ৯৭ ॥

কৃতেনেত্যাদি। অস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ॥ ৯৮ ॥

অস্মিন্নিত্যাদি। সদাশয়ঃ সাধ্বভিপ্রায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

মাৎসর্য্যেত্যাদি। মাৎসর্য্যহীনঃ অন্যশুভদ্বেষরহিতঃ। অদম্ভী কপট[া]শূন্যঃ। তয়োঃ মাতাপিত্রোঃ ॥ ১০০ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহার সমস্তই ব্রহ্ম বলি[য়া] জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার বৈদিকাচারেই বা প্রয়োজন কি, অথবা তন্ত্রো[ক্ত] অনুষ্ঠানেই বা প্রয়োজন কি! তাঁহার স্বেচ্ছাচারকেই বৈধ আচার স্বরূ[পে] পরিগণিত করিতে হইবে।৯৭ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, যে সমুদায় বৈধ আচারে[র] অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন বিশেষ ফলোদয় নাই, এ[বং] তাঁহারা যে সমুদায় বৈধ আচারের অনুষ্ঠান না করেন, তাহাতেও তাঁহাদে[র] কোন পাপস্পর্শ হইতে পারে না। এই ব্রহ্মমন্ত্র সাধনে কোন বিঘ্ন [বা] প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই।৯৮ ফলতঃ মহেশ্বরি! এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠা[নে] যদিও স্বেচ্ছাচার বিহিত হইয়াছে, তথাপি ইহাতে সত্যবাদী জিতেন্দ্রি[য়,] পরোপকারপরায়ণ নির্ব্বিকারচিত্ত ও সদাশয় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।[৯৯] বিশেষতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মাৎসর্য্য-বিহীন, দম্ভহীন, দয়ালু, বিশুদ্ধ-হৃদ[য়,] মাতাপিতার প্রিয়কারী ও তাঁহাদের সেবায় নিয়ত তৎপর হইতে হইবে।[১০০]

* তস্মিন্ ধর্ম্মে ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্ ॥ ১০১ ॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন পরানিষ্টচিন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০২ ॥
তৎসদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজনকর্ম্মণোঃ ॥ ১০৩ ॥
যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধ্যতি।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈ-রিদং ধর্ম্মং সনাতনম্* ॥ ১০৪ ॥

ব্রহ্মেত্যাদি। যতাত্মা সংযতচিত্তঃ। ব্রহ্ম সাক্ষাদস্তীতি ভাবয়ন্ চিন্তয়ন্ ॥ ১০১ ॥ ১০২ ॥

তৎসদিত্যাদি। ব্রহ্মার্পণমস্ত্বিতি বাক্যম্ ॥ ১০৩ ॥

যেনেত্যাদি। লোকযাত্রা লোকনির্ব্বাহঃ ॥ ১০৪ ॥

তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ করিতে যত্নবান থাকিবেন, যথাসময়ে ব্রহ্মচিন্তা করিবেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মের অনুসন্ধান বিষয়ে মন রাখিবেন। তিনি সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া থাকিবেন। তিনি ভাবনা করিবেন যে, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন।[১০১] ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক ব্যক্তি কখনও মিথ্যা কথা কহিবেন না, মনোদ্বারাও পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না। তিনি পরস্ত্রীগমন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন।[১০২] দেবি! ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল কর্ম্মের প্রারম্ভেই, তৎসৎ, এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন। তিনি পান ও ভোজন সময়ে ব্রহ্মার্পণমস্তু, এই মন্ত্র বলিয়া তৎসমস্ত আত্মাতে (ব্রহ্মে) অর্পণ করিবেন।[১০৩] যে উপায় দ্বারা মানবগণের উত্তমরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় অর্থাৎ যাহাতে সামাজিক মঙ্গল হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন। ইহাই ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম।[১০৪]

---

* ইদং কার্য্যসমাপনম্ ইতি পাঠান্তরম্।

অথ সন্ধ্যাবিধিং বক্ষ্যে ব্রহ্মমন্ত্রস্য শাম্ভবি।
যাং কৃত্বা ব্রহ্মসম্পত্তিং লভন্তে ভুবি মানবাঃ ॥ ১০৫ ॥
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে যথাদেশে যথাসনে।
পূর্ব্ববৎ পরমব্রহ্ম ধ্যাত্বা সাধকসত্তমঃ ॥ ১০৬ ॥
অষ্টোত্তরশতং দেবি গায়ত্রীজপমাচরেৎ।
জপং সমর্প্য বিধিবৎ পূর্ব্ববৎ প্রণমেৎ সুধীঃ ॥ ১০৭ ॥
এষা সন্ধ্যা ময়া প্রোক্তা সর্ব্বথা ব্রহ্মসাধনে।
যদনুষ্ঠানতো মন্ত্রী শুদ্ধান্তঃকরণো ভবেৎ ॥ ১০৮ ॥
গায়ত্রীং শৃণু চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
পরমেশ্বরং ঙেঽন্তমুক্ত্বা বিদ্মহে তদনন্তরম্ ॥ ১০৯ ॥

অথেত্যাদি। যাং সন্ধ্যাম্। ব্রহ্মসম্পত্তিং ব্রহ্মরূপাং সম্পদম্ ॥ ১০৫ ॥
তৎসন্ধ্যাবিধিমেবাহ, প্রাতরিত্যাদিনা ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥
এষেত্যাদি। যদনুষ্ঠানতঃ যদাচরণতঃ ॥ ১০৮ ॥
গায়ত্রীমিত্যাদি। তাং ব্রহ্মগায়ত্রীমেবাহ, পরমেশ্বরমিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। হে প্রিয়ে ঈশানি ঙেঽন্তং ঙেবিভক্ত্যন্তং পরমেশ্বরং পদমুক্ত্বা বিদ্মহে ইতি পদং বদেৎ। তদনন্তরং বিদ্মহে ইতি পদানন্তরং পরতত্ত্বায়েতি পদং বদেৎ।

শিবে! এক্ষণে ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকদিগের সন্ধ্যোপাসনা-বিধি বলিতেছি। ব্রহ্মনিষ্ঠ মানবগণ, এই সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া, ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।১০৫ সাধক ব্যক্তি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে, যে কোন স্থানে ও যে কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ পরমব্রহ্মের ধ্যান করিবেন।১০৬ পরে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি একশত আটবার ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিয়া ব্রহ্মার্পণমস্তু, এই মন্ত্র বলিয়া জপ সমর্পণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় প্রণাম করিবেন।১০৭

এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মমন্ত্র-সাধন-বিষয়ক সন্ধ্যা কীর্ত্তন করিলাম। এই সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিলে সাধক ব্যক্তির অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয়।১০৮ চারুশরীরে! এক্ষণে সর্ব্বপাপ-নাশিনী গায়ত্রী বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ চতুর্থী বিভক্তির একবচনান্ত পরমেশ্বর পদ উচ্চারণ করিয়া পরে "বিদ্মহে" এইটি উচ্চারণ করিতে হইবে।১০৯ প্রিয়ে! তৎপরে "পরতত্ত্বায়" এই প

পরতত্ত্বায় পদতো ধীমহীতি বদেৎ প্রিয়ে।
তদনন্তরমীশানি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ ॥ ১১০ ।
ইয়ং শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী ॥ ১১১॥
পূজনং যজনঞ্চৈব স্নানং পানঞ্চ ভোজনম্।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মমন্ত্রেণ সাধয়েৎ ॥ ১১২॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় প্রণম্য ব্রহ্মদং গুরুম্।
ধ্যাত্বা চ পরমং ব্রহ্ম যথাশক্তি মনুং স্মরেৎ।
পূর্ব্ববৎ প্রণমেদ্ ব্রহ্ম প্রাতঃকৃত্যমিদং স্মৃতম্ ॥১১৩॥

পরতত্ত্বায়েতি পদতঃ পরং ধীমহীতি পদং বদেৎ। তদনন্তরং ধীমহীতি পদানন্তরং তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াদিতি বদেৎ। ততশ্চ পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াদিত্যাকারিকা ব্রহ্মগায়ত্রী সম্পন্নাসীৎ। ব্রহ্মগায়ত্র্যর্থস্তু পরতত্ত্বায় পরমেশ্বরায় পরতত্ত্বং পরমেশ্বরমাপ্তুং যদ্‌ব্রহ্ম বয়ং বিদ্মহে মন্যামহে ধীমহি চিন্তয়ামশ্চ। তদ্‌ব্রহ্ম নোঽস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিযোজয়েদিত্যর্থ ইতি ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥

পূজনমিত্যাদি। সাধয়েৎ তত্তৎকর্ম্মেতি শেষঃ ॥ ১১২ ॥

অথ প্রাতঃকৃত্যমাহ, ব্রাহ্মে ইত্যাদিনা। মনুম্ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেতি মন্ত্রম্ ॥ ১১৩ ॥

উচ্চারণ করিয়া, 'ধীমহি' এই পদ উচ্চারণ করিবে। ঈশ্বরি! তৎপরে 'তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমুদায় পদ যোজনা করিয়া এইরূপ গায়ত্রী হইবে, যথা, 'পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ') (৩৮)।[১১০]

এই শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী হইতে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারা যায়।[১১১] পূজা যাগ স্নান পান ভোজন প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তৎসমস্তই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সাধন করিতে হইবে।[১১২] ব্রহ্মোপাসকের কর্ত্তব্য এই যে, ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া, ব্রহ্মমন্ত্র-দাতা গুরুকে প্রণাম পূর্ব্বক পরম-ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া, যথাশক্তি মন্ত্র স্মরণ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায়

---

(৩৮)—আমরা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা বোধগম্য করি। আমরা পরতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বদা চিন্তা করি। সেই ব্রহ্ম আমাদিগকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গে বিনিযুক্ত করুন।

দ্বাত্রিংশতা সহস্রেণ জপেনাস্য পুরস্ক্রিয়া।
তদ্দশাংশেন হবনং তর্পনং তদ্দশাংশতঃ ॥ ১১৪ ॥
সেচনং তদ্দশাংশেন তদ্দশাংশেন সুন্দরি।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্মন্ত্রী পুরশ্চরণকর্ম্মণি ॥ ১১৫ ॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারোঽত্র ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং ন বিদ্যতে।
ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিরূপণম্ ॥ ১১৬ ॥
অভুক্তো বাপি ভুক্তো বা স্নাতো বাস্নাত এব বা।
সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং স্বেচ্ছাচারেণ সাধকঃ ॥ ১১৭ ॥

অথ ব্রহ্মমন্ত্রস্য পুরশ্চরণবিধিমাহ, দ্বাত্রিংশতেত্যাদিনা। অস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য পুরস্ক্রিয়া পুরশ্চরণম্। তদ্দশাংশেন জপদশমাংশেন হবনং হোমঃ। তদ্দশাংশতঃ হোমদশাংশতঃ ॥ ১১৪ ॥

সেচনমিত্যাদি। তদ্দশাংশেন তর্পণদশাংশেন সেচনং মার্জ্জনম্। তদ্দশাংশেন মার্জ্জনদশাংশেন ॥ ১১৫ ॥

ভক্ষ্যেত্যাদি। অত্র ব্রহ্মমন্ত্রস্য পুরশ্চরণকর্ম্মণি ॥ ১১৬ ॥

অভুক্ত ইত্যাদি। ন ভুক্তমস্যাস্তীতি অভুক্তঃ। অর্শ আদিভ্যোঽজিত্যচ্ ॥ ১১৭ ॥

ব্রহ্মকে প্রণাম করিবে। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকদিগের ইহাই প্রাতঃকৃত্য।[১১৩] ব্রহ্মমন্ত্রে পুরশ্চরণ করিতে হইলে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র জপ করিতে হইবে; এবং জপের দশমাংশ হোম, হোমের দশমাংশ তর্পণ[১১৪] ও তর্পণের দশমাংশ অভিষেক করিতে হইবে। সুন্দরি! ব্রহ্মমন্ত্র-সাধক ব্যক্তি পুরশ্চরণ করিবার সময় অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন (৩৯)।[১১৫] ব্রহ্মপুরশ্চরণ করিবার সময়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই, ত্যাজ্যাত্যাজ্য বিচার নাই, কালশুদ্ধির নিয়ম নাই স্থানেরও নিরূপণ নাই।[১১৬] সাধক অভুক্ত হউন বা ভুক্ত হউন; স্নাত হউন

(২৯)—ব্রহ্মমন্ত্র-পুরশ্চরণ কালে জপ ৩২০০০। হোম ৩২০০। তর্পণ ৩২০। অভিষেক ৩২। ব্রাহ্ম-ভোজন ৪। হোম করিতে অসমর্থ হইলে, তাহার অনুকল্প ৬৪০০ জপ। তর্পণের অনুকল্প ৬৪০ জপ। অভিষেকের অনুকল্প ৬৪ জপ। ব্রাহ্ম-ভোজনের অনুকল্প নাই। ব্রহ্মপুরশ্চরণ কালে যদিও কালক কূর্ম্মচক্র প্রভৃতির আবশ্যক নাই, তথাপি হস্তমিত বেদীতে মণ্ডল করিয়া তদুপরি যথাবিধানে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি আদ্যন্তে মহতী পূজা ও পুরশ্চরণ কালে প্রতিদিন সামান্য পূজা করিবার বিধি আছে।

বিনায়াসং বিনা ক্লেশং স্তোত্রঞ্চ কবচং বিনা।
বিনা ন্যাসং বিনা মুদ্রাং বিনা সেতুং বরাননে ॥ ১১৮ ॥
বিনা চৌরগণেশাদি-জপঞ্চ কুল্লুকাং বিনা।
অকস্মাৎ পরমব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১১৯ ॥

বিনায়াসমিতি। সেতুং জপবিশেষম্ ॥ ১১৮ ॥
বিনা চৌরেতি। কুল্লুকাপি জপবিশেষ এব তামপি বিনা ॥ ১১৯ ॥

অথবা অস্নাতই হউন, যথেচ্ছানুসারে এই পরমমন্ত্রের সাধনা করিবেন।[১১৭] এই ব্রহ্মসাধন বিষয়ে ক্লেশ নাই; আয়াস নাই; স্তব বা কবচ পাঠ করিবার আবশ্যক হয় না; সামান্য ন্যাস বা মুদ্রা (৪০) প্রদর্শন করিতেও হয় না। বরাননে! ইহাতে সেতুরও (৪১) আবশ্যক নাই।[১১৮] এই ব্রহ্মমন্ত্র সাধন বিষয়ে চৌরগণেশাদির ন্যাস (৪২) করিতে হয় না; কুল্লুকাও (৪৩) করিতে হয় না। এই সমুদায় অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও পুরশ্চরণ দ্বারা অল্পকালের মধ্যে নিশ্চয়ই পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়।[১১৯] এই মহামন্ত্র সাধন বিষয়ে মানস সঙ্কল্পই

(৪০)—যাহা দ্বারা দেবগণের মুদ্ অর্থাৎ প্রীতি জন্মে, তাহাকে মুদ্রা বলা যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিন্যাস-বিশেষের নাম মুদ্রা। যথা, যোনি-মুদ্রা, লিঙ্গ-মুদ্রা, ডমরু-মুদ্রা, খড়্গ-মুদ্রা, চক্র-মুদ্রা, বনমালা-মুদ্রা, পদ্ম-মুদ্রা, ইত্যাদি। কোন্ মুদ্রা কি প্রকারে করিতে হয়, এবং কোন্ মুদ্রা কোন্ দেবতার প্রীতিকর, তাহা তন্ত্রসারের শেষ অংশে বিবৃত আছে।

(৪১)—কোন দেবতার মন্ত্র জপ করিবার পূর্ব্বক্ষণে ও পরক্ষণে হৃদয়ে মন্ত্রবিশেষ জপ করাকে সেতু বলে। যেরূপ জলের উভয় পার্শ্বে সেতু বন্ধন করিয়া ঐ-জল সীমাবদ্ধ করা হয়, মন্ত্রজপের উভয় পার্শ্বেও সেইরূপ সেতু দেওয়া হইয়া থাকে। প্রাণতোষিণী (২য় সংস্করণ) ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৪২)—বিঘ্নরাজ, চৌরগণেশ প্রভৃতি গণেশের ভিন্ন ভিন্ন তামসিক মূর্ত্তি। বিঘ্নরাজ সকল কার্য্যেই বিঘ্ন করিয়া থাকেন। চৌরগণেশের কার্য্য এই যে, তিনি সাধকগণের সাধন-ফল অপহরণ করেন। এই জন্য সাধক-সম্প্রদায়ের রীতি এই যে, প্রতিদিবস প্রত্যূষে গুরু-ধ্যান কুণ্ডলীধ্যান ও ইষ্টদেবতা ধ্যানেরও পূর্ব্বে চৌরগণেশ-ন্যাস করিতে হয়। পরন্তু এই চৌরগণেশ ব্রহ্মসাধনের ফল হরণে সমর্থ নহেন।

(৪৩)—কোন দেবতার মন্ত্র জপ করিবার পূর্ব্বক্ষণে ও পরক্ষণে মস্তকের উপরি মন্ত্র-বিশেষ জপ করাকে কুল্লুকা বলা যায়। প্রাণতোষিণী (২য় সংস্করণ) ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

সংকল্পোঽস্মিন্ মহামন্ত্রে মানসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
সাধনে ব্রহ্মমন্ত্রস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং দেবি ভাবয়েৎ ব্রহ্মসাধকঃ ॥ ১২০ ॥
ন চাস্য প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যমেব চ ।
মহামনোঃ সাধনে তু ব্যঙ্গং সাঙ্গায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১২১ ॥
কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেঽতিদুস্তরে ।
নিস্তারবীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্ ॥ ১২২ ॥
সাধনানি বহূক্তানি নানাতন্ত্রাগমাদিষু ।
কলৌ দুর্ব্বলজীবানাম্ অসাধ্যানি মহেশ্বরি ॥ ১২৩ ॥
অল্পায়ুষঃ স্বল্পবৃত্তা* অন্নাধীনাসবঃ প্রিয়ে ।
লুব্ধা ধনার্জ্জনে ব্যগ্রাঃ সদা চঞ্চলমানসাঃ ॥ ১২৪ ॥

সঙ্কল্প ইত্যাদি। ভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ ॥ ১২০ ॥

ন চেত্যাদি। অস্য মহামনোরঙ্গবৈগুণ্যাদিঃ প্রত্যবায়ো ন ভবেৎ। ঙ্গম্ অঙ্গহীনমপি ॥ ১২১ ॥ ১২২ ॥

নম্বনেকেষু তন্ত্রাগমাদিষু নিস্তারবীজানি বহূনি সাধনানি ভবতৈবোক্তানি তৎ কথমুচ্যতে কলৌ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনমেব নিস্তারবীজমিত্যত আহ, সাধনানী- ত্যাদি। অত্র যদ্যপি তথাপীতি দ্বয়মপ্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ১২৩ ॥

অসাধ্যত্বে হেতুং দর্শয়ন্নাহ, অল্পায়ুষ ইত্যাদি। যত ইতি শেষঃ। অন্নাধী- নাসবঃ অন্নবশীভূতপ্রাণাঃ ॥ ১২৪ ॥

বিধেয় এবং সাধকের ভাবশুদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক। দেবি! ব্রহ্মসাধক ব্যক্তি সমুদায় জগতই ব্রহ্মময় ভাবনা করিবেন।১২০ এই ব্রহ্মসাধনে কোনরূপ প্রত্যবায় বা অঙ্গবৈগুণ্য ঘটে না। কোন অংশ অঙ্গহীন হইলেও এই মহা- মন্ত্র সাধন প্রভাবেই তাহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে।১২১

তপস্যাবিহীন পাপময় অতিদুস্তর এই ঘোর কলিযুগে, ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তারের উপায়।১২২ মহেশ্বরি! আমি নানা তন্ত্রে ও নানা আগমে নানাপ্রকার সাধনের বিষয় বলিয়াছি ; পরন্তু কলিযুগে, দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তৎসমুদায়ই অসাধ্য।১২৩ প্রিয়ে! কলিযুগের মানবগণ অল্পায়ু হইবে। তাহারা

---

* স্বল্পবিত্তা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

সমাধাবস্থিরধিয়ো যোগক্লেশাসহিষ্ণবঃ।
তেষাং হিতায় মোক্ষায় ব্রহ্মমার্গোঽয়মীরিতঃ ॥ ১২৫ ॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ ॥ ১২৬ ॥
প্রাতঃকৃত্যং প্রাতরেব সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ ত্রিকালতঃ।
মধ্যাহ্নে পূজনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ।
পরব্রহ্মোপাসনে তু সাধকেচ্ছাবিধিঃ শিবে ॥ ১২৭ ॥
বিধয়ঃ কিঙ্করা যত্র নিষেধঃ প্রভবোঽপি ন।
স্বেচ্ছাচারেণেষ্টসিদ্ধি-স্তদ্বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ ॥ ১২৮ ॥

সমাধাবিত্যাদি। সমাধিশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ তত্র। যোগক্লেশাসহিষ্ণবঃ নিস্তারোপায়ভূততত্তৎকর্ম্মসাধনহেতুকক্লেশাসহনশীলাঃ ॥ ১২৫ ॥
কলৌ যুগে ব্রহ্মদীক্ষায়া অন্যা কাচিদপি দীক্ষা মোক্ষায় সুখায় চ নৈবাস্তীতি প্রতিজ্ঞাং কুর্ব্বন্নাহ, কলাবিত্যাদি ॥ ১২৬ ॥
প্রাতরিত্যাদি। সাধকেচ্ছৈব বিধিঃ ॥ ১২৭ ॥
বিধয় ইত্যাদি। যত্র পরব্রহ্মোপাসনে ॥ ১২৮ ॥

সমধিক অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। তাহারা অন্নগতপ্রাণ হইবে। তাহারা লুব্ধ, ধনোপার্জ্জনে ব্যগ্র ও সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্ত হইবে।[১২৪] সমাধিতে তাহাদের চিত্ত স্থির থাকিবে না। তাহারা যোগানুষ্ঠান-জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম হইবে। অতএব আমি তাহাদের হিতের নিমিত্ত এবং মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মোপাসনার পথ প্রকাশ করিলাম।[১২৫] দেবি! আমি সত্য—সম্পূর্ণরূপে যথার্থ কথাই বলিতেছি, কলিযুগে ব্রহ্মদীক্ষা ব্যতিরেকে সুখসম্পত্তি-সাধক ও নির্ব্বাণ মুক্তি-দায়ক অন্য কোন সাধনাই নাই,—অন্য কোন উপায়ই নাই।[১২৬]

সকল তন্ত্রেই এইরূপ বিধি আছে যে, প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ত্রিকালে তিনবার সন্ধ্যা করিতে হইবে, এবং মধ্যাহ্নে পূজা করিবে। কিন্তু শিবে! পরমব্রহ্মের উপাসনাতে সাধকের ইচ্ছাই বিধিস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে।[১২৭] যে ব্রহ্মসাধন-বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধি সমুদায় কিঙ্করস্বরূপ হইয়া থাকে এবং নিষেধ সমুদায়ও প্রভুত্ব করিতে পারে না, যে ব্রহ্মসাধনে স্বেচ্ছাচার

ব্রহ্মজ্ঞানিগুরুং প্রাপ্য শান্তং নিশ্চলমানসম্‌ ।
ধৃত্বা তচ্চরণাম্ভোজং প্রার্থয়েদ্‌ভক্তিভাবতঃ ॥ ১২৯ ॥
করুণাময় দীনেশ তবাহং শরণাগতঃ* ।
ত্বৎ পদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি যশোধন ॥ ১৩০ ॥
ইতি প্রার্থ্য গুরুং পশ্চাৎ পূজয়িত্বা স্বশক্তিতঃ ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তুষ্ণীং তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরঃ ॥ ১৩১ ॥
গুরুর্বিচার্য্য বিধিবৎ যথোক্তং শিষ্যলক্ষণম্‌ ।
আহূয় কৃপয়া দদ্যাৎ সচ্ছিষ্যায় মহামনুম্‌ ॥ ১৩২ ॥

অথ ব্রহ্মমন্ত্রোপদেশবিধিমভিধাতুমুপক্রমতে, ব্রহ্মজ্ঞানীত্যাদি। শান্তং রাগ-দ্বেষাদিশূন্যম্‌। ভক্তিভাবতঃ ভক্তিযোগেন ॥ ১২৯ ॥

কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, করুণাময়েত্যাদি ॥ ১৩০ ॥ ১৩১ ॥

গুরুরিত্যাদি। যথোক্তং শিষ্যলক্ষণং শান্তো দান্তো বিনীতশ্চেত্যা-দিকম্‌ ॥ ১৩২ ॥

দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হয়, তাদৃশ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কাহাকে আশ্রয় ক[illegible] যাইতে পারে।[১২৮]

স্থিরচিত্ত প্রশান্ত ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু প্রাপ্ত হইলেই শিষ্য তাঁহার চরণক[illegible] ধারণ করিয়া, ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিবে যে,[১২৯] হে করুণাময় ! হে দীননা[illegible] আমি আপনকার শরণাগত। যশোধন ! আপনি আমার মস্তকে, আপনক[illegible] চরণকমলের ছায়া প্রদান করুন।[১৩০] শিষ্য এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বক সামর্থ্যানুসা[illegible] (উপচারাদি দ্বারা) গুরুর পূজা করিয়া সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে মৌনভাবে অ[illegible] স্থান করিবে।[১৩১] অনন্তর গুরু যথাবিধানে যথোক্ত (শান্ত বিনীত প্রভৃতি শিষ্য-লক্ষণ পরীক্ষা পূর্ব্বক সৎ-শিষ্যকে কৃপাবিষ্ট হৃদয়ে আহ্বান করিয়া ম[illegible] মন্ত্র প্রদান করিবেন (৪৫)।[১৩২] সেই ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হই[illegible]

---

* তবাহং শরণং গত ইতি পাঠান্তরম্‌।

(৪৫)—শিষ্যলক্ষণ যথা তন্ত্রসারে,—শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্‌ ধারণক্ষমঃ। সম[illegible] কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা ॥ যিনি [illegible]

উপবিশ্যাসনে জ্ঞানী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
স্ববামে শিষ্যমানীয় কারুণ্যেনাবলোকয়েৎ॥ ১৩৩॥
ততঃ শিষ্যস্য শিরসি ঋষিন্যাসপুরঃসরম্।
জপেদষ্টশতং মন্ত্রং সাধকস্যেষ্টসিদ্ধয়ে॥ ১৩৪॥
দক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানাম্ ইতরেষাঞ্চ বামতঃ।
সপ্তধা শ্রাবয়েৎ মন্ত্রং সদ্গুরুঃ করুণানিধিঃ॥ ১৩৫॥
উপদেশবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য কালিকে।
নাত্র পূজাদ্যপেক্ষাস্তি সংকল্পং মানসঞ্চরেৎ॥ ১৩৬॥

উপবিশ্যেত্যাদি। জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানবান্ গুরুঃ। কারুণ্যেন কৃপাযুক্তয়া দৃষ্ট্যা॥ ১৩৩॥
তত ইত্যাদি। মন্ত্রম্ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যাদ্যাত্মকম্॥ ১৩৪॥
দক্ষেত্যাদি। বামতঃ বামে কর্ণে। মন্ত্রং পূর্ব্বোক্তমেব॥ ১৩৫॥
উপদেশেত্যাদি। অত্র ব্রহ্মমন্ত্রোপদেশবিধৌ। চরেৎ কুর্য্যাৎ॥ ১৩৬॥

আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শিষ্যকে আপনার বামদিকে বসাইয়া করুণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন।[১৩৩] অনন্তর তিনি সাধকের ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশে ঋষিন্যাস পূর্ব্বক শিষ্যের মস্তকে একশত আটবার দেয় ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিবেন।[১৩৪] পরে সেই করুণানিধি সদ্গুরু ব্রাহ্মণের দক্ষিণকর্ণে ও অন্য জাতির বামকর্ণে সপ্ত-বার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন।[১৩৫] কালিকে! এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ বিধি কহিলাম। ইহাতে পূজাদির তাদৃশ অপেক্ষা নাই। ইহাতে কেবল মানসিক সঙ্কল্প মাত্র করিতে হইবে।[১৩৬] অনন্তর শিষ্য গুরুর পাদপদ্মে

স্বভাব, বিনয়ী ও বিশুদ্ধচিত্ত; যিনি গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ এবং তাঁহার উপদিষ্ট বিষয় ধারণ করিতে সক্ষম; যিনি তৎপ্রদর্শিত পথাবলম্বনে সাধন করিতে সমর্থ; যিনি সমস্ত কুললক্ষণ-সম্পন্ন; যিনি প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র, সংযতেন্দ্রিয় এবং এইরূপ অন্যান্য সদ্গুণে বিভূষিত, তিনিই শিষ্য হইবার উপযোগী। অন্যচ্চ—পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। শিষ্য-যোগ্যো ভবেৎ সোহি দানধ্যানপরায়ণঃ॥ যিনি পুণ্যশীল, ধার্ম্মিক, পবিত্রহৃদয় ও বিশুদ্ধা-চারসম্পন্ন; যিনি গুরুভক্ত এবং জিতেন্দ্রিয়, তাদৃশ দানধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিই শিষ্য হইবার উপযুক্ত।

ততঃ শ্রীগুরুপাদাব্জে দণ্ডবৎ পতিতং শিশুম্‌ ।
উত্থাপয়েদ্‌ গুরুঃ স্নেহাৎ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্‌ ॥ ১৩৭ ॥
উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব* ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী বলারোগ্যং সদাস্তু তে ॥ ১৩৮ ॥
তত উত্থায় গুরবে যথাশক্ত্যনুসারতঃ ।
দক্ষিণাং স্বং ফলং বাপি দদ্যাৎ সাধকসত্তমঃ ।
গুরোরাজ্ঞাবশীভূয় † বিহরেদ্দেববদ্‌ভুবি ॥ ১৩৯ ॥
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ তদাত্মা তন্ময়ো ভবেৎ ।
ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ ।
ইতি সংক্ষেপতো ব্রহ্ম-দীক্ষা তে কথিতা প্রিয়ে ॥১৪০॥

তত ইত্যাদি । ততঃ মন্ত্রশ্রবণাৎ পরতঃ । শিশুং শিষ্যম্‌ ॥ ১৩৭ ॥
তং মন্ত্রমেবাহ, উত্তিষ্ঠ বৎসেতি ॥ ১২৮ ॥
তত ইত্যাদি । স্বং ধনম্‌ আত্মানং বা ॥ ১৩৯ ॥
মন্ত্রেত্যাদি । তদাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠান্তঃকরণঃ । তন্ময়ঃ ব্রহ্মস্বরূপঃ ॥ ১৪০ ॥

দণ্ডবৎ পতিত হইলে, গুরু স্নেহ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে উত্থা-পিত করিবেন যে,[১৩৭] 'বৎস ! তুমি উত্থিত হও ; তুমি এক্ষণে মুক্ত হইয়াছ; অধুনা তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হইয়া থাক। তুমি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হও। তোমার বল ও আরোগ্য সর্ব্বদা অব্যাহত রূপে থাকুক' ।[১৩৮] অনন্তর সাধক-প্রবর শিষ্য উত্থিত হইয়া গুরুকে সামর্থ্যানুযায়ী দক্ষিণা স্বরূপ নিজ শরীর বা ধন অথবা ফল প্রদান করিবে। পরে গুরুর আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া দেবতার ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবে।[১৩৯]

যিনি ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার আত্মা মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্রই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। দেবি ! যিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার আর অন্য সাধন বাহুল্যে আবশ্যক কি ? প্রিয়ে ! এই তোমার নিকট সংক্ষেপে ব্রহ্মদীক্ষা কহিলাম।[১৪০] যে সময় গুরুর করুণা হইবে, সেই সময়েই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্র-

---

* ব্রহ্মজ্ঞানযুতো ভব ইতি বা পঠনীয়ম্‌ ।
† গুরোরাজ্ঞাবশীভূত্বা ইত্যপি পাঠঃ ।

গুরুকারুণ্যমাত্রেণ ব্রহ্মদীক্ষাং সমাচরেৎ* ॥ ১৪১ ॥
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাস্তথা।
বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥ ১৪২ ॥

ব্রহ্মমন্ত্রগ্রহণে কালাদিনিয়মো নাস্তীতি প্রতিপাদয়ন্নাহ, গুর্ব্বিত্যাদি ॥১৪১॥ উপদিষ্টানামনুপদিষ্টানাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্বেষামপ্যস্মিন্ ব্রহ্মমন্ত্রেঽধিকারোঽস্তীত্যাহ, শাক্তা ইত্যাদিনা। অত্র ব্রহ্মমন্ত্রে ॥ ১৪২ ॥

করিবে, (তাহাতে কালাকাল, সময় অসময়, রাত্রি দিন, স্নাত অস্নাত, ভুক্ত অভুক্ত, শুচি অশুচি প্রভৃতি কিছুই বিচার করিবে না)।[১৪১] শাক্ত বা শৈব, বৈষ্ণব, সৌর অথবা গাণপত্য, যে কোন দেবতার বা মন্ত্রেরই উপাসক হউক, ব্রাহ্মণ হউক বা অন্য যে কোন জাতীয়ই হউক, সকলেই এই ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকারী (৪৬)।[১৪২] দেবি! এই মন্ত্রের প্রসাদেই আমি দেবদেব জগদ্‌গুরু

* ব্রহ্মদীক্ষাং সমাশ্রয়েৎ ইতি বা পঠিতব্যম্।

(৪৬)—'সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ' অর্থাৎ সকলেই এই ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকারী। টীকাকারের মতে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর জাতি উপদিষ্টই হউন অথবা অনুপদিষ্টই হউন সকলেই ইহাতে অধিকারী। পরন্তু ইহার পূর্ব্বেই উপযুক্ত গুরুর নিকট ব্রহ্ম-দীক্ষা গ্রহণের বিধান দৃষ্ট হয়। অতএব অনুপদিষ্টের ইহাতে কিরূপে অধিকার সম্ভাবনা হয়। বস্তুতঃ সকল মন্ত্রই গুরূপদেশ সাপেক্ষ। বোধ হয় তাঁহার 'উপদিষ্টানামনুপদিষ্টানাঞ্চ' এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, দীক্ষিত বা অদীক্ষিত, অভিষিক্ত বা অনভিষিক্ত, সকলেই গুরুর নিকট ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতেও দোষ দৃষ্ট হয়। কুলার্ণবে আছে, পূর্ণাভিষেকহীনো যঃ কৌলিকো ম্রিয়তে যদি। পিশাচত্বমবাপ্নোতি যাবদাহূতসংপ্লবন্॥ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূর্ণাভিষিক্ত না হইয়া কৌল হন (ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক হন), তিনি দেহাবসানে প্রলয় কাল পরিমাণ পিশাচ হইয়া থাকেন। এ স্থলে 'কৌলিক' শব্দের অর্থ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক। যথা,—ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্মসনাতনম্। তৎকুলে নিরতো যো হি কৌল ইত্যভিধীয়তে॥ সপ্ত আচারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার কৌলাচারের লক্ষণেও পূর্ণাভিষিক্ত ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিকেই কৌল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের চতুর্থ উল্লাস পাঠেও দৃষ্ট হয় যে পূর্ণাভিষিক্ত সাধককেই কৌল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন যে, কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে। অর্থাৎ কুলাচার অবলম্বনে সাধন করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। সাধকসম্প্রদায়েও সর্ব্বত্র পূর্ণাভিষেকান্তে ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, সদাশিবের অভিপ্রায়ও এইরূপ।

অহং মৃত্যুঞ্জয়ো দেবি দেবদেবো জগদ্গুরুঃ ।
স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বিকল্পো মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৪৩ ॥
অমুমেব ব্রহ্মমন্ত্রং মত্তঃ পূর্ব্বমুপাসিতাঃ ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়শ্চাপি দেবা দেবর্ষয়স্তথা ॥ ১৪৪ ॥
দেবর্ষিবক্ত্রান্মুনয়-স্তেভ্যো রাজর্ষয়ঃ প্রিয়ে ।
উপাসিতা ব্রহ্মভূতাঃ পরমাত্মপ্রসাদতঃ ॥ ১৪৫ ।
ব্রাহ্ম্যে মনৌ মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ ।
স্বীয়মন্ত্রং গুরুর্দদ্যাৎ শিষ্যেভ্যো হ্যবিচারয়ন্ ॥ ১৪৬ ॥

এতন্মন্ত্রপ্রসাদাদেব ময়ি মৃত্যুঞ্জয়ত্বাদিকমাসীদিত্যাহ, অহমিত্যাদিনা। অহং মৃত্যুঞ্জয়োঽভূবমিতি শেষঃ ॥ ১৪৩ ॥

এতন্মন্ত্রোপাসনাদেব বিরিঞ্চ্যাদিষু ব্রহ্মভূতত্বং জাতমিত্যাহ, অমুমিত্যাদিনা। মন্ত্রং গৃহীত্বেতি শেষঃ। উপাসিতাঃ শ্রদ্ধয়া অনুষ্ঠিতবন্তঃ। গত্যর্থাকর্ম্মকশ্লিষশীঙি-ত্যাদিনা কর্ত্তরি ক্তঃ। ব্রহ্মর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ। দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ। দেবর্ষয়ো নারদাদয়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

দেবর্ষীত্যাদি। দেবর্ষিবক্ত্রাৎ নারদমুখাৎ। মুনয়ো ব্যাসাদয়ঃ। রাজ-র্ষয়োঃ জনকাদয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

আত্মনা গৃহীতোঽপ্যয়ং ব্রহ্মমন্ত্রো গুরুণা শিষ্যেভ্যো দেয়ঃ পিত্রাদিভির্বি

স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বিকল্প ও মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি।[১৪৩] পূর্ব্বে ব্রহ্মা, ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ আমার নিকট এই ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন।[১৪৪]

প্রিয়ে! নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণের নিকট ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ, মুনিগণের নিকট জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ, এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া উপাসনা পূর্ব্বক পরমাত্মার প্রসাদে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন॥[১৪৫] মহেশ্বরি! ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান বিষয়ে কোন রূপ বিচার করিবার আবশ্যক নাই। গুরু অবিচারিত চিত্তে শিষ্যকে নিজ মন্ত্রও প্রদান করিতে পারেন।[১৪৬] পিতা পুত্রকন্যাকে, ভ্রা

পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৄন্ পতিঃ স্ত্রিয়ম্।
মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৄন্ মাতামহোঽপি চ ॥ ১৪৭ ॥
স্বমন্ত্রদানে যো দোষ-স্তথা পিত্রাদিদীক্ষয়া।
সিদ্ধে ব্রহ্মমহামন্ত্রে তদ্দোষো নৈব বিদ্যতে ॥ ১৪৮ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানিমুখাৎ শ্রুত্বা যেন কেন বিধানতঃ।
ব্রহ্মভূতো নরঃ পূতঃ পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যতে ॥

পুত্রাদিভ্যো দেয় ইত্যাহ, ব্রাহ্মে ইত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্। অবিচারয়ন্ স্বকীয়-মন্ত্রদাননিমিত্তকং দোষমগণয়ন্ ॥ ১৪৬ ॥ ১৪৭ ॥

নন্থ পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াৎ তথা মাতামহস্য চেত্যাদিনিষেধবাক্যমুল্লঙ্ঘ্য পিত্রা-দিভ্যো ব্রাহ্মং মন্ত্রং গৃহ্নতাং পুত্রাদীনামাত্মীয়মন্ত্রদানে তত্তন্নিষেধবাক্যমনাদৃত্য শিষ্যেভ্যঃ স্বয়ং ব্রহ্মমন্ত্রং দদতো গুরোশ্চ প্রত্যবায়ভাগিত্বং স্যাত্তত্রাহ, স্বমন্ত্রদানে ইত্যাদি। যো দোষঃ উক্ত ইতি শেষঃ ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥

ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, এবং মাতামহ দৌহিত্রকে, ব্রহ্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হয়েন।[১৪৭] নিজমন্ত্র প্রদানে যে দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং পিত্রাদিকৃত দীক্ষায় যে দোষ উল্লিখিত আছে, ব্রহ্মের এই সিদ্ধ মহামন্ত্রে সে সমুদায় দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই (৪৭)।[১৪৮] ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর মুখে, যে কোন বিধানে ব্রহ্মমন্ত্র শ্রবণ করিলেই মনুষ্য ব্রহ্মময় ও পবিত্র হয়; সুতরাং তাহাকে আর পাপপুণ্যে লিপ্ত হইতে হয় না।[১৪৯] যে সকল

---

(৪৭)—পিতুর্দীক্ষা যতের্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণ-দায়িকা॥ তন্ত্রসারাদিধৃত এই গণেশবিমর্ষিণী-বচন-অনুসারে, পিতার নিকট, যতির অর্থাৎ পরমহংসাদির নিকট, বনবাসীর নিকট অথবা স্ত্রীপুত্র-বিরহিত ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে মঙ্গল হয় না। এইরূপ দৌহিত্রকে, সোদর ভ্রাতাকে, পত্নীকে এবং ভাগিনেয় প্রভৃতিকেও দীক্ষা করা তন্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। যথা, পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ। সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরীপক্ষাশ্রিতস্য চ॥ ন পত্নীং দীক্ষয়েৎ ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্। ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরঞ্চ ন দীক্ষয়েৎ॥ পরন্তু ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ স্থলে এ সমুদায় বিচার নাই।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিতা যে গৃহস্থা ব্রহ্মণাদয়ঃ ॥
স্বস্ববর্ণোত্তমাস্তে তু পূজ্যা মান্যা বিশেষতঃ ॥ ১৫০ ॥
ব্রাহ্মণা যতয়ঃ সাক্ষাৎ ইতরে ব্রাহ্মণৈঃ সমাঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বে পূজয়েয়ু-র্ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রহ্মদীক্ষিতান্ ॥ ১৫১ ॥
যে চ তানবমন্যন্তে তে নরা ব্রহ্মঘাতিনঃ ।
পতন্তি ঘোরনরকে যাবদ্ভাস্করতারকম্ ॥ ১৫২ ॥
যৎ পাপং স্ত্রীবধে প্রোক্তং যৎ পাপং ভ্রূণঘাতনে ।
তস্মাৎ কোটিগুণং পাপং ব্রহ্মোপাসকনিন্দনাৎ ॥ ১৫৩ ॥

ব্রহ্মমন্ত্রেত্যাদি। যত ইতি শেষঃ। ব্রহ্মমন্ত্রমুপাসিতাঃ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিতাঃ গম্যাদীনামুপসংখ্যানমিতি দ্বিতীয়াতৎপুরুষঃ ॥ ১৫০ ॥

ব্রাহ্মণা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণাঃ সাক্ষাৎ যতয়ঃ পরিব্রাজকা ভবেয়ুঃ ইতরে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥ ১৫১ ॥

অথ ব্রহ্মোপাসকান্ জনান্নিন্দতাং জনানামখিলপাতকাশ্রয়ত্বমিত্যাহ, যে চ তানিত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্। তান্ ব্রহ্মদীক্ষিতান্। অবমন্যন্তে অনাদ্রিয়ন্তে। ভাস্করতারকং যাবত্তিষ্ঠেত্তাবৎ। ভ্রূণঘাতনে গর্ভঘাতনে ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥

ব্রাহ্মণ বা অন্যজাতীয় ব্যক্তি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন ; সুতরাং ব্রহ্মোপাসকগণকে বিশেষরূপে সম্মানিত করা ও পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।[১৫০] ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ যতিস্বরূপ এবং অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণের সদৃশ হইয়া উঠেন (৪৮)। এইজন্য ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।[১৫১] যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির অবমাননা করিবে, তাহারা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতকে পাতকী হইবে এবং যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও তারা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা ঘোর নরকে অবস্থান করিবে।[১৫২] স্ত্রীহত্যা করিলে যে পাপ হয়, ভ্রূণহত্যায় যে পাতক হয়, একমাত্র ব্রহ্মোপাসকের নিন্দা করিলে তাহার কোটিগুণ পাপ হইয়া থাকে।[১৫৩]

(৪৮)—মহাভারতে অজগরপ্রশ্নে আছে,—জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥ অর্থাৎ, মানবগণ জন্মকালে শূদ্র থাকে ; উপনয়ন সংস্কার হইলে দ্বিজ হইয়া থাকেন ; বেদপাঠনিরত ব্যক্তিই বিপ্র এবং যিনি ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

যথা ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব তব সাধনাৎ ॥ ১৫৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নে
পরব্রহ্মোপদেশকথনং নাম
তৃতীয়োল্লাসঃ ॥ ৩ ॥

যথেত্যাদি। ব্রহ্মসাযুজ্যং ব্রহ্মত্বম্ ॥ ১৫৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং তৃতীয়োল্লাসঃ।

দেবি! ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে যেমন সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়, তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তৎসাধনদ্বারাও অবিকল সেইরূপ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। ১৫৪

পরব্রহ্মোপদেশকথন নামক তৃতীয়োল্লাস
সমাপ্ত।

চতুর্থোল্লাসঃ।

শ্রুত্বা সম্যক্ পরব্রহ্মো-পাসনং পরমেশ্বরী।
পরমানন্দসম্পন্না শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কথিতং যত্ত্বয়া নাথ ব্রহ্মোপাসনমুত্তমম্।
সর্ব্বলোকপ্রিয়করং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মপদপ্রদম্ ॥ ২ ॥
তেজোবুদ্ধিবলৈশ্বর্য্য-দায়কং সুখসাধনম্।
তৃপ্তাস্মি জগদীশান তব বাক্যামৃতপ্লুতা ॥ ৩ ॥

পরমেশ্বরী শঙ্করং কিং পরিপৃচ্ছতীত্যপেক্ষায়ামাহ, কথিতং য়ি ত্যাদি ॥ ১ ॥ ২ ॥

তেজ ইত্যাদি। তৃপ্তাস্মি তদ্‌ব্রহ্মোপাসনং শ্রুত্বেতি শেষঃ। তব বা মৃতপ্লুতা তাবকীনবাগ্‌রূপপীযূষে নিমগ্না ॥ ৩ ॥

ভগবতী ভবানী, অবহিত হৃদয়ে পরমব্রহ্মের উপাসনা-বিবরণ আদ্যো শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ হৃদয়ে পুনর্ব্বার শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবতী কহিলেন! নাথ! আপনি যে সমীচীনরূপে ব্রহ্মোপাস বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন, ইহা সর্ব্বলোকের হিতকর ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ প্রদায়ক।[২] এই ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখসৌভাগ্য লা পরিমার্জ্জিত নির্ম্মল বুদ্ধিপ্রাপ্তি, তেজোবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি ও অতুল ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; জগদীশ্বর! আমি আপনকার বাক্যামৃতে পরিপ্লুতা ও পরি হইয়াছি।[৩] পরন্তু করুণাময়! আপনি যে বলিলেন, পরমব্রহ্মের উপাসনা দ্ব

---

(৪৬) ঐশ্বর্য্য শব্দে বিপুল ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব প্রভৃতি। অথবা অণিমা, লঘিমা আ অষ্ট বিভূতি। ৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনী (১) দেখুন।

যদুক্তং করুণাসিন্ধো যথা ব্রহ্মনিষেবণাৎ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব মম সাধনাৎ॥ ৪ ॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি মদীয়সাধনং পরম্।
ব্রহ্মসাযুজ্যজননং যত্ত্বয়া কথিতং প্রভো॥ ৫ ॥

যদুক্তমিত্যাদি। হে করুণাসিন্ধো কৃপাসমুদ্র ব্রহ্মনিষেবণাৎ পরব্রহ্মণ উপাসনাদ্যথা জনা ব্রহ্মসাযুজ্যং ব্রহ্মত্বং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি তথৈব মম সাধনাদপি ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নুবন্তীতি যত্ত্বয়োক্তং তত্র কিং কারণমস্তীত্যেতদ্বেদিতুং জ্ঞাতুমহমিচ্ছামীতি দ্বিতীয়শ্লোকগতৈঃ পদৈরন্বয়ঃ॥ ৪ ॥

এতদিত্যাদি। হে প্রভো ব্রহ্মসাযুজ্যজননং ব্রহ্মত্বোৎপাদকমতএব পরং শ্রেষ্ঠং যন্মদীয়ং সাধনং ত্বয়া কথিতং তচ্চ কীদৃশং বর্ত্ততে এতদপি বেদিতুমিচ্ছামি॥ ৫ ॥

যেরূপ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়, সেইরূপ আমার সাধন দ্বারাও (৪৭) ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে; ইহার কারণ কি, আমি জানিতে ইচ্ছা করি।[৪] প্রভো! পরমপুরুষার্থ-সাধক ও ব্রহ্মসাযুজ্য-জনক, সেই মদীয় সাধনের বিষয় যাহা আপনি উল্লেখ করিলেন তাহা কিরূপ আমি আপনার নিকট অবগত হইতে ইচ্ছা করি।[৫]

---

(৪৭)—'আমার সাধন' অর্থাৎ আদ্যাশক্তির সাধন। ব্রহ্মসাধন দ্বারা যাঁহার উপাসনা হয়, আদ্যাশক্তির সাধন দ্বারাও তাঁহারই উপাসনা হইয়া থাকে। কারণ এস্থলে ব্রহ্ম শব্দে মূলপ্রকৃতিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্ম; এবং আদ্যাশক্তি শব্দে তুরীয় ব্রহ্মযুক্ত মূলপ্রকৃতি। ইনিই মায়া মহামায়া কালী মহাকালী আদ্যাশক্তি প্রভৃতি নামে উপাসিতা হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও মায়া পরস্পর পৃথক্ নহেন। যদি উভয়কে পৃথক্ করা যাইত, তাহা হইলে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকাতে তিনি জড়পদার্থ মধ্যে এবং শক্তির চৈতন্য না থাকাতে তিনিও জড়পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতেন। শক্তি ও ব্রহ্ম, উভয়ের পরস্পর অ-বিনা-ভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ শক্তিবিরহিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-বিরহিত শক্তি থাকিতে পারেন না। ব্রহ্মের উপাসনা করিবার সময় শক্তিযুক্ত ব্রহ্ম লক্ষিত হয়েন, এবং শক্তির উপাসনা করিবার সময় ব্রহ্মযুক্ত শক্তি লক্ষিত হয়েন; সুতরাং ব্রহ্মের উপাসনা বা শক্তির উপাসনা ভিন্ন নহে; কারণ শক্তি-সমবেত ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-সমবেত শক্তি একই কথা। ঈদৃশ অবস্থায় ব্রহ্মসাধনে যে ফল হইবে, শক্তিসাধনেও সেই ফল হইবে, সন্দেহ কি!

বিধানং কীদৃশং তস্য সাধনং কেন বর্ত্মনা ।
মন্ত্রঃ কো বাত্র বিহিতো ধ্যানপূজাদিকঞ্চ কিম্ ॥ ৬ ॥
সবিশেষং সাবশেষম্ আমূলাদ্বক্তুমর্হসি ।
মম প্রীতিকরং দেব লোকানাং হিতকারকম্ ।
কো হ্যন্যস্ত্বামৃতে শম্ভো ভবব্যাধিভিষগ্‌গুরুঃ ॥ ৭ ॥
ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা পার্ব্বতীং পার্ব্বতীপতিঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধনকারণম্ ।
তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ৯ ॥

বিধানমিত্যাদি। তস্য মদীয়সাধনস্য। অত্র মম সাধনে ॥ ৬ ॥
সবিশেষমিত্যাদি। সাবশেষম্ অবশেষপর্য্যন্তম্। আমূলাৎ মূলমারভ্য ত্বামৃতে ত্বাং বিনা। ভবব্যাধিভিষগ্‌গুরুঃ জন্মাদিরূপস্য ব্যাধেশ্চিকিৎসকশ্রেষ্ঠঃ
ইতীত্যাদি। উবাচ উত্তরমিতি শেষঃ ॥ ৮ ॥
পার্ব্বতীপতিঃ পার্ব্বতীং কিমুত্তরমুবাচেত্যপেক্ষায়ামাহ. শৃণু দেবীত্যাদি হে দেবি হে মহাভাগে মহাভাগ্যশালিনি যেন কারণেন তব সাধনতো জনঃ ব্রহ্মসাযুজ্যং ব্রহ্মত্বমশ্নুতে লভতে তন্ময়া কথ্যমানং তবারাধনকারণং শৃণ্বিত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥

নাথ! কিরূপ পথ অবলম্বন করিয়া কিরূপ বিধান অনুসারে মদীয় সাধন করিতে হইবে? তাহার মন্ত্রই বা কি? ধ্যান পূজা প্রভৃতিই বা কিরূপ?[৬] তৎ সমুদায় বিশেষরূপে ও সম্পূর্ণরূপে আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন। দেবদেব! এতৎশ্রবণে আমার প্রীতিসাধন ও সমুদায় লোকেরও হিতসাধন হইবে। শম্ভো! এই জগতে আপনি ব্যতিরেকে অপর কোন্ ব্যক্তি আর ভবরোগ-বৈদ্যের গুরু হইতে পারেন![৭] দেবী পার্ব্বতীর মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীপতি দেবদেব মহেশ্বর পরম প্রীতি সহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন।
শ্রীসদাশিব কহিলেন, মহাভাগে! কি জন্য তোমার আরাধনা করা কর্ত্তব্য, কি কারণেই বা তোমার আরাধনা দ্বারা লোকে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবি![৯] যিনি পরমাত্মা ও পরম

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ ১০ ॥

অথ পরমেশ্বরীসাধনস্য ব্রহ্মসাযুজ্যজনকত্বে তদ্রূপং ব্রহ্মসারূপ্যমেব কারণমস্তীত্যভিধাতুমুপক্রমতে. ত্বং পরা প্রকৃতিরিত্যাদি। যত ইতি শেষঃ। পরমা মায়া শক্তির্ব্বা যস্য স পরমঃ অততি সর্ব্বং ব্যাপ্নোত্যাত্মা পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি পরমাত্মা তস্য পরমাত্মনো ব্রহ্মণো যতস্ত্বং সাক্ষাৎ পরাত্যুৎকৃষ্টা প্রকৃতিরসীত্যেবমন্বয়ঃ কার্য্যঃ ॥ ১০ ॥

তাঁহার সহিত একমাত্র তোমারই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও নিত্য সম্বন্ধ। তুমি তাঁহার পরা প্রকৃতি (৪৮)। শিবে! তোমা হইতেই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং একমাত্র তুমিই নিখিল জগতের জননী।১০ ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব অবধি পরমাণু পর্য্যন্ত এই সমুদায় চরাচর জগৎ তোমা কর্ত্তৃকই সমুৎ-

(৪৮)—এস্থলে পরমাত্মা ও পরমব্রহ্ম শব্দে তুরীয় ব্রহ্ম লক্ষিত হইতেছেন। যিনি বিশ্ব, বিরাট্ বা জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ; যিনি তৈজস, হিরণ্যগর্ভ বা স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ; যিনি অব্যাকৃত, প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী পুরুষ; তাদৃশ অবস্থাপন্ন পুরুষত্রিতয়ের অতীত ব্রহ্মকে তুরীয় ব্রহ্ম বলা যায়। এস্থলে মূলপ্রকৃতির অংশস্বরূপা পার্ব্বতীকে সদাশিব, মূল-প্রকৃতি হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া বর্ণন করিতেছেন। তুরীয় ব্রহ্মের সহিত মূলপ্রকৃতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, গুণত্রয়ের নিদ্রাস্থান অথবা নির্গুণ অবস্থাই মূল-প্রকৃতি। পরে গুণক্ষোভ হইলে প্রকৃতির তামসিক অংশ হইতে মহেশ্বর ও মহাকালী, রাজ-সিক অংশ হইতে ব্রহ্মা ও মহাসরস্বতী এবং সাত্ত্বিক অংশ হইতে মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মী উৎপন্ন হয়েন। ইঁহাদের সহিত পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে, প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা পরম্পরা-সম্বন্ধ মাত্র। প্রাকৃতিক প্রলয় সময়ে গুণ সমুদায় মূলপ্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তৎকালে মূলপ্রকৃতি ভিন্ন অন্য বস্তু না থাকাতে কেবল মূলপ্রকৃতির সহিতই ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ থাকে। প্রকৃতির গুণক্ষোভ সময়ে যেরূপ গুণ সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশমান হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও দুই অংশে বিভক্ত হয়েন। বিশুদ্ধ অংশের নাম পরাপ্রকৃতি, বিদ্যা বা মায়া। মলিন অংশের নাম অপরা প্রকৃতি, অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই মলিন অংশকে কেহ কেহ মূল অজ্ঞান বলিয়া থাকেন। পরাপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যের নাম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ও শিব, এবং অপরা প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য অজ্ঞান-জীব-শব্দবাচ্য। পঞ্চদশীতে কথিত আছে, "তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা। সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে ॥ মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ। অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা ॥" ইতি।

মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্ ।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥ ১১ ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানাম্ অস্মাকমপি জন্মভূঃ ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥ ১২ ॥

মহদিত্যাদি। মহত্তত্ত্বমাদির্যস্য তন্মহদাদি ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ, ত্বমাদ্যেত্যাদি। আদ্যা আদিভূতা। নত্বন্যেষামেব জগতাং জননী ত্বমসি কিন্ত্বস্মাকং শঙ্করাদীনামপি জন্মভূরুৎপত্তিস্থানং ত্বম্। জগজ্জননীত্বাং সর্ব্বং জগৎ ত্বং জানাসি ত্বত্তো জাতত্বাৎ কশ্চন অপি ত্বাং তু ন জানাতি ॥১২॥

পাদিত হইয়াছে এবং এই সমুদায় জগৎ তোমারই অধীন(৪৯)।১১ তুমি সকলেরই আদ্যা। সমুদায় মহাবিদ্যা, সিদ্ধবিদ্যা, বিদ্যা ও উপবিদ্যা তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন; এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এবং আমিও তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় অবগত হইতেছ, কিন্তু কেহই তোমাকে জানিতে পারেন না (৫০)।১২

---

(৪৯)—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত। সাংখ্যমতে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ব। পরমাণু হইতে যে যৌগিকী সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্দ্বারা তত্বান্তর উৎপন্ন হয় নাই, যেমন সুবর্ণ ও অলঙ্কার, মৃত্তিকা ও ঘট, একই পদার্থ। ফলতঃ, তন্ত্র অনুসারে সৃষ্টিপ্রকরণ অতীব অদ্ভুত। এমন কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইলেই দিব্য জ্ঞান জন্মে। তাহা সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া দুর্ঘট। ন্যায় সাংখ্য প্রভৃতি কোন দর্শনকারই তাদৃশ সূক্ষ্ম পথ দেখিতে পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় দর্শনকারদিগের পরস্পর বিরোধভাব দৃষ্ট হয়; কিন্তু তান্ত্রিক সৃষ্টিপ্রকরণের সহিত কাহারও বিরোধ নাই। যিনি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বাসনা করেন, তিনি সদ্গুরুর নিকট উত্তর আম্নায়ের উপদেশ গ্রহণ করুন, পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে।

(৫০)—দেবীভাগবতে বর্ণিত আছে;—প্রলয়কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উৎপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কে আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন। পরে তিনি কিছুই নিরূপণ করিতে না পারিয়া পদ্ম হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মৃণাল ধরিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; দেখিলেন, বিষ্ণুর নাভি হইতে পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিষ্ণু ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তখন তিনি বিষ্ণুর স্তব করিয়া কহিলেন, আপনি সকলের প্রভু ও অধীশ্বর। আপনি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা। আপনি আবার কাহার ধ্যান করিতেছেন! বিষ্ণু কহিলেন, আমি স্বাধীন নহি।

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥ ১৩॥

কিঞ্চ. ত্বং কালীত্যাদি॥ ১৩॥

দেবি! তুমিই কালী, তুমিই তারা, তুমিই দুর্গা, তুমিই ষোড়শী, তুমিই ভুবনেশ্বরী, তুমিই ধূমাবতী, তুমিই বগলা, তুমিই ভৈরবী, তুমিই ছিন্নমস্তা,১৩

দেখ, যিনি আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি স্তবে তুষ্ট হইয়া সামর্থ্য প্রদান করাতেই আমি মধুকৈটভ-বধে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি যদি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে কি বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি তির্য্যক্-যোনিতে জন্ম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতাম! দেখ, যখন আমার মস্তক উড়িয়া গিয়াছিল, তখন তোমার স্তবে ভগবতী তুষ্ট হইয়া তোমাকে অশ্বমুণ্ড যোজনা করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন; তাহাতে আমি হয়গ্রীব নামে বিখ্যাত হইয়াছি। ইহা কি আমার সামান্য বিড়ম্বনা!

এইরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও তৎকালে উপস্থিত মহেশ্বর, তিন জনই সৃষ্টিকর্ত্তা কে! চিন্তা করিতেছেন; এমত সময় আকাশবাণী হইল, "সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্।" অর্থাৎ এই সমস্তই আমি, আমি ভিন্ন আর নিত্য বস্তু কিছুই নাই। পরে পুনর্ব্বার আকাশবাণী হইল, 'তোমরা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও।' তখন ব্রহ্মা কহিলেন, জল ভিন্ন অপর কোন বস্তুই নাই, কিরূপে সৃষ্টি করিব? এমত সময় সম্মুখে একখানি বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবতীর আদেশক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর সেই বিমানে আরোহণ করিলেন। বিমান ক্রমাগত উত্তর মুখে গমন করিতে লাগিল। পরে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সম্মুখে ব্রহ্মলোক! ব্রহ্মা ও সাবিত্রী সেইস্থানে উপবিষ্ট আছেন, মানস পুত্রগণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছে! এই ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্ময়াবিষ্ট ও ভীত হইলেন। পরে বিমান সেই স্থানে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনর্ব্বার উত্তর মুখে চলিল। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বহু দূর গিয়া দেখেন, সম্মুখে বৈকুণ্ঠ ধাম। বিষ্ণুর বামপার্শ্বে লক্ষ্মী উপবিষ্টা আছেন! এই ব্যাপার দেখিয়া বিষ্ণু হতবুদ্ধি হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিমান পুনর্ব্বার উত্তর দিকে ধাবমান হইল। কিয়দ্দূর গমনের পর দেখেন, সম্মুখে রুদ্রলোক! সেই স্থানে হরগৌরী উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, এবং জয়া বিজয়া নন্দী প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছেন! শঙ্কর মনে করিলেন, এ আবার কি! পরে বিমান পুনর্ব্বার উত্তর দিকে চলিল। কিয়দ্দূর গমনের পর দৃষ্ট হইল, সম্মুখে সুধাসাগর, মধ্যে মণিদ্বীপ, নীপবন, কল্পবৃক্ষ, রত্নমন্দির প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। রত্নসিংহাসনের উপর নিরুপম-রূপবতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জগজ্জননী ভুবনেশ্বরী উপবিষ্টা আছেন। সহস্র সহস্র পরিচারিকা তাঁহার সেবা করিতেছে।——

ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবি কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ॥ ১৪॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥ ১৫॥

ত্বমন্নপূর্ণেত্যাদি। বাগ্দেবী সরস্বতী। কমলালয়া লক্ষ্মীঃ। তনুঃ তবেতি শেষঃ॥ ১৪॥

ত্বমেবেত্যাদি। সূক্ষ্মা পরমাণুরূপা। স্থূলরূপত্বাৎ ব্যক্তং পরমাণুরূপত্বাচ্চাব্যক্তং স্বং স্বরূপং বিদ্যতে যস্যাঃ সা ত্বম্। বস্তুতো নিরাকারাপি আকৃতি-

তুমিই অন্নপূর্ণা, তুমিই বাগ্‌দেবী, তুমিই কমলা; অধিক কি, তুমি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা (৫১) ও তোমার শরীর সর্ব্বদেবময়, অর্থাৎ তুমি সমুদায় দেবতার শরীরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তত্তৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছ (৫২)।[১৪]

অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্তব করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। ভগবতী আজ্ঞা প্রদান করিলে তাঁহারা অবতীর্ণ হইবামাত্র স্ত্রীরূপ হইয়া গেলেন। এইরূপে তাঁহারা স্ত্রীরূপে পরিচারিকাভাবে দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবতী পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে পুরুষ করিয়া দিলেন। অনন্তর নিজ শরীর হইতে তিন জনকে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী, এই ত্রিশক্তি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, তোমরা এই শক্তি সহযোগে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে সমর্থ হইবে। পরে শিবের প্রতি আদেশ করিলেন, বৎস! যদিও তোমাতে তমোগুণের ভাগ অধিক, তথাপি তুমি সর্ব্বদা সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া থাকিবে। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর দেখিলেন, তিন শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই; সকলই মহামায়ার মায়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইরূপে যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তখন অপর কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারিবে!

(৫১)—আমাদিগের যে অঙ্গ-সঞ্চালন-শক্তি, দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, সঞ্জীবনী-শক্তি প্রভৃতি, তাহাও সেই ভগবতী। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে, "যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥" অস্মৎকৃত ত্রিশক্তিস্তোত্রেও আছে, "নিরাকৃতিস্ত্বং জগদাকৃতিস্ত্বং ত্বং সর্ব্বশক্তির্জগদাদ্যশক্তিঃ। ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানময়ী চ শক্তিস্ত্বং কাতারে ত্রিপুরে প্রসীদ॥"

(৫২)—অস্মৎকৃত ত্রিশক্তিস্তোত্রে এ বিষয় সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে; যথা, ব্রহ্মাধিষ্ঠায় জগৎ সৃজন্তী বিষ্ণাবধিষ্ঠায় চ পালয়ন্তী। শিবেঽপ্যধিষ্ঠায় চ সংহরন্তী ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ॥

উপাসকানাঞ্চ কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ ॥ ১৬ ॥
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী ॥ ১৭ ॥

শূন্যাপি ত্বং সাকারা আকারবিশিষ্টা ভাসি। অতঃ ত্বাং বেদিতুং জ্ঞাতুং কোঽর্হতি যোগ্যো ভবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নন্থ বস্তুতো যদি নিরাকারৈবাহং তর্হি কিমর্থং নানাবিধমাকারং দধামি তত্রাহ, উপাসকানামিত্যাদি ॥ ১৬ ॥

দেবি! তুমি সূক্ষ্মা, অতএব তুমি অব্যক্তস্বরূপা এবং নিরাকারা; অপিচ, তুমি স্থূলা, অতএব তুমি ব্যক্তরূপা ও সাকারা (৫৩), সুতরাং এই জগতে কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার এই স্বরূপ পরিজ্ঞানে সমর্থ হয়েন![১৫] তুমি উপাসকদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং দানবগণের সংহারের নিমিত্ত সময়ে সময়ে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া থাক।[১৬] তুমি বিশ্ব-রক্ষার নিমিত্ত কখনও চতুর্ভুজা, কখনও দ্বিভুজা, কখনও ষড়্ভুজা এবং কখনও বা অষ্টভুজা হইয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ কর।[১৭] দেবি! তুমি

---

(৫৩)—মূলপ্রকৃতি রূপে,—মূলপ্রকৃতি হইতে আবির্ভূত শক্তিরূপে,—শক্তি হইতে সমুৎপন্ন ত্রিবিধ নাদ অর্থাৎ ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব রূপে,—ত্রিবিধ নাদ হইতে সমুৎপন্ন ত্রিবিধ বিন্দু অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার রূপে,—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন অপঞ্চীকৃত শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান রূপে,—রাজসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি রূপে,—তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিরূপে এবং মনঃপ্রভৃতি রূপে ভগবতী অব্যক্তা সূক্ষ্মা ও নিরাকারা, আর পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতাদি রূপে তিনি ব্যক্তা স্থূলা ও সাকারা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে আছে, দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥ দানব সংহারাদি দ্বারা দেবতাদিগের অভীষ্ট ফল দানের জন্য যে সময় তিনি কোনরূপ দিব্যদেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হন তখনই লোকে বলে এই তাঁহার উৎপত্তি হইল। বস্তুতঃ তিনি নিত্যা, তাঁহার উৎপত্তিও নাই বিনাশও নাই। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজমানা। তিনি অব্যক্তস্বরূপা ও নিরাকারা হইলেও ভক্তগণ সাধনফলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ বাঞ্ছাকল্পস্বরূপিনী দিব্যদেহধারিনী রূপে দেখেন।

তত্তদ্রূপবিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্।
কথিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতাস্ত্রয়ঃ॥ ১৮॥
পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্ল্লভঃ।
বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে॥ ১৯॥
কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্॥ ২০॥
কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ ২১॥

ত্বা নানাবিধাস্তনূরেব দর্শয়ন্নাহ, চতুর্ভুজেত্যাদি॥ ১৭॥ ১৮॥

অথ পশুভাবাদিপ্রসঙ্গাৎ কলৌ যুগে বীরভাবস্যৈব বিদ্যমানত্বেন প্রত্যক্ষ-ফলদায়কানি বীরসাধনকর্ম্মাণ্যেব সাধনীয়ানীত্যেবাহ, পশুভাব ইত্যাদিভিঃ। ১৯॥ ২০॥ ২১॥

যেমন নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাক, সেইরূপ সেই সেই রূপভেদে নানাপ্রকার মন্ত্রসাধন, নানাপ্রকার যন্ত্রাদি সাধনও নানাতন্ত্রে আমি প্রকাশ করিয়াছি। এই মন্ত্র যন্ত্র প্রভৃতি সাধন বিষয়ে পশুভাব বীরভাব ও দিব্যভাব, এই তিন প্রকার ভাব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[১৮] পরন্তু কলিযুগে পশুভাব রক্ষা হইতে পারে না (৫৪), সুতরাং পশুভাব নাই। দিব্য ভাবও দুর্ঘট। এই কলিকালে কেবল বীরভাবের সাধনা সমুদায়ই প্রত্যক্ষ ফলদায়ক।[১৯] দেবি! কলিযুগে কুলাচার ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কুলসাধন করা কলিসম্ভূত জনগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।[২০] দেবেশি! কুলাচার অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়; এবং যে ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তিনি জীবন্মুক্ত হয়েন, সন্দেহ নাই।[২১] জ্ঞানদ্বারাই বস্তু সমুদায় পবিত্র বোধ হয় এবং জ্ঞানদ্বারাই আবার বস্তু সমুদায় অপবিত্র

---

(৫৪)—৩০ পৃষ্ঠার (১৫) টিপ্পনী দেখুন।

জ্ঞানেন মেধ্যমখিলম্ অমেধ্যং জ্ঞানতো ভবেৎ।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে মেধ্যামেধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥
যো জানাতি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্।
কিমস্ত্যমেধ্যং তস্যাগ্রে সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ২৩ ॥
ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানেনেত্যাদি। মেধ্যং পবিত্রম্ ॥ ২২ ॥
য ইত্যাদি। সনাতনং সর্ব্বদৈকরূপম্ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

বোধ হইয়া থাকে। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে পবিত্র বা অপবিত্র ভাব কিছুই স্থান প্রাপ্ত হয় না(৫৫)।[২২] যাঁহার সনাতন পরমব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে জগতে কোন বস্তুই পরমব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, অতএব তাঁহার পক্ষে আর কোন্ বস্তু অপবিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে![২৩]

দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী ও সকলের পরমজননী (৫৬); সুতরাং তুমি পরিতুষ্ট হইলে, সকলেরই পরিতোষ হয় (৫৭)।[২৪] সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তুমিই তমোরূপে বিদ্যমান ছিলে (৫৮); তোমার সেই অব্যক্ত রূপ, বাক্য ও মনের

---

(৫৫) যতক্ষণ বিষয়জ্ঞান বা এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণই তত্তদ্বস্তুর পবিত্রাপবিত্র সংস্কার ভেদে পবিত্রতা বা অপবিত্রতা জ্ঞান হয়। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে বিষয়ের ভেদাভেদ জ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে পবিত্র বা অপবিত্র ভাবও অন্তর্হিত হয়।

(৫৬)—ভগবতী বিশ্ব ও বিরাট্ রূপে, তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ রূপে, অব্যাকৃত ও প্রাজ্ঞ রূপে এবং অব্যক্ত রূপে সর্ব্বস্বরূপা। আর তিনি মূলপ্রকৃতি রূপে সমুদায় জগতের পরমজননী।

(৫৭)—ভগবতী সমুদায় জগতের মূল। মূলে জলসেক করিলে যেরূপ শাখা প্রশাখা ফল পুষ্প পত্র প্রভৃতির পুষ্টিসাধন হয়, সেইরূপ তাঁহার পরিতোষ সম্পাদিত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেরই পরিতোষ হইয়া থাকে।

(৫৮)—"তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ তৎপরে স্যাৎ তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ রজস্তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্বস্য রূপমিতি।" এই মৈত্রায়ণীয় শ্রুতি দ্বারা তমঃ শব্দে মূলপ্রকৃতি। অথবা, প্রলয়সময়ে তমোগুণ বিস্তৃত হইয়া সমুদায় জগৎ সংহার

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসী-ত্তমোরূপমগোচরম্ ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥ ২৫ ॥
মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ২৬ ॥

সৃষ্টেরিত্যাদি। অগোচরম্ আকৃতিশূন্যত্বাৎ বাঙ্মনসয়োরপ্যবিষয়ীভূতম্ ॥২৫
মহদিত্যাদি। ভূতান্তং পৃথিবীপর্য্যন্তম্। সর্ব্বকারণকারণং সর্ব্বেষাং মহ-
দাদীনাং কারণানামপি কারণং নিমিত্তভূতম্ ॥ ২৬ ॥

অগোচর। পরে পরমব্রহ্মের অর্থাৎ মূলপ্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত তুরী
ব্রহ্মের সিসৃক্ষা অনুসারে তোমারই রূপান্তর তমোরূপ শক্তি হইতে নিখি
জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।[২৫]

দেবেশি! মহত্তত্ত্ব অবধি পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত সমুদায় জগ
তোমা হইতেই সৃষ্ট হইতেছে। সকল কারণের কারণ পরমব্রহ্ম কেবল নিমি
মাত্র (৫৯)।[২৬] তিনি সৎস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী। সমস্ত পদার্থই তাঁহা কর্

করে। তৎকালে সত্ত্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে বিলয়প্রাপ্ত হয়। তখন এক
তমোগুণ ভিন্ন অপর কিছুই থাকে না। পরে ঐ তমোগুণও মূলপ্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত
অনন্তর সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে প্রথমতঃ তমোগুণের আবির্ভাব হয়।
তমোগুণ হইতে রজোগুণ এবং রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। মূ
তিনকে এই তমঃ, শক্তিশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা "নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ স
তনঃ। নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥ সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ
আসীৎ শক্তিস্ততো নাদো নাদাৎ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥" এস্থলে কলাযুক্ত পরমেশ্বর মূলপ্রকৃ
শক্তি তমোগুণ। কেহ কেহ ইহাকে মূল অজ্ঞানও বলেন। নাদ শব্দে মহত্তত্ত্ব। ইহা
প্রকার, তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক। এই নাদত্রয় অব্যক্ত মহেশ্বর, অব্যক্ত ব্রহ্মা ও অ
বিষ্ণু।

(৫৯)—পরমব্রহ্মের ক্রিয়া নাই, কর্ত্তৃত্বও নাই; পরন্তু চুম্বক-সান্নিধ্যে প্রচলিত লৌ
ন্যায় প্রকৃতি, পরমব্রহ্মের সত্তামাত্রেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। বৃক্ষ সমুদায়ের
পল্লবাদি বিকাশ বিষয়ে যেরূপ বসন্ত কালের সান্নিধ্য নিমিত্তমাত্র, সেইরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-
বিষয়ে পরমব্রহ্ম কেবল নিমিত্তমাত্র। গুণত্রয়ই উপাদান কারণ।

সদ্রূপং সর্ব্বতোব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু ॥ ২৭ ॥
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তম্ অবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ২৮ ॥
তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ২৯ ॥
তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

সদ্রূপমিত্যাদি। সদ্রূপং সর্ব্বদা স্থায়িস্বরূপম্। সর্ব্বমাবৃত্য নিঃশেষং পদার্থমাবেষ্ট্য। সর্ব্ববস্তুষু স্থিতমপি নির্লিপ্তমসম্বদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

নেত্যাদি। ন চাশ্নাতি ন চ ভুঙ্‌ক্তে। সত্যং যথার্থস্বরূপম্। জ্ঞানং সমস্তপদার্থাববোধঃ তৎস্বরূপং। অনাদ্যন্তং ন বিদ্যতে আদিঃ কারণম্ অন্তে নাশশ্চ যস্য তথাভূতম্ ॥ ২৮ ॥

তস্যেত্যাদি। তদিচ্ছামাত্রং পরব্রহ্মণ ইচ্ছামেব। অন্তে প্রলয়কালে ॥২৯॥৩০॥

সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি রূপান্তর বা পরিণাম নাই। তিনি সর্ব্বদা একভাবে রহিয়াছেন। তিনি চিন্মাত্র; তিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন।[২৭] তিনি নিষ্ক্রিয়; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই; তিনি কোন কর্ম্মই করেন না। তিনি আহার করেন না; তিনি গমন করেন না; তিনি কোন স্থানবিশেষে অবস্থানও করেন না। তিনি সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ। তিনি অনাদি অনন্ত এবং বাক্য ও মনের অগোচর।[২৮] তুমিই তাঁহার ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, পালন করিতেছ এবং প্রলয়কালে সমুদায় সংহারও করিতেছ। তুমি পরাৎপরা ও মহাযোগিনী।[২৯] জগৎসংহারকারক মহাকাল, তোমারই একটি রূপ মাত্র। এই মহাকাল মহাপ্রলয় সময়ে সমুদায় জগৎ গ্রাস করিবেন।[৩০] সর্ব্ব প্রাণীকে

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥ ৩১ ॥
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাৎ আদ্যা কালীতি গীয়তে ॥ ৩২ ॥
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে ॥ ৩৩ ॥

কলনাদিত্যাদি। কলনাৎ গ্রসনাৎ ॥ ৩১ ॥
কালেত্যাদি। আদিরূপিণী কারণস্বরূপা ॥ ৩২ ॥
পুনরিত্যাদি। নিরাকৃতি আকারশূন্যম্। বাচাতীতম্ অতিক্রান্তবাক্
মনোঽগম্যং মনসোঽপ্যপ্রাপ্যম্ ॥ ৩৩ ॥
সাকারেত্যাদি। সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বেষাং কারণভূতা। সর্ব্বকারণত্বাদেব

কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া, তিনি মহাকাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে
তুমি মহাকালকেও (৬০) কলন অর্থাৎ গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তুমি পরা
পরা আদ্যা কালিকা।[৩১] তুমি কালকে গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তো
নাম কালী এবং তুমি সকলের আদি। তুমি সকলের কালস্বরূপা এবং সক
আদিভূতা অর্থাৎ কারণস্বরূপা বলিয়া তোমাকে সকলে আদ্যা কালী বলি
কীর্ত্তন করে (৬১)।[৩২] আবার প্রলয়কালে বাক্যের অতীত, মনের অগ
তমোময়, নিরাকার, অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক একমাত্র তুমিই বিদ্য
থাক;[৩৩] সুতরাং তুমি সাকারা হইয়াও নিরাকারা এবং তুমি মায়া দ্বা
বহুরূপ অবলম্বন করিয়া থাক। তুমি সকলের আদি, কিন্তু তো

---

(৬০)—৫৮ সংখ্যক টিপ্পনীতে যে তম বা শক্তির উল্লেখ হইয়াছে, তিনিই মহাকাল
বিখ্যাত।

(৬১)—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মূলপ্রকৃতিতে উপহিত তুরীয়ব্রহ্ম অথবা তুরীয়ব্র
সহিত একীভূত মূলপ্রকৃতিই আদ্যা কালী নামে উপাসিতা হয়েন।

সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিনী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥ ৩৪ ॥
অতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্মমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তৎ ফলং তব সাধনাৎ ॥ ৩৫ ॥
নানাচারেণ ভাবেন দেশকালাধিকারিণাম্।
বিভেদাৎ কথিতং দেবি কুত্রচিদ্‌গুপ্তসাধনম্* ॥ ৩৬ ॥
যে যত্রাধিকৃতা মর্ত্ত্যা-স্তে তত্র ফলভাগিনঃ।
ভবিষ্যন্তি তরিষ্যন্তি মানুষা গতকিল্বিষাঃ ॥ ৩৭ ॥

বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্যাস্তথাভূতা ত্বমসি ॥ ৩৪ ॥
তব সাধনতো ব্রহ্মত্বলাভে ইদমেব কারণমস্তীত্যাহ, অত ইত্যাদিনা ॥ ৩৫ ॥
অথ সাধনং কেন বর্ত্মনেতি মদীয়ং সাধনং পরং কীদৃশং বর্ত্ততে ইতি চ যৎ পরমেশ্বর্য্যা পৃষ্টং তত্র মৎকথিতেনৈব মার্গেণ সর্ব্বঃ কর্ম্ম সাধনীয়ং মদুক্ত-বর্ত্মনা নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মণাং যৎ সাধনং তদেব তাবকীনং সাধনমিত্যুত্তরং দাতুং প্রক্রমতে. নানাচারেণেত্যাদি। নানাভাবেন চ। বিভেদাৎ বিশেষাৎ। কুত্রচিৎ তন্ত্রাদিষু ॥ ৩৬ ॥
য ইত্যাদি। যত্র গুপ্তসাধনে ব্যক্তসাধনে বা ॥ ৩৭ ॥

আদি কেহই নাই। তুমিই রজোগুণ দ্বারা সকলের সৃষ্টিকর্ত্রী, সত্ত্বগুণ দ্বারা সকলের পালনকর্ত্রী ও তমোগুণ দ্বারা সকলের সংহারকর্ত্রী।[৩৪] ভদ্রে! আমি এই নিমিত্ত তোমার নিকট বলিয়াছি যে, ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি যে ফল লাভ করিতে পারে, তোমার সাধন দ্বারাও সেই ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মোক্ষ ফল লাভ করিতে পারা যায়।[৩৫] দেবি! দেশভেদে, কালভেদে ও অধিকারিভেদে, বৈদিকাচার বৈষ্ণবাচার প্রভৃতি নানা আচার ও পশুভাব প্রভৃতি ভাবভেদ থাকাতে কোন কোন তন্ত্রে, অপ্রকাশ্যভাবে সাধন করিবার নিমিত্ত গুপ্তসাধনও বলিয়াছি।[৩৬] ফলতঃ, যে সকল মনুষ্য যেরূপ আচারে, যেরূপভাবে, যেরূপ সাধনে অধিকারী, তাহারা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেই ফলভাগী হইবে, এবং পাপপরিশূন্য হইয়া সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই।[৩৭] (পরন্তু প্রিয়ে! প্রবল

* তদত্র গুপ্তসাধনম্ ইতি পাঠান্তরম্।

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে মতির্ভবেৎ।
কুলাচারেণ পূতাত্মা সাক্ষাচ্ছিবময়ো ভবেৎ* ॥ ৩৮॥
যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা।
যোগেঽপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তূভয়মশ্নুতে ॥ ৩৯॥
একশ্চেৎ কুলতত্ত্বজ্ঞঃ পূজিতো যেন সুব্রতে।
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ পূজিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥৪০॥

অথ প্রবলে কলৌ যুগে কুলমার্গেণৈব সর্ব্বং কর্ম্ম সাধনীয়মিতি প্রতি-পাদনায় তমেব মার্গং স্তোতুমনা মহাদেবঃ পূর্ব্বং তন্মার্গবর্ত্তিনং জনং প্রশংসতি বহুজন্মেত্যাদিভিঃ। সাক্ষাচ্ছিবময়ঃ সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপঃ ॥ ৩৮ ॥

যত্রেত্যাদি। যত্র সাধনে। ভোগবিরহঃ ভোগাভাবঃ। উভয়মশ্নুতে যোগং ভোগঞ্চ লভতে ॥ ৩৯ ॥

কলিকালে একমাত্র কুলাচারই অবলম্বনীয়); যাঁহার বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্য সঞ্চিত আছে, সেই পুণ্যপুঞ্জ ফলে তাঁহারই কুলাচারে (৬২) মতি হইয়া থাকে। কুলাচারের অনুষ্ঠানে যাঁহার আত্মা পবিত্র হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ।

দেবি! যে স্থলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি ভোগবাহুল্য আছে, সেস্থলে যোগের সম্ভাবনা কোথায়! আর যে স্থলে যোগের অনুষ্ঠান আছে, সেস্থলে ভোগেরও সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। পরন্তু কুলাচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগ যোগ (৬৩) উভয়ই লাভ করিতে পারা যায়।[৩৯] সুব্রতে! যিনি একজন কুলতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির (৬৪) পূজা করেন, তাঁহার তদ্দ্বারা সমুদায় দেবদেবীরই পূজা করা হইয়া থাকে, ইহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।[৪০] সুবর্ণরাশিতে পরি-

---

* সাক্ষাৎ শিবময়ো হি সঃ ইতি পঠনীয়ম্।

(৬২)—কুলাচারের বিশেষ বিবরণ অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

(৬৩)—এস্থলে প্রাণের সহিত অপান, রেতের সহিত রজ, চন্দ্রের সহিত সূর্য্য, নাদের সহিত বিন্দু এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগই যোগ-শব্দবাচ্য।

(৬৪)—"ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্।" বংশমর্য্যাদাকে কুল বলা না; সনাতন ব্রহ্মই কুলশব্দবাচ্য। যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া নির্ব্বিকার ও গ... হইয়াছেন, তাঁহাকে কুলতত্ত্বজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। তিনিই উত্তম কৌল ও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম...

পৃথিবীং হেমসম্পূর্ণাং দত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং লভতে কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥৪১॥
শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে।
কুলাচারবিহীনস্তু ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ ॥ ৪২ ॥
কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে।
যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানী নরো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

এক ইত্যাদি। পূজিতাঃ তেনেতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥
শ্বপচ ইত্যাদি। অতিরিচ্যতে উত্তমভাবত্বাদ্বিশিষ্যতে ॥ ৪২ ॥
কৌলধর্ম্মাদিত্যাদি। কৌলধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মোত্তমত্বে হেতুং দর্শয়ন্নাহ, যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণেত্যাদি ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

পৃথিবী দান করিতে পারিলে, যে ফল লাভ করিতে পারা যায়, কুলাচার-নিরত ব্যক্তির অর্চ্চনা দ্বারা তাহার কোটিগুণ পুণ্য সঞ্চার হইয়া থাকে।[৪১] যদি কোন চণ্ডালও কুলতত্ত্বজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলা যায়। পরন্তু যদি কোনও ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত ব্যক্তিও কুলাচার-বিহীন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে চণ্ডাল জাতীয় মনুষ্য অপেক্ষাও অধম বলিয়া গণনা করিতে হইবে।[৪২] যে কুলধর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্রেই মানবগণ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া উঠে, আমার জ্ঞানে সেই কুলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কোন ধর্ম্মই নাই।[৪৩] দেবি! আমি তোমাকে সত্য কথা বলিতেছি, তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম

ব্রহ্মের পূজা করিলে যখন সমুদায় দেবদেবীর পূজা সিদ্ধ হয়, তখন যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার পূজা করিলে কি নিমিত্ত সমুদায় দেবদেবী পূজিত না হইবেন! কোন কোন স্থলে লিখিত আছে যে "কুলং কুণ্ডলিনী শক্তিরকুলং তু মহেশ্বরঃ।" কুণ্ডলিনী শক্তি কুল-শব্দবাচ্য ও মহেশ্বর অকুল-শব্দবাচ্য॥ বলা বাহুল্য মাত্র যে, যিনি কুণ্ডলিনীতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাকেও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলা যায়। কারণ, ব্রহ্ম শব্দে শক্তিযুক্ত চৈতন্য এবং কুণ্ডলিনী শব্দে চৈতন্যযুক্ত শক্তি; সুতরাং সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে উভয়ই এক বস্তু। আমাদের অনুভবে অজ্ঞান-জনিত বিক্ষেপ শক্তি দ্বারাই উভয়ে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন।

সত্যং ব্রবীমি তে দেবি হৃদি কৃত্বাবধারয়।
সর্ব্বধর্ম্মোত্তমাৎ কৌলাৎ পরো ধর্ম্মো ন বিদ্যতে॥ ৪৪॥
অয়ন্তু পরমো মার্গো গুপ্তোঽস্তি পশুসঙ্কটে।
ব্যক্তীভবিষ্যত্যচিরাৎ সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ॥ ৪৫॥
কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ন স্থাস্যন্তি বিনা কৌলান্ পশবো মানবা ভুবি॥ ৪৬॥
যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা।
ন স্থাস্যতি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥ ৪৭॥

অয়মিত্যাদি। পশুসঙ্কটে পশুসমূহে। সংবৃত্তে সম্যক্ প্রবৃত্তে॥ ৪৫॥ ৪৬॥
অথ তত্তদ্যুগবিধেয়াচারপ্রসঙ্গেন সংক্ষেপতঃ কলিযুগপ্রবলতালক্ষণা[ni]
কথয়তি, যদা ত্বিত্যাদিভিঃ। হে বরারোহে উত্তমে॥ ৪৭॥

পূর্ব্বক অবধারণ করিয়া রাখ যে, সকল ধর্ম্মের উত্তম ধর্ম্ম কুলধর্ম্ম অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠতর অন্য কোন ধর্ম্মই নাই।[৪৪] এই পরম উৎকৃষ্ট পথ সম্প্রতি পশুসঙ্কটে
পতিত হইয়া সুগুপ্ত রহিয়াছে, পরন্তু প্রবল কলির প্রাদুর্ভাব হইলেই অবিলম্বে
ইহা প্রকটিত হইয়া উঠিবে।[৪৫] আমি সত্য সত্য বলিতেছি, যখন কলির প্রাবল্য
হইবে, তখন কৌলাচারী মনুষ্য ব্যতীত পশ্বাচারী মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিবে
না (৬৫)।[৪৬] বরারোহে! যখন দেখিবে যে, বৈদিকী দীক্ষা ও পৌরাণিকী দীক্ষা
পৃথিবীতে আর নাই, তখনি বুঝিবে যে, প্রবল কলি উপস্থিত হইয়াছে।[৪৭]

---

(৬৫)—যিনি পাশবদ্ধ ও অজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন) তাঁহাকে পশু বলা যায়। এই পশু তিন প্রকার। উত্তম পশু, মধ্যম পশু ও অধম পশু। যাঁহারা বেদাচার বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচারে থাকিয়া যথানিয়মে দেবার্চ্চনা প্রভৃতি কার্য্য করেন ও কোন দেবতার দ্বেষ করেন না, তাঁহারা উত্তম পশু। যাঁহারা দেবগণের বিদ্বেষী ও ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে না থাকিয়া যথেচ্ছাচার করেন, তাঁহারা অধম পশু। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তীকে মধ্যম পশু বলা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ শাস্ত্রোক্ত কোন আচারেরই অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে; তাঁহারা অনাচারী বা অবৈধাচারী। এই পশুসঙ্কট অর্থাৎ পশুপ্রাবল্য নিবন্ধন কুলমার্গ নিগূঢ় গুপ্তভাবে ছিল, এক্ষণে ক্রমশঃ প্রকটিত হইতেছে। পশ্বাচারীর বিধান সম্পূর্ণ প্রতিপালন করিতেছেন, এরূপ ব্যক্তি সম্প্রতি নিতান্ত দুর্লভ।

যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভবা।
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৮ ॥
ক্বচিচ্ছিন্না ক্বচিদ্ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিণী।
ভবিষ্যতি কুলেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৯ ॥
যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫০ ॥
যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫১ ॥
যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ।
দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫২ ॥

যদেত্যাদি। শান্তে হে সংযতচিত্তে ॥ ৪৮ ॥
ক্বচিদিত্যাদি। সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা ॥ ৪৯॥
যদা স্ত্রিত্যাদি। অতিদুর্দ্দান্তাঃ অতিদুঃখেন দম্যন্তে যাঃ তথাভূতাঃ অতিদুঃখেন দমনীয়া ইত্যর্থঃ। কর্কশাঃ কঠোরাঃ। গর্হিষ্যন্তি নিন্দিষ্যন্তি ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২॥

শান্তে! শিবে! যৎকালে পাপপুণ্যের বেদোক্ত পরীক্ষা থাকিবে না, তখনই জানিবে যে, কলির প্রাবল্য হইয়াছে।[৪৮] কুলেশ্বরি! যৎকালে দেখিবে, সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন হইয়াছেন, তখনই বিবেচনা করিবে যে, কলি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।[৪৯] মহাপ্রাজ্ঞে! যৎকালে দেখিবে যে, ম্লেচ্ছজাতীয় জনগণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাতিশয় ধনলোলুপ হইয়াছে, তখনি বিবেচনা করিবে যে, কলি সাতিশয় প্রবল হইয়াছে।[৫০] যৎকালে স্ত্রীগণ অতিদুর্দ্দান্ত কর্কশ স্বভাব ও কলহনিরত হইয়া, স্বামীর নিন্দা ও বিদ্বেষাচরণ করিবে, তখনই বুঝিবে যে, কলির সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।[৫১] যৎকালে দেখিবে যে মনুষ্যগণ, কামমোহিত ও স্ত্রীর বশীভূত হইয়া গুরু মিত্র প্রভৃতির বিদ্রোহাচরণ করিতেছে, তখনই বিবেচনা করিবে যে, কলির সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।[৫২] যে সময় পৃথিবী অনুর্ব্বরা ও অল্পফলা, মেঘ সকল স্বল্পবর্ষী,

যদা ক্ষৌণী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোকবর্ষিণঃ ।
অসম্যক্‌ফলিনো বৃক্ষা-স্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৩ ॥
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদা ধনকণেহয়া ।
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৪ ॥
প্রকটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতে ।
গূঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৫ ॥
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু* যথা মদ্যাদিসেবনম্ ।
কলাবপি তথা কুর্য্যাৎ কুলধর্ম্মানুসারতঃ† ॥ ৫৬ ॥
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারং সত্যপূতা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
ব্যক্তাচারা দয়াশীলা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৭ ॥

যদা ক্ষৌণীত্যাদি । স্তোকবর্ষিণঃ স্বল্পবর্ষণশীলাঃ ॥ ৫৩ ॥
ভ্রাতর ইত্যাদি । ধনকণেহয়া বিত্তলেশাকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৫৪ ॥
প্রকটে ইত্যাদি । প্রকটে প্রব্যক্তে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতে সতি যদা গূঢ়পানং জনাশ্চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলির্জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৫৫ ॥
সত্যত্রেতেত্যাদি । যথা মদ্যাদিসেবনং প্রকাশতঃ কৃতবানিতি শেষঃ ॥ ৫৬ ॥
যে কুর্ব্বন্তীত্যাদি । ন হি তান্ বাধতে তান্ন পীড়য়তি ॥ ৫৭ ॥

এবং বৃক্ষ সকল সম্যক্ ফলশালী নহে, তখনই বিবেচনা করিবে যে, কলির সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।[৫৩] যৎকালে ভ্রাতৃগণ, স্বজনগণ ও অমাত্যগণ সামান্য ধনলোভে অন্ধ হইয়া, পরস্পর বিবাদ কলহ ও প্রহার পর্য্যন্ত করিবে, তখনই জানিবে যে, কলি সাতিশয় প্রবল হইয়াছে।[৫৪] যৎকালে প্রকাশ্যরূপে মদ্য মাংস ভক্ষণ করিলেও কেহ নিন্দা বা দণ্ড প্রদান করিবে না, অথচ সকলে গূঢ়রূপে সুরাপান করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই বিবেচনা করিবে যে, প্রবল কলির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।[৫৫]

দেবি! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যেরূপ মদ্যমাংসাদি সেবন বিহিত ছিল, কলিযুগেও সেইরূপ কুলধর্ম্মানুসারে সুরাপানাদি করিবে।

---

* সত্যত্রেতাদ্বাপরে চ ইত্যপি পাঠঃ ।
† কুলবর্ত্মানুসারতঃ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

গুরুশুশ্রূষণে যুক্তা ভক্তা মাতৃপদাম্বুজে।
অনুরক্তাঃ স্বদারেষু ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৮ ॥
সত্যব্রতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ।
কুলসাধনসত্যা যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৯ ॥
কুলমার্গেণ তত্ত্বানি শোধিতানি চ যোগিনে।
যে দদ্যুঃ সত্যবচসে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬০ ॥
হিংসামাৎসর্য্যরহিতা দম্ভদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ।
কুলধর্ম্মেষু নিষ্ঠা যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬১ ॥

গুর্ব্বিত্যাদি। যুক্তাঃ সঙ্গতাঃ। অনুরক্তাঃ অনুরাগবন্তঃ ॥ ৫৮ ॥ সত্যব্রতা ইত্যাদি। কুলসাধনসত্যাঃ কুলসাধনে যথার্থাভিধায়িনঃ ॥ ৫৯ ॥ হিংসেত্যাদি। হিংসামাৎসর্য্যরহিতাঃ প্রাণবিয়োগানুকূলব্যাপারো হিংসা অন্যশুভদ্বেষো মাৎসর্য্যং তাভ্যাং হীনাঃ ॥ ৬১ ॥

পারিবে (৬৬) যাঁহারা।[৫৬] সত্যবাক্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্যক্তভাবে কুলধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করিবেন, কলি তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে পারিবে না।[৫৭] যাঁহারা গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকিবেন, যাঁহারা মাতাপিতার চরণকমলে ভক্তিযুক্ত হইবেন, যাঁহারা কেবল স্বপত্নীতেই অনুরক্ত থাকিবেন, তাঁহারাও কলির দ্বারা উৎপীড়িত হইবেন না।[৫৮] যাঁহারা সত্যব্রত সত্যনিষ্ঠ ও সত্য ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া, কুলসাধনে যথার্থ অনুরক্ত থাকিবেন, কলি তাঁহাদিগকেও প্রপীড়িত করিতে পারিবে না।[৫৯] যাঁহারা কুলাচারোক্ত বিধি অনুসারে শোধিত মদ্যমাংসাদি পঞ্চতত্ত্ব, সত্যনিষ্ঠ কুলযোগীকে প্রদান করিবেন, কলি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না।[৬০] যাঁহারা হিংসাপর ও পরশ্রীকাতর নহেন,

---

(৬৬)—রামায়ণে রামচন্দ্র ও সীতা, মহাভারতে ও হরিবংশে নারদ ঋষি, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, যদুবংশীয় অপরাপর পুরুষ ও রমণীগণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণে দত্তাত্রেয় মুনি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের মদ্য মাংসাদি সেবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ স্মৃতি ও পুরাণে নানা স্থলে বৈধ সুরাপানাদির বিধান দৃষ্ট হয়। ইহার প্রমাণ অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

কৌলিকৈঃ সহ সংসর্গং বসতিং কুলসাধুষু।
কুর্ব্বন্তি কৌলসেবাং যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥৬২॥
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ কুলাচারেষু নিশ্চলাঃ।
সেবন্তে ত্বাং কুলাচারৈ-র্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥৬৩॥
স্নানং দানং তপস্তীর্থং ব্রতং তর্পণমেব চ।
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈ-র্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৪॥
জীবসেকাদিসংস্কারাঃ পিতৃশ্রাদ্ধাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈ-র্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৫॥

কৌলিকৈরিত্যাদি। বসতিং নিবাসম্ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

যাঁহারা দম্ভ ও দ্বেষ পরিশূন্য, যাঁহারা কুলধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্, তাঁহা[...] কলি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইবেন না।৬১ যাঁহারা কৌলিক মহাপুরুষদিগে[...] সংসর্গে থাকেন, যাঁহারা কুলসাধুদিগের (৬৭) নিকট বসতি করেন এ[...] যাঁহারা কৌলগণের সেবা করেন, কলি তাঁহাদেরও বিপরীতাচরণ করি[...] পারে না।৬২ কুলাচারে দৃঢ়মতি যে সকল কুলধর্ম্মাবলম্বী সাধক লোক সম[...] বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বিবিধ বেশ ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করেন, অ[...] কেবল কুলাচার দ্বারাই তোমার পূজা করিয়া থাকেন (৬৮) কলি তাঁহাদে[...] বিরোধী হইতে পারে না। ৬৩ স্নান, দান, তপস্যা, তীর্থ দর্শন, ব্র[...] নুষ্ঠান ও তর্পণ এই সমুদায় যাঁহারা কুলাচার অনুসারে করেন, ক[...] তাঁহাদিগকেও কোন ক্লেশ দিতে পারে না।৬৪ যাঁহারা কুলাচার অ[...] সারে গর্ভাধান প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপের অনু[...] করেন, কলি তাঁহাদিগকেও পীড়ন করিতে সক্ষম নহে।৬৫ যাঁহারা কুল[...]

---

(৬৭)—যাঁহারা লতাসাধন, শ্মশানসাধন, শবসাধন প্রভৃতি কুলসাধন করেন, তাঁহাদি[...] কুলসাধু বলা যায়।

(৬৮)—তন্ত্রসারের কুলাচার-প্রকরণে আছে——

অন্তঃশাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥

কুলতত্ত্বং কুলদ্রব্যং কুলযোগিনমেব চ।
নমস্কুর্ব্বন্তি যে ভক্ত্যা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৬ ॥
কৌটিল্যানৃতহীনানাং স্বচ্ছানাং কুলমার্গিণাম্।
পরোপকারব্রতিনাং সাধূনাং কিঙ্করঃ কলিঃ ॥ ৬৭ ॥
কলের্দ্দোষসমূহস্য মহানেকো গুণঃ প্রিয়ে।
সত্যপ্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রতঃ ॥ ৬৮ ॥

কুলতত্ত্বমিত্যাদি। কুলতত্ত্বং স্ত্রীকুসুমাদি। কুলদ্রব্যং মদ্যমাংসাদি ॥ ৬৬ ॥
কৌটিল্যেত্যাদি। পরোপকারব্রতিনাং পরোপকাররূপঃ ব্রতমস্ত্যেষামিতি পরোপকারব্রতিনঃ তেষাম্ ॥ ৬৭ ॥
কলেরিত্যাদি। দোষসমূহস্য দোষসমূহবতঃ ॥ ৬৮ ॥

কুলদ্রব্য (৬৯) এবং কুলযোগীকে দর্শন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করেন, কলি তাঁহাদিগকে কোনরূপ পীড়া দান করিতে পারে না।৬৬ যাঁহারা কুটিলতা ও মিথ্যাচার বিহীন, যাঁহারা পরোপকারনিরত ও সাধু, এবং যাঁহারা সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে কুলপথ অবলম্বন করেন, কলি তাঁহাদের কিঙ্কর স্বরূপ হইয়া থাকে।৬৭

প্রিয়ে! কলিযুগ অশেষ দোষের আকর হইলেও, ইহার একটি মাত্র মহৎ গুণ এই যে, যে সকল কুলাচারপরায়ণ ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাঁহারা মানসে সঙ্কল্প মাত্রেই শ্রেয়োলাভ করেন অর্থাৎ কুলসাধক কোন সদনুষ্ঠানের মানস করিয়া যদি দৈবগত্যা তাহা সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলেও তাঁহারা সেই অভিলষিত কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন।৬৮ দেবি! অপরাপর যুগে

অর্থাৎ যাঁহারা মনে মনে শক্তির উপাসক হইয়াও বাহে শৈবের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং সভাস্থলে বৈষ্ণব-মতাবলম্বী হইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও বিচারাদি করেন এইরূপ বামাচারী কৌল আবশ্যকমত নানা রূপ ও নানা বেশ ধারণ পূর্ব্বক মহীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই ভাবাবলম্বী ছিলেন।

(৬৯)—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও শক্তি, এই পাঁচটি কুলদ্রব্য। বজ্রপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডপুষ্প, গোলপুষ্প ও সার্ব্বকালিক পুষ্প এই পাঁচটি কুলতত্ত্ব। বিন্দুও কুলতত্ত্ব মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক কুলদ্রব্য ও কুলতত্ত্ব এস্থলে অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তাহা ব্যক্ত করা অনাবশ্যক।

অপরে তু যুগে দেবি পুণ্যং পাপঞ্চ মানসম্‌।
নৃণামাসীৎ কলৌ পুণ্যং কেবলং ন তু দুষ্কৃতম্‌ ॥ ৬৯ ॥
কুলাচারৈর্ব্বিহীনা যে সততাসত্যভাষিণঃ।
পরদ্রোহপরা যে চ তে নরাঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭০ ॥
কুলবর্ত্মস্বভক্তা যে পরযোষিৎসু কামুকাঃ।
দ্বেষ্টারঃ কুলনিষ্ঠানাং তে জ্ঞেয়াঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭১ ॥
যুগাচারপ্রসঙ্গেন কলেঃ প্রাবল্যলক্ষণম্‌।
সংক্ষেপাৎ কথিতং ভদ্রে প্রীতয়ে তব পার্ব্বতি ॥ ৭২ ॥
প্রকটেঽত্র কলৌ দেবি সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

অপরে ইত্যাদি। অপরে সত্যত্রেতাদৌ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥
কলের্যুগস্য প্রাবল্যে সতি সত্যেনৈব প্রব্যক্তঃ কুলাচারো বিধা[illegible]
ইত্যভিধাতুকামো মহাদেবঃ সত্যং প্রশংসিষ্যন্নাহ, প্রকটেঽত্রেত্যাদি ॥ ৭৩ ॥

মানবগণের মানসে সঙ্কল্পিত সদসৎ কর্ম্মানুসারে পাপ বা পুণ্য হই[illegible]
পরন্তু কলিযুগে, মানসে সঙ্কল্পিত কর্ম্মানুসারে কেবল মাত্র পুণ্য হয়, কা[illegible]
প্রবৃত্ত না হইলে পাপ হয় না।৬৯

যাহারা কুলাচার-পরায়ণ নহে, যাহারা নিরন্তর মিথ্যা বাক্য কহে, [illegible]
যাহারা পরের অনিষ্টাচরণে তৎপর, সেই সকল ব্যক্তিই কলির কিঙ্করা[illegible]
যাহারা কুলমার্গে অশ্রদ্ধা করে, যাহারা পরস্ত্রীকামুক, এবং যাহারা কৌ[illegible]
দ্বেষী তাহারাই কলির দাস।৭১ পার্ব্বতি! তোমার প্রীতির নিমিত্ত [illegible]
যুগাচার প্রসঙ্গে সংক্ষেপে প্রবল কলির লক্ষণ বর্ণন করিলাম।৭২ দেবি! [illegible]
কলি প্রবল হইলে, সমুদায় ধর্ম্মই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে; তৎকালে কে[illegible]
একমাত্র সত্যই অবস্থান করিবে; অতএব বাক্যে, মনে ও কার্য্যে সর্ব্ব[illegible]
ভাবে সত্যময় হওয়া, সকলেরই কর্ত্তব্য।৭৩ সুব্রতে! সত্য সত্যই জা[illegible]

সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে ॥ ৭৪ ॥
ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থ-মূষরে বপনং যথা ॥ ৭৬ ॥
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি ॥ ৭৭ ॥
অতএব ময়া প্রোক্তং দুষ্কৃতে প্রবলে কলৌ।
কুলাচারোঽপি সত্যেন কর্ত্তব্যো ব্যক্তভাবতঃ ॥ ৭৮ ॥

ন হীত্যাদি। অনৃতাৎ অসত্যাৎ। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রযত্নেন। আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চেত্যমরঃ। সমাশ্রয়েৎ সম্যক্ সেবেত ॥ ৭৫ ॥

সত্যহীনা ইত্যাদি। উষরে ক্ষারমৃত্তিকাযুক্তদেশে ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

অতএবেত্যাদি। অতএব সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সত্যমূলত্বাদেবেত্যর্থঃ। দুষ্কৃতে পাপিনি ॥ ৭৮ ॥

মানবগণ সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যে কর্ম্ম করে, তাহাই সফল হইয়া থাকে।[৭৪] সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই; এবং মিথ্যা অপেক্ষাও পাপজনক আর কিছুই নাই। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে একমাত্র সত্যকে অবলম্বন করাই মানবদিগের কর্ত্তব্য।[৭৫] ক্ষারভূমিতে বীজ বপন করিলে যেমন শস্য উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ সত্যহীন পূজা, সত্যহীন জপ ও সত্যহীন তপস্যা, সকলই বিফল হইয়া থাকে।[৭৬] পরমব্রহ্ম সত্যস্বরূপ; সত্যই পরম তপস্যা; সমুদায় ক্রিয়া-কাণ্ডই সত্যমূলক; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সত্য হইতে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।[৭৭] এই নিমিত্ত আমি বলিতেছি যে, পাপময় কলি প্রবল হইলে, সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যক্তভাবেই কুলাচারের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।[৭৮] গোপন করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়; কারণ মিথ্যাবাক্য ব্যতীত গোপন

গোপনাদ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতং বিনা।
তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্ ॥ ৭৯ ॥
কুলধর্ম্মস্য গুপ্ত্যর্থং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্।
যদুক্তং কুলতন্ত্রেষু ন শস্তং প্রবলে কলৌ ॥ ৮০ ॥
কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ ত্রেতায়াং পাদহীনকঃ।
দ্বিপাদো দ্বাপরে দেবি পাদমাত্রং কলৌ যুগে ॥ ৮১ ॥
তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ খঞ্জং দয়াপি চ।
সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রজায়তে।
তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৮২ ॥

গোপনাদিত্যাদি। হীয়তে হীনঃ ভবতি ত্যক্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥
কুলধর্ম্মস্যেত্যাদি। ননু কুলধর্ম্মস্য গুপ্ত্যর্থং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতমি[illegible] কুলতন্ত্রেষু ভবতৈবোক্তং তৎ কথমিদানীমুচ্যতে তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যা[illegible] কৌলিকঃ কুলসাধনমিত্যত আহ, কুলধর্ম্মস্যেত্যাদি ॥ ৮০ ॥
কৃত ইত্যাদি। কৃতে সত্যযুগে চতুষ্পাদো ধর্ম্ম আসীদিতি শেষঃ। সমাসা[illegible] বিধেরনিত্যত্বান্ন পাদশব্দস্যান্তস্য লোপঃ। পাদমাত্রং ধর্ম্মস্যাবশিষ্যতে ই[illegible] শেষঃ ॥ ৮১ ॥
তত্রাপীত্যাদি। তত্রাপি পাদমাত্রেঽপি। দয়াপি চ খঞ্জা ॥ লুপ্যতে ই[illegible] লোপঃ। তস্মিন্ কর্ম্মণি ঘঞ্ ॥ ৮২ ॥

করা সম্ভবপর নহে। অতএব প্রবল কলিতে কৌলিক ব্যক্তি, মিথ্যাচার পরি[illegible] পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবেই কুলসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন।[৭৯] কুলাচার প্রতিপাদক[illegible] কথিত হইয়াছে যে, "কুলধর্ম্ম ও কুলাচার গোপন করিবার নিমিত্ত মিথ্যা[illegible] নিন্দনীয় নহে;" এই বচন প্রবল কলিতে প্রশস্ত নহে।[৮০]

দেবি! সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল। ত্রেতাযুগে তাহার এক পাদ হ্রা[illegible] হয়। দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দ্বিপাদ হ্রাস হইয়া দ্বিপাদ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। কলি[illegible] সেই ধর্ম্মের এক পাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে।[৮১] প্রবল কলিতে [illegible] পাদাবশিষ্ট ধর্ম্মেরও আবার তপস্যাংশ ও দয়াংশ খঞ্জ হইয়া যাইবে; এক [illegible] সত্যই বলবৎ থাকিবে। ঈদৃশ অবস্থায় সেই সত্যরূপ পাদও যদি ভগ্ন করা [illegible]

কুলাচারং বিনা যত্র নাস্ত্যপায়ঃ কুলেশ্বরি।
তত্রানৃতপ্রবেশশ্চেৎ কুতো নিঃশ্রেয়সং ভবেৎ ॥ ৮৩ ॥
সর্ব্বথা সত্যপূতাত্মা মন্মুখেরিতবর্ত্মনা।
সর্ব্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্ ॥ ৮৪ ॥
দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণতর্পণম্।
ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নন্তথা ॥ ৮৫ ॥
জাতকর্ম্ম তথা নাম-চূড়াকরণমেব চ।
মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগমসম্মতম্ ॥ ৮৬ ॥
তীর্থশ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং শারদোৎসবমেব চ।
যাত্রাং গৃহপ্রবেশঞ্চ নববস্ত্রাদিধারণম্ ॥ ৮৭ ॥

কুলাচারমিত্যাদি। যত্র প্রবলে কলৌ। নিঃশ্রেয়সং মুক্তিঃ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥
তচ্চ কিং সর্ব্বং কর্ম্ম তত্রাহ, দীক্ষামিত্যাদি। পুরশ্চরণমিতি সমাহারদ্বন্দ্বঃ ॥ ৮৫ ॥
জাতকর্ম্মেত্যাদি। নামচূড়াকরণমেব চ নামকরণং চূড়াকরণঞ্চেত্যর্থঃ ॥৮৬॥
তীর্থশ্রাদ্ধমিত্যাদি। নববস্ত্রাদীত্যাদিনা নবীনভূষণাদেঃ সংগ্রহঃ ॥ ৮৭ ॥

তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপেই ধর্ম্মলোপ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত একমাত্র সত্য অবলম্বন করিয়াই সমুদায় কার্য্য সাধন করিবে।[৮২] কুলেশ্বরি! প্রবল কলিকালে কুলাচার ব্যতিরেকে যখন আর উপায়ান্তর নাই, তখন এই কুলাচারে যদি মিথ্যাচার প্রবেশ করে, তাহা হইলে আর মুক্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়![৮৩] অতএব সর্ব্বতোভাবে সত্য অবলম্বনে পবিত্রাত্মা হইয়া, মৎকথিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মানবগণ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী সমুদায় কার্য্য করিবে।[৮৪] দীক্ষা, পূজা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ, তর্পণ, ব্রত, উদ্বাহ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন,[৮৫] জাতকর্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম আগম অনুসারেই করিতে হইবে।[৮৬] বিশেষতঃ তীর্থশ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, শারদোৎসব, যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, নূতন বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান,[৮৭] বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতি খনন ও সংস্কার, তিথিকৃত্য, গৃহারম্ভ ও

বাপীকূপতড়াগানাং সংস্কারং তিথিকর্ম্ম চ।
গৃহারম্ভপ্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনন্তথা * ॥ ৮৮॥
দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ব্বকৃত্যং তথৈব চ।
ঋতুমাসবর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ ॥ ৮৯॥
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চ যদ্ভবেৎ।
ময়োক্তেন বিধানেন তৎ সর্ব্বং সাধয়েন্নরঃ ॥ ৯০॥
ন কুর্য্যাদ্‌যদি মোহেন দুর্ম্মত্যাশ্রদ্ধয়াপি বা।
বিনষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৯১॥
যদি মন্মতমুৎসৃজ্য মহেশি প্রবলে কলৌ ॥
যদা যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্ভবেৎ ॥ ৯২॥

বাপীত্যাদি। গৃহারম্ভপ্রতিষ্ঠাঞ্চ গৃহারম্ভং গৃহপ্রতিষ্ঠাঞ্চেত্যর্থঃ ॥৮৮॥৮৯॥৯
প্রবলে কলৌ যুগে সদাশিবমতমুল্লঙ্ঘ্য কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো জনস্য মহাপা
কিন্তু ক্রিয়মাণানাং কর্ম্মণাঞ্চ নৈষ্ফল্যমিত্যাহ, ন কুর্য্যাদিত্যাদিভিঃ। মোহে
অবিবেকেন। অশ্রদ্ধয়া বিশ্বাসাভাবেন ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥
মন্মতেত্যাদি। ভস্মার্পণম্ অর্প্যতে যত্র তদর্পণম্। কর্ম্মণি ল্যুট্। ভস্মর্প

গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেবতা স্থাপন।[৮৮] দিবাকৃত্য, রাত্রিকৃত্য, পর্ব্বকৃত্য, মাসকৃ
ঋতুকৃত্য, বর্ষকৃত্য, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, কর্ত্তব্যকর্ম্ম, অকর্ত্তব্য
ত্যাজ্যকর্ম্ম, গ্রাহ্যকর্ম্ম, এতৎসমুদায়ই মদুক্ত তন্ত্রবিধান অনুসারে অনু
করিবে।[৯০] যদি কোন ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অথবা অশ্রদ্ধা হেতু, মোহা
ভিভূত হইয়া উক্ত কার্য্য সমুদায় তন্ত্রোক্তমতে সাধন না করে, তাহা হই
সে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত ও বিনষ্ট হইবে, এবং পরিণা
বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।[৯১] মহেশ্বরি! প্রবল কলিকা
যদি কেহ আমার মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য মতানুসারে কোন কর্ম্মের অ
ষ্ঠান করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যখন যে কোন কর্ম্ম করিবে, ত
তাহার তৎ-সমস্তই বিফল ও বিপরীত হইবে।[৯২] দেবি! আমার মতের বিপরী

---

* দেবতাস্থাপনং তথা ইতি পাঠান্তরম্।

সম্মতাসম্মতা দীক্ষা সাধকপ্রাণঘাতিনী।
পূজাপি বিফলা দেবি হুতং ভস্মার্পণং যথা* ।
দেবতা কুপিতা তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৯৩ ॥
কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু † জ্ঞাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে।
যোঽন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥
ব্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্ব্বাণো যোঽন্যমার্গেণ মানবঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৯৫ ॥
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তো ব্রাত্যো মানবকো ভবেৎ।
কেবলং সূত্রবাহোঽসৌ চণ্ডালাদধমোঽপি সঃ ॥ ৯৬ ॥

মিতি সপ্তমীতৎপুরুষঃ। ভস্মার্পিতমিত্যর্থঃ। ভস্মার্পিতমিত্যেব বা পাঠঃ॥৯৩॥৯৪॥
ব্রতেত্যাদি। অন্যমার্গেণ জাতসংস্কারোঽপি মানবকো ব্রাত্যো ভবেৎ সংস্কারহীনো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

মতে দীক্ষা হইলে, তাহা সাধকের প্রাণ নাশ করিবে।[০] বিশেষতঃ ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় তাহার পূজাও নিষ্ফল হইবে, এবং তাহার প্রতি দেবতা কুপিত হইবেন, ও পদে পদে তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হইতে থাকিবে।[৯৩] অম্বিকে! যখন কলিকাল প্রবল হইবে, তৎকালে যে ব্যক্তি মৎকথিত এই শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াও, অন্য পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবে, সে মহাপাতকী হইবে।[৯৪]

দেবি! প্রবল কলিকালে যে ব্যক্তি অন্য পথ আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান বা বিবাহ করিবে, সেই ব্যক্তি, যাবৎকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে পতিত থাকিবে।[৯৫] তৎকালে অন্য মতে ব্রতানুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকী হইবে; যাহার উপনয়ন হইবে, সে ব্রাত্য ও পতিত হইবে; বিশেষতঃ সেই উপনীত ব্যক্তি কেবল মাত্র সূত্রবাহী হইয়া চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইবে।[৯৬] কুলনায়িকে! অন্য মতানুসারে যে নারী বিবাহিতা

* ভস্মার্পিতং যথা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† প্রবৃদ্ধে কলিকালে চ ইতি বা পাঠঃ।

উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা* ।
উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে ।
বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে ॥ ৯৭ ॥
তদ্ধস্তাদন্নতোয়াদি † নৈব গৃহ্লন্তি দেবতাঃ ।
পিতরোঽপি ন চাশ্নন্তি যতস্তন্‌মলপূয়বৎ ॥ ৯৮ ॥
তয়োরপত্যং কানীনঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতঃ ।
দৈবে পৈত্রে কুলাচারেঞ্চ নাধিকারোঽস্য জায়তে ॥ ৯৯ ॥

উদ্বাহিতেত্যাদি। অন্যমার্গেণোদ্বাহিতা যা নারী সা তু গর্হিতা নিন্দি... ভবেদিতি জানীয়াৎ। তাস্ত গর্হিতামিতি বা পাঠঃ। সংসর্গাৎ অন্যমা... ণোদ্বাহিতায়া নার্য্যাঃ সঙ্গমাৎ। তস্য কৃতান্যবিধ্যুদ্বাহিতনারীসংসর্গস্য ॥ ৯৭ ॥
তদ্ধস্তাদিত্যাদি। তদ্ধস্তদত্তান্নতোয়াদ্যগ্রহণে কারণমাহ, যত ইত্যা... তৎ অন্নতোয়াদি। তয়োঃ অন্যমার্গোদ্বাহিতনারীতদুদ্বোঢ়ৃপুরুষয়োঃ। অ... কানীনস্য ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥

হইবে, সে অতীব নিন্দনীয়া. এবং ঐ বিবাহকারী পুরুষও তাহার সংসর্গে পা... বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাদৃশ বিবাহিতা স্ত্রী গমনে, সেই পুরুষের প্রতি... বেশ্যাগমন জনিত পাপ হইতে থাকিবে।৯৭ তাহাদের হস্তে অন্ন জল গ্র... দেবতারা গ্রহণ করিবেন না; এবং পিতৃলোকও তাহা ভক্ষণ বা পা... করিবেন না; কারণ তাহা মল ও পূযের সদৃশ অপবিত্র।৯৮ এই উভ... সহযোগে যে সন্তান হইবে, তাহাকে কানীন ও সর্ব্বধর্ম্ম-বহিস্কৃত বলা যাইবে... দৈবকর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম ও কুলাচারে ঐ সন্তানের কিছুমাত্র অধিকার থাকিবে না। শঙ্করানুমোদিত এই পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পথ অবলম্বন করিয়া দেবতাস্থাপন করিলে তাহাতে কখনই দেবতার সান্নিধ্য হইবে না, এবং

* তাং তু গর্হিতাম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।
† তদ্ধস্তদত্ততোয়াদি ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।
‡ দৈবে পিত্রে কুলাচারে ইতি পাঠান্তরম্ ।

অশাম্ভবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনঞ্চরেৎ।
ন সান্নিধ্যং ভবেত্তত্র দেবতায়াঃ কথঞ্চন।
ইহামুত্র ফলং নাস্তি কায়ক্লেশো ধনক্ষয়ঃ ॥ ১০০ ॥
আগমোক্তবিধিং হিত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং সোঽপি পিতৃভির্নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০১ ॥
তত্তোয়ং শোণিতসমং পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ *।
তস্মান্মর্ত্ত্যঃ প্রযত্নেন শাঙ্করং মতমাশ্রয়েৎ ॥ ১০২ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে †।
অশাম্ভবং কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং দেবি নিরর্থকম্ ॥ ১০৩ ।
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি।
শাম্ভবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ ॥ ১০৪ ॥

অশাম্ভবেনেত্যাদি। তত্র অশাম্ভবমার্গস্থাপিতদেবতাপ্রতিমায়াম্ ॥ ১০০ ॥ ১০১ ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥

দেবতাস্থাপন-কর্ত্তার ঐহিক বা পারত্রিক, কোন প্রকার ফল লাভ হইবে না; কেবল কায়ক্লেশ ও ধনক্ষয়মাত্র সার হইবে।[১০০] যে ব্যক্তি আগমোক্ত বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার সেই শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইবে, এবং সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তাও পিতৃলোকের সহিত নরকবাসী হইবে।[১০১] বিশেষতঃ পিতৃলোকের পক্ষে তৎপ্রদত্ত জল শোণিত সদৃশ ও পিণ্ড মলময় হইয়া উঠিবে। অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে সর্ব্বপ্রযত্নে শঙ্কর প্রদর্শিত মত আশ্রয় করে।[১০২]

দেবি! এস্থলে অধিক আর কি বলিব, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, মহেশ্বর-প্রদর্শিত পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রবল-কলিসম্ভূত মনুষ্য যে কর্ম্ম করিবে, তৎসমুদায়ই নিরর্থক হইবে।[১০৩] যাহারা মহেশ্বরের মত অবহেলা করিয়া অন্য মতে কার্য্য করিবে, তাহাদের ভাবী ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক্, পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মও নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং

* পিণ্ডং মলময়ং ভবেৎ ইত্যপি পাঠঃ।
† সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

মদুদীরিতমার্গেণ নিত্যনৈমিত্তকর্ম্মণাম্।
সাধনং যন্মহেশানি তদেব তব সাধনম্ ॥ ১০৫ ॥
বিশেষারাধনং তত্র মন্ত্রযন্ত্রাদিসংযুতম্।
ভেষজং কলিরোগাণাং শ্রূয়তাং গদতো মম ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নে
পরাপ্রকৃতিসাধনোপক্রমো নাম
চতুর্থোল্লাসঃ ॥ ৪ ॥

অস্ত তাবদিত্যাদি। নিষ্কৃতির্নিস্তারঃ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ ॥

বিশেষেত্যাদি। ভেষজম্ ঔষধম্। গদতো মম কথয়তো মত্তঃ। মমেত্যপা-দানস্য শেষত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ শেষে ষষ্ঠীতি ষষ্ঠী ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং চতুর্থোল্লাসঃ।

তাহাদের আর নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই।[১০৪] মহেশ্বরি! মৎকথিত পথাবলম্বনে যদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে তাহাই তোমার সাধন অর্থাৎ আদ্যাকালিকার সাধন হইবে।[১০৫]

দেবি! যাহা কলিরূপ মহারোগের ঔষধস্বরূপ, যাহাতে বহুবিধ মন্ত্র ও যন্ত্রাদি সাধন আছে, তোমার তাদৃশ বিশেষ আরাধনা আমি এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ কর।[১০৬]

পরাপ্রকৃতি-সাধনোপক্রম নামক চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত।

পঞ্চমোল্লাসঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ত্বমাদ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিষু ॥ ১ ॥
তব রূপাণ্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।
নানাপ্রয়াসসাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে ॥ ২ ॥
তব কারুণ্যলেশেন কুলতন্ত্রাগমাদিষু।
তেষামর্চ্চাসাধনানি কথিতানি যথামতি ॥ ৩ ॥

মন্ত্রযন্ত্রাদিসংযুক্তস্য বিশেষারাধনস্যৈবাভিধানে প্রবৃত্তঃ শ্রীসদাশিব উবাচ, ত্বমাদ্যা পরমেত্যাদি ॥ ১ ॥

তবেত্যাদি। নানাবর্ণাকৃতীনি নানা অনেকে বর্ণা আকৃতয় আকারাশ্চ যেষাং রূপাণাং তানি ॥ ২ ॥

তব কারুণ্যেত্যাদি। কারুণ্যলেশেন দয়ায়া লবেন। তেষাং তব রূপাণাম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন। তুমি আদ্যা ও পরমাশক্তি। তুমিই সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী। আমরা তোমার নিকট শক্তি লাভ করিয়াই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়-কার্য্যে সমর্থ হইয়াছি (৬৮)।[১] তোমার অনন্তমূর্ত্তি ও অনন্তরূপ। এই সমুদায় মূর্ত্তি, নানাবর্ণ ও নানা আকারবিশিষ্ট। এই সমুদায় মূর্ত্তির সাধন, নানাপ্রকার ও অশেষপ্রয়াস দ্বারা সাধ্য। তৎসমুদায় বিশেষরূপে বর্ণন করা কাহারও সাধ্য নহে।[২] আমি কেবল তোমারই কৃপার লেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া কুলতন্ত্র ও আগম সমুদায়ে, তোমার সেই সমুদায় মূর্ত্তির পূজা ও সাধন যতদূর জানি বলিয়াছি।[৩] পরন্তু কল্যাণি! এ পর্য্যন্ত এই কথ্যমান গুপ্তসাধন

---

(৬৮)—১১৮ পৃষ্ঠা (৫০) টিপ্পনী দেখুন।

গুপ্তসাধনমেতত্তু ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ ।
অস্য প্রসাদাৎকল্যাণি ময়ি তে করুণেদৃশী ॥ ৪ ॥
ত্বয়া পৃষ্টমিদানীং তৎ নাহং গোপয়িতুং ক্ষমঃ ।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে ॥ ৫ ॥
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্ ।
ত্বৎপ্রাপ্তিমূলমচিরাৎ তব সন্তোষকারণম্ ॥ ৬ ॥
কলিকল্মষদীনানাং নৃণাং স্বল্পায়ুষাং প্রিয়ে ।
বহুপ্রয়াসাসক্তানাম্ এতদেব পরং ধনম্ ॥ ৭ ॥
ন চাত্র ন্যাসবাহুল্যং নোপবাসাদিসংযমঃ ।
সুখসাধ্যমবাহুল্যং ভক্তানাং ফলদং মহৎ ॥ ৮ ॥

গুপ্তসাধনমিত্যাদি। এতত্তু অতঃপরমুচ্যমানন্তু। অস্য গুপ্তসাধনস্য ॥ ৪ ॥
ত্বয়েত্যাদি। তৎ গুপ্তসাধনম্ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥
কলীত্যাদি। এতদেবাতঃপরমুচ্যমানং গুপ্তসাধনমেব ॥ ৭ ॥
নচেত্যাদি। অত্র অতঃপরমুচ্যমানে সাধনে। অবাহুল্যং বাহুল্যশূন্যম্ ॥

আমি কোথাও প্রকাশ করি নাই। এই গুপ্তসাধন প্রসাদেই আমার প্রতি তোমার এতদূর করুণা।[৪] প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি জিজ্ঞাসা করাতে আমি তোমার নিকট সেই গুপ্তসাধন গোপন করিতে সক্ষম হইলাম না। অতএব তাহা আমার প্রাণ অপেক্ষাও সমধিক প্রিয়তর হইলেও তোমার প্রীতির নিমিত্ত বলিতেছি।[৫] এই গুপ্তসাধন ফলে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হয়, সমুদায় আপদ্ শান্তি হয়। এই গুপ্তসাধন তোমার সন্তোষের মূল, এবং ইহা দ্বারা অচিরে লম্বেই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৬] প্রিয়ে! কলিকালের সমুদায় মনুষ্য স্বল্পায়ু, কলিকলুষ দ্বারা কাতর ও বহু প্রয়াসে অসমর্থ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে এই গুপ্তসাধনই পরম ধন।[৭] এই গুপ্তসাধনে, ন্যাসবাহুল্য নাই। উপবাস প্রভৃতি সংযমেরও আবশ্যকতা নাই। এই সাধন বাহুল্য-বিরহিত ও সুখসাধ্য; পরন্তু ভক্তগণ ইহা হইতে মহৎ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন সন্দেহ নাই।[৮] দেবেশি! এক্ষণে আমি প্রথমতঃ এ বিষয়ে মন্ত্রোদ্ধারের ক্রম বলিতেছি।

তত্রাদৌ শৃণু দেবেশি মন্ত্রোদ্ধারক্রমং শিবে।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে॥ ৯॥
প্রাণেশস্তৈজসারূঢ়ো ভেরুণ্ডাব্যোমবিন্দুমান্।
বীজমেতৎ সমুদ্ধৃত্য দ্বিতীয়মুদ্ধরেৎ প্রিয়ে॥ ১০॥
সন্ধ্যা রক্তসমারূঢ়া বামনেত্রেন্দুসংযুতা।
তৃতীয়ং শৃণু কল্যাণি দীপসংস্থঃ প্রজাপতিঃ॥ ১১॥

তত্রেত্যাদি। তত্র সাধনে॥ ৯॥

তমেব মন্ত্রোদ্ধারক্রমমাহ, প্রাণেশ ইত্যাদিভিঃ। তৈজসারূঢ় তৈজসো রেফস্তমারূঢ়ঃ প্রাণেশো হকারো ভেরুণ্ডাব্যোমবিন্দুমান্ ভেরুণ্ডা ঈকারঃ ব্যোমবিন্দুরনুস্বারঃ তাভ্যাং বিশিষ্টো বিধাতব্যঃ। এবং হ্রীমিত্যেতদ্বীজং সমুদ্ধৃত্য দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ॥ ১০॥

তচ্চ কিং বীজমত আহ, সন্ধ্যেত্যাদি। রক্তসমারূঢ়া রেফঃ সমারূঢ়া সন্ধ্যা তালব্যঃ শকারো বামনেত্রেন্দুসংযুতা বামনেত্রমীকারঃ ইন্দুরনুস্বারঃ তাভ্যাং সংযুক্তা কর্ত্তব্যা। এবঞ্চ শ্রীমিতি দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতমাসীৎ। হে কল্যাণি তৃতীয়ং বীজং শৃণু। তচ্চ কিং বীজমত আহ। দীপসংস্থ ইত্যাদি। দীপসংস্থঃ দীপো রেফঃ তত্র স্থিতঃ প্রজাপতিঃ ককারো গোবিন্দবিন্দুসংযুক্তঃ গোবিন্দ ঈকারঃ বিন্দুরনুস্বারঃ তাভ্যাং সংযুক্তঃ করণীয়ঃ। এতাদৃশশ্চ ককারঃ সাধকানাং সুখাবহঃ সুখপ্রদায়কো ভবতি। এবঞ্চ ক্রীমিতি তৃতীয়ং বীজমুদ্ধৃতমাসীৎ। বীজত্রয়স্যান্তে বহ্নিকান্তা স্বাহা অবধিরন্তর্ভূতা যস্য এতাদৃশং পরমেশ্বরি ইতি সম্বোধনং পদং বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ

শ্রবণ কর। শিবে! মনুষ্যগণ ইহা শ্রবণ করিবামাত্র জীবন্মুক্ত হইতে পারে।[৯] প্রাণেশ (হ), তৈজসে অর্থাৎ রেফে, আরোহণ করিলে, ভেরুণ্ডা (ঈ), যোগ করিয়া, তাহাতে ব্যোমবিন্দু অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু, যোগ করিবে। প্রিয়ে! এইরূপে এই (হ্রীঁ) বীজ উদ্ধার করিয়া পশ্চাৎ দ্বিতীয় বীজ উদ্ধার করিতে হইবে।[১০] যথা, সন্ধ্যা (শ) রক্তের (র) উপর আরোহণ করিবে, তাহাতে বামনেত্র (ঈ), ও ইন্দু (ঁ) সংযুক্ত হইলে দ্বিতীয় মন্ত্র (শ্রীঁ) হইবে। কল্যাণি! পশ্চাৎ তৃতীয় বীজ বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রজাপতি (ক) দীপের (র) উপর থাকিবে।[১১] তাহাতে গোবিন্দ (ঈ) এবং

গোবিন্দবিন্দুসংযুক্তঃ সাধকানাং সুখাবহঃ ।
বীজত্রয়ান্তে পরমে-শ্বরি সম্বোধনং পদম্ ॥ ১২ ॥
বহ্নিকান্তাবধিঃ প্রোক্তো* দশার্ণোঽয়ং মনুঃ শিবে ।
সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী বিদ্যেয়ং পরমেশ্বরী ॥ ১৩ ॥

পরমেশ্বরি স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। হে শিবে অয়ং মনুর্মন্ত্রো দশার্ণো দশবর্ণঃ প্রোক্তঃ। বহ্নিকান্তাবধিরিতি পাঠে তু মন্ত্রো বিশেষ্যঃ তস্যৈবেদং বিশেষণমিতি জ্ঞাতব্যম্। সর্ব্ববিদ্যাময়ী সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপেয়ং মন্ত্রাত্মিকা দেবী পরমেশ্বরী বিদ্যা নাম ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

বিন্দু (ঁ) সংযোগ করিতে হইবে। এই (ক্রীঁ) বীজ সাধকদিগের সুখসম্পত্তি-দায়ক। এই বীজত্রয়ের পরে "পরমেশ্বরি" এই সম্বোধন পদ দিতে হইবে;[১২] এবং এই মন্ত্রের শেষাংশে বহ্নিকান্তা (স্বাহা) এই পদ প্রদত্ত হইবে। শিবে! ইহা দ্বারা (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা) এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইল। দেবি! দেবী পরমেশ্বরী বিদ্যা (প... নাম্নী এই বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাময়ী, অর্থাৎ সমুদায় বিদ্যাই ইহার অন্তর্ভূত হইয়া আছেন।[১৩] সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত, এই আদ্য বীজ ত্রয়ের মধ্যে, সমুদায় বা একটি মাত্র বীজ জপ করিতে পারেন। ইহাতে ...

---

* বহ্নিকান্তাবধি প্রোক্ত ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ।

(১০)—সারদাতিলকে আছে। "মাতৃকাবর্ণভেদেভ্যঃ সর্ব্বে মন্ত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে। মন্ত্রাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ ॥ পুংস্ত্রীনপুংসকাত্মানো মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সমীরিতাঃ। মন্ত্রা হুঁকড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাশ্চ স্ত্রিয়ো মতাঃ ॥ নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবঃ ... এতচ্ছূন্যা মহাবিদ্যা মহাশব্দেন গীয়তে ॥" ইহার অর্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন মাতৃকাবর্ণ হইতে সমুদায় মন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে। যে মন্ত্রের দেবতা পুরুষ, তাহা মন্ত্র শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যে মন্ত্রের দেবতা স্ত্রী, তাহাকে বিদ্যা বলা যায়। এই মন্ত্র ও বিদ্যা সমুদায় ... তিন প্রকার; পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক। যাহার অন্তে হুঁ অথবা ফট্ আছে, তাহা পুরুষ; যাহার অন্তে স্বাহা আছে, তাহা স্ত্রী-মন্ত্র এবং যাহার অন্তে নমঃ আছে, তাহা নপুংসক। কিন্তু এতদতিরিক্ত মন্ত্র বা বিদ্যাকে মহামন্ত্র বা মহাবিদ্যা বলা যায়। মহাবিদ্যা ও মহামন্ত্রে এ সকল ভেদ নাই।

আদ্যত্রয়াণাং বীজানাং প্রত্যেকং ত্রয়মেব বা।
প্রজপেৎ সাধকাধীশঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥
বীজমাদ্যত্রয়ং হিত্বা সপ্তার্ণাপি দশাক্ষরী।
কামবাগ্ভবতারাদ্যা সপ্তার্ণাষ্টাক্ষরী ত্রিধা ॥ ১৫ ॥
দশার্ণামন্ত্রণপদাৎ কালিকে পদমুচ্চরেৎ।
পুনরাদ্যত্রয়ং বীজং বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ ॥ ১৬ ॥

আদ্যেত্যাদি। আদ্যত্রয়াণামেতস্যৈব মন্ত্রস্যাদিভূতানাং হ্রীঁ প্রভৃতীনাং ত্রয়াণাং বীজানাং মধ্যে প্রত্যেকং হ্রীমিতি শ্রীমিতি ক্রীমিতি বা বীজং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীমিতি বীজত্রয়মপি বা ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে সাধকাধীশঃ সাধকোত্তমঃ প্রজপেৎ। এবন্ত পঞ্চ মন্ত্রা আসন্ ॥ ১৪ ॥

বীজমিত্যাদি। হ্রীঁ প্রভৃত্যাদ্যত্রয়ং বীজং হিত্বা ত্যক্ত্বা দশাক্ষরী মন্ত্রাত্মিকা পরমেশ্বরী বিদ্যা সপ্তার্ণাপি পরমেশ্বরি স্বাহেত্যাকারা সপ্তাক্ষর্য্যপি ভবেৎ। অনেন সহিতাঃ ষড়্মন্ত্রা অভূবন্। কামবাগ্ভবতারাদ্যা ক্লীমিতি ঐমিতি ওমিতি বা বীজমাদ্যং যস্যাস্তথাভূতা চেৎ সপ্তার্ণা মন্ত্ররূপা পরমেশ্বরী বিদ্যা স্যাত্তদা ক্লীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইত্যাকারা ঐঁ পরমেশ্বরি স্বাহেত্যাকারা ওঁ পরমেশ্বরি স্বাহেত্যাকারা চাষ্টাক্ষর্য্যপি ভবতি। এবঞ্চৈষাষ্টাক্ষরী ত্রিধা জাতা। এতৈস্ত্রিভিঃ সহিতা নব মন্ত্রা বভূবুঃ ॥ ১৫ ॥

দশার্ণেত্যাদি। দশার্ণস্য মনোরামন্ত্রণপদাৎ পরং কালিকে ইতি পদমুচ্চরেৎ বদেৎ। ততঃ পরং হ্রীঁ প্রভৃত্যাদ্যত্রয়ং বীজং পুনর্ব্বদেৎ। ততোঽনন্তরং বহ্নি-

---

প্রকার মন্ত্র হইবে। (যথা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা। ১। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ। ২। হ্রীঁ। ৩। শ্রীঁ। ৪। ক্রীঁ। ৫।)[১৪]

এই সম্পূর্ণ দশাক্ষর মন্ত্রের প্রথম বীজত্রয় (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ) পরিত্যাগ করিলে একটি সপ্তাক্ষর মন্ত্র (পরমেশ্বরি স্বাহা) হয়। ইহার পূর্ব্বে কাম বীজ (ক্লীঁ) বাগ্ভব বীজ (ঐঁ) অথবা প্রণব (ওঁ) যোগ করিয়া দিলে অষ্টাক্ষরী তিনটি মন্ত্র হয়। (যথা, ক্লীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা। ঐঁ পরমেশ্বরি স্বাহা। ওঁ পরমেশ্বরি স্বাহা।)[১৫]

পূর্ব্বোক্ত দশাক্ষর মন্ত্রের সম্বোধন পদের অন্তে, "কালিকে" এই পদ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার আদ্য বীজত্রয় (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ) উচ্চারণ করিয়া তৎপরে বহ্নিবধূ (স্বাহা) পদ উচ্চারণ করিবে।[১৬] এই বিদ্যা ষোড়শী নামে বিখ্যাত

ষোড়শীয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ।
বধ্বাদ্যা প্রণবাদ্যা চেৎ এষা সপ্তদশী দ্বিধা ॥ ১৭ ॥
তব মন্ত্রা হ্যসংখ্যাতাঃ কোটিকোট্যর্ব্বুদাস্তথা ।
সংক্ষেপাদত্র কথিতা মন্ত্রাণাং দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥
যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যে যে মন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
তে সর্ব্বে তব মন্ত্রাঃ স্যু-স্ত্বমাদ্যা প্রকৃতির্যতঃ ॥ ১৯ ॥

জায়াং স্বাহেতি পদং বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্ব কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। ইয়ং ষোড়শী ষোড়শা মন্ত্রাত্মিকা পরমেশ্বরী বিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতাপি তব প্রীত্যৈ ময়া স খ্যাতা সম্যক্ কথিতা। এতেন সহ তা দশ মন্ত্রা অভবন্। চেৎ যদি এষা ষো বধ্বাদ্যা স্ত্রীমিতি বীজাদ্যা প্রণবাদ্যা ওঙ্কারাদ্যা বা স্যাৎ তদা স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহেত্যাকারা ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্ব কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহেত্যাকারা চ সপ্তদশী সপ্তদশাক্ষর্য্যপি ভবেৎ। এ কৈষা সপ্তদশী দ্বিধা জাতা। এতাভ্যাং মিলিতা দ্বাদশ মন্ত্রা আসন্ ॥১৬॥১৭॥
যেষ্বিত্যাদি। সকলতন্ত্রোক্তানাং সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং পার্ব্বতীসম্ব হেতুমাহ, ত্বমাদ্যা প্রকৃতির্যত ইতি ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

আছে। (ইহাতে ষোড়শ অক্ষর রহিয়াছে; যথা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্ব কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহা।) এই ষোড়শ-বর্ণময়ী পরমেশ্বরী বিদ্যা সমু তন্ত্রে গুপ্ত আছে। এই মন্ত্রের আদিতে যদি বধূবীজ (স্ত্রীঁ) অথবা প্র (ওঁ) যোগ করা যায়, তাহা হইলে দুইটি সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হইবে। (যথা, স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহা।১৭
প্রিয়ে! এইরূপ তোমার কোটি কোটি অর্ব্বুদ অথবা অসংখ্য ম আছে। পরন্তু এস্থলে সংক্ষেপে দ্বাদশটি মাত্র মন্ত্র (৭১) কহিলাম। ফলতঃ, যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই তোমার ম

---

(৭১)—যথা, (১৩ শ্লোকে) দশাক্ষরী ১টি, (১৪ শ্লোকে) ত্র্যক্ষরী ১টি ও একা ৩টি, (১৫ শ্লোকে) সপ্তাক্ষরী ১টি ও অষ্টাক্ষরী ৩টি, (১৬ শ্লোকে) ষোড়শাক্ষরী ১টি (১৭ শ্লোকে) সপ্তদশাক্ষরী ২টি, সাকল্যে এই ১২টি।

এতেষাং সর্ব্বমন্ত্রাণাম্* একমেব হি সাধনম্।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ তথা লোকহিতায় চ ॥ ২০ ॥
কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ।
তস্মাৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্ ॥ ২১ ॥
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২২ ॥
পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।
নেষ্টসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ২৩॥

তদেব সাধনমাহ, কুলাচারমিত্যাদিভিঃ ॥ ২১ ॥

পঞ্চতত্ত্বং বিনা শক্তিপূজায়া নিষ্ফলত্বাদবশ্যমেব পঞ্চতত্ত্বেন শক্তেঃ পূজা বিধাতব্যেত্যাহ, মদ্যমিত্যাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

পঞ্চতত্ত্বমিত্যাদি। অভিচারায় হিংসাকর্ম্মণে। হিংসাকর্ম্মাভিচারঃ স্যাদিত্যমরঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

কারণ তুমিই আদ্যা প্রকৃতি (৭২)।[১৯] এই সমস্ত কথিত মন্ত্র যদিও ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি তৎসমুদায়ের সাধন একই প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন নহে। আমি লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত এবং তোমার প্রতি প্রীতি নিবন্ধন সেই সাধনপ্রণালী বলিতেছি।[২০] দেবি! কুলাচার অবলম্বন ব্যতিরেকে শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। অতএব কুলাচারে নিরত থাকিয়া শক্তিমন্ত্র সাধন করাই কর্ত্তব্য।[২১]

আদ্যে! শক্তিপূজায় বিহিত মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চ-ম-কার পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।[২২] পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা করিলে তাহা অভিচার-স্বরূপ অর্থাৎ প্রাণঘাতক হইয়া উঠে (৭৩)। বিশেষতঃ তাহাতে

---

* এতেষাং তব মন্ত্রাণাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

(৭২)—সমুদায় দেবদেবী এবং সমুদায় মন্ত্র, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা সম্বন্ধে, মূল-প্রকৃতিযুক্ত পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এবং তাঁহারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহেন। সুতরাং যে কোন দেবদেবীর বা যে কোন মন্ত্রের উপাসনা করা যাউক, সেই আদ্যারই উপাসনা সিদ্ধ হইবে।

(৭৩)—শিব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, "যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তেনৈব

শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরো ভবেৎ।
পঞ্চতত্ত্ববিহীনায়াং পূজায়াং ন ফলোদ্ভবঃ ॥ ২৪ ॥
প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি নাধিকারী তু কর্ম্মসু।
তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি প্রাতঃকৃত্যং যথোচিতম্‌ ॥ ২৫ ॥
রজনীশেষযামস্য শেষার্দ্ধমরুণোদয়ঃ।
তদা সাধক উত্থায় মুক্তস্বাপঃ কৃতাসনঃ।
ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্‌ ॥ ২৬ ॥

প্রাতঃকৃত্যমেবাহ. রজনীশেষযামস্যেত্যাদিভিঃ। রজনীশেষযামস্য রাত্রেরন্তিমস্য প্রহরস্য শেষার্দ্ধমন্তিমং দণ্ডচতুষ্টয়মরুণোদয়ঃ স্যাৎ। তদা তস্মিন্নরুণোদয়ে কালে মুক্তস্বাপস্ত্যক্তনিদ্রঃ সাধক উত্থায় কৃতমাসনং যেন তথাভূত আসনোপবিষ্টশ্চ সন্‌ শিরসি শুক্লাব্জে শ্বেতপদ্মে স্থিতং গুরুং ধ্যায়েদিত্যন্বয়ঃ দ্বিনেত্রমিত্যাদীনি দ্বিতীয়ান্তানি গুরুবিশেষণানি ॥ ২৬ ॥

কোন ক্রমেই সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হয় না; প্রত্যুত পদে পদে বিঘ্নই ঘটিয়া থাকে।[২৩] প্রস্তরের উপরি শস্য বপন করিলে যেমন তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ পঞ্চতত্ত্ববিহীন পূজাতেও কোনরূপ ফলোদয় হয় না।[২৪]

দেবি! অগ্রে প্রাতঃকৃত্য না করিলে নিত্যনৈমিত্তিক বা কাম্যকর্ম্মে অধিকার হয় না; এই নিমিত্ত প্রথমেই আমি যথাবিহিত প্রাতঃকৃত্য বলিতেছি।[২৫] রজনীর চতুর্থ প্রহরের শেষার্দ্ধ সময়কে অরুণোদয়কাল বলে। এই অরুণোদয়কালে সাধক নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, পদ্মাসন স্বস্তিকাসন

বিষখণ্ডেন ভিষক্‌ নাশয়তে রুজন্‌॥" সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী-ধৃত তন্ত্রবচন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কালকূট বিষ দ্বারা সকলেরই জীবন সংহার হয়, চিকিৎসক সেই কালকূট বিষপ্রয়োগ করিয়াই রোগীর জীবন রক্ষা করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারও মূল এই যে, যাহা দ্বারা রোগ জন্মে, তাহা দ্বারাই সেই রোগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশেও সাধারণ প্রবাদ আছে যে, "বিষস্য বিষমৌষধম্‌" এবং "বিষে বিষক্ষয়"। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে, এই ভূতলে কোন্‌ দ্রব্য দ্বারা মনুষ্য ভ্রষ্ট, অধঃপতিত, পাপে মগ্ন, হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য, কালগ্রস্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীন, নিতান্ত অপদার্থ ও সকলের হেয় হয়? ইহার প্রথম মদ্য ও দ্বিতীয় রমণী। মাংস, মৎস্য এবং মুদ্রা অর্থাৎ, মুড়ি ছোলাভাজা কচুরী প্রভৃতি উপদংশ (চাট্‌) সমুদায় তাহার সহকারী। এই পঞ্চতত্ত্ব সংসাররূপ ভুক্তিকিৎসা

শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্ ।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্ ॥ ২৭ ॥

শ্বেতেত্যাদি। শ্বেতাম্বরপরীধানং পরিধীয়তে যত্তৎ পরীধানম্। কর্ম্মণি ল্যুট্। পরীত্যস্য দীর্ঘস্ত্বার্ষঃ। শ্বেতে অম্বরে বস্ত্রে পরিধানে যস্য তথাভূতম্। শ্বেতমাল্যানুলেপনম্ অনুলিপ্যতে যত্তদনুলেপনং চন্দনাদি। শ্বেতে মাল্যানুলেপনে যস্য তম্। বরেত্যাদি। বরাভয়করং বরোঽভয়ং চ করয়োর্যস্য তম্। শান্তং রাগদ্বেষাদিশূন্যম্। করুণাময়বিগ্রহং করুণাময়ঃ কৃপাপ্রাচুর্য্যবান্ বিগ্রহো দেহো যস্য তম্। বামেনোৎপলধারিণ্যা বামহস্তেন কমলং দধত্যা শক্ত্যা স্ত্রিয়া আলিঙ্গিতবিগ্রহমাশ্লিষ্টশরীরম্ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

বা অন্য কোন বিহিত আসন বন্ধন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিবেন যে, ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে শুক্রবর্ণ সহস্রদল-কমলান্তর্গত দ্বাদশদল পদ্মে দ্বিভুজ দ্বিনেত্র গুরু (উপবিষ্ট আছেন)।[২৬] তাঁহার পরিধানে শুভ্রবসন; তিনি শ্বেতমাল্য ধারণ করিয়া আছেন এবং তাঁহার শরীর শ্বেতচন্দনে চর্চ্চিত। তিনি এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয় প্রদান করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও করুণাময়।[২৭]

রোগের নিদান। মদ্যাদির প্রভাবে মনুষ্য মনুষ্যত্ব-বিহীন ও অপদার্থ হইয়া পড়িতেছে। মদ্য বা রমণীর এতদূর মোহিনী শক্তি যে পরমধার্ম্মিক সাধু জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপে নিক্ষেপ করে। এস্থলে শিব বিষপ্রয়োগ দ্বারাই বিষনাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা, এমন কি সাধকমাত্রেই, প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, শিবের এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অব্যর্থ ও আশু-ফলদায়ক। যাহার মদ্যপিপাসা ও পরনারী-সঙ্গম-প্রবৃত্তি থাকে, এই চিকিৎসায় অল্প সময় মধ্যেই তাহা বিদূরিত হইয়া যায়; পরন্তু চিকিৎসক (গুরু) পাকা হওয়া আবশ্যক। বিষপ্রয়োগ করিবার সময় কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলেই রোগী মারা যাইবার সম্ভাবনা। এইজন্য শিব বলিয়াছেন, খড়্গের উপর দিয়া গমন করা এবং ব্যাঘ্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করা অপেক্ষাও কুলাচারপথ অতীব কঠিন। আমরা এই পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে একটি লৌকিক যুক্তি প্রদর্শন করিলাম মাত্র; কিন্তু এবিষয়ে যে আধ্যাত্মিক যুক্তি আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে সাধনবিষয়ে উক্ত পঞ্চতত্ত্ব সকলের পক্ষেই অপরিহরণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন অপর কেহ সেই আধ্যাত্মিক যুক্তি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। এজন্য সদাশিব যে কোন ব্যক্তির নিকট তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, অনেকে কৌল বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; অথচ কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রকৃত মাতাল বা লম্পট দেখা যায়। পাঠকগণ! ঐ সমুদায় ভ্রষ্ট পাষণ্ডকে দেখিয়া

বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্ ।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ২৮ ॥
এবং ধ্যাত্বা কুলেশানি মানসৈরুপচারকৈঃ ।
পূজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রী বাগ্‌ভবং বীজমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥

এবমিত্যাদি। হে কুলেশানি মন্ত্রী সাধকঃ এবং গুরুঃ ধ্যাত্বা মানসৈর্ম প্রকল্পিতৈঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিরুপচারকৈঃ পূজয়িত্বা চোত্তমং শ্রেষ্ঠং বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি বীজং জপেৎ ॥ ২৯ ॥

তাঁহার বদন সহাস্য ও সুপ্রসন্ন। তিনি সাধকদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করি থাকেন। তাঁহার বামভাগে তাঁহার শক্তি বামহস্তে উৎপল ধারণ পূর্ব দক্ষিণ হস্তে তাঁহার শরীর আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন।২৮

কুলেশ্বরি! মন্ত্রজ্ঞ সাধক গুরুর এইরূপ ধ্যান করিয়া, মনঃকল্পিত উপ দ্বারা পূজা পূর্ব্বক (৭৪) সর্ব্ববীজপ্রধান বাগ্‌ভব বীজ (ঐঁ) জপ করিবেন।

কুলাচারের উপরি দোষারোপ করিবেন না। যিনি লম্পট বা মাতাল, তিনি কদাপি নহেন। কৌলের প্রণালী স্বতন্ত্র; তিনি মাতাল বা লম্পট হয়েন না। স্ত্রীলোক দে তিনি তাঁহাকে আপনার জননী ও ইষ্টদেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনে মনে বা প্রকা প্রণাম করেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও অদ্বৈত মহাপ্রভু প্রভৃতি মহা প্রকৃত কৌলের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। মনু, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে আ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" ভোগ্যবস্তুর ভোগ দ্বারা কখনই ভোগলালসা নিবৃত্ত হয় না। অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে অগ্নি সমধিক উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে; উপভোগ দ্বারা ভোগলালসাও সেইরূপ সমধিক প্রাপ্তই হইয়া থাকে, কদাপি নিবৃত্ত হয় না। এ কথা আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই স্বীকার বিষ পান করিলে মৃত্যু হইবে না, এ কথা কেহই বলিতেছে না; কিন্তু বৈদ্য যে বিষ করেন, তাহার ভিতর এরূপ অপূর্ব্ব উপায় আছে যে, ঐ বিষপানে মৃত্যু হয় না, প্রত্যু শরীরস্থিত বিষ সংহার প্রাপ্ত হয়। গুরু কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই মদ্যাদি দ্বারা সংসারবিষ হরণ করেন, তাহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে শিবের নিষেধ

(৭৪)—মানস-পূজা-প্রণালী যথা,—

কনিষ্ঠাভ্যাং—লঁ পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং—হঁ আকাশাত্মকং পুষ্পং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।
তর্জ্জনীভ্যাং—যঁ বায়্বাত্মকং ধূপং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণে করে।
ততস্তু প্রণমেদ্ধীমান্ মন্ত্রেণানেন সদ্গুরুম্ ॥ ৩০ ॥
ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে।
নমঃ সদ্গুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে ॥ ৩১ ॥
নরাকৃতিপরব্রহ্ম-রূপায়াজ্ঞানহারিণে।
কুলধর্ম্মপ্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩২ ॥
প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েন্নিজদেবতাম্।
পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বা তাং মূলমন্ত্রজপঞ্চরেৎ ॥ ৩৩ ॥

যথাশক্তীত্যাদি। জপম্ ঐর্মিতি বীজস্যেতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

অনেন কেন মন্ত্রেণোৎপ্রেক্ষায়াং তমেব মন্ত্রমাহ, ভবপাশবিনাশায়েত্যাদি। ভবপাশবিনাশায় সংসাররূপস্য পাশস্য বিনাশকায়। জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে জ্ঞানরূপাং দৃষ্টিং প্রদর্শয়িতুং শীলং যস্য স তস্মৈ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

প্রণম্যেত্যাদি। এবমুক্তপ্রকারেণ গুরুং প্রণম্য প্রকর্ষেণ ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন নত্বা তত্র শিরসি শুক্লাব্জে আসীনাং নিজদেবতাং সাধকশ্চিন্তয়েদ্ধ্যায়েৎ। ততঃ পূর্ব্ববৎ গুরুবন্মানসৈরুপচারকৈস্তাং নিজদেবতাং পূজয়িত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীমিত্যাদিকস্য মূলমন্ত্রস্য জপঞ্চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এইরূপে যথাশক্তি জপ করিয়া, ঐ জপফল গুরুর দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ করিবেন পরে পশ্চাদুক্ত এই মন্ত্রপাঠপুরঃসর সদ্গুরুকে প্রণাম করিবে যে,[৩০] আপনি দুর্ভেদ্য ভবপাশের মোচনকর্ত্তা; আপনি সকলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করেন; আপনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন; আপনি সদ্গুরু; আপনাকে নমস্কার।[৩১] যিনি নরাকৃতি হইয়াও পরমব্রহ্মস্বরূপ; যিনি সকলের অজ্ঞান নাশ করেন; যিনি কুলধর্ম্মের প্রকাশক; সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।[৩২] এইরূপে গুরুকে প্রণাম করিয়া, সাধক হৃদয়কমলে নিজ ইষ্ট দেবতার ধ্যান

মধ্যমাভ্যাং—রঁ বহ্ন্যাত্মকং দীপং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।
অনামাভ্যাং—বঁ অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ—ঐঁ সর্ব্বাত্মকং তাম্বূলং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।
অথবা "লঁ পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সশক্তিক গুরু শ্রীঅমুকানন্দনাথ অমুকীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাভ্যো সমর্পয়ামি নমঃ" এইরূপ ক্রমে মস্তকে যথোক্ত মুদ্রাবন্ধন পূর্ব্বক সমর্পণ করিতে হইবে।

যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ ।
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ প্রণমেদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৩৪ ॥
নমঃ সর্ব্বস্বরূপিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমো-নমঃ ।
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমো-নমঃ* ॥ ৩৫ ॥

তং মন্ত্রমেবাহ, নমঃ সর্ব্বেত্যাদি ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

করিবেন (৭৫)। পরে পূর্ব্ববৎ মানসোপচারে নিজ ইষ্ট দেবতার পূজা করি (৭৬) মূল মন্ত্র (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ প্রভৃতি) জপ করিবেন।৩৩ জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ যথাশক্তি জপ করিয়া, দেবীর বাম হস্তে জপফল সমর্পণ পূর্ব্বক, এই মন্ত্র দ্বারা ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবেন যে,৩৪ মাতঃ! তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী, তোমাকে নমস্কার। তুমি জগদ্ধাত্রী অর্থাৎ নিখিল জগতের আধার, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। তুমি আদ্যা কালিকা এবং তুমিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী ও সংহারকর্ত্রী, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।৩৫

---

* কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমোঽস্তু তে ইতি পাঠান্তরম্।

(৭৫)—প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েন্নিজদেবতাম্। এই শ্লোকে তত্র শব্দে মস্তকে সহস্রদল পদ্মে। মূলের তাৎপর্য্য এই যে "সহস্রারে এইরূপে গুরুকে প্রণাম করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে।" টীকাকার এস্থলে সেরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া "গুরুকে এইরূপে প্রণামপূর্ব্বক সহস্রারে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় কোন তন্ত্রেই মস্তকে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবার বিধি দেখা যায় না; বিশেষতঃ হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করাই সর্ব্ব সম্প্রদায়ের রীতি।

(৭৬)—অভীষ্টদেবতার মানসপূজা-প্রণালী যথা—

"হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম্ ॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বং চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ ॥
অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্ ॥

নমস্কৃত্য বহির্গচ্ছেৎ বামপাদপুরঃসরম্।
ত্যক্ত্বা মূত্রপুরীষঞ্চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥
ততো গত্বা জলাভ্যাসে স্নানং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি*।
আদাবপ উপস্পৃশ্য প্রবিশেৎ সলিলে ততঃ ॥ ৩৭ ॥

তত ইত্যাদি। জলাভ্যাসে বারিনিকটে। স্নানবিধিমেবাহ, আদাবপ ইত্যাদিভিঃ। অপো জলানি। সলিলে জলে ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিয়া,অগ্রে বাম চরণ বিন্যাস পূর্ব্বক বহির্গমন করিবে। পরে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া দন্তধাবন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।৩৬ তদনন্তর জলাশয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক, যথাবিধানে স্নান করিবে। স্নান করিবার সময় প্রথমতঃ আচমন করিয়া পশ্চাৎ জলে অবতরণ করিবে;৩৭

* স্নানং কৃত্বা যথাবিধি ইতি পাঠো ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ইব প্রতিভাতি।

নৃত্যানিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
সুমেখলাং পদ্মনালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা ॥
অমায়াদ্যৈর্ভাবপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্‌ভাবগোচরান্।
অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা ॥
অমোহকম্ অদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
আমাৎসর্য্যম্ অলোভঞ্চ দশ পুষ্পং বিদুর্বুধাঃ ॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্ ॥
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাবপুষ্পৈঃ সম্পূজয়েৎ শিবাম্।
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যশৈলং তথৈব চ ॥
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকম্।
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চ তৎক্ষালনোদকম্ ॥
কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ ॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে।
যদ্‌যৎ প্রমেয়ং তৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ ॥
পাতালভূতলব্যোমচারিণো বিঘ্নকারিণঃ।
তাংস্তানপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমাচরেৎ ॥

নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা মলানামপনুত্তয়ে ।
সকৃৎ স্নাত্বা তথোন্মজ্য মান্ত্রমাচমনঞ্চরেৎ ॥ ৩৮ ॥

নাভীত্যাদি । মন্ত্রৈঃ কার্য্যং মান্ত্রম্ ॥ ৩৮ ॥

এবং নাভিমাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া, শরীরের মল অপনয়ন করিবার নিমি একবারমাত্র জলমধ্যে নিমজ্জন পূর্ব্বক উন্মগ্ন হইয়া তান্ত্রিক আচমন করিবে।

গ্রন্থিমা কুণ্ডলীশক্তিনাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ ।
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥
অকারাদি লকারান্তম্ অনুলোমম্ ইতি স্মৃতম্ ।
পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ ॥
অষ্টবর্গাদ্যষ্টবর্ণৈস্তথা ন্যূনমথাষ্টকম্ ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেদ্ধিয়া ॥
সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণি ।
গৃহাণান্তর্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোঽস্তু তে ॥
সমর্প্য জপমেতেন পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া ।
অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং ব্রজেৎ ॥
অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েৎ ততঃ ।
আত্মান্তরাত্মা পরমজ্ঞানাত্মা চ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
এতদ্রূপং তু চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ ॥
আনন্দমেখলারম্যং বিন্দুত্রিবলয়াঙ্কিতম্ ।
অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ ॥
বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ ।
সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাৎ হোমং যথাবিধি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিস্তেন প্রকল্পয়েৎ ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেদমুম্ ॥
ওঁ নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা ।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যম্ অক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ১ ॥
বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতিম্ ।
মূলমন্ত্রোপরি শ্লোকম্ অপরং হোময়েন্মনুম্ ॥
ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা ।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যম্ অক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ২ ॥

আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈঃ স্বাহান্তৈঃ সাধকাগ্রণীঃ ।
ত্রিঃপ্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্য-ত্যাচমেৎ* কুলসাধকঃ ॥৩৯॥
কুলযন্ত্রং মন্ত্রগর্ভং বিলিখ্য সলিলে সুধীঃ ।
মূলমন্ত্রং দ্বাদশধা তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥

আচমনমন্ত্রানেব দর্শয়ন্নাহ, আত্মেত্যাদি। স্বাহা অন্তো যেষাং তথাভূতৈঃ আত্মবিদ্যাশিবতত্ত্বৈঃ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা শিবতত্ত্বায় স্বাহেতি মন্ত্রৈরিত্যর্থঃ। সাধকাগ্রণীঃ সাধকশ্রেষ্ঠঃ। কুলসাধকোঽপো জলানি ত্রির্ব্বারত্রয়ং প্রাশ্য প্রপীয় দ্বির্ব্বারদ্বয়মুন্মৃজ্য ইত্যেবমাচম্য হ্রীঁ প্রভৃতীনাং মন্ত্রাণাং মধ্যে কশ্চিদপি মন্ত্রো গর্ভে যস্যৈবম্ভূতং ত্রিকোণাত্মকং কুলযন্ত্রং সলিলে জলে বিলিখ্য সুধীর্ধীরঃ সাধকস্তস্য কুলযন্ত্রস্যোপরি হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীমিত্যাদ্যাত্মকং মূলমন্ত্রং দ্বাদশধা দ্বাদশবারঞ্জপেদিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ কুলসাধক, "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" "বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" "শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্রত্রয়ে ক্রমশঃ তিনবার জলবিন্দু পান পূর্ব্বক দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবেন।[৩৯] প্রিয়ে! তৎপরে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি, জলের উপরি ত্রিকোণ কুলযন্ত্র লিখিয়া, তন্মধ্যে মূলমন্ত্র (বা তদন্তর্গত যে কোন বীজ) লিখিবেন এবং তদুপরি দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন।[৪০] পরে সাধক, সেই অভিমন্ত্রিত জল তেজোরূপ

---

* দ্বিরুন্মৃজ্য ত্বাচমেৎ ইতি দ্বিরুন্মৃজ্য চাচমেৎ ইতি চ পাঠান্তরম্।

ওঁ প্রকাশাকাশহস্তাভ্যাম্ অবলম্ব্যোন্মনীস্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ৩ ॥
বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ তৃতীয়াহুতিমাচরেৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেদমুম্ ॥
ওঁ অন্তর্নিরন্তরনিরিন্ধনমেধমানে
মায়ান্ধকারপরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশভূমৌ
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবসানম্ ॥ স্বাহা ॥ ৪ ॥
অনেন মনুনা হুত্বা পূর্ণাহুতিরনন্তরম্।
ওঁ ইদন্তু পাত্রভরিতং মহত্তাপপরামৃতম্ ॥
পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ৫ ॥

তেজোরূপং জলং ধ্যাত্বা সূর্য্যমুদ্দিশ্য দেশিকঃ।
তত্তোয়ৈস্ত্র্যঞ্জলীন্ দত্বা তেনৈব পাথসা ত্রিধা।
অভিষিচ্য স্বমূর্দ্ধানং সপ্তচ্ছিদ্রাণি রোধয়েৎ॥ ৪১॥

তেজোরূপমিত্যাদি। দেশিকঃ সাধকঃ কুলযন্ত্রসম্বন্ধি জলং তেজো[রূপং] ধ্যাত্বা তত্তোয়ৈঃ কুলযন্ত্রসম্বন্ধিভির্জলৈস্ত্র্যঞ্জলীন্ সূর্য্যমুদ্দিশ্য দত্বা তেনৈব কু[ল]যন্ত্রসম্বন্ধিনৈব পাথসা জলেন স্বমূর্দ্ধানং ত্রিধা ত্রিবারমভিষিচ্য সপ্তচ্ছি[দ্রাণি] কর্ণনেত্রনাসামুখবিবরাণি হস্তদ্বয়াঙ্গুলিভিঃ রোধয়েৎ॥ ৪১॥

ভাবনা করিয়া তাহা হইতে তিন অঞ্জলি জল সূর্য্যদেবের উদ্দেশে প্র[দান] পূর্ব্বক, সেই মন্ত্রপূত জল দ্বারাই তিনবার আপনার মস্তক অভিষিক্ত করি[য়া] মুখ নাসিকা কর্ণ ও চক্ষু, এই সপ্তচ্ছিদ্র রোধ করিবে।

বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ পঞ্চমাহুতিম্॥

গুরূপদিষ্ট অভীষ্টদেবতার পূজাপদ্ধতিঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধক অভীষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে [আসন] স্বরূপ হৃদয়-কমল প্রদান করিবেন। পরে সহস্রদল-কমলে পরমশিবের সহিত কুণ্ডলিনীর সঙ্গ[ম] বিনিঃসৃত সুধা দ্বারা তাঁহার চরণযুগলে পাদ্য প্রদান করিয়া মনকে অর্ঘ্যস্বরূপে নিবেদন করিবে[ন]। অনন্তর উক্ত সহস্রদল-কমল-বিচ্যুত সুধা দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় প্রদান পূর্ব্বক বস্ত্র[স্বরূপ] আকাশতত্ত্ব, গন্ধস্বরূপ গন্ধতত্ত্ব, পুষ্পস্বরূপ চিত্ত, ধূপস্বরূপ পঞ্চ প্রাণ, দীপস্বরূপ তেজস্তত্ত্ব, নৈ[বেদ্য] স্বরূপ (সহস্রারে কুণ্ডলিনী ও পরমশিবের সহযোগে উদ্ভূত) সুধাসাগর, ঘণ্টাধ্বনি-স্বরূপ অনাহত[ধ্বনি], চামর স্বরূপ বায়ুতত্ত্ব, ছত্রস্বরূপ সহস্রদল কমল, গীতস্বরূপ শব্দতত্ত্ব এবং নৃত্যস্বরূপ ই[ন্দ্রিয়] সমুদায়ের ক্রিয়া ও মনের চাঞ্চল্য সমর্পণ করিবেন। পরে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী রূপ পদ্ম প্রদান পূর্ব্বক ভাবগোচরা ভগবতীকে নানাবিধ পুষ্প ও অমায় প্রভৃতি পঞ্চদশ ভাবপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্পের মধ্যে দশপ্রকার সাধারণ এবং পঞ্চপ্রকার মহাপুষ্প। সাধারণ ভাবপুষ্পদশক যথা—অমায় (মায়া-পরিহার) ১, অন[হঙ্কার] (অহঙ্কার-শূন্যতা) ২, অরাগ (অনুরাগ-বর্জ্জন) ৩, অমদ (গর্ব্ব-হীনতা) ৪, অমোহ (মোহ-[রাহিত্য]) রাহিত্য) ৫, অদম্ভ (অদাম্ভিকতা) ৬, অদ্বেষ (বিদ্বেষাভাব) ৭, অক্ষোভ (ক্ষোভ-বিসর্জ্জন) ৮, অমাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরতা-ত্যাগ) ৯, অলোভ (লোভের অনধীনতা) ১০, এই [দশ] সাধারণ ভাবপুষ্প। তৎপরে পঞ্চবিধ মহাপুষ্প দ্বারা পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি[বে।] সময় অহিংসা রূপ প্রথম পুষ্পাঞ্জলি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ দ্বিতীয় পুষ্পাঞ্জলি, দয়ারূপ [তৃতীয়] পুষ্পাঞ্জলি, ক্ষমারূপ চতুর্থ পুষ্পাঞ্জলি, এবং জ্ঞানরূপ পঞ্চম পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। এইরূপ প[ঞ্চ]

ততস্তু দেবতাপ্রীত্যৈ ত্রির্নিমজ্জ্য জলান্তরে।
উত্থায় গাত্রং সংমার্জ্জ্য পিদধ্যাচ্ছুদ্ধবাসসী ॥ ৪২ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্তু সপ্তচ্ছিদ্ররোধনাদনন্তরং তু দেবতাপ্রীত্যৈ সংকল্প্য জলান্তরে ত্রির্ব্বারত্রয়ং নিমজ্জ্য তত উত্থায় গাত্রং সংমার্জ্জ্য বস্ত্রেণ প্রোক্ষ্য চ শুদ্ধবাসসী ধৌতবস্ত্রে পিদধ্যাৎ আচ্ছাদয়েৎ পরিদধ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর নিজ ইষ্টদেবতার প্রীতির কামনায় জলমধ্যে তিনবার নিমগ্ন হইয়া উত্থান পূর্ব্বক গাত্র মার্জ্জন করিয়া বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিবে।[৪২] পরে

প্রকার ভাবপুষ্প দ্বারা ভগবতীর পূজা করিয়া, পঞ্চতত্ত্ব প্রদান সময়ে সাধক মনে মনে সুধা-সাগর, পর্ব্বতাকার মাংস, পর্ব্বতাকার মৎস্য, রাশীকৃত মুদ্রা ও সুভক্ত ঘৃতাক্ত পরমান্ন, কুলামৃত, পীঠক্ষালন বারি এবং পঞ্চপ্রকার কুলপুষ্প অর্থাৎ বজ্রপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডপুষ্প, গোলপুষ্প ও সার্ব্বকালিক কুসুম নিবেদন করিবে। কামকে ছাগ স্বরূপ ও ক্রোধকে মহিষ স্বরূপ কল্পনা করিয়া বলিদান করিতে হইবে। বলিদানের পর ভোগ দিবার সময় স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে আকাশে অথবা জলমধ্যে যাহা কিছু প্রমেয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বস্তু আছে, তৎসমুদায় নিবেদন করিবে। পাতালচারী ভূতলচারী আকাশচারী যে কোন জীব, পূজার বিঘ্নকারী হইবে, তাহাদিগকেও বলিদান করিয়া দ্বন্দ্বভাব পরিহার পূর্ব্বক জপ করিতে আরম্ভ করিবে। মানসিক জপ করিবার সময় কুলকুণ্ডলিনীরূপ সূত্রে অকারাদি (শেষ) লকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ গ্রথিত করিতে হইবে। মালা গ্রথিত করিবার সময় সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন যে, কুণ্ডলিনীর দুই দিকে দুই মুখ। তিনি এক মুখ উন্নত করিয়া মূলাধারের চতুর্দ্দল হইতে বিলোমক্রমে স, ষ, শ, ব এই বর্ণচতুষ্টয় একটির পর একটি প্রত্যেক দল হইতে গ্রাস পূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠানের ষড়্‌দলে ল,র, য, ম, ভ, ব, এই ছয় বর্ণ ঐরূপে গ্রাস করিবেন। পরে তিনি মণিপুর পর্য্যন্ত মুখ উন্নত করিয়া দশদলস্থিত ফ, প, ন, ধ, দ, থ, ত, ণ, ঢ, ড, এই দশটি বর্ণ গ্রাস করিয়া অনাহত-চক্রস্থিত দ্বাদশ দলে ঠ,ট,ঞ, ঝ,জ,ছ,চ,ঙ, ঘ, গ, খ, ক, এই দ্বাদশ বর্ণ গ্রাস করিবেন। পরে তিনি বিশুদ্ধ-চক্রস্থিত ষোড়শদল হইতে অঃ অং ঔ, ও, ঐ, এ, ৠ, ঌ, ৡ, ঋ, ঊ, উ, ঈ, ই, আ, অ, এই ষোড়শবর্ণ গ্রাস পূর্ব্বক আজ্ঞা চক্রে গিয়া ক্ষ এই বর্ণের কিঞ্চিৎ গ্রাস করিবেন। পরে দ্বিতীয় মুখ অর্থাৎ পুচ্ছ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা ল এই বর্ণ উদ্গীরণ পূর্ব্বক দ্বিদল হইতে হ এই বর্ণ গ্রাস করিয়া পুনর্ব্বার উদ্গীর্ণ ল-কেও গ্রাস পূর্ব্বক ক্ষ, এই বর্ণের কিয়দংশ গ্রাস করিবেন। এইরূপ ক্রমে গ্রাস করায়, অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণে মাতৃকামালা গ্রথিত হইল। উভয় মুখে ধৃত ক্ষ ইহার মেরু। এই মাতৃকামালার প্রত্যেক বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিতে হইবে। অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণে অনুলোম এবং

মৃৎস্নয়া ভস্মনা বাপি ত্রিপুণ্ড্রং বিন্দুসংযুতম্*।
ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ গায়ত্র্যা বদ্ধকুন্তলঃ ॥ ৪৩ ॥

মৃৎস্নয়েত্যাদি। ততো গায়ত্র্যা বদ্ধকুন্তলো নিবদ্ধকেশঃ সন্ মৃৎস্নয়া প্রশস্তয়া মৃত্তিকয়া তাদৃশেনৈব ভস্মনা বাপি বিন্দুসংযুতং ত্রিপুণ্ড্রং তিলকং ললাটে কুর্য্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক কেশ (শিখা) বন্ধন করিয়া, বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা অথব

* ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মসংযুতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণে বিলোম জপ করিলে একশত জপ হইবে। পরে অষ্টবর্গের আদ্য অষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ, এই অষ্টবর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া ঐরূ অষ্টবার জপ করিবে। ইহা দ্বারা একশত আটবার জপ হইবে। পরন্তু এই মানসি জপকালে শ্বাস রুদ্ধ রাখিয়া উক্ত ১০৮ বার জপ করাই সাধক সম্প্রদায়ের রীতি। যিনি ১০ জপ শেষ পর্য্যন্ত শ্বাসবায়ু রুদ্ধ রাখিতে না পারেন, তিনি কেবল শেষোক্ত অষ্টবার ম জপ করিবেন।

তোড়ল তন্ত্রে আছে যে, কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া চিন্তা করিতে হইবে; তিনি পরমশিবকে মালাকারে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই সময়ে শ্বাসরোধ পূর্ব্বক জ করিবে। জপকালে শ্বাস পরিত্যাগ করিলে মালা ছিন্ন হয়; মালা ছিন্ন হইলে আরুক্ষয় হ কুণ্ডলিনীকে উত্থাপন কালে উক্তরূপে বর্ণ গ্রাস পূর্ব্বক মালা গ্রথনের উল্লেখও নাই। কারণ, ম কুণ্ডলিনী দেবী পঞ্চাশদ্বর্ণভূষিতা॥

সাধক উক্তপ্রকারে অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া মনে মনে সমর্পণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র সহকারে মনে মনেই প্রণাম করিবেন যে, মাতঃ! তুমি সকলেরই অন্তরাত্মাতে বাস ক তেছ; তুমি সকলের অন্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণী। আদ্যে কালি! আমি যে মানসিক জপ করি তাহা গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার। সাধক এই রূপে জপ সমর্পণ সহকারে মনে ম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবেন।

অতঃপর মানসিক হোম করিবার প্রণালী বলিতেছি। ইহার দ্বারা সাধক ব্রহ্মময় হই থাকেন। অন্তর্হোম করিবার সময় মূলাধাররূপ কুণ্ডে চিৎস্বরূপ অগ্নি উদ্দীপ্ত চিন্তা করিয়া আ প্রদান করিতে হইবে। আত্মা (শরীর), অন্তরাত্মা (কুণ্ডলিনী), পরমাত্মা (ব্রহ্ম), জ্ঞান (বুদ্ধি), এই চতুষ্টয় দ্বারা নির্ম্মিত চতুষ্কোণ চিৎকুণ্ড কল্পনা করিতে হইবে। এই চিৎ আনন্দরূপ মেখলা (কুণ্ডের বেষ্টনী বিশেষ) দ্বারা সুরম্য। মূলাধার চক্রস্থিত স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বিন্দু ও যোনিমণ্ডল রূপ ত্রিকোণ ইহার বিন্দু ও ত্রিকোণমণ্ডল পরিকল্পিত হইবে। ক কলার নিম্নদেশস্থিত অর্দ্ধমাত্রা এই কুণ্ডের যোনি (কুণ্ডের অবয়ব বিশেষ) স্বরূপ কল্পনা করি

বৈদিকীং তান্ত্রিকীঞ্চৈব যথানুক্রমযোগতঃ।
সন্ধ্যাং সমাচরেন্মন্ত্রী তান্ত্রিকীং শৃণু কথ্যতে॥ ৪৪॥

বৈদিকীমিত্যাদি। ততো মন্ত্রী সাধকো যথানুক্রমযোগতোঽনুক্রমেণৈব

যথোক্ত ভস্ম দ্বারা ললাটে বিন্দুযুক্ত তিলক ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে (৭৬)।৪৩
অনন্তর সাধক যথাক্রমে বৈদিকী সন্ধ্যা সমাধান পূর্ব্বক তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান

হইবে। এই যোনি ব্রহ্মানন্দময়। অনন্তর সাধক বাম ভাগে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা ও মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী ধ্যান করিয়া যথাবিধানে হোম করিতে আরম্ভ করিবেন। এই হোমকালে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হবিঃস্বরূপ পরিকল্পিত হইবে। পরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দিতে হইবে যে, আমার নাভিস্থিত চৈতন্যরূপ হুতাশন অধুনা জ্ঞান দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে! এক্ষণে আমি মনোময় স্রুক্ (হোম-সাধন, দর্ব্বীর ন্যায় আকার-বিশিষ্ট যজ্ঞপাত্র-বিশেষ) দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘৃতের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিলাম। এই মন্ত্রে স্বাহা যোগ করিয়া প্রথম আহুতি প্রদান করিবে। ১।

পুনর্ব্বার মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবির্দ্বারা সমুদ্দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে আমি সুষুম্না পথ দ্বারা মনোময় স্রুক্ সহকারে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিতেছি। ২। অদ্য আমি প্রকাশ ও আকাশ রূপ হস্তদ্বয় দ্বারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও মায়াবিকাশ রূপ ঘৃতে পরিপূর্ণ উন্মনীরূপ স্রুক্ অবলম্বন করিয়া, তৎসমুদায় উদ্দীপ্ত অগ্নিতে আহুতি সমর্পণ করিলাম। ৩। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় আহুতি প্রদান কালেও অন্তে স্বাহা উচ্চারণ করিতে হইবে।

এইরূপে তৃতীয় আহুতি প্রদান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে যে, যাঁহা হইতে অদ্ভুত দিব্য জ্যোতিঃ (জগৎপ্রপঞ্চ) প্রকাশ হইতেছে, যিনি মায়ারূপ অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া আমার অন্তরে ইন্ধন ব্যতিরেকেও নিরন্তর প্রজ্বলিত ও সমুদ্দীপ্ত রহিয়া-ছেন, তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় সম্বিৎরূপ অগ্নিতে আমি ধরাতল অবধি শিব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ও সমুদায় মায়াপ্রপঞ্চ আহুতি প্রদান করিলাম। ৪। অনন্তর পূর্ণাহুতির সময় এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে যে, আমার এই মনোময় পাত্র আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তাপত্রয়রূপ হব্যে পরিপূরিত করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোম সমাপন করিলাম। স্বাহান্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এই পঞ্চম আহুতিও প্রদান করিবে। ৫।

এরূপ মানস পূজায় অসমর্থ হইলে, হৃদয়-কমলে অভীষ্টদেবতার ধ্যান পূর্ব্বক মনে মনে কেবল সুধাম্বুধি, মাংসশৈল, মৎস্যশৈল মুদ্রারাশি ও কুলামৃত সমর্পণ করিবে।

(৭৬)—ত্রিপুণ্ড্র ও তিলক ধারণের বিস্তারিত-বিবরণ-জিজ্ঞাসুগণ অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতি দ্বিতীয় সংস্করণে দেখিতে পাইবেন।

আচম্য পূর্ব্ববৎ তোয়ে-স্তীর্থান্যাবাহয়েচ্ছিবে ॥ ৪৫ ॥
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৪৬ ॥
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ মুদ্রয়াঙ্কুশসংজ্ঞয়া।
আবাহ্য তীর্থং সলিলে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ৪৭ ॥

বৈদিকীং তান্ত্রিকীঞ্চ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। তয়োর্মধ্যে তান্ত্রিকীং স... ত্বং শৃণু ময়া কথ্যতে ॥ ৪৪ ॥

তান্ত্রিকীং সন্ধ্যামেবাহ, আচম্যেত্যাদিভিঃ। হে শিবে পূর্ব্ববদাচম্য তো... জলে তীর্থান্যাবাহয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

ননু কেন মন্ত্রেণ কানি বা তীর্থান্যাবাহয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, গঙ্গেচেত্যা... সন্নিধিম্ আসক্তিম্ ॥ ৪৬ ॥

মন্ত্রেণেত্যাদি। সাধকোঽনেন অনন্তরমেবোক্তেন মন্ত্রেণাঙ্কুশসংজ্ঞয়া মু... সলিলে জলে তীর্থমাবাহ্য মূলং মন্ত্রং সলিলে এব দ্বাদশধা জপেৎ। অঙ্কু... যথা জ্ঞানার্ণবে। দক্ষমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জন্যঙ্কুশরূপিণী। অঙ্কুশাখ্যা মহা... ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমেতি ॥ ৪৭ ॥

করিবেন। তন্মধ্যে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর... শিবে! পূর্ব্বের ন্যায় জল দ্বারা আচমন করিয়া জলে তীর্থ আবাহন করিবে... (প্রধান সপ্ত তীর্থ আবাহনের মন্ত্র যথা —) গঙ্গে! যমুনে! গোদাবরি! সরস্ব... নর্ম্মদে! সিন্ধু! কাবেরি! তোমরা এই জলে অধিষ্ঠান কর।[৪৬] জ্ঞানী ব... এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অঙ্কুশমুদ্রা (৭৭) দ্বারা জলমধ্যে তীর্থ আবাহন করিয়া, ... পরি (মৎস্যমুদ্রা (৭৮) দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক) দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে... অনন্তর তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের সহিত অনামিকা অঙ্গুলির যোগ ক...

---

(৭৭)—দক্ষিণ হস্তে মুষ্টীবন্ধন পূর্ব্বক তর্জ্জনী অঙ্কুশাকারে কুঞ্চিত করিলেই অঙ্কুশমু... থাকে। ইহা দ্বারা ত্রৈলোক্যও আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

(৭৮)—মৎস্যমুদ্রা যথা তন্ত্রসারে, "দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশে বামপাণিতলং ন্যসেৎ। ... চালয়েৎ সম্যক্ মুদ্রেয়ং মৎস্যরূপিণী॥" দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে বাম করতল বিন্যাস... অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সঞ্চালিত করিবে, ইহার নাম মৎস্যমুদ্রা।

ততস্তত্তোয়তো বিন্দূন্ ত্রিধা ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ।
মধ্যমানামিকাযোগাৎ মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৮ ॥
সপ্তবারং স্বমূর্দ্ধানম্ অভিষিচ্য ততো জলম্ ।
বামহস্তে সমাদায় ছাদয়েদ্দক্ষপাণিনা ॥ ৪৯ ॥
ঈশানবায়ুবরুণ-বহ্নীন্দ্রবীজপঞ্চকম্ ।
প্রজপ্য বেদধা তোয়ং দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ॥ ৫০ ॥
বীক্ষ্য তেজোময়ং ধ্যাত্বা চেড়য়াকৃষ্য সাধকঃ ।
দেহান্তঃকলুষং তেন রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া ॥ ৫১ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং মূলমন্ত্রস্যোচ্চারণং পূর্ব্বং যত্র কর্ম্মণি তৎ মূলো-চ্চারণপূর্ব্বকং মধ্যমানামিকাযোগাৎ তত্তোয়তো বিন্দূন্ ত্রিধা ত্রিবারং ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৪৮ ॥

সপ্তবারমিত্যাদি। মূলোচ্চারণপূর্ব্বকং মধ্যমানামিকাযোগাৎ তেনৈব জলেন সপ্তবারং স্বমূর্দ্ধানমাত্মীয়ং মস্তকমভিষিচ্য ততঃ পরং বামহস্তে জলং সমাদায় গৃহীত্বা দক্ষপাণিনাচ্ছাদয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

ঈশানেত্যাদি। দক্ষপাণিনাচ্ছাদ্য চ ঈশানবায়ুবরুণবহ্নীন্দ্রস্বামিকং হঁ যঁ বঁ রঁ লঁ ইত্যেতদ্বীজপঞ্চকং বেদধা চতুর্ব্বারং প্রজপ্য তত্তোয়ং দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ॥ ৫০ ॥

বীক্ষ্যেত্যাদি। সাধকো জলো দক্ষহস্তে সমানীতং তজ্জলং বীক্ষ্য বিলোক্য তেজোময়ং তেজোরূপং ধ্যাত্বা ঈড়য়া নাড্যা আকৃষ্য চ পিঙ্গলাখ্যয়া নাড্যা তেন জলেন দেহান্তঃকলুষং শরীরান্তঃপাপং রেচয়েন্নিষ্কর্ষেৎ ॥ ৫১ ॥

তদ্দ্বারা, মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, সেই জল হইতে তিনবার ভূমিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে,[৪৮] এবং ঐরূপ অঙ্গুলিদ্বয় যোগে মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে সাতবার ঐরূপ জলবিন্দু দ্বারা আপনার মস্তকে অভিষেক করিবে। পরে কিঞ্চিৎ জল বাম করতলে গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক[৪৯] ঈশান-বীজ (হঁ), বায়ুবীজ (যঁ), বরুণবীজ (বঁ), বহ্নিবীজ (রঁ) ও ইন্দ্রবীজ (লঁ), এই পাঁচটি বীজ, (সমুদায়ে হঁ যঁ বঁ রঁ লঁ) চারিবার জপ করিয়া, সেই জল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে।[৫০] অনন্তর সাধক সেই জল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহা তেজোময় চিন্তা করিয়া, ইড়া দ্বারা (বাম নাসিকা দ্বারা মনে মনে) আকর্ষণ পূর্ব্বক

নিক্ষিপ্য পুরতো বজ্র-শিলায়ামস্ত্রমুচ্চরন্।*
ত্রিবারং তাড়য়ন্ মন্ত্রী হস্তৌ প্রক্ষালয়েত্ততঃ ॥ ৫২ ॥
আচম্যোক্তেন মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
তারমায়াহংস ইতি ঘৃণিসূর্য্য ততঃপরম্।
ইদমর্ঘ্যং তুভ্যমুক্ত্বা দদ্যাৎ স্বাহেত্যুদীরয়ন্ ॥ ৫৪ ॥

নিক্ষিপ্যেত্যাদি। মন্ত্রী সাধক এবং দেহান্তঃকলুষং নিক্ষিপ্য পুরতো মনঃকল্পিতায়াং বজ্রশিলায়ামস্ত্রং ফড়িতি মন্ত্রমুচ্চরন্ জপন্ সন্ ত্রিবারং য়েৎ আহন্যাৎ। ততোঽনন্তরং হস্তৌ প্রক্ষালয়েদ্ধাবেৎ ॥ ৫২ ॥

আচম্যেত্যাদি। তত উক্তেন মন্ত্রেণাচম্য সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েদ্দদ্যাৎ ॥

ননু কেন মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদনীয়মত আহ, তারেত্যাদি। তারমায়াহংস ইত্যুক্ত্বা ততঃপরং ঘৃণিসূর্য্যেত্যুক্ত্বা ততশ্চ পরমিদমর্ঘ্যং মিত্যুক্ত্বা ততোঽনন্তরং স্বাহেত্যুদীরয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ সাধকঃ সূর্য্যায় দদ্যাৎ। ওঁ হ্রীঁ হংস ঘৃণিসূর্য্য ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং স্বাহেতি মন্ত্রেণার্ঘ্যং নিবে দিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥

তদ্দ্বারা দেহান্তর্গত সমুদায় পাপ (ধৌত হইয়া সেই জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে ভাবি পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী দ্বারা (দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা) পরি করিবে।[৫১] পরে ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্মুখে পরিক বজ্রশিলার উপরিভাগে সেই পাপমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ জল তিনবার তা করিবে (৭৯)। পরে হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক[৫২] পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা আ করিয়া, পশ্চাদুক্ত মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে।[৫৩] (মন্ত্র যথা—) হংস ঘৃণিসূর্য্য ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং স্বাহা।[৫৪]

অনন্তর প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সন্ধ্যাকালে, রজঃ সত্ত্ব ও

---

* শিলায়াং মন্ত্রমুচ্চরন্ ইতি পাঠান্তরম্।

(৭৯) টীকাকারের মতে হস্তস্থিত জল তিনবার তাড়ন করিতে হইবে। পরন্তু অন্যান্য পাপময় কৃষ্ণবর্ণ জল একবার মাত্র তাড়ন করিবার বিধি আছে, এবং সাধকসম্প্রদায়ের সেইরূপ। আমাদের বোধ হয় অস্ত্রবীজ 'ফট্' তিনবার উচ্চারণ করিয়া একবার তাড় ইহার তাৎপর্য্য।

ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ত্রিরূপাং গুণভেদতঃ ॥ ৫৫ ॥
প্রাতর্ব্রাহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাঞ্চ কুমারিকাম্।
কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণম্ অচ্ছমালাঞ্চ বিভ্রতীম্।
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং হংসারূঢ়াং শুচিস্মিতাম্ ॥ ৫৬ ॥
মধ্যাহ্নে তাং শ্যামবর্ণাং* বৈষ্ণবীঞ্চ চতুর্ভুজাম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারিণীং গরুড়াসনাম্ ॥ ৫৭ ॥

রজআদিগুণভেদাৎ প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ত্রিরূপত্বং প্রদর্শয়ন্ গায়ত্র্যা ধ্যানমেবাহ, প্রাতর্ব্রাহ্মীমিত্যাদিভিঃ। প্রাতরিতি। রক্তবর্ণাং রক্তো লোহিতো বর্ণো যস্যাস্তান্। দ্বিভুজাং দ্বৌ ভুজৌ বাহূ যস্যাস্তথাভূতাম্। তীর্থপূর্ণং গঙ্গাদিতীর্থজলৈঃ পূরিতং কমণ্ডলুম্ অচ্ছমালাং স্বচ্ছমাল্যঞ্চ পাণিভ্যাং বিভ্রতীং দধতীম্। কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং নীলচর্ম্মরূপং বস্ত্রং পরিদধতীম্। হংসারূঢ়াং হংসঃ পক্ষিবিশেষস্তমারূঢ়াম্। শুচিস্মিতাং শুচি পবিত্রং শুভ্রং বা স্মিতমীষদ্ধাসো যস্যাস্তাম্। কুমারিকাং কন্যকাম্। ব্রাহ্মীং ব্রহ্মণঃ শক্তিম্। এবম্ভূতাং গায়ত্রীং দেবীং প্রাতঃকালে ধ্যায়েৎ। অগ্রেঽপ্যেবমেবান্বয়ঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৫৬ ॥
মধ্যাহ্ন ইত্যাদি। তাং গায়ত্রীম্ ॥ ৫ ॥

গুণভেদে যথাযথ ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিরূপা পরম দেবতা মহাদেবী গায়ত্রীর ধ্যান করিবে।[৫৫] প্রাতঃকালে (রজোগুণময়ী) ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির ধ্যান করিবে। এই ব্রাহ্মী শক্তি রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা ও কুমারী। ইনি হস্ত দ্বারা তীর্থ পরিপূর্ণ কমণ্ডলু ও সুনির্ম্মল মাল্য ধারণ করিতেছেন। ইঁহার পরিধানে কৃষ্ণাজিন। ইনি হংসের উপরি আরোহণ করিয়া আছেন। ইহাঁর মুখকমল মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত।[৫৬] মধ্যাহ্নকালে সতত, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থিতা (সত্ত্বগুণময়ী) বৈষ্ণবীশক্তির ধ্যান করিবে। এই শক্তি শ্যামবর্ণা ও চতুর্ভুজা। ইনি চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। ইনি গরুড়ের উপর উপবিষ্টা। এই বৈষ্ণবীশক্তি যুবতী। ইহাঁর স্তনযুগল পীন ও উত্তুঙ্গ।

---

* মধ্যাহ্নে শ্যামবর্ণাং তাম্ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে।

পীনোত্তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং বনমালাবিভূষিতাম্ ।
যুবতীং সততং ধ্যায়েন্-মধ্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ॥ ৫৮ ॥
সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ৫৯ ॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্ ।
বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্ ॥ ৬০ ॥
এবং ধ্যাত্বা মহাদেব্যৈ জলানামঞ্জলিত্রয়ম্ ।
দত্বা জপেত্তু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা ॥ ৬১ ॥
গায়ত্রীং শৃণু দেবেশি বদামি তব ভাবতঃ ॥ ৬২ ॥

পীনেত্যাদি। পীনং বৃহৎ তুঙ্গমুন্নতং কুচদ্বন্দ্বঃ যস্যাঃ তথাভূতাম্ ॥ ৫৮।
সায়াহ্ন ইত্যাদি। যতিঃ নির্জিতেন্দ্রিয়ব্যূহঃ। যে নির্জিতেন্দ্রিয়গ্রামা যতি
যতয়শ্চ তে ইত্যমরঃ। বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং বৃষরূপমাসনং যস্য স বৃষাসনঃ শি
স এব কৃত আশ্রয়ো নিজাধারো যয়া তথাভূতাম্। অথবা বৃষরূপং যৎ মহ
বদাসনং তদাত্মকঃ কৃত আশ্রয়ো যয়া তথাভূতাম্ ॥ ৫৯ ॥
ত্রিনেত্রামিত্যাদি। নৃকরোটিকাং নরকপালম্। গলিতযৌবনাং গ
তারুণ্যাম্ ॥ ৬০ ॥
এবমিত্যাদি। মহাদেব্যৈ গায়ত্র্যৈ। দশধা শতধাপি বা দশবারং শত
বেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥
গায়ত্রীমিত্যাদি। ভাবতঃ প্রীতিতঃ ॥ ৬২ ॥

ইনি বনমালা দ্বারা বিভূষিত।৫৮ সায়ংকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, (তমো
ময়ী মাহেশ্বরী শক্তি রূপা) গায়ত্রীর ধ্যান করিবেন। দেবী বরদা ও শুক্ল
ইঁহার পরিধান শুক্লবস্ত্র। ইনি বৃষরূপ আসন আশ্রয় করিয়া আছেন। ইঁ
তিন চক্ষু। ইনি করকমল দ্বারা বর, পাশ, শূল ও নরকপাল ধারণ করি
ছেন। ইনি বৃদ্ধা ও গলিতযৌবনা।৬০

এইরূপ ধ্যান করিয়া মহাদেবীকে তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান পূ
(অষ্টাধিক) শতবার বা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে।৬১ দেবি!
তোমার প্রতি প্রীতি নিবন্ধন গায়ত্রী বলিতেছি, শ্রবণ কর।৬২ প্র

আদ্যায়ৈ পদমুচ্চার্য্য বিদ্মহে তদনন্তরম্।
পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ।
এষা তু তব গায়ত্রী মহাপাপপ্রণাশিনী* ॥ ৬৩ ॥
ত্রিসন্ধ্যমেতাং প্রজপন্ সন্ধ্যায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।
ততস্তু তর্পয়েদ্ভদ্রে† দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ ॥ ৬৪ ॥

তাং গায়ত্রীমেবাহ, আদ্যায়ৈ ইত্যাদিনা। পূর্ব্বমাদ্যায়ৈ ইতি পদমুচ্চার্য্য তদনন্তরং বিদ্মহে ইতি পদমুচ্চরেৎ। তদনন্তরং পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াদিত্যুচ্চরেৎ। যোজনয়া আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াদিত্যাকারা গায়ত্রী আসীৎ। এতদ্গায়ত্র্যর্থস্তু আদ্যায়ৈ পরমেশ্বর্য্যৈ আদ্যাং পরমেশ্বরীং প্রাপ্তুং যাং বয়ং বিদ্মহে মন্যামহে ধীমহি চিন্তয়ামশ্চ তৎ জগৎকারণত্বেন অতি প্রসিদ্ধা কালী নোঽস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিযোজয়েদিত্যর্থ ইতি ॥ ৬৩ ॥

ত্রিসন্ধ্যমিত্যাদি। এতাং কেবলাং তব গায়ত্রীম্। ততস্তু গায়ত্রীজপাদনন্তরং তু ॥ ৬৪ ॥

'আদ্যায়ৈ' পদ উচ্চারণ করিয়া, তদনন্তর 'বিদ্মহে' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। পরে 'পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ' এই সমুদায় পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমুদায় পদ একত্র যোজনা করিয়া এইরূপ গায়ত্রী হইবে, যথা, 'আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ।' এই গায়ত্রীর অর্থ এই যে, আমরা আদ্যা পরমেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যাঁহার উপরি সম্পূর্ণ নির্ভর করি এবং যাঁহাকে একাগ্র হৃদয়ে চিন্তা করি, সেই জগৎকারণস্বরূপা কালী আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে বিনিযুক্ত করুন।) দেবি! তোমার নিকট এই আদ্যা কালীর গায়ত্রী কহিলাম ইহা হইতে সমুদায় মহাপাতক ধ্বংস হয়।৬৩

যিনি তিন সন্ধ্যা কেবলমাত্র এই গায়ত্রী জপ করেন, তিনি নিত্য ত্রিকালীন সন্ধ্যানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ কোনপ্রকার পাপই আর

---

* মহাপাপবিনাশিনী ইতি বা পঠনীয়ম্।

† ততস্তু তর্পয়েদ্দেবি ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

প্রণবং সদ্বিতীয়াখ্যাং তর্পয়ামি নমঃ পদম্।
শক্তৌ তু প্রণবে মায়াং নমঃ-স্থানে দ্বিঠং বদেৎ॥ ৬৫॥
মূলান্তে সর্ব্বভূতান্তে নিবাসিন্যৈ পদং বদেৎ।
সর্ব্বস্বরূপাং ঙেযুক্তাং সায়ুধাপি তথা পঠেৎ॥ ৬৬॥

ননু কেন কেন মন্ত্রেণ দেবর্ষিপিতৃদেবতাস্তর্পয়িতব্যা ইত্যাকাঙ্ক্ষা তর্পণমন্ত্রমাহ, প্রণবমিত্যাদিনা। পূর্ব্বং প্রণবমোঙ্কারং বদেৎ। ততঃ সদ্বিতীয়াখ্যাং দ্বিতীয়য়া বিভক্ত্যা সহিতামাখ্যাং নামধেয়ং বদেৎ। ততশ্চ প তর্পয়ামীতি নম ইতি চ পদং বদেৎ। শক্তৌ তু শক্তিবিষয়ে তু প্রণবে প্রণ স্থানে মায়াং হ্রীমিতি বীজং বদেৎ। নমঃস্থানে দ্বিঠং স্বাহেতি পদং বদে এতেন ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নম ইতি মন্ত্রেণ দেবান্ ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি ন ইত্যনেন ঋষীন্ ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি নম ইতি মন্ত্রেণ পিতৄন্ হ্রীমাদ্যাং কা তর্পয়ামি স্বাহেত্যনেনাদ্যাং কালীং তর্পয়েদিতি জ্ঞাপিতম্॥ ৬৫॥

মূলান্তে ইত্যাদি। মূলস্য হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেতি মন্ত্রস্যান্তে সর্ব্বভূতেতি পদং তস্যান্তে নিবাসিন্যৈ ইতি পদং বদেৎ। ততো ঙেযু সর্ব্বস্বরূপাং বদেৎ। ততঃ তথা ঙেযুক্তা সায়ুধেত্যপি পদং বদেৎ। ততঃ চতুর্থীং সাবরণাং বদেৎ। ততঃ তদ্বদেব সচতুর্থীমেব পরাৎপরাং বদেৎ। ত

তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ভদ্রে! অনন্তর দেবগণ, ঋষিগণ পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে।৬৪ (তর্পণমন্ত্র যথা—) প্রথমতঃ প্রণব উচ্চা করিয়া, দ্বিতীয়ান্ত উক্ত দেবাদি পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক পরিশেষে 'তর্পয়ামি ন এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (যথা, ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ ঋষীংস্ত য়ামি নমঃ। ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি নমঃ।) পরন্তু শক্তির তর্পণ করিতে হই প্রণবস্থলে মায়াবীজ বিন্যাস করিয়া, নমঃ স্থানে স্বাহা এই পদ সন্নিবে করিবে (৮০)। (যথা, হ্রীঁ আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহা।)৬৫ (অনন্তর প্রদানের মন্ত্রোদ্ধার কথিত হইতেছে।) প্রথমতঃ মূলমন্ত্র (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমে স্বাহা) পাঠ করিয়া, তৎপরে 'সর্ব্বভূত' এই পদের অন্তে 'নিবাসিন্যৈ' এই

---

(৮০)—কিরূপে তর্পণ করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিধি এস্থলে লিখিত নাই। অ তন্ত্রের প্রমাণ অনুসারে সাধকগণ বাম হস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা অর্থাৎ বাম হস্তের অঙ্গু অনামিকা যোগ করিয়া তদ্দ্বারা, তর্পণ করিয়া থাকেন। রহস্যতর্পণ করিবার সময়

সাবরণাং সচতুর্থীং তদ্বদেব পরাৎপরাম্।
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে * ইদমর্ঘ্যং ততো দ্বিঠঃ॥ ৬৭॥
অনেনার্ঘ্যং মহাদেব্যৈ দত্ত্বা মূলং জপেৎ সুধীঃ।
যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ॥ ৬৮॥
প্রণম্য দেবীং পূজার্থং জলমাদায় সাধকঃ।
নত্বা তীর্থং পঠন্ স্তোত্রং দেবতাধ্যানতৎপরঃ॥ ৬৯॥

আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে ইদমর্ঘ্যমিতি বদেৎ। ততো দ্বিঠঃ স্বাহেতি পদং বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা সর্ব্বভূতনিবাসিন্যৈ সর্ব্বস্বরূপায়ৈ সায়ুধায়ৈ সাবরণায়ৈ পরাৎপরায়ৈ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি মন্ত্র আসীৎ॥ ৬৬॥ ৬৭॥

অনেনেত্যাদি। অনেনানন্তরমেবোক্তেন মন্ত্রেণ মহাদেব্যৈ অর্ঘ্যং দত্ত্বা সুধীর্ধীরঃ সাধকো মূলং মন্ত্রং জপেৎ। যথাশক্তি জপং কৃত্বা চ জপজন্যং ফলং দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ দদ্যাৎ॥ ৬৮॥

প্রণম্যেত্যাদি। ততঃ সাধকো দেবীং প্রণম্য পূজার্থং জলমাদায় গৃহীত্বা

উচ্চারণ করিতে হইবে। অনন্তর 'সর্ব্বস্বরূপায়ৈ' এই পদ উচ্চারণ করিয়া, 'সায়ুধায়ৈ' এই পদ পাঠ করিতে হইবে।[৬৬] তৎপরে 'সাবরণায়ৈ পরাৎপরায়ৈ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে' এই পদ উচ্চারণ করিয়া, তৎপরে 'ইদমর্ঘ্যং স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমস্ত একত্রে এইরূপ মন্ত্র উদ্ধার হইল, যথা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরী স্বাহা (৮১) সর্ব্বভূতনিবাসিন্যৈ সর্ব্বস্বরূপায়ৈ সায়ুধায়ৈ পরাৎপরায়ৈ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে ইদমর্ঘ্যং স্বাহা।)[৬৭] জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, এই মন্ত্রে মহাদেবীকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিয়া (গুহ্যাতিগুহ্য ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক) দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবেন।[৬৮] অনন্তর সাধক দেবীকে প্রণাম করিয়া পূজার নিমিত্ত জলগ্রহণ

---

* আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ চ ইতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ!

দেবতার তর্পণ নিজ মস্তকে এবং স্ত্রী দেবতার তর্পণ নিজ হৃদয়ে করিতে হয়। ঈদৃশ তর্পণ কালে মস্তকে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ এবং হৃদয়ে অধোমুখ ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিবার রীতি আছে।

(৮১)—তন্ত্রান্তরে বিধি আছে যে, "সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ" এই দুইটি বিশেষণ পদ এই স্থলে বিন্যাস করিতে হইবে।

যাগমণ্ডপমাগত্য পাণিপাদৌ বিশোধয়েৎ ।
ততো দ্বারস্য পুরতঃ সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০ ॥
ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ ।
আধারশক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং নিযোজয়েৎ ॥ ৭১ ॥
অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূর্য্য চ ।
নিক্ষিপ্য গন্ধং পুষ্পঞ্চ তীর্থান্যাবাহয়েৎ ততঃ ॥ ৭২ ॥

তীর্থং নত্বা চ স্তোত্রং পঠন্ দেবতাধ্যানতৎপরঃ সন্ যাগমণ্ডপং যজ্ঞগৃ মাগত্য পাণিপাদৌ বিশোধয়েৎ ধাবেৎ। ততো দ্বারস্য পুরতোঽগ্রে সামান্যা প্রকল্পয়েৎ রচয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

নন্থ সামান্যার্ঘ্যং কিং নামেত্যত আহ, ত্রিকোণেত্যাদি। সুধীর্বিচক্ষ ত্রিকোণঞ্চ বৃত্তঞ্চ ভূবিম্বং চৈতেষাং সমাহারঃ ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং মণ্ড রচয়েৎ। পূর্ব্বং ত্রিকোণং ততস্তদ্বহিরভিতো বৃত্তং বর্ত্তুলং ততস্তদ্বহির্ভূবি চতুষ্কোণঞ্চ মণ্ডলং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তত্র রচিতে মণ্ডলে ওঁ আধারশক্তয়ে ন ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরাধারশক্তিং সংপূজ্য সামান্যার্ঘ্যপাত্রস্থাপ তস্মিন্নেব রচিতে মণ্ডলে কমপ্যাধারং নিযোজয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ৭১ ॥

অস্ত্রেণেত্যাদি। অস্ত্রেণ ফড়িতি মন্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্যাধারে সং চ হৃন্মন্ত্রেণ নমোমন্ত্রেণ জলৈঃ প্রপূর্য্য চ তত্র গন্ধং চন্দনাদিকং পুষ্পঞ্চ নিক্ষি ততঃ পরং তত্র তীর্থান্যাবাহয়েৎ ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বক তীর্থকে নমস্কার করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান সহকারে স্তব পাঠ করি করিতে[৬৯] যাগমণ্ডপে আগমন করিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দ্বারদেশের স সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।[৭০] এই দ্বারার্ঘ্য স্থাপনের (নিয়ম এই (জ্ঞানী ব্যক্তি ভূমিতে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল, তদ্বাহ্যে একটি গোলা মণ্ডল, তদ্বাহ্যে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া, তাহাতে (ওঁ এতে পুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা) আধারশ পূজা করিয়া তাহাতে অর্ঘ্যপাত্রের আধার (ত্রিপদী প্রভৃতি যে কোন স্থাপিত করিবেন।[৭১] অনন্তর 'ফট্' এই মন্ত্র দ্বারা পাত্র প্রক্ষালন করিয়া (আধারে সংস্থাপন পূর্ব্বক) 'নমঃ' এই মন্ত্রে তাহা জল দ্বারা পূরিত করি তাহাতে গন্ধ পুষ্প অক্ষত দূর্ব্বা ও বিল্বপত্র প্রভৃতি অর্ঘ্যের ন্যায় স্থাপন করি

আধারপাত্রতোয়েষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্।
পূজয়িত্বা তদ্দশধা মায়াবীজেন মন্ত্রয়েৎ ॥ ৭৩ ॥
প্রদর্শয়েদ্ধেনুযোনিং * সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্।
ততস্তজ্জলপুষ্পৈশ্চ পূজয়েদ্দ্বারদেবতাঃ ॥ ৭৪ ॥

আধারেত্যাদি। ততঃ আধারশ্চ পাত্রঞ্চ তোয়ঞ্চ তান্যাধারপাত্রতোয়ানি তেষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলং পূজয়িত্বা আধারে বহ্নিমণ্ডলং পাত্রেঽর্কমণ্ডলং তোয়ে চ শশিমণ্ডলং বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরর্চ্চয়িত্বেত্যর্থঃ। দশধা দশবারং মায়াবীজেন হ্রীমিতি বীজেন তজ্জলং মন্ত্রয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

প্রদর্শয়েদিত্যাদি। ততঃ তস্যোপরি ধেনুযোনী মুদ্রে প্রদর্শয়েৎ। ইদমেব সামান্যার্ঘ্যং স্মৃতম্। ততঃপরং তজ্জলপুষ্পৈঃ সামান্যার্ঘ্যসম্বন্ধিতোয়কুসুমৈর্দ্বার-দেবতাঃ পূজয়েৎ। ধেনুমুদ্রা যথা। অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথা চ তর্জ্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রামৃতপ্রদেতি ॥ ৭৪ ॥

(অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত 'ক্রোঁ গঙ্গে চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে) তীর্থ আবাহন করিবেন।[৭২] অনন্তর 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ-কলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আধারে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিয়া 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে অর্কমণ্ডলের পূজা করিবেন। পরে 'উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যজলে সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া (তদুপরি মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক) দশবার মায়াবীজ (হ্রীঁ) জপদ্বারা সেই জল অভিমন্ত্রিত করিবেন।[৭৩] অনন্তর তদুপরি ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা(৮২) প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহাকেই সামান্যার্ঘ বলা যায়। পরে সেই জল (দ্বারা দ্বার অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক) গন্ধ-পুষ্প দ্বারা দ্বারদেবতার পূজা করিবে।[৭৪] এই দ্বারদেবতাগণের মধ্যে গণেশ,

---

* প্রদর্শয়েদ্ধেনুযোনী ইত্যপরপুস্তকধৃতপাঠঃ।

(৮২)—ধেনুমুদ্রা যথা, অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথা চ তর্জ্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রামৃতপ্রদা ॥ অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত বামহস্তের অনামিকার অগ্রভাগ পরস্পর সম্মুখীন ভাবে যোগ করিবে। ঐরূপ বাম হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত দক্ষিণ অনামিকার অগ্রভাগের যোগ করিবে। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত বাম হস্তের মধ্যমারও সম্মুখীন ভাবে অগ্রভাগ যোগ করিবে। ঐরূপ বাম হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত

গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ বটুকং যোগিনীং তথা ।
গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব লক্ষ্মীং বাণীং ততো যজেৎ ॥ ৭৫ ॥
কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং বামপাদপুরঃসরম্ ।
স্মরন্ দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ ॥ ৭৬ ॥

যা দ্বারদেবতাঃ পূজয়েত্তা এব দর্শয়ন্নাহ, গণেশমিত্যাদি। গাং গণে নম ইতি মন্ত্রেণ গণেশম্। ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নম ইতি মন্ত্রেণ ক্ষেত্রপাল বাং বটুকায় নম ইত্যনেন বটুকম্। যাং যোগিন্যৈ নম ইত্যনেন যোগি গাং গঙ্গায়ৈ নম ইত্যনেন গঙ্গাম্। যাং যমুনায়ৈ নম ইতি মন্ত্রেণ যমু শ্রীঁ লক্ষ্মৈ নম ইত্যনেন লক্ষ্মীম্। ঐঁ সরস্বত্যৈ নম ইতি মন্ত্রেণ বাণীং পুষ্পাদিভির্যজেৎ পূজয়েৎ ॥ ৭৫ ॥

কিঞ্চিদিত্যাদি। ততো বামশাখাং দ্বারস্থিতচতুষ্কাষ্ঠানাং মধ্যে বামং কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ দেব্যাঃ পদাম্ভোজঞ্চ স্মরন্ সুধীঃ সাধকো বামপাদপুরঃসরঃ স্যাৎ তথা মণ্ডপং দেবীযজনমণ্ডপং দেবীযজনমন্দিরং প্রবিশেৎ ॥ ৭৬ ॥

ক্ষেত্রপাল, বটুক, যোগিনী, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, ইঁহাদিগকে (দ্বারে গাং গণেশায় নমঃ, স্ববামে ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, দক্ষিণে বাং বটুকায় ন অধোভাগে যাং যোগিনীভ্যো নমঃ, পূর্ব্বদ্বারে গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, উত্তর যাং যমুনায়ৈ নমঃ, পশ্চিমদ্বারে শ্রীঁ লক্ষ্মৈ নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ঐঁ সরস্বত্যৈ ন (এই সকল স্থানে এই সমুদায় মন্ত্র দ্বারা ক্রমে) পূজা করিবে।[৭৫] অনন্তর বান্ ব্যক্তি দ্বারস্থিত চতুষ্কাষ্ঠের (চৌকাঠের) বামদিকের কাষ্ঠ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বক, বামপদ অগ্রসর করিয়া, ভগবতীর শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করিতে ক

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমার অগ্রভাগেরও যোগ করিবে। অনামিকামূলের সহিত অনামিকামূল, মূলের সহিত মধ্যমামূল, এবং অঙ্গুষ্ঠের সহিত অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত থাকিবে। ইহার নাম ধে

যোনিমুদ্রা যথা—"মিথঃ কনিষ্ঠিকে বদ্ধা তর্জ্জনীভ্যামনামিকে। অনামিকোর্দ্ধ মধ্যময়োরধঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যস্যেদ্‌যোনিমুদ্রেয়মীরিতা ॥" অর্থাৎ, কনিষ্ঠাদ্বয় পরস্পর করিয়া, এক হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা অন্য হস্তের অনামিকা বদ্ধ করিবে। ঐরূপ বদ্ধ অনামি উপরি দীর্ঘাকার মধ্যমাদ্বয়ের অগ্রভাগ সংশ্লিষ্ট থাকিবে। ঐ মধ্যমাদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গু অগ্রভাগ বিন্যস্ত করিতে হইবে। ইহার নাম যোনিমুদ্রা। পূর্ব্ব সংস্করণে যে প্রমা হইয়াছিল তাহা ত্রিপুরাবিষয়ক।

নৈর্ঋ্ত্যাং দিশি বাস্ত্বীশং ব্রহ্মাণঞ্চ সমর্চ্চয়ন্।
সামান্যার্ঘ্যস্থ তোয়েন প্রোক্ষয়েদ্‌যাগমন্দিরম্ ॥ ৭৭ ॥
অনন্তরং সাধকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনৈঃ।
দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নান্ অস্ত্রাদ্ভিশ্চান্তরীক্ষগান্ ॥ ৭৮ ॥
পার্ষ্ণিঘাতত্রিভির্ভৌমান্ ইতি বিঘ্নান্ নিবারয়েৎ *।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কর্পূরৈর্ধাগমণ্ডপম্ ॥ ৭৯ ॥

নৈর্ঋ্ত্যামিত্যাদি। মণ্ডপং প্রবিশ্য চ তত্রৈব নৈর্ঋত্যাং দিশি প্রণবাদি-নমোঽন্তেন মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্বাস্ত্বীশং ব্রহ্মাণং চ সমর্চ্চয়ন্ পূজয়ন্ সন্ সামান্যার্ঘ্যস্থ তোয়েন যাগমন্দিরং প্রোক্ষয়েৎ প্রসিঞ্চেৎ ॥ ৭৭ ॥

অনন্তরমিত্যাদি। অনন্তরং ততঃ পরমেব সাধকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনৈঃ নিমেষশূন্যা দৃষ্টির্দিব্যদৃষ্টিস্তয়াবলোকনৈর্নিরীক্ষণৈর্দিবিভবা দিব্যাস্তান্ বিঘ্নানুৎ-সারয়েন্নিবারয়েৎ। অন্তরীক্ষগান্ গগনগতান্ বিঘ্নাংস্ত অস্ত্রাদ্ভিঃ ফড়িতি মন্ত্রেণ জলৈশ্চোৎসারয়েৎ। ভৌমান্ ভূমিভবান্ বিঘ্নাংস্তু পার্ষ্ণিঘাতত্রিভিঃ ত্রিভিঃ পাদতলাঘাতৈর্নিবারয়েৎ। ততো যাগমণ্ডপং চন্দনাগুরুকস্তূরীকর্পূরৈর্ধূপয়েৎ বাসয়েৎ। ততঃ স্বোপবেশার্থং ত্রিকোণকং তদ্বহিশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণঞ্চ মণ্ডলং,

---

যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবেন।[৭৬] পরে পূজাগৃহমধ্যে নৈর্ঋতকোণে (ওঁ বাস্তু-পুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা) বাস্তু-পুরুষ ও ব্রহ্মার পূজা করিয়া সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা যাগমন্দির প্রোক্ষণ করিবেন।[৭৭]

অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ(বীজ পাঠ সহকারে দিব্য দৃষ্টিতে অবলোকন দ্বারা, অর্থাৎ নিমেষশূন্য নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া দিব্য বিঘ্ন সমুদায় বিদূরিত করিবেন। এবং 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে জল দ্বারা আকাশগত বিঘ্ন সমুদায় দূর করিবেন।(৮৩)[৭৮] পরে (বাম) পার্ষ্ণি (গুল্‌ফ) ঘাতত্রয় দ্বারা ভৌম বিঘ্ন নিবারিত করিয়া, চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা যাগমণ্ডপ[৭৯] সুবাসিত করিবেন।

---

* ইতি বিঘ্নানি বারয়েৎ ইত্যপি পাঠঃ।

(৮৩)—সাধকসম্প্রদায়ের রীতি আছে যে ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে ছোটিকা দ্বারা দশ দিক্ বন্ধন করিয়া পুনর্ব্বার ফট্ উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ

ধূপয়েৎ স্বোপবেশার্থং চতুরস্রং ত্রিকোণকম্ ।
বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র কামরূপায় হৃন্মনুঃ ॥ ৮০ ॥
তত্রাসনং সমাস্তীর্য্য কামমাধারশক্তিতঃ ।
কমলাসনায় নমো মন্ত্রেণৈবাসনং যজেৎ ॥ ৮১ ॥
উপবিশ্যাসনে বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ ।
বদ্ধবীরাসনো মন্ত্রী বিজয়াং পরিশোধয়েৎ ॥ ৮২ ॥
তারং মায়াং সমুচ্চার্য্য অমৃতে অমৃতোদ্ভবে ।
অমৃতবর্ষিণি ততো-ঽমৃতমাকর্ষয় দ্বিধা ॥ ৮৩ ॥

বিলিখ্য তত্র লিখিতে মণ্ডলে তদধিষ্ঠাতৃদৈবতং কামরূপং কামরূপায় কামরূপায় নম ইতি যো মনুর্মন্ত্রস্তেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥৭৮॥৭৯॥৮০॥
তত্রেত্যাদি। ততস্তত্র মণ্ডলে আসনমাস্তীর্য্যাচ্ছাদ্য পূর্ব্বং কামং ক্লীঁ বীজমুচ্চার্য্য ততঃ আধারশক্তীতি বদেৎ। আধারশক্তিতশ্চ পরং কমলা নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া ক্লীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নম· ইতি জাতঃ। অনেনৈব মন্ত্রেণাসনং তদধিষ্ঠাতৃদৈবতং যজেৎ ॥ ৮১ ॥
উপবিশ্যেত্যাদি। বিজয়াং ভঙ্গাম্ ॥ ৮২ ॥
ননু কেন মন্ত্রেণ বিজয়াং পরিশোধয়েদিত্যপেক্ষায়াং তচ্ছোধনমন্ত্র তারমিত্যাদি দ্বাভ্যাম্। পূর্ব্বং তারং প্রণবং মায়াং হ্রীমিতি বীজঞ্চ সমু ততঃপরম্ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি ইতি ব্রূয়াৎ। ততোঽমৃত

পরে আপনার উপবেশনার্থ ভূমিতে ত্রিকোণগর্ভ চতুষ্কোণ মণ্ডল লি সেই স্থলে'কামরূপায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে সেই মণ্ডলের উপরি আসন বিস্তারিত করিয়া, 'ক্লীঁ আধারশক্তি লাসনায় নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা আসন অর্থাৎ আসনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার করিবে।[৮১] পরে মন্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি বীরাসনে (৮৪) আসনের উপরি পূ বা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া বিজয়া শোধন করিবেন।[৮২] প্রথমতঃ প্রণব ও মায়াবীজ (হ্রীঁ) উচ্চারণ করিয়া, পরে 'অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতব

উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় দ্বারা আকাশগত বিঘ্ন উৎসারণানন্তর পুনর্ব্বার ফট্ এই মন্ত্র পাঠ প্রোক্ষণ দ্বারা পূজা দ্রব্য সমুদায় শোধন করিয়া থাকেন।

সিদ্ধিং দেহি ততো ব্রূয়াৎ কালিকাং মে ততঃ পরম্।
বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং সম্বিদাশোধনে মনুঃ * ॥ ৮৪ ॥
মূলমন্ত্রং সপ্তবারং প্রজপ্য বিজয়োপরি।
আবাহন্যাদিমুদ্রাঞ্চ ধেনুযোনিং প্রদর্শয়েৎ† ॥ ৮৫ ॥

ব্রূয়াৎ। ততো দ্বিধা দ্বিবারমাকর্ষয়েতি ব্রূয়াৎ। ততশ্চ সিদ্ধিং দেহীতি ব্রূয়াৎ। ততঃপরং কালিকাং মে ইতি ব্রূয়াৎ। ততশ্চ বশমানয়েতি ঠদ্বন্দ্বং স্বাহেতি ব্রূয়াৎ। সকলপদযোজনয়া ওঁ হ্রীঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃত-মাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। সম্বিদাশোধনে ভঙ্গায়াঃ শোধনেঽয়মেব মন্ত্রঃ প্রোক্তঃ॥ ৮৩॥ ৮৪॥

মূলমন্ত্রমিত্যাদি। বিজয়োপরি মূলমন্ত্রং সপ্তবারং প্রজপ্য যয়া আবাহ্য সা আবাহনী মুদ্রা সা মুদ্রা আদির্যস্যাঃ সা আবাহন্যাদিঃ সা চাসৌ মুদ্রা চেত্যাবাহন্যাদিমুদ্রা তাম্। ধেনুযোনী চ মুদ্রে বিজয়োপরি প্রদর্শয়েৎ। আবাহন্যাদিমুদ্রা যথা দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্। পুটাঞ্জলিমধঃ কুর্য্যাদিয়মাবা-হনী ভবেৎ। ইয়ন্তু বিপরীতেন তদা বৈ স্থাপনী ভবেৎ। উর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠকমুষ্টিভ্যাং তদেয়ং সন্নিধাপনী। অন্তাঙ্গুষ্ঠকমুষ্টিভ্যাং তদেয়ং সন্নিরোধিনী। উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা ॥ ৮৫ ॥

অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয়[৮৩] সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা' বলিতে হইবে। ইহাই সম্বিদা-শোধনের মন্ত্র। (সম্পূর্ণ মন্ত্র যথা, ওঁ হ্রীঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা)।[৮৪] অনন্তর সেই বিজয়ার উপরি সপ্তবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, আবাহনী-মুদ্রা, স্থাপনী-মুদ্রা, সন্নিধাপনী-মুদ্রা, সন্নিরোধিনী-মুদ্রা, সম্মুখীকরণী-মুদ্রা এবং ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। (৮৫)।[৮৫]

---

* বিজয়াশোধনে মন্ত্রঃ ইতি বা পাঠ্যম্।

† ধেনুযোনী প্রদর্শয়েৎ ইতি বা পঠনীয়ম্।

(৮৪)—বীরাসন যথা, ঘেরণ্ডসংহিতা। একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদুরুসংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথা পশ্চাৎ বীরাসনমিতীরিতম্॥ এক চরণ এক উরুদেশে সংস্থাপিত করিবে এবং অন্য চরণ পশ্চাদ্ভাগে রাখিবে, ইহাকে বীরাসন বলে। (এই টিপ্পনীটি পূর্ব্বপৃষ্ঠায় বসিবে ভ্রমক্রমে এই পৃষ্ঠায় বসিয়াছে।)

(৮৫)—দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতাতে কথিত আছে, পুটাঞ্জলিমধঃ কুর্য্যাদিয়মাবাহনী ভবেৎ।

গুরুং পদ্মে সহস্রারে যথা সঙ্কেতমুদ্রয়া।
ত্রিধৈব তর্পয়েদ্দেবীং হৃদি মূলং সমুচ্চরন্ ॥ ৮৬ ॥
বাগ্ভবং বদযুগ্মঞ্চ বাগ্বাদিনি পদং ততঃ।
মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি।
স্বাহান্তেনৈব মনুনা জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ॥ ৮৭ ॥

গুরুমিত্যাদি। ঐঁ অমুকানন্দনাথং শ্রীগুরুং তর্পয়ামি নমঃ ইতি ম সঙ্কেতমুদ্রয়া গুরূপদিষ্টয়া তত্ত্বমুদ্রয়া সহস্রারে সহস্রদলে পদ্মে গুরুং ত্রিধা বিজয়য়া তর্পয়েৎ। মূলং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ সন্ হ্রীঁ আদ্যাং কালীং তর্প স্বাহেতি মন্ত্রেণ তত্ত্বমুদ্রয়ৈব হৃদয়ে দেবীং বিজয়য়া ত্রিধৈব তর্পয়েৎ ॥ ৮৬।
বাগ্ভবমিত্যাদি। পূর্ব্বং বাগ্ভবম্ ঐমিতি বীজং বদেৎ। ততো বদ বদেৎ। ততো বাগ্বাদিনি ইতি পদং বদেৎ। ততো মম জিহ্বাগ্রে স্থি সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি ইতি বদেৎ। যোজনয়া ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্ব স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি মন্ত্রো জাতঃ। স্বাহান্তেনৈবামুনা মনুনা কুণ্ড বিজয়াং জুহুয়াৎ দদ্যাৎ ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর (ঐঁ অমুকানন্দনাথ-শ্রীগুরু-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্র পূর্ব্বক) বিজয়া দ্বারা গুরূপদিষ্ট তত্ত্বমুদ্রা সহকারে সহস্রদল কমলে ত্রি (ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া যথাবিধানে) গুরুর তর্পণ করিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া (আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহা, এই পাঠ পূর্ব্বক তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা) ঐরূপ তিনবার হৃদয়ে (অধোমুখ ত্রি অঙ্কিত করিয়া) দেবীর তর্পণ করিবে।৮৬ অনন্তর প্রথমতঃ বাগ্ভব (ঐঁ) উচ্চারণ করিয়া, 'বদ' এই পদ দুইবার উচ্চারণ করিবে। পরে

ইয়ন্তু বিপরীতেন তদা বৈ স্থাপনী ভবেৎ॥ ঊর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠকমুষ্টিভ্যাং তদেয়ং সন্নিধাপনী। অঙ্গুষ্ঠকমুষ্টিভ্যাং তদেয়ং সন্নিরোধিনী॥ উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা॥ ইহার অর্থ অঞ্জলিপুটের অগ্রভাগ অধোমুখ করিলে আবাহনী-মুদ্রা হইবে। এই মুদ্রা বিপর্য্য অর্থাৎ পুটভাব করতলদ্বয় উপুড় করিয়া অধোমুখ করিলে স্থাপনী-মুদ্রা হইবে হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধ করিয়া বদ্ধমুষ্টি সংযুক্ত করিলে সন্নিধাপনী-মুদ্রা হইবে। অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া ঐরূপ হস্তদ্বয়ের মুষ্টি বন্ধন পূর্ব্বক সংযোগ করিলে, সন্নিরোধিনী-মুদ্রা হইবে উত্তান মুষ্টিযুগল সংযুক্ত করিলে সম্মুখীকরণী-মুদ্রা হইবে।

স্বীকৃত্য সম্বিদাং বাম-কর্ণোর্দ্ধে শ্রীগুরুং নমেৎ।
দক্ষিণে চ গণেশাণম্ আদ্যাং মধ্যে সনাতনীম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দেবীধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৮৮ ॥
পূজাদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি দক্ষিণে স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
বামে সুবাসিতং তোয়ং কুলদ্রব্যাণি যানি চ ॥ ৮৯ ॥

স্বীকৃত্যেত্যাদি। এবং সম্বিদাং ভঙ্গাং স্বীকৃত্য গৃহীত্বা বামকর্ণস্যোর্দ্ধদেশে ওঁ শ্রীগুরুভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ শ্রীগুরুং নমেৎ। দক্ষিণে দক্ষকর্ণস্যোর্দ্ধদেশে ওঁ গণেশায় নম ইতি মন্ত্রেণ গণেশানং নমেৎ। ওঁ সনাতন্যৈ আদ্যায়ৈ কাল্যৈ নম ইত্যনেন মধ্যে ললাটদেশে সনাতনীমাদ্যাং কালিকাং নমেৎ ॥ ৮৮ ॥
পূজেত্যাদি। পূজাদ্রব্যাণি পুষ্পাদীনি। কুলদ্রব্যাণি মদ্যাদীনি ॥ ৮৯ ॥

বাদিনি' এই পদ উচ্চারণ করিয়া, 'মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্কর স্বাহা' পাঠ করিবে। (সমুদায় পদ যোজনা করিয়া, ঐং বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা, এই মন্ত্র হইবে।) এই মন্ত্র দ্বারা কুণ্ডলীমুখে বিজয়া দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে।৮৭

এইরূপে সাধক সম্বিদা সেবন করিয়া, বামকর্ণের উর্দ্ধভাগে (ঐঁ সশক্তিকগুরু-শ্রীঅমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরমগুরু-শ্রীঅমুকানন্দ-নাথশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরাপরগুরু-শ্রীঅমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরমেষ্ঠিগুরু-শ্রীঅমুকানন্দনাথ শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক) গুরুচতুষ্টয়কে প্রণাম করিবে। দক্ষিণ কর্ণের উর্দ্ধদেশে (গাং গণেশায় নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক) গণেশকে নমস্কার করিবে। ললাটদেশে (বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক সনাতন্যৈ আদ্যায়ৈ কাল্যৈ নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীধ্যানপরায়ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সনাতনী আদ্যা কালিকাকে প্রণাম করিতে হইবে।৮৮

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি, পূজোপকরণ সমুদায় দক্ষিণভাগে স্থাপন পূর্ব্বক বামদিকে সুবাসিত জল ও উপস্থিত কুলদ্রব্য সমুদায় রাখিবে।৮৯ দেবেশি! পরে মূলমন্ত্রের অন্তে 'ফট্' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা পূজা-দ্রব্য সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া, বহ্নিবীজ (রং) উচ্চারণ পূর্ব্বক জলধারা দ্বারা

অস্ত্রান্তমূলমন্ত্রেণ সামান্যার্ঘ্যোদকেন চ।
সংপ্রোক্ষ্য সর্ব্ববস্তুনি বেষ্টয়েজ্জলধারয়া।
বহ্নিবীজেন দেবেশি বহ্নেঃ প্রাকারমাচরেৎ॥ ৯০॥
পুষ্পং চন্দনসংযুক্তম্ আদায় করয়োর্দ্বয়োঃ।
অস্ত্রেণ ঘর্ষয়িত্বা তৎ প্রক্ষিপেৎ করশুদ্ধয়ে॥ ৯১॥
তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাঞ্চ বামপাণিতলে শিবে।
ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রিতয়ং দত্ত্বা দিগ্‌বন্ধনং ততঃ।
অস্ত্রেণ ছোটিকাভিশ্চ ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ॥ ৯২॥

অস্ত্রান্তেত্যাদি। ততঃ অস্ত্রান্তমূলমন্ত্রেণ ফড়ন্তেন মূলমন্ত্রেণ সামান্যার্ঘ্যো-দকেন চ সর্ব্ববস্তুনি সংপ্রোক্ষ্যাভিবিচ্য জলধারয়া বেষ্টয়েৎ। হে দেবে-ততো বহ্নিবীজেন রমিতিবীজেন বহ্নেঃ প্রাকারমাবরণমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। ৯০।

পুষ্পমিত্যাদি। ততঃ করশুদ্ধয়ে চন্দনসংযুক্তং পুষ্প দ্বয়োঃ করয়োরা-গৃহীত্বা অস্ত্রেণ ফড়িতি মন্ত্রেণ তৎ পুষ্পং ঘর্ষয়িত্বা প্রক্ষিপেৎ॥ ৯১॥

তর্জ্জনীত্যাদি। হে শিবে! ততঃ তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং বামপা-তলে ঊর্দ্ধোর্দ্ধে তালত্রিতয়ং দত্ত্বা ততোঽস্ত্রেণ ফড়িতি মন্ত্রেণ ছোটিকাভিরঙ্গু-ধ্বনিভিশ্চ দিগ্‌বন্ধনমাচরেৎ। অথ দিগ্‌বন্ধনাদনন্তরং ভূতশুদ্ধিমাচরেৎ।৯

আপনাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ভাবনা করিবে যে, আমি বহ্নিপ্রাকারে প-বেষ্টিত হইলাম।[৯০] পশ্চাৎ করশুদ্ধির নিমিত্ত সচন্দন পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক ' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দুই হস্তে ঘর্ষণ করিয়া ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে শিবে! পরে ঐরূপ 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও ম দ্বারা বাম করতলে, ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে শব্দত্রয় করিয়া পুনর্ব্বার 'ফট্' মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ছোটিকা মুদ্রায় (৮৬) দশদিক্ বন্ধন করিবে। অতঃপর ভূত করিতে হইবে।[৯২] (ভূতশুদ্ধি প্রকার যথা -) সাধকশ্রেষ্ঠ, উত্তান করত নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, মনকে মূলাধারচক্রে স্থাপন পূর্ব্বক

---

(৮৬)—অঙ্গুষ্ঠমধ্য ও তর্জ্জন্যগ্র-পৃষ্ঠভাগের উৎক্ষেপদ্বারা যে শব্দ করা হয়, তাহা ছোটিকা বা স্ফোটিকা মুদ্রা। নিত্যপূজা পদ্ধতি মুদ্রা প্রকরণে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

স্বাঙ্কে নিধায় চ করা-বুত্তানৌ সাধকোত্তমঃ।
মনো নিবেশ্য মূলে চ হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীম্ ॥ ৯৩ ॥
উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাস্তু তাম্।
স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ত্বং তত্ত্বে নিযোজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥
গন্ধাদিঘ্রাণসংযুক্তাং* পৃথিবীমপ্সু সংহরেৎ।
রসাদিজিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ ॥ ৯৫ ॥
রূপাদিচক্ষুষা সার্দ্ধম্ অগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ।
স্পর্শাদিত্বগ্‌যুতং বায়ুম্ আকাশে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৯৬ ॥

ভূতশুদ্ধ্যাচরণপ্রকারমেবাহ, স্বাঙ্কে ইত্যাদিভিঃ। সাধকোত্তমঃ স্বাঙ্কে স্বক্রোড়ে উত্তানৌ করৌ নিধায় সংস্থাপ্য মূলে মূলাধারচক্রে চ মনো নিবেশ্য হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীমুত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ হংসঃ ইত্যাত্মকেনৈব মন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাং তাং কুণ্ডলীং শক্তিং স্বাধিষ্ঠানং স্বাধিষ্ঠানচক্রং সমানীয় তত্ত্বং পৃথিব্যাদিকং তত্ত্বে জলাদৌ নিযোজয়েৎ বিলাপয়েৎ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

পৃথিব্যাদেস্তত্ত্বস্য জলাদিতত্ত্বে বিলাপনপ্রকারমেব দর্শয়ন্নাহ, গন্ধাদীত্যাদি। গন্ধ আদির্যস্য তদ্গন্ধাদি এবম্ভূতঞ্চ তদ্‌ঘ্রাণং নাসা চেতি গন্ধাদিঘ্রাণং তেন সংযুক্তাং পৃথিবীম্ অপ্সু জলেষু সংহরেৎ বিলাপয়েৎ। ঘ্রাণাদীতি পাঠে তু ঘ্রায়তে নাসিকয়া গৃহ্যতে যঃ স ঘ্রাণো গন্ধ এব। জলাদিকমপ্যগ্ন্যাদাবেবমেব বিলাপয়েৎ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

দ্বারা কুণ্ডলিনীকে[৯৩] উত্থাপিত করিয়া, 'হংস' এই মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীর সহিত সেই কুণ্ডলীশক্তিকে স্বাধিষ্ঠানচক্রে আনয়ন পূর্ব্বক পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সমুদায়, জলাদি তত্ত্ব সমুদায়ে লীন করিবেন।[৯৪]

অনন্তর ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ প্রভৃতির সহিত সমুদায় পৃথিবী, জলে লীন করিয়া পরে রসনেন্দ্রিয় রস প্রভৃতির সহিত জল, অগ্নিতে লীন করিবে।[৯৫] পরে রূপাদি ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত অগ্নিকে বায়ুতে লীন করিবে। তৎপরে স্পর্শ প্রভৃতি ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুকে আকাশে লীন করিবে।[৯৬] অনন্তর শব্দ সহিত আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্বে লীন করিয়া, অহঙ্কারতত্ত্বও বুদ্ধিতত্ত্বে লীন

---

* ঘ্রাণাদিঘ্রাণসংযুক্তান্ ইত্যপি পঠন্তি।

অহঙ্কারে হরেদ্ব্যোম সশব্দং তন্মহত্যপি।
মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ ॥ ৯৭ ॥
ইত্থং বিলাপ্য মতিমান্‌ বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ।
পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্‌ ॥ ৯৮ ॥
খড়্গাচর্ম্মধরং* ক্রুদ্ধম্‌ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্‌।
সর্ব্বপাপস্বরূপঞ্চ সর্ব্বদাধোমুখস্থিতম্‌ ॥ ৯৯ ॥
ততস্তু বামনাসায়াং যঁ বীজং ধূম্রবর্ণকম্‌।
সঞ্চিন্ত্য পূরয়েত্তেন বায়ুং ষোড়শমাত্রয়া।
তেন পাপাত্মকং দেহং শোষয়েৎ† সাধকাগ্রণীঃ ॥ ১০০ ॥

অহঙ্কার ইত্যাদি। অহঙ্কারে সশব্দং শব্দসহিতং ব্যোম আকাশং হ[রেৎ]
বিলাপয়েৎ। তৎ অহঙ্কারতত্ত্বং মহতি মহত্তত্ত্বে হরেৎ। মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃ[তৌ]
বিলাপয়েৎ। তাং প্রকৃতিং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ ॥ ৯৭ ॥

ইত্থমিত্যাদি। মতিমান্‌ সাধক ইত্থমমুনা প্রকারেণ পৃথিব্যাদি[ন্]
বিলাপ্য বামকুক্ষৌ বামে উদরে কৃষ্ণবর্ণং সর্ব্বপাপস্বরূপং পুরুষং বিচিন্ত[য়েৎ]
রক্তশ্মশ্রুবিলোচনমিত্যাদীনি দ্বিতীয়ান্তপদানি সর্ব্বপাপস্বরূপস্য পুরুষ[স্য]
বিশেষণানি। রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং রক্তে লোহিতবর্ণে শ্মশ্রুবিলোচনে যস্য ত[ৎ]
ভূতম্‌ ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥

করিবে। অনন্তর বুদ্ধিতত্ত্বও প্রকৃতিতে লীন করিয়া, ব্রহ্মেতে ঐ প্রকৃতির[লয়]
করিবে।[৯৭] জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের লয় করিয়া চিন্তা কর[িবে]
যে, বাম কুক্ষিতে রক্তবর্ণ শ্মশ্রু ও রক্তবর্ণ নয়ন বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ অ[বস্থান]
করিতেছে।[৯৮] এই পুরুষ (রক্তবর্ণ) খড়্গচর্ম্মধারী ও ক্রোধন-স্বভাব। ই[হার]
আকার অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত। এই পুরুষ সর্ব্বপাতক-স্বরূপ ও সর্ব্বদা অধো[মুখে]
অবস্থান করিতেছে।[৯৯] অনন্তর বাম নাসাতে ধূম্রবর্ণ যঁ এই বীজ[চিন্তা]
করিয়া, ঐ বায়ুবীজ ষোড়শ বার জপ করিতে করিতে উক্ত বাম নাসা দ্বারা[বায়ু]
আকর্ষণ করিবে। পরে সাধকশ্রেষ্ঠ ভাবনা করিবেন যে, ঐ আকৃষ্ট বায়ু[...]

* রক্তচর্ম্মধরম্‌ ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ।

† শোধয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্‌।

নাভৌ রঁ রক্তবর্ণঞ্চ ধ্যাত্বা তজ্জাতবহ্নিনা।
চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভকেন দহেৎ পাপরতাং তনূম্ ॥ ১০১ ॥
ললাটে বারুণং বীজং শুক্লবর্ণং বিচিন্ত্য চ।
দ্বাত্রিংশতা রেচকেন প্লাবয়েদমৃতাম্ভসা ॥ ১০২ ॥
আপাদশীর্ষপর্য্যন্তম্ আপ্লাব্য তদনন্তরম্।
উৎপন্নং ভাবয়েদ্দেহং নবীনং দেবতাময়ম্ ॥১০৩ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততোঽনন্তরন্তু বামনাসায়াং ধূম্রবর্ণকং যঁ বীজং সঞ্চিন্ত্য তদেব বীজং জপন্ সাধকস্তেন বামনাসারন্ধ্রেণ ষোড়শমাত্রয়া বায়ুং পূরয়েদাকর্ষেৎ। সাধকাগ্রণী সাধকোত্তমস্তেন পূরিতেন বায়ুনা পাপাত্মকং পাপমাত্মনি স্বস্মিন্ যস্য এবম্ভূতদেহং শোষয়েৎ ॥ ১০০ ॥

নাভাবিত্যাদি। ততো নাভৌ রক্তবর্ণং রমিতি বীজং ধ্যাত্বা তদেব বীজং জপন্নপি তজ্জাতবহ্নিনা ততো রমিতি বীজাদুৎপন্নেনাগ্নিনা চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভকেন পাপরতাং নিজাং তনূং দহেৎ ॥ ১০১ ॥

ললাট ইত্যাদি। ততো ললাটে শুক্লবর্ণং বারুণং বমিতি বীজং সঞ্চিন্ত্য তদেব বীজং জপন্নপি দ্বাত্রিংশতা রেচকেনামৃতাম্ভসা বারুণবীজচ্যুতেনামৃতরূপেণ জলেন দগ্ধাং তনূং প্লাবয়েৎ ॥ ১০২ ॥

আপাদেত্যাদি। এবমাপাদশীর্ষপর্য্যন্তং দেহমাপ্লাব্য তদনন্তরং দেবতাময়ং দেবতাদেহস্বরূপং নবীনমুৎপন্নং দেহং ভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

পাপময় দেহ শুষ্ক হইয়াছে।[১০০] অনন্তর নাভিদেশে রং এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ধ্যান করিয়া কুম্ভক অর্থাৎ বায়ুরোধ পূর্ব্বক ঐ রং বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে মনে মনে তদুৎপন্ন বহ্নি দ্বারা পাপাসক্ত নিজ শরীর দগ্ধ করিবে।[১০১] পরে ললাটদেশে শুক্লবর্ণ বঁ এই বরুণবীজ চিন্তা করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দ্বাত্রিংশৎ বার জপ সহকারে ঐ বরুণবীজ-সমুৎপন্ন অমৃতবারি দ্বারা নিজ দগ্ধশরীর আপ্লাবিত হইল চিন্তা করিবে।[১০২] এইরূপে আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত অমৃতবারি দ্বারা আপ্লাবিত করিয়া নূতন দিব্য দেহ উৎপন্ন হইয়াছে. ভাবনা করিবে।[১০৩] অনন্তর মূলাধারে পীতবর্ণ লঁ এই পৃথিবীবীজ চিন্তা করিয়া, সেই বীজ পাঠ পূর্ব্বক দিব্য অবলোকন দ্বারা অর্থাৎ

পৃথ্বীবীজং পীতবর্ণং মূলাধারে বিচিন্তয়ন্ ।
তেন দিব্যাবলোকেন দৃঢ়ীকুর্য্যান্নিজাং তনুম্ ॥ ১০৪ ॥

পৃথ্বীত্যাদি। ততো মূলাধারে পীতবর্ণং লমিত্যাকারকং পৃথ্বীবীজং বিচিন্তয়ন্ সন্ তেন লমিতি-বীজেন দিব্যাবলোকেন চ নিজাং তনুং দৃঢ়ীকুর্য্যাৎ ॥১০৪॥

নিমেষশূন্য নয়নে দর্শন দ্বারা নিজ শরীর দৃঢ় করিবে (৮৭)।

(৮৭)—জীব মাত্রেরই স্থূল এই ইন্দ্রিয়গোচর শরীরে ইহারই সদৃশ অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চ গঠিত আর একটি শরীর আছে। এই শরীর আমাদের এই স্থূল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এই জন্য ইহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলে। ইহার অপর একটি নাম লিঙ্গশরীর। পঞ্চদশীতে আছে, "বুদ্ধি-কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥" শ্রবণেন্দ্রিয় ত্বগিন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি, সর্ব্বসমেত এই সপ্তদশটি পদার্থে গঠিত যে সূক্ষ্মশরীর তাহাকেই লিঙ্গশরীর বলে। যোগীরা যোগবলে এই লিঙ্গশরীর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতোত্থ লিঙ্গ-শরীরকে শোধন করাই ভূতশুদ্ধি। তন্ত্রে আছে, 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ'। দেবতা না হইলে দেবতার পূজায় অধিকার হয় না। এই জন্য ভূতশুদ্ধিদ্বারা অগ্রে আপন দেহকে দিব্যশরীরে পরিণত করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ভূতশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজাই সিদ্ধ হয় না। রুদ্রযামলে আছে, ষট্চক্রার্থং ন জানাতি যো ভজেদম্বিকাপদং তস্য পাপং ক্ষয়ং যাতি সপ্তজন্মসু সিদ্ধিভাক্॥ জ্ঞাত্বা ষট্চক্রভেদঞ্চ যঃ কর্ম্ম কুরুতেঽনিশং। সম্বৎসরান্তরেৎ সিদ্ধিঃ তন্ত্রার্থনির্ণয়ঃ॥ অর্থাৎ যিনি ষট্চক্র পরিজ্ঞাত না হইয়া দেবতার আরাধনা করেন, তদ্দারা তাঁহার কেবলমাত্র দিনগত পাপক্ষয়ই হইয়া থাকে। তিনি সপ্ত জন্ম প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। পরন্তু যিনি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া (ভূতশুদ্ধির অন্তে) দেবতার আরাধনা করেন, তিনি সম্বৎসর মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। এই ভূতশুদ্ধি একটি প্রধান যোগ। "ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনাপ্যসৌ। দ্বয়োরভ্যাসযোগেন শীঘ্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥" যোগের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় না; এবং মন্ত্রমার্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল যোগাভ্যাসেও পরমার্থ লাভ হয় না। যোগমার্গ ও মন্ত্রমার্গ এই উভয়ের অবলম্বনে সাধনা করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। এই জন্যই পূজাঙ্গে ভূতশুদ্ধির আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। রীতিমত ভূতশুদ্ধি করিলে কেবলমাত্র ইহার দ্বারাই অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে দেবতাদর্শন প্রভৃতি নানাবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যায়। রুদ্রযামলে আছে—ষট্চক্রভেদনে প্রীতির্যস্য সাধনচেতসঃ। সংসারে

বনে বাপি স সিদ্ধো ভবতি ধ্রুবম্॥ অর্থাৎ যিনি সাধনা করিবার মানসে ষট্‌চক্রভেদ করিতে যত্নপর হয়েন, তিনি সংসারেই থাকুন অথবা বনেই গমন করুন, তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করেন। পরন্তু দুঃখের বিষয়, রীতিমত ভূতশুদ্ধি করা দূরের কথা, এই ভূতশুদ্ধি অবগত আছেন এরূপ ব্যক্তিও বিরল। মূলে অতি সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। অতএব আমরা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে ষট্‌চক্রের সংস্থান ও ভূতশুদ্ধির প্রণালী বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

জীবশরীরে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে ঐ মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী সুষুম্না নাম্নী এক নাড়ী আছে। এই সুষুম্না নাড়ী অগ্নিস্বরূপা এবং সত্ত্ব রজ ও তমোগুণময়ী। আধোভাগে মূলাধারে ইহার মুখ ধুস্তুর পুষ্পের ন্যায় বিকশিত। এই সুষুম্না নাড়ী মধ্যেই সমুদায় চক্র সন্নিবেশিত আছে। সুষুম্না নাড়ীর বামভাগে অমৃতময়ী চন্দ্রস্বরূপা ঈষৎ শুক্লবর্ণা ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণ ভাগে বিষস্রাবিনী সূর্য্যস্বরূপা রক্তবর্ণা পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী ঐরূপ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। ইড়া নাড়ী গঙ্গা, পিঙ্গলা নাড়ী যমুনা ও সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী। আজ্ঞাচক্রে এই নদীত্রয় মিলিত থাকিয়া পশ্চাৎ পরস্পর পৃথক্ প্রবাহিত হইয়া পুনর্ব্বার মূলাধারচক্রে সংযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই আজ্ঞাচক্রকে মুক্তত্রিবেণী ও মূলাধারচক্রকে যুক্তত্রিবেণী বলা যায়। মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রিণী নাড়ী; তন্মধ্যে অমৃতস্রাবিণী চিত্রিণী নাড়ী রহিয়াছে। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যে মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মুখবিবর বা ব্রহ্মদ্বার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমশিব পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর একটি নাড়ী আছে। এই নাড়ীকেই ব্রহ্মনাড়ী বলে। কেহ কেহ চিত্রিণী নাড়ীকেই ব্রহ্মনাড়ী বলেন। সুষুম্নার অভ্যন্তরস্থিত সমুদায় পদ্ম এই উভয় নাড়ীতেই গ্রথিত রহিয়াছে। সমুদায় চক্রই এই নাড়ীর গ্রন্থিস্বরূপ। এই ব্রহ্মনাড়ীর স্থূলতা একগাছি কেশের সহস্রাংশের একাংশ হইবে। পদ্ম সমুদায়ও এইরূপ সূক্ষ্ম; কিন্তু অতিসূক্ষ্ম ভাবনা হয় না বলিয়া চতুরঙ্গুলি পরিমিত কল্পনা করিয়া ভাবনা করিতে হয়। পদ্ম সমুদায় যদিও অধোমুখ ও মুদ্রিত আছে, তথাপি ভাবনার সময় কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে তাহারা ঊর্দ্ধমুখ ও প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এই জন্য যোগীরা পদ্ম সমুদায় ঊর্দ্ধমুখই ভাবনা করেন। এই সমুদায় অধোমুখ পদ্মের নিম্নে ঊর্দ্ধমুখ আর একটি করিয়া পদ্ম আছে। তন্মধ্যে মূলাধারপদ্মের নিম্নে যে ঊর্দ্ধমুখ পদ্মটি আছে, উহা তড়িৎপ্রভ-শক্তিগণ-সমন্বিত, রক্তবর্ণ ও সহস্রদল।

গুহ্য ও মেঢ্রের মধ্যস্থলে মূলাধারপদ্ম আছে। এই পদ্ম চতুর্দ্দল; ইহার উত্তর দিক্ ও ঈশান কোণের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব ও বহ্নিকোণের মধ্যপর্য্যন্ত একটি দল। ইহাকে পূর্ব্বদল বা ঈশানকোণ-পত্র উভয়ই বলা যাইতে পারে। এইরূপ অগ্নিকোণে বা দক্ষিণে একটি দল আছে; নৈর্ঋতে বা পশ্চিমে একটি এবং বায়ুকোণে বা উত্তরে একটি দল আছে।

এই পদ্মপত্রচতুষ্টয় রক্তবর্ণ; এই পত্রচতুষ্টয়ে পূর্ব্বদল হইতে ক্রমশঃ দলে দলে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ব শ ষ স এই চারিটি মাতৃকাবর্ণ আছে। এবং এই পত্রচতুষ্টয়ে ক্রমশঃ ঐ পূর্ব্বদল হইতে উত্তরস্থ পত্র পর্য্যন্ত ক্রমে পরমানন্দ, সহজানন্দ, বীরানন্দ ও যোগানন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। (সাধকের দক্ষিণ পূর্ব্বদিক্‌ ও বামদিক্‌ পশ্চিম কল্পনা করাই প্রশস্ত, এবং এই পদ্মের মধ্যস্থলে নব-পল্লবের ন্যায় বর্ণ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন। তড়িদ্বর্ণা মৃণালতন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কুলকুণ্ডলিনী ত্রিবলয়াকৃতি হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। পদ্ম ও স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অধোমুখ থাকাতে সেই ব্রহ্মবিবরও অধোভাগে আছে। রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল, এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গের চতুর্দ্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া প্রাচীরের ন্যায় রহিয়াছে। ঐ ত্রিকোণে রক্তবর্ণ কন্দর্প-বায়ু বিদ্যমান আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে অষ্টবজ্র-বিভূষিত চতুরস্র পীতবর্ণ পৃথিবীমণ্ডল। ইহাতে লঁ বীজ এবং ঐ বীজের মধ্যে শুভ্র-হস্তিবাহন পৃথিবী আছেন। এই পৃথিবীমণ্ডলে প্রথম-শিবস্বরূপ চতুর্ভুজ ব্রহ্মা ও সাবিত্রী শোভা বিস্তার করিতেছেন। ইহাতে চতুর্ভুজা রক্তবর্ণা ডাকিনী শক্তিও আছেন। এই মূলাধার হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পৃথক্‌ হইয়াছে।

মূলাধারের উপরিভাগে লিঙ্গমূলের সম-সম স্থানে ব্রহ্মনাড়ীতে পদ্মের ন্যায় গ্রথিত স্বাধিষ্ঠান চক্র। ইহা ষড়্‌দল। এই পদ্মের কর্ণিকা রক্তবর্ণ ও পত্র সমুদায় বিদ্যুদ্বর্ণ। পূর্ব্বদিক্‌ হইতে ক্রমশঃ বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টি বর্ণ ষড়্‌দলে আছে। প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ ও ক্রূরতা, এই ছয়টি বৃত্তিও ঐরূপে ছয় দলে রহিয়াছে। ইহার কর্ণিকার মধ্যস্থিত ত্রিকোণমণ্ডল-মধ্যে মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবতা আছেন। বিষ্ণু নীলবর্ণ ও চতুর্ভুজ। তাঁহাদিগের সম্মুখে নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিণীশক্তি, বঁ এই বরুণবীজ, এবং ঐ বীজের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ বরুণমণ্ডল ও শুভ্রমকর-বাহন বরুণ রহিয়াছেন।

ইহার উপরিভাগে নাভিমণ্ডলের পশ্চাতে মণিপূর-নামক মেঘবর্ণ দশদল পদ্ম রহিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই দশটি বর্ণ ক্রমশঃ দশ দলে আছে। এই বর্ণগুলি নীলবর্ণ। এতদ্ব্যতীত লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা, ভয়, এই দশটি বৃত্তিও ক্রমশঃ দশ দলে আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণ মধ্যে রঁ বীজ এবং ঐ বীজ মধ্যে স্বস্তিকত্রয়-বিভূষিত রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল এবং মেষবাহন রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ অগ্নি বিদ্যমান আছেন। অগ্নির সম্মুখে রুদ্র ও তাঁহার শক্তি ভদ্রকালী শোভা বিস্তার করিতেছেন। এই রুদ্র বরাভয়-মুদ্রাযুক্ত-ভুজদ্বয়-বিভূষিত, সিন্দূরবর্ণ, ত্রিলোচন, বৃদ্ধ ও ভস্মবিভূষিত-শরীর। ইহাঁর সন্নিধানে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পীত-ভূষণ-ভূষিতা, পীতবসনা, চতুর্ভুজা, মদমত্ত-চিত্তা লাকিনী শক্তি শোভা পাইতেছেন। ঐ

পদ্মের উপরিভাগে ভানু-ভবন ও সূর্য্যমণ্ডল রহিয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে সমুদায় অমৃত ক্ষরণ হয় এই সূর্য্যমণ্ডলে তাহা গ্রস্ত হইয়া থাকে।

এই মণিপুরের উপরিভাগে হৃদয়-মধ্যে ইষ্টদেবতার চিন্তার স্থান ঊর্দ্ধমুখ অষ্টদল কমল। তাহার উপরি অনাহতচক্র নামে রক্তবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম আছে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশ সিন্দূরবর্ণ বর্ণ যথাক্রমে দ্বাদশ দলে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ, এই দ্বাদশ বৃত্তি যথাক্রমে দ্বাদশ দলে আছে। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন যে ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে, তাহাকে ত্রিকোণাশক্তি বলিয়া থাকে। এই ত্রিকোণ-মণ্ডলের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গ রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধানে ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তি ভুবনেশ্বরী আছেন। এই ঈশ্বরই নারায়ণ ও হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, দ্বিভুজ এবং বর ও অভয় মুদ্রাধারী। ইহাঁর নিকট কাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় ও তাঁহার চারি হস্তে পাশ, পানপাত্র, বর ও অভয়। তিনি ত্রিনেত্রা, সুধার্দ্র-হৃদয়া, মত্তা ও অস্থিমালা-বিভূষিতা। এই স্থানে কালরাত্রি প্রভৃতি আরও অনেকগুলি শক্তি আছেন। এই চক্রে যঁ এই বায়ুবীজ এবং তন্মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ-মণ্ডল, গোলাকার বায়ুমণ্ডল ও কৃষ্ণসার-বাহন চতুর্ভুজ ধূম্রবর্ণ পবন শোভা পাইতেছেন। এই চক্রের মধ্যে নির্ব্বাত-দীপ-কলিকাকার জীবাত্মা রহিয়াছেন।

ইহার উপরিভাগে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্র ও ভারতীস্থান নামক ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল কমল আছে। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণের এক এক বর্ণ আছে। এই বর্ণ সমুদায় রক্তবর্ণ। এতদ্ব্যতীত ঐরূপ পূর্ব্বাদিক্রমে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম, সপ্ত দলে এই সপ্ত-স্বর, অষ্টমদলে বিষ, তৎপরবর্ত্তী সপ্ত দলে হুঁ, ফট্, বৌষট, বষট্, স্বধা, স্বাহা ও নমঃ এই সাতটি মন্ত্র এবং শেষদলে অমৃত আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব আছেন। এই স্থানে সকলেরই মূলমন্ত্র আছে। এই স্থানে বিদ্যুদ্বর্ণ প্রণব এবং পূর্ণ শশধরমণ্ডলও অবস্থান করিতেছেন। এই চক্রে হঁ এই আকাশ-বীজ, এবং তন্মধ্যে স্বচ্ছ গোলাকার আকাশমণ্ডল ও শ্বেত হস্তীতে আরূঢ় শুক্লবস্ত্র-পরিধান আকাশ আছেন। আকাশ চতুর্ভুজ। আকাশের চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়। আকাশের ক্রোড়ের নিকট, অর্দ্ধনারীশ্বর শিব; ইহাঁকেই সদাশিব বলা যায়। ইনি শুক্লবর্ণা, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন, দশভুজ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান। ইহাঁর নিকট শুক্লবর্ণা ও পীতবসনা শাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শর, চাপ, পাশ ও অঙ্কুশ শোভা পাইতেছে।

এই চক্রের উপরি তালুমূলে ললনাচক্র নামে একটি গুপ্ত চক্র আছে। এই পদ্ম রক্তবর্ণ ও

দ্বাদশদল। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্নেহ, শোক, খেদ, শুদ্ধতা, অরতি, সম্ভ্রম ও উর্ম্মি, এই দ্বাদশটি বৃত্তি আছে। কোন কোন তন্ত্রে ললনাচক্রের পরিবর্ত্তে কালচক্রের উল্লেখ রহিয়াছে।

ইহার উপর ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র নামক দ্বিদল কমল। ইহার উপরি গমন করিতে গুরুর আজ্ঞামাত্র আছে, বিশেষ কোন উপদেশ নাই। এই চক্র ভেদ হইলে সাধক স্বয়ংই ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। এই আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলে হং ক্ষং এই দুইটি রক্তবর্ণ বর্ণ আছে। কর্ণিকার মধ্যে লঁ এই বর্ণও গুপ্ত রহিয়াছে। দুই পত্রে ও কর্ণিকায় সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রি গুণ আছে। কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডলমধ্যে প্রণবাকৃতি তেজোময় ইতর নামক লিঙ্গ আছেন। এই স্থানে হংসরূপ পরশিব ও তাঁহার শক্তি সিদ্ধকালী রহিয়াছেন। ইহা বীজ ও বায়ুর আলয়। ত্রিকোণমণ্ডলের তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। এই চক্রে শুক্লবর্ণা ষণ্মুখ-সুশোভিতা চতুর্ভুজা হাকিনী শক্তি রহিয়াছেন। তাঁহার চারিহস্তে জ্ঞানমুদ্রা কপাল ডমরু ও জপমালা। এই চক্রকে পরমকুল বলা যায়। এই চক্রে মন ও হকারের আছে। এই চক্রকে মুক্ত ত্রিবেণীও বলে। কারণ এই স্থান হইতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী রূপা ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পৃথক্ হইয়া মূলাধার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

ইহার উপরিও একটি গুপ্ত চক্র আছে। তাহার নাম মনশ্চক্র। ইহা ষড়্দল পদ্ম। ইহার এক এক দলে শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আঘ্রাণোপলব্ধি, রসোপযোগ ও স্বপ্ন এই কয়েকটি বৃত্তি যথাক্রমে আছে।

ইহার উপরিভাগে আরও একটি গুপ্ত চক্র আছে। তাহার নাম সোমচক্র। এই সোম চক্র ষোড়শদল। এই ষোড়শ দলকে ষোড়শ কলা বলা যায়। ইহার প্রথম কলার নাম কৃপা, দ্বিতীয় কলার নাম মৃদুতা, তৃতীয় কলার নাম ধৈর্য্য, চতুর্থ কলা বৈরাগ্য, পঞ্চম কলা ধৃতি, ষষ্ঠকলা সম্পৎ, সপ্তম কলা হাস্য, অষ্টম কলা রোমাঞ্চ, নবম কলা বিনয়, দশম কলা ধ্যান, একাদশ কলা সুস্থিরতা, দ্বাদশকলা গাম্ভীর্য্য, ত্রয়োদশ কলা উদ্যম, চতুর্দ্দশ কলা অক্ষোভ, পঞ্চদশ কলা ঔদার্য্য এবং ষোড়শ কলা একাগ্রতা।

ইহার উপরি নিরালম্বপুরী। যোগীরা এই নিরালম্বপুরীতে জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করেন। এই নিরালম্বপুরীর উপরিভাগে দীপশিখা-সদৃশ জ্যোতির্ম্ময় প্রণব রহিয়াছেন। ইহার উপরি শ্বেতবর্ণ নাদ, তদুপরি বিন্দু। ইহার উপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে, অধোমুখ সহস্র দল কমলের নিম্নে একটি উর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল পদ্ম রহিয়াছে। এই পদ্ম শ্বেতবর্ণ। এই পদ্মের কর্ণিকাতে বিদ্যুৎ-সদৃশ অ-ক-থাদি ত্রিকোণ রেখা আছে। ইহার মধ্যস্থলে, সুষুম্না নাড়ীর সীমা। ইহার উপরি নানাবর্ণ অধোমুখ সহস্রদল কমল। এই দ্বাদশদলের উপরি সহস্রদলের ক্রোড়ে পরমশিবের স্থান। কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপিত করিয়া এই পরমশিবের সহিত সম্মি

করিতে হয়। পরমশিব মহাকাশরূপী ইনিই পরমাত্মা,—ইনিই অজ্ঞানতিমিরের সূর্য্যস্বরূপ। ইহঁাকে শৈবেরা শিবস্থান, বৈষ্ণবেরা পরমপুরুষ, কেহ কেহ হরিহরস্থান, কেহ কেহ শক্তিস্থান, কেহ কেহ পরমব্রহ্ম, কেহ কেহ পরমহংস, কেহ কেহ পরমজ্যোতিঃ, শাক্তেরা দেবীস্থান, সাংখ্যমুনিরা প্রকৃতিপুরুষস্থান বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহাকে কুলস্থানও বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবার কেহ কেহ এই পরম শিবকে অকুলও বলেন। উক্ত দ্বাদশদল কমলের উপরি সহস্রারের ক্রোড়ে সুধাসাগর, মণিদ্বীপ, মণিপীঠ ও ত্রিকোণ অকথাদি রেখা আছে; তন্মধ্যে নাদবিন্দু। এই নাদবিন্দুরূপ পীঠের উপরি পরমহংস বা হংসপীঠ আছে। এই হংস-পীঠের উপরি গুরুপাদুকা। এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন। ইহাই সকলের গুরুচিন্তার স্থান। গুরুর পাদপীঠ-স্বরূপ হংসের শরীর জ্ঞানময়, পক্ষদ্বয় আগম ও নিগম, চরণযুগল শিব-শক্তিময়, চঞ্চুপুট প্রণবস্বরূপ, নেত্র ও কণ্ঠ কামকলাস্বরূপ।

এই সহস্রদল কমলের ক্রোড়ে অমা-নাম্নী চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে। এই অমাকলা রক্তবর্ণা, নির্ম্মলা, বিদ্যুৎসদৃশ-তেজস্বিনী, পদ্মমৃণাল-তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা ও অধোমুখী। এই অমা-কলাই চন্দ্রের অমৃতধারা ধারণ করিয়া থাকে।

অমাকলার ক্রোড়ে নির্ব্বাণকলা। ইহাও অমাকলার ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী। ইহা কেশের সহস্রাংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মা। এই নির্ব্বাণকলাই সকলের ইষ্টদেবতা। এই নির্ব্বাণকলার ক্রোড়ে পরমনির্ব্বাণশক্তি আছেন। ইহাও সূর্য্যসদৃশ-দীপ্তিমতী, অতীব সূক্ষ্মা ও তত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশিকা। ইহার উপরি বিন্দু ও বিসর্গশক্তি আছেন। ইহাই নিত্য-আনন্দ-স্থান ও নিখিল আনন্দের মূল। এই পর্য্যন্তই গুরুশিষ্যভাব ও উপদেশ। ইহার উপরি শিবের সপ্তম মুখ অব্যক্ত। ষড়াম্নায় পর্য্যন্তই উপদেশ প্রচারিত আছে। সপ্তমাম্নায়ের উপদেশ সচরাচর প্রকাশিত নাই। এই সহস্রদল কমলের প্রত্যেক পত্রে অকারাদি বর্ণ সমুদায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। মূলাধার প্রভৃতি চক্র সমুদায়ে অথবা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদায় পদার্থ আছে, এখানে তৎসমুদায়ই অব্যক্তভাবে রহিয়াছে।

এক্ষণে, কিরূপে চক্র সমুদায় ভেদ পূর্ব্বক কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারে লইয়া গিয়া পরমশিবের সহিত যোগ করিতে হইবে, তাহা যদিও গুরূপদেশ-সাপেক্ষ, তথাপি সংক্ষেপে তৎপ্রণালী বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশের আধার অপঞ্চীকৃত-ভূত-বিনির্ম্মিত সূক্ষ্মশরীরে অধিষ্ঠিত জীবাত্মাকে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প-দীপ-কলিকার ন্যায় চিন্তা করিয়া সুষুম্না পথে হৃদয় হইতে আনয়ন পূর্ব্বক কুলকুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত করিতে হইবে। পরে যঁ এই বায়ুবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বাম নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারস্থিত কন্দর্পবায়ু উদ্দীপিত করিবে। পরে রঁ এই বহ্নিবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুণ্ডলিনীর চতুর্দ্দিক-স্থিত বহ্নি প্রজ্বালিত করিতে

হইবে। পরে উক্ত পবন দ্বারা বহ্নি সমুদ্দীপিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী তাহার উত্তাপ দ্বারা এবং হুঁ এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা জাগরিতা হইয়া উঠিবেন। পরে 'হংসঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলাধার সঙ্কোচন দ্বারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে। পূর্ব্বে যিনি সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক ফণা দ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রিত ছিলেন, এক্ষণে তিনি ব্রহ্ম বিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক উত্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন। এইরূপে কুণ্ডলিনী মূলাধার পদ্ম অতিক্রম করিবামাত্র, পুনরায় পদ্ম অধোমুখ ও মুদিত হইবে। এই সমুদায় ব্যাপার ভাবনা দ্বারা অভ্যস্ত হইলে, যখন কুণ্ডলিনী প্রকৃত প্রস্তাবে উত্থিত হইতে থাকিবেন, তখন সাধক স্পষ্টরূপে তাহা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। এস্থলে কিরূপে মূলাধার সঙ্কোচন করিতে হইবে, কিরূপে প্রাণ ও অপানের যোগ করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হইবে, কিরূপে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইবে, কিরূপেই বা অতীব কঠিন রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী সহস্রারে উপনীত হইবেন, তৎসমুদায়ই গুরূপদেশ-সাপেক্ষ।

যখন কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উর্দ্ধ গমনে উন্মুখী হইবেন, সে সময় ব্রহ্মা, সাবিত্রী, ডাকিনী শক্তি এবং মূলাধারস্থিত সমুদায় দেবতা, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তি সমুদায় তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবেন; এই সময়ে সত্বাংশ সম্ভূত ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞান, রজোংশ সম্ভূত উপস্থেন্দ্রিয় ও গন্ধশক্তি এবং তমোংশ সম্ভূত পৃথিবী ও পৃথিবীর গুণ গন্ধ লঁ বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে বীজভাবে অবস্থান করিবে। স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী এই চারি অবস্থার তৃতীয় অবস্থায় গুণমাত্রে অবস্থিতিই বীজভাবে অবস্থিতি। এইরূপে ইন্দ্রিয়াদি সমেত পৃথিবী মণ্ডল অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্ব-স্ব গুণের সমবায়ে ত্রিগুণাত্মক 'লং' বীজে পরিণত হইয়া মুলাধারস্থিত 'লং' বীজে লীন হইল বলাও চলে। সেই 'লং' তখন কুণ্ডলিনীর শরীরে বিলীন ভাবে অবস্থান করিবে।

কুণ্ডলিনী মূলাধার পরিত্যাগ করিবামাত্র শূন্য মূলাধারপদ্ম পুনরায় অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া যাইবে। সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই অধোমুখ ও মুদ্রিত আছে। কুণ্ডলিনী চৈতন্য দান করিয়া যখন যে পদ্মে গমন করিবেন, তখন সেই পদ্মই উর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইয়া উঠিবে; সুতরাং সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই ভাবনার সময় উর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হয়।

অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহা উর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইবে। মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, রাকিণীশক্তি এবং এতচ্চক্রস্থিত সমুদায় দেবগণ, মাতৃকা বর্ণ, ক্রূরতা প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। এই সময় রসনেন্দ্রিয় ও রসজ্ঞান, পায়ু ইন্দ্রিয় ও রসশক্তি এবং জল (বরুণমণ্ডল) ও জলের রসগুণ 'বঁ' বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ডলিনীর শরীরে বীজভাবে (গুণ মাত্রে) অবস্থিত 'লঁ' বীজ 'বঁ' বীজে লয় প্রাপ্ত হইবে, এবং 'বঁ' বীজও কুণ্ডলিনীর শরীরে বীজভাবে অবস্থান করিবে। এতচ্চক্রস্থিত

বৈকুণ্ঠধাম,গোলোক এবং তত্তৎস্থান নিবাসী দেবগণও মাতা কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবেন। কুণ্ডলিনী চক্র পরিত্যাগ করিলে পদ্মও অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া যাইবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণিপুরে উত্থিত হইলে ঐ পদ্মও ঊর্দ্ধ মুখ ও বিকশিত হইবে। তখন এতৎ-চক্রস্থিত রুদ্র, ভদ্রকালী, লাকিনী শক্তি,অন্যান্য দেবগণ,রুদ্রলোক, মাতৃকাবর্ণ ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞান, পাদেন্দ্রিয় ও তৈজস শক্তি এবং তেজ (বহ্নিমণ্ডল) ও তেজের গুণ রূপ 'র' বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ডলিনীর শরীর হইতে বঁ বীজ রঁ বীজে লয় প্রাপ্ত হইবে এবং রঁ বীজ পূর্ব্বের ন্যায় কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। কুণ্ডলিনী মণিপুর পরিত্যাগ করিবামাত্র পদ্ম অধোমুখ ও মুদ্রিত হইবে। এই চক্রের নাম ব্রহ্মগ্রন্থি! ইহা ভেদ করিতে সাধকের কিঞ্চিৎ কষ্ট হয়। ইহা প্রথম ভেদ হইবার সময় সাধক কৃশ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার উদরাময়ও হইয়া থাকে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মণিপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাহতচক্রে উপনীত হইলে উক্ত চক্রস্থিত পদ্মও ঊর্দ্ধমুখে বিকশিত হইয়া উঠিবে। তখন এতৎ-চক্রস্থিত, ঈশ্বর, ভুবনেশ্বরী, কাকিনী-শক্তি, কালরাত্রি প্রভৃতি শক্তি, মাতৃকাবর্ণ এবং আশা চিন্তা প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞান, পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শশক্তি এবং স্পর্শগুণ সমেত বায়ু (-মণ্ডল) যং বীজে পরিণত হইলে কুণ্ডলিনীর শরীর হইতে রং বীজ যং বীজে লয় প্রাপ্ত হইবে এবং যং বীজও পূর্ব্বের ন্যায় কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি ইহা ভেদ করাও কিঞ্চিৎ দুরূহ। বলা বাহুল্য কুণ্ডলিনী চক্র পরিত্যাগ করিলে পদ্মও অধোমুখ ও মুদিত হইবে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী অনাহতচক্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতীস্থান নামক বিশুদ্ধচক্রে উত্থিত হইবেন, পদ্মও ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইবে। এখানে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনী শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, সপ্ত স্বর,বিষ অমৃত এবং নমঃ স্বাহা প্রভৃতি চক্রস্থ সমুদায় মন্ত্রাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞান, বাগিন্দ্রিয় ও শব্দশক্তি এবং শব্দগুণ সমেত আকাশ হং বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ডলিনীর শরীর হইতে যং বীজ হঁ বীজে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় হং বীজ কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধ চক্র পরিত্যাগ করিলে পদ্মও অধোমুখ ও মুদ্রিত হইবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী তালুমূলস্থ ললনাচক্র নামক গুপ্ত চক্র ভেদ পূর্ব্বক যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইলে উহা ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইবে, তখন পরশিব ও সিদ্ধকালী, হাকিনীশক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ ও এতৎ-চক্রস্থিত অন্যান্য সমুদায়ই তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। এই স্থলে মনশ্চক্রাস্থিত নিজ বৃত্তিসমেত মন বা অন্তঃকরণ(মন বুদ্ধি অহঙ্কার)এবং কুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থিত 'হং' এই আকাশ বীজ একীভূত হইয়া পরম বিন্দু বা অহঙ্কারতত্ত্বে লয়প্রাপ্ত হইবে.

এবং অহঙ্কারতত্ত্বও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। কুণ্ডলিনী এই আজ্ঞাচক্র পরিত্যাগ করিলে পদ্মও অধোমুখ ও মুদিত হইয়া যাইবে। এই আজ্ঞাচক্রকেই রুদ্রগ্রন্থি বলা যায়। ইহা ভেদ হইলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া পরমশিবে সংযুক্ত হয়েন।

পরে কুণ্ডলিনী দ্বিদলপদ্ম ভেদ পূর্ব্বক যেমন উত্থিত হইতে থাকেন, অমনি ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে (কুণ্ডলিনীতে) লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তত্ত্ব সমুদায় লয় করিয়া, পরিশেষে সহস্রারে প্রকৃতি বা কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবে (ব্রহ্মে) সংযুক্ত ও একীভূত হইলে তাঁহাদের সামরস্য-সম্ভূত অমৃত দ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড রূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকে। এই সময় সাধক সমুদায় জগৎ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন হয়েন।

এক্ষণে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, যে সময় অহঙ্কারতত্ত্বের লয় হইল, সে সময় তৎসম্ভূত মনেরও লয় হইয়াছে, সুতরাং কেই বা আর চিন্তা করিবে, কেই বা ভূতশুদ্ধির শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবে! এই সমুদায় কার্য্য জীবাত্মা করিবেন, এ কথাও বলা যাইতে পারে না, কারণ কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মাও পরমব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলতঃ সহস্রারে নিত্য উন্মনী ও উন্মনীর সহিত সূক্ষ্ম মনও আছেন। সেই উন্মনী সহিত সূক্ষ্ম মনের লয় হয় না। তিনিই ভূতশুদ্ধি সম্পূর্ণ করেন।

পরে ভাবনা করিতে হইবে যে বামকুক্ষিতে পাপপুরুষ অবস্থান করিতেছে। পাপপুরুষধ্যান যথা,—(বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ) পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্। খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকং সর্ব্বপাপাত্মকং রূপং সর্ব্বদাধোমুখং স্থিতং॥ ইতি। তন্ত্রসারোক্ত ধ্যান যথা,—বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভং। ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং॥ সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ং। তৎসংসর্গি-পদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকং॥ উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ॥ ইতি।

অনন্তর সাধক হৃদয়ে যঁ এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ ভাবনা করিয়া উহা ষোড়শবার জপ করিতে করিতে ইড়া দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া নাসাপুটদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিবেন। এই সময় ভাবনা করিতে হইবে যে, ঐ বায়ু দ্বারা বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত সমুদায় দেহ পরিশুষ্ক হইতেছে। পরে ঐরূপ ভাবনা সহকারে উক্ত বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরে সাধক নাভিমণ্ডলে রঁ এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ভাবনা সহকারে ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিবেন। অনন্তর কুম্ভক করিয়া ঐ বহ্নিবীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিবেন। এই সময় ভাবনা করিতে হইবে যে, মূলাধার হইতে অগ্নি উত্থিত হইয়া পাপপুরুষের সহিত দেহ দগ্ধ ও ভস্মসাৎ হইতেছে। পরে ঐ বহ্নিবীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ

করিতে করিতে বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু বিরেচিত করিতে হইবে। পরে ললাটদেশে ঠং এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ ধ্যান পূর্ব্বক ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবেন। এই সময় ভাবনা করিতে হইবে যে, চন্দ্র হইতে গলিত সুধাধারা দ্বারা নূতন দিব্য শরীর সৃষ্ট হইতেছে। পরে স্বাধিষ্ঠানে শুক্লবর্ণ বঁ এই বরুণবীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক সহকারে ভাবনা করিবেন যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে গলিত মাতৃকা-বর্ণময় অমৃত দ্বারা সমগ্র দিব্য শরীর বিরচিত হইল। পরে মূলাধারে পীতবর্ণ লঁ এই পৃথিবী-বীজ দ্বাত্রিংশদ্‌বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ সহকারে চিন্তা করিতে হইবে যে, নূতন দিব্য দেহ সুদৃঢ় হইল। অনন্তর সোঽহং এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক জীবাত্মাকে হৃদয়ে আনয়ন করিতে হইবে।

এই ক্ষণে কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত সামরস্য সম্ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি প্রত্যাগমন কালে যে যে স্থানে বা যে যে চক্রে উপনীত হইবেন, সেই সেই স্থানের ও চক্রের যে যে দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুরূপ তাহার বিপরীত ক্রমে তাঁহারা সৃষ্ট হইতে থাকিবেন।

কুণ্ডলিনীশক্তি যথাযথস্থানে, বিন্দু নাদ প্রণব নিরালম্বপুরী ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্ট করিলে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিবে। এবং তিনি যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব এবং অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে মন ও বুদ্ধি এবং 'হং' এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইবে। পরশিব, সিদ্ধকালী, ডাকিনী শক্তি, সত্ত্ব রজ, ও তমোগুণ, হং লং ক্ষং ও অন্যান্য চক্রস্থ দেবতা প্রভৃতি তাঁহার শরীর হইতে সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিতে থাকিবেন। হঁ এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতে করিতে বিশুদ্ধচক্রে উপনীত হইবেন। এই স্থানে তাঁহার শরীর হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনী শক্তি, অং হইতে অঃ পর্য্যন্ত ষোড়শ মাতৃকা বর্ণ, সপ্তস্বর,অমৃত প্রভৃতি আবির্ভূত হইতে থাকিবে। হঁ বীজ হইতে যং বীজ ও পরিপুষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞান, বাগিন্দ্রিয় ও শব্দশক্তি এবং শব্দগুণ সমেত আকাশের সৃষ্টি হইবে। (বলা বাহুল্য আকাশ ও শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতির অপুষ্ট অবস্থা বা বীজভাবে অবস্থিতিই ঐ হং বীজে পরিণতি। এইরূপ যং, রং, বং, লং, বীজও তত্তৎ-তত্ত্বের বীজভাব অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী এই চারি অবস্থার মধ্যে তৃতীয় অবস্থা।) হং বীজ হইতে যঁ এই বায়ুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

এইরূপে কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধচক্রের দেবতা সৃষ্টি পূর্ব্বক যথাস্থানে স্থাপন করিয়া অনাহতচক্রে প্রতিগমন করিবেন। এই স্থানে ঈশ্বর, ভুবনেশ্বরী, কাকিনীশক্তি, কং হইতে ঠং পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাতৃকাবর্ণ,আশা চিন্তা প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় তাঁহার শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান

করিবে। যঁ বীজ হইতে রং বীজ ও পরিপুষ্ট ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞান, পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শশক্তি ও স্পর্শগুণ সমেত বায়ুর সৃষ্টি হইবে। রঁ এই বহ্নি-বীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মণিপূরে উপনীত হইলে তাঁহার শরীর হইতে রুদ্র, ভদ্রকালী, লাকিনী শক্তি, ডং হইতে ফং এই দশ বর্ণ, লজ্জা ঘৃণা ভয় প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় এবং এতচ্চক্রস্থ অন্যান্য দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন। পরে রঁ বীজ হইতে বঁ এই বীজ এবং পরিপুষ্ট দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞান, পাদেন্দ্রিয় ও তৈজসশক্তি এবং তেজের গুণ রূপ সমেত তেজের উৎপত্তি হইবে। বঁ এই বরুণ বীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীত হইলে তাঁহার শরীর হইতে মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী সরস্বতী, রাকিণী শক্তি,বং হইতে লং এই ছয়টি বর্ণ,ক্রূরতা প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তি, বৈকুণ্ঠ, গোলোক ধাম এবং চক্রস্থ অন্যান্য সমুদায়ই সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। বঁ বীজ হইতে লং বীজ এবং পরিপুষ্ট রসনেন্দ্রিয় ও রসজ্ঞান, পায়ু-ইন্দ্রিয় ও রসশক্তি এবং রসগুণ সমেত জল উৎপন্ন হইবে। লঁ এই পৃথ্বীবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মূলাধারে গমন করিলে তাঁহার শরীর হইতে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, ডাকিনী শক্তি, বং, শং, ষং, সং এই বর্ণ চতুষ্টয়, পরমানন্দ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন। লঁ এই বীজ হইতে উহার সত্ত্বগুণের অংশ হইতে পরিপুষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞান, রজোগুণের অংশ হইতে ঐরূপ পরিপুষ্ট উপস্থেন্দ্রিয় ও গন্ধশক্তি এবং তমোগুণের অংশ হইতে ঐরূপ গন্ধ সমেত পৃথিবীর উৎপত্তি হইবে। (পূর্ব্বে পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই এইরূপ সত্ত্বাংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তত্তদ্বিষয়-জ্ঞানের,রজোগুণের অংশ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও ক্রিয়াশক্তির এবং তমোগুণের অংশ হইতে গুণ-সমেত ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে।) অনন্তর কুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক যথাপূর্ব্ব মুখ দ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রিত হইয়া থাকিবেন। জীবাত্মা পুনর্ব্বার ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন।

অনন্তর জীবন্যাস করিতে হইবে যথা,—আপনার হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া "সোঽহং" এইমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহার অর্থ এই যে, 'তিনিই আমি' অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্মময়ী (অভীষ্টদেবতা)। অনন্তর লেলিহান মুদ্রায় হৃদয়ে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক পাঠ করিবে আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হৌঁ হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হৌঁ হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হৌঁ হংসঃ অমুক দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হৌঁ হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। এইরূপে আপন হৃদয়ে ইষ্টদেবতার জীবন্যাস করিয়া আপনাকে দেবতাময় ভাবনা করিতে হইবে।

হৃদয়ে হস্তমাদায় আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংস উচ্চরন্। *
সোঽহং মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ নিধাপয়েৎ ॥১০৫॥
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং দেবীভাবপরায়ণঃ।
সমাহিতমনাঃ কুর্য্যাৎ মাতৃকান্যাসমম্বিকে ॥ ১০৬ ॥
মাতৃকায়া ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্।
দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জনসংজ্ঞকম্ ॥ ১০৭ ॥
স্বরাশ্চ শক্তয়ঃ সর্গঃ কীলকং পরিকীর্ত্তিতম্।

হৃদয় ইত্যাদি। ততো হৃদয়ে হস্তমাদায় নিধায় আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংস ইত্যুচ্চরন্ সাধকঃ সোঽহং-মন্ত্রেণ তদ্দেহে তস্মিন্ নবীনে দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপয়েৎ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংসঃ সোঽহমিতি মন্ত্রেণ তত্র দেহে দেব্যাঃ প্রাণানাং প্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ১০৫॥

ভূতশুদ্ধিমিত্যাদি। দেবীভাবপরায়ণঃ দেবীস্বরূপোঽহমিতিচিন্তনতৎপরঃ ॥ ১০৬ ॥

অথ মাতৃকান্যাসক্রমমেব দিদর্শয়িষ্যন্ মাতৃকায়া ঋষ্যাদিকমাহ, মাতৃকায়া ইত্যাদিনা। সর্গঃ বিসর্গঃ। বিনিয়োগপ্রয়োগিতা বিনিয়োগস্য প্রয়োগিত্বম্ বিনিয়োগঃ প্রযোক্তব্য ইত্যর্থঃ। অস্যা মাতৃকায়া ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবী দেবতা। হলো বীজম্। স্বরাঃ শক্তয়ঃ। বিসর্গঃ কীলকম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে

পরে নিজ হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া, আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংসঃ সোঽহং, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, আত্মদেহে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।১০৫

অম্বিকে! এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া, দেবীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে মাতৃকান্যাস করিবে (৮৮)।১০৬ এই মাতৃকার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা দেবী মাতৃকা সরস্বতী, বীজ ব্যঞ্জনবর্ণ,১০৭ শক্তি স্বরবর্ণ সমুদায়, কীলক

* হংসমুচ্চরন্ ইতি পাঠং ন সমীচীনম্।

(৮৮)—মাতৃকান্যাস করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মাতৃকাবর্ণ দেবতাত্মক, দেবতা-ও মাতৃকাবর্ণ ভিন্ন নয়। এই নিমিত্ত আপনাকে দেবতাময় করিতে হইলে স্বদেহে মাতৃকান্যাস করা আবশ্যক। যথা রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়,—তস্মাদ্রামাত্মকা যা বৈ উৎপন্না লিপি-মাতৃকা। স্বাভিন্নত্বাৎ স্বকার্য্যায়াস্তস্যা ন্যাসঃ প্রকীর্ত্তিতে ॥

লিপিন্যাসে মহাদেবি বিনিয়োগপ্রয়োগিতা ।
ঋষিন্যাসং বিধায়ৈবং করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ১০৮ ॥
অং-আং-মধ্যে কবর্গঞ্চ ইং-ঈং-মধ্যে চবর্গকম্ ।
উং-ঊং-মধ্যে টবর্গন্তু এং ঐং-মধ্যে তবর্গকম্ ॥ ১০৯ ॥
ওং-ঔং-মধ্যে পবর্গন্তু যাদিক্ষান্তং বরাননে ।
বিন্দুসর্গান্তরালে চ ষড়ঙ্গে মন্ত্র ঈরিতঃ ॥ ১১০ ॥

ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্র্যৈ চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে মাতৃকায়ৈ সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ব্যঞ্জনায় বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গেষু বিসর্গায় কীলকায় নমঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। এবম্ ঋষিন্যাসং বিধায় কৃত্বা করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১০৭ ॥ ১ ৮ ॥

করাঙ্গন্যাসক্রমমেবাহ, অং-আং-মধ্যে ইত্যাদিনা। অং-আং-মধ্যে স্থিতং কবর্গম্ ইং-ঈং মধ্যে স্থিতং চবর্গম্ উং-ঊং মধ্যে স্থিতং টবর্গম্ এং-ঐং-মধ্যে স্থিতং তবর্গম্ ওং ঔং মধ্যে স্থিতং পবর্গং বিন্দুসর্গান্তরালে অনুস্বার-বিসর্গয়োর্মধ্যে স্থিতং যাদিক্ষান্তঞ্চ বর্ণমঙ্গুষ্ঠাদিষু হৃদয়াদিষু চ ষট্সু ষট্সু অঙ্গেষু ন্যাসবিধিনা যথাক্রমং বিন্যস্য মাতৃসরস্বতীং ধ্যায়েদিত্যন্বয়ঃ। যথা। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং

বিসর্গ, লিপিন্যাসে ইহার বিনিয়োগ করিতে হইবে (৮৯)। মহাদেবি! এই রূপে ঋষিন্যাস করিয়া করন্যাস অঙ্গন্যাস করিবে।১০৮ বরাননে! অং আং এই দুইবর্ণের মধ্যে কবর্গ, ইং ঈং এই দুইবর্ণের মধ্যে চবর্গ, উং ঊং এই দুই বর্ণের মধ্যে টবর্গ, এং ঐং এই দুই বর্ণের মধ্যে তবর্গ,১০৯ ওং ঔং এই

---

(৮৯)—মাতৃকান্যাসের ঋষ্যাদি প্রয়োগ যথা, অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো দেবী মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ঃ অব্যক্তং (বিসর্গঃ) কীলকং, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্র্যৈ চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হল্ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে অব্যক্ত-(বিসর্গায়) কীলকায় নমঃ। এ সর্গ শব্দের অর্থ বিসর্গ না হইয়া অব্যক্ত হওয়াই সঙ্গত। কোন তন্ত্রেই বিসর্গ কীলক দৃষ্ট হয় না।

বিন্যস্য ন্যাসবিধিনা ধ্যায়েন্মাতৃসরস্বতীম্ ॥ ১১১ ॥
পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্ ।
মুদ্রামক্ষগুণং* সুধাঢ্যকলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ॥ ১১২ ॥

হুম্। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। ইতি করন্যাসঃ। হৃদয়াদিন্যাসো যথা। অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুম্। ওং পং ফং বং ভ মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্। ইতি ষড়ঙ্গে ন্যাসেঽয়মেব মন্ত্র ঈরিতঃ কথিতঃ ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥

মাতৃসরস্বতীধ্যানমেবাহ পঞ্চাশল্লিপিভিরিত্যাদি। বাগ্‌দেবতাং সরস্বতী-মাশ্রয়ে ভজে ইত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতাং বাগ্‌দেবতাম্ পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখ-দোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং পঞ্চাশতা বর্ণৈর্ব্বিভক্তানি পৃথক্ পৃথক্ ভূতানি মুখদোঃ-পন্মধ্যবক্ষঃস্থলানি যস্যা তথাভূতাম্। তত্র দোর্ব্বাহুঃ পদ্ পাদঃ। পুনঃ কথম্ভূতাং

বর্ণের মধ্যে পবর্গ, বিন্দু এবং বিসর্গের মধ্যে য অবধি ক্ষ পর্য্যন্ত নয়টি বর্ণ, অঙ্গন্যাসে ও করন্যাসে যথাক্রমে যথাস্থানে বিন্যাস করিবে (৯০)।[১১০]

এইরূপে ন্যাসোক্ত বিধি অনুসারে ন্যাস করিয়া, মাতৃসরস্বতীর ধ্যান করিবে।[১১১] (ধ্যান যথা,—) আমি বাগ্‌দেবতাকে আশ্রয় করি। তাঁহার মুখ, হস্ত, চরণ, মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল পঞ্চাশৎসংখ্য বর্ণ বিভাগে রচিত হইয়াছে।

---

* অচ্ছগুণমিতি পাঠে অচ্ছঃ স্বচ্ছো গুণো যত্রৈবম্ভূতঃ স্ফাটিকাদিরূপং মাল্যম্।

(৯০)—প্রয়োগ যথা, অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুম্। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। অঙ্গন্যাস যথা, অং কং খং গং ঘং

ধ্যাত্বৈবং মাতৃকাং দেবীং ষট্‌সু চক্রেষু বিন্যসেৎ ।
হ-ক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে কণ্ঠে চ ষোড়শ স্বরান্‌ ॥ ১১৩ ॥

ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলাং ভাস্বন্মৌলৌ দীপ্যমানে কিরীটে নিবদ্ধং চন্দ্রশকলং চন্দ্রখণ্ডং যয়া তাম্‌। চূড়া কিরীটং কেশাশ্চ সংযতা মৌলয়স্ত্রয় ইত্যমরঃ। পুনঃ কথম্ভূতাম্‌ আপীনতুঙ্গস্তনীম্‌ আপীনৌ অতিমহান্তৌ তুঙ্গৌ উন্নতৌ স্তনৌ যস্যাস্তথাভূতাম্‌ পুনঃ কথম্ভূতাম্‌ হস্তাম্বুজৈঃ পাণিকমলৈর্জ্ঞানমুদ্রাম্‌ অক্ষগুণমক্ষমাল্যম্‌ সুধাঢ্যকলশমমৃতযুক্তং ঘটং বিদ্যাঞ্চ বিভ্রাণাং দধতীম্‌। পুনঃ কীদৃশীং বিশদপ্রভাং বিশদা শুভ্রা প্রভা যস্যাস্তাম্‌। পুনঃ কীদৃশীং ত্রীণি নয়নানি নেত্রাণি যস্যাস্তথাভূতাম্‌ ॥ ১১২ ॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। এবং মাতৃকাং দেবীং ধ্যাত্বা ষট্‌সু চক্রেষু বিন্যসেৎ। ষট্‌সু চক্রেষু মাতৃকায়া ন্যাসস্য ক্রমমেবাহ হক্ষাবিত্যাদিনা। ভ্রূমধ্যগে বিশুদ্ধাখ্যে দ্বিদলে পদ্মে হক্ষৌ বর্ণৌ ন্যসেৎ। কণ্ঠে কণ্ঠস্থিতে আজ্ঞাখ্যে ষোড়শদলে পদ্মে ষোড়শ স্বরান্‌ ন্যসেৎ (মতান্তরে তু, ভ্রূমধ্যগে আজ্ঞাখ্যে দ্বিদলে পদ্মে, কণ্ঠস্থিতে ষোড়শদলে বিশুদ্ধাখ্যে পদ্মে ইতি।) হৃদম্বুজে অনাহতাখ্যে দ্বাদশদলে হৃদয়পদ্মে কাদিঠান্তান্‌ দ্বাদশ বর্ণান্‌ বিন্যস্য কুলসাধকো নাভিদেশে স্থিতে মণিপূরকাখ্যে দশদলে পদ্মে ডাদিফান্তান্‌ দশ বর্ণান্‌ বিন্যসেৎ। লিঙ্গকে লিঙ্গদেশস্থে স্বাধিষ্ঠানাখ্যে ষড়্‌দলে পদ্মে বাদিলান্তান্‌ ষড়্‌ বর্ণান্‌ বিন্যসেৎ। চতুষ্পত্রে মূলাধারে বাদিসান্তাংশ্চতুরো বর্ণান্‌ প্রবিন্যসেৎ। যথা। ভ্রূমধ্যগে পদ্মে হং নমঃ

তাহার মৌলিতে চন্দ্রকলা নিবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে। তাহার স্তনদ্বয় পীন ও উত্তুঙ্গ। তিনি হস্তচতুষ্টয় দ্বারা, জ্ঞানমুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কান্তি অতীব নির্ম্মল। তাঁহার মুখ নয়নত্রয়ে সুশোভিত।[১১২]

এইরূপে মাতৃকাদেবীর ধ্যান করিয়া ষট্‌চক্রে মাতৃকান্যাস করিবে। তন্মধ্যে ভ্রূমধ্যস্থিত (আজ্ঞাচক্র নামক দ্বিদল) পদ্মে হ ক্ষ এই বর্ণদ্বয়ের ন্যাস করিবে। এবং কণ্ঠস্থিত (বিশুদ্ধচক্র নামক ষোড়শদল) পদ্মে ষোড়শ স্বরবর্ণ ন্যাস করিবে।[১১৩] অনন্তর হৃদয়স্থিত (অনাহতাখ্য দ্বাদশদল) পদ্মে ক অবধি

ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্‌। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুম্‌। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্‌ অস্ত্রায় ফট্‌।

হৃদম্বুজে কাদিঠান্তান্ বিন্যস্য কুলসাধকঃ।
ডাদিফান্তান্ নাভিদেশে বাদিলান্তাংশ্চ লিঙ্গকে ॥ ১১৪ ॥

ক্ষং নমঃ। কণ্ঠগে পদ্মে অং নমঃ আং নমঃ ইং নমঃ ঈং নমঃ উং নমঃ ঊং নমঃ ঋং নমঃ ৠং নমঃ ঌং নমঃ ৡং নমঃ এং নমঃ ঐং নমঃ ওং নমঃ ঔং নমঃ অং নমঃ অঃ নমঃ। হৃদগতে পদ্মে কং নমঃ খং নমঃ গং নমঃ ঘং নমঃ ঙং নমঃ চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ টং নমঃ ঠং নমঃ। নাভিগতে পদ্মে ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ পং নমঃ ফং নমঃ। লিঙ্গগতে পদ্মে বং নমঃ ভং নমঃ মং নমঃ যং নমঃ রং নমঃ লং নমঃ। মূলাধারে বং নমঃ শং নমঃ ষং নমঃ সং নমঃ। ইতি ষট্চক্রেষু মাতৃকা-

---

ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ বিন্যাস করিয়া কুলসাধক নাভিদেশস্থিত (মণিপূর নামক দশদল) পদ্মে ড অবধি ফ পর্য্যন্ত দশটি বর্ণ ন্যাস করিবেন। অনন্তর লিঙ্গ-মূলস্থিত (স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্‌দল) পদ্মে ব অবধি ল পর্য্যন্ত ছয়টি বর্ণ বিন্যাস করিয়া[১১৪] মূলাধারে (চতুর্দ্দল পদ্মে) ব অবধি স পর্য্যন্ত চারিটি বর্ণ ন্যাস করিবেন (৯১)।

---

(৯১)—মূলে বাহ্যমাতৃকাধ্যানের পর অন্তর্মাতৃকান্যাসের ও তৎপরে বাহ্যমাতৃকান্যাসের উল্লেখ আছে। অন্যান্য তন্ত্রে অন্তর্মাতৃকান্যাসের পূর্ব্বে ধ্যানের উল্লেখ নাই। প্রথমতঃ অন্ত-র্মাতৃকান্যাসের পর বাহ্যমাতৃকাধ্যান ও তদন্তর বাহ্যমাতৃকান্যাসেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অন্তর্মাতৃকান্যাস বিষয়ে মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "অনাদিত্বান্নঋষ্যাদিব্র্ঞ্মবদ্ধ্যানমস্যতু।" অর্থাৎ এই অন্তর্মাতৃকা অনাদি। এই নিমিত্ত ইহার ঋষ্যাদিন্যাস নাই এবং ব্রহ্মের যেমন কোন রূপ নাই, ইহারও তদ্রূপ কোন রূপ নাই। উক্ত ধ্যান বাহ্যমাতৃকারই। পুনশ্চ ইহাতে প্রথমে আজ্ঞাচক্রে হং ক্ষং এই বর্ণদ্বয়ের ন্যাসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাই যে ক্রম তাহা নহে; সর্ব্বশেষে দ্বিদলে হং ক্ষং বর্ণন্যাসের বিধিই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ষট্চক্রে মাতৃকান্যাসের ক্রম যথা।—কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধচক্র নামক ষোড়শদল পদ্মের ষোড়শদলে, অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ। হৃদয়স্থিত অনাহত চক্র নামক দ্বাদশদল পদ্মের দ্বাদশদলে, কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ। পরে নাভিদেশস্থিত মণিপূরনামক দশদল পদ্মের দশ দলে, ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ,

মূলাধারে চতুঃপত্রে বাদিসান্তান্ প্রবিন্যসেৎ।
ইত্যন্তর্ম্মনসা ন্যস্য মাতৃকার্ণান্ বহির্ন্যসেৎ ॥ ১১৫ ॥
ললাটমুখবৃত্তাক্ষি-শ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ।
ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্য-দোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ ॥ ১১৬ ॥

ন্যাসক্রমঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ মনসা মাতৃকার্ণান্ মাতৃকাবর্ণানন্তরভ্যন্তরে ন্যস্য বহিরপি ন্যসেৎ ॥ ১১৩ ॥ ১১৪ ॥ ১১৫ ॥

মাতৃকাবর্ণানাং বহির্ন্যাসস্য ক্রমমাহ, ললাটেত্যাদিনা। ললাটমুখবৃত্তাদিষু মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমং ন্যসেদিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। যথা ললাটে অং নমঃ মুখবৃত্তে আং নমঃ দক্ষেঽক্ষ্ণি ইং নমঃ বামেঽক্ষ্ণি ঈং নমঃ দক্ষশ্রুতৌ উং নমঃ বামকর্ণে ঊং নমঃ দক্ষঘ্রাণে ঋং নমঃ বামনাসায়াম্ ৠং নমঃ দক্ষগণ্ডে ঌং নমঃ বামকপোলে ৡং নমঃ ওষ্ঠে এং নমঃ অধরে ঐং নমঃ ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ ওং নমঃ অধোদন্তপংক্তৌ ঔং নমঃ উত্তমাঙ্গে অং নমঃ আস্যবিবরে অঃ নমঃ। বাহ্বোঃ ঈশানাং সন্ধীনামগ্রেষু ক্রমতঃ কং নমঃ খং নমঃ গং নমঃ ঘং নমঃ ঙং নমঃ। চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ। পাদয়োঃ ঈশানাং সন্ধীনামগ্রে ক্রমতঃ টং নমঃ ঠং নমঃ ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ। তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ। দক্ষপার্শ্বে পং নমঃ বামপার্শ্বে ফং নমঃ পৃষ্ঠে বং নমঃ নাভৌ ভং নমঃ জঠরে মং নমঃ হৃদয়ে যং নমঃ দক্ষস্কন্ধে রং নমঃ বামস্কন্ধে লং নমঃ

এইরূপে মানসে ষট্‌চক্রে অন্তর্মাতৃকা ন্যাস করিয়া, উহাদের বহির্ন্যাস করিবে।[১১৫] ললাট, মুখমণ্ডলে, চক্ষুর্দ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নাসাপুটদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে, ওষ্ঠে, অধরে, দন্তপঙ্ক্তিদ্বয়ে, উত্তমাঙ্গে মুখবিবরে, বাহুদ্বয়ের সন্ধি (চতুষ্টয়ে) ও অগ্রভাগে, পদদ্বয়ের সন্ধি (চতুষ্টয়ে) ও অগ্রভাগে,[১১৬] পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, নাভিতে জঠরে, হৃদয়ে, দক্ষিণস্কন্ধে, বামস্কন্ধে, ককুদে, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ বাহুতে, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাম বাহুতে, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া

ফং নমঃ। পরে লিঙ্গমূলস্থিত স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্‌দল পদ্মের প্রত্যেক দলে, বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ। পরে মূলাধারস্থিত চতুর্দ্দল পদ্মের চতুর্দ্দলে, বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ। ভ্রূমধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলে হং নমঃ, ক্ষং নমঃ। এইরূপে ষট্‌চক্রে মাতৃকাবর্ণের ন্যাস করিবে।

পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়াংসয়োঃ।
ককুদ্যংশে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদযুগে ততঃ॥ ১১৭॥
জঠরাননয়োর্ন্যস্যেৎ মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্।
ইত্থং লিপিং প্রবিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥ ১১৮॥

ককুদ্রূপেঽংশে বং নমঃ হৃদয়পূর্ব্বে পাণিযুগে শং নমঃ ষং নমঃ হৃৎপূর্ব্বে পাদযুগে সং নমঃ হং নমঃ জঠরাননয়োঃ ক্ষং নমঃ ইতি মাতৃকার্ণানাং বহির্ন্যাসস্থ ক্রমঃ। ১১৬॥ ১১৭॥ ১১৮॥

দক্ষিণ পদে হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাম পদে,[১১৭] ঐরূপ হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া জঠরে এবং হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া মুখে, যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ সমুদায়ের ন্যাস করিবে (৯২)।

---

(৯২)—মাতৃকান্যাস প্রয়োগ যথা।—অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি সংযুক্ত করিয়া তদ্বারা ললাটে অং নমঃ। অনামিকা তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মুখবৃত্তের চতুস্পার্শ্বে আং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা যোগে দক্ষিণ চক্ষুতে ইং নমঃ। ঐরূপ বাম চক্ষুতে ঈং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণে উং নমঃ। ঐরূপ বাম কর্ণে ঊং নমঃ। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে দক্ষিণ নাসিকায় ঋং নমঃ। ঐরূপ বাম নাসিকায় ৠং নমঃ। তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা সংযুক্ত করিয়া তদ্বারা দক্ষ গণ্ডে ৯ং নমঃ। ঐরূপ বাম গণ্ডে ৡং নমঃ। মধ্যমা দ্বারা ওষ্ঠে এং নমঃ। ঐরূপ অধরে ঐং নমঃ। অনামিকা দ্বারা ঊর্দ্ধদন্তপংক্তিতে ওং নমঃ। ঐরূপ অধোদন্তপংক্তিতে ঔং নমঃ। মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা উত্তমাঙ্গে অং নমঃ। অনামিকা দ্বারা মুখবিবরে অঃ নমঃ। কনিষ্ঠা অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি সংযোগে দক্ষিণ বাহুর মূল হইতে সন্ধিত্রয়ে ক্রমশঃ কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ। ঐরূপ অঙ্গুলির মূলে ঘং নমঃ, ও অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঙং নমঃ। ঐ রূপ তিন অঙ্গুলি দ্বারা বাম হস্তের সন্ধিত্রয়ে অঙ্গুলিমূলে ও অঙ্গুলির অগ্রভাগে ক্রমশঃ চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ। ঐ রূপে অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা দক্ষিণ চরণের সন্ধিত্রয়ে, অঙ্গুলির মূলে এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগে যথাক্রমে টং নমঃ ঠং নমঃ ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ। ঐরূপ অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা বাম চরণে পূর্ব্বের ন্যায় যথাক্রমে তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ। মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষপার্শ্বে পং নমঃ। ঐরূপে বাম পার্শ্বে ফং নমঃ। ঐরূপ পৃষ্ঠদেশে বং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা অনামা ও কনিষ্ঠার যোগে নাভিতে ভং নমঃ। সমুদায় অঙ্গুলির যোগে জঠরে মং নমঃ। হৃদয়ে করতল দ্বারা যং ত্বগাত্মনে নমঃ। ঐরূপে দক্ষিণ স্কন্ধে রং অসৃগাত্মনে নমঃ। ঐরূপ করতল দ্বারা ককুদে লং মাংসাত্মনে নমঃ। ঐরূপ

মায়াবীজং ষোড়শধা জপ্ত্বা বামেন বায়ুনা ।
পূরয়েদাত্মনো দেহং চতুঃষষ্ট্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥ ১১৯ ॥
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈ-র্ধৃত্বা নাসাদ্বয়ং সুধীঃ ।
দ্বাত্রিংশতা জপন্ বীজং বায়ুং দক্ষেণ রেচয়েৎ ॥ ১২০ ॥

নন্থ দেবীমন্ত্রস্য সাধনে কথং প্রাণায়ামং বিদধ্যাৎ তত্রাহ, মায়াবী-মিত্যাদি। সুধীর্ধীরো মায়াবীজং হ্রীঁ-বীজং ষোড়শধা ষোড়শবারং জপ্ত্বা বামেন নাসাপুটেন বায়ুনাত্মনো দেহং পূরয়েৎ। ততঃ কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্নাসা-ধৃত্বা চতুঃষষ্ট্যা আবৃত্ত্যা হ্রীঁ বীজং জপন্ সন্ বায়ুং কুম্ভয়েৎ স্থিরং কুর্য্যা-ততো দ্বাত্রিংশতাবৃত্ত্যা হ্রীং বীজং জপন্ দক্ষনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়েৎ ত্যজে-

---

এইরূপে লিপিন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে।[১১৮] (দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা রোধ করিয়া) মায়াবীজ (হ্রীঁ) ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসায় আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা নিজ দেহ পূর্ণ করিয়া পরে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা রোধ করিয়া ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপে কুম্ভক করিবে।[১১৯]

অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎবার (ঐ মায়াবীজ) জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসা দ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। (এইরূপ দক্ষিণ নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া পূরক কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে)।[১২০] এইরূপ অনুলোম বিলোমে তিন বার করিলে একটি প্রাণায়াম

করতল দ্বারা বাম স্কন্ধে বং মেদ-আত্মনে নমঃ। করতল দ্বারা হৃদয় হইতে দক্ষিণ বাহু প-শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। ঐরূপ করতল দ্বারা হৃদয় হইতে বাম বাহু পর্য্যন্ত ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। করতল দ্বারা হৃদয় হইতে দক্ষিণ চরণ পর্য্যন্ত সং শুক্রাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে বাম পর্য্যন্ত ঐরূপ করতল দ্বারা হং প্রাণাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত ঐরূপ করতল দ্বা-জীবাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত ঐরূপ করতল দ্বারা ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ। মুদ্রা-অসমর্থ পুষ্প দ্বারা মাতৃকান্যাস করিবেন।

মাতৃকান্যাসের অন্তে বর্ণন্যাসের বিধি আছে যথা, হৃদয়ে, অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং নমঃ। দক্ষভুজে এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ। বাম বাহুতে, ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ। দক্ষপাদে, ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ। বাম পদে, যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ। সর্ব্বত্রই তত্ত্বমুদ্রায় ন্যাস করিতে হইবে।

পুনঃ পুনস্ত্রিরাবৃত্ত্যা* প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ।
প্রাণায়ামং বিধায়েত্থম্ ঋষিন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১২১ ॥
অস্য মন্ত্রস্য ঋষয়ো ব্রহ্মাব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি আদ্যা কালী তু দেবতা ॥ ১২২ ॥
আদ্যাবীজং বীজমিতি শক্তির্মায়া প্রকীর্ত্তিতা।
কমলা কীলকং প্রোক্তং স্থানেষ্বেতেষু বিন্যসেৎ।
শিরোবদনহৃদ্গুহ্য-পাদসর্ব্বাঙ্গকেষু চ ॥ ১২৩ ॥

পুনঃ পুনরাবৃত্ত্যা ত্রিবাঁর ত্রয়মেবং কুর্য্যাৎ। দেবীমন্ত্রস্য সাধনে ইতি এষ প্রাণায়ামঃ স্মৃতঃ প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥ ১২১ ॥
ঋষিন্যাসক্রমং দর্শয়ংস্তস্য মন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকমাহ, অস্য মন্ত্রস্যেত্যাদিনা। অস্য মন্ত্রস্য হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেত্যস্য। আদ্যাবীজং ক্রীঁ-বীজম্। মায়া হ্রীঁ বীজম্। কমলা শ্রীঁ-বীজম্। এতেষু স্থানেষু ঋষ্যাদিকং বিন্যসেৎ। এতেষু কেষু স্থানেষু বিন্যসেৎ তত্রাহ, শির ইত্যাদিনা। যথা অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়শ্চ ঋষয়ো গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি আদ্য কালী দেবতা ক্রীঁ বীজং হ্রীঁ শক্তিঃ শ্রীঁ কীলকং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে ঋষিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ব্রহ্মর্ষিভ্যশ্চর্ষিভ্যো নমঃ। মুখে গায়ত্র্যাদিভ্যশ্ছন্দোভ্যো নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কাল্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ক্রীঁ-বীজায় নমঃ। পাদয়োর্হ্রীঁ-শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গেষু শ্রীঁ-কীলকায় নমঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে ঋষিন্যাসে বিনিয়োগঃ। ইতি ঋষিন্যাসক্রমঃ ॥ ১২২ ॥ ১২৩ ॥

সম্পন্ন হইবে (৯৩)। এইরূপে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হইবে।১২১

এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিগণ। ইহার ছন্দ গায়ত্রী প্রভৃতি। ইহার দেবতা আদ্যাকালী।১২২ ইহার বীজ ক্রীঁ, ইহার শক্তি হ্রীঁ, ইহার কীলক

---

* পুনঃপুনস্ত্রিরাচম্য ইতি প্রমাদ-বিজৃম্ভিতঃ পাঠঃ।

(৯৩)—প্রথমতঃ বাম নাসিকায় পূরক উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক ও দক্ষিণ নাসিকায় রেচক, দ্বিতীয় দক্ষিণ নাসিকায় পূরক উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক ও বাম নাসিকায় রেচক, তৃতীয় পুনর্ব্বার বাম নাসিকায় পূরক উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক ও দক্ষিণ নাসিকায় রেচক হইবে। এই রূপে অবিশ্রান্ত তিনবার পূরক কুম্ভক ও রেচককে একটি প্রাণায়াম হয়।

মূলমন্ত্রেণ হস্তাভ্যাম্ আপাদমস্তকাবধি।
মস্তকাৎ পাদপর্য্যন্তং সপ্তধা বা ত্রিধা ন্যসেৎ।
অয়ন্তু ব্যাপকন্যাসো যথোক্তফলসিদ্ধিদঃ ॥ ১২৪ ॥

অথ ব্যাপকন্যাসং ব্রূতে, মূলেত্যাদিনা। আপাদমস্তকাবধি পাদমারভ্য মস্তকপর্য্যন্তং মস্তকাৎ মস্তকমারভ্য পাদপর্য্যন্তং চ প্রতি হস্তাভ্যাং মূলমন্ত্রেণ সপ্তধা সপ্তবারং ত্রিধা বা ন্যসেন্ন্যাসং কুর্য্যাৎ। মস্তকাদিতি ল্যব্লোপে কর্ম্মণ্যধিকরণে চেতি কর্ম্মণি পঞ্চমী ॥ ১২৪ ॥

শ্রীঁ। এই সমুদায় শিরোদেশে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে, চরণদ্বয়ে ও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে (৯৪)।[১২৩]

অনন্তর মূল মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সাত বার বা তিন বার ব্যাপকন্যাস করিবে (৯৫)। এইরূপ ব্যাপকন্যাস করিলে যথোক্ত ফল সিদ্ধি হয়।[১২৪] যে মূলমন্ত্রে

(৯৪)—ঋষ্যাদিন্যাস প্রয়োগ যথা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা, ইত্যস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয় ঋষয়ো, গায়ত্র্যাদীনি চ্ছন্দাংসি, আদ্যা কালী দেবতা, ক্রীঁ বীজং, হ্রীঁ শক্তিঃ, শ্রীঁ কীলকং, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে ঋষ্যাদিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ব্রহ্মর্ষিভ্যশ্চ ঋষিভ্যো নমঃ। মুখে গায়ত্র্যাদিভ্যঃ ছন্দোভ্যো নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কাল্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে ক্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গেষু শ্রীঁ কীলকায় নমঃ।

(৯৫)—মূলে প্রথমতঃ পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং পরে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত ব্যাপক ন্যাসের বিধান দেওয়া হইয়াছে। সচরাচর প্রথমে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত ও পরে পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ন্যাস করাই প্রচলিত। ভৈরবতন্ত্র প্রভৃতি বহুতন্ত্রেও উক্ত বিধি দৃষ্ট হয়, যথা, "পঞ্চধা নবধা বাপি মূলেন সপ্তধা তথা। দোর্ভ্যাঞ্চ ব্যাপকং কুর্য্যান্মূলবিদ্যাং সমুচ্চরন্। পাদাদিকশিরোহন্তঞ্চ শির আদি পদান্তকম্। সকৃদেব পদং ন্যস্য সাধকস্তন্ময়ো ভবেৎ।" শিরঃ মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত ন্যাসকে সৃষ্টিক্রমে ব্যাপকন্যাস বলে। পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সংহারক্রম বলে এবং উদর হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত ন্যাসকে স্থিতিন্যাস বলে। ব্রহ্মচারীর উৎপত্তি বা সৃষ্টিন্যাস, যতীর সংহারন্যাস এবং গৃহস্থের স্থিতিন্যাসই প্রশস্ত। বস্তুতঃ ফলভূয়িষ্ঠ কামনায় প্রথমে মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত পরে পাদাদি মস্তকান্ত এবং পরিশেষে উদরাদি হৃদয়ান্ত, এইরূপে একবারে সৃষ্টি, সংহার ও স্থিতিন্যাস এই ত্রিবিধ ক্রমই তিনবার, পাঁচবার সাতবার বা নয়বার করাই উত্তম।

যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা।
অথবা মূলমন্ত্রেণ ষড়্দীর্ঘেণ বিনা প্রিয়ে॥ ১২৫॥
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাং মধ্যমাভ্যাং তথৈব চ।
অনামাভ্যাং* কনিষ্ঠাভ্যাং করয়োস্তলপৃষ্ঠয়োঃ।
নমঃস্বাহাবষট্হুঁঞ্চ বৌষট্ ফট্ ক্রমশঃ সুধীঃ॥ ১২৬॥

অথ করাঙ্গন্যাসবিধিং নিরূপয়তি, যদ্বীজাদ্যেত্যাদিনা। যদ্বীজমাদ্যং যস্যাঃ সা যদ্বীজাদ্যা মন্ত্রাত্মিকা বিদ্যা ভবেৎ। পরার্দ্ধে ষড়্দীর্ঘেণ বিনেতি নিষেধাৎ আকারাদিষড়্দীর্ঘস্বরভাজা তেন বীজেনাঙ্গকল্পনা অঙ্গুষ্ঠাদিহৃদয়াদিষড়ঙ্গন্যাস-কল্পনা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। অথবা হে প্রিয়ে ষড়্দীর্ঘেণ বিনা অধ্যাহ্রিয়মাণাকারাদি ষড়্দীর্ঘস্বরশূন্যেন মূলমন্ত্রেণৈবাঙ্গকল্পনা কর্ত্তব্যা॥ ১২৫॥

পূর্ব্বমঙ্গুষ্ঠাদিষড়ঙ্গন্যাসক্রমমাহ, অঙ্গুষ্ঠাভ্যামিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ অঙ্গুষ্ঠাবুদ্দিশ্য নম ইত্যুক্তমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপ্যন্বয়ো বিধেয়ঃ। সুধীঃ সাধকঃ ক্রমশঃ ক্রমেণ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ হ্রঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এবং বা অঙ্গুষ্ঠাদিষড়ঙ্গেষু ন্যাসং বিদধ্যাদিতি শেষঃ॥ ১২৬॥

আদ্যক্ষরে যে বীজ হইবে, তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অথবা ঐরূপ দীর্ঘস্বর যোগ ব্যতিরেকে কেবল মূল মন্ত্র দ্বারাই[১২৫] অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে, তর্জ্জনীদ্বয়ে, মধ্যমাদ্বয়ে, অনামিকাদ্বয়ে, কনিষ্ঠাদ্বয়ে, এবং করতলপৃষ্ঠে ক্রমশঃ নমঃ,স্বাহা, বষট্, হুঁ,বৌষট্ ফট্,(শেষে এই সমুদায় যুক্ত মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি করন্যাস করিবেন) (৯৬) [১২৬]

---

* অনামিকাভ্যাম্ ইতি প্রমাদ-বিজৃম্ভিতঃ পাঠঃ।

(৯৬)—করন্যাসের প্রয়োগ যথা। তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা তত্তৎ-অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে, হ্রাঁ। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঐরূপ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা তর্জ্জনীদ্বয়ে হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ঐরূপ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা মধ্যমাদ্বয়ে, হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐরূপ অনামিকাদ্বয়ে, হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে, হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। পরে, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং (অস্ত্রায়) ফট্ এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগে বামকরতলে আঘাত করিতে হইবে। অথবা হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অনা-

হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা ।*
শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্ ॥ ১২৭ ॥

অথ হৃদয়াদিষড়ঙ্গন্যাসমাহ, হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা। পূর্ব্বং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়মুদ্দিশ্য নম ইত্যুক্তমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপ্যন্বয়ঃ। বহ্নিবল্লভা স্বাহা। হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈঁ কবচায় হুঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইতি। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ এবং বা ক্রমাৎ সুধীঃ হৃদয়াদিষড়ঙ্গেষু ন্যাসং কুর্য্যাৎ। ইত্যনে

হৃদয়ে নমঃ, মস্তকে স্বাহা, শিখাতে বষট্, কবচদ্বয়ে হুঁ, ১২৭ নেত্রত্রয়ে বৌষ

* মস্তকে বহ্নিবল্লভা ইত্যপি পাঠঃ প্রমাদ-বিজৃম্ভিতঃ।

মিকাভ্যাং হুঁ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমে স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং (অস্ত্রায়) ফট্। "করতলপৃষ্ঠাভ্যাং" এই পদের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য গ্রহণ কর সম্প্রদায় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে করতলে আঘাত করিয়া থাকেন। কেহ বা এক হস্তের কর ও অপর হস্তের করপৃষ্ঠের সংযোগে আঘাত করেন। কেহ বা উভয় করপৃষ্ঠের সংযোগে আ করেন এবং কেহ বা উক্ত উভয় প্রকারেই আঘাত করেন। রাঘবভট্ট-ধৃত দক্ষি সংহিতা বচনে উভয় করতলের যোগে আঘাতের বিধান দৃষ্ট হয়। যথা, প্রসারিততলাভ্যাং তালত্রয়মুদীরিতম্॥ এই বিধান বৈষ্ণব পক্ষে, পরন্তু শক্তিবিষয়ে তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়া "...অস্ত্রমূর্দ্ধোর্দ্ধগং ত্রিশঃ। মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং স্যাদিত্যাদি...॥" অর্থাৎ "করতলপৃষ্ঠা অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগে (বাম করতলে) উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় দিতে হইবে বস্তুতঃ বৃক্ষের পত্রাদির বা পুস্তকের প্রত্যেক পত্রের যেমন দুই পৃষ্ঠা থাকে, সেইরূপ কর দুইটি। করতলের সম্মুখ পৃষ্ঠাকে করতলপৃষ্ঠা ও তাহার বিপরীত পৃষ্ঠাকে করপশ্চাৎ-পৃষ্ঠা করপৃষ্ঠ বলে। করতলপৃষ্ঠাভ্যাং শব্দে করতল ও করপৃষ্ঠ, এই ব্যাখ্যা আমাদের যুক্তিযুক্ত বোধ না। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের সহিত বিরোধও ঘটে। মূলের 'করয়োস্তলপৃষ্ঠয়োঃ' এই বা তাৎপর্য্যও করের তলপৃষ্ঠদ্বয়ের অর্থাৎ করতলদ্বয়ের (শাক্তে পূর্ব্বোক্ত মুদ্রায় আঘাত করিতে হইবে টীকাকার যে 'করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং' বলিয়াছেন, প্রমাণাভাবে তাহা আমরা সমীচীন বিবেচনা ক না। মেরুতন্ত্রে আছে, আধ্যাত্মিকাদিরূপং যৎ সাধকস্য বিনাশয়েৎ। অবিদ্যাজাতমস্ত্রং তৎ ক তালাভ্যাং প্রপঞ্চ্যতে॥ অর্থাৎ, যে অস্ত্র দ্বারা সাধকের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈ তাপত্রয়ের উচ্ছেদ সাধন হয়, ফট্ এই মন্ত্র ও করতলদ্বয়ের আস্ফোটনে সেই অস্ত্রই প্রপঞ্চিত হই থাকে। ইহা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে করতলেই অস্ত্র প্রপঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। করপৃ দ্বারা অস্ত্রধারণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে!

নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ চ অস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ।
ষড়ঙ্গানি বিধায়েত্থং পীঠন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১২৮ ॥
আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ।
সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং পারিজাততরুং ততঃ ॥ ১২৯ ॥
চিন্তামণিগৃহঞ্চৈব মণিমাণিক্যবেদিকাম্।
তত্র পদ্মাসনং বীরো বিন্যসেৎ হৃদয়াম্বুজে ॥ ১৩০ ॥

বিধানেন ষড়ঙ্গানি প্রতি ন্যাসং বিধায় পীঠন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥

পীঠন্যাসাচরণক্রমমেব দর্শয়ন্নাহ, আধারশক্তিমিত্যাদি। বীরো হৃদয়াম্বুজে হৃৎপদ্মে আধারশক্তিং ন্যসেৎ। তত্রৈব কূর্ম্মাদিকমপি ন্যসেৎ। তত্র মণিমাণিক্য-বেদিকায়াম্। যথা হৃদয়াম্বুজে আধারশক্তয়ে নমঃ কূর্ম্মায় নমঃ শেষায় নমঃ পৃথ্ব্যৈ নমঃ সুধাম্বুধয়ে নমঃ মণিদ্বীপায় নমঃ পারিজাততরবে নমঃ চিন্তামণি-গৃহায় নমঃ মণিমাণিক্যবেদিকায়াং পদ্মাসনায় নম ইতি ॥ ১২৯ ॥ ১৩০ ॥

দক্ষেত্যাদি। দক্ষিণাংসাদিষু ক্রমতো ধর্ম্মাদিকং ন্যসেৎ। যথা দক্ষস্কন্ধে

(করতলপৃষ্ঠদ্বয়ে) অস্ত্রায় ফট্। ক্রমে ক্রমে এইরূপ ষড়ঙ্গে ন্যাস করিয়া (৯৭) পীঠন্যাস করিবে।[১২৮]

(পীঠন্যাস করিবার সময়ে) আধারশক্তি, কূর্ম্ম, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, পারিজাত তরু,[১২৯] চিন্তামণিগৃহ, মণিমাণিক্যবেদিকা ও তদুপরি পদ্মাসন, বীর সাধক হৃদয়পদ্মে এই সমুদায়ের ন্যাস করিবেন।[১৩০] অনন্তর দক্ষিণ

---

(৯৭)—ষড়ঙ্গন্যাস প্রয়োগ যথা। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা যোগে হৃদয়ে হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগে মস্তকে হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখায় হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, পরিবৃত্ত ভাবে উভয় হস্তের দশাঙ্গুলী দ্বারা কবচে (বক্ষঃস্থলের উপরিভাগের বাম ও দক্ষিণ ভাগে) হ্রৈঁ কবচায় হুঁ, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই অঙ্গুলিত্রয়ে দক্ষিণ ঊর্দ্ধ ও বাম এই নেত্রত্রয়ে হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায়, বৌষট্, পূর্ব্ববৎ করতলে, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট। অথবা হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শিরসে স্বাহা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শিখায়ৈ বষট্, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা কবচায় হুঁ, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্রে পূর্ব্বের ন্যায় ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।

দক্ষবামাংসয়োর্বাম-কটৌ দক্ষকটৌ তথা ।
ধর্ম্মং জ্ঞানং তথৈশ্বর্য্যং বৈরাগ্যং ক্রমতো ন্যসেৎ ॥ ১৩১ ॥
মুখপার্শ্বে নাভিদক্ষ-পার্শ্বে সাধকসত্তমঃ ।
নঙ্পূর্ব্বাণি চ তান্যেব ধর্ম্মাদীনি যথাক্রমম্ ॥ ১৩২ ॥
আনন্দকন্দং হৃদয়ে সূর্য্যং সোমং হুতাশনম্ ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব বিন্দুযুক্তাদিমাক্ষরৈঃ ।
কেশরান্ কর্ণিকাঞ্চৈব পত্রেষু পীঠনায়িকাঃ ॥ ১৩৩ ॥
মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা ।
নন্দিনী নারসিংহী চ বৈষ্ণবীত্যষ্টনায়িকাঃ ॥ ১৩৪ ॥

ধর্ম্মায় নমঃ বামস্কন্ধে জ্ঞানায় নমঃ বামকটৌ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ দক্ষকটৌ বৈরা-
গ্যায় নম ইতি ॥ ১৩১ ॥

মুখেত্যাদি। সাধকসত্তমো মুখাদিষু নঞ্‌পূর্ব্বাণি তান্যেব ধর্ম্মাদীনি যথা-
ক্রমং ক্রমেণৈব ন্যসেৎ। যথা মুখে অধর্ম্মায় নমঃ বামপার্শ্বে অজ্ঞানায় নমঃ
নাভৌ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ দক্ষপার্শ্বে অবৈরাগ্যায় নম ইতি ॥ ১৩২ ॥

আনন্দেত্যাদি। আনন্দকন্দাদীন্ হৃদয়ে ন্যসেৎ। বিন্দুযুক্তাদিমাক্ষরৈঃ
সানুস্বারৈরাদিমৈরক্ষরৈঃ সহ সত্ত্বং রজস্তমশ্চ তত্রৈব ন্যসেৎ। যথা। হৃদয়ে
আনন্দকন্দায় নমঃ সূর্য্যায় নমঃ সোমায় নমঃ অগ্নয়ে নমঃ সং সত্ত্বায় নমঃ রং
রজসে নমঃ তং তমসে নমঃ কেশরেভ্যো নমঃ কর্ণিকায়ৈ নম ইতি। হৃদয়াম্বুজ-
পত্রেষু পীঠনায়িকা ন্যসেৎ ॥ ১৩৩ ॥

পত্রেষু যাঃ পীঠনায়িকা ন্যসেত্তা আহ একেন, মঙ্গলেত্যাদি। যথা। হৃৎপদ্ম-

---

স্কন্ধে, বাম স্কন্ধে, বাম কটিতে ও দক্ষিণ কটিতে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও
বৈরাগ্যের ক্রমশঃ ন্যাস করিবেন।১৩১ অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ. মুখে, বাম পার্শ্বে
নাভিতে ও দক্ষিণ পার্শ্বে, যথাক্রমে নঙ্ পূর্ব্বক ঐ সমুদায় ধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যাস
করিবেন।১৩২

অনন্তর হৃদয়ে, আনন্দকন্দ, সূর্য্য, সোম, হুতাশন এবং আদ্য অক্ষরে
অনুস্বার যোগ করিয়া, সত্ত্ব রজ ও তম এবং কেশর ও কর্ণিকার ন্যাস
করিয়া, পত্র সমুদায়ে পীঠ-নায়িকাদিগের ন্যাস করিবে।১৩৩ অষ্ট নায়ি-
কার নাম যথা, মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী

অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তাখ্যকস্তথা*।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারীত্যষ্ট ভৈরবাঃ।
দলাগ্রেষু ন্যসেদেতান্ প্রণায়ামং ততশ্চরেৎ ॥ ১৩৫ ॥
গন্ধপুষ্পে সমাদায় করকচ্ছপমুদ্রয়া।
হৃদি হস্তৌ সমাধায় ধ্যায়েদ্দেবীং সনাতনীম্ ॥ ১৩৬ ॥

পত্রেষু ক্রমতঃ মঙ্গলায়ৈ নমঃ বিজয়ায়ৈ নমঃ ভদ্রায়ৈ নমঃ জয়ন্ত্যৈ নমঃ অপরাজিতায়ৈ নমঃ নন্দিন্যৈ নমঃ নারসিংহ্যৈ নমঃ বৈষ্ণব্যৈ নম ইতি ॥ ১৩৪ ॥

অসিতাঙ্গ ইত্যাদি। অসিতাঙ্গাদীনেতানষ্ট ভৈরবান্ দলাগ্রেষু ন্যসেৎ। যথা। হৃৎপদ্মপত্রাগ্রেষু ক্রমতঃ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ রুরবে ভৈরবায় নমঃ চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ ক্রোধোন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ ভয়ঙ্করায় ভৈরবায় নমঃ কপালিনে ভৈরবায় নমঃ ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ সংহারিণে ভৈরবায় নম ইতি। এবং পীঠন্যাসং বিধায় ততঃ প্রাণায়ামঞ্চরেৎ ॥ ১৩৫ ॥

গন্ধেত্যাদি। ততো গুরূপদিষ্টয়া করকচ্ছপমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পে সমাদায় গৃহীত্বা হৃদি হস্তৌ সমাধায় সংস্থাপ্য সনাতনীমাদ্যন্তশূন্যাং দেবীং ধ্যায়েৎ ॥ ১৩৬ ॥

এবং বৈষ্ণবী। ১৩৪ অনন্তর অষ্টদল পদ্মের দলাগ্রে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহারী, এই অষ্ট ভৈরবের ন্যাস করিয়া (৯৮) পশ্চাৎ প্রাণায়াম করিবে। ১৩৫ অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প

---

* ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্কর ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ।

(৯৮)—পীঠন্যাসের প্রয়োগ যথা। (হৃদয়ে মৃগমুদ্রায়)—আধারশক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ) কূর্ম্মায়। শেষায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। পারিজাততরবে। চিন্তামণিগৃহায়। মণিমাণিক্যবেদিকায়ৈ। পদ্মাসনায়। (দক্ষস্কন্ধে) ধর্ম্মায়। (বামস্কন্ধে) জ্ঞানায়। (বামকটৌ) ঐশ্বর্য্যায়। (দক্ষকটৌ) বৈরাগ্যায়। (মুখে) অধর্ম্মায়। (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়। (নাভৌ) অনৈশ্বর্য্যায়। (দক্ষপার্শ্বে) অবৈরাগ্যায়। (হৃদয়ে) আনন্দকন্দায়। সূর্য্যায়। সোমায়। অগ্নয়ে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। কেশরেভ্যো। কর্ণিকায়ৈ। (অষ্টদল হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি ঈশান কোণ পর্য্যন্ত প্রতিদলে ক্রমশঃ)— মঙ্গলায়ৈ। বিজয়ায়ৈ। ভদ্রায়ৈ। জয়ন্ত্যৈ। অপরাজিতায়ৈ। নন্দিন্যৈ। নারসিংহ্যৈ। বৈষ্ণব্যৈ। (ক্রমশঃ ঐরূপ পত্রাগ্রে) অসিতাঙ্গায় ভৈরবায়। রুরবে ভৈরবায়। চণ্ডায় ভৈরবায়। ক্রোধায় ভৈরবায়। উন্মত্তায় ভৈরবায়। কপালিনে ভৈরবায়। ভীষণায় ভৈরবায়। সংহারিণে ভৈরবায়। সর্ব্বত্র অন্তে 'নমঃ' শব্দ যোগ করিয়া পীঠন্যাস

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং* সরূপারূপভেদতঃ ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানম্ অবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ১৩৭ ॥
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তম্ ইদমিত্থংবিবর্জ্জিতম্ ।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুশমাদিভিঃ† ॥ ১৩৮ ॥

ধ্যানন্ত্বিত্যাদি। হে দেবি সরূপারূপভেদতঃ তব ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং। তয়োর্মধ্যে অরূপং রূপরহিতং তব যদ্ধ্যানং ধ্যেয়ং, তত্তু অবাঙ্মনসগোচরং বাচো মনসশ্চাবিষয়ভূতম্। ধ্যায়তে যত্তৎ ধ্যানম্। বাহুলকাৎ কর্ম্মণি ল্যুট্ ॥ ১৩৭ ॥

অব্যক্তমিত্যাদি। ইদমিত্থংবিবর্জ্জিতম্। ইদমিত্থমেবেতি সিদ্ধান্তরহিতম্। অগম্যম্ অজ্ঞেয়ম্। কৃচ্ছ্রৈঃ প্রাজাপত্যাদিভির্ব্রতৈঃ শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ স আদির্যেষাং তে শমাদয়ঃ। বহবশ্চ তে শমাদয়ঃ তৈঃ ॥১৩৮ ॥

গ্রহণ করিয়া, সেই সপুষ্প ও মুদ্রাযুক্ত (৯৯) হস্ত হৃদয় সন্নিধানে স্থাপন পূর্ব্বক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে।[১৩৬]

ধ্যান দুই প্রকার; সরূপ ও অরূপ, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার। দেবি! তোমার যে নিরাকার ধ্যান তাহা বাক্য ও মনের অগোচর।[১৩৭] তাহা অব্যক্ত, তাহা সর্ব্বব্যাপী, এবং ইহাই তাহা, বা তাহা এইপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। ইহা সাধারণের দুর্জ্ঞেয়। যোগীরা বহু কষ্ট

* ধ্যানং তদ্দ্বিবিধং প্রোক্তম্ ইতি বা পাঠ্যম্।

† কৃচ্ছ্রৈর্বহুসমাধিভিরিতি পাঠান্তরম্।

করিতে হইবে। অন্যৎপ্রকার পীঠন্যাস এবং ষোঢ়ান্যাস, বীজন্যাস ও তত্ত্বন্যাস প্রভৃতি অস্মৎকৃত নিত্যপূজাপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

(৯৯)—উত্তান বাম হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগে অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্র এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ যোজিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত ভাবে রাখিবে। পরে বাম হস্তের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিবে। এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামা বাম হস্তের গিরার অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ দিয়া অধোমুখ করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠ সদৃশ উন্নত করিতে হইবে। ইহার নাম কূর্ম্মমুদ্রা বা কচ্ছপমুদ্রা। দেবতার ধ্যানের সময় এই মুদ্রায় পুষ্প লইতে হয়। অস্মৎকৃত নিত্যপূজাপদ্ধতিতে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে ॥ ১৩৯ ॥
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা ॥ ১৪০ ॥
মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্*।
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-
কালংবীক্ষ্য বিকাসিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্ ॥১৪১॥

মনস ইত্যাদি। শীঘ্রমিতি পূর্ব্বান্বয়ি ॥ ১৩৯ ॥
নন্থ রূপবত এব পদার্থস্য স্থূলধ্যানং সম্ভবতি মম ত্বাদ্যান্তশূন্যায়া রূপরহিতত্বাৎ কথং স্থূলধ্যানং ব্রবীষীত্যত আহ, অরূপায়া ইত্যাদি ॥ ১৪০ ॥
স্থূলধ্যানমেবাহ, মেঘাঙ্গীমিত্যাদি। আদ্যাং কালিকামহং ভজে ইত্যন্বয়ঃ কথন্তু তাং কালিকাং মেঘাঙ্গীং মেঘ ইবাঙ্গং যস্যাস্তথাভূতাম্। পুনঃ কথন্তু তাং

বহুবিধ উপায় দ্বারা ও সমাধি অবস্থায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।১৩৮ এক্ষণে মনের ধারণার নিমিত্ত, শীঘ্র অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত এবং সূক্ষ্মধ্যানের অভ্যুদয় হেতু তোমার স্থূল ধ্যান বলিতেছি।১৩৯ মহাকালজননী মহাদ্যুতি কালিকার বস্তুগত রূপ নাই। পরন্তু সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হেতু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি কার্য্য অনুসারে অধুনা তাঁহার রূপ কল্পনা করা যাইতেছে (১০০)।১৪০ যিনি মেঘের ন্যায় নীলবর্ণা, যাঁহার মস্তকে সুধাংশু

* বিলসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

(১০০)—কথিত আছে,—'জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি' জ্ঞানোদয় হইলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সকল শাস্ত্রেরই একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যুদিত না হইলে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করা যায় না। পরন্তু পূর্ব্ব জন্মের সাধনা না থাকিলে একেবারে কেহই নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে সমর্থ নহেন। এই নিমিত্ত সাকার উপাসনা বা স্থূল ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ মনকে নানা বিষয় হইতে সংযত করিতে না পারিলে, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ধ্যান (ব্রহ্মধ্যান) অভ্যুদিত ও আয়ত্ত হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি জলমধ্যে নিপতিত হইলে সন্তরণ প্রণালী অবলম্বনে জল আকর্ষণ করিয়াই স্থলে উপনীত হইতে পারে, সেইরূপ অবিদ্যা

জনিত স্থূল ইন্দ্রিয়নিচয়গ্রাহ্য বিষয়পঙ্কিলে নিমগ্ন ব্যক্তিও স্থূল ধ্যানের অবলম্বনে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ধারণা করিতে সমর্থ হয়। মন সর্ব্বদাই চঞ্চল ; কোন অবলম্বন ব্যতিরেকে মনকে তিলার্দ্ধও নিশ্চিন্ত রাখিতে পারা যায় না। অথচ সেই মনকে নিশ্চিন্ত না করিলেও সেই স্বপ্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায় না। এই নিমিত্ত মনকে ক্রমশঃ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করাই কর্ত্তব্য ; এবং সেই নিমিত্তই শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বনে স্থূল ধ্যানের অভ্যাসের দ্বারা অধিকারীভেদে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সূক্ষ্মে উপনীত হইবার বিধান দৃষ্ট হয়। একেবারে কেহই সূক্ষ্মধ্যান অবলম্বন করিতে পারেন না। অধিকারী-ভেদে কেহ বা ব্যষ্টিরূপে স্থূলধ্যান করেন, কেহ বা সমষ্টিরূপে বিরাড়্রূপের ধ্যান করেন এবং পরিশেষে অগ্রসর হইয়া কেহ বা সূক্ষ্মধ্যান বা নিরাকার ধ্যানেরও অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। মহাকালসংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, প্রথম অধিকারী স্থূলধ্যান করিবেন, মধ্যম অধিকারী বিরাড়্রূপের ধ্যান করিবেন, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরস্বরূপ উত্তমাধিকারীগণই সূক্ষ্ম নিরাকার ধ্যান করিতে সমর্থ। এক্ষণে কিরূপে স্থূলধ্যান হইতে সূক্ষ্মধ্যান অধিগত করিতে পারা যায়, তাহাই আমরা যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ স্বরূপ। পরন্তু আমাদিগের চিত্তে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিত হইলেও অবিদ্যাজনিত বিষয়ে বিজড়িত থাকায়, মন কেবল তাঁহার আভাস মাত্রই পাইতেছে। যেমন দশ বালক সমস্বরে বেদ পাঠ করিলে, তন্মধ্য হইতে নির্দ্দিষ্ট কোন বালকের স্বরের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, সম্যক্ তাহার কণ্ঠস্বর উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ মনও নানা বিষয়ে লিপ্ত থাকায় ব্রহ্মের স্বরূপ সম্যক্ অবগত হইতে পারিতেছে না। উক্ত বালকের কণ্ঠস্বর সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে অপর নয় জন বালককে বেদ পাঠ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে, এইরূপ ব্রহ্মকেও জানিতে হইলে মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। পরন্তু মন কখনও অবলম্বনশূন্য থাকে না ; এমন কি অবলম্বন স্বরূপে একটী মাত্র লক্ষ্য বস্তু দিলেও ক্ষণমাত্রে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। নিদ্রিতাবস্থায়ও মনের বিরাম নাই। অতএব মনকে অধিগত করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে তাহাকে সঞ্চরণ করিবার অধিকার দিয়া ক্রমশঃ এক একটি হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। অথচ এরূপ বিষয়ে সঞ্চরণ করিতে দেওয়া আবশ্যক, যে তদ্বারা মনের অপকর্ষতা না হইয়া উৎকর্ষতা সাধনই হয়। শাস্ত্রে যে পূজা প্রভৃতির বিধান আছে, তাহা অপর কিছুই নহে, কেবল সদসদ্বিষয়ে সতত ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মনকে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষতাসাধক শাস্ত্রসিদ্ধ বিধিনিচয়ে নিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা মাত্র।

অনন্তর জপে ও দেবতার ধ্যানে মন আরও স্বল্প বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইল। এই স্থূল ধ্যানের আবার স্থানবিশেষে একাগ্রভাবে লক্ষ রাখিবার উপদেশ দিয়া বিষয় হইতে মনকে আরও সংহৃত করা হইল। এইরূপে যখন মন একস্থানে কিছু ক্ষণ স্থির থাকিতে সক্ষম হইবে

সেই সময়ে ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ দিয়া সাকার চিন্তা নিরাসপূর্ব্বক গুরু অধিকার বা ক্ষমতানুরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সূক্ষ্মতর লক্ষ্যে চিত্ত একাগ্র করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। এইরূপে সদ্‌গুরুর উপদেশে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে চিত্ত তন্ময় করিবার অভ্যাস করিতে হয়।

এক্ষণে যেমন পূর্ব্বোক্ত দশজন বেদপাঠকারী বালকের মধ্যে যদি নয় জনকে নিবৃত্ত না করিয়া আটজনকে নিবৃত্ত করা হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত থাকিলেও নির্দ্দিষ্ট বালকের কণ্ঠস্বর প্রায় সম্যগ্‌রূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এইরূপে যখন উক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে মন ক্ষণমাত্র তন্ময় হইবে, তখন স্বপ্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশের ব্যাঘাতও প্রায় সমস্তই বিদূরিত হইবে। মন ব্রহ্মের স্বরূপ সেই সময়ে প্রায় উপলব্ধি করিতে পারিবে। সচ্চিদানন্দময়ের প্রকাশে মনও আনন্দে পরিপ্লুত হইবে এবং গুরূপদেশে অবলম্বিত সামান্য বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া সেই পরম পদার্থে আপনিই বিলীন হইবে। অর্থাৎ তখন বিভিন্ন বিষয়ে সঞ্চরণশীল মন আর মন থাকিবে না। তাহাও ব্রহ্মভূত হইবে। তখন অহং-জ্ঞান থাকিবে না, জীব-পদবাচ্য কিছুই থাকিবে না। সমস্তই পরমানন্দময় পরমাত্মস্বরূপে পরিণত হইবে। এইরূপে স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে অধিকার জন্মিবে। নচেৎ অন্য কোন প্রকারে সূক্ষ্মধ্যানে উপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুনশ্চ যদি কোন সাধক স্থূল মূর্ত্তিকেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানে নিরন্তর ভক্তি-সহকারে শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে কঠোর সাধনা করেন, তাহা হইলে সেই সচ্চিদানন্দময়ই যথাকালে সেই স্থূল মূর্ত্তিতেই তাঁহার দর্শনপথে আবির্ভূত হইয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। নিরাকার ব্রহ্মের সাকাররূপে আবির্ভাব অনেকেই অলীক বলিয়া বিবেচনা করেন। সর্ব্বশক্তিস্বরূপিনী ব্রহ্মের কোন্ শক্তির অভাব হইতে পারে! ব্রহ্ম অদ্বৈত; নিরাকার ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। ব্রহ্মের এই অদ্বৈতভাব ও নিরাকার-স্বরূপ অব্যাহত থাকিয়া যদি তাঁহার যাবতীয় জীবনিচয়, এই পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্রাদিরূপে দর্শনপথে আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে সাধকের সম্মুখে সাকার রূপে আবির্ভূত হওয়াই বা অসম্ভব কেন? যদি বল, নয়নগোচর এই সমস্ত প্রকৃত কিছুই নহে, কর্ম্মফলে ভ্রান্ত জীব এই সমস্ত দেখে ও কর্ম্মফলেই কল্পনায় কষ্ট ভোগ করে, তাহা হইলে সাধক পক্ষেও ব্যক্তব্য এই যে, সাধন ফলেই সাধক তাঁহাকে সাকার মূর্ত্তিতে দেখেন, এবং সেই সাধন ফলেই সাধক তাঁহার নিকট মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে উল্লিখিত, সমাধি নামক বৈশ্যের ন্যায় "তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি।" বরলাভ করিয়া পুনর্জন্মরূপ কষ্ট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন। যেমন সংসারচক্রে নিয়ন্ত্রিত তুমি একমাত্র পরব্রহ্মকেই পুত্র পরিবাররূপে দর্শন করিয়া তাহাদের ভক্তি-প্রযত্নে মোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসৃতির পথ প্রশস্ত কর, সেইরূপ সংসারকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে সাধকও সেই একমাত্র পরব্রহ্মকেই অভীষ্ট রূপে দর্শন করিয়া তাঁহার বরলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষণে পরমার্থলাভে পুনঃ-সংসৃতির পথ রুদ্ধ করেন। বস্তুতঃ নিরাকার ব্রহ্ম নিরাকারই থাকেন, পরন্তু সাধক সাধনাবলে তাঁহাকে

এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা তু সাধকঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মানসৈরুপচারকৈঃ ॥ ১৪২ ॥
হৃৎপদ্মমাসনং দত্ত্বাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১৪৩॥

শশিশেখরাং শশী শেখরে শিরসি যস্যাঃ তাম্। পুনঃ কীদৃশীং ত্রিনয়নাং ত্রীণি নয়নানি নেত্রাণি যস্যাঃ তাম্। পুনঃ কথম্ভূতাং পাণিভ্যাং হস্তাভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিভ্রতীং দধতীম্। পুনঃ কীদৃশীং বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাং বিকসৎ স্ফুটদ্রক্তারবিন্দং লোহিতং পদ্মং তত্র স্থিতামুপবিষ্টাম্। পুনঃ কথম্ভূতাং মধুর মাধ্বীকমদ্যং মধূকপুষ্পোদ্ভবং মদ্যং নিপীয় পুরতোঽগ্রে নৃত্যন্তং মহাকালং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা বিকাশিতমাননবরং মুখশ্রেষ্ঠং যয়া তথাভূতাম্ ॥ ১৪১ ॥

এবমিত্যাদি। এবমমুনা প্রকারেণাদ্যাং কালীং ধ্যাত্বা করকচ্ছপমুদ্রা গৃহীতং পুষ্পং স্বশিরসি দত্ত্বা সাধকঃ পরয়া ভক্ত্যা মানসৈরুপচারকৈর্দেবীং পূজয়েৎ ॥ ১৪২ ॥

মানসৈরুপচারকৈর্দেব্যাঃ পূজনমেব দর্শয়তি, হৃৎপদ্মমিত্যাদিভিঃ। দেব্যৈ হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ। সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ সহস্রদলপদ্মাদ্গলিতৈরমৃতৈর্দেব্যাশ্চরণয়োঃ পাদ্যং দদ্যাৎ। এবমগ্রেঽপ্যন্বয়ঃ ॥ ১৪৩ ॥

শোভা পাইতেছে, যিনি ত্রিনয়না, যিনি রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, যিনি হস্তদ্বয় দ্বারা বর ও অভয় মুদ্রা প্রদান করিতেছেন। যিনি বিকসিত রক্ত কমলে উপবিষ্ট আছেন, সম্মুখে মহাকাল মাধ্বীক-কুসুম-জাত সুমধুর মদ্য পান করিয়া নৃত্য করিতেছেন, দর্শন করিয়া,যাঁহার মুখকমল বিকসিত হইয়াছে, তাদৃশী আদ্যা কালীকে ভজনা করি।[১৪১]

সাধক (কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া) এইরূপ ধ্যান পূর্ব্বক ঐ পুষ্প নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়া পরম ভক্তি সহকারে মানস উপচারে পূজা করিবেন।[১৪২] (মানস পূজাতে) হৃদয়স্থিত অষ্টদল কমল আসন স্বরূপ প্রদান করিবে। সহস্রার-চ্যুত অমৃত দ্বারা দেবীর চরণদ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে। মনকে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করিবে।[১৪৩] উক্ত সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয়

সাকার মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকার করিয়া স্বীয় অভিলষিত বরলাভ করেন। তিনি সাধক না হইলেও ভক্ত সাধক সাকার দর্শন করেন।

তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধস্তু গন্ধতত্ত্বকম্ ॥ ১৪৪ ॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্ ॥ ১৪৫ ॥
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা ॥ ১৪৬ ॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাৎ আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারম্ অরাগমমদন্তথা ॥ ১৪৭ ॥
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৮ ॥

তেনেত্যাদি। তেনামৃতেন সহস্রারচ্যুতেন ॥ ১৪৪ ॥

চিত্তমিত্যাদি। সুধাম্বুধিমমৃতসমুদ্রম্ ॥ ১৪৫ ॥ ১৪৬ ॥

পুষ্পমিত্যাদি। আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে স্বাভিপ্রেতপদার্থনিষ্পত্তয়ে। কাল্যৈ দেয়ানি নানাবিধানি পুষ্পাণ্যভিধত্তে, অমায়মিত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন। মায়ায়া অভাবোঽমায়ং প্রথমং পুষ্পম্। অনহঙ্কারম্ অহঙ্কারঃ আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানঃ তদভাবোঽনহঙ্কারং দ্বিতীয়ং পুষ্পম্। রাগঃ ক্রোধঃ তদভাবোঽরাগং তৃতীয়ং পুষ্পম্। মদো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তকং চিত্তস্যোৎসুকত্বং তদভাবোঽমদং চতুর্থং পুষ্পম্ ॥ ১৪৭ ॥

অমোহকমিত্যাদি। মোহোঽবিবেকঃ তদভাবোঽমোহকং পঞ্চমং পুষ্পম্।

জল কল্পনা করিবে। বসনস্বরূপ আকাশতত্ত্ব সমর্পণ করিবে। গন্ধস্বরূপ গন্ধতত্ত্ব দিবে।[১৪৪] চিত্তকে পুষ্প স্বরূপ কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। পঞ্চপ্রাণ ধূপস্বরূপ কল্পনা করিবে। দীপ দানের স্থলে তেজস্তত্ত্ব দিবে। নৈবেদ্যস্বরূপ সুধাম্বুধি সমর্পণ করিবে।[১৪৫] অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বায়ুতত্ত্বকে চামরস্বরূপে কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদায় এবং মনের চাঞ্চল্য (দেবীর সমক্ষে) নৃত্যস্বরূপ কল্পনা করিবে।[১৪৬] এবং আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত নানা প্রকার ভাবপুষ্প প্রদান করিবে। মায়াভাব, নিরহঙ্কার, রাগশূন্যতা[১৪৭] মদশূন্যতা, মোহশূন্যতা, দম্ভশূন্যতা, দ্বেষশূন্যতা, ক্ষোভশূন্যতা, মাৎসর্য্যশূন্যতা

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
দয়াক্ষমাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্ ।
ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈ-র্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্ ।
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা ॥ ১৫০ ॥
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ ।
কামক্রোধৌ* বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ ॥১৫১॥

দম্ভঃ কপটঃ তদভাবোঽদম্ভং ষষ্ঠং পুষ্পম্। দ্বেষোঽপ্রীতিঃ তদভাবোঽদ্বেষঃ সপ্তমং পুষ্পম্। ক্ষোভো ব্যর্থমিতস্ততঃ সঞ্চলনং তদভাবোঽক্ষোভকমষ্টম পুষ্পম্। মাৎসর্য্যমন্যশুভদ্বেষঃ তদভাবোঽমাৎসর্য্যং নবমং পুষ্পম্। লোভে ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি পুনর্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ তদভাবঃ অলোভঃ দশমং পুষ্পম্। এবং দশপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৮ ॥

অহিংসেত্যাদি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ। ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ বিষয়ে চক্ষুরাদিসংযমনম্। দয়া নিষ্কারণপরদুঃখবিনাশেচ্ছা। ক্ষমা পরেণাপকারে কৃতে তস্য প্রত্যপকারানাচরণম্। জ্ঞানং সারাসারবিবেকনৈপুণ্যম্। ভাবরূপৈঃ ভাব্যন্তে চিন্ত্যন্তে ইতি ভাবঃ কর্ম্মণ্যচ্। তদ্রূপৈঃ ভাব্যমানৈরিত্যর্থঃ॥ ১৪৯।

সুধাম্বুধিমিত্যাদি। সুধাম্বুধিং মদ্যসমুদ্রম্। ঘৃতাক্তং ঘৃতমিশ্রিতম্॥ ১৫০।

কুলামৃতমিত্যাদি। কুলামৃতং শক্তিঘটিতমমৃতবিশেষম্। তৎপুষ্পং কুলপুষ্পং স্ত্রীপুষ্পমিত্যর্থঃ। পীঠক্ষালনবারি স্ত্র্যঙ্গবিশেষধাবনাম্ভঃ ॥ ১৫১ ॥

এবং লোভশূন্যতা, (দেবীর চরণে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত) এই দশ প্রকার পুষ্প প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[১৪৮] ইহার পর অহিংসারূপ পরম পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ পরম পুষ্প, দয়ারূপ মহাপুষ্প, ক্ষমারূপ পরম পুষ্প, এবং জ্ঞানরূপ পরম পুষ্প, এই পঞ্চবিধ মহাপুষ্প প্রদান করিবে।

এইরূপ পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া,[১৪৯] পরিশেষে মনে মনে সুধাসাগর, মাংসের পর্ব্বত, ভর্জ্জিত মৎস্যের পর্ব্বত, রাশীকৃত মুদ্রা, সুপক্ক ঘৃতাক্ত পরমান্ন,[১৫০] কুলামৃত অর্থাৎ শক্তিঘটিত অমৃতবিশেষ, কুলপুষ্প অর্থাৎ (পঞ্চবিধ) স্ত্রীপুষ্প, পীঠক্ষালনবারি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের অঙ্গবিশেষের ধাবনজল, (এই সমুদায় দেবীকে প্রদান করিবে)। অনন্তর বিঘ্নকারী কাম ও ক্রোধকে

* কামক্রোধৌ চ্ছাগবাহৌ ইতি পাঠান্তরম্

মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলীসূত্রযন্ত্রিতা ॥ ১৫২ ॥
সবিন্দুং মন্ত্রমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ।
অকারাদিলকারান্তম্ অনুলোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫৩ ॥
পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ।
বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষকারো মেরুরুচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥
অষ্টবর্গান্তিমৈর্ব র্ণৈঃ সহমূলমথাষ্টকম্।
এবমষ্টোত্তরশতং জপ্‌ত্বানেন সমর্পয়েৎ ॥ ১৫৫ ॥

নন্বাভ্যন্তরজপাচরণে কীদৃশী মালা জপবিধানঞ্চ কীদৃশং বর্ত্ততে ইত্যপেক্ষায়ামাহ, মালেত্যাদি। কুণ্ডলীরূপেণ সূত্রেণ যন্ত্রিতা গ্রথিতা বর্ণময়ী বর্ণরূপা মালাভ্যন্তরজপে প্রোক্তা ॥ ১৫২ ॥

সবিন্দুমিত্যাদি। সবিন্দুং সানুস্বারমকারাদিলকারান্তং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ জপেৎ। যথা। অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেতি এবমেব জপেৎ। জপোঽয়মনুলোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫৩ ॥

পুনরিত্যাদি। পুনর্হকারস্যান্তরস্থিতং লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তমকারান্তং সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মনুং জপেৎ। যথা। লং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা। হং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেতি এবম্। অয়ঞ্চ বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ। ক্ষকারো মালায়া মেরুরুচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

অষ্টেত্যাদি। অথানন্তরমষ্টানাম্ অকুচুটুতুপুযশানাং বর্গাণামন্তিমৈঃ সবিন্দুভিঃ

বলি দিয়া,জপ আরম্ভ করিবে।[১৫১] এই জপে কুণ্ডলীসূত্রে গ্রথিত বর্ণময়ী মালাই নির্দ্দিষ্ট আছে।[১৫২] প্রথমতঃ বিন্দু সহিত অকারাদি মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এইরূপে অকার অবধি অন্ত্য লকার পর্য্যন্ত অনুলোমে জপ করিয়া[১৫৩] পুনর্ব্বার লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত বিলোমে জপ করিবে। ক্ষ, ইহার মেরু স্বরূপ।[১৫৪] অনন্তর অষ্টবর্গের অষ্টসংখ্য অন্তিম বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র যোগ করিয়া, সমুদায়ে অষ্টোত্তরশত সংখ্য জপ হইবে। এইরূপ এক শত আট বার জপ করিয়া উহা দেবীর বামহস্তে সমর্পণ করিবে (১০১)।[১৫৫]

---

(১০১)—বর্ণময়ী মালা যথা। অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং

সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণি।
গৃহাণান্তর্জপং মাত রাদ্যে কালি নমোঽস্তু তে॥ ১৫৬॥
সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া।
ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা বহিঃপূজাং সমারভেৎ॥ ১৫৭॥

অঃ-ঙ-ঞ-ণ-ন-ম-ব-ল-রূপৈর্বর্ণৈঃ সহাষ্টকমষ্টপরিমাণকং মূলং মন্ত্রং জপেৎ। অনেন ইতোঽনন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ॥ ১৫৫॥

জপসমর্পণমন্ত্রমেবাহ, সর্ব্বান্তরাত্মেত্যাদি। সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে সর্ব্বেষা-মন্তরাত্মা হৃদয়ং নিলয়ো গৃহং যস্যাঃ তথাভূতে॥ ১৫৬॥ ১৫৭॥

(দেবীর হস্তে জপ সমর্পণ করিবার মন্ত্র যথা,) হে আদ্যে কালিকে! তুমি সকলের অন্তরাত্মাতে বাস করিতেছ; তুমি অন্তরাত্মার জ্যোতিঃস্বরূপ। হে মাতঃ! আমার এই অন্তর্জপ গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার।১৫৬ এইরূপে দেবীর (বাম) হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া মনে মনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। এইরূপ অন্তর্যজন অর্থাৎ মানস পূজা করিয়া বাহ্য পূজা করিতে আরম্ভ করিবে।১৫৭ প্রথমতঃ (সেই বাহ্য পূজার অন্তর্গত) বিশেষার্ঘ্যের (১০২) সংস্কার বলিতেছেন

বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ঳ং। (ক্ষং)। লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং ঔং ওং ঐং এং ৡং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং। অনুলোম ও বিলোমে এই একরূপ বর্ণরূপ মালাতে এক শতবার জপ করিয়া, পরে অষ্ট বর্গের অন্ত্য অষ্ট অক্ষরে আট বার জপ করিবে। অষ্ট অক্ষর যথা। অঃ ঙং ঞং ণং নং মং বং লং। এই সমুদায় বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণের সহিত বীজমন্ত্র জপ করিতে হইবে। যথা অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা! আং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা। ইং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইত্যাদি। বর্ণময়ী মালাতে অনুস্বার যোগ না করিলেও হইতে পারে। অং অঃ এই দুই বর্ণে বিন্দু যোগ করিবার আবশ্যকতা নাই।

(১০২)—নেপাল হইতে আরম্ভ করিয়া কলিঙ্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিন্ধ্যাপর্ব্বতের পূর্ব্বোত্তর দেশ সমূহে (বিষ্ণুক্রান্তায়) সমস্ত দেবদেবীরই পূজা কালীকুল অনুসারে হইবে। কালীকুলে বিশেষার্ঘ্য নাই। আদ্যাকালী শ্রীকুলের দেবতা; এই নিমিত্ত এস্থলে বিশেষার্ঘ্যের বিধান দৃষ্ট হয় পরন্তু কালীকুলের সাধকগণ এস্থলে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন না। শ্রীপাত্রের দ্বারাই বিশেষার্ঘ্যের কার্য্য হইবে।

বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কার-মন্ত্রাদৌ কথ্যতে শৃণু।
যস্য স্থাপনমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি ॥ ১৫৮ ॥
দৃষ্ট্বার্ঘ্যপাত্রং যোগিন্যো ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ।
ভৈরবা অপি নৃত্যন্তি প্রীত্যা সিদ্ধিং দদত্যপি ॥ ১৫৯ ॥
স্ববামে পুরতো ভূমৌ সামান্যার্ঘ্যস্য বারিণা।
মায়াগর্ভং ত্রিকোণঞ্চ বৃত্তঞ্চ চতুরস্রকম্ ॥ ১৬০ ॥
বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র মায়াবীজপুরঃসরম্।
ঙেঽন্তামাধারশক্তিঞ্চ নমঃশব্দাবসানিকাম্ ॥ ১৬১ ॥

বিশেষেত্যাদি। তত্র বহিঃপূজাসমারম্ভে ॥ ১৫৮ ॥ ১৫৯ ॥

বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারমেবাহ, স্ববাম ইত্যাদিভিঃ। স্ববামে আত্মনো বামদেশে। পুরতো ভূমৌ অগ্রতঃ পৃথ্ব্যাং সামান্যার্ঘ্যস্য বারিণা করণেন মায়া হ্রীঁ বীজং গর্ভে যস্যেদৃশং ত্রিকোণং মণ্ডলং পূর্ব্বং বিলিখ্য তদ্বহিরভিতো বৃত্তং বর্ত্তুলং তদ্বহিশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণং মণ্ডলং বিলিখ্য তত্র মণ্ডলে মায়াবীজং হ্রীঁবীজং পুরঃসরং যস্যা এবম্ভূতাং ঙেবিভক্ত্যন্তাং নমঃশব্দোঽবসানেঽন্তে যস্যাস্তথাভূতামাধারশক্তিং পূজয়েৎ। হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নম ইতি মন্ত্রেণাধারশক্তিমর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥ ১৬১ ॥

শ্রবণ কর। এই বিশেষার্ঘ্য স্থাপন মাত্র দেবতা প্রসন্ন হয়েন।[১৫৮] ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, যোগিনীগণ ও ভৈরবগণ অর্ঘ্যপাত্র দর্শন করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন এবং প্রীত হৃদয়ে সিদ্ধি প্রদান করেন।[১৫৯] সম্মুখে ভূমিতে, আপনার বাম দিকে, সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা একটি ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে মায়াবীজ (হ্রীঁ) লিখিবে। ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল, তাহার বাহিরে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল[১৬০] লিখিয়া, তাহাতে হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা আধারশক্তির পূজা করিবে (১০৩)।[১৬১] অনন্তর সেই মণ্ডলের উপরি প্রক্ষা-

---

(১০৩)—সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি সর্ব্বব্যাপিনী। তাঁহার একটি ভাব বা কার্য্যবিশেষের নাম আধারশক্তি। সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতি হেতু প্রত্যেক পরমাণুতেই এই আধারশক্তি লক্ষিত হয়। কোনও বস্তুর, অপর কোন বস্তুকে (আকর্ষণ করিয়া) আপনার উপরে, ধারণ করিবার শক্তিকেই আধারশক্তি (Gravitation) বলে। পাশ্চাত্য প্রদেশে মহাত্মা নিউটন ইহা

ততঃ প্রক্ষালিতাধারং বিন্যস্য মণ্ডলোপরি ।
মং বহ্নিমণ্ডলং ঙেঽন্তং দশকলাত্মনে ততঃ ॥ ১৬২ ॥
নমোঽন্তেন চ সংপূজ্য ক্ষালয়েদর্ঘ্যপাত্রকম্ ।
অস্ত্রেণ স্থাপয়েত্তত্র আধারোপরি সাধকঃ ॥ ১৬৩ ॥
অমর্কমণ্ডলায়োক্ত্বা দ্বাদশান্তকলাত্মনে ।
নমোঽন্তেন যজেৎ পাত্রং মূলেনৈব প্রপূরয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥
ত্রিভাগমলিনাপূর্য্য শেষং তোয়েন সাধকঃ ।
গন্ধপুষ্পে তত্র দত্ত্বা পূজয়েদমুনাম্বিকে ॥ ১৬৫ ॥

তত ইত্যাদি । ততঃ আধারশক্তিপূজনাদনন্তরং তন্মণ্ডলোপরি প্রক্ষালিতাধারং বিন্যস্য সংস্থাপ্য । পূর্ব্বং মমিত্যুক্ত্বা ততঃ ঙেঽন্তং বহ্নিমণ্ডলমুক্ত্বা ততো দশকলাত্মনে ইতি বদেৎ । যোজনয়া । মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে ইতি মন্ত্রো জাতঃ । নমোঽন্তেনানেন মন্ত্রেণ আধারে বহ্নিমণ্ডলং সম্পূজ্য অস্ত্রেণ ফড়িতি মন্ত্রেণার্ঘ্যপাত্রং ক্ষালয়েৎ । সাধকস্তস্মিন্নাধারোপরি ক্ষালিতমর্ঘ্যপাত্রং স্থাপয়েৎ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥

অমিত্যাদি । পূর্ব্বম্ অম্ অর্কমণ্ডলায়েত্যুক্ত্বা ততো দ্বাদশান্তে কলাত্মনে

লিত (ত্রিপদী বা অন্য কোন বিহিত) আধার স্থাপন করিয়া তাহাতে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ,[১৬২] এই মন্ত্র দ্বারা বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিয়া ফট্, এই মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া সেই আধারের উপরি স্থাপন করিবে।[১৬৩] অনন্তর অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা তাহাতে অর্ঘ্যপাত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা অর্কমণ্ডলের পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্র পরিপূর্ণ করিবে।[১৬৪] এই অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিবার সময় ইহার তিন ভাগ মদ্য ও এক ভাগ জল দিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে। অম্বিকে! অনন্তর পশ্চাদুক্ত মন্ত্র দ্বারা তাহাতে পূজা করিবে।[১৬৫]

প্রথম আবিষ্কার করেন। দেবীভাগবতের সৃষ্টিপ্রকরণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে হিন্দুগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহা অবগত ছিলেন। উপবেশনার্থে আসন স্থাপনে, ঘটস্থাপনে, পাত্রস্থাপনে, অর্ঘ্য স্থাপনে, সর্ব্বত্রই তাহার প্রধান অবলম্বন বা কারণ এই আধারশক্তির পূজা অগ্রে হইয়া থাকে।

ষষ্ঠস্বরং বিন্দুযুক্তং ঙেঽন্তং বৈ চন্দ্রমণ্ডলম্।
ষোড়শান্তে কলাশব্দাৎ আত্মনে নম ইত্যপি ॥ ১৬৬ ॥
ততস্তু শ্রৈফলে পত্রে রক্তচন্দনচর্চ্চিতম্।
দূর্ব্বাপুষ্পং সাক্ষতঞ্চ কৃত্বা তত্র নিধাপয়েৎ ॥ ১৬৭ ।
মূলেন তীর্থমাবাহ্য তত্র দেবীং বিভাব্য চ।
পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাভ্যাং মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ১৬৮ ॥

ইতি বদেৎ। যোজনয়া। অম্ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেনৈব নমোঽন্তেন মন্ত্রেণ পাত্রমর্ঘ্যপাত্রাধিষ্ঠাতৃদৈবতমর্কমণ্ডলং যত্নেৎ পূজয়েৎ। মূলেনৈব মন্ত্রেণার্ঘ্যপাত্রং প্রপূরয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥

নন্বু কেন বস্তুনা পাত্রং প্রপূরয়েৎ তত্রাহ, ত্রিভাগমিত্যাদি। অলিনা মন্ত্রেন পাত্রস্য ত্রিভাগমাপূর্য্য শেষং তোয়েন সাধকঃ পূরয়েৎ। তত্র তোয়ে গন্ধপুষ্পে দত্বা অমুনা ইতোঽনন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ তত্রৈব শশিমণ্ডলং পূজয়েৎ ॥১৬৫॥

শশিমণ্ডলপূজনস্য মন্ত্রমাহ. ষষ্ঠেত্যাদিনা। পূর্ব্বং বিন্দুযুক্তমনুস্বারসহিতং ষষ্ঠস্বরমূং কথয়িত্বা চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শশব্দান্তে কলাশব্দাৎ পরম্ আত্মনে নম ইত্যপি কথয়েৎ। যোজনয়া। ঊং চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নম ইতি মন্ত্রঃ শশিমণ্ডলার্চ্চনে জাতঃ ॥ ১৬৬ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্তু পরং শ্রৈফলে বিল্বসম্বন্ধিনি পত্রে রক্তচন্দনচর্চ্চিতং রক্তচন্দনেন লিপ্তং সাক্ষতমক্ষতৈর্বিশিষ্টং চ দূর্ব্বাসহিতং পুষ্পং কৃত্বা তত্র বিশেষার্ঘ্যস্যাগ্রভাগে নিধাপয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥

মূলেনেত্যাদি। তত্র বিশেষার্ঘ্যতোয়ে। বিভাব্য বিচিন্ত্য ॥ ১৬৮ ॥

ঊং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ. এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া,[১৬৬] দূর্ব্বা, পুষ্প ও অক্ষত সমেত রক্তচন্দনচর্চ্চিত বিল্বপত্র, উক্ত বিশেষার্ঘ্যের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে।[১৬৭] অনন্তর 'ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে (অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা) সেই অর্ঘ্যজলে তীর্থ আবাহন পূর্ব্বক (১০৪) তাহাতে ভগবতীর ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা পূর্ব্বক দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে।[১৬৮]

---

(১০৪)—এস্থলে নিতান্ত সংক্ষেপে কথিত হইল, অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত হইরাছে যে, তীর্থ-আবাহনের পর, বষট্ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন, হুঁ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন ও পরে বৌষট্ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে হইবে। অনন্তর গন্ধপুষ্পের দ্বারা ষড়ঙ্গদেবতার পূজা করিয়া আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে

ধেনুযোনী দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ ।
তদম্বু প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিন্নিক্ষিপ্য সাধকঃ ॥ ১৬৯ ॥
আত্মানং দেয়বস্তূনি প্রোক্ষয়েত্তেন মন্ত্রবিৎ ।
পূজাসমাপ্তিপর্য্যন্তম্ অর্ঘ্যপাত্রং ন চালয়েৎ ॥ ১৭০ ॥
বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারঃ কথিতোঽয়ং শুচিস্মিতে ।
যন্ত্ররাজং প্রবক্ষ্যামি সমস্তপুরুষার্থদম্ ॥ ১৭১ ॥

ধেন্বিত্যাদি। বিশেষার্ঘ্যতোয়ে ধেনুযোনী মুদ্রে দর্শয়িত্বা তত্রৈব ধূপদী-বপি প্রদর্শয়েৎ। তদম্বু বিশেষার্ঘ্যজলম্ ॥ ১৬৯ ॥

আত্মানমিত্যাদি। প্রোক্ষয়েৎ সিঞ্চেৎ। তেন প্রোক্ষণীপাত্রনিঃক্ষি-জলেন ॥ ১৭০ ॥

বিশেষেত্যাদি। সমস্তপুরুষার্থদং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদায়কমিত্যর্থঃ॥ ১৭১।

যন্ত্ররাজলেখনস্য বিধানমাহ, মায়াগর্ত্তমিত্যাদিভিঃ মায়া হ্রীঁ বীজং ...

পরে বিশেষার্ঘ্যের উপরি ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক, ধূপ দীপ প্রদ- করিবে। অনন্তর সাধক বিশেষার্ঘ্যের কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া[১৬৯] সেই জলদ্বারা আপনাকে ও পূজা দ্রব্য সমুদয় প্রোক্ষ- করিবেন এবং ঐ মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পূজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিশেষার্ঘ্য স্থানান্ত- করিবেন না।[১৭০]

শুচিস্মিতে! এই তোমার নিকট বিশেষার্ঘ্যের সংস্কার কহিলাম; অন- যাহাতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ যন্ত্ররাজলেখন-প্র-

---

ইষ্টদেবতার আবাহন পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে বা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা সেই অর্ঘ্য-পাত্রে ইষ্ট- পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্র মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া উর্দ্ধে- ত্রয় দ্বারা রক্ষিত করিয়া ধেনু.যোনি ও পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই জল কিঞ্চিৎ প্রো- পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই প্রোক্ষণীপাত্রের জল দ্বারা আপনার শরী- পূজোপকরণ অভ্যুক্ষিত করিতে হইবে। অনন্তর দানার্ঘ্য স্থাপন ও বিলোমার্ঘ্য স্থাপনের- আছে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, বিশেষার্ঘ্যে ও দানার্ঘ্যে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলাদি- হয়, বিলোমার্ঘ্যে মূলমন্ত্র ও বিলোম-মাতৃকা পাঠ পূর্ব্বক জলাদি দিতে হইবে। পরন্তু যদি- স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারাই বিলোমার্ঘ্যের কার্য্য হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র বিলো- স্থাপন করিবার আবশ্যক নাই।

মায়াগর্ব্ভং ত্রিকোণঞ্চ তদ্বাহ্যে বৃত্তযুগ্মকম্।
তয়োর্মধ্যে যুগ্মযুগ্ম ক্রমাৎ ষোড়শকেশরান্॥ ১৭২॥
তদ্বাহ্যেঽষ্টদলং পদ্মং তদ্বহির্ভূপুরং লিখেৎ।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং সুরেখং সুমনোহরম্॥ ১৭৩॥
স্বার্ণে বা রাজতে তাম্রে কুণ্ডগোলবিলেপিতে।
স্বয়ম্ভুকুসুমৈর্যুক্তে চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ॥ ১৭৪॥

যন্ত্রেবম্ভূতং ত্রিকোণং মণ্ডলং পূর্ব্বং লিখেৎ। ততস্তদ্বাহ্যে তদভিতো বৃত্তযুগ্মকং বর্ত্তুলমণ্ডলদ্বয়ং লিখেৎ। তয়োর্বৃত্তমণ্ডলয়োর্মধ্যে যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ ষোড়শ কেশরান্ লিখেৎ। তদ্বাহ্যে বৃত্তমণ্ডলয়োর্বহিরষ্টদলং পদ্মং লিখেৎ তদ্বহিঃ পদ্মাদ্বহিস্তদভিতশ্চতুর্দ্বারসমাযুক্তং সুরেখং শোভনরেখাযুতং সুমনোহরমতিমনোরমং ভূপুরং লিখেৎ॥ ১৭২॥ ১৭৩॥

নন্ন যন্ত্রমিদং কস্মিন্নাধারে কেন বা করণেন লেখিতব্যং তত্রাহ, স্বার্ণে ইত্যাদি। কুণ্ডগোলবিলেপিতে কুণ্ডৈর্গোলৈর্বা শক্তিবিশেষঘটিতপুষ্পবিশেষৈর্বিলেপিতে স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ শক্তিঘটিতৈরেব পুষ্পবিশেষৈর্যুক্তে চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈর্বা

বলিতেছি।[১৭১] একটি (অধোমুখ) ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া, তন্মধ্যে মায়াবীজ লিখিতে হইবে। তাহার বাহিরে গোলাকার মণ্ডলদ্বয় লিখিবে। ঐ গোলাকার মণ্ডলদ্বয়ের মধ্যে দুইদুইটি করিয়া ষোলটি কেশর লিখিতে হইবে।[১৭২] অনন্তর ঐ বৃত্তদ্বয়ের বহির্দ্দেশে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ঐ পদ্মের বাহিরে চতুর্দ্বারযুক্ত সরল-রেখা-বিশিষ্ট সুমনোহর ভূপুর অঙ্কিত করিবে।[১৭৩] সাধক দেবতার প্রীতির নিমিত্ত মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কুণ্ডপুষ্প, গোলপুষ্প অথবা স্বয়ম্ভুকুসুম দ্বারা (১০৫) লিপ্ত, কিম্বা চন্দন অগুরু ও কুঙ্কুম দ্বারা অথবা

---

(১০৫)—স্বামী বর্ত্তমানে পরপুরুষজাতা কন্যার যথাবিধানে গৃহীত প্রথম পুষ্পই কুণ্ডপুষ্প। পরপুরুষ কর্ত্তৃক বিধবার গর্ভজাতা কন্যার ঐরূপ পুষ্পকে গোলপুষ্প বলে। ঐরূপে সংগৃহীত অবিবাহিতা কন্যার প্রথমজাত পুষ্পই স্বয়ম্ভুকুসুম। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বকালোদ্ভব ও বজ্রপুষ্প আছে। তৎসমুদায় ও তাহার সংগ্রহ প্রণালী অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য। তন্মধ্যে শক্তির নিকট স্বয়ম্ভুকুসুম প্রার্থনা যথা যোনিতন্ত্রে, (সাধক)—"দেবি ত্বং শক্তিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতা। স্বয়ম্ভুকুসুমং কিঞ্চিদ্দেহি মে কৃপয়ান্বিতা॥" (শক্তি)—"সাধক ত্বং বীররূপঃ সর্ব্বাভীষ্টং ভজস্ব মে। স্বয়ম্ভুকুসুমং গৃহ্ণ শিবেন কথিতং মুদা॥'

কুশীদেনাথবা লিপ্তে স্বর্ণময্যা শলাকয়া।
মালূরকণ্টকেনাপি মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ ।
বিলিখেৎ যন্ত্ররাজন্তু দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ১৭৫ ॥
অথবোৎকীলরেখাভিঃ স্ফাটিকে বিদ্রুমেঽপি বা ।
বৈদূর্য্যে কারয়েৎ যন্ত্রং কারুকেণ সুশিল্পিনা ॥ ১৭৬॥
শুভপ্রতিষ্ঠিতং কৃত্বা স্থাপয়েদ্ভবনান্তরে ।
নশ্যন্তি দুষ্টভূতানি গ্রহরোগভয়ানি চ ॥ ১৭৭ ॥
পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যৈ-র্ম্মোদতে তস্য মন্দিরম্ ।
দাতা ভর্ত্তা যশস্বী চ ভবেৎ যন্ত্রপ্রসাদতঃ ॥ ১৭৮ ॥

লিপ্তে কেবলেন কুশীদেন রক্তচন্দনেন বা লিপ্তে স্বার্ণে সুবর্ণনির্ম্মিতে রাজতে রজতনির্ম্মিতে তাম্রে তাম্রনির্ম্মিতে বা পাত্রে স্বর্ণময্যা সুবর্ণবিকাররূপয়া শলাকয়া মালূরকণ্টকেন বিল্বকণ্টকেন বা মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ সন্ দেবতাভাব-সিদ্ধয়ে দেবতাপ্রীতিনিষ্পত্তয়ে যন্ত্ররাজং বিলিখেৎ ॥ ১৭৪ ॥ ১৭৫ ॥

অথবেত্যাদি। অথবা সুশিল্পিনা স্বকর্ম্মবিষয়কাতিনৈপুণ্যশালিনা কারুকেণ শিল্পিনা উৎকীলরেখাভিরুৎখানিতাভীরেখাভিঃ স্ফাটিকে বিদ্রুমে বৈদূর্য্যে বা যন্ত্রং কারয়েৎ। শুভেত্যাদি শুভপ্রতিষ্ঠিতং শুভা প্রতিষ্ঠা সঞ্জাতাস্যেত্যমুং যন্ত্ররাজং কৃত্বা যো ভবনান্তরে স্থাপয়েৎ তস্য দুষ্টভূতানি নশ্যন্তীত্যেবমন্বয়ঃ। ১৭৬ ॥ ১৭৭ ॥ ১৭৮ ॥

কেবল রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত সুবর্ণময় পাত্রে, রজতময় পাত্রে অথবা তাম্রময় পাত্রে স্বর্ণশলাকা দ্বারা অথবা বিল্বকণ্টক দ্বারা উক্তবিধ যন্ত্ররাজ লিখিবে।[১৭৪,১৭৫] অথবা স্ফটিকনির্ম্মিত পাত্রে কিংবা প্রবালনির্ম্মিত পাত্রে বা বৈদূর্য্য-নির্ম্মিত পাত্রে, উত্তম শিল্পনিপুণ কারুকর দ্বারা যন্ত্ররেখা উৎখোদিত করাইয়া প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলে ঐ যন্ত্র-প্রসাদে দুষ্ট ভূত সমুদায়, গ্রহ সমুদায় ও রোগ সমুদায়ের ভয় বিদূরিত হয়;[১৭৭] গৃহ, পুত্র পৌত্র সুখ ও ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া থাকাতে আনন্দের পরিসীমা থাকে না। বিশেষতঃ সাধক ব্যক্তি এই যন্ত্রের প্রসাদে দাতা, ভর্ত্তা ও যশস্বী হয়।[১৭৮]

এবং যন্ত্রং সমালিখ্য রত্নসিংহাসনে পুরঃ।
সংস্থাপ্য পীঠন্যাসোক্ত-বিধিনা পীঠদেবতাঃ।
সংপূজ্য কর্ণিকামধ্যে পূজয়েন্মূলদেবতাম্ ॥ ১৭৯ ॥
কলশস্থাপনং বক্ষ্যে চক্রানুষ্ঠানমেব চ।
যেনানুষ্ঠানমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নূনম্ ইচ্ছাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৮০ ॥
কলাং কলাং গৃহীত্বা তু দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা।
নির্ম্মিতোঽয়ং স বৈ যস্মাৎ কলশস্তেন কথ্যতে ॥ ১৮১ ॥
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ।
চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখন্তস্য ষড়ঙ্গুলম্।
পঞ্চাঙ্গুলিমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্ম্মিতৌ ॥ ১৮২ ॥

এবমিত্যাদি। এবং বিধানেন যন্ত্রং সমালিখ্য পুরোঽগ্রে রত্নসিংহাসনে সংস্থাপ্য চ পীঠন্যাসোক্তবিধিনা পীঠদেবতাঃ সংপূজ্য কর্ণিকামধ্যে পদ্মবীজকোশ-মধ্যে মূলদেবতাং পূজয়েৎ ॥ ১৭৯ ॥

অথ মদ্যাদিভিঃ পঞ্চতত্ত্বৈর্মহাদেব্যাঃ পূজায়া বিধানং বক্তুমুপক্রমতে, কল-শেত্যাদি ॥ ১৮০ ॥

কলশং নির্ব্বক্তি, কলামিত্যাদিনা ॥ ১৮১ ॥

অথ ঘটনির্ম্মাণবিধানমাহ, ষট্‌ত্রিংশদিত্যাদিনা। ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলয়ঃ পরিমাণং যস্য স ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলঃ এবম্ভূতঃ আয়ামো বিস্তারো

এইরূপে যন্ত্র লিখিয়া সম্মুখস্থিত রত্নসিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক পীঠন্যাসোক্ত পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া কর্ণিকা মধ্যে মূল দেবতার পূজা করিবে।[১৭৯]

এক্ষণে কলশ-স্থাপন ও চক্রানুষ্ঠানের বিধান বলিতেছি। কেবলমাত্র ইহার অনুষ্ঠানেই সাধকের ইচ্ছাসিদ্ধি হয়, মন্ত্রসিদ্ধি হয় ও ইষ্টদেবতা সুপ্রসন্ন হয়েন।[১৮০] বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদিগের এক এক কলা অর্থাৎ অংশ গ্রহণ করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইহা কলশ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[১৮১] (এক্ষণে কলশ নির্ম্মাণের বিধান বলিতেছি।) ইহার বিস্তার ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলি বা দেড় হস্ত ও উচ্চতা ষোড়শ অঙ্গুলি হইবে। ইহার

সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্‌।
পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্‌।
কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ॥ ১৮৩॥
সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্‌।
তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংস্যজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্‌।
কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি।
মৃণ্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্‌॥ ১৮৪॥

যস্য তথাভূতম্‌। ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ ষোড়শাঙ্গুলয়ঃ পরিমাণং যস্যৈবম্ভূতং ঘটং কারয়েদিতি শেষঃ। তস্য ঘটস্য কণ্ঠং চতুরঙ্গুলকং চতুরঙ্গুলিপরিমিতং মুখং ষড়ঙ্গুলং ষড়ঙ্গুলিপরিমিতং মূলমধোদেশং তু পঞ্চাঙ্গুলিমিতং কারয়েৎ। ঘটনির্ম্মিতৌ বিধানমেতদেব প্রোক্তম্‌॥ ১৮২॥

নন্বু কস্য কস্য বস্তুনঃ কলশঃ কারয়িতব্য ইত্যপেক্ষায়ামাহ, সৌবর্ণমিত্যাদি। অক্ষতম্‌ অভগ্নম্‌। অব্রণং ছিদ্রশূন্যম্‌॥ ১৮৩॥

সৌবর্ণমিত্যাদি। সৌবর্ণং সুবর্ণজাতং কলশমিতি শেষঃ॥ ১৮৪॥

কণ্ঠের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি, মুখের বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং ইহার তলদেশের পরিমাণ পঞ্চ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে (১০৬)।[১৮২] ঐ কলশ সুবর্ণ দ্বারা, রজত দ্বারা, তাম্র দ্বারা, কাংস্য দ্বারা, পাষাণ দ্বারা (১০৭) বা কাচ দ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহার কোন স্থান ভগ্ন বা ইহা সছিদ্র হইবে না। দেবতার প্রীতির নিমিত্ত এইরূপ সুধাধার নির্ম্মাণ করিবে; পরন্তু কোন মতে ইহাতে বিত্তশাঠ্য করিবে না, অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য, তিনি কৃপণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুরূপ বিহিত ঘট নির্ম্মাণ করাইবেন।[১৮৩] সুবর্ণময় কলশ সুখসৌভাগ্য প্রদায়ক, রজতময় কলশে মোক্ষলাভ হয়, তাম্রময় কলশে মনের প্রীতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কাংস্য

---

(১০৬)—তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সাধকের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্ব্বের পরিমাণকে এক অঙ্গুলি বলে।

(১০৭)—পাষাণনির্ম্মিত পাত্রে মদ্য রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মাদকতা শক্তির লো

স্ববামভাগে ষট্‌কোণং তন্মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রকম্।
তদ্বহির্বৃত্তমালিখ্য চতুরস্রন্তুতো বহিঃ॥ ১৮৫॥
সিন্দূররজসা বাপি রক্তচন্দনকেন বা।
নির্ম্মায় মণ্ডলং তত্র যজেদাধারদেবতাম্॥ ১৮৬॥
মায়ামাধারশক্তিঞ্চ ঙে-নমোহন্তং সমুদ্ধরেৎ॥ ১৮৭॥

স্ববামেত্যাদি। স্ববামভাগে ষট্‌কোণং মণ্ডলমালিখ্য তন্মধ্যে ষট্‌কোণ-মণ্ডলমধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রকং শূন্যমেকমালিখ্য তদ্বহিঃ ষট্‌কোণমণ্ডলস্য বহির্বৃত্তং মণ্ডলমালিখ্য ততোঽপি বহিঃ চতুরস্রং চতুষ্কোণং মণ্ডলমালিখেৎ॥ ১৮৫॥
নন্বিদং মণ্ডলং কেন দ্রব্যেণ লেখনীয়ং তত্রাহ. সিন্দূরেত্যাদি। তত্র মণ্ডলে॥ ১৮৬॥
ননু কেন মন্ত্রেণাধারদেবতাং যজেত্তত্রাহ. মায়ামিত্যাদি। পূর্ব্বং মায়াং হ্রীঁ

নির্ম্মিত কলশে পুষ্টিবৃদ্ধি হয়, কাচময় কলশ বশীকরণ বিষয়ে প্রশস্ত, পাষাণ-নির্ম্মিত কলশ স্তম্ভন-কার্য্যেরই উপযোগী, এবং মৃন্ময় কলশ সকল কার্য্যেই প্রশস্ত হইতে পারে। পরন্তু কলশ যে বস্তু দ্বারাই নির্ম্মিত হউক, সুদৃশ্য ও সুপরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক।[১৮৪]

আপনার বামভাগে একটি ষট্‌কোণ মণ্ডল (১০৮) লিখিয়া, তন্মধ্যে একটি বিন্দু অঙ্কিত করিতে হইবে। অনন্তর ঐ ষট্‌কোণ মণ্ডলের বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখিয়া, তাহার বাহিরে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে।[১৮৫] এই মণ্ডল সিন্দূর দ্বারা, কুলপুষ্প দ্বারা বা রক্তচন্দন দ্বারা লিখিয়া তদুপরি আধারশক্তির পূজা করিবে।[১৮৬] আধারশক্তির পূজার মন্ত্র, 'হ্রীঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ'।[১৮৭] অনন্তর নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালিত আধার উক্ত

বা স্তম্ভন হয়। এই নিমিত্ত স্তম্ভন কার্য্যেই উহা প্রশস্ত। কোন কোন তন্ত্রে পাষাণ নির্ম্মিত ঘট বা পাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব বিধান কেবল স্তম্ভন কার্য্যেই বুঝিতে হইবে।

(১০৮)—একটি অধোমুখ ত্রিকোণ ও একটি ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ উপর্য্যুপরি অঙ্কিত করিলেই ষট্‌কোণ মণ্ডল হইবে। এস্থলে তন্ত্রান্তরে প্রথমে বিন্দু, তদ্বহিস্ত্রিকোণ ও ক্রমশঃ ষট্‌কোণ বৃত্ত ও চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কিত করিবার বিধান আছে।

নমসা ক্ষালিতাধারং স্থাপয়েন্মণ্ডলোপরি ।
অস্ত্রেণ ক্ষালিতং কুম্ভং তত্রাধারে নিবেশয়েৎ ॥ ১৮৮ ॥
ক্ষকারাদ্যেরকারান্তৈ র্ব্বর্ণৈর্ব্বিন্দুসমাযুতৈঃ ।
মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী কারণেন প্রপূরয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥
আধারকুম্ভতীর্থেষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্ ।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ বিদ্বান্ দেবীভাবপরায়ণঃ ॥ ১৯০ ॥

বীজং সমুদ্ধরেৎ। ততো ঙেনয়োঽন্তামাধারশক্তিং সমুদ্ধরেৎ। যোজনয়া। হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নম ইতি মন্ত্র আধারদেবতাযজনে জাতঃ ॥ ১৮৭ ॥

নমসেত্যাদি। নমসা নম ইতি মন্ত্রনা। অস্ত্রেণ ফড়িতি মন্ত্রেণ ॥ ১৮৮ ॥

ক্ষকারেত্যাদি। ক্ষকার আদ্যো যেষাম্ অকারশ্চান্তো যেষাস্তৈর্বিন্দুস-যুতৈরনুস্বারসহিতৈর্ব্বর্ণৈঃ সহ মূলং সমুচ্চরন্ ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ঋং ঋং উং উং ঈং ইং আং অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেতি মন্ত্রং প্রজপন্মন্ত্রী সাধকঃ কারণেন মদ্যেন কলশং প্রপূরয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥

মণ্ডলোপরি স্থাপন করিতে হইবে। পরে ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা কুম্ভ প্রক্ষালিত করিয়া তাহা উক্ত মণ্ডলস্থিত আধারের উপরি স্থাপন করিবে।১৮৮ অনন্তর মূলমন্ত্রান্তে বিন্দুযুক্ত বিলোমমাতৃকা পাঠসহকারে অর্থাৎ (মূল) ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ঋং ঋং উং উং ঈং ইং আং অং এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে, মন্ত্রজ্ঞ সাধক কারণ দ্বারা কুম্ভ পরিপূরিত করিবে।১৮৯

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি, দেবীভাব-পরায়ণ হইয়া, আধার, কুম্ভ ও কুম্ভস্থিত কারণের উপরি, পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমশঃ বহ্নিমণ্ডল, অর্কমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবে (১০৯)।১৯০ পরে রক্তচন্দন, সিন্দূর, রক্তপুষ্পের মাল্য ও অ-

---

(১০৯)—প্রয়োগ যথা। এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে আধারে পূজা করিয়া, পরে এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্রে কুম্ভে

রক্তচন্দনসিন্দূর-রক্তমাল্যানুলেপনৈঃ।
ভূষয়িত্বা তু কলসং পঞ্চীকরণমাচরেৎ॥ ১৯১॥
ফটা দর্ভেণ সন্তাড্য হুঁ বীজেনাবগুণ্ঠয়েৎ।
হ্রীঁ দিব্যদৃষ্ট্যা সংবীক্ষ্য নমসাভ্যুক্ষণং চরেৎ।
মূলেন গন্ধং ত্রির্দ্দদ্যাৎ পঞ্চীকরণমীরিতম্॥ ১৯২॥

আধারেত্যাদি। তীর্থং মদ্যম্। পূর্ব্ববৎ বিশেষার্ঘ্যসংস্কারে ইব॥১৯০॥১৯১॥ ননু পঞ্চীকরণং কিং নাম তত্রাহ, ফটেত্যাদি। ফটা মন্ত্রেণ দর্ভেণ কুশেন কলশং সন্তাড্য হুমিতি বীজেনাবগুণ্ঠনমুদ্রয়াবগুণ্ঠয়েদ্বেষ্টয়েৎ। হ্রীঁ বীজেন দিব্যদৃষ্ট্যা কলশং সংবীক্ষ্য দৃষ্ট্বা নমসা মন্ত্রেণ কলশস্যাভ্যুক্ষণমভিষেকং চরেৎ কুর্য্যাৎ। মূলেন মন্ত্রেণ কলশে ত্রির্ব্বারত্রয়ং গন্ধং দদ্যাৎ। ইদমেব পঞ্চীকরণমীরিতং কথিতম্॥ ১৯২॥

লেপন দ্বারা কলশ ভূষিত করিয়া, পঞ্চীকরণ করিবে।[১৯১] (তদ্ যথা—) হুঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠনমুদ্রা (১১০) দ্বারা কলশ অবগুণ্ঠিত করিবে। হ্রীঁ এই বীজ পাঠ পূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অর্থাৎ নিমেষশূন্য নয়নে দর্শন দ্বারা, কলশ নিরীক্ষণ করিবে। পরে নমঃ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জল দ্বারা কলশ অভ্যুক্ষিত করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিনবার কলশে গন্ধ আঘ্রাণ করিবে (১১১)। ইহাই পঞ্চীকরণ নামে কথিত হইয়া থাকে।[১৯২] পরে

উপরি পূজা করিবে। অনন্তর, এতে গন্ধ পুষ্পে উং চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। এই মন্ত্রে কারণের উপরি পূজা করিবে।

(১১০)—উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট রাখিয়া মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক অধোমুখ সরলাকার তর্জ্জনীদ্বয় (পরস্পর বিপরীত পার্শ্ব হইতে) দ্রব্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত করিলেই অবগুণ্ঠন মুদ্রা হইবে। যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে,—অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্টিভ্যাং সন্নিরোধনরূপিণী॥ এতস্যা এব মুদ্রায়াস্তর্জ্জন্যৌ সরলে যদি। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা সতী॥ ঐরূপ কেবল বামহস্তের তর্জ্জনী ভ্রামিত করিলেও অবগুণ্ঠন মুদ্রা হয়। যথা;—সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা মতা॥

(১১১)—এস্থলে গন্ধদানের বিধি অন্য কোন তন্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। নিরুত্তর তন্ত্রে আছে যে,—"ত্রিঃ সুগন্ধং মূলেন গৃহ্ণীয়াৎ পরমেশ্বরি।" অর্থাৎ মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে তিনবার আঘ্রাণ লইবে। সর্ব্বত্র এই বিধিই দৃষ্ট হয়। টীকাকার মূলের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনবার গন্ধদানেরই বিধান দিয়াছেন। ইহা সর্ব্বতন্ত্র-বিরুদ্ধ। দক্ষিণ নাসিকা রোধ পূর্ব্বক তিনবার ইড়া দ্বারা কলশ হইতে

প্রণম্য কলশং রক্ত-পুষ্পং দত্ত্বা বিশোধয়েৎ ॥ ১৯৩ ॥
ওঁ একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্ ।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥ ১৯৪ ॥

প্রণম্যেত্যাদি। বিশোধয়েৎ মদ্যমিতি শেষঃ ॥ ১৯৩ ॥

নন্থ কেন কেন মন্ত্রেণ মদ্যং শোধয়েদিত্যপেক্ষায়ান্তচ্ছোধনমন্ত্রানেব ক্রমা আহ, একমেবেত্যাদি। হে সুধে দেবি ধ্রুবং নিত্যং স্থূলসূক্ষ্মময়ং স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপং একমেবাদ্বৈতমেব যৎ পরং ব্রহ্ম অস্তি তেন পরব্রহ্মণা তে তব কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যামহং নাশয়ামীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯৪ ॥

কারণামৃত পূরিত কলশে (ইষ্টরূপ ভাবনা পূর্ব্বক) প্রণাম করিয়া (১১২) তদুপরি রক্তপুষ্প প্রদানানন্তর, (ওঁ একমেব ইত্যাদি) এই মন্ত্র দ্বারা সুরা শোধন করিবে।১৯৩ (মন্ত্রার্থ যথা —) সুধে দেবি! পরমব্রহ্ম স্থূল ও সূক্ষ্ময়;

আঘ্রাণ লইয়া তিনবার পিঙ্গলা দ্বারা অন্যত্র সেই বায়ু পরিত্যাগ করাই সাধক সম্প্রদায় রীতি। পূজা বিষয়ে সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। তৎসমুদায় সদ্গুরূপ দেশ-সাপেক্ষ। পঞ্চদশীতে আছে, তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে। পঞ্চীকরো ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকং ॥ অর্থাৎ লিঙ্গশরীরে অভিমান বিশিষ্ট জীবের ভোগের নিমি ভোগ্য অন্নপানাদি ও ভোগসাধন স্থূল শরীর গঠন জন্য সূক্ষ্ম আকাশাদি পঞ্চভূতকে পঞ্চী করণ দ্বারা স্থূলে পরিণত করিলেন। এস্থলেও সেইরূপ সূক্ষ্ম ব্রহ্মানন্দের কারণ স্বরূপ কারণ পঞ্চীকরণ দ্বারা সাধকের ভোগ্য দিব্য সুধায় পরিণত করিতে হইবে। এই নিমিত্ত প্রথমতঃ 'ফট্' এই শব্দবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক দর্ভ দ্বারা তাড়না করিয়া আকাশ তত্ত্বের সংযোগ কারে আকাশের গুণ শব্দের উপলব্ধি করিবেন। পরে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা আকাশকে ও পরিচ্ছন্ন করিয়া বায়ুতত্ত্বের সমাবেশে মনে মনে বায়ুর গুণ স্পর্শ অনুভব করিতে থাকিবে অনন্তর দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তাহাতে তেজ সংযুক্ত করিয়া রূপ দর্শন করিবেন। পরে জলতত্ত্ব জলবিন্দু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক রসের উপলব্ধি করিবেন। অনন্তর পৃথিবীর যোগ হইয়াছে মনে করি পৃথিবীর গুণ গন্ধের উপলব্ধি করিতে থাকিবেন। এই পঞ্চীকৃত দিব্যসুধাতে শব্দ, স্পর্শ, রূ রস ও গন্ধের উপলব্ধি দ্বারা সাধকের সর্ব্বশরীর ধৌত, পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হইবে ; এবং বাহ্য মলিনতা পিঙ্গলা দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে। রসের উপলব্ধি কালে যেরূপ জলবি প্রক্ষেপের বিধান দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সম্প্রদায় বিশেষে আঘ্রাণের পূর্ব্বে গন্ধ দানের রীতিও হয়। ইহার অন্য প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

(১১২)—এইস্থলে অন্যান্য তন্ত্রে পঞ্চমুদ্রায় প্রণাম করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। পঞ্চমুদ্রার প্র বিধি অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থে* বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্ ॥ ১৯৫ ॥
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি।
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু ॥ ১৯৬ ॥
হ্রীঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষস-
দ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ১৯৭ ॥

সূর্য্যেত্যাদি। হে বরুণালয়সম্ভবে বরুণস্যালয়ো গৃহং বরুণালয়ঃ সমুদ্রঃ তস্মাৎ সম্ভব উৎপত্তির্যস্যাঃ তথাভূতে। অতএব হে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থে সূর্য্যমণ্ডলাভ্যন্তরস্থায়িনি সুধে দেবি শুক্রশাপাত্ত্বয়া বিমুচ্যতাং বিমুক্তয়া ভূয়তাম্ ॥ ১৯৫ ॥
বেদানামিতি। হে দেবি সুধে আনন্দময়মানন্দস্বরূপং যদ্ব্রহ্ম তৎস্বরূপং যৎ প্রণবরূপং বেদানাং বীজন্তেন সত্যেন প্রণবরূপবেদবীজেন তে তব ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু নশ্যতু ॥ ১৯৬ ॥ ১৯৭ ॥

একমাত্র তিনি ভিন্ন অপর কোন বস্তুই নাই। তিনি নিত্য ও নিশ্চল। আমি সেই অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের সত্তা সর্ব্বত্র উপলব্ধি দ্বারা তোমার কচজনিত ব্রহ্মহত্যা-পাতক অপনয়ন করি।[১৯৪] দেবি! বরুণালয় হইতে অর্থাৎ সমুদ্রমন্থন কালে সমুদ্রগর্ভ হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে তোমার অবস্থিতি। তুমি অমাবীজময়ী, অর্থাৎ সহস্রারে অমৃতস্রাবিণী অমা নাম্নী যে চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে,তুমি তাহার বীজ; কারণ তুমি অক্ষয় অমৃতধারা রূপে অমা কলাতে অবস্থিত না হইলে, চন্দ্রের উক্ত কলার অস্তিত্বই থাকিত না। এক্ষণে তুমি শুক্র-শাপ হইতে মুক্ত হও।[১৯৫] প্রণব যদি বেদের বীজস্বরূপ (১১২) ও ব্রহ্মানন্দময় হয়, তাহা হইলে দেবি! সেই সত্য অনুসারে তোমার ব্রহ্মহত্যা পাতক অপগত হউক।[১৯৬] যিনি হংস অর্থাৎ (আদিত্য বা)

---

* সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে ইতি পাঠান্তরম্।

(১১২)—প্রণব হইতেই সমুদায় বেদ ও সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ৫৪ পৃষ্ঠা (২৩) টিপ্পনী দ্রষ্টব্য

বারুণেন চ বীজেন ষড়্দীর্ঘস্বরভাজিনা।
ব্রহ্মশাপবিশব্দান্তে মোচিতায়ৈ পদং বদেৎ।
সুধাদেব্যৈ নমঃ পশ্চাৎ সপ্তধা ব্রহ্মশাপনুৎ ॥ ১৯৮॥

বারুণেনেত্যাদি। ব্রহ্মশাপবিশব্দস্যান্তে মোচিতায়ৈ ইতি পদং বদেৎ পশ্চাৎ সুধাদেব্যৈ নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নম ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অয়ং মন্ত্রঃ ষড়্দীর্ঘস্বরভাজিনা বারুণেন বীজেন সংযোজ্য যথা বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নম ইতি সপ্তধা সপ্তবারং পঠিতোঽয়ং মন্ত্রো ব্রহ্মশাপনুৎ ব্রহ্মশাপবিমোচনো ভবতি ॥ ১৯৮ ॥

পরমাত্মা (১১৩) যিনি শুচিসৎ অর্থাৎ যিনি নির্ম্মল আকাশমণ্ডলে বিবাদ স্বরূপে অবস্থান করেন, অথবা যিনি শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ, যিনি বসু অর্থাৎ সর্ব্বসঞ্চারী বায়ু স্বরূপ, অথবা যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। যিনি অন্তরীক্ষ অর্থাৎ যিনি অন্তরীক্ষ-সঞ্চারী (আকাশস্বরূপ) অথবা যিনি সাক্ষীস্বরূপে জীব মাত্রেরই অন্তরে অবস্থিত; যিনি হোতা অর্থাৎ হোম নিষ্পাদক বহ্নি-স্বরূপ বা যজমানস্বরূপ, অথবা সৃষ্টির অবসানে যাঁহাতে সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়; যিনি বেদিসৎ অর্থাৎ গার্হপত্যাদি অগ্নিস্বরূপ, অথবা যিনি কেবলমাত্র জ্ঞানগম্য; যিনি অতিথি অর্থাৎ অতিথিবৎ সর্ব্বদা পূজনীয় অগ্নিস্বরূপ, অথবা স্বপ্রকাশ-স্বরূপ যিনি তাদৃশ সাধনসম্পন্ন সাধকের অন্তঃকরণে অকস্মাৎ সমুদিত হয়েন; যিনি দুরোণসৎ (দুরোণ=গৃহ, সৎ=স্থায়ী) অর্থাৎ যিনি গৃহাগ্নি রূপে পাকাদি সাধন করিতেছেন, অথবা যিনি (মুক্তস্বভাব হইয়াও) জীবরূপে বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রতিভাত; যিনি নৃসৎ অর্থাৎ চৈতন্যরূপে মনুষ্যমাত্রেই অবস্থিতি করিতেছেন; যিনি বরসৎ অর্থাৎ বরণীয় সূর্য্যমণ্ডলে (অথবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে) বাস করিতেছেন, অথবা যিনি সকলেরই পূজ্য; যিনি ঋতসৎ অর্থাৎ যিনি ঋতে (সত্য, ব্রহ্ম বা যজ্ঞে) অবস্থিতি করেন; যিনি ব্যোমসৎ অর্থাৎ যিনি আকাশে (সর্ব্বত্র) অবস্থিতি করিতেছেন, (অথবা যিনি বায়ুস্বরূপ); যিনি অব্জা অর্থাৎ উদক মধ্যে বিদ্যুদগ্নি বা বাড়বাগ্নি রূপে উৎপন্ন হইয়া অবস্থিত

(১১৩)—হংসঃ শব্দের অর্থ পরমাত্মা, গুরু, শিব, বিষ্ণু ও সূর্য্য। অজপা বীজও হংসঃ।

অঙ্কুশং দীর্ঘষট্‌কেন যুতং শ্রীমায়য়া যুতম্।
সুধা পশ্চাৎ কৃষ্ণশাপং মোচয়েতি পদন্ততঃ।
অমৃতং স্রাবয়দ্বন্দ্বং দ্বিঠান্তো মনুরীরিতঃ॥ ১৯৯॥

অঙ্কুশমিত্যাদি। পূর্ব্বং দীর্ঘষট্‌কেন যুতমঙ্কুশং ক্রোঁ বদেৎ পশ্চাৎ শ্রীমায়য়া যুতং শ্রী হ্রীঁ বীজযুক্তং সুধেতি পদং বদেৎ। পশ্চাৎ কৃষ্ণশাপমিতি মোচয়েতি চ পদং বদেৎ। ততোঽমৃতং বদেৎ। ততঃ স্রাবয়দ্বন্দ্বং বদেৎ। যোজনয়া ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ শ্রীঁ হ্রীঁ সুধাকৃষ্ণশাপং মোচয়ামৃতং স্রাবয় স্রাবয়েতি মন্ত্রো জ্ঞেয়ঃ। অয়ং মনুর্দ্বিঠান্তঃ স্বাহান্ত ঈরিতঃ কথিতঃ॥ ১৯৯॥

করেন; যিনি গোজা অর্থাৎ রশ্মি বা প্রস্তরাদি হইতে অগ্নিরূপে উৎপন্ন হয়েন; যিনি ঋতজা অর্থাৎ সর্ব্বত্র সত্যরূপে পরিদৃশ্যমান হয়েন; যিনি অদ্রিজা অর্থাৎ উদয়াচল হইতে আদিত্যরূপে সমুদিত হয়েন; যিনি ঋত অর্থাৎ সত্য সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপ; এবং যিনি বৃহৎ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, (অথবা আমরা সর্ব্বত্র যাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতেছি (১১৪); (এই কারণ এবং আমরাও তন্ময়; সুতরাং তাঁহার সত্তাবশে এই কারণ দোষমুক্ত হউক)।১৯৭ বরুণবীজে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া, পশ্চাৎ 'ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ', এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। ইহা দ্বারা যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে, তাহা সপ্তবার পাঠ করিলে ব্রহ্মশাপ মোচন হইবে (১১৫)।১৯৮ অঙ্কুশ অর্থাৎ 'ক্রোঁ' এই পদে (ওকার রহিত করিয়া) দীর্ঘস্বর ছয়টি যোগ পূর্ব্বক, পশ্চাৎ শ্রীবীজ ও মায়াবীজ যোগ

(১১৪)—এই মন্ত্রটির নাম হংসবতী ঋক্। ইহা ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডল—৪র্থ অধ্যায়—৪০শ সূক্তের ৫ম ঋক্। যজুর্ব্বেদে (১০।২৪ ও ১২।১৪ এই) দুই স্থলে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৪।২০) এই মন্ত্রটি আছে। ফলে ঋগ্বেদের সকল শাখাতে এই মন্ত্রের শেষোক্ত "বৃহৎ" পদটি নাই; পরন্তু যজুর্ব্বেদের প্রোক্ত দুই স্থলে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও "বৃহৎ" এই শেষোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়।

সায়নাচার্য্যের মতে এই ঋক্‌টির তাৎপর্য্য এই যে, যিনি সূর্য্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ রূপে অবস্থিত আছেন, যে পরমাত্মা সমুদায় জীবেরই চিত্তরূপে অবস্থিত আছেন এবং যিনি অনুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ সমস্ত উপাধি-বর্জ্জিত, তৎসমুদায় এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়েছেন।

(১১৫)—সমুদায় পর যোজনা দ্বারা মন্ত্রোদ্ধার যথা। ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ।

এবং শাপান্মোচয়িত্বা যজেত্তত্র সমাহিতঃ ।
আনন্দভৈরবং দেবম্ আনন্দভৈরবীং তথা ॥ ২০০ ॥

এবমিত্যাদি । এবমুক্তক্রমেণ পূর্ব্বোক্তৈঃ ষড়্ভির্ম্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মশাপান্মোচয়িত্বা তত্র মদ্যে আনন্দভৈরবং দেবন্তথা আনন্দভৈরবীন্দেবীং সমাহিতঃ সাবধানঃ স যজেৎ ॥ ২০০ ॥

করিতে হইবে। ইহার পর 'সুধাশব্দ' প্রয়োগ করিয়া, 'কৃষ্ণশাপং মোচয়' এ পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। পরে 'অমৃতং স্রাবয়' পাঠ করিয়া, শেষে, 'স্বা এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে (১১৬) ।১৯৯

এইরূপে শুক্রশাপ, ব্রহ্মশাপ ও কৃষ্ণশাপ মোচন করিয়া (১১৭) সমাহি

(১১৬)—মন্ত্রোদ্ধার যথা। ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রুঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ শ্রীঁ হ্রীঁ সুধাকৃষ্ণশাপং মোচয় অমৃ স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা। কৃষ্ণশাপ-মোচন-মন্ত্র, প্রকারান্তর যথা। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রুঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ সুধাকৃষ্ণশাপং মোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা ইতি দশধা জপেৎ। এস্থলে শু শাপমোচনমন্ত্র তন্ত্রান্তরে যথা। ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ শুক্রশাপং বিমোচয় অমৃতং স্রা স্রাবয় স্বাহা।

(১১৭)—ব্রহ্মা সুরাপান পূর্ব্বক মোহাভিভূত হইয়া কন্যাগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; শুক্র সুরাপান পূর্ব্বক বিহ্বল হইয়া নিজ শিষ্য কচের মাংস ভক্ষণ করেন ; এবং সুরাপান প্র মত্ত হইয়া যদুকুল আত্মবিরোধে ধ্বংস হইয়াছিল। এ জন্য ব্রহ্মা, শুক্র ও কৃষ্ণ প্রত্যে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, অতঃপর যে ব্যক্তি সুরাপান করিবেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা-প্র পাতকী ও নিরয়গামী হইবেন। এই নিমিত্ত এই তিনটি শাপ মোচন করিতে হয়। শাপ মো পূর্ব্বক শোধন করিলে বিষম-বিষময়ী সুরা সুধাময়ী ও অমৃতময়ী হইয়া থাকে। অজ্ঞান ল বলেন যে, শাপ মোচন করিলেও সুরাপান করা যাইতে পারে না। যদি শাপ মোচন করি সুরা অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা গায়ত্রীর শাপ মোচন করিয়া কিরূপে গায়ত্রী জপ কর সুরার উপরি যেরূপ তিনটি শাপ আছে, গায়ত্রীর উপরিও ত সেইরূপ তিনটি শাপ আছে। যদি মোচন করিলে গায়ত্রী গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সেইরূপে শাপমোচনে সুরাই বা গ্রাহ্য না হইবে কে ফলতঃ, সুরাপান বিষয়ে বেদ পুরাণ স্মৃতি ও তন্ত্রে যে সমুদায় নিষেধ-বচন আছে, তাহা সংসারী প্রতি এবং যে সমুদায় বিধিবাক্য আছে তাহা অবধূত সন্ন্যাসীর প্রতি,যতির প্রতি ও রাজার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনধিকারী সংসারী ব্যক্তি শাপ মোচন এবং শোধন করিয়াও সুরাপান কর পারেন না। বস্তুগত্যা, শাস্ত্রোক্ত বৈধ সুরাপান উপলক্ষ করিয়া কেহও শাপ প্রদান করেন নাই

হসক্ষমলশব্দান্তে বরযূং মিলিতং বদেৎ।
আনন্দভৈরবং ঙেঽন্তং বষড়ন্তো মনুর্ম্মতঃ॥ ২০১॥

উভয়োর্যজনস্য মন্ত্রমাহ দ্বাভ্যাং, হসেত্যাদি। হসক্ষমলশব্দস্যান্তে মিলিতং বরযূমিতি পদং বদেৎ। ততো ঙেঽন্তমানন্দভৈরবং বদেৎ। যোজনয়া। হসক্ষমলবরযূঁ আনন্দভৈরবায়েতি মনুর্জাতঃ। অয়ং মনুর্ব্বষড়ন্তো বষট্‌শব্দান্তো মতঃ॥ ২০১॥

অস্যেত্যাদি। অস্য হসক্ষমলবরযূমিত্যস্যাস্যং মুখং বিপরীতং পঠনীয়ম্।

হৃদয়ে তাহাতে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর পূজা করিবে(১১৮)।২০০ হসক্ষমল শব্দের অন্তে বরযূঁ এই পদ মিলিত করিয়া চতুর্থ্যন্ত আনন্দভৈরব শব্দের অন্তে বষট্ যোগ করিলেই আনন্দভৈরবের মন্ত্র হইবে। (মন্ত্র যথা—) হসক্ষমলবরযূঁ আনন্দভৈরবায় বষট্।২০১ "হসক্ষমলবরযূঁ" এই মন্ত্রের প্রথম অক্ষর দুইটি বিপরীত করিয়া, উহার বাম কর্ণস্থলে বামচক্ষু বসাইবে; অর্থাৎ,

পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি, শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সাধনার নিমিত্ত, যথাকালে যথোক্ত পরিমাণে সুরাপান করিলে কোনও দোষ হয় না। তন্ত্রে আছে, "বৃথাপানং যৎক্রিয়তে সুরাপানং তদুচ্যতে"। লোভবশতঃ বা আনন্দের নিমিত্ত বৃথাপান করাকেই সুরাপান বলে।

(১১৮)—অন্যান্য তন্ত্রে এইস্থলে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান পূর্ব্বক পূজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আনন্দভৈরবের ধ্যান যথা। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্। অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্। অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্। বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্। কপালখট্বাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্। পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারিণম্। খড়্গাখেটকপট্টীশমুদ্গরৈঃ শূলদণ্ডধৃক্। বিচিত্রখেটকৈর্মুণ্ডবরদাভয়পাণিনম্। লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১॥

আনন্দভৈরবীর ধ্যান যথা। ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীং চন্দ্রকোট্যযুতপ্রভাম্। হিমকুন্দেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্। অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তাং সর্ব্বানন্দকরোদ্যতাম্। প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবেশসম্মুখীম্। কপালখট্বাঙ্গধরাং ঘণ্টাডমরুবাদিনীম্। পাশাঙ্কুশধরাং দেবীং গদামুষলধারিণীম্। খড়্গাখেটকপট্টীশমুদ্গরৈঃ শূলদণ্ডধৃক্। বিচিত্রখেটকৈর্মুণ্ডবরদাভয়পাণিনীম্। লোহিতাং দেবদেবেশীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ২॥

উক্ত ধ্যানে প্রথম খেটক শব্দে ঢাল ও দ্বিতীয় খেটক শব্দে বজ্র। পট্টীশ শব্দে টাঙ্গি নামক অস্ত্রবিশেষ।

অস্যাস্যং বিপরীতঞ্চ শ্রবণে বামলোচনম্*।
সুধাদেব্যৈ বৌষড়ন্তো মনুরস্যাঃ প্রপূজনে ॥ ২০২ ॥
সামরস্যং তয়োস্তত্র ধ্যাত্বা তদমৃতপ্লুতম্ ।
দ্রব্যং বিভাব্য তস্যোর্দ্ধে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ২০৩ ॥
মূলেন দেবতা বুদ্ধ্যা দত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ।
দর্শয়েদ্ধূপদীপৌ চ ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বকম্ ॥ ২০৪ ॥

শ্রবণে উকারস্থানে বামলোচনমীকারঃ পঠনীয়ঃ। ততঃ সুধাদেব্যৈ ইতি পঠনীয়ম্। যোজনয়া। সহক্ষমলবরযীং ইতি মন্ত্রর্জাতঃ। অস্যা আনন্দভৈরব্যাঃ প্রপূজনে বৌষড়ন্তো বৌষট্‌শব্দান্তোঽয়মেব মন্ত্রর্মতঃ। ধ্যানন্তু ভৈরোবঃ বক্ষ্যতি ॥ ২০২ ॥

সামরস্যমিত্যাদি। তত্র মদ্যে তয়োরানন্দভৈরব্যানন্দভৈরবয়োঃ সামরস্যমৈকরস্যন্ধ্যাত্বা তদমৃতপ্লুতং তৎসামরস্যরূপামৃতপ্লুতং দ্রব্যং মদ্যং বিভাব্য বিচিন্ত্য তস্য মদ্যস্যোর্দ্ধে দ্বাদশধা দ্বাদশবারং মূলং মন্ত্রং জপেৎ ॥ ২০৩ ॥

মূলেনেত্যাদি। ততো দেবতাবুদ্ধ্যা মূলেন মন্ত্রেণ মদ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বকং তস্যোপরি ধূপদীপৌ চ দর্শয়েৎ ॥ ২০৪ ॥

দীর্ঘ উকার স্থলে দীর্ঘ ঈকার দিবে; পশ্চাৎ সুধাদেব্যৈ বৌষট্ এই দুইটী পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। (ইহাতে মন্ত্রোদ্ধার যথা—) সহক্ষমলবরযীং সুধাদেব্যৈ (আনন্দভৈরব্যৈ) বৌষট্।২০২ অনন্তর সেই কলশে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর সামরস্য অর্থাৎ সমরসতা ও ঐক্য ধ্যান করিয়া, সেই সামরস্য সমুদ্ভূত অমৃত দ্বারা সুরা পরিপ্লুত হইয়াছে, ভাবনা পূর্ব্বক তদূর্দ্ধে দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে।২০৩

অনন্তর দেবতা বোধে সেই মদ্যের উপরি মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক (তিনবার) পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে ঘণ্টাধ্বনি পূর্ব্বক তাহাতে ধূপ দীপ প্রদর্শন

---

* বামলোচনমিত্যত্র বামলোচনা ইতি পাঠঃ প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ।

ইত্থং তীর্থস্থ সংস্কারঃ সর্ব্বদা দেবপূজনে।
ব্রতে হোমে বিবাহে চ তথৈবোৎসবকর্ম্মণি ॥ ২০৫।
মাংসমানীয় পুরত-স্ত্রিকোণমণ্ডলোপরি।
ফটাভ্যুক্ষ্য বায়ুবহ্নি-বীজাভ্যাং মন্ত্রয়েত্রিধা ॥২০৬॥
কবচেনাবগুণ্ঠ্যাথ সংরক্ষেচ্চাস্ত্রমন্ত্রতঃ।
ধেন্বা বমমৃতীকৃত্য মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥২০৭॥
বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা দেবী যা দেবী শঙ্করস্য চ।
মাংসং মে পবিত্রীকুরু কুরু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥২০৮॥

ইত্থমিত্যাদি। তীর্থস্য মদ্যস্য ॥ ২০৫ ॥

অথ মাংসসংস্কারবিধিমাহ ত্রিভিঃ, মাংসমিত্যাদিভিঃ। মাংসমানীয় পুরতোঽগ্রে ত্রিকোণমণ্ডলোপরি সংস্থাপ্য ফটা মন্ত্রেণাভ্যুক্ষ্যাভিষিচ্য বায়ুবহ্নিবীজাভ্যাং যঁ রঁ বীজাভ্যাং ত্রিধা ত্রিবারং মন্ত্রয়েৎ ॥ ২০৬ ॥

কবচেনেত্যাদি। ততঃ কবচেন হুঁ বীজেন মাংসমবগুণ্ঠ্যাবগুণ্ঠনমুদ্রয়া বেষ্টয়িত্বা অস্ত্রমন্ত্রতঃ ফট্ মন্ত্রেণ সংরক্ষেৎ। ধেন্বা মুদ্রয়া বঁ বীজেন মাংসমমৃতীকৃত্য এতমিতোঽনন্তরমেব বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়েদুচ্চরেৎ ॥ ২০৭ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, বিষ্ণোরিত্যাদি। বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা দেবী তিষ্ঠতি যা দেবী শঙ্করস্য চ বক্ষসি তিষ্ঠতি সা ত্বং মে মম মাংসং পবিত্রীকুরু। এবং শোধিতমাংসসমর্পণাৎ মম তৎপ্রধানং বিষ্ণোঃ পদং কুরু ॥ ২০৮ ॥

করিবে।২০৪ দেবপূজা, ব্রত, হোম, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবে এইরূপে সুরা সংস্কার করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।২০৫

অনন্তর মাংস আনয়ন পূর্ব্বক (শোধনার্থ) সম্মুখে অঙ্কিত ত্রিকোণমণ্ডলের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া, ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিবে। পশ্চাৎ যঁ রঁ এই দুইটি বীজ দ্বারা উহা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে।২০৬ পরে হুঁ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠিত করিয়া, ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে। পরে বঁ এই বীজ পাঠপূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা দ্বারা উহার অমৃতীকরণ করিয়া, (বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি ইত্যাদি) এই মন্ত্র পাঠ করিবে।২০৭ (মন্ত্রার্থ যথা—) যে দেবী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থান করেন, এবং যে দেবী শঙ্করেরও হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই ভগবতী আমার এই সমীপস্থিত

ইত্থং মীনং সমানীয় প্রোক্তমন্ত্রেণ সংস্কৃতম্ ।
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ তং মীনমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২০৯ ॥
ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্-মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ২১০ ॥

অথ মীনসংস্কারবিধিমাহ, ইত্থমিত্যাদিনা। প্রোক্তমন্ত্রেণ মাংসশোধন কথিতেন মন্ত্রেণ ॥ ২০৯ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, ত্র্যম্বকং যজামহ ইত্যাদি ॥ ২১০ ॥

মাংস পবিত্র করুন ; এবং এই শোধিত মাংস সমর্পণ-নিবন্ধন তিনি আমাকে সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদান করুন (১১৯) ।২০৮

জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে মৎস্য আনয়ন পূর্ব্বক উক্ত মাংস-শোধনের ন্যায় মণ্ডলোপরি স্থাপন হইতে বরুণবীজে অমৃতীকরণ পর্য্যন্ত যথাযথ সংস্কার করিয়া, উহা (ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি) বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন ।২০৯ (মন্ত্রার্থ যথা— ; যিনি সুগন্ধি অর্থাৎ যাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত রহিয়াছে ; যিনি পুষ্টিবর্দ্ধন অর্থাৎ জগতের বীজস্বরূপ অথবা, যিনি উপাসকদিগের শরীর ধন প্রভৃতি বিষয় সমস্ত পরিবর্দ্ধিত করেন, আমরা সেই ত্র্যম্বকের (ত্রি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের অম্বক অর্থাৎ পিতা মহেশ্বরের কিম্বা ত্রিনয়ন মহেশ্বরের) উপাসনা করি। উর্ব্বারুক অর্থাৎ কর্কোটী ফল যেরূপ স্বয়ং বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত আমাকে

---

(১১৯)—মূলে কথিত মাংস শোধন মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যে দেবীর অধিষ্ঠান বিষ্ণু শঙ্করের হৃদয়ে সমভাবে উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা তাঁহার অধিষ্ঠান সর্ব্বত্রই সূচিত হইতেছে। অতএব সেই মহীয়সী শক্তির অধিষ্ঠান এই মাংসেতেও অনুভব করায় উক্ত মাংসও পবিত্র হইল।

কামাখ্যাতন্ত্রে আছে, "বৈদিকৈস্তান্ত্রিকৈর্মন্ত্রৈস্তত্ত্বাদীন্ শোধয়েৎ কলৌ"। একটি করিয়া বেদোক্ত মন্ত্র ও একটি করিয়া তন্ত্রোক্ত মন্ত্র পাঠে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করাই ইহার তাৎপর্য্য। মূলে মাংসশোধনে কেবল তন্ত্রোক্ত মন্ত্রই আছে। অন্যান্য তত্ত্বশোধনেও বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। আমরা রহস্যপূজা পদ্ধতি হইতে এই স্থলে তৎসমুদায় যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। মাংস-শোধনের বৈদিক মন্ত্র যথা। "ওঁ প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিপন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥"

তথৈব মুদ্রামাদায় শোধয়েদমুনা প্রিয়ে।
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ২১১ ॥

তথেত্যাদি। মুদ্রাশোধনমন্ত্রমেবাহ, তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি। সূরয়ো বিদ্বাংসঃ পরমমত্যুৎকৃষ্টং তৎ অবিতুষাম প্রত্যক্ষং বিষ্ণোঃ পদং সদা পশ্যন্তি। অত্র

সাযুজ্য মুক্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত আমাদিগকে তিনি মৃত্যু অর্থাৎ মরণ (অথবা সংসার-বন্ধন) হইতে মুক্ত করুন (১২০)।[২১০] প্রিয়ে! অনন্তর মুদ্রা আনয়ন করিয়া, (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ইত্যাদি) মন্ত্রদ্বয় দ্বারা উহা শোধন করিবে। (মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ যথা—)আকাশমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত চক্ষু দ্বারা যেরূপ অবাধে সমুদায় দর্শনের সম্ভাবনা, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্ব্বদা সেইরূপ সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।[২১১] যাঁহারা বিপ্রাস অর্থাৎ মেধাবী, যাঁহারা বিপুণ্য অর্থাৎ বিশেষরূপে স্তব করেন, যাঁহারা

বিষ্ণুক্রান্তায় (বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বে) প্রচলিত মাংস-শোধনের তান্ত্রিক মন্ত্র যথা। "ওঁ কলা-মাংসং মহামাংসং মাংসং ছাগাদিকস্য চ। যোষাবর্জ্জং সর্ব্বমাংসং কালিকাসিদ্ধিহেতবে। পরমানন্দদকৈতৎ মাংসং পরমকারণম্। কালিকায়াঃ প্রিয়ং দ্রব্যং সর্ব্বদোষং বিহায় চ। ওঁ হৌং ক্ষৌং মাংসং মহামাংসং শোধয় শোধয় হৌং ক্ষৌং স্বাহা॥"

(১২০)—সমুদায় শোধনমন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রায় একই প্রকার। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সামান্য স্থানাবস্থায়ী সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধ যেরূপ আপনিই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ মহেশ্বরও সাকার হইয়াও স্বপ্রকাশ-স্বরূপে সর্ব্বতো ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অতএব এই মৎস্যেও তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতেছি। এবং বীজকোষ যেরূপ আপনার গর্ভস্থিত বৃক্ষাঙ্কুরের পুষ্টিবর্দ্ধন করে, তদ্রূপ মৎস্যেতে তাঁহার সত্তা হেতু আমরাও পুষ্টিলাভ করিব। এবং এই মৎস্য সমর্পণ হেতু কর্কোটী ফল যেরূপ পক্কাবস্থায় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াও স্বয়ং বিশ্লিষ্ট হয়, সেইরূপ জন্মমরণাদি সংসৃতিরূপ বন্ধনদশাগ্রস্ত আমরাও তাঁহার প্রসাদে উক্ত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিব।

অস্মদ্দেশে প্রচলিত মৎস্য-শোধনের তান্ত্রিক মন্ত্র যথা। যদা হিরণ্যরূপঞ্চ অণ্ডজং বিষ্ণুরূপিণম্। মহাহিবলয়ং দেবং মৎস্যরূপিণমব্যয়ম্। মহামহতি বিখ্যাতমীনং কালীপ্রিয়ং সদা। হ্রীঁ ক্লীঁ ব্রোঁ হ্রঁ সঃ ইমং মীনং শোধয় শোধয় স্বাহা॥

ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ ২১২ ॥
অথ বা সর্ব্বতত্ত্বানি মূলেনৈব বিশোধয়েৎ।
মূলে তু শ্রদ্দধানো যঃ কিন্তস্য দলশাখয়া ॥ ২১৩ ॥
কেবলং মূলমন্ত্রেণ যদ্দ্রব্যং শোধিতং ভবেৎ।
তদেব দেবতাপ্রীত্যৈ সুপ্রশস্তং ময়োচ্যতে ॥ ২১৪ ॥
যথা কালস্য সংক্ষেপাৎ সাধকানবকাশতঃ।
সর্ব্বং মূলেন সংশোধ্য মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ২১৫ ॥

দৃষ্টান্তমাহ। দিবীত্যাদি। আততং বিস্তৃতং চক্ষুর্দিবি স্থিতং সন্ধানাগোচরং সূর্য্যমিব ॥ ২১১ ॥ ২১২ ॥

অথবেত্যাদি। সর্ব্বতত্ত্বানি মদ্যাদীনি ॥ ২১৩ ॥ ২১৪ ॥ ২১৫ ॥

জাগৃবান্ অর্থাৎ অপ্রমত্ত হৃদয়ে জাগরূক, তাঁহারাই বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রত্যক্ষ করেন (১২১)।[২১২]

অথবা, তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কেবল মূলমন্ত্র দ্বারাই পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন। মূলমন্ত্রে যাঁহার সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার নানাবিধ শাখাপল্লবে আবশ্যক কি?[২১৩] আমি বলিতেছি, কেবল মূলমন্ত্র দ্বারা যে দ্রব্য পরিশোধিত হইবে, তাহাই সুপ্রশস্ত এবং তাহা সমর্পণ করিলেই দেবতার প্রীতি সম্পাদন হইবে।[২১৪] যখন সময় সংক্ষেপ হইবে, যখন সাধকের অবকাশ থাকিবে না, তখন সাধক কেবল মূলমন্ত্র দ্বারাই পঞ্চতত্ত্ব পরিশোধিত করিয়া মহাদেবীকে নিবেদন করিবেন।[২১৫] মূলমন্ত্র দ্বারা শোধিত তত্ত্ব সমুদায় দেবী

---

(১২১)—এই মন্ত্র দুইটি ঋক্ বেদের ১ম মণ্ডল—৫ম অধ্যায়—২২শ সূক্তের—২০। ২১শ মন্ত্র।

মন্ত্রদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারা বিষ্ণুর পরমপদ উক্তরূপে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব এই মুদ্রাতেও তাঁহার সত্তা উপলব্ধি হওয়ায় ইহা পরম পবিত্র হইল।

মুদ্রা-শোধনের তান্ত্রিক মন্ত্র যথা। ওঁ শ্রীদেব্যর্চ্চনকালে তু যানি যানীহ সাম্প্রতং। বহুসুরভীয়ানি পবিত্রাণীহ সিদ্ধয়ে॥

ন চাত্র প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যদূষণম্।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যম্-ইতি শঙ্করশাসনম্॥ ২১৬॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে মন্ত্রোদ্ধার-কলশস্থাপন-তত্ত্বসংস্কারো নাম পঞ্চমোল্লাসঃ।

ন চাত্রেত্যাদি। অত্র মূলমন্ত্রেণৈব শোধিতানাং সর্ব্বতত্ত্বানাং মহাদেব্যৈ সমর্পণে॥ ২১৬॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং পঞ্চমোল্লাসঃ।

নিবেদন করিলে, কোনও প্রত্যবায় হইবে না, কোনও অঙ্গবৈগুণ্য ঘটিবে না। ইহা সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, পুনর্ব্বার বলিতেছি, ইহাই সম্পূর্ণ সত্য এবং ইহাই শঙ্করের শাসন।২১৬

মন্ত্রোদ্ধার কলশ-স্থাপন ও তত্ত্ব সংস্কার নামক পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত।

ষষ্ঠোল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

যত্বয়া কথিতং পঞ্চ-তত্ত্বং পূজাদিকর্ম্মণি।
বিশিষ্য কথ্যতাং নাথ যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি॥ ১॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জ্জূরসম্ভবা।
তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্যবিভেদতঃ।
বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে॥ ২॥

মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্বং বিশেষতঃ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, যত্বয়েত্যাদি।১। দেব্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ.গৌড়ীত্যাদি। গৌড়ী গুড়োদ্ভবা পৈষ্টী পিষ্টোদ্ভবা। মাধ্বী মধূকপুষ্পোদ্ভবা। ইতি ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা সুরা উত্তমা শ্রেষ্ঠা প্রোক্তা। সৈব সুরৈব। সুরায়া নানাবিধত্বমেব দর্শয়ন্নাহ, তাল-খর্জ্জূরেত্যাদি। ইয়ং সুরা॥ ২॥

শ্রীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন। নাথ! আপনি, পূজা প্রভৃতির সময় যেরূপে পঞ্চতত্ত্ব শোধন পূর্ব্বক নিবেদন করিতে হয়, তাহা কহিলেন; এক্ষণে, যদি আমার প্রতি আপনকার কৃপা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ সমুদায় বিশেষ করিয়া বলুন।১

শ্রীসদাশিব কহিলেন.। উত্তম সুরা তিন প্রকার; গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী। এই সুরা তালসম্ভূত,খর্জ্জূরসম্ভূত ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভূত হওয়াতে নানাপ্রকার হইয়া থাকে (১২২)। সুতরাং দেশভেদে ও নানা দ্রব্য ভেদে এই সুরা অনেক

---

(১২২)—কৌলিকার্চ্চনদীপিকায় আছে,—পৈষ্টী গৌড়ী চ মাধ্বী চ দ্রাক্ষা-বৃক্ষসমুদ্ভবা। অর্দ্ধ- চক্ররাজস্য বারুণী পঞ্চধা মতা॥ অর্দ্ধপক্ব তণ্ডুল বা ধান্য প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সুরাকে পৈষ্টী বলে

যেন কেন সমুৎপন্না যেন কেনাহৃতাপি বা।
নাত্র জাতিবিভেদোঽস্তি শোধিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥ ৩ ॥

যেনেত্যাদি। আহৃতা আনীতা। অত্র সুরাবিষয়ে ॥ ৩ ॥

প্রকার কথিত আছে। এই সমুদায় সুরাই দেবপূজার প্রশস্ত।[২] এই সুরা যে কোন রূপেই উৎপন্ন হউক, এবং যে কোন দেশ হইতে যে কোন জাতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত হউক, তাহা শোধিত হইলেই সমুদায় সিদ্ধি প্রদান করে। সুরা-বিষয়ে কোন জাতিবিচার নাই (১২৩)।[৩]

যাহা গুড় দ্বারা প্রস্তুত তাহাই গৌড়ী। মাক্ষিক মধুদ্বারা বা মাধ্বীক কুসুম-জাত সুরাকে মাধ্বী বলে। এতদ্ব্যতিরেকে দ্রাক্ষাফল-সমুদ্ভব ও বৃক্ষ বিশেষের নির্য্যাস হইতেও সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশভেদে নানা দ্রব্য হইতে নানারূপ সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফলতঃ সকল বস্তুতেই অল্লাধিক পরিমাণে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সদংশ, চিদংশ, ও আনন্দাংশের আভাস আছে। গুড় প্রভৃতি দ্রব্যমধ্যে যাহা আনন্দাংশের আধার, তাহা পৃথক্ করিয়া লইলেই সুরা নামে বিখ্যাত হয়। এই জন্যই ইহা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সাধনের উপযোগী এবং এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞানীরা ইহাকে পরম পবিত্র মনে করিয়া পূজা করেন।

(১২৩) মহাভারতে আছে যে, সমুদ্র-মন্থন কালে সমুদ্র-গর্ভ হইতে বারুণী দেবী সুরাকুম্ভ কক্ষে লইয়া উত্থিত হইলেন। দৈত্যবৃন্দ সুরা গ্রহণ না করায় তাঁহারা অসুর নামে অভিহিত হইলেন, এবং দেবতারা সুরা গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিগুণিত উৎসাহে সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই হেতু তাঁহারা সুর নামে অভিহিত হইলেন। তন্ত্রবিশেষে আছে যে, ইহার পরে উক্ত সুরাকুম্ভ গণেশের হস্তে অর্পিত হইল। যখন যে দেবতার অমৃত পানের ইচ্ছা হয়, তখন তিনি গণেশের নিকট গমন করিলেই গণেশ অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন। গণেশের আর ক্ষণমাত্রও অবকাশ রহিল না। একদা গণপতি একান্ত ক্লান্ত হওয়াতে তাঁহার নাসিকা (শুণ্ড) হইতে মল নির্গত হইল। ঐ শুণ্ডমল হইতে এক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিল। শুণ্ড হইতে জন্ম নিবন্ধন ঐ পুরুষ শৌণ্ডিক নামে বিখ্যাত হইল। নাসিকামল হইতে উৎপন্ন সেই পুরুষের হস্তে গণেশ, অমৃত-কলশ অর্পণ করিলেন এবং বর দিলেন, সমুদ্রে নানা ওষধি ও নানাদ্রব্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক যেরূপ দেবতারা মন্থন দ্বারা অমৃত উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপ তোমার বংশীয়েরাও মনুষ্যলোকে অবস্থান পূর্ব্বক জলের উপরি নানাদ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া মন্থন দ্বারা অমৃত উৎপাদন পূর্ব্বক মনুষ্যগণকে প্রদান করিবে, কিন্তু তাহারা স্বয়ং পান করিতে পারিবে না, এবং অমৃত পানের সময় কেহই জাতিবিচার করিবে না। আধুনাতন শৌণ্ডিকেরা যদি তন্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্ ।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্ ।
তৎ সর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে ।
যদ্‌যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ ॥ ৫ ॥
বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
স্ত্রীপশুর্ন চ হন্তব্য-স্তত্র শাম্ভবশাসনাৎ ॥ ৬ ॥

মাংসমিত্যাদি । মাংসস্য ত্রিবিধত্বমেব দর্শয়তি, জলেত্যাদিনা । জলচরঃ কূর্ম্মাদিমাংসম্ । ভূচরঃ ছাগাদিমাংসম্ । খেচরঃ তিত্তিরহারীতাদিমাংসম্। তৎ সর্ব্বং মাংসম্ ॥ ৪ ॥

সাধকেচ্ছেত্যাদি । কল্পয়েৎ সমর্পয়েৎ ॥ ৫ ॥

বলিদানেত্যাদি পুরুষঃ পুংস্ত্বাবচ্ছিন্নঃ । তত্র বলিদানবিধৌ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

মাংস তিন প্রকার ; জলচর. স্থলচর ও আকাশচর । এই মাংস যে কোন স্থান হইতে যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত হউক, যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কোনরূপে ঘাতিত হউক, তৎসমুদায়ই দেবতার প্রীতিকর হইবে.সন্দেহ নাই।[৪] দেবতাকে কোন্ মাংস বা কোন্ বস্তু প্রদান করিতে হইবে, তদ্‌বিষয়ে সাধকের ইচ্ছাই বলবতী । যে যে মাংস বা যে যে বস্তু আপনার প্রিয় হইবে, তাহাই ইষ্টদেবতাকে প্রদান করিবে ।[৫] পরন্তু দেবি ! বলিদানের সময়. কেবল পুরুষ পশুই শাস্ত্র-বিহিত হইয়াছে । মহাদেবের আজ্ঞা আছে যে, স্ত্রীপশু কদাপি বলিদান করিবে না (১২৪) ।[৬]

দ্রব্যবিশেষে সুরা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে তৎসেবনে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়, শরীরে কোন পীড়াই থাকে না , এমন কি, তাহা একমাস সেবন করিলে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় হইয়া থাকে। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

(১২৪)—জলচর মাংস.—কূর্ম্ম কর্ক´ট প্রভৃতি। স্থলচর,—ছাগ, মহিষ, শূকর. হরিণ. শশক শজারু. গণ্ডার প্রভৃতি। আকাশচর.—কুক্কুট, তিত্তির. হারীত. কপোত প্রভৃতি। মাংসাশী জন্তু অর্থাৎ ব্যাঘ্র কুম্ভীর কাক প্রভৃতির মাংস ও কৃমী, কীট পতঙ্গাদি অখাদ্য। পরন্তু সাধকের যে মাংস ভোজনে প্রবৃত্তি হইবে, তাহাই দেবতাকে দিবেন। তন্ত্রে আছে যে, 'শক্তিমাংসং ন গৃহ্নীয়াৎ

উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যা শালপাঠীনরোহিতাঃ ॥ ৭ ॥
মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ।
তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যা যদি সুষ্ঠু বিভর্জিতাঃ ॥ ৮ ॥
মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিবিভেদতঃ।
চন্দ্রবিম্বনিভং শুভ্রং শালিতণ্ডুলসম্ভবম্।
যবগোধূমজং বাপি ঘৃতপক্বং মনোরমম্ ॥ ৯ ॥
মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্যা ভৃষ্টধান্যাদিসম্ভবা।
ভর্জিতান্যন্যবীজানি অধমা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥

মধ্যমা ইত্যাদি। তেঽপি বহুকণ্টকা অপি মৎস্যাঃ ॥ ৮ ॥

মুদ্রেত্যাদি। চন্দ্রবিম্বনিভং চন্দ্রমণ্ডলসদৃশং শুভ্রং শ্বেতং শালিতণ্ডুলসম্ভবং শষ্কুল্যাদি ॥ ৯ ॥

মুদ্রেয়মিত্যাদি। ভৃষ্টধান্যাদিসম্ভবা লাজাদি ॥ ১০ ॥

শাল মাছ, বোয়াল মাছ ও রুই মাছ, এই তিন প্রকার মাছই উত্তম প্রশস্ত।[৭] (বাচা, মদ্গুর, তপ্সী প্রভৃতি) অন্যান্য কণ্টকবিহীন মৎস্য মধ্যম; এবং (ইলশ মাছ প্রভৃতি) যে সমুদায় মৎস্যে বহু কণ্টক আছে, তাহা অধম। পরন্তু (ইলিশ খয়রা, বাটা প্রভৃতি) বহুকণ্টক যুক্ত মৎস্যও উত্তমরূপে ভর্জিত হইলে দেবীকে দেওয়া যাইতে পারে।[৮]

মুদ্রাও উত্তম মধ্যম, অধম, এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। শালিতণ্ডুল দ্বারা, যব দ্বারা কিংবা গোধূম দ্বারা প্রস্তুত ঘৃতপক্ক মনোহর ও চন্দ্রবিম্ব-সদৃশ শুভ্র মুদ্রাই উত্তম।[৯] যাহা ভৃষ্টধান্য তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহা (খৈ বা মুড়ি প্রভৃতি) মধ্যম; এবং যাহা অন্য প্রকার শস্য ভাজিয়া প্রস্তুত হয়, তাহা (চিনের বাদাম, মক্কার খৈ, চানাচুর প্রভৃতি) অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে (১২৫)।[১০]

অণ্ডজং জলজং বিনা।' অণ্ডজ ও জলজ জন্তু ব্যতিরেকে অন্য কোন স্ত্রীজাতীয় জন্তুর মাংস গ্রাহ্য নহে। তন্মধ্যেও সমায়াচার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে "ত্যাজ্যা স্ত্রী পক্ষিণাং হংসে ঝষে চ কমঠঃ তথা॥" অর্থাৎ পক্ষীমধ্যে হংস ও জলচর মধ্যে কূর্ম্মের স্ত্রীজাতীয় অগ্রাহ্য।

(১২৫)—কৌলিকার্চ্চনদীপিকায় ধান্য, গোধূম, মুগ, মাষকলাই, যব, চণক, কোদ্রব,

মাংসং মীনশ্চ মুদ্রা চ ফলমূলানি যানি চ ।
সুধাদানে দেবতায়ৈ সংজ্ঞেষাং * শুদ্ধিরীরিতা ॥ ১১ ॥
বিনা শুদ্ধ্যা হেতুদানং পূজনন্তর্পণন্তথা ।
নিষ্ফলং জায়তে দেবি দেবতা ন প্রসীদতি ॥ ১২ ॥
শুদ্ধিং বিনা মদ্যপানং কেবলং বিষভক্ষণম্ ।
চিররোগী ভবেন্মন্ত্রী স্বল্পায়ুর্ম্রিয়তেঽচিরাৎ ॥ ১৩ ॥
শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্বীর্য্যে † প্রবলে কলৌ ।
স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ॥ ১৪ ॥

মাংসমিত্যাদি। দেবতায়ৈ সুধাদানে সুরাসমর্পণে এষাং মাংসাদীনাং শুদ্ধিরিতি সংজ্ঞা ঈরিতা কথিতা ॥ ১১ ॥

মাংসাদীনাং শুদ্ধিসংজ্ঞাবিধানে প্রয়োজনং দর্শয়ন্নাহ, বিনা শুদ্ধ্যেত্যাদি। বিনা শুদ্ধ্যা মাংসাদিকং বিনা হেতুদানং সুরাসমর্পণম্ ॥ ১২ ॥

শুদ্ধিমিত্যাদি। শুদ্ধিং মাংসাদিকম্। অচিরাৎ অত্যল্পমেব কালমতীত্য ॥ ১৩ ॥

শেষতত্ত্বমিত্যাদি। শেষতত্ত্বং মৈথুনম্। নির্বীজে নিস্তেজসি। স্বকীয়া আত্মীয়া শক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

দেবীকে সুধা দান করিবার সময় যে মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, ফল, মূল, প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়, তৎসমুদায়ই ‘শুদ্ধি’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[১১] কোনরূপ শুদ্ধি ব্যতিরেকে দেবীকে সুরাদান করিয়া পূজা করিলে বা তর্পণ করিলে সমুদায়ই নিষ্ফল হয়, এবং তাহাতে দেবতা প্রসন্ন হয়েন না।[১২] শুদ্ধি ব্যতিরেকে সুরাপান করিলে, তাহা বিষ ভক্ষণ করিবার সদৃশ হয়। বিশেষ শুদ্ধি ব্যতিরেকে সুরাপান করিলে, মন্ত্রজ্ঞ সাধক চিররোগী ও স্বল্পায়ু হইয়া অচিরাৎ কালকবলে পতিত হয়েন (১২৬)।[১৩]

---

* সুধাদানৈর্দেবতায়ৈ সংজ্ঞেষাম্ ইতি, সুধাদানে দেবতায়ৈ সর্বেষাং ইতি চ পাঠান্তরম্।

† নির্বীজে ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ।

তিল ও এতজ্জাত পিষ্টকাদি আদ্যমুদ্রারূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভৈরবযামলে মাংস ও মৎস্য ব্যতিরেকে প্রায় যাবতীয় ভক্ষ্যদ্রব্যই মুদ্রা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

(১২৬)—তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে যে,—‘ভোজনান্তে বিষং মদ্যং পানান্তে ভোজনং বিষম্

অথবাত্র স্বয়ম্ভ্বাদি-কুসুমং প্রাণবল্লভে।
কথিতং তৎপ্রতিনিধৌ কুষীদং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫ ॥
অশোধিতানি তত্ত্বানি পত্রপুষ্পফলানি চ *।
নৈব দদ্যান্মহাদেব্যৈ দত্ত্বা বৈ নারকী ভবেৎ ॥ ১৬ ॥
শ্রীপাত্রস্থাপনং কুর্য্যাৎ স্বীয়য়া গুণশীলয়া।
অভিষিঞ্চেৎ কারণেন সামান্যার্ঘ্যোদকেন বা ॥ ১৭ ॥

অথবেত্যাদি। অত্র শেষতত্ত্ববিধৌ। তৎপ্রতিনিধৌ স্বয়ম্ভ্বাদিকুসুম-প্রতিনিধৌ। কুসীদং রক্তচন্দনম্ ॥ ১৫ ॥

অশোধিতানি সুরামাংসাদীনি মহাদেব্যৈ দদতঃ সাধকস্য নরকগামিত্বমাহ. অশোধিতানীত্যাদিনা ॥ ১৬ ॥

শ্রীপাত্রেত্যাদি। স্বীয়য়া শক্ত্যা সহ। অভিষিঞ্চেৎ স্বীয়াং শক্তিমিতি শেষঃ। কারণেন সুরয়া ॥ ১৭ ॥

মহেশ্বরি! প্রবল কলিকালে মানবগণ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবে; সুতরাং তৎকালে শেষতত্ত্ব (মৈথুন) একমাত্র স্বকীয়া পত্নীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহাতে কোন প্রকার দোষ ঘটিবার আশঙ্কা নাই।[১৪] প্রাণবল্লভে! অথবা শেষতত্ত্ব স্থলে আমি যে স্বয়ম্ভুকুসুম প্রভৃতির কথা বলিয়াছি, (তদভাবে) তৎপ্রতিনিধি-স্বরূপ রক্তচন্দন প্রদান করিবে।[১৫] উক্ত পঞ্চতত্ত্ব এবং ফল মূল পত্র প্রভৃতি শোধন না করিয়া কদাচ দেবীকে অর্পণ করিবে না; যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হইবে।[১৬]

গুণশীলা স্বকীয়া পত্নী সমভিব্যাহারে শ্রীপাত্র স্থাপন করিবে; পরন্তু (ঐ পত্নী অনভিষিক্তা হইলে) তাহাকে কারণ দ্বারা অথবা সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা, অভিষেক পূর্ব্বক শোধন করিয়া লইবে।[১৭] শোধনকল্পে উক্ত তাৎকালিক

---

* পত্রপুষ্পাদিকানি চ ইতি বা পঠনীয়ম্।

অমৃতং তদ্বিজানীয়াৎ যৎপানং ভোজনৈঃ সহ॥' অর্থাৎ আহারান্তে মদ্যপান বা শুদ্ধি ব্যতিরেকে কেবল মদ্যপান করিয়া অবশেষে আহার, এই উভয়বিধ মদ্যপানই বিষপান সদৃশ হইয়া থাকে। পরন্তু বিধিমত আহারের সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান করিলে তাহা অমৃতের সদৃশ হয়।

সুরাপানের পর ভক্ষ্যদ্রব্যের দ্বারা মুখ-শোধন হয়, এই নিমিত্ত তাহার নাম শুদ্ধি; কিন্তু দুগ্ধ জল প্রভৃতি পেয় দ্রব্য শুদ্ধি নহে।

আদৌ বালাং সমুচ্চার্য্য ত্রিপুরায়ৈ ততো বদেৎ।
নমঃশব্দাবসানে চ ইমাং শক্তিমুদীরয়েৎ ॥ ১৮ ॥
পবিত্রীকুরুশব্দান্তে মম শক্তিং কুরু দ্বিঠঃ ॥ ১৯ ॥
অদীক্ষিতা যদা নারী কর্ণে মায়াং সমুচ্চরেৎ।
শক্তয়োঽন্যাঃ পূজনীয়া নার্হাস্তাড়নকর্ম্মণি * ॥ ২০ ॥

নন্বু কেন মন্ত্রেণ স্বীয়া শক্তিরভিষেক্তব্যেত্যাকাংক্ষায়াং তদভিষেকমন্ত্রমাহ আদাবিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। আদৌ বালাম্ ঐঁ ক্লীঁ সৌরিতি সমুচ্চার্য্য ততস্ত্রিপুরায়ৈ ইতি বদেৎ। ততস্তদন্তে পঠিতস্য নমঃশব্দস্যাবসানেঽন্তে ইমাং শক্তিমুদীরয়েদুচ্চরেৎ তদন্তে চ পঠিতস্য পবিত্রীকুরুশব্দস্যান্তে মম শক্তিং কুরু ইতি বদেৎ ততো দ্বিঠঃ স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহেতি স্বীয়াভিষেকে মন্ত্রো জ্ঞাতঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

অদীক্ষিতেত্যাদি। মায়াং হ্রীঁ বীজম্। অন্যাঃ তত্রোপবিষ্টাঃ স্বীয়াভিন্নাঃ তাড়নকর্ম্মণি মৈথুনকর্ম্মণি ॥ ২০ ॥

অভিষিঞ্চনের সময় যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা উদ্ধার করিতেছি। প্রথমতঃ, 'ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ' উচ্চারণ করিয়া, পরে 'ত্রিপুরায়ৈ নমঃ' উচ্চারণপূর্ব্বক, 'ইমাং শক্তিং' এই পদ বলিতে হইবে।[১৮] পরে 'পবিত্রীকুরু' এই শব্দের অন্তে 'মম শক্তিং কুরু স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমুদায় পদ যোজনা করিয়া মন্ত্রোদ্ধার হইল যথা. 'ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহা')।[১৯] শক্তি অদীক্ষিতা হইলে তাহার কর্ণে মায়াবীজ (হ্রীঁ) উচ্চারণ করিবে। আর, সেই চক্র স্থলে মৈথুনে অযোগ্য অপরাপর যে সমুদায় শক্তি থাকিবে. তাহাদিগকে (গন্ধ পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা) পূজা করিতে হইবে, (পরন্তু সে শক্তিতে মৈথুন একেবারে নিষিদ্ধ) (১২৭)।[২০]

---

* নাহাস্তাড়েন কর্ম্মণি ইতি, নার্য্যাস্তাড়নকর্ম্মণি ইতি নার্য্যস্তাড়নকর্ম্মণি ইতি চ পাঠান্তরম্।

(১২৭)—প্রধানতঃ নীলক্রম ও চীনক্রম এই দুই ক্রম অনুসারে দেবতার পূজাদি হইয়া থাকে। নীলক্রমের সাধকগণ শক্তি ব্যতিরেকে সাধনা করিতে পারেন। পরন্তু চীনক্রমের

অথাত্মযন্ত্রয়োর্মধ্যে মায়াগর্ব্ভং ত্রিকোণকম্।
বৃত্তং ষট্‌কোণমালিখ্য চতুরস্রং লিখেদ্বহিঃ॥ ২১॥
অস্রকোণে পূর্ণশৈলম্ উড্ডীয়ানন্তথৈব চ।
জালন্ধরং কামরূপং সচতুর্থীনমোঽন্তকম্ *।
নিজনামাদিবীজাঢ্যং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ২২॥

অথেত্যাদি। অথানন্তরমাত্মযন্ত্রয়োরাত্মনো যন্ত্ররাজস্য চ মধ্যে মায়াগর্ব্ভং মায়া হ্রীঁ বীজং গর্ভে যস্যৈবন্তু তং ত্রিকোণকং তদ্বহির্বৃত্তং তদ্বহিশ্চ ষট্‌কোণং মণ্ডলমালিখ্য ততোঽপি বহিশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণং মণ্ডলং লিখেৎ॥ ২১॥
অস্রকোণে ইত্যাদি। ততো নিজনামাদিবীজাঢ্যমাত্মনামসম্বন্ধ্যাদিমাক্ষর-রূপবীজসংযুক্তং সচতুর্থি নমোঽন্তকং সচতুর্থি চতুর্থীসহিতং নমোঽন্তকং নমোঽন্তে যস্য তথাভূতং পূর্ণশৈলম্ উড্ডীয়ানঞ্জালন্ধরং কামরূপঞ্চাস্রকোণে চতুষ্কোণমণ্ডলস্য চতুর্ষু কোণেষু সাধকোত্তমঃ পূজয়েৎ। পূং পূর্ণশৈলায় পীঠায় নম ইত্যনেন প্রথমকোণে পূর্ণশৈলম্। উং উড্ডীয়ানায় পীঠায় নম ইত্যনেন দ্বিতীয়কোণে উড্ডীয়ানম্। জাং জালন্ধরায় পীঠায় নম ইত্যনেন

অনন্তর আপনি ও পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র, এই উভয়ের মধ্যে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, তাহার মধ্যে মায়াবীজ লিখিবে। পরে ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের বাহিরে একটি বৃত্ত ও ষট্‌কোণমণ্ডল লিখিয়া, তাহার বাহিরে আর একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে।[২১] অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ, ঐ চতুষ্কোণ মণ্ডলের চারি কোণে, পূং পূর্ণশৈলায় পীঠায় নমঃ, উং উড্ডীয়ানায় পীঠায় নমঃ, জাং জালন্ধরায় পীঠায় নমঃ, কাং কামরূপায় পীঠায় নমঃ, এই মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ পূর্ব্বক পূর্ণশৈল, উড্ডীয়ান, জালন্ধর ও কামরূপ, এই পীঠচতুষ্টয়ের পূজা

* সচতুর্থি নমোঽন্তকম্ ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ।

সাধকগণ শক্তি ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে পূজা জপ প্রভৃতির সময় যে কোন স্থান হইতেই হউক, যে কোনরূপ একটি শক্তি আনিয়া বামে বা দক্ষিণে বসাইতেই হইবে। তন্মধ্যে ভোগ্যা শক্তি বামে ও পূজ্যা শক্তি দক্ষিণে বসিবেন। দক্ষিণের শক্তির প্রতি কুভাব প্রকাশ করিলে, মাতৃহরণ-জনিত পাপ হইয়া থাকে। পুনশ্চ ভোগ্যা শক্তি দক্ষিণে বা পূজ্যা শক্তিকে বামে কদাচ বসাইতে নাই। শ্রীপাত্র স্থাপনের পূর্ব্বে উপস্থিত শক্তিগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের অনুমতি লইয়া শ্রীপাত্র স্থাপন করিবার বিধি আছে।

ষট্‌কোণেষু ষড়ঙ্গানি মূলেনৈব ত্রিকোণকম্।
মায়ামাধারশক্তিঞ্চ নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৩॥
নমসা ক্ষালিতাধারং সংস্থাপ্য তত্র পূর্ব্ববৎ।
বৃত্তোপরি যজেদ্বহ্নেঃ কলাঃ স্বস্বাদিমাক্ষরৈঃ ॥ ২৪॥

তৃতীয়ে জালন্ধরম্। কাং কামরূপায় পীঠায় নম ইত্যনেন চতুর্থে কামরূপ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ষট্‌কোণেষ্বিত্যাদি। ততঃ ষট্‌কোণমণ্ডলস্য ষটকোণেষু হ্রাঁ নমঃ হ্রীঁ নমঃ হূঁ নমঃ হ্রৈঁ নমঃ হ্রৌঁ নমঃ হ্রঃ নমঃ ইতি মন্ত্রৈঃ ষড়ঙ্গানি ষট্‌কোণাধিষ্ঠাতৃদৈবতানি প্রপূজয়েৎ। মূলেনৈব মন্ত্রেণ ত্রিকোণকং ত্রিকোণাধিষ্ঠাতৃদৈবতং প্রপূজয়েৎ। মায়ামিত্যাদি। পূর্ব্বং মায়াং হ্রীঁ বীজং ততো নমোঽন্তেন নম সান্তেন সহাধারশক্তিঞ্চ বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ আধারশক্ত্যৈ নম ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ মণ্ডলে আধার-দেবতাং পূজয়েৎ।২৩।

নমসেত্যাদি। ততো নমসা নমোমন্ত্রেণ ক্ষালিতমাধারং পূর্ব্ববৎ কলসস্থাপনে ইব তত্র মণ্ডলে সংস্থাপ্য বৃত্তোপরি বর্ত্তুলমণ্ডলোপরি সংস্থাপিতাধারে বহ্নেঃ কলাঃ যজেৎ। বহ্নের্যাঃ কলাঃ যজেত্তা আহ। ধূম্রাদ্যা দশকলাঃ পূজ্যাঃ। যথা ধূং ধূম্রায়ৈ নম ইতি ধূম্রা অং অর্চ্চিষে নম ইত্যনেনার্চ্চিঃ ...

করিবেন।২২ পরে ষট্‌কোণ মণ্ডলের ছয় কোণে, হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হূঁ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রৈঁ কবচায় হূঁ কবচাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই ছয়টি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। পরে মূলমন্ত্রদ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডলের পূজা করিয়া 'হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, আধারশক্তির পূজা করিবে।২৩ অনন্তর 'নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, পূর্ব্বের ন্যায় সেই মণ্ডলের উপরিভাগে প্রক্ষালিত আধার সংস্থাপন করিয়া, স্ব স্ব নামের আদি অক্ষরে বিন্দু যোগ করিয়া সেই সেই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক, সেই আধারে বহ্নির দশকলা পূজা করিবে।২৪ (দশকলার নাম যথা—)

ধূম্রার্চ্চিজ্বলিনী সূক্ষ্মা জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহা তথা ॥ ২৫ ॥
সচতুর্থীনমোঽন্তেন পূজ্যা বহ্নেঃ কলা দশ ॥ ২৬ ॥
মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি দশান্তে চ কলাত্মনে।
অবসানে নমো দত্ত্বা পূজয়েদ্বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ২৭ ॥
ততোঽর্ঘ্যপাত্রমানীয় ফট্কারেণ বিশোধিতম্।
আধারে স্থাপয়িত্বা তু কলাঃ সূর্য্যস্য দ্বাদশ।
কভাদিবর্ণবীজেন ঠডান্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥

জ্বলিন্যৈ নম ইতি জ্বলিনী সূং সূক্ষ্মায়ৈ নম ইত্যনেন সূক্ষ্মা জাং জ্বালিন্যৈ নম ইত্যনেন জ্বালিনী বিং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নম ইতি বিস্ফুলিঙ্গিনী সুং সুশ্রিয়ৈ নম ইতি সুশ্রীঃ সুং সুরূপায়ৈ নম ইত্যনেন সুরূপা কং কপিলায়ৈ নম ইতি কপিলা হং হব্যকব্যবহায়ৈ নম ইত্যনেন হব্যকব্যবহা পূজ্যেতি ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

মমিত্যাদি। পূর্ব্বং মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি দত্ত্বা ততো দশান্তে কলাত্মনে ইতি দত্ত্বা অবসানে তদন্তে চ নমো দত্ত্বা বহ্নিমণ্ডলং পূজয়েৎ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নম ইতি মন্ত্রেণাধারে বহ্নিমণ্ডলমর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং ফট্কারেণ ফটা মন্ত্রেণ বিশোধিতমর্ঘ্যপাত্রমানীয় আধারে স্থাপয়িত্বা তত্র সূর্য্যস্য দ্বাদশ কলাঃ সানুস্বারেন ঠডান্তেন ঠডৌ

অর্চ্চিঃ, জ্বলিনী, সূক্ষ্মা, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকব্যবহা।২৫ এই সমুদায় শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া, অন্তে নমঃ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক বহ্নির উক্ত দশ কলা পূজা করিতে হইবে (১২৮)।২৬ অনন্তর 'মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে (অর্ঘ্যপাত্রাসনায়) নমঃ,' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ আধারেই বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে।২৭ অনন্তর ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক বিশোধিত অর্ঘ্যপাত্র লইয়া আধারে স্থাপন করিয়া, কভ হইতে ঠড পর্য্যন্ত (দ্বাদশ) বর্ণ-বীজ পূর্ব্বে উচ্চারণ পূর্ব্বক সূর্য্যের দ্বাদশ কলার পূজা করিবে।২৮ (দ্বাদশ কলার নাম যথা—) তপিনী, তাপিনী,

---

(১২৮)—টীকাকারের মতে প্রয়োগ যথা। ধূং ধূম্রায়ৈ নমঃ, অং অর্চ্চিষে নমঃ, জ্বং জ্বলিন্যৈ নমঃ, সূং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, জ্বাং জ্বালিন্যৈ নমঃ, বিং বিস্ফ লিঙ্গিন্যৈ নমঃ, সুং সুশ্রিয়ৈ নমঃ, সুং

তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচির্জ্বালিনী রুচিঃ ।
সুধূম্রা ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা ॥ ২৯ ॥
অং সূর্য্যমণ্ডলায়েতি দ্বাদশান্তে কলাত্মনে ।
নমোঽন্তেনার্ঘ্যপাত্রে তু পূজয়েৎ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ৩০ ॥

অন্তৌ যস্য কভাদিবর্ণবীজস্য তৎ ঠডান্তং তেন কভাদিবর্ণবীজেন কাদি ঠা বর্ণরূপেণ বীজেন সহিতেন সচতুর্থীনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥

যাঃ সূর্য্যকলাঃ প্রপূজয়েত্তা আহ, তপিনীত্যাদ্যেকেন। যথা। কং ভ তপিন্যৈ নম ইতি তপিনীং খং বং তাপিন্যৈ নম ইতি তাপিনীং গং ফ ধূম্রায়ৈ নম ইতি ধূম্রাং ঘং পং মরীচ্যৈ নম ইতি মরীচিং ঙং নং জ্বালিন্যৈ নম ইতি জ্বালিনীং চং ধং রুচয়ে নম ইতি রুচিং ছং দং সুধূম্রায়ৈ নম ইতি সুধূম্রাং জং থং ভোগদায়ৈ নম ইতি ভোগদাং ঝং তং বিশ্বায়ৈ নম ইতি বিশ্বাং ঞং ণং বোধিন্যৈ নম ইতি বোধিনীং টং ঢং ধারিণ্যৈ নম ইতি ধারিণীং ঠং ডং ক্ষমায়ৈ নম ইতি ক্ষমাং প্রপূজয়েদিতি ॥ ২৯ ॥

অমিত্যাদি। পূর্ব্বম্ অং সূর্য্যমণ্ডলায়েত্যুক্ত্বা ততো দ্বাদশান্তে কলাত্মনে ইতি বদেৎ। যোজনয়া। অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে ইতি আসীৎ। নমোঽন্তেন তেন মন্ত্রোণার্ঘ্যপাত্রে সূর্য্যমণ্ডলং পূজয়েৎ ॥ ৩০ ॥

বিলোমেত্যাদি। ততো মন্ত্রী সাধকস্তদ্বৎ কলশপূরণে ইব বিলোমমাতৃক

ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুধূম্রা, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা (১২৯)।[২৯] অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রে, 'অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে (অর্ঘ্য পাত্রায়) নমঃ,' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিবে।[৩০]

স্বরূপায়ৈ নমঃ, কং কপিলায়ৈ নমঃ, হং হব্যকব্যবহায়ৈ নমঃ। অস্মদ্দেশ-প্রচলিত প্রয়োগ যং এতে গন্ধপুষ্পে যং ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ। এইরূপ রং উষ্মায়ৈ। লং জ্বলিন্যৈ। বং জ্বালিন্যৈ। শং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ। ষং সুশ্রিয়ৈ। সং স্বরূপায়ৈ। হং কপিলায়ৈ। লং হব্যবহায়ৈ। ক্ষং কব্যবহায়ৈ। সর্ব্বত্র অন্তে 'নমঃ' দিতে হইবে।

(১২৯)—প্রয়োগ যথা। কং ভং তপিন্যৈ নমঃ, খং বং তাপিন্যৈ নমঃ, গং ফং ধূম্রায়ৈ নমঃ, ঘং পং মরীচ্যৈ নমঃ, ঙং নং জ্বালিন্যৈ নমঃ, চং ধং রুচ্যৈ নমঃ, ছং দং সুধূম্রায়ৈ নমঃ, জং থং ভোগদায়ৈ নমঃ, ঝং তং বিশ্বায়ৈ নমঃ, ঞং ণং বোধিন্যৈ নমঃ, টং ঢং ধারিণ্যৈ নমঃ, ঠং ডং ক্ষমায়ৈ নমঃ।

বিলোমমাতৃকাং তদ্বৎ মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
ত্রিভাগং পূরয়েন্মন্ত্রী কলশস্থেন হেতুনা ॥ ৩১ ॥
বিশেষার্ঘ্যজলৈঃ শেষং পূরয়িত্বা সমাহিতঃ।
ষোড়শস্বরবীজেন নামমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
সচতুর্থীনমোঽন্তেন কলাঃ সোমস্য ষোড়শ ॥ ৩২ ॥
অমৃতা মানদা পূষা * তুষ্টিঃ পুষ্টীরতির্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তি-র্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণা পূর্ণামৃতা কাম-দায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ ॥ ৩৩ ॥

সানুস্বারান্ ক্ষকারাদীনকারান্তান্ বর্ণান্ সমুচ্চরন্ তেষামন্তে মূলমন্ত্রঞ্চ সমুচ্চরন্ সন্ কলশস্থেন হেতুনা সুরয়ার্ঘ্যপাত্রস্য ত্রিভাগং পূরয়েৎ ॥ ৩১ ॥

বিশেষেত্যাদি। সমাহিতঃ সাবধানঃ সন্নর্ঘ্যপাত্রস্য শেষঞ্চতুর্থং ভাগং বিশেষার্ঘ্যজলৈঃ পূরয়িত্বা সানুস্বারেণ ষোড়শস্বরবীজেন সহিতেন সচতুর্থীনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ সোমস্য ষোড়শকলাঃ অর্ঘপাত্রস্য তোয়ে পূজয়েৎ ॥ ৩২ ॥

যাঃ সোমকলাঃ পূজয়েত্তা আহ, অমৃতেত্যাদিনা সার্দ্ধেন। যথা। অং অমৃতায়ৈ নম ইত্যমৃতাম্ আং মানদায়ৈ নম ইতি মানদাম্ ইং পূষায়ৈ নম ইতি

পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, মূলমন্ত্রান্তে ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত (বিন্দুযুক্ত) বিলোমমাতৃকা বর্ণ পাঠ পূর্ব্বক কলশস্থ সুধা দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রের তিন ভাগ পূরণ করিবে। অনন্তর সমাহিত চিত্তে বিশেষার্ঘ্যের জল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রের শেষাংশ পূরণ করিবে। পরে ষোলটি স্বরের অন্তে বিন্দুযোগ পূর্ব্বক তদন্তে চতুর্থ্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া, অন্তে নমঃ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক চন্দ্রের ষোড়শ কলা পূজা করিবে।৩২ (ষোড়শ কলার নাম যথা—) অমৃতা, মানদা. পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা, পূর্ণামৃতা ; এই ষোড়শ কলা কামদায়িনী (১৩০)।৩৩

---

(১৩০)—প্রয়োগ যথা। অং অমৃতায়ৈ নমঃ, আং মানদায়ৈ নমঃ, ইং পূষায়ৈ নমঃ, ঈং তুষ্ট্যৈ নমঃ, উং পুষ্ট্যৈ নমঃ, ঊং রত্যৈ নমঃ, ঋং ধৃত্যৈ নমঃ,ৠং শশিন্যৈ নমঃ. ৯ং চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ. ৡং কান্ত্যৈ নমঃ, এং জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃঃ, ঐং শ্রীয়ৈ নমঃ, ওং প্রীত্যৈ নমঃ, ঔং অঙ্গদায়ৈ নমঃ, অং পূর্ণায়ৈ নমঃ, অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ।

ওঁ সোমমণ্ডলায়েতি ষোড়শান্তে কলাত্মনে।
নমোঽন্তেন যজেন্মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ সোমমণ্ডলম্ ॥ ৩৪ ॥

পূজাম্ ঈং তুষ্টয়ে নম ইতি তুষ্টিম্ উং পুষ্টয়ে নম ইতি পুষ্টিম্ উং রতয়ে নম ইতি রতিম্ ঋং ধৃতয়ে নম ইতি ধৃতিম্ ৠং শশিন্যৈ নম ইতি শশিনীম্ ৯ং চন্দ্রিকায়ৈ নম ইতি চন্দ্রিকাম্ ৡং কান্তয়ে নম ইতি কান্তিম্ এং জ্যোৎস্নায়ৈ নম ইতি জ্যোৎস্নাং ঐং শ্রিয়ৈ নম ইতি শ্রিয়ম্ ওং প্রীতয়ে নম ইতি প্রীতিম্ ঔং অঙ্গদায়ৈ নম ইত্যঙ্গদাম্ অং পূর্ণায়ৈ নম ইতি পূর্ণাম্ অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ নম ইত্যনেন পূর্ণামৃতাং পূজয়েদিতি ॥ ৩' ॥

উমিত্যাদি। পূর্ব্বম্ উং সোমমণ্ডলায়েত্যুক্ত্বা ততঃ ষোড়শান্তে কলাত্মনে ইতি বদেৎ। যোজনয়া। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে ইত্যাসীৎ। নমোঽন্তেনানেন মন্ত্রেণ মন্ত্রী সাধকঃ পূর্ব্ববৎ কলশতোয় ইবার্ঘ্যপাত্রতোয়ে সোমমণ্ডলং যজেৎ ॥ ৩৪ ॥

পরে ঐ অর্ঘ্যপাত্রের জলে 'উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ,' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সোমমণ্ডলের পূজা করিবে।৩৪ তৎপরে দূর্ব্বা, অক্ষত, রক্তপুষ্প বর্ব্বরাপুষ্প বা পত্র অপরাজিতা-পুষ্প এই সমুদায়(১৩১),হ্রীঁ এই মন্ত্রদ্বারা শ্রীপাত্রে স্থাপিত করিয়া, ('ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা

---

(১৩১)—তন্ত্রান্তরে গন্ধ, পুষ্প, (বিল্বপত্র), অক্ষত, যব, তিল, সর্ষপ (শ্বেতসর্ষপ), দূর্ব্বা ও কুশাগ্র এই অষ্টদ্রব্য অর্ঘ্যে দিবার বিধান আছে। স্থান বিশেষে কুশের পরিবর্ত্তে ফল দিবার বিধিও দৃষ্ট হয়। পরন্তু শক্তি বিষয়ে একটি উত্তম অর্ঘ্যপারিপাট্যের নিয়ম এই যে— "গুরোঃশীর্ষে পদং দত্ত্বা ভগিন্যাঃ স্তনমর্দ্দনম্। মাতৃযোনৌ ক্ষিপেল্লিঙ্গং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

এ স্থলে গুরোঃশীর্ষ শব্দে পদ্ম (সহস্রদলপদ্ম)। পদ=জবাপুষ্প। ভগিনীর স্তন=বিল্বপত্র। মর্দ্দন =রক্তচন্দন লেপন। মাতৃযোনি=অপরাজিতা বা দ্রোণ পুষ্প। লিঙ্গ=করবীর পুষ্প বা ওড্রপুষ্প। প্রথমতঃ একটি পদ্মের উপরি একটি জবা পুষ্প দিয়া, রক্তচন্দন মাখাইয়া একটি বিল্বপত্র তদুপরি স্থাপন করিবে। অনন্তর রক্তচন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা বা কেবল রক্তচন্দন দ্বারা অপরাজিতা বা দ্রোণ পুষ্পের গর্ভে একটি ত্রিকোণ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া, এবং করবীর বা ওড্র পুষ্পের বৃন্তভাগে শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবাঙ্কিত করিয়া ঐ পুষ্প দ্বয়ের (অপরাজিতার গর্ভস্থ ত্রিকোণে করবীরের শিবাঙ্কিত বৃন্ত) সংযোগ পূর্ব্বক তদুপরি স্থাপিত করিবে। বলা বাহুল্য উপস্থিত মত অন্যান্য অর্ঘ্যদ্রব্য ইহাতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ অর্ঘ্য দেবতাকে দিলে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

দূর্ব্বাক্ষতং রক্তপুষ্পং বর্ব্বরামপরাজিতাম্।
মায়য়া প্রক্ষিপেৎ পাত্রে তীর্থমাবাহয়েদপি ॥ ৩৫ ॥
কবচেনাবগুণ্ঠ্যাস্ত্র-মুদ্রয়া রক্ষণঞ্চরেৎ।
ধেন্বা চৈবামৃতীকৃত্য ছাদয়েন্মৎস্যমুদ্রয়া ॥ ৩৬ ॥
মূলং সঞ্জপ্য দশধা দেবতাবাহনঞ্চরেৎ।
আবাহ্য পুষ্পাঞ্জলিনা পূজয়েদিষ্টদেবতাম্।
অখণ্ডাদ্যৈঃ পঞ্চমন্ত্রৈ-র্মন্ত্রয়েত্তদনন্তরম্ ॥৩৭ ॥

দূর্ব্বেত্যাদি। ততো দূর্ব্বয়া সহিতানক্ষতান্ রক্তং পুষ্পং বর্ব্বরাং বর্ব্বরা-পত্রমপরাজিতাঞ্চ পুষ্পং মায়য়া হ্রীঁবীজেন পাত্রে প্রক্ষিপেৎ। তত্রৈব তীর্থ-মপ্যাবাহয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

কবচেনেত্যাদি। ততঃ কবচেন হুঁ বীজেনাবগুণ্ঠ্যাবগুণ্ঠনমুদ্রয়ার্ঘ্যপাত্রস্থং সুধাতোয়ং বেষ্টয়িত্বাঽস্ত্রমুদ্রয়া তস্যৈব রক্ষণঞ্চরেৎ কুর্য্যাৎ। ধেন্বা মুদ্রয়া চ তদেবামৃতীকৃত্য মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদয়েৎ॥ ৩৬ ॥

মূলমিত্যাদি। ততোঽর্ঘ্যপাত্রস্থসুধাতোয়স্যোপরি মূলং মন্ত্রং দশধা দশ-বারঃ সংজপ্য তত্রৈব দেবতাবাহনঞ্চরেৎ। ইষ্টদেবতামাবাহ্য চ পুষ্পাঞ্জলিনা পূজয়েৎ। তদনন্তরমখণ্ডাদ্যৈঃ পঞ্চমন্ত্রৈস্তদেব সুধাতোয়ং মন্ত্রয়েৎ মন্ত্রিতং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

তানেবাখণ্ডাদীন্ পঞ্চ মন্ত্রান্ ক্রমতো দর্শয়তি, অখণ্ডৈকেত্যাদি। হে কুল-

তীর্থ অবাহন করিবে।৩৫ পরে হুঁ এই বীজ পাঠ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা অর্ঘ্য-পাত্রস্থ সুরা অবগুণ্ঠিত করিয়া, ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় দ্বারা রক্ষা করিবে। পরে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, উহা মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।৩৬ এবং উক্ত মুদ্রায় সেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ সুরার উপরি দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, পরে আবাহনী প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাতে ইষ্টদেবতার আবাহন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে 'অখণ্ডৈক-রসানন্দ' প্রভৃতি পঞ্চমন্ত্র দ্বারা সুধা অভিমন্ত্রিত করিবে।৩৭ (পাঁচটি মন্ত্রের অর্থ যথা—) হে কুলরূপিণি!—ব্রহ্মময়ী! এই শ্রীপাত্রস্থিত পরসুধাময় বস্তু, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ঘনীভূত সান্দ্র আনন্দের আকর। তুমি ইহাতে পুনশ্চ

অখণ্ডৈকরসানন্দা-করে পরসুধাত্মনি *।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহি কুলরূপিণি † ॥ ৩৮ ॥
অনঙ্গস্থামৃতাকারে‡ শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥ ৩৯ ॥
তদ্রূপেণৈকরস্যঞ্চ ‖ কৃত্বার্ঘ্যং তৎস্বরূপিণি।
ভূত্বা কুলামৃতাকারং§ ময়ি বিস্ফুরণং কুরু ॥ ৪০ ॥

রূপিণি অখণ্ডৈকরসানন্দাকরে পূর্ণপ্রধানানুরাগানন্দজনকে পরসুধাত্মনি শ্রেষ্ঠ-সুরাস্বরূপেঽত্র বস্তুনি স্বচ্ছন্দস্ফুরণাং স্বতন্ত্রাং বিস্ফূর্ত্তিং নিধেহি স্থাপয়। গুণে রাগে দ্রবে রস ইত্যমরঃ ॥ ৩৮ ॥

অনঙ্গেত্যাদি। হে অনঙ্গস্থামৃতাকারে কামস্থামৃতস্বরূপে হে শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে শুদ্ধজ্ঞানরূপশরীরে ত্বং ক্লিন্নরূপিণি স্তিমিতরূপিণ্যস্মিন্ সুরারূপে বস্তুনি অমৃতত্বং নিধেহি স্থাপয় ॥ ৩৯ ॥

তদ্রূপেণেত্যাদি। হে তৎস্বরূপিণি তত্তৎস্বরূপশালিনি ত্বং তদ্রূপেণ প্রধান-মাধুর্য্যরসরূপেণার্ঘ্যমর্চ্চার্থং মদ্যমৈকরস্যং প্রধানমাধুর্য্যরসবিশিষ্টং কৃত্বা কুলা-মৃতাকারং সুরারূপং বস্তু চ ভূত্বা ময়ি বিস্ফুরণং বিস্ফূর্ত্তিং কুরু ॥ ৪০ ॥

স্বতন্ত্ররূপে পূর্ণানন্দের (বা সহজানন্দের) স্ফূর্ত্তি নিহিত কর।৩৮ বিশুদ্ধজ্ঞান-ময়ি! এই ক্লিন্নরূপ বস্তু এক্ষণে কামপরতন্ত্র বা ভোগনিরত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অমৃতস্বরূপ (অর্থাৎ সচরাচর ইহা বিষয়ী ব্যক্তিদিগের কামনা বা ভোগ-বাসনার উত্তেজক কারণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে); তথাপি তুমি ইহাতে ব্রহ্মানন্দরূপ পরম অমৃত (বা মোক্ষপদ) নিহিত কর।" মাতঃ! তুমি তৎস্বরূপিণী অর্থাৎ "তৎ ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত তৎপদবাচ্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপা। তুমি তদ্রূপে অর্থাৎ পরমব্রহ্মরূপে

---

* রসানন্দকলেবরসুধাত্মনি ইতি বহুতন্ত্রসম্মতঃ পাঠঃ।

† নিধেহ্যকুলরূপিণি ইতি তন্ত্রান্তরপাঠঃ

‡ অকুলস্থামৃতাকারে ইতি পাঠমপি সমীচীনম্।

‖ তদ্রূপিণ্যেকরস্যঞ্চ কৃত্বা হ্যেতৎ-স্বরূপিণি ইতি চ পাঠঃ।

§ ভূত্বা পরামৃতাকারং ইতি পাঠান্তরম্। ময়ি ইত্যত্র অপি ইতি অয়ি ইতি চ পাঠো দৃশ্যতে।

ব্রহ্মাণ্ডরসসম্ভূতম্ অশেষরসসম্ভবম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ॥ ৪১॥
অহন্তাপাত্রভরিতম্ ইদন্তাপরমামৃতম্।
পরাহন্তাময়ে বহ্নৌ হোমস্বীকারলক্ষণম্॥ ৪২॥
ইত্যামন্ত্র্য ততস্তস্মিন্ শিবয়োঃ সামরস্যকম্।
বিভাব্য পূজয়েদ্ধূপ-দীপাবপি চ দর্শয়েৎ॥ ৪৩॥

ব্রহ্মাণ্ডেত্যাদি। হে দেবি স্বয়া পূরিতং মহাপাত্রং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডরসসম্ভূতং ব্রহ্মাণ্ডে যে রসাস্তেভ্যঃ সঞ্জাতমতএবাশেষরসসম্ভবম্ অশেষস্য সর্ব্বস্য রসস্য সম্ভবো যত্র তথাভূতং পীযূষরসমাবহানয়॥ ৪১॥

অহন্তেত্যাদি। অহন্তাঽহম্ভাবঃ তদ্রূপে পাত্রে ভরিতং ধারিতং যদিদন্তা-পরমামৃতম্ ইদন্তা মদীয়মিদং মদীয়মিদমিত্যেতদ্ভাবঃ তদ্রূপং যৎ পরমমমৃতং তস্য পরাহন্তাময়ে পরা যাঽহন্তা অহন্তাবস্তদ্রূপে বহ্নৌ হোমস্বীকারলক্ষণং কুর্য্যাৎ। অহন্তারূপপাত্রসহিতং তৎস্থাপিতেদন্তারূপপরমামৃতং পরাহন্তারূপে বহ্নৌ জুহুয়াদিত্যর্থঃ॥ ৪২॥

ইত্যামন্ত্র্যেত্যাদি। ইতি এতৈঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈর্দ্যমামন্ত্র্য ততোঽনন্তরং তস্মি-ন্মদ্যে শিবয়োঃ শিবায়াঃ শিবস্য চ সামরস্যমৈকরস্যং বিভাব্য বিচিন্ত্য তন্মদ্যং পূজয়েৎ। তস্যোপরি ধূপদীপাবপি চ দর্শয়েৎ॥ ৪৩॥

এই অর্ঘ্য একরস অর্থাৎ স্বাভিন্ন করিয়া স্বয়ং এই কুলামৃত স্বরূপা হইয়া আমাতেও উক্ত ব্রহ্মানন্দের স্ফুরণ কর।[৪০] এই মহাপাত্রস্থিত অমৃত, ব্রহ্মাণ্ডের সারাংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; সুতরাং ইহা মধুর তিক্ত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রসের আকর। এক্ষণে ইহাতে ব্রহ্মানন্দময় পরম পীযূষরস প্রবাহিত কর।[৪১] অহংভাবরূপ পাত্রে পরিপূরিত ইদংশব্দবাচ্য দৃশ্যমান জগৎরূপ পরম অমৃত, পরম অহঙ্কাররূপ বস্তুতে অর্থাৎ 'নিত্যোঽহং নিরঞ্জনোঽহং' ইত্যাকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছি।[৪২] এই পঞ্চমন্ত্র দ্বারা সুরা অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে শিবশক্তির সামরস্য অর্থাৎ একীভাব চিন্তা পূর্ব্বক পূজা করিয়া ধূপ দীপ প্রদর্শন করিবে।[৪৩]

দেবি! কুলপূজা বিষয়ে যেরূপে শ্রীপাত্র সংস্কার করিতে হইবে, তাহা এই

ইতি শ্রীপাত্রসংস্কারঃ কথিতঃ কুলপূজনে।
অকৃত্বা পাপভাঙ্‌মন্ত্রী পূজা চ* বিফলা ভবেৎ ॥ ৪৪॥
ঘটশ্রীপাত্রয়োর্ম্মধ্যে পাত্রাণি স্থাপয়েদ্বুধঃ।
গুরুপাত্রং ভোগপাত্রং শক্তিপাত্রমতঃ পরম্ ॥ ৪৫॥
যোগিনীবীরপাত্রে চ বলিপাত্রং ততঃ পরম্।
পাদ্যাচমনয়োঃ পাত্রং শ্রীপাত্রেণ নব ক্রমাৎ।
সামান্যার্ঘ্যস্য বিধিনা পাত্রানাং স্থাপনঞ্চরেৎ ॥ ৪৬॥
কলসস্থামৃতেনৈব ত্রিভাগং পরিপূর্য্য চ।
মাষপ্রমাণং পাত্রেষু শুদ্ধিখণ্ডং নিযোজয়েৎ ॥ ৪৭॥

ইতীত্যাদি। অকৃত্বা শ্রীপাত্রসংস্কারমিতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥
ঘটেত্যাদি। নন্থ ঘটশ্রীপাত্রয়োর্মধ্যে কিং কিং পাত্রং স্থাপয়েৎ তত্রাহ, গু-
পাত্রমিত্যাদি ॥ ৪৫ ॥
যোগিনীত্যাদি। শ্রীপাত্রেণ সহ নব পাত্রাণি ক্রমাৎ স্থাপয়েৎ। নন্থ কে
বিধিনা পাত্রাণি স্থাপয়েৎ তত্রাহ, সামান্যার্ঘ্যস্যেত্যাদি ॥ ৪৬ ॥
কলশস্থেত্যাদি। কলশস্থামৃতেনৈব তেষাং পাত্রাণাং ত্রিভাগং পরিপূ
মাষপ্রমাণং শুদ্ধিখণ্ডং মাংসাদিখণ্ডং পাত্রেষু নিযোজয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

তোমার নিকট কহিলাম। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি এইরূপে সংস্কার না করে, তা
হইলে পাপভাগী হইবে এবং তাহার সেই পূজাও নিষ্ফল হইবে।[৪৪] (এ
রূপে শ্রীপাত্র স্থাপনের পর) সাধক ঘট এবং শ্রীপাত্রের মধ্যস্থলে অন্য
পাত্র স্থাপন করিবেন (১৩২)। (ঘটসন্নিধানে প্রথমতঃ) গুরুপাত্র, পরে ভোগপাত্র
তৎপরে শক্তিপাত্র[৪৫] এবং ক্রমশঃ যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, পাদ্যপা
ও আচমনীয় পাত্র, এই অষ্ট পাত্র সামান্যার্ঘ্য স্থাপনের বিধি অনুসারে স্থাপ
করিবে। (ক্রমশঃ এই রূপে স্থাপন করিলে) শ্রীপাত্র লইয়া সমুদায়ে নবপা
হইবে।[৪৬]
(সামান্যার্ঘ্য স্থাপনের বিধান মধ্যে ইহাতে বিশেষ এই যে) উক্ত পাত্র সমুদায়ে

---

* পূজাপি ইতি বা পাঠঃ

(১৩২)—অন্যান্য তন্ত্রে, শ্রীপাত্র স্থাপনের পর দেবতা বোধে তাহাতে পুষ্পাঞ্জলির দা

বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাম্ অমৃতং পাত্রসংস্থিতম্।
গৃহীত্বা শুদ্ধিখণ্ডেন দক্ষয়া তত্ত্বমুদ্রয়া।
সর্ব্বত্র তর্পণং কুর্য্যাৎ বিধিরেষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪৮॥
শ্রীপাত্রাৎ পরমং বিন্দুং গৃহীত্বা শুদ্ধিসংযুতম্।
আনন্দভৈরবং দেবং ভৈরবীঞ্চ প্রতর্পয়েৎ॥ ৪৯॥

বামেত্যাদি। বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং দক্ষয়া চ তত্ত্বমুদ্রয়া শুদ্ধিখণ্ডেন সহিতং পাত্রসংস্থিতমমৃতং গৃহীত্বা সর্ব্বত্র তর্পণং কুর্য্যাৎ। সর্ব্বত্র তর্পণে এষ বিধিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ৪৮॥

শ্রীপাত্রাদিত্যাদি। শ্রীপাত্রাচ্ছুদ্ধিসংযুতং পরমং বিন্দুং গৃহীত্বা হসক্ষমলবরযূঁ আনন্দভৈরবায় বষট্ আনন্দভৈরবং তর্পয়ামি নম ইত্যনেনানন্দভৈরবং দেবং সহক্ষমলবরযীঁ আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট্ আনন্দভৈরবীং তর্পয়ামি স্বাহেত্যনেনানন্দভৈরবীঞ্চ প্রতর্পয়েৎ॥ ৪০॥

প্রত্যেকের তিন অংশ কলশস্থিত সুধা দ্বারা (ও অবশিষ্টাংশ সামান্যার্ঘ্য বারি দ্বারা) পূরিত করিয়া ঐ সমুদায় পাত্রে মাষকলায়-প্রমাণ শুদ্ধিখণ্ড নিক্ষেপ করিবে।[৪৭] অনন্তর বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা যথোক্ত পাত্র-সংস্থিত অমৃত ও দক্ষিণ হস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা শুদ্ধিখণ্ড গ্রহণ করিয়া তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণ বিষয়ে সকল স্থলেই এইরূপ বিধি।[৪৮] (কোন্ পাত্র হইতে কোন্ দেবতার তর্পণ করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে) প্রথমতঃ শ্রীপাত্র হইতে (বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা) একবিন্দু সুধা লইয়া এবং (দক্ষিণ হস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা) কিঞ্চিৎ শুদ্ধিগ্রহণ করিয়া (হসক্ষমলবরযূঁ আনন্দভৈরবায় বষট্ আনন্দভৈরবং তর্পয়ামি নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা) আনন্দভৈরবের তর্পণ করিবে এবং (সহক্ষমলবরযীঁ আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট্ আনন্দভৈরবীং তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্র দ্বারা) আনন্দভৈরবীর তর্পণ করিবে।[৪৯] অনন্তর গুরুপাত্রস্থ অমৃত গ্রহণ করিয়া গুরুপরম্পরার তর্পণ করিবে। প্রথমতঃ ব্রহ্মরন্ধ্র-

---

ইহার পরে—"দেবি আজ্ঞাপয় গুরুপাত্রক্রমেণ পাত্রাণি স্থাপয়ামি" এই প্রশ্নের উত্তরে "স্থাপয়" এই রূপ অনুমতিলাভ চিন্তাপূর্ব্বক অন্যান্য পাত্র স্থাপনের দৃবিধান ষ্ট হয়।

গুরুপাত্রামৃতেনৈব তর্পয়েদ্‌গুরুসন্ততিম্ ।
সহস্রারে নিজগুরুং সপত্নীকং প্রতর্প্য চ ।
বাগ্‌ভবাদ্যস্বস্বনাম্না * তদ্বদ্‌গুরুচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০ ॥
ততঃ † স্বহৃদয়াম্ভোজে ভোগপাত্রামৃতেন চ ।
আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি নিজবীজপুরঃসরম্ ॥ ৫১ ॥

গুর্ব্বিত্যাদি। গুরুপাত্রামৃতেনৈব গুরুসন্ততিং গুরুসমূহং তর্পয়েৎ। ক… কেন মন্ত্রেণ কুত্র বা স্থানে গুরুসন্ততিং তর্পয়েত্তত্রাহ, সহস্রারে ইত্যাদি। সহ… স্রারে পদ্মে সপত্নীকং নিজগুরুং প্রতর্প্য বাগ্‌ভবম্ ঐঁবীজমাদ্যং যস্য তথাভূতে… স্বস্বনাম্না নিজগুরুণা সহ গুরুচতুষ্টয়ং তদ্বন্নিজগুরুবৎ প্রতর্পয়েৎ। যথা। ঐঁ সপত্নীকমমুকানন্দনাথং শ্রীগুরুং তর্পয়ামি নম ইত্যনেন নিজগুরুম্ ঐঁ সপত্নীকং পরমগুরুন্তর্পয়ামি নম ইতি পরমগুরুম্ ঐঁ সপত্নীকং পরাপরগুরুন্তর্পয়ামি নম ইতি পরাপরগুরুম্ ঐঁ সপত্নীকং পরমেষ্ঠিগুরুন্তর্পয়ামি নম ইতি পরমেষ্ঠিগুরুম্ প্রতর্পয়েদিতি ॥৫০॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং নিজবীজপুরঃসরং যথা স্যাত্তথা স্বাহান্তে… স্বাহারূপেণান্তেন সহাদ্যাং কালীন্তর্পয়ামীত্যুচ্চরন্মন্ত্রী সাধকো ভোগপাত্রামৃতে… স্বহৃদয়াম্ভোজে ইষ্টদেবতাং ত্রিধা ত্রিবারন্তর্পয়েৎ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা…

…স্থিত সহস্রদল কমলে পত্নীর সহিত নিজগুরুর তর্পণ করিয়া, পরে পরমগুরু, পরা-পরগুরু ও পরমেষ্ঠী গুরুর তর্পণ করিবে ; এই গুরুচতুষ্টয়ের তর্পণ করিবার সময় অগ্রে ঐঁ এই বীজ পশ্চাৎ গুরুচতুষ্টয়ের নাম উল্লেখ করিবে (১৩৩)।"

অনন্তর আপনার হৃদয়কমলে ভোগপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা নিজ বীজ উচ্চারণ-পূর্ব্বক 'আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া,৫১ অন্তে 'স্বাহা' এই ম…

* বাগ্‌ভবাদ্যং স্বস্বনাম্না ইতি পাঠান্তরম্ ।

† তত্র ইতি বা পাঠঃ ।

(১৩৩)—গুরুচতুষ্টয়-তর্পণের মন্ত্র যথা। ঐঁ সশক্তিকগুরুশ্রী-অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরমগুরুশ্রী-অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরাপরগুরুশ্রী-অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরমেষ্টিগুরুশ্রী-অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা-শ্রী পাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। সকল স্থলেই বিধি হইতেছে যে, বাম-হস্ত-তত্ত্বমুদ্রায় পাত্রস্থিত অমৃত লইয়া দক্ষ-হস্ত…

স্বাহান্তেন ত্রিধা মন্ত্রী তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্।
শক্তিপাত্রামৃতৈস্তদ্বদ্ অঙ্গাবরণতর্পণম্ ॥ ৫২ ॥
যোগিনীপাত্রসংস্থেন সায়ুধাং সপরীকরাম্।
সন্তর্প্য কালিকামাদ্যাং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ ॥ ৫৩ ॥

আদ্যাং কালীন্তর্পয়ামি স্বাহেতি মন্ত্রেণ তর্পয়েদিত্যর্থঃ। ততঃ শক্তিপাত্রামৃতৈস্তদ্বদেবাঙ্গাবরণতর্পণং কুর্য্যাৎ। অঙ্গদেবতাস্তর্পয়ামি স্বাহেত্যনেনাঙ্গদেবতাঃ আবরণদেবতাস্তর্পয়ামি স্বাহেত্যনেনাবরণদেবতাশ্চ তর্পয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ যোগিনীত্যাদি। যোগিনীপাত্রসংস্থেনামৃতেন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা সায়ুধাং সপরীকরামাদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহেতি মন্ত্রেণ সায়ুধামায়ুধবিশিষ্টাং

উচ্চারণ পূর্ব্বক মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তিন বার ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবেন। পরে শক্তিপাত্রের অমৃত দ্বারা ঐরূপে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতার তর্পণ করিবে (১৩৪)।৫২

অনন্তর যোগিনীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা আয়ুধ ও পরিবার সমেত ভগবতী আদ্যাকালীর তর্পণ করিয়া (১৩৫) বটুকাদির বলি প্রদান করিবে (১৩৬)।

তত্ত্বমুদ্রায় গৃহীত শুদ্ধিখণ্ডের সহিত সংযোগ করিয়া তর্পণ করিবে। সম্প্রদায় বিশেষে কেবল বাম হস্তের তত্ত্বমুদ্রায় অমৃত এবং শুদ্ধিখণ্ড এতদুভয়ই লইয়া, এক হস্তেই তর্পণ করিয়া থাকেন। বাম হস্তে শুদ্ধি খণ্ড গ্রহণের প্রমাণ তাঁহারা দেখাইতে পারেন না, এবং আমরাও সেরূপ প্রমাণ কোন তন্ত্রে দেখি নাই। পুংদেবতার তর্পণ কালে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ও স্ত্রী দেবতার তর্পণে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া হৃদয়ে তর্পণ করাই বিধেয়।

(১৩৪)—শ্রীপাত্র হইতে মূল দেবতার তর্পণের উল্লেখ অন্যান্য তন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের কার্য্য অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতির ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সাধক-সম্প্রদায় প্রচলিত তর্পণ-মন্ত্র যথা। (বীজপাঠ পূর্ব্বক) শ্রীমদাদ্যাকালিকা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। শ্রীমদাদ্যাকালিকাষড়ঙ্গদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। শ্রীমদাদ্যাকালিকাবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

(১৩৫)—পরিবারাদি সমেত ভগবতীর তর্পণ মন্ত্র যথা। সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ মহাকালভৈরবসহিতায়াঃ শ্রীমদাদ্যাকালিকাদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

(১৩৬)—তর্পণের পর তত্ত্বশুদ্ধি, তত্ত্বস্বীকার ও বিন্দুস্বীকার করা প্রায় সর্ব্বত্রই

স্ববামভাগে সামান্যং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ।
সংপূজ্য স্থাপয়েত্তত্র সামিষান্নং সুধান্বিতম্ ॥ ৫৪ ॥
বাঙ্মায়াকমলাবঞ্চ বটুকায় নমঃপদম্।
সংপূজ্য পূর্ব্বভাগে চ বটুকস্য বলিং হরেৎ ॥ ৫৫ ॥

সপরীকরাং পরিবারসহিতামাদ্যাং কালিকাং সন্তর্প্য বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ দদ্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

বটুকাদিভ্যো বলিদানস্য বিধিমাহ, স্ববামভাগ ইত্যাদি। সুধীর্ধীরঃ স্ববামভাগে সামান্যঞ্চতুষ্কোণং মণ্ডলং রচয়েৎ। তন্মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র মণ্ডলে চতুর্দ্দিক্ষু তন্মধ্যে চ সুধান্বিতং সুরাসংযুক্তং সামিষান্নং মাংসাদিসহিতমন্নং স্থাপয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

বাঙ্মায়েত্যাদি। বাঙ্মায়াকমলাবঞ্চ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সহিতং বঞ্চেতি বীজমুক্ত্বা বটুকায় নম ইতি পদং বদেৎ। যোজনয়া ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বং বটুকায় নম

(বটুকাদির বলিদানের বিধি যথা—) জ্ঞানী ব্যক্তি আপনার বামভাগে একটী সামান্য চতুষ্কোণমণ্ডল লিখিয়া (ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মণ্ডলায় নম,এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা) তাহার অর্চ্চনা করিয়া, তাহাতে মদ্যমাংসাদিসহিত অন্ন স্থাপন করিবে।[৫৪] প্রথমতঃ বাঙ্-মায়া-কমলা (ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ) ও বং উচ্চারণ করিয়া বটুকায় নমঃ, এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে বটুকের পূজা করিয়া

ব্যবস্থাপিত আছে। অতএব আমরা অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতি হইতে তত্ত্বশুদ্ধি, তত্ত্বস্বীকার ও বিন্দুস্বীকারের মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি, যথা।—

অথ তত্ত্বশুদ্ধিঃ। তদ্‌যথা, ওঁ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রাণি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ ত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবচাংসি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ পাণিপাদপায়ূপস্থশব্দা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ স্পর্শরসরূপগন্ধাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ বায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মানো মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৭ ॥ ইতি সপ্ত-ঋচা সপ্তবারং শ্রীপাত্রামৃতেন হস্তৌ সম্মার্জ্জয়েৎ।

ততস্তত্ত্বস্বীকারো যথা। দক্ষিণহস্ততলে ত্রিকোণমালিখ্য কল্লারসদৃশীং শুদ্ধিং ত্রিকোণে

ততস্তু যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা যাম্যাং হরেদ্বলিম্ ॥ ৫৬ ॥
ষড়্দীর্ঘযুক্তং সংবর্ত্তং ক্ষেত্রপালায় হৃন্মনুঃ।
অনেন ক্ষেত্রপালায় বলিং দদ্যাত্তু পশ্চিমে ॥ ৫৭ ॥

ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেনৈব মন্ত্রেণ মণ্ডলস্য পূর্ব্বভাগে বটুকং সংপূজ্য তত্রৈব এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ ঐঁ হ্রীং শ্রীং বং বটুকায় নম ইতি মন্ত্রেণ বটুকস্য বলিং হরেৎ দদ্যাৎ ॥ ৫৫ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততোঽনন্তরম্ এষ সুধামিষান্বিতান্নবলির্যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণ যাম্যাং মণ্ডলস্য দক্ষিণে ভাগে যোগিনীভ্যো বলিং হরেৎ ॥ ৫৫ ॥

ষড়িত্যাদি। ষড়্দীর্ঘযুক্তং সংবর্ত্তং ক্ষকারমুক্ত্বা ততঃ ক্ষেত্রপালায়েত্যুক্ত্বা ততো হৃৎ নম ইতি বদেৎ। সর্ব্বপদযোজনয়া ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ

পশ্চাৎ (ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বঁ বটুকায় নমঃ এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ বটুকায় নমঃ এই মন্ত্রে) বলি প্রদান করিবে।[৫৫] অনন্তর যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা (এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ যোগিনীভ্যো নমঃ) এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের দক্ষিণ দিকে যোগিনীদিগের বলি প্রদান করিবে।[৫৬] পরে ছয় দীর্ঘস্বরসংযুক্ত সংবর্ত্ত অর্থাৎ ক্ষ উচ্চারণ করিয়া, ক্ষেত্রপালায় নমঃ, এই শব্দ পাঠপূর্ব্বক যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে,

---

মধ্যে চ নিধায় বামহস্তাঙ্গুষ্ঠমধ্যমানামাযোগেরধস্থাং শুদ্ধিং গৃহীত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ শিবশক্তিসদাশিবেশ্বরবিদ্যাকলাত্মনে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৯ং ৯ং ৠং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ঐঁ (বীজ) আত্মতত্ত্বেন স্থূলদেহং শোধয়ামি স্বাহা ॥১॥ ইতি কুলকুণ্ডলিনীং আজিহ্বাং আত্মানং কুলকুণ্ডলিনীময়ঞ্চ বিভাব্য মুখে সমর্প্য দক্ষস্থাং গৃহীত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ মায়াকলাত্মনে নিয়তিকলাস্থশুদ্ধবিদ্যারাগপুরুষাত্মনে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং ক্লীঁ (বীজ) বিদ্যাতত্ত্বেন সূক্ষ্মদেহং শোধয়ামি স্বাহা ॥২॥ ইতি পূর্ব্ববৎ স্বীকৃত্য পুনর্বামভাগস্থাং গৃহীত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুরসনঘ্রাণবাক্-পাণিপাদপায়ূপস্থশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাকাশবায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মনে যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং সৌঃ (বীজ) শিবতত্ত্বেন পরদেহং শোধয়ামি স্বাহা ॥ ৩ ॥ ইতি পূর্ব্ববৎ স্বীকৃত্য মধ্যস্থাং গৃহীত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ শিবশক্তিসদাশিবেশ্বরবিদ্যাকলাত্মনে মায়াকলাত্মনে নিয়তিকলাস্থশুদ্ধবিদ্যারাগপুরুষাত্মনে প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুরসনঘ্রাণবাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাকাশবায়ুতেজঃসলিল-ভূম্যাত্মনে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং

খান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতম্ ।
ঙেহন্তং গণপতিং চোক্ত্বা বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ ॥৫৮॥
উত্তরস্যাং গণেশায় বলিমেতেন কল্পয়েৎ ।
মধ্যে তথা সর্ব্বভূত-বলিং দদ্যাদ্‌যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥

ক্ষেত্রপালায় নম ইতি মন্ত্রস্তিতঃ। এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিরিত্যাদ্যেনানেনৈব মন্ত্রনা মণ্ডলস্য পশ্চিমে ভাগে ক্ষেত্রপালায় বলিং দদ্যাৎ ॥ ৫৭ ॥

খান্তেত্যাদি। ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতং খান্তবীজং খস্যান্তো গকারস্তদ্রূপং বীজং সমুদ্ধৃত্য ততো ঙেহন্তং গণপতিঞ্চোক্ত্বা ততো বহ্নিজায়াং স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া গাঁ গীং গূং গৈং গৌঁ গঃ গণপতয়ে স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিরিত্যাদ্যেনানেনৈব মন্ত্রেণ উত্তরস্যাং মণ্ডলস্যোত্তরে ভাগে গণেশায় বলিং কল্পয়েদ্দদ্যাৎ। তথৈব মণ্ডলস্য মধ্যে যথাবিধি বিধিবৎ সর্ব্বভূতবলিং দদ্যাৎ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

সেই (ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ) মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পশ্চিমদিকে ক্ষেত্রপালের বলি প্রদান করিবে।[৫৭] অনন্তর (খ) এই বর্ণের অন্তবীজ (গ) উদ্ধার পূর্ব্বক তাহাতে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া চতুর্থীর একবচনান্ত গণপতি শব্দ পাঠ পূর্ব্বক তদন্তে বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিবে।[৫৮] (গাং গীং গূং গৈং গৌং গঃ গণপতয়ে স্বাহা এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ গণেশায় নমঃ) এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের উত্তরদিকে গণেশের বলি প্রদান করিতে হইবে; এবং এইরূপে মণ্ডলের মধ্যস্থলে যথাবিধানে সর্ব্বভূতের বলি সমর্পণ করিবে।[৫৯]

শং ষং সং হং লং ক্ষং ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ (বীজ) সর্ব্বতত্ত্বেন তত্ত্বত্রয়াশ্রয়ং জীবং শোধয়ামি স্বাহা ॥ ৪ ॥ ইতি মধ্যস্থাং স্বীকৃত্য বস্ত্রেণ হস্তৌ বিশোধ্য হস্তাভ্যাং সর্ব্বাঙ্গং মার্জ্জয়েৎ।—

অথ বিন্দুস্বীকারো যথা। মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং আজিহ্বাং আত্মানং তন্ময়ং বিভাব্য বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া ভোগপাত্রাৎ বিন্দুং গৃহীত্বা দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া শুদ্ধিযোগেন স্বীকুর্য্যাদনেন,—(বীজ) ওঁ আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি সোঽহমস্মি অহমেবাহং জুহোমি স্বাহা ॥ ১ ॥ পুনস্তথা,—(বীজ) ওঁ তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ঋতং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু মাবতু বক্তারং স্বাহা ॥ ২ ॥ পুনস্তথা,—(বীজ) ওঁ ছন্দসামৃষভো যচ্ছন্দোঽমৃতা ভূবমাবসে মেধয়া স্পৃণোতু ভুবি স্রুবং মেণোপায়তু স্বাহা ॥ ৩ ॥ ইতি।

হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ব্বপদঞ্চোক্ত্বা বিঘ্নকৃদ্ভ্যস্ততো বদেৎ।
সর্ব্বভূতেভ্য ইত্যুক্ত্বা হুঁ ফট্ স্বাহা মনুর্ম্মতঃ ॥৬০॥

সর্ব্বভূতেভ্যো বলিদানস্য মন্ত্রমাহ একেন, হ্রীমিত্যাদি। হ্রীং শ্রীং সর্ব্বপদমুক্ত্বা ততো বিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ ইতি বদেৎ। ততঃ সর্ব্বভূতেভ্য ইত্যুক্ত্বা হুং ফট্ স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া হ্রীং শ্রীং সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহেতি মনুর্জাতঃ। এব সুধামিষান্বিতান্নবলিরিত্যাদ্যোঽন্বয়মেব মনুঃ সর্ব্বভূতেভ্যো বলিদানে মতঃ ॥ ৬০ ॥

(সর্ব্বভূতের বলি প্রদান করিবার মন্ত্র কথিত হইতেছে—) প্রথমতঃ 'হ্রীং শ্রীং সর্ব্ব' এই পদ উচ্চারণ করিয়া, পরে 'বিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ' এই শব্দ পাঠ করিতে হইবে। পরে 'সর্ব্বভূতেভ্যঃ' ইহা উচ্চারণ পূর্ব্বক 'হুং ফট্ স্বাহা' এইরূপ উচ্চারণ করিয়া (হ্রীং শ্রীং সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহা এব সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ) মন্ত্রোদ্ধার হইবে (১৩৭)।৬০

(১৩৭)—সাধক-সম্প্রদায়-সম্মত ও অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধত্যুক্ত বলিমন্ত্র ও বলিপ্রদান-প্রণালী যথা।—

অথ বলিপ্রয়োগঃ। চক্রস্য পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরেষু ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং বিলিখ্য ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মণ্ডলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ। ইতি পূর্ব্বাদিতঃ গন্ধপুষ্পাভ্যাং মণ্ডলানি সংপূজ্য পূর্ব্বে বটুকং ধ্যায়েৎ যথা।—ওঁ পীযূষভাণ্ডমসিখণ্ডকপালদণ্ডচণ্ডাতিচণ্ডভুজদণ্ডমতিপ্রচণ্ডম্। শ্রীকুণ্ডলদ্বয়বিমণ্ডিতমুণ্ডমীড়ে নীলং বটুং বটুকনাথমহীন্দ্রহারম্॥ ইতি ধ্যাত্বা তন্মণ্ডলে বটুকং বাং ইতি বীজেন চ বলিপাত্রামৃতেন যথাশক্ত্যুপচারৈঃ সংপূজ্য তত্র সার্ঘ্যসলিলমীনমাংসমুদ্রাপুষ্পযুতং বলিং নিধায় বলিপাত্রামৃতেন বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাম্ উৎসৃজেদেনেন,—ওঁ এহ্যেহি দেবীপুত্র বটুকনাথ কপিলজটাভারভাস্বর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ সর্ব্ববিঘ্নং নাশয় নাশয় সর্ব্বোপচারসহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা বাং এব বলিঃ বটুকায় নমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য প্রার্থয়েৎ,—ওঁ করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী-দণ্ডপাণিঃ তরুণতিমিরনীলব্যালযজ্ঞোপবীতঃ। কৃতসময়সপর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদহেতুর্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্॥

দক্ষিণে যোগিনীং ধ্যায়েৎ। ওঁ যোগিন্যঃ কামরূপাঃ সকলগুণযুতাস্তপ্তকার্ত্তস্বরাভা মত্তাঃ কঙ্কালমালাকলিতগলতটীরক্তবস্ত্রোত্তরীয়াঃ। শূলং পাশং কপালং শৃণিমপি বিধৃতাঃ সুস্মিতাঃ সুপ্রসন্না ভক্তানাং সাধকানামভিলষিতফলং দীয়মানাঃ সুবেশাঃ॥ ইতি ধ্যাত্বা যাঁ ইতি বীজেন পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং পূর্ব্ববৎ বলিং দদ্যাদনেন। ওঁ ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণ্ডতো বা দিবি গগন-

ততঃ শিবায়ৈ বিধিবৎ বলিমেকং প্রকল্পয়েৎ ।
গৃহ্ন দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি ॥ ৬১ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং শিবায়ৈ ফেৎকারিকায়ৈ বিধিবদেকং বলিং প্রকল্পয়েৎ দদ্যাৎ। শিবায়ৈ বলিদানস্য মন্ত্রমাহ সার্দ্ধেন, গৃহ্নেতি। গৃহ্ন দেবি মহাভাগে ইত্যাদ্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রং বদেৎ। তত এব বলিরিত্যুক্ত্বা পশ্চাৎ শিবায়ৈ

অনন্তর শিবাকে যথাবিধানে একটি বলি প্রদান করিবে। এই শিবাবলি

তলে ভূতলে নিস্তলে বা পাতালে বা বনে বা সলিলপবনয়োর্যত্র কুত্র স্থিতা বা। ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ শুভবলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ। যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা সর্ব্বযোগিনীভ্যো হুঁ ফট্‌ স্বাহা এষ বলিঃ যোগিনীভ্যো নমঃ।

পশ্চিমে ক্ষেত্রপালং ধ্যায়েৎ। ওঁ চঞ্চৎকপালস্ফুকৃপাণসশূলদণ্ডমুদ্যাড্ডমড্ডমরুমণ্ডিতপাণিরুদ্রনীলাঞ্জনপ্রচয়পুঞ্জমিব প্রসন্নং শ্রীক্ষেত্রনাথকমহং সততং ভজামি॥ ইতি ধ্যাত্বা বলিপাত্রামৃতেন পাদ্যাদিভিঃ ক্ষাং ইতি বীজেন পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য বামহস্তকৃতমুষ্টিঃ সরলাকারাঙ্গুষ্ঠো পূর্ব্ববৎ বলিং দদ্যাদনেন। ওঁ নগ্নত্বং মুক্তকেশং রবিশশিনয়নং পিঙ্গলং কেশভারং হস্তে প্রচণ্ডং অলিপিশিতযুতং বামহস্তে কপালং। ক্রীড়ন্তং মাতৃচক্রে কহকহ-হসিতং নাদগম্ভীরঘোরং রক্তাক্ষং সিদ্ধনাথং প্রহসিতবদনং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্॥ ওঁ ক্ষাঁ ক্ষীঁ ক্ষূঁ ক্ষৈঁ ক্ষৌঁ ক্ষঃ হঁ হঁ ক্ষেত্রপাল মুকুটখর্পরমুণ্ডমালাবিভূষণ মহাভীমরূপধর বর্বকেশ জয় জয় দিগম্বর মহাভূতপরিবার সংত্রাসকর অগ্নিনেত্র মদ্যপানমদোন্মত্ত ত্রিশূলায়ুধ শৃঙ্গীবাদনতৎপর এহি এহি মম সর্ব্ববিঘ্নান্নাশয় সর্ব্বোপচারসহিতং ইমং বলিং গৃহাণ হুঁ ফট্‌ স্বাহা ক্ষাং এষ বলিঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ইত্যনেন বলিং দত্ত্বা প্রণমেৎ।—যোঽনাক্ষেত্রনিবাসী চ ক্ষেত্রপালস্য কিঙ্করঃ। প্রীতোঽস্তু বলিদানেন রক্ষাং করোতু মে॥

উত্তরে গণেশং ধ্যায়েৎ ধ্যানং যথা। সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্। বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্॥ ইতি ধ্যাত্বা গং ইতি বীজেন পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য গজতুণ্ডাখ্যমুদ্রয়া (দণ্ডাকারাঙ্গুলীমধ্যাবৃদ্ধয়া) পূর্ব্ববদ্বলিং দদ্যাদনেন ওঁ গাঁ গীঁ গূঁ গৈঁ গৌঁ গঃ গণপতয়ে বরবরদ সর্ব্বজনং মে বশমানয় (ধূপাদিসহিতং) বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা, গং এষ বলিঃ গণেশায় নমঃ ॥ ৪ ॥

স্ববামে মণ্ডলং কৃত্বা ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ, ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র সাধারবলিং নিধায় হ্রীঁ ইত্যভিমন্ত্র্য তত্র গন্ধপুষ্পধূপাদিনা হ্রীঁ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ, ইতি মন্ত্রেণ সংপূজ্য, হ্রীঁ সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো হুঁ ফট্‌ নমঃ, এষ বলিঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ। ইতি পূর্ব্ব

শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ন বলিং তব।
মূলমেষ বলিঃ পশ্চাৎ শিবায়ৈ নম ইত্যপি।
চক্রানুষ্ঠানমেতত্তু তবাগ্রে কথিতং শিবে ॥ ৬২ ॥
চন্দনাগুরুকস্তূরি-বাসিতং সুমনোহরম্।
পুষ্পং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং করকচ্ছপমুদ্রয়া ॥ ৬৩ ॥
নীত্বা স্বহৃদয়াম্ভোজে ধ্যায়েদাদ্যাং পরাৎপরাম্ ॥৬৪॥

নম ইত্যপি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া গৃহ্ন দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নি-রূপিণি। শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ন বলিং তব ॥ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এষ বলিঃ শিবায়ৈ নম ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেনৈব শিবায়ৈ বলিং দদ্যাৎ ॥ ২১ ॥ ৬২ ॥

চন্দনেত্যাদি। ততশ্চন্দনাগুরুকস্তূরিবাসিতং সুমনোহরং পুষ্পং পাণিভ্যাং গৃহীত্বা করকচ্ছপমুদ্রয়া হৃদি নীত্বা চ স্বহৃদয়াম্ভোজে পরাৎপরামাদ্যাং কালীং ধ্যায়েৎ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

প্রদান করিবার সময় 'গৃহ্নদেবি' ইত্যাদি মন্ত্র(১৩৮)পাঠ করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) হে মহাভাগে! হে কালাগ্নিরূপিণি দেবি শিবে! তোমার এই বলি গ্রহণ কর।[৬১] এবং আমার শুভ বা অশুভ যে ফল হইবে, তাহা ব্যক্তরূপে বল। অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া পশ্চাৎ 'এষ বলিঃ শিবায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া শিবাবলি প্রদান করিতে হইবে। শিবে! এই আমি তোমার নিকট চক্রা-নুষ্ঠানের অঙ্গ শ্রীপাত্রস্থাপনাদি বিবরণ কহিলাম।[৬২]

অনন্তর চন্দন অগুরু কস্তূরী দ্বারা সুবাসিত সুমনোহর পুষ্প, পূর্ব্বোক্ত রূপে উভয় হস্তে করকচ্ছপমুদ্রায় গ্রহণ করিয়া,[৬৩] হৃদয় সন্নিধানে স্থাপন পূর্ব্বক আপনার হৃদয়কমলে পরাৎপরা আদ্যাকালীকে ধ্যান করিবে।[৬৪] পরে সুষুম্না

তত্ত্বমুদ্রয়া উৎসৃজেৎ। ততঃ প্রার্থয়েৎ। ওঁ দেহস্থাখিলদেবতা গজমুখাঃ ক্ষেত্রাধিপা ভৈরবা যোগিন্যো বটুকাশ্চ যক্ষপিতরো ভূতাঃ পিশাচা গ্রহাঃ। অন্যে খেচরভূচরা দিশিচরা বেতালকাস্তে গণাস্তৃপ্তাঃ স্যুঃ কুলপুত্রকস্য পিবতঃ পানং সদীপং চরুম্ ॥ ইতি ॥

(১৩৮)—মন্ত্র যথা। ওঁ গৃহ্ন দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি। শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ন বলিং তব ॥ (বীজ) এষ বলিঃ শিবায়ৈ নমঃ। বিস্তারিত শিবাবলি অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

সহস্রারে মহাপদ্মে সুষুম্নাব্রহ্মবর্ত্মনা।
নীত্বা সানন্দিতাং কৃত্বা বৃহন্নিশ্বাসবর্ত্মনা ।
দীপাদ্দীপান্তরমিব তত্র পুষ্পে নিযোজ্য চ ॥ ৬৫ ॥
যন্ত্রে নিধাপয়েন্মন্ত্রী দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥৬৬॥
দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে ।
যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ৬৭ ॥
ক্রীমাদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ ।
ইহাগচ্ছ দ্বিধা প্রোক্ত্বা ইহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ ॥৬৮॥

সহস্রারে ইত্যাদি। স্বহৃদয়াম্ভোজে ধ্যাত্বা চাদ্যাং কালীন্ততঃ সুষুম্না না নাড়ী তদ্রূপেণ ব্রহ্মবর্ত্মনা সহস্রারে মহাপদ্মে নীত্বা প্রাপয্য সুধয়ামলয়া সানন্দিতামানন্দযুতাঞ্চ কৃত্বা দীপাদ্দীপান্তরমিবান্যং দীপমিব তস্যা এব কাল্যাঃ সকাশাদপরামাদ্যাং কালীং বৃহন্নিশ্বাসবর্ত্মনা নাসাপুটেন বহিরানীয় তত্র পাণিসংস্থে পুষ্পে নিযোজ্য সংস্থাপ্য চ দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতো মন্ত্রী হস্তস্থপুষ্পস্থাপিতাং দেবীং যন্ত্রে নিধাপয়েৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বেষ্টদেবতাং প্রার্থয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

কিং প্রার্থয়েত্তত্রাহ, দেবেশীত্যাদি ॥ ৬৭ ॥

ক্রীমাদ্যে ইত্যাদি। ক্রীমাদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহেতি

নাড়ীর অন্তর্গত ব্রহ্মবর্ত্ম (ব্রহ্মনাড়ী) দ্বারা (হৃদয়কমলস্থিত ভগবতীকে) সহস্রারনামক মহাপদ্মে লইয়া গিয়া, (পরমশিবের সহিত সামরস্য-সম্ভূত সুধা দ্বারা) তাঁহাকে সন্তর্পিতা ও আনন্দিতা করিয়া, সুষুম্না-বাহিত শ্বাস সহ প্রদীপ হইতে প্রজ্জ্বালিত অপর প্রদীপের ন্যায়, ভগবতী হইতে আবির্ভূতা অপরা ভগবতীকে করস্থ সেই পুষ্পে সংস্থানপূর্ব্বক ৬৫ মন্ত্র-প্রয়োগনিপুণ সাধক দৃঢ়ভক্তি-সহকারে ঐ পুষ্প, যন্ত্রে স্থাপন করিবেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলি-পুটে ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিবে যে,৬৬ দেবদেবি! ভক্তিসুলভে! আমি যে পর্য্যন্ত তোমার পূজা করিব, সেই পর্য্যন্ত তুমি পরিবারগণ পরিবৃত হইয়া এই স্থানে সুস্থির ভাবে অবস্থান কর।৬৭

প্রথমতঃ 'ক্রী" এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক, 'আদ্যে কালিকে দেবি পরিবা-

ইহশব্দাৎ সন্নিধেহি ইহ সন্নিপদাত্ততঃ।
রুধ্যস্বপদমাভাষ্য মম পূজাং গৃহাণ চ ॥ ৬৯ ॥
ইত্থমাবাহনং কৃত্বা দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ৭০ ॥
আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ বহ্নিজায়া-প্রতিষ্ঠামন্ত্র ঈরিতঃ।
অমুষ্যা দেবতায়াশ্চ প্রাণা ইহ ততঃ পরম্।
প্রাণা ইতি ততঃ পঞ্চ বীজানি তদনন্তরম্ ॥ ৭১ ॥

প্রোচ্য ততো দ্বিধা দ্বিবারমিহাগচ্ছেতি চ প্রোচ্য ততঃ পুনর্দ্বিধা ইহ তিষ্ঠেতি প্রোচ্য ততঃ পুনরিহশব্দাৎ সন্নিধেহীতি প্রোচ্য তত ইহ সন্নীতিপদাৎ রুদ্ধস্বেতিপদমাভাষ্য ততো মম পূজাং গৃহাণেতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া ক্রীঁ আদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহেহাগচ্ছেহাগচ্ছেহ তিষ্ঠেহ তিষ্ঠেহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব মম পূজাং গৃহাণেতি মন্ত্রো জাতঃ। ইত্থমনেন প্রকারেণানেন মন্ত্রেণ দেব্যা আবাহনং কৃত্বা তস্যা এব প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

নন্থ কেন মন্ত্রেণ দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েদিত্যপেক্ষায়াং প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রমাহ চতুর্ভিঃ, আমিত্যাদি। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীমিত্যুক্ত্বা বহ্নিজায়া স্বাহা

রাদিভিঃ সহ 'ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' ইহা উচ্চারণ করিয়া 'ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ' পাঠ করিতে হইবে।[৬৮] পরে 'ইহ সন্নিধেহি' ইহা পাঠ করিয়া 'ইহ সন্নিরুধ্যস্ব' এই পদ পাঠ পূর্ব্বক মম পূজাং গৃহাণ' ইহা পাঠ করিতে হইবে।[৬৯] এইরূপে (আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে) দেবীর আবাহনাদি করিয়া (১৩৯), প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।[৭০] প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র কথিত হইতেছে।—'আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ' ইহা উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ উক্ত পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিবে।[৭১] অনন্তর 'আদ্যাকালীদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ'

---

(১৩৯)—ক্রীঁ আদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব মম পূজাং গৃহাণ, এই মন্ত্র দ্বারা ভগবতীর আবাহনাদি করিবে। এই স্থলে আবাহনী-মুদ্রা প্রভৃতি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়। পরন্তু সম্মুখীকরণী মুদ্রা প্রদর্শনের বাক্য এই মন্ত্রে উল্লেখ নাই। 'ইহ সন্নিরুধ্যস্ব' এই মন্ত্র পাঠে সন্নিরোধিনী মুদ্রা প্রদর্শনের পর 'ইহ সম্মুখীভব' এই বলিয়া সম্মুখীকরণীমুদ্রা প্রদর্শনই অন্যান্য তন্ত্রে বিহিত হইয়াছে। উক্ত মুদ্রাপঞ্চকের বিবরণ অস্মৎকৃত নিত্যপূজাপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

অমুষ্যা জীব ইহ চ স্থিত ইত্যুচ্চরেৎ পুনঃ।
পঞ্চ বীজান্যমুষ্যাশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥
পুনস্তৎপঞ্চবীজানি অমুষ্যাবচনাৎ ততঃ।
বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণ-শ্রোত্রত্বক্‌পদতো বদেৎ ॥ ৭৩ ॥
প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরন্তিষ্ঠন্তু ঠদ্বয়ম্ ॥ ৭৪ ॥
ইতি ত্রিধা যন্ত্রমধ্যে লেলিহানাখ্যমুদ্রয়া।
সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রাণান্ কৃতাঞ্জলিপুটো বদেৎ ॥৭৫॥

বক্তব্যা। ততোঽমুষ্যা দেবতায়াঃ প্রাণা ইহেত্যুক্ত্বা ততঃ পরং প্রাণা ইত্যুচ্চরেৎ। ততঃ আঁ হ্রীমিত্যাদীনি পঞ্চ বীজানি বদেৎ। তদনন্তরমমুষ্যা জীব ইহ স্থিত ইত্যুচ্চরেৎ। পুনস্তান্যেব পঞ্চ বীজানি বদেৎ। ততোঽমুষ্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণীতি বদেৎ। পুনস্তানি পঞ্চ বীজানি বদেৎ। ততোঽমুষ্যাবচনাৎ কথনাৎ পরং বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্‌পদং বদেৎ। তস্মাচ্চ পদাৎ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরন্তিষ্ঠন্ত্বিতি বদেৎ। ততঃ ঠদ্বয়ং স্বাহেতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়া সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়া বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্‌প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরন্তিষ্ঠন্তু স্বাহেতি প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র ঈরিতঃ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥

ইতীত্যাদি। ইত্যনেনৈব প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ ত্রিধা বারত্রয়ং গুরূপদিষ্টয়া লেলিহানাখ্যমুদ্রয়া যন্ত্রমধ্যে দেব্যাঃ প্রাণান্ বিধিবৎ সংস্থাপ্য কৃতাঞ্জলিপুটঃ

ইহা উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিয়া 'আদ্যাকালীদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে।৭২ পুনর্ব্বার পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিয়া 'আদ্যাকালীদেবতায়াঃ বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক' ইহা পাঠ করিবে। পরে 'প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা' ইহা পাঠ করিবে (১৪০)।৭৪

---

(১৪২)—প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র যথা। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ। শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্‌প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

আদ্যে কালি স্বাগতন্তে সুস্বাগতমিদন্তব * ।
আসনঞ্চেদমত্র ত্ব-য়াস্যতাং পরমেশ্বরি ॥ ৭৬ ॥
ততো বিশেষার্ঘ্যজলৈ-স্ত্রিধা মূলং সমুচ্চরন্ ।
প্রোক্ষয়েদ্দেব শুদ্ধ্যর্থং ষড়ঙ্গৈঃ সকলীকৃতিঃ ।

মন্ বদেৎ। লেলিহানাখ্যমুদ্রা যথা দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্। তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্য্যাদধোমুখম্। অনামায়াং ক্ষিপেদ্বৃদ্ধামৃজুং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাম্। লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতেতি ॥ ৭৫ ॥

কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, আদ্যে ইত্যাদি। সুষ্ঠু আগতং স্বাগতম্ ॥ ৭৬ ॥ তত ইত্যাদি। ততো মূলং মন্ত্রং ত্রিধা সমুচ্চরন্ দেবশুদ্ধ্যর্থং বিশেষার্ঘ্যজলৈর্দেবীং প্রোক্ষয়েৎ অভিষিঞ্চেৎ। ষড়ঙ্গৈঃ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ হ্রীঁ শিরসে

এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্র তিনবার পাঠ সহকারে লেলিহান-মুদ্রায় (১৪১) যন্ত্র স্পর্শ করিয়া উহাতে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে,[৭৫] 'আদ্যে কালি! তোমার স্বাগত? তোমার সুস্বাগত? এখানে এই আসন স্থাপিত হইয়াছে; পরমেশ্বরি! তুমি ইহাতে উপবেশন কর'।[৭৬]

অনন্তর দেবতাশুদ্ধির নিমিত্ত মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বিশেষার্ঘ্যের জল দ্বারা তিনবার দেবীকে প্রোক্ষিত করিবে। পরে দেবীর অঙ্গে সকলীকরণ করিবে। দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করণের নাম সকলীকরণ (১৪২)। অনন্তর ষোড়শোপচার দ্বারা ভগবতীর পূজা করিবে।[৭৭] (ষোড়শ উপচার কথিত হই-

---

* ততঃ ইতি বা পাঠঃ।

(১৪১)—টীকাকারধৃত দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতার বচন অনুসারে,তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা এই তিনটি অঙ্গুলি সরলাকার ও অধোমুখ করিবে। অনামিকার মূলে বৃদ্ধাঙ্গুলি সংযুক্ত রাখিয়া কনিষ্ঠ অঙ্গুলি সরলাকার ও উন্নত রাখিবে; ইহার নাম লোলিহানমুদ্রা। সমুদায় দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় এই লেলিহানমুদ্রাই অবলম্বন করিতে হয়। অন্য প্রকার লোলিহানমুদ্রা ও তাহার প্রয়োগ মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতির মুদ্রাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

শেষোক্ত লোলিহান, এবং খড়্গ, মুণ্ড, বর ও অভয়মুদ্রা, এই পঞ্চ মুদ্রা প্রথম ধ্যানের পূর্ব্বে প্রদর্শন করা সাধকসম্প্রদায়ের রীতি ও তন্ত্র অনুমোদিত।

(১৪২)—ষড়ঙ্গন্যাস মন্ত্র যথা। হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্।

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ ।
ততঃ সংপূজয়েদ্দেবীং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৭৭ ॥
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনে তথা ॥ ৭৮ ॥
অমৃতঞ্চৈব তাম্বূলং তর্পণঞ্চ নতিক্রিয়া ।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়াম্ উপচারাংশ্চষোড়শ ॥ ৭৯ ॥
আদ্যাবীজমিদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নমঃ পদম্ ।
পাদ্যঞ্চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৮০ ॥

স্বাহা হুঁ শিখায়ৈ বষট্ হৈং কবচায় হুঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রৈর্দেব্যাঃ সকলীকৃতিঃ সমস্তীকরণং বিধেয়ম্। সকলীকরণং যথা। দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাস্যঃ স্যাৎ সকলিকৃতিরিতি ॥ ৭৭ ॥

তানেব ষোড়শোপচারান্ দর্শয়তি, পাদ্যেত্যাদিনা ॥ ৭৮ ॥

অমৃতমিত্যাদি। অমৃতং মদ্যম্। প্রযোজয়েৎ নিবেদয়েৎ ॥ ৭৯ ॥

অথ ক্রমতঃ পাদ্যাদিষোড়শোপচারসমর্পণবিধিমাহ, আদ্যাবীজমিত্যাদিভিঃ। আদ্যাবীজমুক্ত্বা ইদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নম ইতি পদং বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেদং পাদ্যমাদ্যাকালীদেবতায়ৈ নম ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ দেব্যাশ্চরণয়োঃ পাদ্যং দদ্যাৎ। স্বাহা পদেন স্বাহাপদঘটিতেন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেদমর্ঘ্যমাদ্যায়ৈ কাল্যৈ স্বাহেতি মন্ত্রেণ দেব্যাঃ শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৮০ ॥

তেছে—) পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প. ধূপ. দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়[৭৮] অমৃত, তাম্বূল, তর্পণ ও নমস্কার ; দেবীপূজার সময় এই ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে।[৭৯] (উপচার প্রদানের নিয়ম যথা—) প্রথমে আদ্যাবীজ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ ‘ইদং পাদ্যং আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীর চরণদ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে। পরে ঐরূপ (নমঃ শব্দের পরিবর্ত্তে) স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা মস্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে হইবে।[৮০] অনন্তর মতিমান্ সাধক ঐরূপ স্বধান্ত মন্ত্র দ্বারা মুখে

হৈং কবচায় হুঁ। হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। যথোক্ত মুদ্রায় বা পুষ্পদ্বারা দেবতার তত্তৎ অঙ্গে ন্যাস করিতেহইবে।

স্বাহাপদেন, মতিমান্ স্বধেত্যাচমনীয়কম্।
মুখে নিযোজয়েৎ মন্ত্রী মধুপর্কং মুখাম্বুজে।
বংস্বধেতি সমুচ্চার্য্য পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ৮১ ॥
স্নানীয়ং সর্ব্বগাত্রেষু বসনং ভূষণানি চ।
নিবেদয়ামি মনুনা দদ্যাদেতানি দেশিকঃ ॥ ৮২ ॥
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ গন্ধন্দদ্যাদ্ধৃদম্বুজে।
নমোঽন্তেন চ মন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন পুষ্পকম্ ॥ ৮৩ ॥

স্বাহেত্যাদি। স্বাহাপদেনেতি পূর্ব্বান্বয়ি। মতিমান্মন্ত্রী স্বধেতিপদঘটিতেন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদমাচমনীয়মাদ্যায়ৈ কাল্যৈ স্বধেতি মন্ত্রেণ দেব্যা মুখে আচমনীয়কং নিযোজয়েদ্দদ্যাৎ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এষ মধুপর্ক আদ্যায়ৈ কাল্যৈ স্বধেতিমন্ত্রেণ দেব্যা মুখাম্বুজে মধুপর্কং নিযোজয়েৎ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেদমাচমনীয়মাদ্যায়ৈ কাল্যৈ বং স্বধেতি সমুচ্চার্য্য পুনর্দেবীমুখে আচমনীয়কং নিযোজয়েৎ ॥ ৮১ ॥

স্নানীয়মিত্যাদি। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেদং স্নানীয়মিদং বসনমেতানি ভূষণানি চাদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ নিবেদয়ামীতি মনুনা এতানি স্নানীয়াদীনি দেব্যাঃ সর্ব্বগাত্রেষু দেশিকঃ সাধকো দদ্যাৎ ॥ ৮২ ॥

মধ্যমেত্যাদি। নমোঽন্তেন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এষ গন্ধ আদ্যায়ৈ কাল্যৈ নম ইতি মন্ত্রেণ দেব্যা হৃদম্বুজে মধ্যমানামিকাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং গন্ধং দদ্যাৎ। বৌষড়ন্তেন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেদং পুষ্পমাদ্যায়ৈ কাল্যৈ বৌষড়িতি মন্ত্রেণ দেব্যৈ পুষ্পকং দদ্যাৎ ॥ ৮৩ ॥

আচমনীয় প্রদান করিবেন। পরে উক্ত মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ সাধক দেবীর মুখকমলে মধুপর্ক প্রদান করিবেন। পরে স্বধার পরিবর্ত্তে মন্ত্রান্তে 'বংস্বধা' উচ্চারণ করিয়া দেবীর মুখে পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে।[৮১] অনন্তর সাধক, মন্ত্রান্তে 'নিবেদয়ামি' এই বাক্য দ্বারা দেবীর সর্ব্বগাত্রে স্নানীয় বসন ও ভূষণ প্রদান করিবেন।[৮২] পরে নমোঽন্ত মন্ত্রে মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা দেবীর হৃদয়কমলে গন্ধ প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর মন্ত্রের অন্তে 'বৌষট্' এই পদ উচ্চারণ

ধূপদীপৌ চ পুরতঃ সংস্থাপ্য প্রোক্ষণাদিভিঃ ।
নিবেদয়ামি মন্ত্রেণ উৎসৃজ্য তদনন্তরম্‌ ॥ ৮৪ ॥
জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতিমন্ত্রপূর্ব্বকম্‌ ।
সংপূজ্য ঘণ্টাং বামেন বাদয়ন্‌ দক্ষিণেন তু ॥ ৮৫ ॥
ধূপং গৃহীত্বা মতিমান্‌ নাসিকাধো নিযোজয়েৎ ।
দীপন্তু দৃষ্টিপর্য্যন্তং দশধা ভ্রাময়েৎ পুরঃ ॥ ৮৬ ॥

ধূপেত্যাদি । পুরতো দেব্যাগ্রে ধূপদীপৌ সংস্থাপ্য প্রোক্ষণাদিভিঃ সংশোধ্য চ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এতৌ ধূপদীপাবাদ্যায়ৈ কাল্যৈ নিবেদয়ামীতি মন্ত্রেণোৎসৃজ্য দেব্যৈ সমর্প্য চ তদনন্তরম্‌ এতে গন্ধপুষ্পে জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি মন্ত্রপূর্ব্বকং ঘণ্টাং সংপূজ্য বামেন হস্তেন তাং ঘণ্টাং বাদয়ন্‌ সন্‌ দক্ষিণেন হস্তেন ধূপং গৃহীত্বা মতিমান্‌ সাধকো দেব্যা নাসিকায়া অধো নিযোজয়েন্নিবেদয়েৎ । দীপন্তু পুরো দেব্যাগ্রে পাদমারভ্য দৃষ্টিপর্য্যন্তং দশধা দশবারং ভ্রাময়েৎ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

পূর্ব্বক পুষ্প (ও বিল্বপত্র) প্রদান করিবে ।[৮৩] অতঃপর ধূপ ও দীপ প্রজ্বালিত করিয়া সম্মুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রোক্ষণাদি দ্বারা সংশোধিত করিয়া মন্ত্রের অন্তে 'নিবেদয়ামি' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে ।[৮৪] অনন্তর 'জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা ঘণ্টা পূজা করিয়া উহা বাম হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তে[৮৫] (উক্ত নিবেদিত) ধূপ গ্রহণ করিয়া (গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে) সাধক ব্যক্তি দেবীর নাসিকার নিম্ন পর্য্যন্ত উত্থাপিত করিয়া দশবার ভ্রামিত করিবেন । পরে (ঐ ধূপ দেবীর বাম দিকে রাখিয়া উক্তরূপে নিবেদিত) দীপ গ্রহণ পূর্ব্বক (গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে) দেবীর সম্মুখে চরণ অবধি চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ঘুরাইবে । (পরে ঐ দীপ দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিতে হইবে (১৪৩) ।)[৮৬]

---

(১৪৩)—প্রয়োগ যথা। 'হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদং পাদ্যং আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর চরণকমলে পাদ্য প্রদান করিবে। পরে 'হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদম্‌ অর্ঘ্যম্‌ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর

ততঃ পাত্রঞ্চ শুদ্ধিঞ্চ সমাদায় করদ্বয়ে।
মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী যন্ত্রমধ্যে নিবেদয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং পানপাত্রং শুদ্ধিং মাংসাদিকঞ্চ করদ্বয়ে সমাদায় গৃহীত্বা মূলং মন্ত্রং তদন্তে ইদং মত্স্যমিমাং শুদ্ধিঞ্চাদ্যায়ৈ কাল্যৈ নিবেদয়ামীতি চ সমুচ্চরন্ মন্ত্রী যন্ত্রমধ্যে দেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর বাম হস্তে (পানপাত্র মুদ্রা বা ত্রিখণ্ড-মুদ্রা দ্বারা) পানপাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে শুদ্ধি অর্থাৎ মাংসাদি গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবীকে নিবেদন করিয়া যন্ত্রমধ্যে সমর্পণ করিবে (১৪৪)।৮৭ (তদনন্তর এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে) কোটি কোটি কল্পের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণি জননি! আমি

মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। 'হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদম্ আচমনীয়ম্ আদ্যা-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর মুখে আচমনীয় নিবেদন করিবে। উপচার দানে এইরূপ সর্ব্বত্র প্রথমে বীজমন্ত্র, পরে দেয় দ্রব্যের উল্লেখ, তৎপরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম ও পরিশেষে যথোক্ত ত্যাগাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিয়া সমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে 'এষ মধুপর্কঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর মুখপদ্মে মধুপর্ক প্রদান করিবে। 'ইদং পুনরাচমনীয়ম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বং স্বধা' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীর মুখে পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে। 'ইদং স্নানীয়ম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র প্রদান করিবে। 'এতানি ভূষণানি আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ প্রদান করিবে। 'এষ গন্ধঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা দেবীর হৃদয়কমলে গন্ধ প্রদান করিবে। 'ইদং সচন্দনপুষ্পম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্'এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীকে পুষ্প প্রদান করিবে; (ইদং সচন্দনবিল্বপত্রম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বিল্বপত্র প্রদান করিতে হইবে।) 'এষ, ধূপঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ 'এষ দীপঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দেবীকে ধূপ দীপ সমর্পণ করিবে।

(১৪৪)—মন্ত্র যথা। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদম্ আসবম্ ইমাং শুদ্ধিঞ্চ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ নিবেদয়ামি। অথবা, বীজ পাঠ পূর্ব্বক, ইদং শুদ্ধিসহিতমমৃতম্ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ নিবেদয়ামি।

পরমং বারুণীকল্পং কোটিকল্পান্তকারিণি ।
গৃহাণ শুদ্ধিসহিতং দেহি মে মোক্ষমব্যয়ম্* ॥ ৮৮ ॥
ততঃ সামান্যবিধিনা পুরতো মণ্ডলং লিখেৎ ।
তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং নৈবেদ্যপরিপূরিতম্ ॥ ৮৯ ॥
প্রোক্ষণঞ্চাবগুণ্ঠঞ্চ রক্ষণঞ্চামৃতীকৃতম্ ।
মূলেন সপ্তধামন্ত্র্য অর্ঘ্যাদ্ভির্ব্বিনিবেদয়েৎ ॥ ৯০ ॥

ততঃ প্রার্থনাবাক্যমাহ, পরমমিত্যাদি । বারুণীকল্পং মদ্যম্ ॥ ৮৮ ॥

তত ইত্যাদি । ততোঽনন্তরং সামান্যবিধিনা সাধারণবিধানেন পুরতোঽগ্রে ত্রিকোণঞ্চতুষ্কোণং বা মণ্ডলং লিখেৎ । তস্য মণ্ডলস্যোপরি নৈবেদ্যপরিপূরিতং পাত্রং ন্যসেৎ স্থাপয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

প্রোক্ষণমিত্যাদি । তৎপাত্রস্থস্য নৈবেদ্যস্য ফটা প্রোক্ষণং হুঁ বীজেনাবগুণ্ঠনং বেষ্টনং ফটৈব রক্ষণং ধেনুমুদ্রয়া বঁ বীজেনামৃতীকৃতমমৃতীকরণঞ্চ বিদধ্যাৎ । ততো মূলমন্ত্রেণ সপ্তধা তন্নৈবেদ্যমামন্ত্র্যার্ঘ্যাদ্ভিরর্ঘ্যজলৈর্দেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৯০ ॥

তোমাকে (উৎকৃষ্ট রসায়ন) এই পরম বারুণীকল্প অর্থাৎ শুদ্ধির সহিত মদ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর, এবং আমাকে শাশ্বত মোক্ষপদ প্রদান কর।[৮৮] পরে সামান্য বিধানে একটি (ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্র বা কেবল ত্রিকোণ) মণ্ডল সম্মুখে অঙ্কিত করিয়া, তদুপরি নৈবেদ্য পরিপূরিত পাত্র স্থাপন করিবে।[৮৯] পরে ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষিত করিয়া 'হুঁ' এই বীজ দ্বারা অবগুণ্ঠন মুদ্রায় অবগুণ্ঠিত করিবে। পরে ফট্' এই মন্ত্র দ্বারাই উহার রক্ষাবিধান করিয়া 'বঁ' বীজ পাঠ পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনে উহার অমৃতীকরণ করিবে। পরে (মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক তদুপরি) সপ্তবার মূলমন্ত্র জপ দ্বারা উহা অভিমন্ত্রিত করিয়া অর্ঘ্যজল দ্বারা উহা দেবীকে নিবেদন করিবে।[৯০] (নিবেদন মন্ত্র এই যে,) প্রথমতঃ মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া ' এতৎ সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নং আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি' ইহা পাঠ করিবে। পরে 'শিবে হবিরিদং জুষাণ' ইহা পাঠ করিতে হইবে। (সমুদায় পদ যোজনা দ্বারা

---

* গৃহাণ কবিতাসিদ্ধিং দেহি মে মোক্ষদায়িনি ইতি তন্ত্রান্তরোক্তঃ পাঠঃ।

মূলমেতত্ত সিদ্ধান্নং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্।
নিবেদয়ামীষ্টদেব্যৈ জুষাণেদং হবিঃ শিবে ॥ ৯১ ॥
ততঃ প্রাণাদিমুদ্রাভিঃ পঞ্চভিঃ প্রাশয়েদ্ধবিঃ ॥৯২ ॥
বামে নৈবেদ্যমুদ্রাঞ্চ বিকচোৎপলসন্নিভাম্।
দর্শয়েন্মূলমন্ত্রেণ পানার্থং তীর্থপূরিতম্ ॥ ৯৩ ॥

নৈবেদ্যনিবেদনমন্ত্রমাহৈকেন, মূলমিত্যাদি। পূর্ব্বং মূলং বদেৎ। তত এতৎ সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নমিষ্টদেবতায়ৈ নিবেদয়ামীতি বদেৎ। ততঃ শিবে হবিরিদং জুষাণেতি বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এতৎ সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নমিষ্টদেবতায়ৈ নিবেদয়ামি শিবে হবিরিদং জুষাণেতি মন্ত্রো নৈবেদ্যসমর্পণায়াসীৎ। সিদ্ধান্নমিত্যামান্নস্যাপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৯১ ॥
তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা সমানায় স্বাহা উদানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহেতিমন্ত্রৈর্গুরূপদিষ্টাভিঃ পঞ্চভিঃ প্রাণাদিমুদ্রাভির্দেবীং হবিঃ প্রাশয়েৎ ভোজয়েৎ ॥ ৯২ ॥

"হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এতৎ সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নং আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি—শিবে হবিরিদং জুষাণ" এই মন্ত্র হইবে। আমান্ন স্থলে সিদ্ধান্ন না বলিয়া আমান্ন পদের উল্লেখ করিতে হইবে।)[৯১]
অনন্তর (প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) প্রাণাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক (১৪৫) দেবীকে ঐ নৈবেদ্য ভোজন করাইবে।[৯২] পরে বাম হস্ত প্রফুল্লপঙ্কজসদৃশ করিয়া নৈবেদ্যমুদ্রা (গ্রাসমুদ্রা) প্রদর্শন করিবে(১৪৬)। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পানার্থ মদ্যপূরিত[৯৩] কলশ

---

(১৪৫)—প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা যথা,—অনামা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে 'প্রাণায় স্বাহা'; তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে 'অপানায় স্বাহা'; কনিষ্ঠা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে 'সমানায় স্বাহা'; অনামা, মধ্যমা, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে 'উদানায় স্বাহা' এবং সমুদায় অঙ্গুলিযোগে 'ব্যানায় স্বাহা'। দক্ষিণহস্তে উক্ত সমুদায় অঙ্গুলির অগ্রভাগমাত্র যোগে মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক যথোক্ত পঞ্চপ্রাণের মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে। এই মুদ্রাবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম ও প্রণালী দৃষ্ট হয়। তৎসমুদায় অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।
(১৪৬)—বাম হস্তে প্রফুল্লপঙ্কজসদৃশ যে মুদ্রার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নৈবেদ্য

কলশং বিনিবেদ্যাথ পুনরাচমনীয়কম্ ।
ততঃ শ্রীপাত্রসংস্থেনা-মৃতেন তর্পয়েৎ ত্রিধা ॥ ৯৪ ॥
উত্তমাঙ্গ* হৃদাধার-পাদসর্ব্বাঙ্গকেষু চ ।
পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৯৫ ॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ ।
তবাবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমো বদেৎ ॥ ৯৬ ॥

বাম ইত্যাদি । বাম হস্তে বিকচোৎপলসন্নিভাং প্রফুল্লপঙ্কজতুল্যাং নৈবেদ্য-মুদ্রাঞ্চ দেবীং দর্শয়েৎ । ততো মূলমন্ত্রেণ তীর্থপূরিতং মদ্যেন পূরিতং কলশং পানার্থং দেব্যৈ নিবেদ্য পুনরাচমনীয়কং দদ্যাৎ । ততোঽনন্তরং শ্রীপাত্রসংস্থেনা-মৃতেন সুরয়া ত্রিধা ত্রিবারং পূর্ব্ববদ্দেবীং তর্পয়েৎ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

উত্তমাঙ্গেত্যাদি । ততো দেশিকঃ সাধকো দেব্যাঃ উত্তমাঙ্গে মস্তকে হৃদয়ে আধারদেশে পাদয়োঃ সর্ব্বাঙ্গেষু চ মূলমন্ত্রেণ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা কৃতা-ঞ্জলিপুটো ভূত্বেষ্টদেবতাং প্রার্থয়েৎ । যৎ প্রার্থয়েত্তদাহার্দ্ধেন তবেতি । তবা-বরণদেবানিত্যুক্ত্বা পূজয়ামি নম ইতি প্রার্থনাবাক্যমাসীৎ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

নিবেদন করিয়া (১৪৭) দেবীকে পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে। তদনন্তর শ্রীপাত্র-স্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার ভগবতীর তর্পণ করিবে।[৯৪] পরে সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবীর শিরোদেশে, হৃদয়ে, মূলাধারে, চরণযুগলে এবং সর্ব্বাঙ্গে. এই পঞ্চ স্থানে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া[৯৫] কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিবেন যে, '(দেবি আজ্ঞাপয়) তব আবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমঃ' অর্থাৎ দেবি! অনুমতি কর তোমার আবরণদেবতাগণের পূজা করি।[৯৬] পরে যন্ত্রের অগ্নিকোণ, নৈঋ‌র্তকোণ, বায়ুকোণ ও ঈশানকোণে

---

* উত্তমাঙ্গম্ ইতি পাঠো বহুপুস্তকেষু দৃশ্যতে ।

মুদ্রা নহে, তাহার নাম গ্রাস মুদ্রা। (দক্ষিণ হস্তের) পঞ্চাঙ্গুলি অগ্রভাগে সংলগ্ন ও অধোমুখ করিয়াই ঊর্দ্ধমুখ করিতে হইবে। এইরূপ তিনবার করিলেই নৈবেদ্যমুদ্রা হইবে। প্রমাণ অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

(১৪৭)—মন্ত্র যথা। (বীজ) ইদং পানার্থমমৃতং শ্রীআদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি

অগ্নিনৈর্ঋতিবায়ীশ-পুরতঃ পৃষ্ঠতঃ ক্রমাৎ।
ষড়ঙ্গানি চ সংপূজ্য গুরুপংক্তীঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯৭ ॥
গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুন্তথা।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চৈব যজেৎ কুলগুরূনিমান্ ॥ ৯৮ ॥

আবরণদেবানাং পূজায়াঃ প্রকারং দর্শয়তি, অগ্নীত্যাদিভিঃ। অগ্নিনৈর্ঋতিবায়ীশপুরতঃ পৃষ্ঠতঃ যন্ত্রস্যাগ্নিকোণে নৈর্ঋতকোণে বায়ুকোণে ঈশানকোণে পুরতোঽগ্রে পৃষ্ঠতঃ পশ্চাদ্ভাগে চ ক্রমতঃ হ্রাঁ নমঃ হ্রীঁ নমঃ হ্রূঁ নমঃ হ্রৈঁ নমঃ হ্রৌঁ নমঃ হ্রঃ নমঃ ইতিমন্ত্রৈঃ ষড়ঙ্গানি ষড়ঙ্গদেবতানি সংপূজ্য গুরুপংক্তীর্গুরুশ্রেণীঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯৭ ॥

গুরুপংক্তীরেব দর্শয়ন্নাহ, গুরুঞ্চেত্যাদি। ওঁ গুরবে নমঃ ওঁ পরমগুরবে নমঃ ওঁ পরাপরগুরবে নমঃ ওঁ পরমেষ্ঠিগুরবে নমঃ ইতিমন্ত্রৈর্গন্ধপুষ্পাদিভির্যন্ত্রমধ্যে গুরুং পরমাদিং পরম আদির্যস্য তথাভূতং গুরুন্তথৈব পরাপরগুরুং পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চাপীমান্ কুলগুরূন্ ক্রমতো যজেৎ ॥ ৯৮ ॥

এবং সম্মুখ প্রদেশ ও পশ্চাদ্ভাগে ক্রমান্বয়ে ষড়ঙ্গদেবতার পূজা করিয়া (১৪৮) গুরুপংক্তির অর্চ্চনা করিবে (১৪৯)।৯৭ পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাক্রমে গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, এবং পরমেষ্ঠিগুরু, এই কুলগুরুচতুষ্টয়ের অর্চ্চনা

---

(১৪৮)- ষড়ঙ্গপূজার মন্ত্র যথা। হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি ২৫০ পৃষ্ঠার অনুবাদের ১ পংক্তি হইতে ৬ পংক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

(১৪৯)—গুরুপংক্তি তিন প্রকার; দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ। প্রত্যেক দেবতার এই ত্রিবিধ গুরুপংক্তির নাম ভিন্ন ভিন্ন। পূজাযন্ত্রের বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিতে হয়। আদ্যাকালীর গুরুপংক্তির পূজাপ্রণালী যথা। (পাদুকা যা ঐঁ বীজ) এতে গন্ধপুষ্পে মহাদেবী-দেবাম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ১, (এইরূপ) মহাদেবানন্দনাথ ২, মহাকালানন্দনাথ ৩, ত্রিপুরানন্দনাথ ৪, ভৈরবানন্দনাথ ৫, (ইহাঁরা দিব্যৌঘগুরু) ব্রহ্মানন্দনাথ ৬, পূর্ণদেবানন্দনাথ ৭, চলচ্চিত্তানন্দনাথ ৮, চলাচলানন্দনাথ ৯, কুমারানন্দনাথ ১০, ক্রোধনানন্দনাথ ১১, বরদানন্দনাথ ১২, স্মরদীপানন্দনাথ ১৩, মায়াদেবাম্বা ১৪, মায়াবতীদেবাম্বা ১৫, (ইহাঁরা সিদ্ধৌঘগুরু)। বিমলানন্দনাথ ১৬, কুশলানন্দনাথ ১৭, ভীমসেনানন্দনাথ১৮, সুধাকরানন্দনাথ২৯, মীনানন্দনাথ২০, গোরক্ষানন্দনাথ২১, ভোজদেবানন্দনাথ২২, প্রজাপত্যানন্দনাথ২৩, মূলদেবানন্দনাথ২৪, স্বস্তিদেবানন্দনাথ২৫, বিঘ্নেশ্বরানন্দ-

গুরুপাত্রামৃতেনৈব ত্রিস্ত্রিস্তর্পণমাচরেৎ।
ততোঽষ্টদলমধ্যে তু পূজয়েদষ্টনায়িকাঃ ॥ ৯৯ ॥
মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা।
নন্দিনী নারসিংহী চ কৌমারীত্যষ্ট মাতরঃ ॥ ১০০ ॥

গুর্ব্বিত্যাদি। গুরুপাত্রামৃতেনৈব ত্রিস্ত্রিস্ত্রিবারং ত্রিবারং ক্রমতো গুরূণাং তর্পণমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। ততোঽনন্তরমষ্টদলমধ্যেঽষ্টপত্রাণামভ্যন্তরে ওঁ মঙ্গলায়ৈ নম ইত্যেবং প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরষ্ট নায়িকাঃ পূজয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

পূজ্যা অষ্ট নায়িকা আহ. মঙ্গলেত্যাদ্যেকেন ॥ ১০০ ॥

করিয়া[৯৮] পশ্চাৎ গুরুপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিন বার তর্পণ করিবে (১৫০)। পরে অষ্টদল মধ্যে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী এবং কৌমারী, এই অষ্টনায়িকার পূজা করিতে হইবে।৯৯।১০০

নাথ২৬, হুতাশনানন্দনাথ২৭, সময়ানন্দনাথ২৮, নকুলানন্দনাথ২৯, সন্তোষানন্দনাথ৩০, ইঁহারা মানবৌঘ গুরু। সর্ব্বত্র প্রথমে '(পাদুকা বা ঐঁ বীজ) এতে গন্ধেপুষ্পে' তৎপরে নাম ও শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। তর্পণেও ঐরূপ প্রথমে পাদুকা বা ঐঁ বীজ পরে নাম ও শেষে তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে মস্তকে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তর্পণ করিতে হইবে। স্ত্রীগুরুর তর্পণে 'নমঃ' স্থানে 'স্বাহা' ও অধোমুখ ত্রিকোণ হইবে।

(১৫০)—এস্থলে গুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু এই গুরুচতুষ্টয়কেই কুলগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরন্তু কুলগুরু স্বতন্ত্র তাঁহাদের নাম যথা। প্রহ্লাদানন্দনাথ, সনকানন্দনাথ, কুমারানন্দনাথ, বশিষ্ঠানন্দনাথ, ক্রোধানন্দনাথ, সুখানন্দনাথ, ধ্যানানন্দনাথ, এবং বোধানন্দনাথ। সহস্রারে যে স্থানে ব্রহ্মানাড়ী শেষ হইয়াছে সেই কুলপুরে ইঁহাদের অবস্থান।

২৬০ পৃষ্ঠা ১৩৩ সংখ্যা টিপ্পনীতে গুরুচতুষ্টয়ের পূজা ও তর্পণ-ক্রম লিখিত হইয়াছে। প্রায় সমুদায় তন্ত্রে গুরু পূজাদির পর অষ্টভৈরবের পূজার পূর্ব্বে পঞ্চদশ যোগিনী ও অষ্টশক্তির পূজা ও তর্পণ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পঞ্চদশ যোগিনীর পূজা যথা। যন্ত্রের মধ্যে যে পঞ্চ ত্রিকোণমণ্ডল আছে, তন্মধ্যে বাহ্য ত্রিকোণের অধঃকোণে 'ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে কালীদেব্যা-

দলাগ্রেষু যজেদষ্ট ভৈরবান্ সাধকোত্তমঃ ॥ ১০১ ॥
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারোঽষ্টৌ চ ভৈরবাঃ ॥ ১০২ ॥

দলেত্যাদি। দলাগ্রেষু পত্রাগ্রেষু ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নম ইত্যেবং প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরষ্ট ভৈরবান্ সাধকোত্তমো যজেৎ ॥ ১০১ ॥

পূজ্যানষ্ট ভৈরবানাহ, অসিতাঙ্গ ইত্যাদ্যেকেন ॥ ১০২ ॥

অনন্তর (প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা) অষ্ট দলের অগ্রভাগে যথাক্রমে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং সংহার, এই অষ্টভৈরবের পূজা করিবে (১৫১)। ১০১। ১০২ পরে প্রণবাদি

শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া "ওঁ কালীদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা" এই মন্ত্রে যোগিনীপাত্র হইতে তর্পণ করিবে। (পরে ঐ ত্রিকোণেরই দক্ষিণকোণে) ঐরূপেই কপালিনী। (বামকোণে ঐরূপে) কুল্লা। (তদন্তর্গত ত্রিকোণের ঐরূপ অগ্র দক্ষিণ ও বামকোণে ক্রমশঃ ঐরূপে) কুরুকুল্লা, বিরোধিনী ও বিপ্রচিত্তা। (পুনশ্চ তদন্তর্গত ত্রিকোণেও ঐরূপে ক্রমশঃ) উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তা। (তদন্তর্গত ত্রিকোণেও ঐরূপে ক্রমশঃ) নীলা, ঘনা, ও বলাকা। (তদন্তরস্থ ত্রিকোণেরও ঐরূপ অগ্র, দক্ষিণ ও বামকোণে ক্রমশঃ ঐরূপ) মাত্রা, মুদ্রা ও মিতা। সর্ব্বত্র প্রথমে ওঁ পরে নাম ও শেষে "দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা হইবে। এবং 'পূজয়ামি নমঃ' স্থলে 'তর্পয়ামি স্বাহা' বলিয়া যোগিনী পাত্র হইতে তর্পণ হইবে। পরে অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বদল হইতে ঈশানকোণস্থ দল পর্য্যন্ত অষ্ট দলে অষ্ট শক্তির পূজা করিতে হইবে, যথা। 'আঁ। ব্রাহ্মীদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, আঁ। ব্রাহ্মীদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা' এই মন্ত্রে শক্তিপাত্র হইতে তর্পণ করিবে। (এইরূপ) ঈঁ নারায়ণী, উঁ মাহেশ্বরী, ঋঁ চামুণ্ডা, ঌঁ কৌমারী, ঐঁ অপরাজিতা, ঔঁ বারাহী, অঃ নারসিংহী। সর্ব্বত্র প্রথমে বীজ পরে নাম ও অন্তে 'দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া "পূজয়ামি নমঃ" স্থলে 'তর্পয়ামি স্বাহা' বলিয়া বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা শক্তিপাত্র হইতে অমৃত ও দক্ষিণ হস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা শুদ্ধি লইয়া, উভয়ের যোগ পূর্ব্বক হৃদয়ে অধোমুখ ত্রিকোণ লিখিতে লিখিতে তর্পণ করিতে হইবে।

(১৫১)—অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বাদি দলের অগ্রভাগে অষ্ট ভৈরবের পূজা ও তর্পণ করিবে

ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালান্ ভূপুরান্তঃ প্রপূজয়েৎ ।
তেষামস্ত্রাণি তদ্বাহ্যে পূজয়েৎ তর্পয়েত্ততঃ ॥ ১০৩ ॥

ইন্দ্রেত্যাদি। ততঃ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরিন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালান্ ভূপুরাভ্যন্তরে প্রপূজয়েৎ। তেষামিন্দ্রাদীনামস্ত্রাণি বজ্রাদীনি

নমোঽন্ত মন্ত্র দ্বারা ভূপুর মধ্যে ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের পূজা করিয়া (১৫২)

যথা। ঐঁ হ্রীঁ অঁ অসিতাঙ্গভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ অঁ অসিতাঙ্গভৈরব-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ঐঁ হ্রীঁ ইঁ রুরু-ভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ উঁ চণ্ডভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ঋঁ ক্রোধভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ৯ঁ উন্মত্তভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ এঁ কপালিভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ওঁ ভীষণভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ অঁ সংহারভৈরব। সর্ব্বত্র অন্তে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা ও 'শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রান্তে বীরপাত্র হইতে মস্তকে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণবলয় অঙ্কিত করিতে করিতে তর্পণ করিতে হইবে।

(১৫২)—অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধত্যুক্ত অস্ত্রাদি সমেত ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজামন্ত্র ও তর্পণমন্ত্র যথা। (ভূপুরের মধ্যে পূর্ব্বদিকে) ওঁ লঁ। ইন্দ্র-পীতবর্ণ-ঐরাবতবাহন-বজ্রহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-সুরাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। তর্পণকালে 'পূজয়ামি নমঃ' স্থলে 'তর্পয়ামি নমঃ'। (অগ্নিকোণে) ওঁ রঁ। অগ্নি-রক্তবর্ণ-মেষবাহন-শক্তিহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-তেজোধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঐরূপ ...তর্পয়ামি নমঃ।(দক্ষিণে)ওঁ যঁ। যম-কৃষ্ণবর্ণ-মহিষবাহন-দণ্ডহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-প্রেতাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ।(নৈঋর্তে)ওঁ ক্ষঁ। নিঋর্তি-ধূম্র-বর্ণ-অশ্ববাহন-খড়্গহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-রাক্ষসাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ বঁ। বরুণ-শুক্লবর্ণ-মকরবাহন-পাশহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-জলাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ—শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ (বায়ুকোণে,ওঁ যঁ। বায়ু-ধূম্রবর্ণ-মৃগবাহন-অঙ্কুশহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-প্রাণাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (উত্তরে) ওঁ কুঁ কুবের-শুক্লবর্ণ-নরবাহন-গদাহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-যক্ষাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (ঈশানে, ওঁ হঁ। ঈশান-শুক্লবর্ণ-বৃষভবাহন-শূলহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-গণাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (অধঃ অর্থাৎ নৈঋর্ত-পশ্চিম মধ্যে)ওঁ হ্রীঁ অনন্ত-গৌরবর্ণ-গরুড়বাহন-চক্রহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-নাগাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (উর্দ্ধে বা ঈশান ও পূর্ব্বমধ্যে)ওঁ আঁ। ব্রহ্মা-অরুণবর্ণ-হংসবাহন-পদ্মহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-প্রজাধিপতি-আদ্যাকালিকা-

সর্ব্বোপচারৈঃ সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥১০৪ ॥
মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা।
শল্লকী শশকো গোধা কূর্ম্মঃ খড়্গী দশ স্মৃতাঃ ॥ ১০৫ ॥
অন্যানপি পশূন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ ॥ ১০৬ ॥
সুলক্ষণং পশুং দেব্যা অগ্রে সংস্থাপ্য মন্ত্রবিৎ।
অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতম্ ॥১০৭ ॥

প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ তদ্বাহ্যে ভূপুরাদ্বহিঃ পূজয়েৎ। ততঃ পরম্ ওঁ ইন্দ্রন্তর্পয়ামি নম ইত্যেবং প্রণবাদিনা তর্পয়ামি নম ইত্যন্তেন নামমন্ত্রেণ ইন্দ্রাদিদশদিক্পালাংস্তর্পয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

সর্ব্বেত্যাদি। পাদ্যাদিভিঃ সর্ব্বোপচারৈর্দেবীং সংপূজ্য সমাহিতঃ সাবধানো ভূত্বা দেব্যৈ বলিং দদ্যাৎ ॥ ১০৪ ॥

নন্বু বলিদানবিধৌ কঃ কঃ পশুঃ প্রশস্তঃ স্যাওত্রাহ, মৃগ ইত্যাদি। লুলাপো মহিষঃ। মৃগাদয়ো দশ বলিদানবিধৌ প্রশস্তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৫ ॥

অন্যানপীত্যাদি। ন তু মৃগাদয় এব বলিদানবিধৌ প্রশস্তাঃ কিন্তু সাধকেচ্ছানুসারতোঽন্যানপি পশূন্ দেব্যৈ দদ্যাৎ ॥ ১০৬ ॥

অথ বলিদানবিধিমাহ, সুলক্ষণমিত্যাদিভিঃ। মন্ত্রবিৎ মন্ত্রজ্ঞঃ সুধীঃ ধীরঃ সাধকঃ সুলক্ষণং রোগাদিশূন্যং পশুং দেব্যা অগ্রে সংস্থাপ্য বিশেষার্ঘ্যোদকেন

ভূপুরের বহির্ভাগে (সেই সেই দিক্পালের নিকট) দিক্পালগণের বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের অর্চ্চনা এবং তদন্তে তর্পণও করিবে (১৫৩)। ১০৩

এইরূপে সমুদায় উপচার দ্বারা দেবীর পূজা সমাপনান্তে সমাহিত চিত্তে বলিপ্রদান করিবে। ১০৪ মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী (সজারু), শশক, গোধা (গোসাপ), কূর্ম্ম ও গণ্ডার, এই দশবিধ পশুই বলিদানে প্রশস্ত। ১০৫ এতদ্ব্যতিরেকে সাধকের ইচ্ছানুসারে (কুক্কুট, পারাবত, সিংহ, ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি) অন্যান্য পশুকেও বলি প্রদান করা যাইতে পারে। ১১০ মন্ত্রবিৎ

পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। বীরপাত্রের অমৃত দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় এইরূপ, দিক্পালগণের তর্পণ ও পূজা করিতে হইবে।

(১৫৩)—অস্ত্র সমুদায়ের পূজা যথা,—(পূর্ব্বে) ওঁ বজ্র-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। তর্পণকালে,

কৃত্বা ছাগায় পশবে নম ইত্যমুনা সুধীঃ ।
সংপূজ্য গন্ধসিন্দুর-পুষ্পনৈবেদ্যপাথসা ।
গায়ত্রীং দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাশবিমোচনীম্ ॥ ১০৮ ॥
পশুপাশায় শব্দান্তে বিদ্মহে পদমুচ্চরেৎ ।
বিশ্বকর্ম্মণে চ পদাৎ ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ১০৯ ॥

ফট্ মন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্যাভিষিচ্য ধেনুমুদ্রয়া বং বীজেনামৃতীকৃতং কৃত্বা ছাগায় পশবে নম ইত্যমুনা মন্ত্রেণ গন্ধসিন্দুরপুষ্পনৈবেদ্যপাথসা সংপূজ্য চ ছাগস্য দক্ষিণে কর্ণে পশুপাশবিমোচনীং গায়ত্রীং জপেৎ। ছাগাদীতি মৃগাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। পাথো জলম্ ॥ ১০৭ ॥ ১০৮ ॥

পশুপাশবিমোচনীং গায়ত্রীমাহ, পশুপাশায়েত্যাদিনা। মন্ত্রী সাধকঃ পশুপাশায়েতি শব্দস্যান্তে বিদ্মহে ইতি পদমুচ্চরেৎ। ততো বিশ্বকর্ম্মণে ইতি পদাৎ ধীমহীতি পদং বদেৎ। ততঃ পরং তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ ইত্যাদীর-

---

বিচক্ষণ সাধক রোগাদিশূন্য সুলক্ষণ (১৫৪) পশুকে দেবীর সম্মুখে স্থাপন করিয়া ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্ঘ্যজল দ্বারা প্রোক্ষিত করতঃ বং এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে অমৃতীকরণ করিয়া 'ছাগায় পশবে নমঃ,' বা 'মেষায় পশবে নমঃ.' এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সিন্দূর এবং গন্ধ, পুষ্প. নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা করিবেন। পরে পশুর দক্ষিণ কর্ণে পশু-পাশ-বিমোচনী গায়ত্রী জপ করিবেন[১০৭]। [১০৮]মন্ত্রপ্রয়োগনিপুণ ব্যক্তি প্রথমতঃ 'পশুপাশায়' শব্দ উচ্চারণ করিবেন। পরে 'বিশ্বকর্ম্মণে' এই পদ উচ্চারণ পুরঃসর 'ধীমহি' এই পদ প্রয়োগ করিয়া[১০৯]তৎপরে 'তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ'

ওঁ বজ্র-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (এইরূপে ক্রমশঃ ঈশান পর্য্যন্ত এবং অধঃ ও ঊর্দ্ধে পূর্ব্বের ন্যায়) শক্তি। দণ্ড। খড়্গ। পাশ। অঙ্কুশ। গদা। শূল। চক্র। পদ্ম। এই সকলের পূজা ও তর্পণ ভূপুরের বহির্ভাগে, সেই সেই দিক্‌পালগণের নিকটে করিতে হইবে।

(১৫৪)—সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অক্ষত তরুণ সুন্দর পুংজাতীয় পশুই প্রশস্ত। ছাগাদি পশু সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। ভগ্নশৃঙ্গ, ছিন্নলাঙ্গুল, ছিন্নকর্ণ, খঞ্জ, কাণ কুব্জ প্রভৃতি বিকৃতাঙ্গ বা হীনেন্দ্রিয়-সম্পন্ন ও স্ত্রীপশু বলিদানে নিষিদ্ধ। পরন্তু অণ্ডজ ও জলজ পশুর মধ্যে হংসী ও স্ত্রীজাতীয় কচ্ছপ ব্যতিরেকে কাহারও স্ত্রী-পুরুষ বিচারের আবশ্যকতা নাই।

ততশ্চোদীরয়েৎ মন্ত্রী তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।
এষা তু পশুগায়ত্রী পশুপাশবিমোচনী ॥ ১১০ ॥
ততঃ খড়্গং সমাদায় কূর্চ্চবীজেন পূজয়েৎ।
তদগ্রমধ্যমূলেষু ক্রমতঃ পূজয়েদিমান্ ॥ ১১১ ॥
বাগীশ্বরীঞ্চ ব্রহ্মাণং লক্ষ্মীনারায়ণৌ ততঃ।
উমামহেশ্বরৌ মূলে পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১১২ ॥
অনন্তরং ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবশক্তিযুতায় চ।
খড়্গায় নম ইত্যন্ত-মনুনা খড়্গপূজনম্ ॥ ১১৩ ॥

...রুচ্চরেৎ। যোজনয়া পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচো-দয়াৎ ইতি গায়ত্রী জাতা ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥

তত ইত্যাদি। কূর্চ্চবীজেন হূমিতি বীজেন। তদগ্রমধ্যমূলেষু খড়্গাগ্র-মধ্যমূলেষু। যান্ পূজয়েত্তানাহেকেন বাগীশ্বরীমিত্যাদি। ওঁ বাগীশ্বরীব্রহ্মভ্যাং নম ইত্যেবং প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ খড়্গাগ্রে বাগীশ্বরীং সরস্বতীং ব্রহ্মাণঞ্চ ততঃ খড়্গমধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণৌ ততঃ খড়্গমূলে উমামহেশ্বরৌ সাধকোত্তমঃ পূজয়েৎ ॥ ১১১ ॥ ১১২ ॥

অনন্তরমিত্যাদি। ততোঽনন্তরং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুতায় খড়্গায় নম ইত্যন্তমনুনা খড়্গপূজনং কুর্য্যাৎ ॥ ১১৩ ॥

...চ্চারণ করিবেন (১৫৫)। ইহাই পশুপাশবিমোচনী গায়ত্রী ১১০। অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ খড়্গ গ্রহণ করিয়া কূর্চ্চবীজ অর্থাৎ হূঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে খড়্গের অগ্র, মধ্য ও মূলপ্রদেশে পশ্চাদুক্ত দেব-দেবীদিগের পূজা করিবেন ;১১১ অর্থাৎ খড়্গাগ্রে বাগীশ্বরী ও ব্রহ্মার, মধ্যে লক্ষ্মী ও নারায়ণের, মূলে উমা ও মহেশ্বরের পূজা করিতে হইবে।১১২ পরে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুতায় খড়্গায় নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা খড়্গ পূজা করিবে।১১৩ অনন্তর মহাবাক্য (১৫৬)

---

(১৫৫)—সমুদায় পদ যোজনা করিয়া পশুপাশবিমোচনী গায়ত্রী যথা। পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি। তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।

(১৫৬)—টীকাকার সম্মত মহাবাক্য বা সংকল্প বাক্য উপরের টীকাতেই দ্রষ্টব্য। মহাকাল-সংহিতা সম্মত মহাবাক্য যথা। শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ (অদ্য) অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে

মহাবাক্যেন চোৎসৃজ্য কৃতাঞ্জলিপুটো বদেৎ।
যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্ ॥ ১১৪ ॥
ইত্থং নিবেদ্য চ পশুং ভূমিসংস্থন্তু কারয়েৎ ॥১১৫ ॥
দেবীভাবপরো ভূত্বা হন্যাত্তীব্রপ্রহারতঃ।
স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্ব্বা ভ্রাত্রা বা সুহৃদৈব বা।
সপিণ্ডেনাথ বা ছেদ্যো নারিপক্ষং নিযোজয়েৎ ॥ ১১৬।

মহাবাক্যেনেত্যাদি। ততো মহাবাক্যেন বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যামুক-মাস্যমুকপক্ষেঽমুকতিথাবমুকরাশিস্থিতে ভাস্করে সমস্তাভীপ্সিতপদার্থসিদ্ধি-কামোঽমুকগোত্রোঽমুকশর্ম্মাহমিষ্টদেবতায়ৈ পশুমিমং সম্প্রদদে ইতি মহা-বাক্যেন ছাগমুৎসৃজ্য দেব্যৈ সমর্প্য কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বদেৎ। কিং বদেত্তত্রাহ যথেত্যাদি ॥১১৪॥

ইত্থমিত্যাদি। পশুং ছাগাদিম্ ॥১১৫ ॥

দেবীত্যাদি। স্বয়ং বা আত্মনৈব বা। পশুহননেঽরিপক্ষং ন নিযোজয়েৎ প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ১১৬ ॥

উচ্চারণ পূর্ব্বক পশু উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবে, যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্' অর্থাৎ এই পশু যথোক্ত বিধানে তোমাতে সমর্পিত হউক (এই বলিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা পশুকে উত্থাপন পূর্ব্বক দেবীর উদ্দেশে সমর্পণ করিবে।।[১১৪]এইরূপ বিধানানুসারে নিবেদন করিয়া ঐ নিবেদিত পশুকে ভূতলে স্থাপন পূর্ব্বক[১১৫]দেবীভাব পরায়ণ হইয়া তীব্র প্রহারে(একাঘাতেই)বধ করিবে। (১৫৭) সাধক স্বয়ং (অথবা যদি তিনি স্বয়ং বলিদান করিতে অসমর্থ হয়েন,

---

অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্যামুক শর্ম্মণঃ (এতদ্বর্ষাবচ্ছিন্ন) অমুকদেবতা প্রীতিকামনয়া (মূলঃ) ছ্রীঁ ছ্রাঁ স্ত্রীঁ স্ত্রাঁ ক্রেঁ ভগবত্যৈ অমুক্যৈ বিশস্তেষ বলির্মঃ ইমং ছাগ পশুং অমুকদৈবতং (বহ্নিদৈবতং) অমুকদেব্যৈ (অহং) ঘাতয়িষ্যে। ইতি। ভিন্ন ভিন্ন পশুর দেবতাপ্রীতির বর্ষপরিমাণ এবং অধিদেবতা ভিন্ন ভিন্ন। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় উল্লেখ করিলাম না। সর্ব্বত্র, 'পশুশরীরে যাবৎসংখ্যাকানি রোমাণি সন্তি তাবদ্বর্ষাবচ্ছিন্ন' এবং অধিদেবতা স্থলে 'শ্রীবিষ্ণুদৈবতং, বলিলে চলিবে।

(১৫৭)—কোন কোন দেশে নীলতন্ত্র ও অন্নদাকল্পের বিধান অনুসারে কুক্কুট পারাবত প্রভৃতি বলিদান করা হইয়া থাকে। প্রণালী যথা। একখানি নূতন শরাবে দেবতার স্ব

ততঃ কবোষ্ণং রুধিরং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ।
সপ্রদীপশীর্ষবলি-র্নমো দেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১১৭ ॥
এবং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কৌলিকানাং কুলার্চ্চনে।
অন্যথা দেবতাপ্রীতি-র্জায়তে ন কদাচন ॥ ১১৮ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং এষ কবোষ্ণরুধিরবলিঃ ওঁ বটুকেভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ কবোষ্ণমীষদুষ্ণং রুধিরবলিং নিবেদয়েৎ ॥১১৭॥

এবমিত্যাদি। অন্যথা বলিবিধেরভাবাৎ ॥১১৮॥১১৯॥

তাহা হইলে) পশুচ্ছেদনার্থ, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, সুহৃৎ অথবা সপিণ্ড ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু শত্রুপক্ষকে কদাপি নিযুক্ত করিবেন না।[১১৬] অনন্তর 'ওঁ এষ কবোষ্ণরুধিরবলিঃ বটুকাদিভ্যো নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বটুক প্রভৃতিকে ঈষদুষ্ণ রুধিরবলি প্রদান করিয়া (১৫৮), বীজ পাঠ পূর্ব্বক 'এষ সপ্রদীপশীর্ষবলিঃ শ্রীমদাদ্যাকালিকায়ৈ দেব্যৈ নমঃ' এই বলিয়া দেবীকে সপ্রদীপ শীর্ষবলি প্রদান করিবে।[১১৭] দেবি! কৌলিকদিগের কুলপূজানুষ্ঠানকালে যেরূপ বিধানে বলি প্রদান করিতে হয়, তাহা এই তোমার নিকট কথিত হইল। এইরূপে বলিপ্রদান না করিলে কদাপি দেবতার প্রীতিলাভ হয় না।[১১৮]

অঙ্কিত করিয়া তাহার উর্দ্ধদেশে পক্ষীকে উর্দ্ধমুখে ধরিয়া তাহার কণ্ঠে ছুরিকা ঘর্ষণ দ্বারা এরূপভাবে ছেদন করিতে হইবে যে, শরাবে অঙ্কিত যন্ত্রমধ্যে রুধির ধারা নিপতিত হয়। পরে ঐ রুধির দ্বারা, বটুক যোগিনী প্রভৃতির বলি প্রদান করিতে হইবে। প্রমাণ যথা নীলতন্ত্র ৫৫ পটলে। ইত্থং নিবেদ্য চ পশুং ধৃত্বা চোর্দ্ধমুখং ততঃ। ছেদয়েৎ ঘর্ষণেনৈব দেব্যা যোনৌ যথা পতেৎ॥ রুধিরং তৎ সমাদায় বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ।" ইত্যাদি। অন্নদাকল্পের বচনও প্রায় এইরূপ।

(১৫৮)—অন্যান্য তন্ত্রে বটুকাদিকে রুধির বলি দিবার পূর্ব্বে দেবীকে সমাংস রুধির বলিদানের বিধান দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্র প্রচলন ও এইরূপ। বটুকাদির বলিদানের সংক্ষিপ্ত ও প্রচলিত বিধি যথা। (বায়ব্যে) এষ রুধিরবলিঃ হূঁ বাঁ বটুকায় নমঃ।(এইরূপ ঈশানে) হূঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। (নৈর্ঋতে) হূঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। (আগ্নেয্যাং) হূঁ গাঁ গণপতয়ে নমঃ। ইতি। সাধক সমর্থ হইলে ইচ্ছানুসারে, ২৬৫ পৃষ্ঠা ১৩৭ সংখ্যা টিপ্পনীতে লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বকও এই রুধিরবলি প্রদান করিতে পারেন।

ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত তদ্বিধানং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১১৯ ॥
স্বদক্ষিণে বালুকাভি-র্মণ্ডলং চতুরস্রকম্ ।
চতুর্হস্তপরিমিতং কৃত্বা মূলেন বীক্ষণম্ ।
অস্ত্রেণ তাড়য়িত্বা চ তেনৈব প্রোক্ষণং চরেৎ ॥ ১২০ ॥
কূর্চ্চবীজেনাবগুণ্ঠ্য দেবতানামপূর্ব্বকম্ ।
স্থণ্ডিলায় নম ইতি যজেৎ সাধকসত্তমঃ ॥১২১ ॥
প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ রেখাঃ প্রাদেশসংমিতাঃ ।
তিস্রস্তিস্রো বিধাতব্যা-স্তত্র সংপূজয়েদিমান্ ॥ ১২২ ॥

অথ হোমবিধানমাহ, স্বদক্ষিণে ইত্যাদিভিঃ। স্বদক্ষিণে দেশে বালুকাভি-শ্চতুর্হস্তপরিমিতং চতুরস্রকঞ্চতুষ্কোণং মণ্ডলং কৃত্বা মূলেন মন্ত্রেণ তস্য বীক্ষণং বিলোকনঞ্চ কৃত্বা অস্ত্রেণ ফটা মন্ত্রেণ কুশেন তাড়য়িত্বা চ তেনৈব ফটৈব মন্ত্রেণ মণ্ডলস্য প্রোক্ষণং সেকঞ্চরেৎ ॥১২০॥

কূর্চ্চেত্যাদ। কূর্চ্চবীজেন হুমিতি বীজেন তন্মণ্ডলমবগুণ্ঠ্য বেষ্টয়িত্বা দেবতা-নামপূর্ব্বকং স্থণ্ডিলায় নম ইত্যুচ্চরন্ সাধকসত্তমো যজেৎ অমুকদেবতাস্থণ্ডিলায় নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ স্থণ্ডিলং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥

প্রাগগ্রা ইত্যাদি। প্রাক্ প্রাচ্যাং দিশ্যগ্রাণি যাসাং তাঃ প্রাগগ্রাঃ উদক্ উদীচ্যাং দিশ্যগ্রাণি যাসাং তা উদগগ্রাশ্চ প্রাদেশসম্মিতাঃ প্রাদেশেন পরিমিতা-স্তিস্রাস্তিস্রো রেখাঃ স্থণ্ডিলে বিধাতব্যাঃ। তত্র তাসু রেখাসু ইমান্ সংপূজয়েৎ। তর্জনীযুক্তে বিস্তৃতেঽঙ্গুষ্ঠে প্রাদেশঃ স্যাৎ। তথৈবামরসিংহঃ,প্রাদেশতালগোকর্ণা-স্তর্জন্যাদিযুতে ততে। অঙ্গুষ্ঠে সকনিষ্ঠে স্যাদ্বিতস্তির্দ্বাদশাঙ্গুল ইতি ॥১২২॥

প্রিয়ে! অনন্তর হোমানুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার প্রণালী কহিতেছি শ্রবণ কর। ১১৯ সাধক স্বীয় দক্ষিণ ভাগে বালুকা দ্বারা চারি দিকে এক এক হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাহা নিরীক্ষণ করিবেন এবং 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কুশ দ্বারা তাড়না করিয়া উক্ত মন্ত্র দ্বারাই প্রোক্ষিত করিবেন। ১২০ পরে সাধকশ্রেষ্ঠ 'হুঁ' এই কূর্চ্চবীজ পাঠ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠিত করিয়া দেবতানাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্থণ্ডিলায় নমঃ অর্থাৎ 'শ্রীমদাদ্যাকালিকাদেবতাস্থণ্ডিলায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা স্থণ্ডিলের পূজা করিবেন। ১২১ অনন্তর স্থণ্ডিল মধ্যে প্রাদেশ-পরিমিত

প্রাগগ্রাসু চ রেখাসু মুকুন্দেশপুরন্দরান্।
ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দূংশ্চ উত্তরাগ্রাসু পূজয়েৎ ॥ ১২৩ ॥
ততঃ স্থণ্ডিলমধ্যে তু হেসৌঃ-গর্ভং ত্রিকোণকম্।
ষট্‌কোণং তদ্বহির্বৃত্তং ততোঽষ্টদলপঙ্কজম্।
ভূপুরন্তদ্বহির্বিদ্বান্ বিলিখেদ্‌যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১২৪ ॥

তাসু রেখাসু যান্ পূজয়েত্তান্ দর্শয়ন্নাহ, প্রাগগ্রাস্বিত্যাদি। প্রাগগ্রাসু রেখাসু প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ মুকুন্দেশপুরন্দরান্ বিষ্ণুশিবেন্দ্রান্ ক্রমতঃ পূজয়েৎ। উত্তরাগ্রাসু রেখাসু তু ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দূন্ ব্রহ্মযমচন্দ্রান্ পূজয়েৎ ॥ ১২৩ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং স্থণ্ডিলমধ্যে হেসৌঃ মিলিতা এব হকারসকারৌকারবিসর্গা। গর্ভে যস্য তথাভূতং ত্রিকোণকং তদ্বহিঃ ষট্‌কোণন্তদ্বহির্বৃত্তং চ মণ্ডলং ততো বহিরষ্টদলপঙ্কজং ততোঽপি বহিশ্চতুষ্কোণঞ্চতুর্দ্বারং ভূপুরঞ্চ বিদ্বান্ বিলিখেৎ ॥ ১২৪ ॥

তিনটি প্রাগগ্র ও তিনটি উদগগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া (১৫৯) তদুপরি পশ্চাল্লিখিত দেবগণের পূজা করিবে।[১২২]

প্রাগগ্র রেখাত্রয়ের উপরি ক্রমান্বয়ে মুকুন্দ, ঈশ ও পুরন্দরের এবং উদগগ্র রেখাত্রয়ের উপরি ব্রহ্মা, বৈবস্বত ও ইন্দুর পূজা করিবে (১৬০)।[১২৩] অনন্তর উক্ত স্থণ্ডিলমধ্যে ত্রিকোণমণ্ডল রচনা করিয়া তাহার গর্ভে বা মধ্যে 'হেসৌঃ' এই বীজ লিখিত হইবে। অনন্তর ত্রিকোণ মণ্ডলের বহির্ভাগে বৃত্ত

---

(১৫৯)—প্রাদেশ পরিমাণ অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী বিস্তার করিলে একের অগ্রভাগ হইতে অপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণ। কুশদ্বারা স্থণ্ডিলের উত্তরভাগে পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দীর্ঘ রেখাকে প্রাগগ্র এবং পূর্ব্বভাগে দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পর্য্যন্ত দীর্ঘ রেখাকে উদগগ্র রেখা বলে। মতান্তরে অগ্নিকোণে ও বায়ুকোণে উক্ত রূপ তিনটি রেখা লিখিবার বিধি দৃষ্ট হয়।

(১৬০)—প্রয়োগ যথা। (প্রাগগ্র রেখাত্রয়ে) 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মুকুন্দায় নমঃ'। (এইরূপ), ঈশানায়। পুরন্দরায়। (উদগগ্র রেখাত্রয়ে ঐরূপ) ব্রহ্মণে। বৈবস্বতায়। ইন্দবে। সর্ব্বত্র পূর্ব্বে 'ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে' ও অন্তে 'নমঃ'।

মূলেন পুষ্পাঞ্জলিনা সংপূজ্য প্রণবেন তু।
হোমদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য কর্ণিকায়াং যজেৎ সুধীঃ।
মায়ামাধারশক্ত্যাদীন্ প্রত্যেকং বা প্রপূজয়েৎ ॥১২৫।
অগ্ন্যাদিকোণে ধর্ম্মঞ্চ জ্ঞানং বৈরাগ্যমেব চ।
ঐশ্বর্য্যং পূজয়িত্বা তু পূর্ব্বাদিষু দিশাং ক্রমাৎ ॥ ১২৬॥
অধর্ম্মমজ্ঞানমিতি অবৈরাগ্যমনন্তরম্।
অনৈশ্বর্য্যং যজেন্মন্ত্রী মধ্যেঽনন্তঞ্চ পদ্মকম্ ॥১২৭॥

মূলেনেত্যাদি। এবং লিখিতমুত্তমং যন্ত্রং মূলেন মন্ত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিনা সংপূজ্য প্রণবেন হোমদ্রব্যাণি চ সংপ্রোক্ষ্যাষ্টদলপঙ্কজস্য কর্ণিকায়াং বীজকোষে সমুদিতানেবাধারশক্ত্যাদীন্ মায়াং হ্রীঁ বীজমুচ্চরন্ সুধীঃ সাধকো যজেৎ। হ্রীঁ আধারশক্ত্যাদিভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ। অথবা আধারশক্ত্যাদিকং প্রত্যেকমেব প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৫ ॥

অগ্নীত্যাদি। প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্যন্ত্রস্যাগ্ন্যাদিকোণে ক্রমতো ধর্ম্মং জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ পূজয়িত্বা দিশাং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিষু দিক্ষু অধর্ম্মমজ্ঞানমবৈরাগ্যম্ এতদনন্তরমনৈশ্বর্য্যঞ্চ মন্ত্রী যজেৎ। যন্ত্রস্য মধ্যেঽনন্তং পদ্মকঞ্চ যজেৎ ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥

অঙ্কিত করিয়া তদ্বহিঃপ্রদেশে অষ্টদলপদ্ম সর্ব্ববহির্ভাগে চতুষ্কোণ ভূপুর অঙ্কিত করিবে। জ্ঞানবান্ সাধক এইরূপ একটী উত্তম মণ্ডল রচনা করিবেন।[১২৪] পরে মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সেই মণ্ডলের পূজা করিয়া প্রণব পাঠ পূর্ব্বক হোমের উপকরণ দ্রব্য সমুদায় প্রোক্ষিত করিতে হইবে। অনন্তর জ্ঞানী সাধক মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় আধারশক্তি প্রভৃতির এককালে বা প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবেন (১৬১)।[১২৫] (পৃথক্ পূজায় পদ্মাসন পর্য্যন্ত পূজার পর) যন্ত্রের অগ্নিকোণ, নৈর্ঋতকোণ,বায়ুকোণ ও ঈশানকোণে, যথাক্রমে ধর্ম্ম,জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূজা করিবে,এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ,পশ্চিম ও উত্তর দিকে যথাক্রমে [১২৬]

---

(১৬১)—এককালে পূজা যথা। হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ। পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকের পূজা ২০৯ পৃষ্ঠা ৯৮ সংখ্য টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

কলাসহিতসূর্য্যস্য তথা সোমস্য মণ্ডলম্।
প্রাগাদিকেশরেষ্বেষু মধ্যে চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৮॥
পীতা শ্বেতারুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা তথৈব চ।
স্ফুলিঙ্গিনী চ রুচিরা জ্বলিনীতি তথা ক্রমাৎ ॥ ২২৯ ॥
প্রণবাদিনমোঽন্তেন সর্ব্বত্র পূজনং চরেৎ।
রং বহ্নেরাসনায়েতি নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ ॥২৩০ ॥
বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ধ্যাত্বা মন্ত্রী তদাসনে ॥ ২৩১ ॥

কলেত্যাদি। পূর্ব্বোক্তাভ্যামেব মন্ত্রাভ্যাং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ কলাসহিত-সূর্য্যস্য তথা কলাসহিতস্য সোমস্য চ মণ্ডলং যন্ত্রমধ্যে এব প্রপূজয়েৎ। এষু প্রাগাদিকেশরেষু মধ্যে চ ক্রমেণৈতাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৮ ॥

যাঃ প্রপূজয়েত্তা আহ, পীতেত্যাদ্যেকেন। পীতাশ্বেতাদীনাং মধ্যে জলিনীং মধ্যে পূজয়েৎ ॥ ১২৯ ॥

প্রণবাদীত্যাদি। সর্ব্বত্র দেশে। নমোঽন্তেন রং বহ্নেরাসনায়েতিমন্ত্রেণ যন্ত্রমধ্যে বহ্নেরাসনং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩০ ॥

বাগীশ্বরীমিত্যাদি। ততো বাগীশ্বরেণ ব্রহ্মণা সংযুক্তাং নীলেন্দীবরলোচনাং

অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের পূজা করিয়া মধ্যস্থলে অনন্ত ও পদ্মের পূজা করিবে।১২৭ এবং (অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোম-মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যন্ত্রমধ্যে) কলাসহিত সূর্য্যমণ্ডল ও সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া, পূর্ব্বাদি কেশরে ও মধ্যে ক্রমশঃ পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা এবং জলিনীর পূজা করিবে।১২৮।১২৯ সর্ব্বত্র আদিতে প্রণব পরে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম ও অন্তে 'নমঃ' শব্দ সংযোজিত করিয়া পূজা করিবে (১৬২)। পরে যন্ত্রমধ্যে 'রং এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নেরাসনায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বহ্নির আসন পূজা করিবে।১৩০

---

(১৬২)—প্রয়োগ যথা। (পূর্ব্বে) ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীতায়ৈ নমঃ। (এইরূপ অগ্নিকোণে)

মায়য়া তৌ প্রপূজ্যাথ বিধিবদ্বহ্নিমানয়েৎ ।
মূলেন বীক্ষণং কৃত্বা ফটাবাহনমাচরেৎ ॥ ১৩২ ॥

শ্যামপঙ্কজনেত্রাম্ ঋতুস্নাতাং বাগীশ্বরীং ধ্যাত্বা মন্ত্রী সাধকস্তদাসনে তস্মিন্ বহ্নিপীঠে তৌ বাগীশ্বরীব্রহ্মাণৌ মায়য়া হ্রীঁ বীজাদ্যেন নমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ প্রপূজ্যাথানন্তরং বিধিবৎ শরাবেণ কাংস্যপাত্রেণ বা শুদ্ধমগ্নিমানয়েৎ। মূলেন মন্ত্রেণ বহ্নের্বীক্ষণং কৃত্বা ফটা মন্ত্রেণ তস্যৈবাবাহনঞ্চরেৎ ॥ ১৩১ ॥ ১৩২ ॥

অনন্তর নীলেন্দীবরলোচনা ঋতুস্নাতা বাগীশ্বরী, ব্রহ্মার সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্তা হইয়াছেন (১৬৩) এইরূপ ধ্যান করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বহ্নিপীঠে তাঁহাদের উভয়ের পূজা করিবেন (১৬৪)। তদনন্তর বিধানানুসারে(নব শরাব অথবা তাম্রপাত্রাদিতে করিয়া) অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ অগ্নি বীক্ষণ এবং 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবাহন ক্রিয়া করিবেন (১৬৫)।১৩১।১৩২অনন্তর প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক'বহ্নের্যোগপীঠায়

শ্বেতায়ৈ। (দক্ষিণে) অরুণায়ৈ। (নৈর্ঋতে) কৃষ্ণায়ৈ। (পশ্চিমে) ধূম্রায়ৈ। (বায়ুকোণে) তীব্রায়ৈ। (উত্তরে) স্ফুলিঙ্গিন্যৈ। (ঈশানকোণে) রুচিরায়ৈ। এবং মধ্যে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে জ্বলিন্যৈ নমঃ। সর্ব্বত্রই আদিতে 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে' পরে উক্তরূপ চতুর্থ্যন্ত নাম ও অন্তে 'নমঃ' শব্দযোগে পূজা করিতে হইবে।

(১৬৩)—তন্ত্রান্তরোক্ত বাগীশ্বরীর ধ্যান যথা। ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাং বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্ ॥ শ্রীমদাদ্যাকালিকাস্বরূপাং।

(১৬৪)—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বরায় নমঃ। এই মন্ত্রে পূজা করাই সাধক-সম্প্রদায়ের ব্যবহার।

(১৬৫)—এই স্থানে মতভেদ দৃষ্ট হয়। হোমের এই স্থল ব্যতিরেকে অন্য কোথাও 'ফট্' এই মন্ত্রে আবাহনের বিধি দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ, এই স্থানে 'আবাহন' শব্দ দ্বারা অগ্নির অধিষ্ঠান চিন্তা বুঝিতে হইবে। দেবতার নামে অগ্নির নাম করণের পর সেই নামে তখন প্রকৃত প্রস্তাবে আবাহন হইয়া থাকে। তন্ত্রসারধৃত সামান্য হোমপ্রয়োগে এবং বৃহদ্ধোম-পদ্ধতিতে, "বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ তাড়নং মতম্। তেনৈব প্রোক্ষণং দর্ভৈর্বর্ম্মণাভ্যুক্ষণং মতম্ ॥ অস্ত্রেণ রক্ষণং কৃত্বা ততঃ সংস্কারমাবহেৎ।" এই যে বচন আছে, ইহা কুণ্ড-সংস্কার বিষয়ক। প্রত্যুত উহাতে 'ফট্' এই মন্ত্রে উক্তরূপ আবাহন বিধি দৃষ্ট হয়। যথা 'দ্বিজাতিভবনাদ্বাপি বহ্নিমানীয় সাধকঃ। বৌষড়ন্তেন মূলেন মন্ত্রিতং তং বিলোকয়েৎ ॥ অগ্নিমাবাহয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ তদনন্তরম্' ইত্যাদি।

প্রণবং চ ততো বহ্নে-র্যোগপীঠায় হৃন্মনুঃ।
যন্ত্রে পীঠং পূজয়িত্বা দিক্ষু চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ।
বামা জ্যেষ্ঠা তথা রৌদ্রী অম্বিকেতি যথাক্রমাৎ॥ ১৩৩॥
ততোঽমুক্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ পদম্।
ইতি স্থণ্ডিলমাপূজ্য তন্মধ্যে মূলরূপিণীম্॥ ১৩৪॥
ধ্যাত্বা বাগীশ্বরীং দেবীং বহ্নিবীজপুরঃসরম্।
বহ্নিমুদ্ধৃত্য মূলান্তে কূর্চ্চমন্ত্রং সমুচ্চরন্॥ ১৩৫॥

প্রণবমিত্যাদি। পূর্ব্বং প্রণবং বদেৎ। ততো বহ্নের্য্যোগপীঠায়েতি বদেৎ। ততো হৃৎ নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নম ইতি মনুর্জাতঃ। অনেনৈব মনুনা যন্ত্রে বহ্নেঃ পীঠং পূজয়িত্বা পীঠাৎ পূর্ব্বাদিষু চতসৃষু দিক্ষু প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরেতাশ্চ প্রপূজয়েৎ। পূর্ব্বাদিদিক্ষু যাঃ প্রপূজয়েত্তা আহ, বামেত্যাদ্যর্দ্ধেন॥ ১৩৩॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরম্ অমুক্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নম ইতি সর্ব্বং মন্ত্রপদমুচ্চরন্ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ স্থণ্ডিলমাপূজ্য তন্মধ্যে কুলদেবতারূপিণীং বাগীশ্বরীং দেবীং ধ্যাত্বা বহ্নিবীজং পুরঃসরং যত্র বহ্নিবীজপুরঃসরং যথা স্যাত্তথা বহ্নিমুদ্ধৃত্য রং বীজেন বহ্নিমুত্থাপ্যেত্যর্থঃ। মূলান্তে কূর্চ্চং হুঁ বীজমস্ত্রং ফড়িতি চ বীজং সমুচ্চরন্ তদন্তে ক্রব্যাদেভ্য ইত্যুচ্চরন্ তদন্তে বহ্নিজায়া স্বাহেত্যুচ্চরেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা হুঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ অনেনৈব মন্ত্রেণ বহ্নিতো জলদ্দাহরূপং ক্রব্যাদাংশং রাক্ষসভাগং

নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মণ্ডলমধ্যে বহ্নিপীঠের পূজা করিবে। তৎপরে পীঠের (পূর্ব্বদিক্ হইতে উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে) চতুর্দ্দিকে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও অম্বিকার পূজা করিবে।১৩৩ অনন্তর 'শ্রীমদাদ্যাকালিকায়া দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা স্থণ্ডিল পূজা করিয়া তন্মধ্যে মূলদেবতারূপিণী অর্থাৎ আদ্যাকালিকাস্বরূপিণী১৩৪ বাগীশ্বরী দেবীর ধ্যান পূর্ব্বক রঁ এই বহ্নিবীজ উচ্চারণ করিয়া অগ্নি উদ্ধৃত করিবে। পরে উহা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্নি লইয়া মূলমন্ত্র পাঠান্তে 'হুঁ ফট্১৩৫ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক (নৈর্ঋতকোণে) ঐ রাক্ষসগণের দেয় অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তদনন্তর 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নি নিরীক্ষণ করিয়া 'হুঁ'

ক্রব্যাদেভ্যো বহ্নিজায়াং ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ।
অস্ত্রেণ বহ্নিং সংবীক্ষ্য কুর্চ্চেনৈবাবগুণ্ঠয়েৎ ॥ ১৩৬॥
ধেন্বা চৈবামৃতীকৃত্য হস্তাভ্যামগ্নিমুদ্ধরেৎ।
প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণাগ্নিং ভ্রাময়ন্ স্থণ্ডিলোপরি ॥ ১৩৭ ॥
ত্রিধা জানুস্পৃষ্টভূমিঃ শিববীজং বিচিন্তয়ন্।
আত্মনোঽভিমুখীকৃত্য যোনিযন্ত্রে নিযোজয়েৎ ॥ ১৩৮ ॥
ততো মায়াং সমুচ্চার্য্য বহ্নিমূর্ত্তিঞ্চ ঙেযুতাম্।
নমোঽন্তেন প্রপূজ্যাথ রং বহ্নিপরতঃ সুধীঃ।
চৈতন্যায় নমো বহ্নে-শ্চৈতন্যং পরিপূজয়েৎ ১৩৯ ॥

দক্ষিণস্যাং দিশি পরিত্যজেৎ। ততোঽস্ত্রেণ ফটা বহ্নিং সংবীক্ষ্য দৃষ্ট্বা কূর্চ্চেনৈব হূঁ বীজেনৈবাবগুণ্ঠয়েদ্বহ্নিং বেষ্টয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥

ধেন্বেত্যাদি। ধেন্বা মুদ্রয়া চামৃতীকৃত্য হস্তাভ্যাং পুনরগ্নিমুদ্ধরেৎ উত্থাপয়েৎ। উত্থাপ্য চ প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ স্থণ্ডিলোপরি ত্রিধা ত্রিবারমগ্নিং ভ্রাময়ন্ শিববীজং শম্ভুবীর্য্যরূপমগ্নিং বিচিন্তয়ংশ্চ সাধকো জানুস্পৃষ্টভূমিঃ সন্নাত্মনোঽভিমুখীকৃত্য যোনিযন্ত্রে ত্রিকোণমণ্ডলে নিযোজয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং মায়াং হ্রীঁ বীজং সমুচ্চার্য্য নমোঽন্তেন নমসান্তেন সহ ঙেযুতাং বহ্নিমূর্ত্তিং সমুচ্চরেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নম ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ বহ্নিমূর্ত্তিং প্রপূজ্যাথানন্তরং সুধীঃ সাধকো রং বহ্নেঃ পরতঃ চৈতন্যায় নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া রং বহ্নিচৈতন্যায় নম ইতি মন্ত্রজাতঃ। অনেনৈব মন্ত্রনা বহ্নেঃ চৈতন্যং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥

এই বীজ পাঠ সহকারে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা বহ্নি বেষ্টন করিবে।[১৩৬] পরে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা অগ্নি উত্থাপিত করিতে হইবে। অনন্তর ঐ অগ্নি প্রাদক্ষিণ্য ক্রমে স্থণ্ডিলের উপরিভাগে তিনবার পরিভ্রামিত করিয়া[১৩৭]; সাধক ভূমিতলে জানুদ্বয় সংলগ্ন পূর্ব্বক ঐ অগ্নিকে শিববীর্য্য স্বরূপ চিন্তা করিয়া আপনার অভিমুখে দেবীর যোনিযন্ত্র (চিন্তাপূর্ব্বক ত্রিকোণমণ্ডল) মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন।[১৩৮] অনন্তর সুধী সাধক মায়াবীজ(হ্রীঁ) উচ্চারণ করিয়া অন্তে 'নমঃ' শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্তির একবচনান্ত 'বহ্নিমূর্ত্তি'

নমসা বহ্নিমূর্ত্তিঞ্চ চৈতন্যং পরিকল্প্য চ।
প্রজ্বালয়েত্ততো বহ্নিং মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ॥১৪০॥
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য চিৎপিঙ্গলপদং তথা।
হনদ্বয়ং দহ দহ পচ পচেতি ততো বদেৎ॥ ১৪১ ॥
সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা বহ্নিপ্রজ্বালনে মনুঃ।
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রকুর্য্যাদগ্নিবন্দনম্॥ ১৪২ ॥

নমসেত্যাদি। নমসা মন্ত্রেণ বহ্নিমূর্ত্তিং বহ্নেঃ চৈতন্যঞ্চ পরিকল্প্য মনসা বিরচ্য ততোঽনেনানন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ সাধকো বহ্নিং প্রজ্বালয়েদুদ্দীপয়েৎ॥ ১৪০ ॥

বহ্নিপ্রজ্বালনমন্ত্রমেবাহ, প্রণবমিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। পূর্ব্বং প্রণবমুদ্ধৃত্য উক্ত্বা ততঃ পরং চিৎপিঙ্গলপদং বদেৎ। ততো হনদ্বয়ং ততো দহ দহেতি ততঃ পচ পচেতি চ বদেৎ। ততঃ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। অয়ং মনুর্ব্বহ্নিপ্রজ্বালনে স্মৃতঃ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

শব্দ উচ্চারণ করিয়া, বহ্নিমূর্ত্তির পূজা করিবেন(১৬৬)। এবং পরে, 'রং বহ্নি' উচ্চারণ পূর্ব্বক 'চৈতন্যায় নমঃ' (রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ) এই মন্ত্র দ্বারা বহ্নিচৈতন্যের পূজা করিবে।[১৩৯] অনন্তর মন্ত্রবিৎ সাধক মনে মনে 'নমঃ' মন্ত্র দ্বারা বহ্নিমূর্ত্তি ও বহ্নিচৈতন্যের পরিকল্পনা করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে।[১৪০] প্রথমে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক পরে 'চিৎপিঙ্গল' পদ, তৎপরে 'হন হন' তদন্তে 'দহ দহ' অনন্তর 'পচ পচ' পাঠ করিবে;[১৪১] তদনন্তর 'সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা' উচ্চারণ করিতে হইবে। এইরূপ বহ্নি প্রজ্বালনের মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১৬৭)। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নিবন্দনা করিবে।[১৪২] (ইহার অর্থ এই যে) আমি

---

(১৬৬)—মন্ত্র যথা। হ্রীঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। অন্যান্য তন্ত্রে আছে, রং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(১৬৭)—মন্ত্র যথা। ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জ্বালিনী মুদ্রা প্রদর্শন সহকারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে হয়।

অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্‌।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্‌ * ॥ ১৪৩ ॥
ইত্যুপস্থাপ্য দহনং ছাদয়েৎ স্থণ্ডিলং কুশৈঃ।
স্বেষ্টনাম্না বহ্নিনাম কৃত্বাভ্যর্চ্চনমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥
তারো বৈশ্বানরপদাৎ জাতবেদপদং বদেৎ।
ইহাবহাবহেত্যুক্ত্বা লোহিতাক্ষপদান্তরম্‌ ॥ ১৪৫ ॥

অগ্নিবন্দনমন্ত্রমাহ, অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে ইত্যাদি ॥ ১৪৩ ॥

ইতীত্যাদি। ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দহনং বহ্নিমুপস্থাপ্যাভিবন্দ্য কুশৈঃ স্থণ্ডিলং ছাদয়েৎ। ততঃ স্বেষ্টনাম্না বহ্নিনাম কৃত্বা ইতোঽনন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ বহ্নেরভ্যর্চ্চনমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥

বহ্ন্যভ্যর্চ্চনমন্ত্রমেবাহ, তার ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। পূর্ব্বং তারঃ প্রণবো বাচ্যঃ। ততো বৈশ্বানরপদাৎ পরং জাতবেদপদং বদেৎ। তত ইহাবহাবহেত্যুক্ত্বা লোহিতাক্ষরূপপদান্তরং বদেৎ। ততঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি পদাৎ পরং সাধয়েতি পদং বদেৎ। তদন্তে চাগ্নিবল্লভা স্বাহা বাচ্যা। যোজনয়া ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহেতি মন্ত্রোরাসীৎ।

প্রজ্বলিত, সুবর্ণবর্ণ, নির্ম্মল, প্রদীপ্ত ও সর্ব্বতোমুখ জাতবেদ হুতাশন অগ্নিকে বন্দনা করি।[১৪৩]

এইরূপে অগ্নিবন্দনা করিয়া কুশ দ্বারা স্থণ্ডিল আচ্ছাদন করিবে। পরে স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম দ্বারা বহ্নির নামকরণ করিয়া (১৬৮) অভ্যর্চ্চনা করিবে।[১৪৪]

(অর্চ্চনার মন্ত্রোদ্ধার যথা—) প্রথমে প্রণব, তদন্তে 'বৈশ্বানর' এই পদ, তৎপরে 'জাতবেদ' পদ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর 'ইহাবহাবহ' এই বলিয়া 'লোহিতাক্ষ' পদ উচ্চারণ করিবে।[১৪৫] তৎপরে 'সর্ব্বকর্ম্মাণি' এই পদ পাঠান্তে

---

* বিশ্বতোমুখম্‌ ইতি বা পাঠঃ।

(১৬৮)—"অগ্নে ত্বমাদ্যাকালিকাদেবতানামাসি" এইরূপ নামকরণ করিতে হইবে। নামকরণের পর পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে আবাহনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। আবাহনমন্ত্র যথা। আদ্যাকালিকাদেবতানামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব, ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব মম পূজাং গৃহাণ।

সর্ব্বকর্ম্মাণি পদতঃ সাধয়াস্তেঽগ্নিবল্লভা।
ইত্যভ্যর্চ্চ্য হিরণ্যাদি-সপ্তজিহ্বাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪৬ ॥
সহস্রার্চ্চিঃপদং ঙেঽন্তং হৃদয়ায় নমো বদেৎ *।
ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্‌বহ্নে-স্ততো মূর্ত্তীর্যজেৎ সুধীঃ ॥ ১৪৭ ॥

ইত্যনেনৈব মনুনা স্বেষ্টদেবতানামানং বহ্নিমভ্যর্চ্চ্য ওঁ বহ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ ইতি মন্ত্রেণ বহ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ১৪৫ ॥ ১৪৬ ॥

সহস্রেত্যাদি। ঙেঽন্তং সহস্রার্চ্চিঃপদস্ততো হৃদয়ায় নম ইতি চ পদং বদন্ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নম ইতি মন্ত্রং সমুচ্চরন্ সাধকো বহ্নের্হৃদয়ং পূজয়েৎ। ততো বহ্নেঃ ষড়ঙ্গেভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্বহ্নেঃ ষড়ঙ্গং পূজয়েৎ। ততো বহ্নিমূর্ত্তিভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ বহ্নের্মূর্ত্তীঃ সুধীর্যজেৎ ॥ ১৪৭ ॥

'সাধয়' পাঠ করিয়া 'স্বাহা' উচ্চারণ করিবে। এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া বহ্নির অভ্যর্চ্চনা করিতে হইবে (১৬৯)। পরে বহ্নির হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার পূজা করিবে (১৭০)।[১৪৬]

সুধী সাধক, চতুর্থী বিভক্তির একবচনান্ত সহস্রার্চ্চিঃ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক 'হৃদয়ায় নমঃ' বলিয়া বহ্নির হৃদয়াদি ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন (১৭১)।[১৪৭] পরে

---

* বদন্ ইতি বা পাঠঃ।

(১৬৯)—মন্ত্র যথা। ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। এতে গন্ধেপুষ্পে আদ্যাকালিকাদেবতানামাগ্নয়ে নমঃ। আবাহনের পর এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বহ্নির অর্চ্চনা করিবে।

(১৭০)—মন্ত্র যথা। ওঁ বহ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ। এই মন্ত্র দ্বারা বহ্নির হিরণ্যাদি সপ্ত জিহ্বার পূজা করিবে। হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার নাম যথা—হিরণ্যা১, কনকা২, রক্তা৩, সুকৃষ্ণা৪, সুপ্রভা৫, বহুরূপা৬, এবং অতিরক্তা ৭। ইহাই হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বা। প্রকারান্তর সপ্তজিহ্বা যথা। "কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা। উগ্রা প্রদীপ্তা চ কৃপীটযোনেঃ সপ্তৈব কীলাঃ কথিতাশ্চ জিহ্বাঃ।"

(১৭১)—ষড়ঙ্গপূজার মন্ত্র যথা। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। (এইরূপ) ওঁ স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা। ওঁ উত্তিষ্ঠপুরুষায় শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধূমব্যাপিনে কবচায় হুঁ। ওঁ সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফট্। অথবা, "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নম ইত্যাদ্যগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে একবারেই পূজা হইবে।

৩৮

জাতবেদঃপ্রভৃতয়ো মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৮ ॥
ততো যজেদষ্টশক্তী-র্ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদনন্তরম্ ।
পদ্মাদ্যষ্টনিধীনিষ্ট্বা যজেদিন্দ্রাদিদিক্‌পতীন্ ॥ ১৪৯ ॥
বজ্রাদ্যস্ত্রাণি সংপূজ্য প্রাদেশপরিমাণকম্
কুশপত্রদ্বয়ং নীত্বা ঘৃতমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ১৫০ ॥

ননু বহ্নেঃ কতি মূর্ত্তয়ঃ সন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ, জাতবেদেত্যাদি। জাতবেদঃ প্রভৃতয়ো বহ্নেরষ্টৌ মূর্ত্তয়ঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ ॥ ১৪৮ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং ব্রাহ্ম্যাদিভ্যোঽষ্টশক্তিভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ অষ্ট শক্তীর্যজেৎ। তদনন্তরং পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পদ্মাদ্যষ্টনিধীনিষ্ট্বা সংপূজ্য ইন্দ্রাদিদিক্‌পতীন্ যজেৎ ॥ ১৪৯ ॥

বজ্রেত্যাদি। তত ইন্দ্রাদীনাঞ্চ বজ্রাদ্যস্ত্রাণি সংপূজ্য প্রাদেশপরিমাণকং কুশপত্রদ্বয়ং নীত্বা গৃহীত্বা ঘৃতমধ্যে বামে দক্ষিণে নিধাপয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ১৫০।

বহ্নির জাতবেদঃ প্রভৃতি অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে (১৭২)।[১৪৮]

অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। পরে পদ্মাদি অষ্টনিধির পূজা করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিতে হইবে।[১৪৯]তদনন্তর দিক্‌পালগণের বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া (১৭৩) প্রাদেশ-পরিমিত ঐ কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতমধ্যে এরূপ ভাবে স্থাপিত করিবে যে, দুই কুশপত্র দ্বারা সেই ঘৃত যেন সমান তিন ভাগে বিভক্ত হয়।[১৫০]

---

(১৭২)—অষ্টমূর্ত্তির পূজা মন্ত্র যথা। (পূর্ব্বাদি ঈশান পর্য্যন্ত দলে) ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ।১। ওঁ অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ।।২। ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ।৩। ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ।৪। ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ।৫। ওঁ অগ্নয়ে কৌমারতেজসে নমঃ।৬। ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ।৭। ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ।৮। অথবা "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নয়ে জাতবেদসে নম ইত্যাদ্যগ্ন্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ। এই মন্ত্রে একবারেই পূজা হইবে।

(১৭৩)—ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির নাম ১৫০ সংখ্যা টিপ্পনীতে ২৮১ পৃষ্ঠায় এবং অস্ত্রাদি সমেত দশদিক্‌পালের নাম ২৮২ পৃষ্ঠা ১৫২ সংখ্যা টিপ্পনীতে দেখিয়া লইবেন। পদ্মাদি অষ্টনিধির নাম যথা। পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নীল, নন্দ, ও শঙ্খ। তথা চ মার্কণ্ডেয় পুরাণে।

বামে ধ্যায়েদিড়াং নাড়ীং দক্ষিণে পিঙ্গলান্তথা *।
মধ্যে সুষুম্নাং সঞ্চিন্ত্য দক্ষভাগাৎ সমাহিতঃ ॥ ১৫১ ॥
আজ্যং গৃহীত্বা মতিমান্ দক্ষনেত্রে হুতাশিতুঃ।
মন্ত্রেণানেন জুহুয়াৎ প্রণবান্তেঽগ্নয়ে পদম্ ॥ ১৫২ ॥

বামে ইত্যাদি। ঘৃতস্য বামে ভাগে ইড়াং নাড়ীং ধ্যায়েৎ। দক্ষিণে ভাগে পিঙ্গলাং নাড়ীং ধ্যায়েৎ। মধ্যে চ সুষুম্নাং নাড়ীং সঞ্চিন্ত্য সমাহিতঃ সন্ দক্ষভাগাদাজ্যং ঘৃতং গৃহীত্বা হুতাশিতুরগ্নের্দক্ষনেত্রেঽনেনানন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ মতিমান্ সাধকো জুহুয়াৎ। দক্ষনেত্রে হবনস্য মন্ত্রমাহ, প্রণবান্তে ইত্যাদিনা। প্রণবস্যান্তেঽগ্নয়ে ইতি পদং বাচ্যম্। যোজনয়া ওঁ অগ্নয়ে ইতি মনুর্জাতঃ। অয়ঞ্চ মনুঃ স্বাহান্ত আখ্যাতঃ। ততো বামভাগাদ্ধবির্হবনীয়ং

পরে সেই ত্রিধা বিভক্ত ঘৃতের বামভাগে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী ধ্যান করিয়া সমাহিত চিত্তে দক্ষিণভাগ হইতে১৫১ ঘৃত লইয়া সুবুদ্ধি সাধক, অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে (১৭৪) নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে, যথা। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তৎপরে 'অগ্নয়ে' এই

* পিঙ্গলাং দক্ষিণে তথা ইতি পাঠান্তরম্।

"পদ্মিনী নাম যা বিদ্যা লক্ষ্মীস্তস্যাধিদেবতা। তদাধারাশ্চ নিধয়স্তান্ মে নিগদতঃ শৃণু॥ তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ। মুকুন্দনীলৌ নন্দশ্চ শঙ্খশ্চৈবাষ্টমো নিধিঃ॥"

অথবা,এইরূপে সংক্ষেপে পূজা করিবে যে,'ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ। পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ। ইন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যো নমঃ। বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।"

(১৭৪)—যে স্থানে কাষ্ঠ, সেই স্থানে অগ্নির কর্ণ, যে স্থানে কেবল ধূম, সেই স্থান অগ্নির নাসিকা, যে স্থানে অগ্নি অল্পমাত্র প্রজ্বলিত, সেই স্থান নেত্র, যে স্থান অঙ্গার, সেই স্থান মস্তক এবং যে স্থলে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতেছে, সেই স্থানেই অগ্নির জিহ্বা নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা জ্ঞাত না হইয়া হোম করিলে বিপরীত ফল হয়। হুতাশনের কর্ণে হোম করিলে ব্যাধি, নেত্রে হোম করিলে অন্ধতা, নাসিকায় হোম করিলে মনঃপীড়া এবং মস্তকে হোম করিলে ধনক্ষয় হইয়া থাকে। (অতএব অগ্নির জিহ্বায় হোম করাই বিধেয়।) "কর্ণহোমে ভবেদ্ব্যাধির্নেত্রেঽন্ধত্বং সমীরিতম্। নাসিকায়াং মনঃপীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ॥ যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতো ধূমোঽত্র নাসিকা। যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতোঽঙ্গারস্ততঃশিরঃ। যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ॥"

স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো বামভাগাদ্ধবির্হরেৎ ।
বামনেত্রে হুনেদ্বহ্নেঃ ওঁ সোমায় দ্বিঠৌ মনুঃ ॥ ১৫৩ ॥
মধ্যাদাজ্যং সমানীয় ললাটে হবনং চরেৎ ।
অগ্নীষোমৌ সপ্রণবৌ তূর্য্যদ্বিবচনান্বিতৌ ॥ ১৫৪ ॥
স্বাহান্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ পুনর্দক্ষিণতো হবিঃ ।
গৃহীত্বা নমসা মন্ত্রী প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধরেৎ ॥ ১৫৫ ॥

ঘৃতং হরেৎ গৃহ্নীয়াৎ। গৃহীত্বা চ হবির্ব্বহ্নের্ব্বামনেত্রে বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ হুনেৎ জুহুয়াৎ। বামনেত্রে হবনস্য মন্ত্রমাহ। ওঁ সোমায় দ্বিঠঃ ওঁ সোমায় স্বাহেতি মনুঃ প্রোক্ত ইতি ॥ ১৫১ ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥

মধ্যাদিত্যাদি। ততো মধ্যাদাজ্যং সমানীয় গৃহীত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ বহ্নের্ললাটে হবনং চরেৎ। ললাটে হবনস্য মন্ত্রমাহ, অগ্নীত্যাদিনা। তূর্য্যদ্বিবচনান্বিতৌ চতুর্থীদ্বিবচনযুক্তৌ সপ্রণবৌ ওঁকারসহিতৌ অগ্নীষোমৌ বক্তব্যৌ। ততশ্চ ওঁ অগ্নীষোমাভ্যামিতি মনুর্জাতঃ। অয়ং মনুঃ স্বাহান্তঃ প্রোক্তঃ। মন্ত্রী সাধকো নমসা মন্ত্রেণ পুনর্দ্দক্ষিণতো হবিঃ গৃহীত্বা পূর্ব্বং প্রণবমুদ্ধরেৎ বদেৎ। ততোঽগ্নয়ে ইতি ততঃ স্বিষ্টিকৃতে ইতি ততো বহ্নিকান্তাঞ্চ বদেৎ। যোজনয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেতি মনুর্জাতঃ। অনেন মনুনা সাধকোত্তমো বহ্নিবদনেঽগ্নিমুখে জুহুয়াৎ। শোভনেষ্টিঃ স্বিষ্টিঃ তাং করোতীতি

পদ উচ্চারণ করিবে।[১৫২] পরে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে (১৭৫)। অনন্তর বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নির বাম নেত্রে আহুতি প্রদান করিবে।[১৫৩] পরে মধ্যভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক বহ্নির ললাটে (ললাটনেত্রে) আহুতি প্রদান করিবে। (ললাটে আহুতি প্রদানের মন্ত্র এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে,) ওঁকার সহিত চতুর্থী-বিভক্তির দ্বিবচনান্ত অগ্নীষোম শব্দ উচ্চারণ করিয়া 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করিবে (১৭৬)। অনন্তর সাধক 'নমঃ' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিবেন।[১৫৪।১৫৫] পরে

---

(১৭৫)—মন্ত্র যথা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।

(১৭৬)—মন্ত্র যথা। ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা।

অগ্নয়ে চ স্বিষ্টিকৃতে বহ্নিকান্তাং ততো বদেৎ।
অনেন বহ্নিবদনে জুহুয়াৎ সাধকোত্তমঃ।
ভূর্ভুর্বঃ স্বর্দ্বিঠান্তেন ব্যাহৃত্যা হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৬ ॥
তারো বৈশ্বানরপদাৎ জাতবেদ ইহাবহা।
বহ লোহিপদান্তে চ তাক্ষ সর্ব্বপদং বদেৎ।
কর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা ত্রিধানেনাহুতীর্হরেৎ ॥ ১৫৭ ॥

স্বিষ্টিকৃৎ ক্বিপ্। তস্মৈ। ততো দ্বিঠান্তেন স্বাহান্তেন ভূরিতি ভুবরিতি স্বরিতি চ ব্যাহৃত্যা হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥ ১৫৬ ॥

তার ইত্যাদি। পূর্ব্বং তারঃ প্রণবো বক্তব্যঃ। ততো বৈশ্বানরেতি পদাৎ পরং জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহি ইতি বদেৎ। তৎপদান্তে চ তাক্ষ সর্ব্বেতি পদং বদেৎ। ততঃ কর্ম্মাণি সাধয় স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহেতি মনুর্জাতঃ। অনেন মনুনা ত্রিধা বারত্রয়মাহুতীর্হরেদ্দদ্যাৎ ॥ ১৫৭ ॥

'অগ্নয়ে' তদনন্তর 'স্বিষ্টিকৃতে' এবং তৎপরে বহ্নিজায়া অর্থাৎ 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাধক অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান করিবেন (১৭৭)। তদনন্তর প্রণবাদি ও স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ এই তিন পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিবে (১৭৮)।[১৫৬] অনন্তর, প্রথমতঃ প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক 'বৈশ্বানর' পদ উচ্চারণ করিবে; তৎপরে 'জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহি' তদন্তে 'তাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি' এই পদ উচ্চারণ করিয়া সাধয় স্বাহা' উচ্চারণ করিবে। এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার আহুতি প্রদান করিবে (১৭৯)।[১৫৭]

(১৭৭)—মন্ত্র যথা। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা।

(১৭৮)—মন্ত্র যথা। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। এই অবধি সমুদায় আহুতিই অগ্নির মুখে অর্থাৎ প্রজ্বলিত শিখায় প্রদান করিতে হইবে। মুখে আহুতি না দিয়া অন্যত্র আহুতি দিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ২৯৯ পৃষ্ঠায় ১৭৪ সংখ্যা টিপ্পনী দেখুন।

(১৭৯)—মন্ত্রোদ্ধার যথা। ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা।

ততোঽগ্নৌ স্বেষ্টমাবাহ্য পীঠাদ্যৈঃ সহ পূজনম্।
কৃত্বা স্বাহান্তমনুনা মূলেন পঞ্চবিংশতীঃ ॥ ১৫৮ ॥
হুত্বা বহ্ন্যাত্মনোর্দ্দেব্যা ঐক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
একাদশাহুতীর্হুত্বা মূলেনৈবাঙ্গদেবতাঃ ॥ ১৫৯ ॥
হুত্বা স্বকামমুদ্দিশ্য তিলাজ্যমধুমিশ্রিতৈঃ * ॥ ১৬০ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরমগ্নৌ স্বেষ্টং দেবতামাবাহ্য পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ পীঠাদ্যৈঃ সহ তস্য পূজনঞ্চ কৃত্বা মূলরূপেণ স্বাহান্তমনুনা পঞ্চবিংশতিমাহুতীর্বহ্নৌ হুত্বা প্রক্ষিপ্য বহ্ন্যাত্মনো বহ্নেরাত্মনশ্চ দেব্যাশ্চৈক্যং ধিয়া সম্ভাবয়ংশ্চিন্তয়ন্ মূলেনৈবৈকাদশাহুতীঃ হুত্বা ওঁ অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণাঙ্গদেবতাশ্চোদ্দিশ্য হুত্বা বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুকপক্ষেঽমুকতিথাবমুকরাশিস্থিতে ভাস্করেঽমুকাভীষ্টার্থসিদ্ধিকামোঽমুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকশর্ম্মা তিলাজ্যাদিমিশ্রিতৈঃ পুষ্পৈর্ব্বিল্বপত্রাদিভির্বা সার্দ্ধং বহ্নাবাহুতিমহং দদে ইতি বাক্যেন

অনন্তর অগ্নিতে আদ্যাকালী দেবতার আবাহন করিয়া (১৮০) পীঠাদি সহিত তাঁহার পূজা করিবে (১৮১)। পরে মূল মন্ত্রের অন্তে স্বাহা পদ যোগ পূর্ব্বক অগ্নিমুখে পঞ্চবিংশতি[১৫৮] আহুতি প্রদান করিয়া মনে মনে বহ্নি, দেবী ও স্বীয় আত্মা এই তিনের ঐক্য চিন্তা করিবে। পরে স্বীয় কামনার উদ্দেশে মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশ আহুতি প্রদান করিয়া (১৮২) 'ওঁ অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গদেবতাগণকে উদ্দেশ করিয়া[১৫৯] হোম করিবে। তদনন্তর সঙ্কল্প (১৮৩) করিয়া তদুদ্দেশে মূলমন্ত্রের পর 'স্বাহা' যোগ করিয়া তাহা পাঠ

(১৮০)—ইষ্টদেবতার আবাহন মন্ত্র ২৯৬ পৃষ্ঠায় ১৬৮ টিপ্পনীতে আছে।

(১৮১)—মন্ত্র যথা। ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাসহিতায়ৈ সাঙ্গায়ৈ সাবরণায়ৈ সায়ুধায়ৈ সপরিবারায়ৈ সবাহনায়ৈ মহাকালভৈরবসহিতায়ৈ শ্রীমদাদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্। পীঠদেবতা ও আবরণ দেবতার নাম, পূর্ব্বে পীঠপূজা ও আবরণ পূজাস্থলে দ্রষ্টব্য।

(১৮২)—যে মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' পদ নাই তাহার অন্তে স্বাহা পদ যোগ করিতে হইবে। স্বাহান্ত মন্ত্রে পুনর্ব্বার স্বাহা যোগ করিতে হইবে না।

(১৮৩)—সঙ্কল্পবাক্য যথা। বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুকরাশিস্থে ভাস্করে

পুষ্পৈর্ব্বিল্বদলৈর্ব্বাপি যথাবিহিতবস্তুভিঃ।
যথাশক্ত্যাহুতিং দদ্যাৎ নাষ্টন্যূনাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৬১ ॥
ততঃ পূর্ণাহুতিন্দদ্যাৎ ফলপত্রসমন্বিতাম্ *।
স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ ততঃ সংহারমুদ্রয়া।
তস্মাদ্দেবীং সমানীয় স্থাপয়েৎ হৃদয়াম্বুজে ॥ ১৬২ ॥
ক্ষমস্বেতি চ মন্ত্রেণ বিসৃজেত্তং হুতাশনম্।
কৃতদক্ষিণকো মন্ত্রী অচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥

স্বকামমুদ্দিশ্য স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ তিলাজ্যমধুমিশ্রিতৈঃ পুষ্পৈরথবা বিল্বদলৈ-র্যথাবিহিতবস্তুভির্ব্বা সহ যথাশক্তি বহ্বাবাহুতিং দদ্যাৎ। অষ্টন্যূনামাহুতিং ন প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৫৮ ॥ ১৫৯ ॥ ১৬০ ॥ ১৬১ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ ফলপত্রসমন্বিতাং ফলতাম্বূল-যুতাং পূর্ণাহুতিং বহ্নৌ দদ্যাৎ। ততঃ পরং সংহারমুদ্রয়া তস্মাদ্‌বহ্নের্দ্দেবীং সমানীয় হৃদয়াম্বুজে স্থাপয়েৎ ॥ ১৬২॥

ক্ষমস্বেতীত্যাদি। তত অগ্নে ক্ষমস্বেতি মন্ত্রেণ তং হুতাশনমগ্নিং বিসৃজ্জে-

করিতে করিতে তিল, আজ্য ও মধুমিশ্রিত[১৬০] পুষ্প অথবা বিল্বদল কিম্বা যথা-বিহিত বস্তু দ্বারা শক্ত্যনুসারে আহুতি প্রদান করিবে। পরন্তু এই আহুতি যেন অষ্ট সংখ্যার ন্যূন না হয়।[১৬১] অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে ফল ও তাম্বূলসমন্বিত পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে(১৮৪)। পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা দেবীকে অগ্নি হইতে আনয়ন পূর্ব্বক নিজ হৃদয়কমলে স্থাপন করিবে (১৮৫)।[১৬২] অনন্তর মন্ত্রী "অগ্নে ক্ষমস্ব" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি-

* ফলতাম্রসমন্বিতাম্ ইতি বা পাঠঃ।

শুক্লপক্ষেঽমুকতিথাবমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা অমুকাভীষ্টসিদ্ধিকামঃ তিলাজ্যাদিমিশ্রিতৈঃ পুষ্পৈর্ব্বিল্বপত্রাদিভির্ব্বা বহ্বাবাহুতিমহং দদে।

(১৮৪)—ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীমদাদ্যাকালিকাচরণে সমর্পয়ে।—এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিবার বিধান অন্যান্য তন্ত্রে দৃষ্ট হয়। সাধক সম্প্রদায়েও ইহা প্রচলিত।

(১৮৫)—সংহারমুদ্রা যথা। "অধোমুখে বামহস্তে ঊর্দ্ধাস্যং দক্ষহস্তকম্। ক্ষিপ্তাঙ্গুলীর-

হুতশেষং ভ্রুবোর্মধ্যে ধারয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৬৪ ॥
এষ হোমবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বত্রাগমকর্ম্মণি ।
হোমকর্ম্ম সমাপ্যৈবং সাধকো জপমাচরেৎ ॥ ১৬৫ ॥

তস্য বিসর্জ্জনং কুর্য্যাৎ। ততঃ কৃত্বা দক্ষিণা যেন স কৃতদক্ষিণকো মন্ত্রী সাধকঃ কৃতমিদং হোমকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তিত্যবধারয়েৎ। ততো হুতশেষং ভ্রুবোর্মধ্যদেশে ধারয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥

বিসর্জ্জন করিবেন। পরে দক্ষিণাবিধি সমাধান পূর্ব্বক "কৃতমিদং হোমকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" এই বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।[১৬৩] অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ স্রুবসংলগ্ন হোমাবশেষ ভস্ম ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে ধারণ করিবেন(১৮৬)।[১৬৪] দেবি! সর্ব্বত্র আগম অনুসারে কিরূপে হোমানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার বিধি এই কহিলাম। এইরূপে হোমকর্ম্ম সমাধান করিয়া সাধক জপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।[১৬৫]

ঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ। এষা সংহারমুদ্রা স্যাদ্ বিসর্জ্জনবিধৌ স্মৃতা॥" বাম হস্ত অধোমুখ (উপুড়) রাখিয়া তদুপরি উর্দ্ধমুখ (চিত) দক্ষিণহস্ত স্থাপন পূর্ব্বক উভয় হস্তের কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা, অনামার সহিত অনামা, মধ্যমার সহিত মধ্যমা ও তর্জ্জনীর সহিত তর্জ্জনী গ্রথিত করিবে। পরে ঐ সংযুক্ত হস্তদ্বয় পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। (পরে কেবল তর্জ্জনীদ্বয় দণ্ডাকার করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা নির্ম্মাল্য পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক আঘ্রাণ লইয়া হস্তদ্বয় অধোভাগে বিপরীত ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া ঐ পুষ্পাদি যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক মুদ্রা ভঙ্গ করিবে। পুষ্প আঘ্রাণ করিবার সময় ভাবনা করিবে যে, পূজিত দেবতাকে হৃদয় মধ্যে প্রত্যানয়ন করিলাম।) ইহার নাম সংহারমুদ্রা; বিসর্জ্জন বিষয়ে এই সংহারমুদ্রা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(১৮৬)—হুতশেষ দ্বারা তিলক-ধারণের মন্ত্র যথা। (স্ত্রীজাতির প্রতি) ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদেন যত্বাং পশ্যতি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ (পুরুষজাতির প্রতি) ওঁ যং যং স্পৃশসি হস্তেন যঞ্চ পশ্যসি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদস্যবঃ॥ (নিজের তিলক-ধারণ মন্ত্র) ওঁ যং যং স্পৃশামি হস্তেন যো মাং পশ্যতি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদস্যবঃ॥ (স্ত্রীজাতির স্বয়ং তিলক-ধারণ মন্ত্র) যং যং স্পৃশামি পাদেন যঞ্চ পশ্যামি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ অথবা, ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে ললাটে, ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে কণ্ঠদেশে, ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূলে এবং ওঁ তৎ তেহস্তু ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে বাম বাহুমূলে তিলক দিবে।

বিধানং শৃণু দেবেশি যেন বিদ্যা প্রসীদতি।
দেবতাগুরুমন্ত্রাণাম্ ঐক্যং সম্ভাবয়েদ্ধিয়া ॥ ১৬৬ ॥
মন্ত্রার্ণা দেবতা প্রোক্তা দেবতা গুরুরূপিণী।
অভেদেন যজেদ্‌যস্তু তস্য সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১৬৭ ॥
গুরুং শিরসি সঞ্চিন্ত্য দেবতাং হৃদয়াম্বুজে।
রসনায়াং মূলবিদ্যাং তেজোরূপাং বিচিন্ত্য চ।
ত্রয়াণাস্তেজসাত্মানম্ একীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬৮ ॥

বিধানমিত্যাদি। জপাচরণবিধানমেবাহ, দেবতেত্যাদিভিঃ। সম্ভাবয়েৎ সম্যক্ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬৬ ॥

দেবতাদ্যৈক্যসম্ভাবনপ্রকারস্তৎফলঞ্চ দর্শয়তি, মন্ত্রেত্যাদিনা। মন্ত্রার্ণাঃ মন্ত্রবর্ণাঃ। অভেদেন ঐক্যভাবেন ॥ ১৬৭ ॥

গুরুমিত্যাদি। মূলবিদ্যাং মূলমন্ত্রাত্মিকাং বিদ্যাম্। ত্রয়াণাং গুরুদেবতামূলমন্ত্রাণাম্ ॥ ১৬৮ ॥

দেবেশি! এক্ষণে উক্ত জপানুষ্ঠানের বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিধানানুসারে জপ করিলে দেবতা প্রসন্ন হয়েন। জপকালে মনে মনে দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করিবে।১৬৭ মন্ত্রবর্ণ দেবতাস্বরূপ, এবং দেবতা গুরুরূপিণী; অতএব যে ব্যক্তি গুরু মন্ত্র ও দেবতা, এই ত্রিতয়ের অভেদ চিন্তা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তিই উত্তম সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় (১৮৭)।১৬৭ মস্তকে গুরুকে তেজোময় চিন্তা করিবে, হৃদয়কমলে দেবতাকে তেজোময় চিন্তা করিবে এবং রসনামূলে তেজোরূপা মূলমন্ত্রাত্মিকা বিদ্যাকে ধ্যান করিবে। পরে গুরু, দেবতা ও মূলমন্ত্র এই ত্রিতয়ের তেজের

---

(১৮৭)—তন্ত্রে আছে, যিনি গুরুকে মনুষ্য বিবেচনা করেন, মন্ত্রকে বর্ণময় বিবেচনা করেন ও বাণেশ্বর নারায়ণ-শিলা বা প্রতিমাকে সামান্য প্রস্তর বা মৃন্ময় পুত্তলিকা বিবেচনা করেন, তিনি নিরয়গামী হইয়া থাকেন। যাঁহার মনে এরূপ সন্দেহও আছে তাঁহার পক্ষে গুরু, দেবতা, ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! বস্তুতঃ জড় পাঞ্চভৌতিক ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বা দেহ গুরু নহেন। তাঁহাদের শরীরে অধিষ্ঠিত চৈতন্য বা একমাত্র ব্রহ্মই গুরু।

তারেণ সংপুটীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ সপ্তধা ।
জপ্ত্বা তু সাধকঃ পশ্চাৎ মাতৃকাপুটিতং স্মরেৎ ॥ ১৬৯॥

তারেণেত্যাদি। তারেণ সংপুটীকৃত্য আদাবন্তে চ অকারাদিক্ষকারান্তৈরেক-পঞ্চাশতা বর্ণৈঃ সংযুক্তং মূলমন্ত্রং সপ্তধা স্মরেৎ জপেৎ। আগমজস্থানিত্যাৎ জপ্ত্বেত্যত্র নেড়াগমঃ ॥ ১৬৯ ॥

সহিত আত্মাকেও তেজোময় এবং একীভূত হইয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। পরে প্রণব দ্বারা সংপুটিত করিয়া সপ্তবার মূলমন্ত্রজপ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ঐ মূলমন্ত্র মাতৃকাপুটিত করিয়া স্মরণ করিবে (১৮৮)।[১৬৯] অনন্তর সুধী ব্যক্তি নিজ

শিষ্যকে কৃতার্থ করিবার জন্য নরশরীরে তাঁহার আবির্ভাব। অপরে মনুষ্য বলিলেও প্রকৃতপক্ষে সকলেরই নিজ নিজ গুরু তাঁহার পরমারাধ্যতম একমাত্র নরাকার পরব্রহ্ম। যোগিনীতন্ত্রে আছে,—"মন্ত্র-দাতা শিরঃপদ্মে যজ্‌জ্ঞানং কুরুতে গুরোঃ। তজ্‌জ্ঞানং কুরুতে দেবি শিষ্যোঽপি শীর্ষপঙ্কজে। অতএব মহেশানি এক এব গুরুঃ স্মৃতঃ ॥" মন্ত্রদাতা গুরু যিনি, তিনি তাঁহার নিজ গুরুকে যেভাবে সহস্রারে চিন্তা করেন, শিষ্যও সেই একই ভাবে নিজমস্তকে আবার তাঁহাকেই চিন্তা করেন। অতএব গুরু একমাত্র সেই পরম-ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহেন। দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রও বর্ণমাত্র নহে। যেমন কেহ যদি বলে ঘট আনয়ন কর তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে কেবল 'ঘ' ও 'ট' এই দুইটি অক্ষর আনিতে হইবে? তাহা নহে, মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত ঘট আনয়নই তাৎপর্য্য। ঘট শব্দে বর্ণ নহে, ঘট অভিধেয় পদার্থ। এইরূপ মন্ত্রও বর্ণ নহে, মন্ত্র সেই দেবতা। "বাচ্যবাচকভেদেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ।" পুনশ্চ, প্রস্তরাদিকে বা তৃণ ও মৃত্তিকাগঠিত মূর্ত্তিকে কেহ দেবতা বোধে পূজা করেন না। জীবন্যাসের পর চৈতন্যের অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়াই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে সেই একমাত্র চৈতন্যের বা ব্রহ্মেরই পূজা করা হইয়া থাকে। এক্ষণে গুরু মন্ত্র ও দেবতার স্থূলভাগ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মভাবে প্রকৃত উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই তিন অধিষ্ঠানেই একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। তখন গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের সুতরাং ঐক্য হইয়া যাইবে।

(১৮৮)—আদিতে ও অন্তে যে কোন বর্ণ, বীজ বা মন্ত্রাদি বসাইলে তাহাকে সেই বর্ণ, বীজ বা মন্ত্রাদি দ্বারা পুটিত করা বলে। প্রণব দ্বারা মূলমন্ত্রের সংপুটীকরণ যথা। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ওঁ। মাতৃকাপুটিত মন্ত্র শব্দে দুই রকম বুঝায়। প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত মন্ত্র, অথবা একেবারে সমুদায় মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত মন্ত্র। তন্ত্রে উভয় প্রকার সংপুটই

মায়াবীজং স্বশিরসি দশধা প্রজপেৎ সুধীঃ।
বদনে প্রণবং তদ্বৎ পুনর্মায়াং হৃদম্বুজে।
প্রজপ্য সপ্তধা মন্ত্রী প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ১৭০ ॥

মায়েত্যাদি। ততঃ সুধীঃ সাধকঃ স্বশিরসি মায়াবীজং হ্রীঁ বীজং দশধা প্রজপেৎ। ততো বদনে স্বমুখে প্রণবং তদ্বদ্দশধা জপেৎ। হৃদম্বুজে পুনর্মায়াং হ্রীঁ বীজং সপ্তধা প্রজপ্য মন্ত্রী প্রাণায়ামং পূর্ব্ববৎ সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৭০ ॥

শিরোদেশে হ্রীঁ এই মায়াবীজ দশবার জপ করিয়া স্বীয় মুখে দশবার প্রণব জপ করিবেন। পরে হৃদয়পদ্মে পুনর্ব্বার সপ্তবার মায়াবীজ জপ করিয়া (১৮৯) পূর্ব্ববৎ

বিধিই দৃষ্ট হয়। পরন্তু জপরহস্যের অন্তর্গত প্রাণতত্ত্ব বা মন্ত্রশুদ্ধিতে প্রথমোক্ত প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণ দ্বারাই সংপুটিত করিবার বিধান আছে। প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা সংপুটীকরণ যথা। অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অং। আং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা আং। এইরূপে সমস্ত বর্ণ দ্বারা অর্থাৎ 'হং' বর্ণের পরবর্ত্তী শেষের 'লং' বর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া 'ক্ষং' এই বর্ণমাত্র উচ্চারণ করিবে, মন্ত্র পুটিত করিবে না। সমুদায় মাতৃকা বর্ণ দ্বারা পুটিত-করণ। যেমন, অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং।

(১৮৯)—প্রণব-পুটিত মূলমন্ত্র জপের নাম অশৌচভঙ্গ ও দীপনী। মাতৃকা-পুটিত মূলমন্ত্র জপ করাকে প্রাণতত্ত্ব বলে। এখানে মস্তকে মায়াবীজ জপ করাকে কুল্লুকা বলা যায়। মুখে প্রণব জপ করাকে মুখশোধন বলে। এবং হৃদয়ে মায়াবীজ জপ করাকে সেতু বলা যায়।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে জপরহস্য কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। ঈঁ বীজপুটিত মূলমন্ত্র জপ করার নাম মন্ত্রচৈতন্য। উক্ত ঈঁ বীজ পুটিত মূলমন্ত্র সাতবার জপ করার নাম নিদ্রাভঙ্গ। দেবতার রূপ চিন্তাই মন্ত্রার্থভাবনা; ক্রীঁ বীজ কণ্ঠে সাতবার জপ করিবে। ইহার নাম মহাসেতু। মস্তক অবধি মূলাধার পর্য্যন্ত একটী অধোমুখ ত্রিকোণ এবং মূলাধার অবধি মস্তক পর্য্যন্ত একটী ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ, এইরূপ ষট্‌কোণ ভাবনা করিয়া পশ্চাৎ এঁ এই যোনিবীজ দশবার জপ করিবে। ইহার নাম যোনিমুদ্রা। মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া মুখে 'হ্রৌঁ' এই বীজ সাতবার জপ করিলে জিহ্বাশোধন হয়। হ্রীঁ পুটিত বীজ সাতবার জপ করাকে প্রাণযোগ

ততো মালাং সমাদায় প্রবালাদিসমুদ্ভবাম্।
মালে মালে মহামালে* সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি ॥ ১৭১ ॥
চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্ত-স্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব।
ইতি সংপূজ্য মালান্তাং † শ্রীপাত্রস্থামৃতেন চ ॥ ১৭২ ॥
ত্রিধা মূলেন সন্তর্প্য স্থিরচিত্তো জপঞ্চরেৎ।
অষ্টোত্তরসহস্রং বা-প্যথবাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৭৩ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং প্রবালাদিসমুদ্ভবাং বিদ্রুমাদিসঞ্জাতাং মালাং সমাদায় গৃহীত্বা মালে মালে ইত্যাদিনা সিদ্ধিদা ভবেত্যন্তেন মন্ত্রেণ তাং মালাং সম্পূজ্য শ্রীপাত্রস্থামৃতেন মালাং সন্তর্পয়ামি স্বাহেত্যন্তেন মূলমন্ত্রেণ ত্রিধা সন্তর্প্য চ স্থিরচিত্তো ভূত্বা অষ্টোত্তরসহস্রমষ্টোত্তরশতং বা মূলমন্ত্রস্য জপঞ্চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৭১ ॥ ১৭২ ॥ ১৭৩ ॥

প্রাণায়াম করিবে।১৭৩ অনন্তর প্রবালাদি-নির্ম্মিত মালা গ্রহণ পূর্ব্বক 'মালে মালে মহামালে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া মালার পূজা করিবে (১৯০)। (মন্ত্রার্থ যথা—) "হে মালে! হে মহামালে! তুমি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিনী। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ তোমাতেই সংন্যস্ত আছে; অতএব তুমি আমাকে (সেই চতুর্ব্বর্গ) সিদ্ধি প্রদান কর। পরে হ্রীঁ মালে মালে ইত্যাদি মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার মালার তর্পণ করিবে(১৯১)।

---

* মহাভাগে ইতি বা পাঠঃ।

† ইতি সম্পূজ্য তাং মালাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

বলে। এইরূপ জপের পূর্ব্বকৃত্য আরও অনেক প্রকার আছে। এই রীতিমত জপরহস্য ও তাহার ক্রম অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

(১৯০)—'হ্রীঁ মালে মালে' ইত্যাদি মন্ত্রটী মালার মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে মহামালায়ৈ বৌষট্' এই প্রকারে গন্ধপুষ্প দ্বারা বা পঞ্চোপচারে মালার পূজা করিবে।

(১৯১)—"হ্রীঁ মালে মালে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "মহামালাং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া মালার তর্পণ করিবে। মালার তর্পণের পর দেবীর তর্পণও সাধকসম্প্রদায়ে প্রচলিত। দেবীর তর্পণ যথা। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা আদ্যাকালীং তর্পয়ামি স্বাহা।

প্রাণায়ামস্ততঃ কৃত্বা শ্রীপাত্রজলপুষ্পকৈঃ।
গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্ ॥ ১৭৪ ॥
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি।
ইতি মন্ত্রেণ মতিমান্ দেব্যা বামকরাম্বুজে ॥ ১৭৫ ॥
তেজোরূপং জপফলং সমর্প্য প্রণমেদ্ভুবি।
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ১৭৬ ॥
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বিশেষার্ঘ্যেণ সাধকঃ।
বিলোমার্ঘ্যপ্রদানেন কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্ ॥ ১৭৭ ॥

প্রাণায়ামেত্যাদি। ততঃ পরং প্রাণায়ামং কৃত্বা শ্রীপাত্রজলপুষ্পকৈঃ গুহ্যাতি-গুহ্যেত্যাদিনা মহেশ্বরি ইত্যন্তেন মন্ত্রেণ মতিমান্ সাধকস্তেজোরূপং জপফলং দেব্যাঃ বামকরাম্বুজে সমর্প্য ভুবি দণ্ডবন্নিপত্য দেবীং প্রণমেৎ ॥১৭৪॥১৭৫॥১৭৬॥
আত্মসমর্পণমন্ত্রমাহ, তত ইত্যাদিভিঃ সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি-দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যন্তেঽবস্থাস্বিতি প্রকীর্ত্তয়েৎ। ততো মনসাস্তে

অনন্তর যথাবিধি মালা গ্রহণ পূর্ব্বক সাধক স্থিরচিত্ত হইয়া অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তর শত বার মূলমন্ত্র জপ করিবেন (১৯২)।১৭১—১৭৩ পরে প্রাণায়াম করিয়া মতিমান্ সাধক শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত পুষ্পাদি দ্বারা "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে দেবীর বামকরপদ্মে তেজোরূপ জপফল সমর্পণ করিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—) মহেশ্বরি! তুমি গুহ্য বিষয় হইতেও অতীব গুহ্য-রূপে আপনাকে গোপনে রক্ষা করিয়া থাক; অতএব তুমি অস্মৎকৃত এই জপফল গ্রহণ কর। দেবি! তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধি লাভ হউক। সাধক এই প্রকারে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক ভূতলে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিবেন। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব ও কবচ পাঠ করিতে হইবে।১৭৪-১৭৬অনন্তর বিশেষার্ঘ্য হস্তে লইয়া দেবীকে প্রদক্ষিণ করিবে। পরে বিলোমার্ঘ্য (অথবা শ্রীপাত্র) উত্থাপিত করিয়া (পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীর সম্মুখে তিন বার

---

(১৯২)—তর্জ্জনী সরলাকার রাখিয়া মধ্যমার মধ্য পর্ব্বের উপর মালা স্থাপন পূর্ব্বক স্থূলভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্রোড়ের দিকে এক একটি মণি

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি-দেহধর্ম্মাধিকারতঃ ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যন্তে অবস্থাসু প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ ১৭৮ ॥
মনসান্তে বদেদ্বাচা কর্ম্মণা তদনন্তরম্ ।
হস্তাভ্যাং পদতঃ পদ্ভ্যাম্ উদরেণ ততঃ পরম্ ॥ ১৭৯ ॥
শিশ্নয়া যৎ কৃতঞ্চোক্ত্বা যৎ স্মৃতং পদতো বদেৎ ।

বাচা তদনন্তরং কর্ম্মণা তদনন্তরং হস্তাভ্যামিতি বদেৎ । তস্মাচ্চ পদাৎ পদ্ভ্যাং ততঃ পরমুদরেণেতি চ বদেৎ । ততঃ পরং শিশ্নয়া যৎ কৃতঞ্চোক্ত্বা যৎ স্মৃতমিতি বদেৎ । ততশ্চ পদাৎ পরং যদুক্তং তৎ সর্ব্বমিতি বদেৎ । ততো ব্রহ্মার্পণমুদীরয়েৎ । ততো ভবত্বিত্যন্তে মাং মদীয়ং সকলমিত্যুদীরয়েৎ । তদনন্তরমাদ্যাকালীপদাম্ভোজেঽর্পয়ামীতি পদং বদেৎ । ততঃ প্রণবং তৎ সদিতি বদেৎ । সকলপদযোজনয়া ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নয়া যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলমাদ্যাকালীপদাম্ভোজে-

---

ভ্রামিত করিয়া) তদ্দ্বারা আত্মসমর্পণ করিবে ।১৭৭ (আত্মসমর্পণে মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—) প্রথমে 'ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক 'অবস্থাসু' পদ উচ্চারণ করিবে ।১৭৮ পরে 'মনসা' তদন্তে 'বাচা' তদনন্তর 'কর্ম্মণা' তৎপরে 'হস্তাভ্যাং' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর 'পদ্ভ্যাং' তৎপরে 'উদরেণ' পদ পাঠ করিবে।১৭৯ অনন্তর 'শিশ্নয়া যৎ কৃতং' এই পদ উচ্চারণপূর্ব্বক 'যৎ স্মৃতং' পরে 'যদুক্তং তৎ সর্ব্বং' এই পদ পাঠ করিবে। অনন্তর 'ব্রহ্মার্পণং' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে 'ভবতু' তদন্তে 'মাং মদীয়ং সকলং' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে ।১৮০ তৎপরে 'আদ্যাকালী-

---

আকর্ষণ করতঃ ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাগে অগ্রসর হইবে । ইহাকে অনুলোমে জপ বলে। সমস্ত বর্ণ শেষ হইলে মেরুলঙ্ঘন না করিয়া সাবধানে মালাটি ঘুরাইয়া লইবে ; কিন্তু বাম হস্ত যায় স্পর্শ করিবে না। পরে পূর্ব্বের ন্যায় জপ করিতে করিতে সূক্ষ্ম-ভাগ হইতে ক্রমশঃ স্থূলে উপনীত হইবে। ইহাই বিলোমে জপ। জপকালে উক্ত সরলাকার তর্জ্জনী যেন মালাতে স্পৃষ্ট না হয়। মালা বা হস্ত কম্পিত বা আন্দোলিত না হয়। জপকালে মালাতে শব্দ হওয়া উচিত নহে। করভ্রষ্টও না হয়।

যদুক্তং তৎ সর্ব্বমিতি ব্রহ্মার্পণমুদীরয়েৎ।
ভবত্বন্তে মাং মদীয়ং সকলং তদনন্তরম্ ॥ ১৮০ ॥
আদ্যাকালীপদাম্ভোজে অর্পয়ামি পদং বদেৎ।
প্রণবং তৎ সদিত্যুক্ত্বা কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্ ॥ ১৮১ ॥
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্।
মায়াবীজং সমুচ্চার্য্য শ্রীআদ্যে কালিকে বদেৎ ॥ ১৮২

ঽর্পয়ামি ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রো জাতঃ। ইমং মন্ত্রমুক্ত্বা কাল্যৈ আত্মসমর্পণং কুর্য্যাৎ ॥ ১৭৭ ॥ ১৭৮ ॥ ১৮৯ ॥ ১৮০ ॥ ১৮১ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং কৃতাঞ্জলির্ভূত্বেষ্টদেবতাং প্রার্থয়েৎ। কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, মায়াবীজমিত্যাদি। মায়াবীজং হ্রীঁ বীজং সমুচ্চার্য্য শ্রীআদ্যে কালিকে ইতি বদেৎ। ততো যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্বেতি প্রার্থনা-

পদাম্ভোজে অর্পয়ামি' এই পদ পাঠ করিবে। তদনন্তর প্রণব, তদন্তে 'তৎ সৎ' উচ্চারণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে (১৯৩)।১৮১

অনন্তর মন্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া (পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক) ইষ্টদেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। প্রথমে মায়াবীজ অর্থাৎ 'হ্রীঁ' উচ্চারণ পূর্ব্বক 'শ্রীআদ্যে কালিকে' এই পদ উচ্চারণ করিবে ;১৮২ তৎপরে 'যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব' (১৯৪) ; এই বলিয়া দেবতাকে বিসর্জ্জন করিয়া সংহারমুদ্রা

(১৯৩)—আত্মসমর্পণের মন্ত্র যথা। ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নয়া যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলমাদ্যাকালীপদাম্ভোজেঽর্পয়ামি ওঁ তৎ সৎ। অন্যত্র, ব্রহ্মার্পণং ভবতু এই বাক্যের পর 'স্বাহা' 'মদীয়ং' স্থলে 'মদীয়ঞ্চ' শিশ্নয়া স্থলে 'শিশ্না' এবং 'অর্পয়ামি' স্থলে 'সমর্পয়ে' এইরূপ পাঠ আছে।

(১৯৪)—প্রার্থনামন্ত্র যথা। হ্রীঁ শ্রীআদ্যে কালিকে যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব। ইহার অর্থ এই যে, আদ্যে কালিকে ! যথাশক্তি পূজা করিলাম, এক্ষণে ক্ষমা কর। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাপ্রতিমূর্ত্তি বা সংস্থাপিত ঘট দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিচালিত করিবে।

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি-দেহধর্ম্মাধিকারতঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যন্তে অবস্থাসু প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ ১৭৮ ॥
মনসান্তে বদেদ্বাচা কর্ম্মণা তদনন্তরম্।
হস্তাভ্যাং পদতঃ পদ্ভ্যাম্ উদরেণ ততঃ পরম্ ॥১৭৯॥
শিশ্নয়া যৎ কৃতঞ্চোক্ত্বা যৎ স্মৃতং পদতো বদেৎ।

বাচা তদনন্তরং কর্ম্মণা তদনন্তরং হস্তাভ্যামিতি বদেৎ। তস্মাচ্চ পদাৎ পদ্ভ্যাং ততঃ পরমুদরেণেতি চ বদেৎ। ততঃ পরং শিশ্নয়া যৎ কৃতঞ্চোক্ত্বা যৎ স্মৃ-মিতি বদেৎ। ততশ্চ পদাৎ পরং যদুক্তং তৎ সর্ব্বমিতি বদেৎ। ততো ব্রহ্মার্পণ-মুদীরয়েৎ। ততো ভবত্বিত্যন্তে মাং মদীয়ং সকলমিত্যুদীরয়েৎ। তদনন্তর-মাদ্যাকালীপদাম্ভোজেঽর্পয়ামীতি পদং বদেৎ। ততঃ প্রণবং তৎ সদিতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নয়া যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলমাদ্যাকালীপদাম্ভোজে-

---

ভ্রামিত করিয়া) তদ্দ্বারা আত্মসমর্পণ করিবে।১৭৭ (আত্মসমর্পণে মন্ত্র নির্দিষ্ট হইতেছে—) প্রথমে 'ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক 'অবস্থাসু' পদ উচ্চারণ করিবে।১৭৮ পরে 'মনসা' তদনন্তর 'বাচা' তদনন্তর 'কর্ম্মণা' তৎপরে 'হস্তাভ্যাং' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর 'পদ্ভ্যাং' তৎপরে 'উদরেণ' পদ পাঠ করিবে।১৭৯ অনন্তর 'শিশ্নয়া যৎ কৃতং' এই পদ উচ্চারণপূর্ব্বক 'যৎ স্মৃতং' পরে 'যদুক্তং তৎ সর্ব্বং' এই পদ পাঠ করিবে। অনন্তর 'ব্রহ্মার্পণং' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে 'ভবতু' তদনন্তর 'মাং মদীয়ং সকলং' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে।১৮০ তৎপরে 'আদ্যাকালী-

---

আকর্ষণ করতঃ ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাগে অগ্রসর হইবে। ইহাকে অনুলোমে জপ বলে। সমস্ত বর্ণ শেষ হইলে মেরুলঙ্ঘন না করিয়া সাবধানে মালাটি ঘুরাইয়া লইবে; কিন্তু বাম হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না। পরে পূর্ব্বের ন্যায় জপ করিতে করিতে সূক্ষ্ম-ভাগ হইতে ক্রমশঃ স্থূলে উপনীত হইবে। ইহাই বিলোমে জপ। জপকালে উক্ত সরলাকার তর্জ্জনী যেন মালাকে স্পৃষ্ট না হয়। মালা বা হস্ত কম্পিত বা আন্দোলিত না হয়। জপকালে মালাতে শব্দ হওয়া উচিত নহে। করভ্রষ্টও না হয়।

যদুক্তং তৎ সর্ব্বমিতি ব্রহ্মার্পণমুদীরয়েৎ।
ভবত্বন্তে মাং মদীয়ং সকলং তদনন্তরম্ ॥ ১৮০ ॥
আদ্যাকালীপদাম্ভোজে অর্পয়ামি পদং বদেৎ।
প্রণবং তৎ সদিত্যুক্ত্বা কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্ ॥ ১৮১ ॥
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্।
মায়াবীজং সমুচ্চার্য্য শ্রীআদ্যে কালিকে বদেৎ ॥ ১৮২

ঃর্পয়ামি ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রো জাতঃ। ইমং মন্ত্রমুক্ত্বা কাল্যৈ আত্মসমর্পণং কুর্য্যাৎ ॥ ১৭৭ ॥ ১৭৮ ॥ ১৮৯ ॥ ১৮০ ॥ ১৮১ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং কৃতাঞ্জলির্ভূত্বেষ্টদেবতাং প্রার্থয়েৎ। কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, মায়াবীজমিত্যাদি। মায়াবীজং হ্রীঁ বীজং সমুচ্চার্য্য শ্রীআদ্যে কালিকে ইতি বদেৎ। ততো যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্বেতি প্রার্থনা-

---

পদাম্ভোজে অর্পয়ামি' এই পদ পাঠ করিবে। তদনন্তর প্রণব, তদন্তে 'তৎ সৎ' উচ্চারণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে (১৯৩)।[১৮১]

অনন্তর মন্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া (পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক) ইষ্টদেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। প্রথমে মায়াবীজ অর্থাৎ 'হ্রীঁ' উচ্চারণ পূর্ব্বক 'শ্রীআদ্যে কালিকে' এই পদ উচ্চারণ করিবে ;[১৮২] তৎপরে 'যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব' (১৯৪) ; এই বলিয়া দেবতাকে বিসর্জ্জন করিয়া সংহারমুদ্রা

---

(১৯৩)—আত্মসমর্পণের মন্ত্র যথা। ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নয়া যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলমাদ্যাকালীপদাম্ভোজেঽর্পয়ামি ওঁ তৎ সৎ। অন্যত্র, ব্রহ্মার্পণং ভবতু এই বাক্যের পর 'স্বাহা' 'মদীয়ং' স্থলে 'মদীয়ঞ্চ' শিশ্নয়া স্থলে 'শিশ্না' এবং 'অর্পয়ামি' স্থলে 'সমর্পয়ে' এইরূপ পাঠ আছে।

(১৯৪)—প্রার্থনামন্ত্র যথা। হ্রীঁ শ্রীআদ্যে কালিকে যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব। ইহার অর্থ এই যে, আদ্যে কালিকে ! যথাশক্তি পূজা করিলাম, এক্ষণে ক্ষমা কর। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাপ্রতিমূর্ত্তি বা সংস্থাপিত ঘট দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিচালিত করিবে।

পূজিতাসি যথাশক্ত্যা ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য চ ।
সংহারমুদ্রয়া পুষ্পম্ আঘ্রায় স্থাপয়েৎ হৃদি ॥ ১৮৩ ॥
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা ত্রিকোণং সুপরিষ্কৃতম্ ।
তত্র সংপূজয়েদ্দেবীং নির্ম্মাল্যপুষ্পবাসিনীম্ * ।
হ্রীঁ নির্ম্মাল্যপদঞ্চোক্ত্বা বাসিন্যৈ নম ইত্যপি ॥ ১৮৪ ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদিভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব চ ।
নৈবেদ্যং বিতরেৎ পশ্চাৎ গৃহ্ণীয়াৎ শক্তিসাধকঃ ॥১৮৫॥

বাক্যমাসীৎ। অনেনৈব বাক্যেনেষ্টদেবতাং বিসৃজ্য চ সংহারমুদ্রয়া পুষ্পমাদায় আঘ্রায় চ স্বহৃদি স্থাপয়েৎ ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩ ॥

ঐশান্যামিত্যাদি। তত ঐশান্যাং দিশি সুপরিষ্কৃতং ত্রিকোণং মণ্ডলং কৃত্বা তত্র মণ্ডলে বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ নির্ম্মাল্যপুষ্পবাসিনীং নির্ম্মাল্যবাসিনীং দেবীং সংপূজয়েৎ। নির্ম্মাল্যবাসিন্যাঃ পূজনস্য মন্ত্রমাহ, হ্রীমিত্যাদ্যর্দ্ধেন। হ্রীঁ নির্ম্মাল্যপদমুক্ত্বা বাসিন্যৈ নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নম ইতি মন্ত্রর্জাতঃ ॥ ১৮৪ ॥

ব্রহ্মেত্যাদি। নৈবেদ্যং দেব্যর্পিতান্নাদি। বিতরেৎ দদ্যাৎ। শক্তিসাধকঃ শক্তিসহিতঃ সাধকঃ ॥ ১৮৫ ॥

দ্বারা পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক আঘ্রাণ লইয়া পুনরায় দেবতাকে প্রত্যানয়ন করিয়া স্বহৃদয়ে স্থাপন করিবে।১৮৩

অনন্তর ঈশানকোণে সুপরিষ্কৃত ত্রিকোণমণ্ডল রচনা করিয়া তদুপরি (নির্ম্মাল্য পুষ্প ও বারি দ্বারা) নির্ম্মাল্যবাসিনী দেবীর পূজা করিবে। প্রথমে 'হ্রীঁ নির্ম্মাল্য' এই পদ উচ্চারণ করিয়া পরে 'বাসিন্যৈ নমঃ' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে, তদ্দ্বারা নির্ম্মাল্যবাসিনীর পূজা করিবে(১৯৩)।১৮৪

অনন্তর সশক্তিক সাধক, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সমুদায় দেবতাকে দেবীর প্রসাদ নৈবেদ্য বিতরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন।১৮৫বামভাগে পৃথক্

---

* নির্ম্মাল্যপুষ্পবারিণ! ইতি পাঠান্তরম্।

(১৯৩)—মন্ত্র যথা। হ্রীঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ।

স্বীয়শক্তিং বামভাগে সংস্থাপ্য পৃথগাসনে।
একাসনোপবিষ্টো বা পাত্রং কুর্য্যাৎ মনোরমম্ ॥১৮৬॥
পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকাধিকম্।
তোলকত্রিতয়ান্ন্যূনং স্বার্ণং রাজতমেব চ ॥১৮৭॥
অথবা কাচজনিতং নারিকেলোদ্ভবঞ্চ বা।
আধারোপরি সংস্থাপ্য শুদ্ধিপাত্রস্থ দক্ষিণে ॥ ১৮৮ ॥
মহাপ্রসাদমানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ।
স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্ব্বা জ্যেষ্ঠানুক্রমতঃ সুধীঃ ॥১৮৯॥

দেবীনৈবেদ্যগ্রহণবিধানমাহ, স্বীয়শক্তিমিত্যাদিভিঃ। বামভাগে পৃথগাসনে স্বীয়াং শক্তিং সংস্থাপ্য স্বীয়শক্ত্যা সহৈকাসনে এবোপবিষ্টো বা সাধকঃ পান-ভোজনার্থং মনোরমং রম্যং পাত্রং কুর্য্যাৎ ॥ ১৮৬ ॥

পানেত্যাদি। পঞ্চতোলকাদধিকং তোলকত্রিতয়াৎ ন্যূনঞ্চ পানপাত্রং ন প্রকুর্ব্বীত। তচ্চ স্বার্ণং সুবর্ণোদ্ভবং রাজতং রজতোদ্ভবমথবা কাচজনিতং নারিকেলোদ্ভবং বা পানপাত্রং শুদ্ধিপাত্রস্থ দক্ষিণে দেশে আধারোপরি সংস্থাপ্য সুধীঃ ধীরঃ সাধকো মহাপ্রসাদমানীয় স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্ব্বা জ্যেষ্ঠানুক্রমত এব পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ। জন্মতোঽত্র জ্যৈষ্ঠ্যং ন গ্রাহ্যং কিন্তভিবেকত ইতি বোধ্যম্ ॥ ১৮৭ ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥

আসনে স্বীয় শক্তিকে উপবেশন করাইয়া অথবা তৎসহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া পানার্থ যথাবিধি রমণীয় পাত্র স্থাপন করিবেন।[১৮৬] পানপাত্রের পরিমাণ পঞ্চতোলকের অধিক অথবা তোলকত্রয়ের ন্যূন না হয়। (অর্থাৎ পান-পাত্র এরূপ পরিমাণে প্রস্তুত হইবে যে, তাহাতে যেন তিন তোলক অবধি পঞ্চ তোলক পর্য্যন্ত কারণ থাকিতে পারে।) স্বর্ণনির্ম্মিত, রৌপ্যময়,[১৮৭] নারি-কেলোদ্ভব অথবা কাচনির্ম্মিত পাত্রই প্রশস্ত। পানপাত্র শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণভাগে আধারোপরি সংস্থাপন করিয়া[১৮৮] মহাপ্রসাদ আনয়ন পূর্ব্বক সাধক স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাত্রে পরিবেশন করিবেন (১২৪)।[১৮৯] পানপাত্রে

---

(১২৪)—কৌলিকার্চ্চনদীপিকা ধৃত সময়াতন্ত্রে পরিবেশনক্রম কথিত হইয়াছে যথা। গুরুশক্তৌ চ গুরবে স্বশক্তৌ চ ততঃ পরম্। ততো দক্ষস্থ জ্যেষ্ঠেভ্যঃ কনিষ্ঠেভ্যস্ততঃ পরম্॥ স্বপাত্রে চ

পানপাত্রে সুধা দেয়া শৌদ্ধ্যে শুদ্ধ্যাদিকানি চ।
ততঃ সাময়িকৈঃ সার্দ্ধং পানভোজনমাচরেৎ॥১৯০॥

পানেত্যাদি। পানপাত্রে সুধা মদিরা দেয়া শৌদ্ধ্যে শুদ্ধিপাত্রে শুদ্ধ্যাদিকানি মাংসমৎস্যাদীনি চ দেয়ানি। ততঃ পরং সাময়িকৈর্দ্দেবার্চ্চনসময়াবিগতৈর্জনৈঃ সার্দ্ধং পানভোজনমাচরেৎ॥ ১৯০॥

সুধা এবং শুদ্ধিপাত্রে মাংসমৎস্যাদি প্রদান করিবে। অনন্তর সমবেত সাধকগণের সহিত পানভোজন ক্রিয়া সমাধান করিবে।[১৯০] প্রথমতঃ আস্তরণের জন্য উক্ত

সমাদায় ততঃ সাময়িকৈঃ সহ। ধ্যাত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে॥ প্রথমে গুরুশক্তিকে, পরে গুরুকে, পরে স্বশক্তিকে, তৎপরে যথাক্রমে দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠ বীরগণকে, তৎপরে যথাক্রমে বামপার্শ্বে উপবিষ্ট কনিষ্ঠ বীরগণকে (কৌলাবলীর মতানুসারে তৎপরে কুলপুত্রগণ ও কুলভক্তগণকে) অমৃত পরিবেশন করিয়া পশ্চাৎ নিজ পাত্রে গ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি পাত্রবন্দনাদি অন্তে পানাদি করিতে হইবে।

কালীকুলে প্রথমতঃ গুরুশক্তিকে, পরে গুরুকে পরিবেশন করিবার রীতি আছে। শ্রীকুলে প্রথমে গুরুকে পরিবেশন করা বিধেয়। কোন কোন সম্প্রদায় গুরুর অনুপস্থানকালে নিজ পাত্রকেই গুরুপাত্র কল্পনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বপাত্রে পরিবেশন করিয়া থাকেন। তাঁহারা এ বিষয়ে প্রমাণ দেন যে, "যদি তত্রাবিদ্যমানঃ শ্রীনাথঃ করুণাময়ঃ। তদা স্বপাত্রং দেবেশি গুরুপাত্রং প্রকল্পয়েৎ॥" অর্থাৎ দেবেশি! যদি করুণাময় গুরু উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে স্বীয় পাত্রকেই গুরুপাত্র কল্পনা করিবে। এই বচন কোন কোন সাধকের মুখেই শুনিয়াছি, কোন তন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। প্রত্যুত, গুরুদ্রব্য স্বয়ং গ্রহণ করাই নিষিদ্ধ। গুরু স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে গুরুপাত্র জলে বিসর্জ্জন করাই বিধেয়। যথা ভাবচূড়ামণিতে, 'সাক্ষাৎ যদি গুরুর্ন স্যাত্তদা তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ। যাহা হউক, এক্ষণে কিরূপে জ্যেষ্ঠতা ও কনিষ্ঠতা নিরূপিত হইবে, তাহা নির্ণিত হইতেছে। মনু বলিয়াছেন, বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠম্। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী (কুল-শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন) তিনিই জ্যেষ্ঠ। তুল্য-জ্ঞান-সম্পন্নের মধ্যে যাঁহার অগ্রে অভিষেক হইয়াছে, তাঁহাকেই জ্যেষ্ঠ বলা যাইবে। তন্মধ্যেও শাক্তাভিষিক্ত অপেক্ষা পূর্ণাভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ; পূর্ণাভিষিক্ত অপেক্ষা ক্রমদীক্ষিত জ্যেষ্ঠ, ক্রমদীক্ষিত অপেক্ষা সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ; সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত অপেক্ষা মহাসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ; মহাসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত অপেক্ষা ষড়াম্নায়ে দীক্ষিত শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা পূর্ণদীক্ষিত শ্রেষ্ঠ; পূর্ণদীক্ষিতের মধ্যে যিনি পূর্ণযোগী অর্থাৎ যিনি মন্ত্রমার্গে ও যোগমার্গে উভয়েই পূর্ণদীক্ষিত তিনিই শ্রেষ্ঠ; পূর্ণযোগী

আদাবাস্তরণার্থায় গৃহ্নীয়াৎ শুদ্ধিমুত্তমাম্।
ততোঽতিহৃষ্টমনসা সমস্তঃ কুলসাধকঃ* ॥১৯১॥
স্বস্বপাত্রং সমাদায় পরমামৃতপূরিতম্।
মূলাধারাদিজিহ্বান্তাং চিদ্রূপাং কুলকুণ্ডলীম্ ॥১৯২॥
বিভাব্য তন্মুখাম্ভোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পরস্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ † কুণ্ডলীমুখে ॥১৯৩॥
অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্।
সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৯৪॥

আদাবিত্যাদি। আদৌ প্রথমতো মদ্যস্থাপনার্থামাস্তরণার্থায়োত্তমাং শুদ্ধিং গৃহ্নীয়াৎ। ততোঽতিহৃষ্টমনসা সমস্তঃ সর্ব্বঃ কুলসাধকঃ পরমামৃতপূরিতমুত্তমমদ্যপূরিতং স্বস্বপাত্রং সমাদায় গৃহীত্বা মূলাধারাদিজিহ্বান্তং ব্যাপ্য স্থিতাং চিদ্রূপাং চৈতন্যস্বরূপাং কুলকুণ্ডলিনীং বিভাব্য বিচিন্ত্য তন্মুখাম্ভোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ সন্ পরস্পরস্যাজ্ঞামাদায় কুণ্ডলীমুখে জুহুয়াৎ পরমামৃতং দদ্যাৎ ॥১৯১॥১৯২॥১৯৩॥ অলীত্যাদি। কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণং মদ্যসম্বন্ধিগন্ধাঙ্গীকরণস্বরূপমেবালিপানং মদ্যপানং প্রকীর্ত্তিতম্। গৃহস্থৈঃ সাধকৈঃ পঞ্চপাত্রপরিমিতমেব

শুদ্ধি (মাংসাদি) গ্রহণ করিবে(১৯৫) পরে সমস্ত কুলসাধক আনন্দিত চিত্তে [১৯১] পরমামৃতপূরিত স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া চৈতন্যস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে জিহ্বান্তব্যাপিনী[১৯২] চিন্তা করিয়া তাঁহার মুখকমলে মূলমন্ত্র ধ্যানপূর্ব্বক ঐ মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পরস্পর পরস্পরের অনুজ্ঞা লইয়া কুণ্ডলীমুখে আহুতি প্রদান করিবে।[১৯৩]কুলস্ত্রীগণের পক্ষে মদ্যসম্বন্ধি গন্ধাঙ্গীকরণ স্বরূপ মদ্যপানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ কুলস্ত্রীগণ (অসামর্থ্যে) মদ্যের গন্ধমাত্র স্বীকার

* ততোঽতিহৃষ্টমনসঃ সমস্তাঃ কুলসাধকাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† জুহুয়ুঃ ইতি পূর্ব্বোক্তপাঠান্তরপক্ষপাতিনাং পাঠঃ।

অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ঠ; গুরু অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। পরন্তু চক্রমধ্যে যদি কোন সাধকের মহাপাত্র (নরকপালপাত্র) থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে মহাপাত্রেই অমৃত প্রদান করিতে হইবে।

(১৯৫)—এ রীতি তন্ত্রান্তরোক্ত, 'ভোজনান্তে বিষং মদ্যম্' (২৪৬ পৃষ্ঠা ১২৬ টিপ্পনী)

অতিপানাৎ কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥১৯৫॥
যাবন্ন চালয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃ পরম্ ॥১৯৬॥
পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্‌যস্য ঘৃণী চ শক্তিসাধকে ।
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূয়াৎ আদ্যাং কালীং ভজাম্যহম্ ॥১৯৭॥
যথা ব্রহ্মার্পিতেঽন্নাদৌ স্পৃষ্টদোষো ন বিদ্যতে ।
তথা তব প্রসাদেঽপি জাতিভেদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৯৮॥

মদং পাতব্যমিত্যর্থঃ। গৃহস্থানামিত্যনেন পঞ্চপাত্রপরিমিতাদধিকমপি মদ্যং পিবতাং তদ্ভিন্নানাং ন দোষ ইতি সূচিতম্। নহু পঞ্চপাত্রপরিমিতাদধিকং মদ্যং পিবতাং গৃহস্থসাধকানাং কো দোষস্তত্রাহ, অতিপানাদিত্যাদি ॥১৯৪॥১৯৫॥
যাবদিত্যাদি। চালয়েৎ ঘূর্ণয়েৎ ॥১৯৬॥

করিলেই সুধাপান করা সিদ্ধ হইবে। গৃহস্থ সাধকগণের পক্ষে পঞ্চপাত্রপর্য্যন্ত মদ্যপান বিহিত হইয়াছে।[১৯৪] কারণ, অতিরিক্ত পান করিলে সিদ্ধি হানি হয়।[১৯৫] (সাধারণতঃ ব্যবস্থা এই যে,) যে পরিমাণে পান করিলে দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয়, সেই পরিমাণ পর্য্যন্তই পান করিতে পারিবে। তদতিরিক্ত পান পশুপান তুল্য।[১৯৬]

যাহার সুরাপানে ভ্রান্তি জন্মে এবং যে ব্যক্তি শক্তিসাধকের কার্য্যে ঘৃণা বোধ করে, সেই পাপিষ্ঠ কি রূপে বলে যে 'আমি আদ্যা কালীকে ভজনা করি'![১৯৭] ব্রহ্মে সমর্পিত অন্নাদিতে যেরূপ স্পর্শদোষ নাই, তোমার প্রসাদেও তদ্রূপ জাতিভেদ করিতে পারিবে না।[১৯৮] মদুক্ত এই বিধান অনুসারে

ইত্যাদি বচনের বিরোধী। উক্তবিধি অস্মদ্দেশে (বিষ্ণুক্রান্তায়) প্রচলিত নাই। এতদ্দেশের কোন সাধকই অগ্রে শুদ্ধি গ্রহণ করেন না। তাঁহারা, এককালে, বামহস্তে পানপাত্র ও দক্ষিণ হস্তে প্রথম পাত্র গ্রহণকালে মাংস, দ্বিতীয় পাত্র গ্রহণকালে মৎস্য, তৃতীয় পাত্র গ্রহণকালে মুদ্রা ও চতুর্থ পাত্র গ্রহণকালে এতৎ ত্রিতয় ও পঞ্চম পাত্র গ্রহণকালে যথাভিলষিত শুদ্ধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপে পান, ভোজন ও সাধন একে সঙ্গেই হইতে থাকে।

এবমেব বিধানেন কুর্য্যাৎ পানঞ্চ ভোজনম্ ।
হস্তপ্রক্ষালনং নাস্তি তব নৈবেদ্যসেবনে।
লেপাবনোদনং কুর্য্যাৎ বস্ত্রেণ পাথসাপি বা ॥১৯৯॥

পানে ইত্যাদি। ঘৃণী জুগুপ্সাবান্। জুগুপ্সাকরণে ঘৃণেত্যমরঃ ॥১৯৭॥১৯৮। এবমিত্যাদি। লেপাবনোদনং হস্তলেপাপনয়নম্ ॥১৯৯॥

পান ও ভোজনাদি করিবে। পরন্তু তোমার নৈবেদ্য সেবন করিয়া (পবিত্রতার জন্য) কদাপি হস্ত প্রক্ষালন করিবে না। কেবল বস্ত্র বা জলদ্বারা হস্তের লেপাপনয়ন মাত্র করিতে পারিবে। ১৯৯

অনন্তর সুধী সাধক মস্তকে নির্ম্মাল্য কুসুম ধারণ পূর্ব্বক (১৯৬) যন্ত্রমধ্যস্থ

---

(১৯৬)—অনুষ্ঠানের পর পাত্রে জল দিয়া শান্তিকরা সাধক-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। প্রত্যেক সাধকের স্ব স্ব শক্তির পাত্রের জল তাঁহার নিজ সাধকের পাত্রের সহিত মিলিত করিয়া পশ্চাৎ সিঞ্চন করিবে যথা। "ওঁ নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ। অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ। এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ। ওঁ মহাশান্তিঃ। ওঁ সর্ব্বাপচ্ছান্তিঃ॥" এইরূপে পাত্র শীতল করিবার পর পাত্র উপুড় করিয়া সেই ভূতলে পতিত জলেতে ত্রিকোণ-যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তদ্দ্বারা গুরুবর সমুদায় সাধকের ললাটে তিলক প্রদান করিয়া থাকেন। তিলকধারণের মন্ত্র ৩০৪ পৃষ্ঠা ২৮৬ সংখ্যা টিপ্পনীতে দেখুন। পশ্চাৎ সকলে মিলিয়া শান্তিস্তোত্র পাঠ করা হইয়া থাকে। এক এক পাত্র গ্রহণের পর সাধকগণ কি করিবেন, তাহার বিধান যথা কৌলিকার্চ্চনদীপিকায়। "প্রথমে চ গুরুধ্যানং দ্বিতীয়ে স্বেষ্টচিন্তনম্। তৃতীয়ে শ্বাসজালঞ্চ চতুর্থে জপমাচরেৎ। পঞ্চমে শক্তিসঙ্গং কৃত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" অর্থাৎ প্রথম পাত্র গ্রহণের পর গুরুধ্যানপূর্ব্বক দ্বিতীয় পাত্র গ্রহণ করিবে ; এইরূপ, ইষ্টদেবতা ধ্যানের পর তৃতীয় পাত্র, প্রাণায়াম ও শ্বাসের পর চতুর্থ পাত্র, এবং জপের পর পঞ্চম পাত্র গ্রহণ করিবেন। পঞ্চম পাত্র গ্রহণের পর শক্তিসঙ্গম বা তৎপরিবর্ত্তে ইষ্টদেবতার ধ্যান ও জপ করিবার বিধি ও রীতি আছে। এই পর্য্যন্তই গৃহস্থের অধিকার। আনন্দস্তোত্র প্রভৃতি অন্যান্য কর্ত্তব্য সমুদায় অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতিতে আছে।

ততো নির্ম্মাল্যকুসুমং বিধৃত্য শিরসা সুধীঃ।
যন্ত্রলেপং কূর্চ্চদেশে বিহরেদ্দেববদ্ভুবি ॥২০০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যা-
সদাশিবসংবাদে শ্রীপাত্রস্থাপনহোমচক্রানুষ্ঠান-
কথনং নাম ষষ্ঠোল্লাসঃ।

তত ইত্যাদি। কূর্চ্চদেশে ভ্রুবোর্ম্মধ্যদেশে। কূর্চ্চমস্ত্রী ভ্রুবোর্ম্মধ্যমিত্য-
মরঃ ॥২০০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং ষষ্ঠোল্লাসঃ।

পদার্থবিশেষ দ্বারা ভ্রূযুগল মধ্যে তিলক ধারণ করিয়া পশ্চাৎ দেবতার ন্যায়
ভূতলে বিচরণ করিতে থাকিবে।২০০

শ্রীপাত্রস্থাপন হোম চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি কথন নামক
ষষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত।

সপ্তমোল্লাসঃ।

শ্রুত্বাদ্যাকালিকাদেব্যা মন্ত্রোদ্ধারং মহাফলম্।
সৌভাগ্যমোক্ষজননং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্ ॥ ১॥
প্রাতঃকৃত্যং তথা স্নানং সন্ধ্যাং সম্বিদ্বিশোধনম্।
ন্যাসপূজাবিধানঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ ॥২॥
বলিপ্রদানং হোমঞ্চ চক্রানুষ্ঠানমেব চ।
মহাপ্রসাদস্বীকারং পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা।
বিনয়াবনতা দেবী প্রোবাচ শঙ্করং প্রতি ॥৩॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সদাশিব জগন্নাথ জগতাং হিতকারক।
কৃপয়া কথিতং দেব পরাপ্রকৃতিসাধনম্ ॥ ৪॥

শ্রুত্বেত্যাদি। মহাফলং মহৎ ফলং যস্য তথাভূতম্ ॥ ১॥২॥৩॥
পার্ব্বতী শঙ্করং প্রতি কিং প্রোবাচেত্যপেক্ষায়ামাহ, সদাশিবেত্যাদি ॥৪॥৫॥

এইরূপে দেবী পার্ব্বতা মহাফলোপধায়ক, সৌভাগ্যজনক, মোক্ষপ্রদায়ক ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র কারণস্বরূপ, আদ্যাকালিকাদেবীর মন্ত্রোদ্ধার, প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা, সম্বিদাশোধন, বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে ন্যাস ও পূজা-বিধান, বলিপ্রদান, হোম, চক্রানুষ্ঠান ও মহাপ্রসাদগ্রহণ (প্রভৃতি ক্রিয়াকলা-পের বিধান) শ্রবণ করিয়া আনন্দিতচিত্তা হইলেন এবং বিনয়াবনতা হইয়া পুনর্ব্বার শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৩

শ্রীদেবী কহিলেন। সদাশিব ! আপনি জগতের নাথ ও জগতের হিতকারী। আপনি কৃপা-পরবশ হইয়া আমার নিকট পরাৎপরা মূলপ্রকৃতির সাধন কীর্ত্তন করিলেন। ৪ এই প্রকৃতিসাধন সমুদায় প্রাণিগণের হিতকর এবং ভোগ ও

সর্ব্বপ্রাণিহিতকরং ভোগমোক্ষৈককারণম্।
বিশেষতঃ কলিযুগে জীবানামাশু সিদ্ধিদম্ ॥৫॥
তব বাগমৃতাম্ভোধৌ নিমজ্জন্মম মানসম্।
নোত্থাতুমীহতে স্বৈরং ভূয়ঃ প্রার্থয়তেঽচিরাৎ ॥৬॥
পূজাবিধৌ মহাদেব্যাঃ সূচিতং ন প্রকাশিতম্।
স্তোত্রঞ্চ কবচং দেব তদিদানীং প্রকাশয় ॥৭॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে স্তোত্রমেতদনুত্তমম্।
পঠনাৎ শ্রবণাদ্‌যস্য সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥৮॥

তবেত্যাদি। তব বাগমৃতাম্ভোধৌ ত্বদীয়বাগ্‌রূপসুধাসমুদ্রে নিমজ্জৎ মম মানসং হৃদয়ন্ততঃ স্বৈরঃ স্বচ্ছন্দমুত্থাতুং নেহতে ন বাঞ্ছতি কিন্তু ভূয়ঃ পুনরপ্যচিরাদতিশীঘ্রমেব ত্বদ্‌বাগমৃতং প্রার্থয়তে ॥৬॥।॥

পার্ব্বত্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, শৃণ্বিত্যাদি। অনুত্তমং ন উত্তমং যস্মাত্তথাভূতম্ ॥৮॥৯॥

মোক্ষের একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ কলিযুগে জীবগণ এই সাধন দ্বারাই আশু সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়।[৫]

দেবদেব! আমার মন আপনার বচনরূপ সুধাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, কোন ক্রমেই উত্থিত হইতে চাহিতেছে না, পরন্তু পুনর্ব্বার অচিরাৎ আপনকার বচনামৃত লাভের প্রার্থনা করিতেছে।[৬] ইতিপূর্ব্বে আপনি মহাদেবীর পূজাবিধি প্রসঙ্গে স্তোত্র ও কবচের বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করেন নাই। হে দেব! অধুনা আমার প্রার্থনা, সেই স্তোত্র ও কবচ সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।[৭]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! তুমি জগতের বন্দনীয়া; তোমার প্রার্থনানুসারে সেই অনুত্তম স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল প্রকার সিদ্ধির অধিকারী হইতে পারা যায়।[৮] বিশেষতঃ এতৎপাঠাদি দ্বারা অসৌভাগ্যের প্রশমন, সুখসম্পত্তি বিবর্দ্ধন, অকালমৃত্যু হরণ ও আপৎ

অসৌভাগ্যপ্রশমনং সুখসম্পদ্বিবর্দ্ধনম্।
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্ ॥৯॥
শ্রীমদাদ্যাকালিকায়াঃ সুখসান্নিধ্যকারণম্।
স্তবস্যাস্য প্রসাদেন ত্রিপুরারিরহং শিবে ॥১০॥
স্তোত্রস্যাস্য ঋষির্দেবি সদাশিব উদাহৃতঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্‌দেবতাদ্যা-কালিকা পরিকীর্ত্তিতা।
ধর্ম্মকামার্থমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১১॥
হ্রীঁ কালী শ্রীঁ করালী চ ক্রীঁ কল্যাণী কলাবতী।
কমলা কলিদর্পঘ্নী কপর্দ্দীশকৃপান্বিতা ॥১২॥

শ্রীমদিত্যাদি। ত্রিপুরারিঃ ত্রীণি স্বর্গভূমিপাতালাত্মকানি পুরাণি যস্য সঃ ত্রিপুরোঽসুরবিশেষঃ তস্যারিঃ শত্রুঃ ॥১০॥
অথাস্য স্তোত্রস্য ঋষ্যাদিকমাহ, স্তোত্রস্যেত্যাদিনা সার্দ্ধেন ॥১১॥
অথাদ্যাকালীস্বরূপাখ্যং শতনামস্তোত্রং কথয়তি, হ্রীঁ কালীত্যাদি।

সমূহের নিরাকরণ হইয়া থাকে।৯ শিবে! আদ্যাকালিকাদেবীর এই স্তোত্র, সমুদায় সুখসন্নিধানের কারণ। এমন কি, এই স্তবের প্রসাদেই (ত্রিপুরাসুরকে নিহত করিয়া) আমি ত্রিপুরারি নাম ধারণ করিয়াছি।১০ দেবি! এই স্তোত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্‌ এবং দেবতা আদ্যাকালিকা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি বিষয়েই এই স্তবের প্রয়োগ হইয়া থাকে।১১

(এক্ষণে আদ্যাকালিকা দেবীর উক্ত শতনাম-স্তোত্র কথিত হইতেছে যথা—) তুমি হ্রীঁ অর্থাৎ মায়াবীজ-স্বরূপা কালিকা অর্থাৎ কালশক্তি। তুমি শ্রীঁ অর্থাৎ লক্ষ্মীবীজ-স্বরূপা করালী। তুমি ক্রীঁস্বরূপা (১৯৭) ও কল্যাণী।

---

(১৯৭)—ক্রীঁ = ক+র+ঈ+ঁ+০। তন্মধ্যে, ক অর্থে কালী, র অর্থে ব্রহ্ম, ঈ অর্থে মহামায়া, ঁ অর্থে বিশ্বমাতা এবং ০ অর্থে দুঃখহরা। অতএব অত্যন্ত-দুঃখনিবৃত্তির অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্ত এই ক্রীঁ বীজের দ্বারা কালিকার পূজা করিবে। তথা চ বীজাভিধানম্। ক কালী ব্রহ্ম র প্রোক্তং মহামায়ার্থকশ্চ ঈ। বিশ্বমাত্রর্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। তেনৈব কালিকাং দেবীং পূজয়েদ্দুঃখশান্তয়ে॥ ক্রীঁ॥

কালিকা কালমাতা চ কালানলসমদ্যুতিঃ।
কপর্দ্দিনী করালাস্যা করুণামৃতসাগরা ॥১৩॥
কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা।
কৃশানুঃ কপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী ॥১৪॥
কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচনী।
কাদম্বিনী কলাধারা কলিকল্মষনাশিনী ॥১৫॥
কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া।
কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী ॥১৬॥

কপর্দ্দীশকৃপান্বিতা কপর্দ্দো জটজূটোঽস্যাস্তীতি কপর্দ্দী স চাসাবীশো জগৎ-প্রভুশ্চেতি কপর্দ্দীশস্তত্র যা কৃপা তয়ান্বিতা যুক্তা ॥১২॥

কালিকেত্যাদি। করালং দন্তুরমাস্যং মুখং যস্যাঃ সা। করালো দন্তুরে তুঙ্গে ইত্যমরঃ ॥১৩॥

কৃপাময়ীত্যাদি। কৃপাগমা কৃপয়া স্বকারুণ্যেনৈব গম্যতে জ্ঞায়তে যা সা তথা। গ্রহদবৃনিশ্চিগম ইতি কর্ম্মণ্যম্ ॥১৪॥১৫॥১৬॥১৭॥

তুমি কলাবতী, কমলা, কলি-দর্পঘ্নী এবং কপর্দ্দীশ কৃপান্বিতা অর্থাৎ জটা-মুকুট মহাদেবের প্রতি কৃপাবতী।[১২] তুমি কালিকা, কালমাতা, এবং কালানল-সম-দ্যুতি অর্থাৎ তোমার তেজ কালাগ্নি সদৃশ। তুমি কপর্দ্দিনী ও করালাস্যা অর্থাৎ করাল-বদনা। তুমি করুণামৃতসাগরা,[১৩] কৃপাময়ী ও কৃপাধারা। তুমি কৃপাপারা অর্থাৎ তোমার অপার কৃপা। তুমি কৃপাগমা অর্থাৎ তুমি যাহাকে কৃপা কর, সেই তোমাকে জানিতে পারে। তুমি কৃশানু, কপিলা, কৃষ্ণা ও কৃষ্ণানন্দ-বিবর্দ্ধিনী।[১৪] তুমি কালরাত্রি, কামরূপা ও কামপাশ-বিমোচনী। তুমি কাদম্বিনী, কলাধারা এবং কলি-কল্মষ-নাশিনী অর্থাৎ তুমিই কলির পাপধ্বংস করিয়া থাক।[১৫] তুমি কুমারী-পূজাতে প্রীতা হইয়া থাক; তুমি কুমারী-পূজকের আলয়ে বাস কর; কুমারী-ভোজন করাইলে তোমার আনন্দ হয়; কারণ, তুমিই কুমারী-রূপে অবতীর্ণা।[১৬] তুমি কদম্ববন-সঞ্চারা, কদম্ববন-বাসিনী, কদম্বপুষ্প-সন্তোষা এবং কদম্বপুষ্প-মালিনী, অর্থাৎ তুমি কদম্-

কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী।
কদম্বপুষ্পসন্তোষা কদম্বপুষ্পমালিনী ॥১৭॥
কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদনিনাদিনী।
কাদম্বরীপানরতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া ॥১৮॥
কপালপাত্রনিরতা কঙ্কালমাল্যধারিণী।
কমলাসনসন্তুষ্টা কমলাসনবাসিনী ॥১৯॥
কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী।
কলহংসগতিঃ ক্লৈব্য-নাশিনী কামরূপিণী ॥২০॥

কিশোরীত্যাদি। কলকণ্ঠা কলো গম্ভীরশব্দযুক্তঃ কণ্ঠো যস্যাঃ সা ॥১৮॥ কপালেত্যাদি। কঙ্কালমাল্যধারিণী শরীরাস্থিমালাধারণশীলা স্যাচ্ছরীরাস্থি কঙ্কাল ইত্যমরঃ ॥১৯॥২০॥২১॥২২॥২৩॥২৪॥২৫॥২৬॥

বনে ভ্রমণ করিয়া থাক, কদম্ববনে বাস কর, কদম্বপুষ্পে তোমার সন্তোষ লাভ হয় এবং তুমি কদম্বকুসুমের মালা ধারণ করিয়া থাক।[১৭] তুমি কিশোরী, তুমি কলকণ্ঠা অর্থাৎ তোমার কণ্ঠস্বর অতীব গম্ভীর। তুমি কলনাদ-নাদিনী, কাদম্বরী-পানরতা এবং কাদম্বরী-প্রিয়া অর্থাৎ গৌড়ী মদিরা তোমার অতীব প্রিয়।[১৮] তুমি নর-কপাল-পাত্র-নিরতা অর্থাৎ মহাপাত্রে পরিতুষ্টা। তুমি কঙ্কাল-মাল্য-ধারিণী অর্থাৎ শরীরাস্থির মালা ধারণ করিয়া থাক। তুমি কমলাসন-সন্তুষ্টা অর্থাৎ পদ্মাসনে বা শবাসনে তুমি সন্তোষ লাভ করিয়া থাক। তুমি কমলাসনবাসিনী অর্থাৎ পদ্মাসনে বা শবাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছ।[১৯] তুমি কমলালয়-মধ্যস্থা ও কমলামোদ-মোদিনী অর্থাৎ কমলগন্ধে তোমার আনন্দ লাভ হয়। তুমি কলহংস-গতি (কলহংসের ন্যায় মন্থরগামিনী)। তুমি ক্লৈব্য-নাশিনী (ভক্তগণের কাতরতা দূর করিয়া থাক)। তুমি কামরূপিণী অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে নানারূপ শরীর ধারণ করিয়া থাক।[২০] তুমি কামরূপ-কৃতাবাসা অর্থাৎ কামরূপে নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছ। তুমি কামপীঠ-বিলাসিনী অর্থাৎ তুমি কামাখ্যা নামক মহাপীঠে বিহার করিয়া থাক। তুমি কমনীয়া, কল্পলতা-

কামরূপকৃতাবাসা কামপীঠবিলাসিনী ।
কমনীয়া কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা ॥২১॥
কমনীয়গুণারাধ্যা কোমলাঙ্গী কৃশোদরী ।
কারণামৃতসন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা ॥২২॥
কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চ্চনহর্ষিতা ।
কারণার্ণবসংমগ্না কারণব্রতপালিনী ॥২৩॥
কস্তূরীসৌরভামোদা কস্তূরীতিলকোজ্জ্বলা ।
কস্তূরীপূজনরতা কস্তূরীপূজকপ্রিয়া ॥২৪॥

স্বরূপা এবং কমনীয়-বিভূষণ-বিভূষিতা ।[২১] তুমি কমনীয় গুণারাধ্যা অর্থাৎ কমনীয় গুণসমূহ দ্বারাই তোমাকে আরাধনা করিতে পারা যায় । তুমি কোমলাঙ্গী, কৃশোদরী ও কারণামৃত-সন্তোষা, অর্থাৎ কুলামৃত রূপ শোধিত সুধা দ্বারা তোমার প্রীতিলাভ হইয়া থাকে । তুমি কারণানন্দ-সিদ্ধিদা অর্থাৎ কারণ দ্বারা যাহার আনন্দ হয়, তাহাকে সিদ্ধি দান কর ।[২২] তুমি কারণানন্দ-জাপেষ্টা অর্থাৎ যাহারা কারণানন্দে পূর্ণানন্দ হৃদয়ে একাগ্রভাবে তোমার জপ করে, তুমি তাহাদেরই ইষ্টদেবতা। তুমি কারণার্চ্চন-হর্ষিতা অর্থাৎ যে তোমাকে কারণ দ্বারা পূজা করে তৎপ্রতি তুমি প্রীতা হইয়া থাক। তুমি কারণার্ণব-সংমগ্না অর্থাৎ সমগ্র কারণ-বারিতে তোমার নিয়ত অধিষ্ঠান । তুমি কারণ-ব্রত-পালিনী ।[২৩] তুমি কস্তূরী-সৌরভামোদা, অর্থাৎ কস্তূরীগন্ধে তুমি আনন্দিতা হইয়া থাক। তুমি কস্তূরী-তিলকোজ্জ্বলা অর্থাৎ কস্তূরী-তিলক ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব দীপ্তি লাভ করিয়া থাক। তুমি কস্তূরী-পূজনরতা ও কস্তূরী পূজক-প্রিয়া অর্থাৎ যে কস্তূরী দ্বারা তোমার পূজা করে, সেই তোমার প্রীতির আস্পদ হইয়া থাকে এবং তুমি তাহারই অনুরক্ত ।[২৪] তুমি কস্তূরী-দাহ-জননী অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার পূজাকালে কস্তূরীর ধূপ দেয়, তুমি তাহাকে জননীর ন্যায় পালন করিয়া থাক। তুমি কস্তূরীমৃগ-তোষিণী, কস্তূরী-ভোজন-প্রীতা এবং কর্পূরামোদ-মোদিতা অর্থাৎ তুমি কর্পূরগন্ধে আমোদিতা হইয়া থাক। তুমি কর্পূরমালাভরণা

কস্তূরীদাহজননী কস্তূরীমৃগতোষিণী।
কস্তূরীভোজনপ্রীতা কর্পূরামোদমোদিতা।
কর্পূরমালাভরণা কর্পূরচন্দনোক্ষিতা ॥২৫॥
কর্পূরকারণাহ্লাদা কর্পূরামৃতপায়িনী।
কর্পূরসাগরস্নাতা কর্পূরসাগরালয়া ॥২৬॥
কূর্চ্চবীজজপপ্রীতা কূর্চ্চজাপপরায়ণা।
কুলীনা কৌলিকারাধ্যা কৌলিকপ্রিয়কারিণী ॥২৭॥
কুলাচারা কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী।
কাশীশ্বরী কষ্টহর্ত্রী কাশীশবরদায়িনী ॥২৮॥
কাশীশ্বরকৃতামোদা কাশীশ্বরমনোরমা ॥২৯॥

কূর্চ্চেত্যাদি। কূর্চ্চজাপপরায়ণা হূঁ বীজজপতৎপরা ॥২৭॥২৮॥২৯॥

কর্পূর-চন্দনোক্ষিতা অর্থাৎ তোমার অঙ্গ সতত কর্পূর-মিশ্রিত চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত।২৫ তুমি কর্পূর-কারণাহ্লাদা অর্থাৎ কর্পূর মিশ্রিত সুধাতে তোমার আনন্দবর্দ্ধন হইয়া থাকে। তুমি কর্পূরামৃত-পায়িনী অর্থাৎ কর্পূর-সুবাসিত অমৃতবারি (কারণ) পান করিয়া থাক। তুমি কর্পূর-সাগর-স্নাতা ও কর্পূর-সাগরালয়া।২৬ তুমি কূর্চ্চ-বীজ-জপ-প্রীতা অর্থাৎ হূঁ এই বীজজপে প্রীতা হইয়া থাক। তুমি কূর্চ্চ-জাপ-পরায়ণা অর্থাৎ দৈত্যদলন কালে তুমি নিরন্তর হুঙ্কার দ্বারা তাহাদের তেজ হরণ করিয়া থাক। তুমি কুলীনা, কৌলিকারাধ্যা ও কৌলিক-প্রিয়কারিণী অর্থাৎ তুমি নিরন্তর কৌলিকগণের হিতানুষ্ঠানে নিরতা।২৭ তুমি কুলাচারা অর্থাৎ কুলাচার-তৎপরা, কৌতুকিনী এবং কুল-মার্গ-প্রদর্শিনী। তুমি কাশীশ্বরী, তুমি কষ্টহর্ত্রী অর্থাৎ ভক্তগণের ক্লেশ দূর কর। তুমি কাশীশ-বরদায়িনী।২৮ তুমি কাশীশ্বরকৃতামোদা এবং কাশীশ্বর-মনোরমা অর্থাৎ কাশিকাপুরাধিনাথ (মহা-) কালভৈরবের মনোমোহিনী।২৯ তুমি কলমঞ্জীর-চরণা অর্থাৎ তোমার চরণযুগলের মঞ্জীরদ্বয় সুমধুর শব্দপূর্ণ। তুমি ক্বণৎ-কাঞ্চী-বিভূষণা অর্থাৎ তুমি সুমধুরধ্বনিপূর্ণ কাঞ্চীগুণে বিভূষিতা। তুমি

কলমঞ্জীরচরণা ক্বণৎকাঞ্চীবিভূষণা ।
কাঞ্চনাদ্রিকৃতাগারা কাঞ্চনাচলকৌমুদী ॥৩০॥
কামবীজজপানন্দা কামবীজস্বরূপিণী ।
কুমতিঘ্নী কুলীনার্ত্তি-নাশিনী কুলকামিনী ॥৩১॥
ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতিনী ।
ইত্যাদ্যাকালিকাদেব্যাঃ শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৩২॥
ককারকূটঘটিতং কালীরূপস্বরূপকম্ ॥৩:॥
পূজাকালে পঠেদ্‌যস্তু কালিকাকৃতমানসঃ ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু তস্য কালী প্রসীদতি ॥৩৩॥

কলেত্যাদি। কলমঞ্জরীচরণা কলৌ গম্ভীরশব্দযুতৌ মঞ্জীরৌ চরণয়োর্যস্যাঃ সা ॥৩০॥

কামবীজেত্যাদি। কামবীজজপানন্দা কামবীজস্য ক্লীমিত্যস্য জপে আনন্দো যস্যাঃ সা ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

ককারেত্যাদি। ককারকুটঘটিতং ককাররাশিসম্মিলিতম্ ॥৩৩॥

অথৈতৎস্তোত্রপাঠস্য ফলমাহ, পূজাকালে ইত্যাদিভিঃ ॥৩৪॥৩৫॥৩৬॥

কাঞ্চনাদ্রি-কৃতাগারা এবং কাঞ্চনাচলকৌমুদী অর্থাৎ তুমি কাঞ্চনাচল-বাসিনী ও কাঞ্চনাচলের জ্যোৎস্নাস্বরূপা ।৩০ তুমি কামবীজ-জপানন্দা অর্থাৎ ক্লীং এই বীজ জপে তোমার প্রীতি লাভ হয়। তুমি কামবীজ-স্বরূপিণী। তুমি কুমতিঘ্নী ও কুলীনার্ত্তি-নাশিনী অর্থাৎ তোমার প্রসাদেই কুমতির বিনাশ হয় এবং কৌলগণের দুঃখ দূর হইয়া থাকে। তুমি কুলকামিনী ; ৩১ এবং তুমি ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই তিন বর্ণ জপকারীর কালরূপ করাল কণ্টক উদ্ধার করিয়া থাক।

দেবি! ককার-কূট-ঘটিত (ককারাদি শব্দসমূহে বিরচিত) কালীরূপস্বরূপ আদ্যাকালিকা দেবীর এই শতনাম-স্তোত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ।৩২। ৩৩ যে ব্যক্তি পূজাকালে (ভগবতী) আদ্যাকালিকাতে সমাহিত-চিত্ত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সে আশু মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে,

বুদ্ধিং বিদ্যাঞ্চ লভতে গুরোরাদেশমাত্রতঃ।
ধনবান্ কীর্ত্তিমান্ ভূয়াৎ দানশীলো দয়ান্বিতঃ ॥৩৫॥
পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যে-র্মোদতে সাধকো ভুবি ॥৩৬॥
ভৌমাবাস্যানিশাভাগে মপঞ্চকসমন্বিতঃ।
পূজয়িত্বা মহাকালীম্ আদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥৩৭॥
পঠিত্বা শতনামানি সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ।
নাসাধ্যং বিদ্যতে তস্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ॥৩৮॥
বিদ্যায়াং বাক্‌পতিঃ সাক্ষাৎ ধনে ধনপতির্ভবেৎ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে বলে চ পবনোপমঃ ॥৩৯॥
তিগ্মাংশুরিব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ শশিবৎ শুভদর্শনঃ।
রূপে মূর্ত্তিধরঃ কামো যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ৪০ ॥

ভৌমেত্যাদি। ভৌমাবাস্যানিশাভাগে মঙ্গলবারযুক্তামাবাস্যাসম্বন্ধিমহানিশায়ামিত্যর্থঃ। পৃষোদরাদিত্বাদ্ভৌমাবাস্যেত্যত্র মালোপঃ। মপঞ্চকসমন্বিতঃ মদ্যাদি পঞ্চকযুক্তঃ ॥৩৭॥৩৮॥৩৯॥

এবং কালী তাহার প্রতি প্রসন্না হয়েন,[৩৪] এবং গুরুর আদেশ মাত্রেই তাহার বুদ্ধি ও বিদ্যা লাভ হইয়া থাকে। সে ধনবান, কীর্ত্তিমান, দাতা ও দয়াবান হয়।[৩৫] এবং সেই সাধক অবনীতলে পুত্রপৌত্রাদির সহিত সুখস্বচ্ছন্দে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে।[৩৬] যে ব্যক্তি মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে মহানিশাভাগে মদ্যাদি-পঞ্চক-যুক্ত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যাকালীর পূজা করিয়া[৩৭] এই শতনাম-স্তোত্র পাঠ করে, সে সাক্ষাৎ কালিকাস্বরূপ হয়, সন্দেহ নাই। ত্রিভুবনে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না।[৩৮] সে বিদ্যায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, ধনে ধনপতি, গাম্ভীর্য্যে সরিৎপতি এবং বলে পবনের তুল্য হইয়া থাকে।[৩৯] বিশেষতঃ সেই সাধক উষ্ণরশ্মির ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য অথচ শশধর-সদৃশ সৌম্যদর্শন হয়, এবং সে রূপে মূর্ত্তিমান্ কামদেবের ন্যায় কামিনীগণের হৃদয় হরণ করে।[৪০] দেবি! এই স্তবপ্রসাদে সাধক সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিতে পারেন। যে সাধক যে যে

সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ ।
যং যং কামং পুরস্কৃত্য স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ ॥৪১॥
তং তং কামমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ ।
রণে রাজকুলে দ্যূতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে ॥৪২॥
দস্যুগ্রস্তে গ্রামদাহে সিংহব্যাঘ্রাবৃতে তথা ॥৪৩॥
অরণ্যে প্রান্তরে দুর্গে গ্রহরাজভয়েঽপি বা ।
জ্বরদাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসঙ্কুলে ॥৪৪॥
বালগ্রহাদিরোগে চ তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ।
দুস্তরে সলিলে বাপি পোতে বাতবিপদ্গতে ॥৪৫॥
বিচিন্ত্য পরমাং মায়াম্ আদ্যাং কালীং পরাৎপরাম্ ।
যঃ পঠেচ্ছতনামানি দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ ॥৪৬॥

তিগ্মাংশুরিত্যাদি। তিগ্মাংশুরিব সূর্য্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো দুঃখেন দ্রষ্টব্যঃ। ৪০॥৪১॥৪২॥৪৩॥

অরণ্যে ইত্যাদি। প্রান্তরে তরুজলাদিশূন্যে গ্রামতো দূরেঽধ্বনি॥৪৪। ৪৫॥৪৬॥৪৭॥৪৮॥৪৯॥

কামনা করিয়া এই স্তব পাঠ করিবেন,[৪১] শ্রীআদ্যাকালিকার প্রসাদে তিনি সেই সেই কামনারই ফল লাভ করিতে পারিবেন। সমরে, রাজসমীপে, দ্যূতক্রীড়ায়, বিবাদে, প্রাণসঙ্কটস্থলে,[৪২] দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, গ্রামদাহ সময়ে, সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদাকীর্ণ অরণ্যে,[৪৩] তরুলতাদিশূন্য প্রান্তরে, দুর্গে, গ্রহভয় ও রাজভয় সময়ে, জরদাহ কালে, চিরব্যাধিতে, মহারোগাদির আক্রমণে,[৪৪] বাল-গ্রহাদিরোগ সময়ে, দুঃস্বপ্নদর্শনে, দুস্তর জলরাশি মধ্যে অথবা প্রবলবাতাহত পোতোপরি[৪৫] বিপদাপন্ন হইলে যে ব্যক্তি পরাৎপরা পরমা মায়া আদ্যা-কালীকে ধ্যান করিয়া আন্তরিক দৃঢ়তা ও ভক্তি সহকারে এই শতনাম-স্তোত্র পাঠ করে,[৪৬] দেবি! সে সত্য সত্যই সমস্ত বিপদ হইতে বিমুক্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার আর কোন অনিষ্টাশঙ্কা বা কোন প্রকার রোগাদির

সর্ব্বাপদ্‌ভ্যো বিমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
ন পাপেভ্যো ভয়ন্তস্য ন রোগেভ্যো ভয়ং ক্বচিৎ ॥৪৭॥
সর্ব্বত্র বিজয়স্তস্য ন কুত্রাপি পরাভবঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে বিপদ্‌গণাঃ ॥৪৮॥
স বক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং স ভোক্তা সর্ব্বসম্পদাম্।
স কর্ত্তা জাতিধর্ম্মাণাং জ্ঞাতীনাং প্রভুরেব সঃ ॥৪৯॥
বাণী তস্য বসেদ্বক্ত্রে কমলা নিশ্চলা গৃহে।
তন্নাম্না মানবাঃ সর্ব্বে প্রণমন্তি সসম্ভ্রমাঃ ॥৫০॥
দৃষ্ট্যা তস্য তৃণায়ন্তে হ্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ।
আদ্যাকালীস্বরূপাখ্যং শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৫১॥
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা পুরশ্চর্য্যাস্য গীয়তে।
পুরস্ক্রিয়ান্বিতং স্তোত্রং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্ ॥৫২॥

বাণীত্যাদি। সসম্ভ্রমাঃ সভয়াঃ সাদরা বা ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

ভয়ও থাকে না।[৪৭] সে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া থাকে। তাহার কোন পরাভব-শঙ্কাও থাকিতে পারে না। তাহার দর্শনমাত্রেই বিপৎসমূহ দূরে পলায়ন করে।[৪৮] (এই স্তবের প্রসাদে) সে সমুদায় শাস্ত্রের বক্তা হইতে পারে, সমস্ত সুখ-সম্পত্তি-ভোগী হয় এবং সে জাতি ও ধর্ম্মবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব এবং জ্ঞাতিবর্গের উপরি প্রভুত্ব লাভ করে।[৪৯] বাগ্দেবী নিরন্তর তাহার মুখে অধিষ্ঠান করেন ও কমলা নিশ্চলা হইয়া তদীয় গৃহে বসতি করিয়া থাকেন। মানবগণ তাহার নাম শ্রবণ মাত্রেই সসম্ভ্রমে প্রণত হয়।[৫০] তাহার চক্ষে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তৃণবৎ প্রতীয়-মান হইতে থাকে। দেবি! আমি তোমার নিকট এই আদ্যাকালী-স্বরূপাখ্য শতনাম-স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম।[৫১] এই স্তোত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে অষ্টোত্তর শতবার পাঠ করিতে হয়। পুরশ্চরণ পূর্ব্বক এই স্তোত্র পাঠ করিলে সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে।[৫২] যে ব্যক্তি আদ্যাকালী-

৪২

শতনামস্তুতিমিমাম্ আদ্যাকালীস্বরূপিণীম্।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েদপি ॥৫৩॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫৪॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

কথিতং পরমংব্রহ্ম-প্রকৃতেঃ স্তবনং মহৎ।
আদ্যায়াঃ শ্রীকালিকায়াঃ কবচং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥৫৫॥
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্ দেবতা চ আদ্যা কালী প্রকীর্ত্তিতা ॥৫৬॥
মায়াবীজং বীজমিতি রমা শক্তিরুদাহৃতা।
ক্রীঁ কীলকং কাম্যসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৫৭॥

অষ্টোত্তরেত্যাদি। অস্য শতনামস্তোত্রস্য ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥
কবচং কথয়িতুং পার্ব্বত্যা পূর্ব্বমেব প্রেরিতঃ শ্রীসদাশিব উবাচ, কথিত-মিত্যাদি ॥৫৫ ॥ ৫৬ ॥

স্বরূপিণী এই শতনাম-স্তুতি স্বয়ং পাঠ করে, বা অপর কোন ব্যক্তিকে পাঠ করায়, স্বয়ং শ্রবণ করে, অথবা অপর কাহাকেও শ্রবণ করায়,[৫৩] সে সর্ব্ব-পাপ-বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্যরূপ মোক্ষ লাভ করে (সন্দেহ নাই)।[৫৪]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! আমি তোমার নিকট পরমব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতির মহাস্তোত্র প্রকাশিত করিলাম। সম্প্রতি আদ্যাকালিকার কবচ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৫৫] এই ত্রৈলোক্য-বিজয়াখ্য কবচের ঋষি শিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা আদ্যাকালী ;[৫৬] হ্রীঁ ইহার বীজ, শ্রীঁ ইহার শক্তি, ক্রীঁ ইহার কীলক ; এবং কাম্যসিদ্ধির নিমিত্ত ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে(১৯৮)।[৫৭]

---

(১৯৮)—ঋষিন্যাস যথা। অস্য ত্রৈলোক্যবিজয়স্য কবচস্য শিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আদ্যা-কালী দেবতা হ্রীঁ বীজং শ্রীঁ শক্তিঃ ক্রীঁ কীলকং কাম্যসিদ্ধার্থে কবচপাঠে বিনিয়োগঃ। শিরসি শিবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ শ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ক্রীঁ কীলকায় নমঃ।

হ্রীমাদ্যা মে শিরঃ পাতু শ্রীঁ কালী বদনং মম।
হৃদয়ং ক্রীঁ পরা শক্তিঃ পায়াৎ কণ্ঠং পরাৎপরা ॥৫৮॥
নেত্রে পাতু জগদ্ধাত্রী কর্ণৌ রক্ষতু শঙ্করী।
ঘ্রাণং পাতু মহামায়া রসনাং সর্ব্বমঙ্গলা ॥৫৯॥
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কপোলৌ কমলালয়া।
ওষ্ঠাধরৌ ক্ষমা রক্ষেৎ চিবুকং চারুহাসিনী ॥৬০॥
গ্রীবাং পায়াৎ কুলেশানী ককুৎ পাতু কৃপাময়ী।
দ্বৌ বাহূ বাহুদা রক্ষেৎ করৌ কৈবল্যদায়িনী ॥৬১॥
স্কন্ধৌ কপর্দ্দিনী পাতু পৃষ্ঠং ত্রৈলোক্যতারিণী।
পার্শ্বে পায়াদপর্ণা মে কটিং মে কমঠাসনা ॥৬২॥

মায়াবীজমিত্যাদি। মায়াবীজং হ্রীমিতি বীজম্। রমা শ্রীঁবীজম্ ॥৫৭॥৫৮॥৫৯॥
দন্তানিত্যাদি। চিবুকম্ ওষ্ঠাধরাধোভাগম্ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

(অনন্তর কবচের অর্থ কথিত হইতেছে—) হ্রীঁ-স্বরূপা আদ্যা আমার শিরোদেশ, এবং শ্রীঁ-স্বরূপিণী কালী আমার বদন রক্ষা করুন। ক্রীঁ-স্বরূপা পরাশক্তি আমার হৃদয়, এবং পরাৎপরা আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন।[৫৮] জগদ্ধাত্রী আমার নেত্রদ্বয়, এবং শঙ্করী আমার শ্রবণযুগল রক্ষা করুন। মহামায়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ও সর্ব্বমঙ্গলা আমার রসনা রক্ষা করুন।[৫৯] কৌমারী আমার দন্তপঙ্‌ক্তি, এবং কমলালয়া আমার কপোলযুগল রক্ষা করুন। ক্ষমা আমার ওষ্ঠ ও অধর, এবং চারুহাসিনী আমার চিবুকদেশ রক্ষা করুন।[৬০] কুলেশানী আমার গ্রীবাদেশ, ও কৃপাময়ী আমার ককুৎ-স্থল রক্ষা করুন। বাহুদা আমার বাহুদ্বয় এবং কৈবল্যদায়িনী আমার করযুগল রক্ষা করুন।[৬১] কপর্দ্দিনী স্কন্ধদ্বয় এবং ত্রৈলোক্যতারিণী আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। অর্পণা আমার পার্শ্বদ্বয় এবং কমঠাসনা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন।[৬২] বিশালাক্ষী আমার নাভিদেশ, এবং প্রভাবতী আমার প্রজাস্থান (উপস্থ) রক্ষা করুন। কল্যাণী আমার উরুদ্বয়, এবং

নাভৌ পাতু বিশালাক্ষী প্রজাস্থানং প্রভাবতী।
ঊরূ রক্ষতু কল্যাণী পাদৌ মে পাতু পার্ব্বতী।
জয়দুর্গাবতু প্রাণান্ সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥৬৩॥
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন চ।
তৎ সর্ব্বং মে সদা রক্ষেৎ আদ্যা কালী সনাতনী ॥৬৪॥
ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্।
কবচং কালিকাদেব্যা আদ্যায়াঃ পরমাদ্ভুতম্ ॥৬৫॥
পূজাকালে পঠেদ্‌যস্তু আদ্যাধিকৃতমানসঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি তস্যাদ্যা সুপ্রসীদতি ॥৬৬॥
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু কিঙ্করাঃ ক্ষুদ্রসিদ্ধয়ঃ ॥৬৭॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং কামী কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৬৮॥

নাভাবিত্যাদি। প্রজাস্থানম্ উপস্থম্ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥
অথ ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধকবচপাঠস্য ফলমাহ, পূজাকালে ইত্যাদিভিঃ। ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥

পার্ব্বতী আমার পদযুগল রক্ষা করুন। জয়দুর্গা আমার পঞ্চপ্রাণ, এবং সর্ব্বসিদ্ধিদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন।৬৩ আমার যে যে স্থান কবচ মধ্যে উল্লিখিত না হওয়ায় অরক্ষিত আছে, সনাতনী আদ্যাকালী আমার সেই সমুদায় স্থান সর্ব্বদা রক্ষা করুন।৬৪ দেবি! এই আমি তোমার নিকট ত্রৈলোক্য-বিজয় নামক আদ্যাকালিকাদেবীর দিব্য কবচ কীর্ত্তন করিলাম।৬৫ যে ব্যক্তি পূজাকালে দেবীতে আত্মমন নিহিত রাখিয়া আদ্যাকালিকার এই পরমাদ্ভুত কবচ পাঠ করে,তাহার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হয় এবং আদ্যাকালী তাহার প্রতি সুপ্রসন্না হয়েন।৬৬ বিশেষতঃ সে অবিলম্বে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ক্ষুদ্রসিদ্ধিগণ তাহার কিঙ্করস্বরূপ হইয়া থাকে।৬৭ দেবি! (এই কবচের প্রসাদে) অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র, ধনার্থী ব্যক্তি ধন, ও বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্যা

সহস্রাবৃত্তপাঠেন বর্ম্মণোঽস্য পুরস্ক্রিয়া।
পুরশ্চরণসম্পন্নং যথোক্তফলদং ভবেৎ॥ ৬৯॥
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমৈ রক্তচন্দনৈঃ।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি॥ ৭০॥
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা সাধকঃ কটৌ।
তস্যাদ্যা কালিকা বশ্যা বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতি॥৭১॥
ন কুত্রাপি ভয়ং তস্য সর্ব্বত্র বিজয়ী কবিঃ।
অরোগী চিরজীবী স্যাৎ বলবান্ ধারণক্ষমঃ॥৭২॥
সর্ব্ববিদ্যাসু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
বশে তস্য মহীপালা ভোগমোক্ষৌ করস্থিতৌ॥৭৩॥

সহস্রেত্যাদি। বর্ম্মণঃ কবচস্য॥ ৬৯॥ ৭০॥
শিখায়ামিত্যাদি। প্রযচ্ছতি দদাতি॥৭১॥ ৭২॥

লাভ করিতে সমর্থ হয়; এবং সবিকল্প ব্যক্তি যে বিষয় কামনা করিয়া ইহা পাঠ করে, তাহার সেই কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে।৬৮

এই কবচের পুরশ্চরণ করিতে হইলে (অষ্টোত্তর) সহস্রবার পাঠ করিতে হইবে। এই কবচ পুরশ্চরণ-সম্পন্ন হইলে যথোক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে।৬৯ যে সাধক চন্দন, অগুরুচন্দন, কস্তূরী, কুঙ্কুম, অথবা রক্তচন্দন দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া গুটিকা প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক স্থবর্ণ মধ্যে রাখিয়া শিখাতে, দক্ষিণ বাহুতে, কণ্ঠে কিম্বা কটিদেশে ধারণ করে, আদ্যাকালী নিরন্তর বশীভূত থাকিয়া তাহাকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন।৭০।৭১ এই কবচ ধারণ করিলে সাধকের কুত্রাপি ভয় বা আশঙ্কা থাকে না; সে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করে, এবং অরোগী, বলবান্, বহুশাস্ত্রাদি-ধারণক্ষম, কবি ও চিরজীবী হইয়া কালাতিপাত করিতে থাকে।৭২ সেই সাধক সর্ব্ব-বিদ্যায় প্রবীণ এবং সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ ও গূঢ়তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারে। মহীপালগণ তাহার বশবর্ত্তী হয় এবং ভোগ ও মোক্ষ তাহার করতলগত হইয়া থাকে।৭৩ অধিক কি, একমাত্র

কলিকল্মষযুক্তানাং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ॥৭৪॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কথিতং কৃপয়া নাথ স্তোত্রং কবচমেব চ।

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পুরশ্চর্য্যাবিধিং বিভো ॥৭৫॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

যো বিধির্ব্রহ্মমন্ত্রাণাং পুরশ্চরণকর্ম্মণি।

স এবাদ্যাকালিকায়া মন্ত্রাণাং বিধিরুচ্যতে * ॥৭৬॥

সর্ব্বেত্যাদি। নিপুণঃ প্রবীণঃ ॥৭৩॥৭৪॥
অথাদ্যাকালীমন্ত্রাণাং পুরশ্চরণবিধিং শুশ্রূষুঃ শ্রীদেব্যুবাচ, কথিতমিত্যাদি ॥৭৫॥
শ্রীদেব্যৈবং প্রেরিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, যো বিধিরিত্যাদি ॥৭৬॥

এই কবচ, কলিকল্মষ-কলুষিত মানবগণের পক্ষে পরম মুক্তিপ্রদ, সন্দেহ নাই (১৯৯)।[৭৪]

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট আদ্যাকালিকার স্তোত্র ও কবচ প্রকাশিত করিলেন; পরন্তু বিভো! অধুনা আমি তাঁহার মন্ত্রের পুরশ্চরণবিধি শ্রবণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।[৭৫]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ বিষয়ে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট

---

* বিধিরিষ্যতে ইতি চ পাঠঃ।

(১৯৯)—ধারণের নিমিত্ত কবচ সংস্কার করিতে হইলে ১০৮ একশত আটবার পাঠ করিয়া যথোক্ত দশাংশ দশাংশভাবে হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এবং আদ্যন্তে মহতী পূজা করা প্রয়োজন। পরন্তু যদি কোন সাধক মন্ত্রসিদ্ধির ন্যায় কবচ সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি মূলে কথিতানুরূপ অষ্টোত্তর সহস্র পাঠে পুরশ্চরণ করিবেন। অন্যত্র এই কবচ সিদ্ধির নিমিত্ত দশ হাজার বার পাঠের বিধান দৃষ্ট হয়। উভয়বিধ পুরশ্চরণেই সাধক যতদিনে উক্ত সংখ্যা পাঠ সমাপ্ত করিতে পারিবেন বোধ হয়, ততদিন প্রত্যহ সমান সংখ্যায় পাঠ করিবেন। ন্যূনাধিক বা দিবস লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। কবচ ধারণ করিতে হইলে কথিতানুরূপ পুরশ্চরণের পর উক্ত কবচ গুটিকা করিয়া মাদুলি প্রভৃতির মধ্যে স্থাপন করিয়া পঞ্চগব্যে ও পঞ্চামৃতে স্নান করাইতে হইবে। তদন্তে কবচে তত্তদ্দেবতার আবাহন ও জীবন্যাসাদি করিয়া তদুপরি মহতী

অশক্তে সাধকে দেবি জপপূজাহুতাদিষু।
পূজা সংক্ষেপতঃ কার্য্যা * পুরশ্চরণমেব চ ॥৭৭॥
যতো হি নিরনুষ্ঠানাৎ স্বল্পানুষ্ঠানমুত্তমম্।
সংক্ষেপপূজনং ভদ্রে তত্রাদৌ শৃণু কথ্যতে ॥৭৮॥
আচম্য মূলমন্ত্রেণ ঋষিন্যাসং সমাচরেৎ।
করশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ ন্যাসঞ্চ করদেহয়োঃ ॥৭৯॥

অশক্ত ইত্যাদি। পুরশ্চরণমেব চ পুরশ্চরণমপি চ সংক্ষেপতঃ কার্য্যম্ ॥৭৭॥
সংক্ষেপপূজাদিকরণে হেতুমাহ, যতো হীত্যাদি ॥৭৮॥
সংক্ষেপপূজনমেবাহ, আচম্যেত্যাদিভিঃ ॥৭৯॥

আছে, আদ্যাকালিকা-মন্ত্রের পুরশ্চরণ বিষয়েও সেইরূপ বিধি কীর্ত্তিত হইয়া থাকে (২০০)।[৭৬] দেবি! সাধক জপ, পূজা ও হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে অশক্ত হইলে সংক্ষেপে পূজা ও সংক্ষেপে পুরশ্চরণ করিবেন (২০১)।[৭৭] কারণ নিরনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বল্পানুষ্ঠানও উত্তম। ভদ্রে! অগ্রে সংক্ষেপ পূজার বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৭৮] প্রথমতঃ মূলমন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া ঋষিন্যাস করিবে। পরে করশুদ্ধি করিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিতে হইবে।[৭৯] তদনন্তর সুবুদ্ধি

* পূজাং সংক্ষেপতঃ কুর্য্যাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

পূজা ও তদন্তে তাহাতে পূজাঙ্গ হোমের আজ্যপাত করিতে হইবে। এইরূপে কবচ সংস্কার না করিলে কবচ ধারণ সিদ্ধ হয় না।

(২০০)—আদ্যাকালীমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে ৩২০০০ বত্রিশ হাজার জপ, জপের দশমাংশ হোম, হোমের দশমাংশ তর্পণ, তর্পণের দশমাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণভোজন সম্পাদন করিবে। হোম, তর্পণ ও অভিষেক কার্য্যে অসমর্থ হইলে তাহার অনুকল্প তত্তৎসংখ্যার দ্বিগুণসংখ্যা জপ করিবে। ব্রাহ্মণভোজনের অনুকল্প নাই। দশাংশ করিতে হইলে যদি দশের গুণিত না হয়, তাহা হইলে যাহাতে দশের গুণিত হয়, সেইরূপ করিয়া দশাংশ কার্য্য করিবার বিধি তন্ত্রান্তরে দৃষ্ট হয়। যেমন অভিষেক বত্রিশের স্থলে চল্লিশ হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্র দশ পূরণ করিয়া লইতে হয়।

(২০১)—এস্থলে হোমাদি কর্ম্মে অসমর্থ হইলে তদ্বিহিত সংখ্যার দ্বিগুণ জপ ও যথোক্ত ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পন্ন করাকে সংক্ষেপ পুরশ্চরণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অন্তবিধ সংক্ষেপ পুরশ্চরণ পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গব্যাপকং কৃত্বা প্রাণায়ামং চরেৎ সুধীঃ।
ধ্যানং পূজাং জপঞ্চেতি সংক্ষেপপূজনে বিধিঃ॥ ৮০॥
পুরস্ক্রিয়ায়াং মন্ত্রাণাং যত্র যো বিহিতো জপঃ।
তস্মাচ্চতুর্গুণজপাৎ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে॥৮১॥
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।
কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং প্রাপ্য কৌজে বা শনিবাসরে।
পঞ্চতত্ত্বং সমানীয় পূজয়িত্বা জগন্ময়ীম্॥৮২॥
মহানিশায়ামযুতং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
ভোজয়িত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠান্ পুরশ্চরণকৃদ্ভবেৎ॥৮৩॥
কুজবাসরমারভ্য যাবন্মঙ্গলবাসরম্।
প্রত্যহং প্রজপেন্মন্ত্রং সহস্রপরিসংখ্যয়া॥৮৪॥

সর্ব্বাঙ্গেত্যাদি। সর্ব্বাঙ্গব্যাপকং ন্যাসম্॥৮০॥
অথ সংক্ষেপপুরশ্চরণমাহ, পুরস্ক্রিয়ায়ামিত্যাদিভিঃ। মন্ত্রাণাং যত্র পুরস্ক্রিয়ায়াং যো জপো বিহিতস্তস্মাচ্চতুর্গুণজপাৎ হোমাদিকং বিনৈব পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে॥৮১॥৮২॥
মহানিশায়ামিত্যাদি। অযুতং দশসহস্রম্॥ ৮৩॥

সাধক সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপকন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবেন। তদনন্তর ধ্যান, তদন্তে পূজা এবং তৎপরে জপ করিবে। এই সংক্ষেপ-পূজার বিধি কহিলাম।৮০ মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে যে মন্ত্রে যত সংখ্য জপ নির্দ্দিষ্ট আছে, (হোমাদি না করিয়া)কেবলমাত্র তাহার চতুর্গুণজপ দ্বারাই সংক্ষেপ-পুরশ্চরণের বিধি নিরূপিত হইয়াছে।৮১ অথবা, অন্য প্রকার পুরশ্চরণ অনুষ্ঠানের বিধি বলিতেছি। মঙ্গল অথবা শনিবারে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী হইলে, সেই দিবস রজনীযোগে পঞ্চতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া জগন্ময়ীর পূজা করিবে।৮২ এবং স্থিরচিত্তে মহানিশাভাগে দশসহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পুরশ্চরণ কর্ম্ম সমাধান করিবে।৮৩ (দেবি! তৃতীয় প্রকার পুরশ্চরণ-বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর।) এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় মঙ্গলবার

বসুসংখ্যজপেনৈব ভবেন্মন্ত্রপুরস্ক্রিয়া ॥৮৫॥
শ্রীআদ্যাকালিকামন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ সুসিদ্ধিদাঃ।
সদা সর্ব্বযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥৮৬॥
কালীরূপাণি বহুধা কলৌ জাগ্রতি পার্ব্বতি।
প্রবলে কলিকালে তু রূপমেতৎ জগদ্ধিতম্ ॥৮৭॥
নাত্র সিদ্ধ্যাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্।
নিয়মানিয়মেনাপি জপন্নাদ্যাং প্রসাদয়েৎ ॥৮৮॥
ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ তৃতীয়ং পুরশ্চরণমাহ, কুজেত্যাদিনা সার্দ্ধেন। যাবন্মঙ্গলবাসরং দ্বিতীয়-মঙ্গলবারপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥৮৪॥৮৫॥৮৬॥
কালীরূপাণীত্যাদি। এতদ্রূপম্ আদ্যায়াঃ কাল্যা রূপম্ ॥ ৮৭॥
নাত্রেত্যাদি। অত্র আদ্যাকালীমন্ত্রে ॥৮৮॥৮৯॥৯০॥৯১॥

পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্রসংখ্য মন্ত্র জপ করিবে।[৮৪] এইরূপে আট দিনে অষ্টসহস্রসংখ্য জপ দ্বারা মন্ত্রের পুরশ্চরণ হইয়া থাকে।[৮৫] দেবি! আদ্যাকালিকার মন্ত্র সর্ব্বতো-ভাবে সিদ্ধমন্ত্র; এই মন্ত্র সকল সময়েই এবং সকল যুগেই সিদ্ধি প্রদান করে; বিশেষতঃ কলিযুগে আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে।[৮৬] পার্ব্বতি! কালিকামূর্ত্তি নানা-প্রকার; কলিকালে এই সমুদায় মূর্ত্তিই জাগরিতা থাকেন। বিশেষতঃ যখন কলি-কাল প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন একমাত্র এই কালীরূপই জগতের কল্যাণকর হইবে।[৮৭] এই কালিকা-মন্ত্রে সিদ্ধ সাধ্য প্রভৃতি অকথহ-চক্র বিচারের অপেক্ষা নাই; এই মন্ত্র অরিমিত্রাদি দোষে দূষিত হয় না (২০২)। পৌরশ্চারণিক নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বকই হউক অথবা অনিয়মেই হউক কেবলমাত্র জপ করিলেই আদ্যাকালী প্রসন্না হয়েন।[৮৮] বিশেষতঃ এই মন্ত্র জপ দ্বারা শ্রীমতী আদ্যা-কালিকার প্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানী মানব যে জীবন্মুক্ত,

---

(২০২)—৪৯ পৃষ্ঠা ১৯। ২০ সংখ্যা টিপ্পনী দেখুন।

ন চ প্রয়াসবাহুল্যং কায়ক্লেশোঽপি ন প্রিয়ে।
আদ্যাকালীসাধকানাং সাধনং সুখসাধনম্‌॥ ৯০॥
চিত্তসংশুদ্ধিরেবাত্র মন্ত্রিণাং ফলদায়িনী॥ ৯১॥
যাবন্ন চিত্তকলিলং হাতুমুৎসহতে ব্রতী।
তাবৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত কুলভক্তিসমন্বিতঃ॥ ৯২॥
যথাবদ্বিহিতং কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধৌ হি * কারণম্‌।
আদৌ মন্ত্রং গুরোর্ব্বক্ত্রাদ্‌ গৃহ্ণীয়াৎ ব্রহ্মমন্ত্রবৎ॥ ৯৩॥
প্রাতঃকৃত্যাদিনিয়মান্‌ কৃত্বা কুর্য্যাৎ পুরস্ক্রিয়াম্‌।
চিত্তে শুদ্ধে মহেশানি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে কৃত্যাকৃত্যং ন বিদ্যতে॥ ৯৪॥

যাবদিত্যাদি। যাবৎকালপর্য্যন্তং চিত্তকলিলঞ্চেতসঃ কালুষ্যং হাতুং ত্যক্তুং নোৎসহতে ন শক্নোতি তাবদেব কুলভক্তিসমন্বিতো ভূত্বা ব্রতী নিয়মবান্‌ সাধকঃ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত নতু ততঃ পরম্‌। তত্র কারণমাহ, যথাবদিতি। হি যতঃ॥ ৯২॥ ৯৩॥ ৯৪॥

তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।[৮৯] প্রিয়ে! আদ্যাকালী-সাধকদিগের সাধন অতীব সুখসাধ্য। এই মন্ত্রসাধনে তাদৃশ পরিশ্রম নাই, কায়ক্লেশও নাই; কেবল চিত্তশুদ্ধি হইলেই সাধক, অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়।[৯১] যত দিন পর্য্যন্ত চিত্তের কলুষতা অপনোদনে সমর্থ না হইবে, সাধক তত্তদিন পর্য্যন্ত কুলভক্তি-সমন্বিত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন।[৯২] কারণ যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই একমাত্র চিত্তশুদ্ধির কারণ। প্রথমতঃ ব্রহ্মমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রও গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিবে।[৯৩] তদনন্তর নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পুরশ্চরণ করিবে। মহেশানি! পুরশ্চরণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই থাকে না।[৯৪]

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন। পরমেশ্বর! কুল কি? কুলাচারই বা কাহাকে

---

* চিত্তশুদ্ধের্হি ইতি চ পঠ্যতে।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কুলং কিং পরমেশান কুলাচারশ্চ কিং বিভো।
লক্ষণং পঞ্চতত্ত্বস্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৯৫॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং কুলেশানি সাধকানাং হিতৈষিণী।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ যথাবদবধারয়॥ ৯৬॥
জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ।
ক্ষিত্যপ্তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥ ৯৭॥
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পম্ এতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥ ৯৮॥

কুল-কুলাচারাদিকং জিজ্ঞাসুঃ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ, কুলং কিমিত্যাদি॥ ৯৫॥
এবং প্রেরিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, সম্যক্ পৃষ্টমিত্যাদি॥ ৯৬॥
প্রথমতস্তত্র কুলং নির্ব্বক্তি, জীব ইত্যাদ্যেকেন। জীবাদয়ো নব কুলমিত্যভিধীয়তে কথ্যতে॥ ৯৭॥
অথৈকেন কুলাচারং নির্ব্বক্তি, ব্রহ্মবুদ্ধ্যেত্যাদি। হে আদ্যে এতেষু জীবপ্রকৃত্যাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পং নানাবিধকল্পনাশূন্যং যদাচরণং স এব ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ কুলাচারোঽভিধীয়তে॥ ৯৮॥

বলে? এবং পঞ্চতত্ত্বের লক্ষণই বা কিরূপ? বিভো! এতৎসমুদায় প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।[৯৫]
শ্রীসদাশিব কহিলেন। কুলেশ্বরি! তুমি সাধকবর্গের হিতৈষিণী, সুতরাং তুমি উৎকৃষ্ট প্রশ্নই করিয়াছ। আমি তোমার প্রীতি সাধনের জন্য সেই সমুদায় যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৯৬] জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু, এই নয়টি কুল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।[৯৭] আদ্যে! সমুদায়ই ব্রহ্ম, ইত্যাকার বোধে এই জীবাদি নবসংখ্য স্থলে নানাবিধ (ভেদ)কল্পনা বর্জ্জিত বা বিকার শূন্য যে আচরণ, তাহাই কুলাচার।

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ তপোদানদৃঢ়ব্রতৈঃ ।
ক্ষীণাঘানাং সাধকানাং কুলাচারে মতির্ভবেৎ ॥ ৯৯ ॥
কুলাচারগতা বুদ্ধি র্ভবেদাশু সুনির্ম্মলা ।
তদাদ্যাচরণাম্ভোজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে ॥ ১০০॥
সদ্গুরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং পরাৎপরাম্ ।
কুলাচাররতা ভূত্বা পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুলেশ্বরীম্ ॥ ১০১ ॥
যজন্তঃ কালিকামাদ্যাং কুলজ্ঞাঃ সাধকোত্তমাঃ ।
ইহ ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান্ ব্রজন্ত্যন্তে * নিরাময়ম্ ॥ ১০২ ॥

অথ কুলাচারস্য সুদুর্লভত্বমাহ, বহুজন্মার্জ্জিতৈরিত্যাদি ॥ ৯৯ ॥
অথ কুলাচারস্য পুণ্যফলত্বমাহ, কুলাচারগতেত্যাদিভিঃ ॥ ১০০ ॥
সদ্গুরোরিত্যাদি । বিদ্যামেনাং মন্ত্ররূপাম্ ॥ ১০১ ॥
যজন্ত ইত্যাদি । নিরাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং মোক্ষপদম্ ॥ ১০২ ॥

বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে(২০৪)। এই কুলাচার দ্বারা ধর্ম্ম,অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।[৯৮]যাহারা তপস্যা,দান ও দৃঢ়ব্রতাদি দ্বারা জন্ম জন্মান্তরে বহু পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল পাপস্পর্শ-পরিশূন্য সাধকগণেরই কুলাচারে মতি জন্মে।[৯৯] বুদ্ধি কুলাচারের অনুবর্ত্তী হইলে অবিলম্বেই পরি-মার্জ্জিত ও সুবিমল হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধি সুনির্ম্মলা হইলেই আদ্যাদেবীর চরণকমলে চিত্তবৃত্তি সুনিহিত হয়।[১০০]যাহারা সদ্গুরুর সেবা করিয়া পরাৎপরা এই বিদ্যা(২০৫)লাভ পূর্ব্বক কুলাচারে নিরত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কুলেশ্বরী[১০১] আদ্যাকালিকার পূজা করে, তাহারাই কুলজ্ঞ এবং তাহারাই সাধকবর্গের

---

* তে ব্রজন্তে ইতি পাঠান্তরম্ ।

(২০৪)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্। এক্ষণেও যে নববিধ কুল বলা হইল, তাহার বাচ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষণা দ্বারা সনাতন ব্রহ্মই লক্ষিত হইতেছেন।

(২০৫)—শারদাতিলকে কথিত আছে, মন্ত্রাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ। পুরুষ দেবতার মন্ত্রকে মন্ত্র বলা যায় এবং স্ত্রীদেবতার মন্ত্রকে বিদ্যা বলা হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৭০ সংখ্য টিপ্পনীতে বিবৃত আছে।

মহৌষধং যজ্জীবানাং দুঃখবিস্মারকং মহৎ।
আনন্দজনকং যচ্চ তদাদ্যতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৩ ॥
অসংস্কৃতঞ্চ যত্তত্ত্বং মোহদং ভ্রমকারণম্।
বিবাদরোগজননং ত্যাজ্যং কৌলৈঃ সদা প্রিয়ে ॥ ১০৪ ॥
গ্রাম্যবায়ব্যবন্যানাম্ উদ্ভূতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
বুদ্ধিতেজোবলকরং দ্বিতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৫ ॥
জলোদ্ভবং যৎ কল্যাণি কমনীয়ং সুখপ্রদম্।
প্রজাবৃদ্ধিকরঞ্চাপি তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৬ ॥

অথ ক্রমতো মদ্যাদিপঞ্চতত্ত্বানাং লক্ষণমাহ, মহৌষধমিত্যাদিভিঃ ॥ ১০৩ ॥
অসংস্কৃতমিত্যাদি। তত্ত্বম্ আদ্যতত্ত্বম্ ॥ ১০৪ ॥
গ্রাম্যেত্যাদি। গ্রাম্যা গ্রামোদ্ভবাশ্ছাগাদয়শ্চ বায়ব্যা বায়ুভবাস্তিত্তিরিহারীতাদয়শ্চ বন্যা বনোদ্ভবা হরিণাদয়শ্চ তে তেষাম্॥ ১০৫ ॥
জলোদ্ভবমিত্যাদি। কমনীয়মাকাঙ্ক্ষণীয়ম্॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥ ১০৮ ॥

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সমুদায় কৌল (কুলতত্ত্বজ্ঞ) সাধক, ইহ লোকে নিখিল সুখসৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া অন্তিমকালে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[১০২] দেবি! আদ্যতত্ত্বের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, যাহা জীবগণের মহৌষধ স্বরূপ, যাহা দ্বারা জীবগণ সমুদায় দুঃখরাশি বিস্মৃত হইয়া থাকে, এবং যাহা সেবনে জীবগণ আনন্দ-সলিলে পরিপ্লুত হইতে থাকে, তাহাই আদ্যতত্ত্ব।[১০৩] কিন্তু এই আদ্যতত্ত্ব যথাবিধানে শোধিত না হইলে কেবল মোহ ও ভ্রমের কারণ হইয়া উঠে; বিশেষতঃ ইহা বিবাদ ও রোগের আকর হয়। অতএব প্রিয়ে! কৌলগণ অসংস্কৃত আদ্যতত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন।[১০৪] গ্রাম্য ছাগাদি পশুবর্গ, তিত্তিরিহারীতাদি খেচর বিহঙ্গমবর্গ, এবং বন্য মৃগাদি পশুবর্গ; ইহাদের দেহ হইতে উৎপন্ন, পুষ্টিকর এবং বুদ্ধি, তেজ ও বলপ্রদ যে মাংস, তাহাই দ্বিতীয়তত্ত্ব বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে।[১০৫] কল্যাণি! যাহা জলোদ্ভব, কমনীয়, সুখপ্রদ এবং প্রজাবৃদ্ধিকর অর্থাৎ প্রজননশক্তিবর্দ্ধক, তাহাই (মৎস্য) তৃতীয় তত্ত্ব;[১০৬] এবং যাহা অনায়াসে ভূমি

সুলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীবনঞ্চ যৎ ।
আয়ুর্ম্মূলং ত্রিজগতাং চতুর্থতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৭ ॥
মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্ ।
অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্ ॥ ১০৮ ॥
আদ্যতত্ত্বং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে ।
অপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে ॥ ১০৯ ॥
পঞ্চমং জগদাধারং * বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে ॥ ১১০ ॥
ইত্থং জ্ঞাত্বা কুলেশানি কুলন্তত্ত্বানি পঞ্চ চ ।
আচারং কুলধর্ম্মস্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যা-সদাশিবসংবাদে স্তোত্র-কবচ-কুলতত্ত্বলক্ষণ-কথনং নাম সপ্তমোল্লাসঃ ।

আদ্যতত্ত্বমিত্যাদি ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং সপ্তমোল্লাসঃ ।

হইতে সমুৎপন্ন, যাহা জীবগণের জীবনস্বরূপ, এবং যাহা জগত্রয়ের পরমায়ুর মূলকারণ, তাহাই চতুর্থ তত্ত্ব (মুদ্রা) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।১০৭ আর দেবি! যাহা জীবগণের অতীব আনন্দকর, যাহা প্রাণীবর্গের সৃষ্টির হেতু এবং যাহা আদি ও অন্ত রহিত এই মায়াময় জগতের মূলকারণ, তাহাই (শক্তিসঙ্গম) শেষতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।১০৮ প্রিয়ে! তেজই আদ্য তত্ত্ব, পবন দ্বিতীয় তত্ত্ব, জল তৃতীয় তত্ত্ব এবং পৃথিবীই চতুর্থ তত্ত্ব জানিবে।১০৯ বরাননে! আর এই জগদাধার অন্তরীক্ষই পঞ্চম তত্ত্ব।১১০ কুলেশ্বরি! যে সাধক এই প্রকার নবকুল, পঞ্চতত্ত্ব এবং কুলধর্ম্মের আচার বিজ্ঞাত হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত সন্দেহ নাই।১১১

স্তোত্র-কবচ-কুলতত্ত্ব-লক্ষণ কথন নামক সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত ।

* জগদাধারা ইতি পাঠান্তরম্ ।

অষ্টমোল্লাসঃ।

শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহুবিধান্ ভবানী ভবমোচনী।
হিতায় জগতাং মাতা ভূয়ঃ শঙ্করমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতং বহুবিধং ধর্ম্মম্ ইহামুত্র সুখপ্রদম্।
ধর্ম্মার্থকামদং বিঘ্ন-হরং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ২ ॥
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি বর্ণাশ্রমান্ বিভো।
তত্র * যে বিহিতাচারাঃ কৃপয়া বদ তানপি ॥ ৩ ॥

শ্রুত্বেত্যাদি। ভবমোচনী ভক্তসংসারভঞ্জনশীলা। জগতামিতি কাকাক্ষি-গোলকন্যায়েন পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং পদাভ্যাং সম্বধ্যতে ॥ ১ ॥
কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শ্রুতমিত্যাদি ॥ ২ ॥
সাম্প্রতমিত্যাদি। তত্র বর্ণাশ্রমেষু ॥ ৩ ॥

অনন্তর ভবপাশ-বিমোচনী জগজ্জননী ভবানী, এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মবিষয় শ্রবণ করিয়া জগতের হিতানুষ্ঠান বাসনায় পুনরায় শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! যাহা ইহলোক ও পরলোকেও সুখপ্রদ, যদ্দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভ হইয়া থাকে, সেই বিঘ্নবিনাশন এবং মুক্তি-প্রাপ্তির কারণস্বরূপ বহুবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিবরণ আপনকার নিকট শ্রবণ করিলাম।২ বিভো! সম্প্রতি আমি বর্ণ ও আশ্রমের বিষয় অবগত হইতে অভিলাষ করিতেছি। আপনি কৃপা পূর্ব্বক সেই সমুদায় বর্ণ ও আশ্রমের বিষয় এবং সেই সেই বর্ণ ও আশ্রম ভেদে যাদৃশ আচার-ব্যবহার বিহিত হইয়াছে, তাহাও সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।৩

* যত্র ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

চত্বারঃ কথিতা বর্ণাঃ আশ্রমা অপি সুব্রতে।
আচারাশ্চাপি বর্ণানাম্ আশ্রমাণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪ ॥
কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ ॥ ৫ ॥
এতেষাং সর্ব্ববর্ণানাম্ আশ্রমৌ দ্বৌ মহেশ্বরি।
তেষামাচারধর্ম্মাংশ্চ শৃণুষ্বাদ্যে বদামি তে ॥ ৬ ॥
পুরৈব কথিতং তাবৎ কলিসম্ভবচেষ্টিতম্।
তপঃস্বাধ্যায়হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি।
ক্লেশপ্রয়াসাশক্তানাং কুতো দেহপরিশ্রমঃ ॥ ৭ ॥

এবং প্রেরিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, চত্বার ইত্যাদি। হে সুব্রতে কৃতাদৌ সত্যত্রেতাদৌ বর্ণা আশ্রমা অপি চত্বারঃ কথিতাঃ বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চাচারাশ্চাপি পৃথক্ পৃথক্ কথিতাঃ। কলিকালে তু বর্ণাঃ সঙ্করাশ্চ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

এতেষামিত্যাদি। হে আদ্যে মহেশ্বরি এতেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্ববর্ণানাং দ্বাবাশ্রমৌ তেষাং বর্ণাশ্রমাণামাচাররূপান্ ধর্ম্মাংশ্চ তে তবাগ্রেঽহং বদামি ত্বং শৃণুষ্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

কলিযুগে বর্ত্তমানৌ দ্বাবাশ্রমাববিধাস্যন্মহাদেবঃ পূর্ব্বমাশ্রমদ্বয়াভাবে হেতুং দর্শয়তি, পুরৈবেত্যাদিনা সার্দ্ধেন। কলৌ সম্ভব উৎপত্তির্যেষাং তে কলিসম্ভবাঃ তেষাং চেষ্টিতং পুরৈব কথিতং তাবদিত্যবধারণে। কিঞ্চ তপ ইত্যাদি। তপঃ-

---

শ্রীসদাশিব কহিলেন। সুব্রতে! সত্যাদি যুগে চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং সেই সেই বর্ণ চতুষ্টয়ের ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের আচার ব্যবহারও পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সামান্য, এই পাঁচ প্রকার বর্ণ কথিত হইয়া থাকে। ৪।৫ মহেশ্বরি! কলিকালে এই ব্রাহ্মণাদি পঞ্চ বর্ণের দুইটি মাত্র আশ্রম। আদ্যে! তোমার নিকট আমি সেই পঞ্চ বর্ণ ও আশ্রমদ্বয়ের আচার ও ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।৬ দেবি! পূর্ব্বেই আমি তোমার নিকট কলিসম্ভূত মানবগণের কার্য্য ও ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহারা তপোবর্জ্জিত, বেদপাঠ-

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব* আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥
গৃহস্থস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা আগমোক্তাঃ কলৌ শিবে †।
নান্যমার্গৈঃ ক্রিয়াসিদ্ধিঃ কদাপি গৃহমেধিনাম্ ॥৯॥
ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ ॥ ১০ ॥

স্বাধ্যায়হীনানাং তপঃ কৃচ্ছ্রাদিকর্ম্ম স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ তাভ্যাং রহিতানাম্। ক্লেশপ্রয়াসাশক্তানাং ক্লেশ উপতাপঃ প্রয়াসঃ পরিশ্রমঃ তয়োর্নির্ব্বলত্বাদসমর্থানাম্। কিন্ত্বল্পায়ুষামপি। এবম্ভূতানাং নৃণাং দেহপরিশ্রমঃ কুতো ভবেৎ ন কেনাপি প্রকারেণ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্যেত্যাদি। হে প্রিয়ে অতঃ কলৌ যুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি নাস্তি কিন্তু গার্হস্থ্যভৈক্ষুকরূপৌ দ্বাবেবাশ্রমৌ কলৌ স্তঃ ॥ ৮ ॥

ন কেবলং কলৌ যুগে দ্বয়োরাশ্রময়োরেবাভাবোঽস্তি কিন্তু সর্ব্বাসাং বৈদিকক্রিয়াণামপীত্যাহ, গৃহস্থস্যেত্যাদিনা। গৃহমেধিনাং গৃহসঙ্গমবতাং গৃহস্থানামিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কলৌ যুগে গার্হস্থ্যাশ্রম এব বৈদিকাঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া নিষিদ্ধা ন সন্ত্যপি তু ভৈক্ষুকাশ্রমেঽপীত্যাহ, ভৈক্ষুকেপীত্যাদি। তৎ বেদোক্তং দণ্ডধারণম্। শ্রৌতসংস্কৃতিঃ বৈদিকঃ সংস্কারঃ ॥ ১০ ॥

বিরত ও স্বল্পায়ু হইবে। তাহারা (দুর্ব্বলতাবশতঃ তাদৃশ) ক্লেশ ও পরিশ্রম সহ করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং তাহাদিগের দৈহিক পরিশ্রম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?[৭]

প্রিয়ে! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থাশ্রমও নাই, কলিযুগে গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষুক, কেবলমাত্র এই দুইটি আশ্রমই আছে ;[৮] পরন্তু শিবে! কলিকালে গৃহস্থগণ একমাত্র আগমোক্ত বিধানানুসারেই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে ; অন্যরূপ বিধি অর্থাৎ বৈদিক পৌরাণিক বা স্মার্ত্ত-সম্মত বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে তাহারা কদাপি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে না।[৯] দেবি!

* ভৈক্ষুকশ্চৈব ইতি পাঠান্তরম্।
† কলৌ যুগে ইত্যপি পাঠঃ।

শৈবসংস্কারবিধিনা-বধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সংন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥ ১১ ॥
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা ॥ ১২ ॥
সর্ব্বেষামেব সংস্কারাঃ কর্ম্মাণি শৈববর্ত্মনা।
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ কর্ম্মলিঙ্গং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩ ॥
জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি ॥ ১৪ ॥

যদ্যেবং তর্হি কলৌ কিন্নাম সন্ন্যাসগ্রহণং তত্রাহ, শৈবেত্যাদি। হে ভদ্রে শৈবসংস্কারবিধিনা শিবপ্রোক্তেন সংস্কারবিধানেনাবধূতাশ্রমধারণং যৎ তদেব কলৌ যুগে সন্ন্যাসগ্রহণং কথিতম্ ॥ ১১ ॥

নন্থ কলৌ যুগে ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্বেষামপি বর্ণানাং সন্ন্যাসাশ্রমাধিকারিত্বং সত্যাদাবিব ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামেব বা তত্রাহ, বিপ্রাণামিত্যাদি ॥ ১২ ॥

নন্থ প্রবলে কলৌ কিং ব্রাহ্মণাদয়ঃ সর্ব্বে বর্ণা একাচারা ভবেয়ুঃ পৃথক্ পৃথগাচারা বা তত্রাহ, সর্ব্বেষামিত্যাদি। বিপ্রাদীনাং সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সর্ব্বে সংস্কারাঃ অন্যানি চ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি একেন শৈববর্ত্মনৈব সাধনীয়ানি। শাম্ভবৈকবর্ত্মসাধ্যত্বেন সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কলৌ সমানান্যেবেত্যর্থঃ। পরন্তু বিপ্রাণামিতরেষাং বিপ্রভিন্নানাঞ্চ কর্ম্মলিঙ্গং কর্ম্মচিহ্নং কলাবপি পৃথক্ পৃথগেবাস্তি ॥ ১৩ ॥

নন্থ গার্হস্থ্যাশ্রমশালিত্বং কিং জন্মনৈব ভবেৎ সংস্কারেণ বা তত্রাহ, জাত-

---

তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না অতএব তুমি বুঝিতেই পারিতেছ যে, কলিযুগে ভৈক্ষ্যাশ্রমেও বেদোক্ত দণ্ডধারণের বিধি নাই; কারণ তাহা বৈদিক সংস্কার।[১০] ভদ্রে! শৈবসংস্কার-বিধানানুসারে যে অবধূতাশ্রম অবলম্বন করা হয়, তাহাই কলিযুগে একমাত্র সন্ন্যাসগ্রহণ।[১১] দেবি! প্রবল কলিকালে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই এই উভয়বিধ আশ্রমে অধিকারী হইবেন।[১২] ব্রাহ্মণাদি সমুদায় বর্ণই শৈববিধি অনুসারে সংস্কার ও অন্যান্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণসমূহের স্ব স্ব কর্ম্মচিহ্ন পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।[১৩] মানবগণ জন্মগ্রহণমাত্রেই

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদি ।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সংন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ১৫ ॥
বিদ্যামুপার্জ্জয়েৎ বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে ।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ ॥১৬॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্ ।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥১৭॥
মাতৄঃ পিতৄন্ শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি ।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

মাত্র ইত্যাদি । ননু গার্হস্থ্যভৈক্ষুকয়োর্ম্মধ্যে প্রথমং কমাশ্রমমাশ্রয়েত্তত্রাহ গার্হস্থ্যমিত্যাদি ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞানে ইত্যাদি । তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞানে ॥ ১৫ ॥

ননু কস্যামবস্থায়াং গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয়ণীয়ঃ সন্ন্যাসশ্চ কস্যামবস্থায়াং গ্রহণীয়ঃ তত্রাহ, বিদ্যামিত্যাদি । বাল্যে শৈশবে বিদ্যামুপার্জয়েৎ । যৌবনে ধনং বিত্তং দারান্ ভার্য্যাং চোপার্জয়েৎ । প্রৌঢ়ে তৃতীয়ে বয়সি ধর্ম্ম্যাণি ধর্ম্মাদনপেতানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ । সুধীর্বিদ্বাংশ্চতুর্থে বয়সি প্রব্রজেৎ সংন্যসেৎ ॥ ১৬॥ ১৭ ॥

মাত্রাদীন্ পরিত্যজ্য প্রব্রজতো মনুষ্যস্য মহাপাতকং ভবেদিত্যাহ, মাতৄরিত্যাদিদ্বাভ্যাম্। বহুবচনস্য বহূপলক্ষকত্বাৎ পিতৄন্ পিত্রাদীনিত্যর্থঃ। স্বজনান্ স্নেনৈব ভর্ত্তব্যানাত্মীয়ান্ জনান্। বান্ধবান্ অসমর্থান্ ভ্রাত্রাদীন্ ॥ ১৮ ॥ ১৯॥২০॥

গৃহস্থ হইয়া থাকে ; পরে সংস্কার হইলে আশ্রমী হয় । মহেশ্বরি ! কলিযুগে প্রথমেই যথাবিধানে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিবে।[১৪] অনন্তর তত্ত্বজ্ঞান হইলে যখন হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মিবে, তখন সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে ।[১৫] বাল্যকালে বিদ্যোপার্জ্জন করিবে ; যৌবনাবস্থায় ধনোপার্জ্জন ও দারপরিগ্রহ করিবে ; প্রৌঢ় সময়ে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে।[১৬] বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা এবং শিশুতনয়, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবে না।[১৭] যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, শিশু পুত্র, ভার্য্যা এবং স্বজন

মাতৃহা পিতৃহা স স্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ।
অসন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যো গচ্ছেদ্ভিক্ষুকাশ্রমে॥ ১৯॥
ব্রাহ্মণো বিপ্রভিন্নশ্চ স্বস্ববর্ণোক্তসংক্রিয়াম্।
শৈবেন বর্ত্মনা কুর্য্যাদ্ এষ ধর্ম্মঃ কলৌ যুগে॥ ২০॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কো বা ধর্ম্মো গৃহস্থস্য ভিক্ষুকস্য চ কিং বিভো।
বিপ্রস্য বিপ্রভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ॥ ২১॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গার্হস্থ্যং প্রথমং ধর্ম্ম্যং সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাম্।
তদেব কথয়াম্যাদৌ শৃণু কৌলিনি তত্ত্বতঃ॥ ২২॥

ব্রাহ্মণাদীন্ পঞ্চবর্ণান্ তেষাং দ্বাবাশ্রমৌ সামান্যং ধর্ম্মঞ্চ শ্রুত্বেদানীন্তেষা-মশেষান্ বিশেষান্ ধর্ম্মান্ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, কো বা ইত্যাদি। কিং ধর্ম্মম্॥ ২১॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রেরিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, গার্হস্থ্যমিত্যাদি। হে কৌলিনি যতঃ সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাং মনুষ্যাণাং গার্হস্থ্যং কর্ম্ম [illegible]মং ধর্ম্ম্যং ভবত্যতস্তদেব ধর্ম্মমাদৌ কথয়ামি ত্বং তত্ত্বতঃ শৃণু ইত্যন্বয়ঃ॥ ২২॥

বা বন্ধুবান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে মহাপাতকী হইয়া থাকে।[১৮] যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা মাতা প্রভৃতিকে পরিতৃপ্ত না করিয়া ভিক্ষুকাশ্রমে গমন করে, তাহাকে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাদি জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই।[১৯] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য জাতি, ইহারা সকলে শৈবপথানুসারেই স্ব স্ব বর্ণবিহিত সংস্কারাদি অনুষ্ঠান করিবে। ইহাই কলিযুগের সনাতন ধর্ম্ম।[২০]

শ্রীদেবী কহিলেন। বিভো! গৃহস্থগণের ধর্ম্ম কি? ভিক্ষুকগণের ধর্ম্মই বা কিরূপ? ব্রাহ্মণগণ ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণসমূহের সংস্কার প্রভৃতিই বা কিরূপ? তৎসমুদায় আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।[২১]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। কৌলিনি! গার্হস্থ্য ধর্ম্মই মনুষ্যবর্গের প্রথম ধর্ম্ম

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥২৩॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ২৫ ॥
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৬ ॥
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্।
যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণান্তপঃ ॥২৭॥

গার্হস্থ্যং ধর্ম্মমেবাহ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ইত্যাদিভিঃ। ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য স ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ॥ ২৩ ॥

ন মিথ্যেত্যাদি। শাঠ্যম্ অনার্জবম্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

ত্বমাদ্যে ইত্যাদি। যস্মাৎ মাতুঃ পিতুশ্চ তোষণাৎ ॥ ২৭ ॥

(ও সকলের মূল) ব[illegible] কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বাগ্রে গার্হস্থ্যধর্ম্মের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২২]

গৃহস্থগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হইবে। তাহারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে তৎসমুদায়ই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে।[২৩] গৃহস্থগণ কাহারো নিকট মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করিবে না; সর্ব্বতোভাবে কপটতাচরণ পরিত্যাগ করিবে; এবং তাহারা দেবতা ও অতিথি পূজায় নিরত হইবে।[২৪] গৃহস্থগণ মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে নিরন্তর তাঁহাদের সেবায় যত্নবান্ হইবে।[২৫] শিবে! দেবি পার্ব্বতি! যে ব্যক্তি মাতাপিতার সন্তোষসাধন করে, তুমি তাহার প্রতি প্রীতা হইয়া থাক এবং পরমব্রহ্মও তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।[২৬] আদ্যে! তুমিই জগতের মাতা এবং পরাৎপর পরমব্রহ্মই জগতের পিতা। অতএব যে সকল গৃহস্থ ব্যক্তি পিতামাতার সন্তোষসাধন দ্বারা তোমাদের উভয়ের সন্তোষ সাধন করে, তাহাদিগের সেই তপস্যা হইতে

আসনং শনং বস্ত্রং পানম্ভোজনমেব চ।
তত্তৎসময়মাজ্ঞায়* মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ ॥ ২৮ ॥
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ ২৯ ॥
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ৩০ ॥
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥ ৩১ ॥
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

আসনমিত্যাদি। শয্যতেঽস্মিন্নিতি শয়নং শয্যাম্। পীয়তে যত্তৎ পানং পেয়ং জলাদিকমিত্যর্থঃ। ভোজনং ভোজ্যং বস্তু। তত্তৎ সময়ম্ আসনাদিসমর্পণসময়ম্। নিযোজয়েৎ সমর্পয়েৎ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

ঔদ্ধত্যমিত্যাদি। ঔদ্ধত্যম্ অবিনীতত্বম্। তর্জ্জনং ভৃত্যাদীনাং ভর্ৎসনম্ ॥ ৩০ ॥
মাতরমিত্যাদি। সসম্ভ্রমঃ সাদরঃ ॥ ৩১ ॥

বিদ্যাধনেত্যাদি। পিতৃহেলনং মাতাপিত্রোস্তিরস্কারম্ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

আর অন্য উৎকৃষ্টতর তপস্যা কি আছে ?[২৭] গৃহস্থ ব্যক্তি যথোপযুক্ত সময় বুঝিয়া মাতাপিতাকে আসন, শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্য বস্তু প্রভৃতি প্রদান করিতে থাকিবে।[২৮] কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদুল বাক্য শ্রবণ করাইবে, সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে এবং নিয়ত পিতামাতার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে।[২৯] যে ব্যক্তি আপনার হিতকামনা করে, সে কদাপি মাতাপিতার নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ বা পরিহাস করিবে না; তাঁহাদিগের সমীপে তর্জ্জন-গর্জ্জন বা কুবচন প্রয়োগও করিবে না;[৩০] মাতাপিতাকে দেখিলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিবে; পরে তাঁহাদের আজ্ঞা ব্যতিরেকে আসনে উপবিষ্ট হইবে না; এবং তাঁহাদিগের আদেশ পালনে সতত উন্মুখ হইয়া থাকিবে।[৩১] যে ব্যক্তি বিদ্যা বা ধনমদে মত্ত হইয়া মাতাপিতাকে অব-

---

* তত্তৎসময়মাদায় ইতি পাঠান্তরম্।

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥৩৩॥
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে সোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥৩৪॥
গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূন্ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫ ॥
জনন্যা বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ*।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ ॥৩৬॥
এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ ॥ ৩৭ ॥

বঞ্চয়িত্বা ইত্যাদি। গুরূন্ পিত্রাদীন্। লোকগর্হ্যঃ জননিন্দ্যঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥
জনন্যা ইত্যাদি। স্বজনৈঃ বন্ধুভিঃ ॥ ৩৬ ॥
এষামিত্যাদি। এষাং জনন্যাদীনাম্। প্রীণয়েৎ জনন্যাদীন্ তোষয়েৎ ॥৩৭॥

হেলা করে, সে সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে।[৩২] গৃহস্থগণ স্বীয় প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা অতিথি ও সহোদর ইহাদিগকে না দিয়া কদাপি স্বয়ং ভোজন করিবে না।[৩৩] যে ব্যক্তি মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি স্বজনগণকে না দিয়া স্বকীয় উদর পূরণার্থে ভোজন করে, সে ইহলোকে অতীব নিন্দিত হয় এবং পরলোকেও ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে।[৩৪] গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য এই যে, ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবে; স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের ভরণপোষণ করিবে। ইহাই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।[৩৫] জননী দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন হয়, জন্মদাতা জনক হইতে দেহের উৎপত্তি হয় এবং স্বজনগণ প্রীতিবশতঃ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে; সুতরাং যে ব্যক্তি ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করে, সে নরাধম (তাহাতে সন্দেহ নাই)।[৩৬] মহেশানি! গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনগণের নিমিত্ত শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও নিরন্তর শক্তি অনুসারে ইহাঁ-

---

* জনকেন প্রপোষিত ইতি পাঠান্তরম্।

স ধন্যঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ ॥ ৩৮॥
ন ভার্য্যান্তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা ।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥৩৯॥
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বান্ অন্যথা নারকী ভবেৎ ॥৪০॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া ।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ ॥৪১ ॥
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ ।
সততং তোষয়েৎ দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ ॥৪২॥

স ধন্য ইত্যাদি। ধন্যঃ সুকৃতী। কৃতী বিচক্ষণঃ। সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

স্থিতেম্বিত্যাদি। দুষ্টেন চেতসা বিকৃতেন মনসা ॥ ৪০ ॥

বিরলে ইত্যাদি। বিরলে নির্জ্জনস্থানে ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

দের সকলের সন্তোষ সাধন করিবে। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।[৩৭] যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, পৃথ্বীতলে সেই মহাপুরুষই ধন্য, সেই মহাপুরুষই কৃতী এবং সেই মহাপুরুষই পরমার্থ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।[৩৮] ভার্য্যা যদি পতিব্রতা ও সাধ্বী হয়, তাহা হইলে গৃহস্থ কদাপি তাহাকে প্রহার করিবে না, অধিকন্তু নিরন্তর মাতার ন্যায় পরিপালন করিবে এবং ঘোরকষ্টে পতিত হইলেও তাহাকে কথনই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।[৩৯]

জ্ঞানী ব্যক্তি, স্বীয় ভার্য্যা বর্ত্তমান থাকিতে কদাপি কুভাবে বা দূষিত হৃদয়ে পরস্ত্রী স্পর্শ করিবে না। ইহার অন্যথাচরণ করিলে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়।[৪০]

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরনারীর সহিত নির্জ্জনে শয়ন বা নির্জ্জনে বাস করিবে না; কোন স্ত্রীকে অযুক্ত কথা বলিবে না; এবং স্ত্রীলোকের উপরে শৌর্য্য প্রদর্শনও করিবে না।[৪১] ধন-দান, বসন-দান, প্রেম-প্রদর্শন, শ্রদ্ধা-প্রকাশ, অমৃততুল্য

উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৪৩ ॥
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সঃ ॥ ৪৪ ॥
চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ৪৫ ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েৎ গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ৪৭ ॥

উৎসবে ইত্যাদি। অন্যনিকেতনে পরগৃহে ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥
চতুরিত্যাদি। ততঃ চতুর্ভ্যো বর্ষেভ্য ঊর্দ্ধম্ ॥ ৪৫ ॥
বিংশতীত্যাদি। প্রেরয়েৎ প্রবর্ত্তয়েৎ। তান্ বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ ॥৪৬॥
কন্যেত্যাদি। এবং পুত্রবৎ ॥ ৪৭ ॥

মধুর বচন প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা নিরন্তর ভার্য্যার সন্তোষ সাধন করিবে; কদাপি কোন প্রকারে তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না।[৪২] সুবুদ্ধি ব্যক্তি উৎসবে, লোকযাত্রায়, তীর্থে এবং পরগৃহে, পুত্র অথবা আত্মীয় কাহাকেও সমভিব্যাহারে না দিয়া কদাপি একাকিনী পত্নীকে প্রেরণ করিবে না।[৪৩] মহেশানি! যে পুরুষের প্রতি পতিব্রতা ভার্য্যা পরিতুষ্টা থাকে, সে নিখিল ধর্ম্মকর্ম্মজনিত ফল লাভ করিয়া থাকে, এবং সে তোমার প্রীতিভাজন হয়।[৪৪] পিতা চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুত্রের লালনপালন করিবে, পরে ষোড়শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সদ্গুণাবলীর শিক্ষা প্রদান করিতে থাকিবে;[৪৫] অনন্তর বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহকার্য্যে নিয়োজিত রাখিবে; তৎপরে আত্মতুল্য জ্ঞান করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবে।[৪৬]

এইরূপে কন্যাকেও পালন করিবে এবং যত্ন পূর্ব্বক তাহার উপযুক্ত (২০৬)

---

(২০৬)—এস্থলে কন্যাকে অবশ্য পুত্রের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। কিঞ্চিৎ

এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বস্বভ্রাতৃসুতানপি * ।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্গৃহী ॥ ৪৮ ॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতান্ একগ্রামনিবাসিনঃ ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি ।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ ॥ ৫০ ॥

এবমিত্যাদি ॥ ৪৮ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ ভ্রাত্রাদীনাং পালনাত্তোষণাচ্চোর্দ্ধম্। উদাসীনান্ মিত্রামিত্রভিন্নান্ ॥ ৪৯ ॥

ধনে সত্যেবমকুর্ব্বতো গৃহস্থস্য পাতকাশ্রয়ত্বং লোকগর্হিতত্বঞ্চ স্যাদিত্যাহ, যদীত্যাদিনা ॥ ৫০ ॥

শিক্ষাপ্রদান করিবে। পরে ধনরত্নে বিভূষিতা করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে সম্প্রদান করিবে।[৪৭] গৃহস্থ ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতৃবর্গ, ভগিনীগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রবর্গ, জ্ঞাতিবর্গ, মিত্রগণ ও ভৃত্যবর্গের যথাযথরূপে ভরণপোষণ ও তাহাদিগের তুষ্টিবর্দ্ধন করিবেন (২০৭)।[৪৮] অনন্তর গৃহস্থ (সমর্থ হইলে) স্বধর্ম্ম-নিরত মানবগণ এক গ্রামবাসী জনগণ অভ্যাগত অতিথিগণ ও উদাসীনগণকেও যথাশক্তি প্রতিপালন করিবে।[৪৯] দেবি! গৃহস্থ বিভবসত্ত্বেও যদি এইরূপ আচরণ না করে, তাহা হইলে সে ঘোর পাপে লিপ্ত, লোকনিন্দিত ও পশুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়।[৫০]

---

* স্বস্বভ্রাতৃসুতানপি ইতি বা পাঠঃ।

বিদ্যা শিক্ষা আদরণীয় হইলেও মাত্র তাহাই কন্যার উপযুক্ত শিক্ষা নহে। কন্যাকে সংসার-ধর্ম্মে, পতি-ধর্ম্মে ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি স্ত্রীগুণে বিভূষিতা করাই কন্যার উপযুক্ত শিক্ষা। স্মৃতিতে আছে ;—অজ্ঞাত-পতিমর্য্যাদামজ্ঞাত-পতিসেবনাং। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং। যে কন্যা পতিমর্য্যাদা বা পতিসেবা জ্ঞাত হয় না, এবং যে কন্যা ধর্ম্মশাসন অবগত নহে, পিতা তাদৃশ কন্যার বিবাহ দিবেন না। বস্তুতঃ ঈদৃশ কন্যার বিবাহ দিলে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের এই আদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কন্যাকে শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য।

(২০৭)—পুত্র-কন্যার ন্যায় ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতিকেও ৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত লালন পালন,

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ ৫১ ॥
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দ্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫২ ॥
শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।
জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥ ৫৩ ॥
সৌহার্দ্দ্যং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ ॥ ৫৪ ॥

নিদ্রেত্যাদি। আসক্তিম্ আসঙ্গম্। অতিরিক্তম্ অধিকম্ ॥ ৫১ ॥
যুক্তেত্যাদি। যুক্তাহারঃ পরিমিতভোজনঃ। স্বচ্ছঃ কপটতাদিশূন্যঃ। শুচিঃ বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ। দক্ষঃ নিরালস্যঃ। যুক্তঃ উদ্যোগবান্ ॥ ৫২ ॥
শূর ইত্যাদি। শূরঃ বিক্রান্তঃ। নাবমন্যেত ন অনাদ্রিয়েত ॥ ৫৩ ॥
সৌহার্দ্দমিত্যাদি। তর্কৈঃ পর্য্যালোচনৈঃ ॥ ৫৪ ॥

গৃহস্থগণ নিদ্রা, আলস্য, দেহযত্ন, কেশবিন্যাস, অসন ও বসনে আসক্তি, এতৎসমুদায় অপরিমিতরূপে করিবে না।[৫১] তাহারা পরিমিত ভোজন ও পরিমিত নিদ্রা সেবন করিবে; পরিমিতভাষী ও পরিমিত-মৈথুন হইয়া থাকিবে; কপটতা পরিহার করিবে; এবং সতত নির্ম্মল অন্তঃকরণ, বিশুদ্ধাচার, নম্র, কার্য্যকুশল এবং সর্ব্বকর্ম্মে নিরালস্য ও উদ্‌যোগশীল হইয়া কালাতিপাত করিবে।[৫২] তাহারা শত্রুর নিকট শূরত্ব এবং বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনসমীপে বিনয় প্রদর্শন করিবে; নিন্দিত-জনগণকে আদর করিবে না; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সম্মান রক্ষা করিবে;[৫৩] সহবাস ও সবিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা লোকের স্বভাব, সৌহার্দ্দ, ব্যবহার, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ

---

[১১] বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সদ্‌গুণ-শিক্ষা, এবং ২০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগকে আপনার সমান জ্ঞান করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবে।

ত্রসেদ্দ্বেষ্টুরপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্ ।
প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্ নৈব ধর্ম্মং বিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে ।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ ।
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ ॥ ৫৮ ॥
অবস্থানুগতাচেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৫৯ ॥

ত্রসেদিত্যাদি। ত্রসেৎ বিভীয়াৎ। দ্বেষ্টুঃ শত্রোঃ। ক্ষুদ্রাৎ লঘোঃ। আত্মভাবান্ স্বপ্রভাবান্ আত্মনঃ কোশদণ্ডজাতানি তেজাংসি। স প্রতাপঃ প্রভাবশ্চ যত্তেজঃ কোশদণ্ডজমিত্যমরঃ ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

বিদ্যেত্যাদি। যতমানঃ যত্নং কুর্ব্বাণঃ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

তাহাদের প্রতি বিশ্বাস করিবে।[৫৪] বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, শত্রু লঘু হইলেও তাহাকে ভয় করিবে, এবং সময় বুঝিয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে; পরন্তু কোনক্রমে ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিবে না।[৫৫] ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পরের উপকার করিবার নিমিত্ত যাহা করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবে না; স্বীয় যশ ও পৌরুষের পরিচয় প্রদানও করিবে না; এবং পরের কথিত গুপ্ত কথাও কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না।[৫৬] যশস্বী ব্যক্তি নিশ্চয় জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও কদাপি লোক-গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গুরু বা লঘু ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিবে না;[৫৭] বিদ্যা, ধন, যশ ও ধর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক উপার্জ্জন করিবে, এবং ব্যসন কুসংসর্গ, মিথ্যা পরদ্রোহ প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।[৫৮] চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত; অতএব অবস্থা ও সময় অনুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।[৫৯]

যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
মিতবাক্মিতহাসঃ স্যাৎ মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ ॥ ৬০ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্ত্যঃ স্যাদ্দৃঢ়ব্রতঃ।
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥ ৬১ ॥
সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষন্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬২ ॥
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৩ ॥
সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্ অনুরক্তাঃ সুহৃদ্গণাঃ।
গায়ন্তি যদ্যশো লোকা-স্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৪ ॥

যোগেত্যাদি। যোগক্ষেমরতঃ যোগোঽপ্রাপ্তস্বীকারঃ প্রাপ্তস্য পারপালনং ক্ষেমঃ তয়োরনুরক্তঃ ॥ ৬০ ॥

জিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি। সুচিন্ত্যঃ সুষ্ঠু চিন্ত্যং স্মরণীয়ং শাস্ত্রাদি যস্য সঃ মাত্রা-

---

গৃহীরা যোগক্ষেমে নিরত থাকিবে (২০৮); দক্ষ ও ধার্ম্মিক হইবে; বন্ধুগণের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিবে; (সর্ব্বজন সমক্ষে) বিশেষতঃ মাননীয় জনসমূহের নিকট পরিমিতভাষী হইবে; তাহাদের নিকট অপরিমিত হাস্য করিবে না।[৬০] গৃহস্থগণ জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নচিত্ত, দৃঢ়ব্রত, অপ্রমত্ত ও দূরদর্শী হইবে; অসৎ বিষয় চিন্তা না করিয়া কেবল সৎবিষয়েরই আলোচনা করিবে; ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু সমুদায় পর্য্যালোচনা না করিয়া ভোগ করিবে না।[৬১] ধীর ব্যক্তি সতত সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিবে এবং কদাপি আত্মশ্লাঘা ও পরনিন্দা করিবে না।[৬২]

যে ব্যক্তি পথিমধ্যে জলাশয় খনন, বৃক্ষরোপণ, বিশ্রামগৃহ নির্ম্মাণ ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিতে পারে।[৬৩] মাতাপিতা যাহার প্রতি সন্তুষ্ট, সুহৃদ্গণ যাহাতে অনুরক্ত, মানবগণ

---

(২০৮)—অপ্রাপ্ত বিষয়ের উপার্জ্জনকে যোগ বলে। প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকে ক্ষেম বলা যায়। গৃহস্থের কর্ত্তব্য এই যে, অনুপার্জ্জিত বিষয় উপার্জ্জন করিবে এবং উপার্জ্জিত বিষয় রক্ষা করিবে।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৫ ।
বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু ।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো য-স্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৬ ॥
ন বিভেতি রণাদ্‌যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৭ ॥
অসংশয়াত্মা সুশ্রদ্ধঃ শাম্ভবাচারতৎপরঃ ।
মচ্ছাশনে স্থিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৮ ॥
জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা ।
ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৯ ॥

স্পর্শান্ মীয়ন্তে বিষয়া এতাভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। তাসাং স্পর্শান্ বিষয়েষু সম্বন্ধান্ ॥৬১॥ ॥৬২॥ ॥৬৩॥ ॥৬৪॥ ॥৬৫॥

বিরক্ত ইত্যাদি। নিস্পৃহঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ ॥৬৬॥ ॥৬৭॥ ॥৬৮॥

জ্ঞানিনেত্যাদি। সর্ব্বত্র শত্রুমিত্রাদৌ ॥৬৯॥ ॥৭০॥

যাহার যশোগান করিয়া থাকে. সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করে।[৬৪] সত্যই যাহার সনাতন ব্রত, যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে দীন দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে।[৬৫] যে ব্যক্তি পরনারীতে বিরত ও পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যে ব্যক্তি দম্ভ ও মাৎসর্য্য বিহীন, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে।[৬৬] যে ব্যক্তি রণে ভীত হয় না, সমরেও পরাঙ্মুখ হয় না, অথবা যে ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিতে পারে।[৬৭] যাহার আত্মা সন্দিগ্ধ নহে, অথচ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও শৈবাচারে নিরত থাকিয়া মদীয় শাসনের বশবর্ত্তী হয়, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করে।[৬৮] যে তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি, কি শত্রু কি মিত্র সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া কেবল লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিতে পারে।[৬৯]

শৌচন্ত দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যান্তরভেদতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতম্ ॥ ৭০ ॥
অদ্ভির্ব্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্।
দেহশুদ্ধির্ভবেদ্‌যেন বহিঃশৌচং তদুচ্যতে ॥ ৭১ ॥
গঙ্গা নদ্যো হ্রদা বাপ্য-স্তথা কূপাশ্চ ক্ষুল্লকাঃ।
সর্ব্বং পবিত্রজননং স্বর্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে ॥ ৭২ ॥
ভস্মাত্র যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃৎস্না তু মলবর্জ্জিতা।
বাসোঽজিনতৃণাদীনি মৃদ্বজ্জানীহি সুব্রতে ॥ ৭৩ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে।
মনঃপূতং ভবেদ্‌যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ ॥ ৭৪ ॥

অদ্ভিরিত্যাদি। অদ্ভির্জলৈর্বা ভস্মনা বা যেন দেহশুদ্ধির্ভবেত্তেন মৃত্তিকাবস্ত্র-চর্ম্মাদিরূপবস্তুনা বাপি মলানামপকর্ষণং দূরীকরণং যত্তৎ বহিঃশৌচমুচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭১ ॥

গঙ্গেত্যাদি। ক্ষুল্লকাঃ স্বল্পজলাশয়াঃ। স্বল্পেঽপি ক্ষুল্লকস্ত্রিষ্বিত্যমরঃ। সর্ব্বং গঙ্গাজলাদি ॥ ৭২ ॥

ভস্মেত্যাদি। অত্র বহিঃশৌচবিধৌ। হে সুব্রতে বাসোঽজিনতৃণাদীন্যপি

দেবি! বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করাকে আন্তরিক শৌচ বলিয়া থাকে।[৭০] আর জল দ্বারা বা ভস্ম দ্বারা মলাপনয়ন পূর্ব্বক যে দেহশুদ্ধি করা হয়, তাহাকে বহিঃশৌচ বলা যায় (২০৯)।[৭১]

প্রিয়ে! গঙ্গা, নদী, হ্রদ, বাপী, কূপ, সরোবর এবং স্বর্ণদী, এই সমুদায়ই পবিত্রতা-জনক, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যাহাতেই হউক, যথাবিধি স্নান করিলে শরীর পবিত্র হয়।[৭২] সুব্রতে! (বাহ্য শৌচের অন্তর্গত আগ্নেয় বা ভস্মস্নান বিষয়ে) যাজ্ঞিক ভস্ম দ্বারা মল অপনয়নই প্রশস্ত। নির্ম্মল মৃত্তিকা দ্বারাও ঐরূপ মলাপকর্ষক স্নান হইতে পারে। বস্ত্র অজিন তৃণ প্রভৃতিও মৃত্তিকা সদৃশ পাবন।[৭৩] শিবে! এই শৌচ ও অশৌচ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব,

(২০৯) তন্ত্রান্তরে ষড়্‌বিধ স্নানের বিধান আছে। যথা ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য,

নিদ্রান্তে মৈথুনস্যান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ।
ভোজনান্তে মলে স্পৃষ্টে বহিঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥
সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ।
উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্য্যাৎ যথাবিধি ॥ ৭৬ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং * প্রিয়ে।
জ্ঞানাদ্ ব্রহ্মেতি তদ্বাচ্যং সন্ধ্যা ভবতি বৈদিকী ॥ ৭৭ ॥
অন্যেষাং বৈদিকী সন্ধ্যা সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকম্।
অর্ঘ্যদানং দিনেশায় গায়ত্রীজপনন্তথা ॥ ৭৮ ॥

মৃদ্বন্মৃত্তিকাবন্মলবর্জিতান্যেব শ্রেষ্ঠানি জানীহি ॥ ৭৩ ॥ ॥৭৪॥ ॥৭৫॥ ॥৭৬

উপাসনাভেদদর্শনপূর্ব্বকং সন্ধ্যাভেদন্দর্শয়তি দ্বাভ্যাং, ব্রহ্মেত্যাদি। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্র্যা জপনাৎ তদ্বাচ্যং গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম ভবতীতি জ্ঞানাচ্চ বৈদিকী সন্ধ্যা ভবতি ॥ ৭৭ ॥

অন্যেষামিত্যাদি। অন্যেষাং ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকভিন্নানান্তু সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকং দিনেশায় সূর্য্যায়ার্ঘ্যদানং তথা গায়ত্রীজপনং বৈদিকী সন্ধ্যা ভবতি ॥ ৭৮ ॥

যাহাতে মনঃপূত হয়, অর্থাৎ যাহাতে পবিত্র হইলাম বলিয়া বোধ হয়, গৃহস্থগণ সেইরূপই আচরণ করিবে।[৭৪] পরন্তু নিদ্রার পর, স্ত্রীসম্ভোগের পর, মলমূত্র পরিত্যাগের পর, ভোজনের পর, অথবা মলস্পর্শ হইলে, তৎপরে উক্ত প্রকার বহিঃশৌচ সম্পাদন শাস্ত্রবিহিত হইতেছে।[৭৫]

বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ক্রমশঃ ত্রিকালে সম্পাদন করিবে এবং উপাসনা-ভেদে যথাবিধানে পূজাও করিবে।[৭৬] প্রিয়ে! যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক, তাঁহারা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান করিয়া গায়ত্রী জপ করিলেই তাঁহাদের বৈদিক সন্ধ্যা সম্পন্ন হইবে।[৭৭] পরন্তু যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক নহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সন্ধ্যোপাসনার সময় সূর্য্যোপাসনা, সূর্য্যার্ঘ্য দান ও (সূর্য্যের

---

* গায়ত্রীজপনাৎ ইতি, গায়ত্রীজপতাম্ ইতি চ পাঠান্তরম্।

বারুণ ও যৌগিক। শেষোক্ত যৌগিক স্নানই আভ্যন্তর স্নান। এই আভ্যন্তর স্নানও বহু প্রকার। এতৎ সমস্তের বিধান অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতং বা দশধাপি বা।
জপানাং নিয়মো ভদ্রে সর্ব্বত্রাহ্নিককর্ম্মণি ॥ ৭৯ ॥
শূদ্রসামান্যজাতীনাম্ অধিকারোঽস্তি কেবলম্।
আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্ব্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥ ৮০ ॥
প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ঃ কালো মধ্যাহ্নস্তদনন্তরম্।
সায়ং সূর্য্যাস্তসময়ঃ ত্রিকালানাময়ং ক্রমঃ ॥ ৮১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিপ্রাদিসর্ব্ববর্ণানাং বিহিতা তান্ত্রিকী ক্রিয়া।
ত্বয়ৈব কথিতা নাথ সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৮২ ॥

অথাহ্নিককর্ম্মণি মন্ত্রজপানাং নিয়মমাহ, অষ্টোত্তরমিত্যাদিনা। শতমপি অষ্টোত্তরমেব। সর্ব্বত্র বৈদিকে তান্ত্রিকে চ॥ ৭৯ ॥

শূদ্রেত্যাদি। ততঃ আগমোক্তবিধিতঃ ॥ ৮০ ॥

অথ সন্ধ্যাবিধ্যপেক্ষিতত্রিকালক্রমমাহ, প্রাতরিত্যাদিনা। সূর্য্যস্যোদয়ো যত্র স সূর্য্যোদয়ঃ কালঃ ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বং শ্রীসদাশিবেন সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদিবর্ণানাং প্রবলে কলৌ যুগে তান্ত্রিক এব কর্ম্মণ্যধিকারোঽস্তীত্যুক্তম্। সম্প্রতি তু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং বৈদিক্যামপি সন্ধ্যায়ামধিকারোঽস্তীত্যুচ্যতে এতদযুক্তং মন্বানা শ্রীদেব্যুবাচ, বিপ্রাদীত্যাদি ॥ ৮২ ॥

উদ্দেশে) গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।[৭৮] ভদ্রে! আহ্নিককার্য্য করিবার সময় সকল স্থলেই অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত অথবা দশবার গায়ত্রীজপ বা মন্ত্রজপ করিবার নিয়ম আছে।[৭৯]

দেবি! শূদ্রজাতির ও সাধারণ জাতির কেবল আগমোক্ত বিধানেই অধিকার আছে। তাহাতেই তাহাদের সমুদায় সিদ্ধি হইয়া থাকে।[৮০] (ত্রিকালীন সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবার নিমিত্ত) সূর্য্যোদয়ের সময় প্রাতঃকাল, তৎপরে মধ্যাহ্নকাল এবং সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে সায়ংকাল, এইরূপ ত্রিকালের ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে।[৮১]

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! আপনিই পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, যখন কলি

তদিদানীং কথং দেব বিপ্রান্ বৈদিককর্ম্মণি।
নিযোজয়সি তৎ সর্ব্বং বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৮৩ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সত্যং ব্রবীষি তত্ত্বজ্ঞে সর্ব্বেষাং তান্ত্রিকী ক্রিয়া।
লোকানাং ভোগমোক্ষায় সর্ব্বকর্ম্মসু সিদ্ধিদা ॥ ৮৪ ॥
ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি ॥ ৮৫ ॥
অতোঽত্র * কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ।
গায়ত্র্যামধিকারোঽস্তি নান্যমন্ত্রেষু কর্হিচিৎ ॥ ৮৬ ॥

তদিত্যাদি। নিযোজয়সি প্রবর্ত্তয়সি ॥ ৮৩ ॥
অত্রোত্তরং শ্রীসদাশিব উবাচ, সত্যমিত্যাদিভিঃ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

প্রবল হইবে, তখন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণেরই একমাত্র তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিহিত হইবে।[৮২] দেবদেব! (এরূপ অবস্থায়) কি জন্য ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন! ইহার বিবরণ আপনি বিশেষরূপে বর্ণন করুন।[৮৩]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। তত্ত্বজ্ঞে! তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। কলিযুগে সকল মনুষ্যের পক্ষেই একমাত্র তান্ত্রিক-ক্রিয়ানুষ্ঠানই প্রশস্ত। এই তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ভোগ প্রদান করে, মোক্ষ প্রদান করে এবং সমুদায় বিষয়েই সিদ্ধি দান করিয়া থাকে।[৮৪] পরন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসাবিত্রীকে যেমন বৈদিকী বলা যায়, সেইরূপ তান্ত্রিকীও বলা যাইতে পারে। ঐ গায়ত্রী উভয় পক্ষেই প্রশস্ত।[৮৫] দেবী! এই নিমিত্ত আমি এতৎ-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, কলি প্রবল হইলে দ্বিজগণের কেবল বৈদিক গায়ত্রীতে অধিকার আছে, অন্য কোন বৈদিক মন্ত্রে এরূপ অধিকার নাই (২১০)।[৮৬]

---

* ততোঽত্র ইতি বা পাঠঃ।

(২১০)—বৈদিক গায়ত্রী এবং হংসবতী ঋক্ প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্র যদিও বেদোক্ত

তারাদ্যা কমলাদ্যা চ বাগ্‌ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥ ৮৭ ॥
দ্বিজাদীনাং প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি।
সন্ধ্যেয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেবাহ্নিককর্ম্মণাম্ ॥ ৮৮ ॥
অন্যথা শাম্ভবৈর্ম্মার্গৈঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥
কালাত্যয়েঽপি সন্ধ্যেয়ং কর্ত্তব্যা দেববন্দিতে।
ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ম চোচ্চার্য্য মোক্ষেপ্সুভিরনাতুরৈঃ * ॥ ৯০ ॥

তারাদ্যেত্যাদি। কলৌ যুগে যথাক্রমাৎ ক্রমেণৈবব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশান্তা-রাদ্যা প্রণবাদ্যা কমলাদ্যা শ্রীঁবীজাদ্যা বাগ্‌ভবাদ্যা ঐঁবীজাদ্যা সাবিত্রী গায়ত্রী কথিতা ॥ ৮৭ ।

দ্বিজাদীনামিত্যাদি। হে পরমেশ্বরি দ্বিজাদীনাং ব্রাহ্মণাদীনাং শূদ্রেভ্যঃ প্রভেদার্থন্তান্ত্রিকাণামাহ্নিককর্ম্মণাং প্রাগেবেয়ং বৈদিকী সন্ধ্যা করণীয়া প্রোক্তা ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥

কালেত্যাদি। হে দেববন্দিতে কালাত্যয়েঽপি সন্ধ্যাবিধানকালব্যপগমেঽপি

কলিযুগে ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রীর অগ্রে ওঁ, ক্ষত্রিয়গণের গায়ত্রীর প্রথমে শ্রীঁ, এবং বৈশ্যদিগের গায়ত্রীর পূর্ব্বে ঐঁ সন্নিবেশিত করিতে হইবে।৮৭ পরমেশ্বরি! শূদ্রজাতি হইতে দ্বিজগণকে পৃথক্ রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের আহ্নিক করিবার প্রাক্‌কালে বৈদিক সন্ধ্যার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৮৮ ফলতঃ এই বৈদিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান না করিলেও একমাত্র শম্ভু-প্রদর্শিত পথ দ্বারাই (দ্বিজ-গণের কেবলমাত্র বৈদিক গায়ত্রী জপের পর তন্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই) সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। ইহা সত্য সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, সর্ব্বতো-ভাবে সত্য, সন্দেহ নাই।৮৯

সুরবন্দিতে! যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা সন্ধ্যার কাল অতীত

---

* মোক্ষেচ্ছুভিরনাতুরৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

থাপি তন্ত্রে ধৃত হইয়াছে; এই নিমিত্ত তৎসমুদায় তন্ত্রোক্ত বলিয়া পরিগণিত। শিবের মুখ হইতে পুনরায় তাহা বিনির্গত হওয়াতে তন্ত্রোক্ত অপরাপর মন্ত্রের ন্যায় যথাযথ ফলপ্রদ হইবে।

আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনম্ ।
গৃহ্যকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে ॥ ৯১ ॥
সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা ।
গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যাৎ নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ ॥ ৯২ ॥
পুণ্যতীর্থে * পুণ্যতিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
জপং দানং প্রকুর্ব্বাণঃ শ্রেয়সাং নিলয়ো ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥
কলাবন্নগতপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্যতে ।
উপবাসপ্রতিনিধৌ একং দানং বিধীয়তে ॥ ৯৪ ॥
কলৌ দানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ ।
তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্রঃ সৎক্রিয়ান্বিতঃ ॥ ৯৫ ॥

অনাতুরৈর্জ্বরাদিনিমিত্তকেনাপটুত্বেন শূন্যৈর্মোক্ষেচ্ছুভির্মোক্ষাকাঙ্ক্ষিভির্জনৈঃ ওঁ তৎসদ্‌ব্রহ্মেতি সমুচ্চার্য্যেয়ং বৈদিকী তান্ত্রিকী চ সন্ধ্যা কর্ত্তব্যা ॥ ৯০ ॥

আসনমিত্যাদি । গৃহ্যকং বস্তুজাতং গৃহসম্বন্ধি সর্ব্বং বস্তু ॥ ৯১ ॥

সমাপ্যেত্যাদি । স্বাধ্যায়ঃ বেদাধ্যয়নম্ ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥

হইলেও 'ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ম' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন, পরন্তু আতুরে কোন নিয়ম নাই।[৯০] আসন, বসন, পান ভোজনাদির পাত্র; শয্যা, যান, গৃহ, গৃহসামগ্রী সকল, এই সমুদায় যত সুপরিষ্কৃত হইবে, ততই প্রশস্ত।[৯১] গৃহস্থ আহ্নিককার্য্য সমাপন করিয়া অধ্যয়ন বা গৃহকর্ম্ম করিবে, ক্ষণমাত্রও নিরুদ্যম হইয়া থাকিবে না।[৯২]

পুণ্যতীর্থে, পুণ্যতিথিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণকালে জপ ও দান করিলে গৃহস্থ শ্রেয়োভাজন হইবে।[৯৩] কলিকালের মানবগণের অন্নগত প্রাণ, সুতরাং এ যুগে উপবাস প্রশস্ত নহে। কলিযুগে একমাত্র দানই উপবাসের প্রতিনিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে (২১১)।[৯৪] মহেশ্বরি! কলিযুগে একমাত্র দানই সমুদায় সিদ্ধির কারণ এবং একমাত্র সৎক্রিয়ান্বিত দীন দরিদ্র ব্যক্তিকেই এই দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবে।[৯৫]

---

* পুণ্যক্ষেত্রে ইত্যপি পাঠঃ ।

(২১১)—উপবাস প্রশস্ত নহে, একথা দ্বারা উপবাস নিষিদ্ধ হইতেছে না। কিন্তু

মাসবৎসরপক্ষাণাম্ আরম্ভদিনমম্বিকে।
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী শুক্লা তথৈবৈকাদশী কুহূঃ॥ ৯৬॥
নিজজন্মদিনঞ্চৈব পিত্রোর্ম্মরণবাসরঃ।
বৈধোৎসবদিনঞ্চৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৯৭॥
গঙ্গানদী মহানদ্যো গুরোঃ সদনমেব চ।
প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৯৮॥
ত্যক্ত্বা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রততাং নৃণাম্॥ ৯৯॥
ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা॥ ১০০॥

অথ জপদানবিধাবপেক্ষিতং পুণ্যকালং পুণ্যতীর্থঞ্চ ক্রমত আহ, মাসেত্যাদিভিঃ। কুহূঃ নষ্টচন্দ্রকলা অমাবস্যা॥ ৯৬॥ ৯৭॥ ৯৮॥ ৯৯॥

অথ স্ত্রীধর্ম্মানাহ, ন তীর্থেত্যাদিভিঃ সপ্তভিঃ॥ ১০০॥

অম্বিকে! মাসের আরম্ভ দিন, বৎসরের আরম্ভ দিন, পক্ষের আরম্ভ দিন, শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও একাদশী, অমাবস্যা,[৯৬] আপনার জন্মদিন, পিতামাতার মরণদিন এবং বিধিবিহিত উৎসবদিন, এই সমুদায় দিন পুণ্যকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।[৯৭] গঙ্গানদী, মহানদী, গুরুগৃহ এবং প্রসিদ্ধ দেবতাক্ষেত্র, এতৎসমুদায় পুণ্যতীর্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[৯৮] অধ্যয়ন, মাতাপিতার শুশ্রূষা, পত্নীরক্ষা, এ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যিনি তীর্থে গমন করেন, তাঁহার পক্ষে তীর্থ নরকের কারণ হয়।[৯৯]

নারীদিগের পক্ষে ভর্ত্তৃশুশ্রূষা পরিহার পুরঃসর তীর্থযাত্রার বিধান নাই, উপবাসাদি ক্রিয়ার বিধান নাই, ব্রতানুষ্ঠানেরও বিধান নাই (২১২)।[১০০] রমণী-

---

উপবাসে যাঁহার কষ্ট না হইবে, তিনি মহাষ্টমী শিবরাত্রি প্রভৃতিতে উপবাস করিতে পারিবেন। পরন্তু উপবাসে যাঁহার ক্লেশ হইবে, তিনি তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ দান মাত্র করিবেন।

(২১২) এক্ষণে অনেকেই স্বামীর সামর্থ্যাসামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেই ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হন। এরূপ স্থলে স্বামীর শুশ্রূষার পরিবর্ত্তে ভর্ত্তৃ-নিগ্রহই হইয়া

ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপো দানং ব্রতং গুরুঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ ॥ ১০১ ॥
পত্যুঃ প্রিয়ং সদা কুর্য্যাৎ বচসা পরিচর্য্যয়া ।
তদাজ্ঞানুচরী ভূত্বা তোষয়েৎ পতিবান্ধবান্ ॥ ১০২ ॥
নেক্ষেৎ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেদ্ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা ॥ ১০৩ ॥
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ ।
যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ ॥ ১০৪ ॥

ভর্ত্তেত্যাদি । সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রযত্নেন ॥ ১০১ ॥
পত্যুরিত্যাদি । পরিচর্য্যয়া সেবয়া ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ ॥

গণের পক্ষে স্বামীই তীর্থ, স্বামীই তপস্যা, স্বামীই দান, স্বামীই ব্রত ও স্বামীই গুরু। অতএব রমণীগণের কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বতোভাবে স্বামীর সেবা করে।[১০১] নারীদিগের কর্ত্তব্য এই যে, বাক্য দ্বারা ও পরিচর্য্যা দ্বারা সর্ব্বদা স্বামীর প্রিয়কার্য্য করিবে এবং সর্ব্বদা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া পতিকে এবং পতির বন্ধু-বান্ধবগণকে পরিতুষ্ট রাখিবে।[১০২] পতিব্রতা পত্নীর কর্ত্তব্য এই যে, পতিকে ক্রূরদৃষ্টিতে অবলোকন করিবে না, দুর্ব্বাক্যও শুনাইবে না এবং মনোদ্বারাও স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করিবে না।[১০৩] যে রমণী কায়মনোবাক্যে প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা ভর্ত্তাকে পরিতুষ্ট করে, সে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে।[১০৪]

থাকে। পুরাণে একস্থলে আছে,—পূর্ব্বে দেবগণ অসুরগণকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া মহাচিন্তান্বিত হইলেন। কিসে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, অসুরগণের পত্নীগণ পতিশুশ্রূষণ-পরায়ণা পতিব্রতা। তাহাদের পাতিব্রত্যই অসুরদিগের অজেয় হইবার একমাত্র কারণ! এই নিমিত্ত অসুরদিগের পত্নীগণের স্বামীর প্রতি আনুরক্তির অন্যথাচরণ মানসে নারদকে অসুরপত্নীগণের নিকট পাঠাইলেন। নারদ সে স্থানে তাহাদিগের নিকট নানাপ্রকার ব্রতানুষ্ঠানের বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। উত্তরকালে নানারূপ সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইলেন। যাহারা পতিদেবতা, পতিশুশ্রূষা যাহাদের একমাত্র ধর্ম্মকর্ম্ম, তাহারা

নান্যবক্ত্রং নিরীক্ষেত নান্যৈঃ সম্ভাষণঞ্চরেৎ।
ন চাঙ্গং দর্শয়েদন্যান্ ভর্তুরাজ্ঞানুসারিণী ॥১০৫॥
তিষ্ঠেৎ পিত্রোর্বশে বাল্যে ভর্তুঃ সম্প্রাপ্তযৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ ক্বচিৎ ॥ ১০৬ ॥
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাম্ অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালাম্ অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্ ॥ ১০৭ ॥
নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াৎ নরাকৃতিপশূংস্তথা।
বহূপকারকান্ গাশ্চ মাংসাদান্ রসবর্জ্জিতান্ ॥ ১০৮ ॥

তিষ্ঠেদিত্যাদি। স্বতন্ত্রা স্বাধীনা ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥

নরমাংসমিত্যাদি। বহূপকারকানিতি গোবিশেষণেন তদ্ভোজননিষেধে

স্ত্রীগণ অন্য পুরুষের মুখ নিরীক্ষণ করিবে না, অন্যের সহিত সম্ভাষণও করিবে না, যাহাতে অন্য পুরুষ শরীর দেখিতে না পায়, এরূপ সতর্কভাবে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিবে, এবং সর্ব্বদা ভর্ত্তার আজ্ঞানুসারিণী হইয়া অবস্থান করিবে।১০৫ স্ত্রীজাতি বাল্যকালে পিতার অধীনতায়, যৌবনকালে ভর্ত্তার অধীনতায়, এবং বার্দ্ধক্যাবস্থায় পতিবান্ধবগণের অধীনতায় থাকিবে, কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারিবে না।১০৬ যে নারী পতি-মর্য্যাদা জানিতে পারে নাই, যে নারী পতিসেবা করিবার উপযুক্ত হয় নাই, যে নারী ধর্ম্মের শাসন অবগত হয় নাই, পিতা তাদৃশ বালিকা কন্যার বিবাহ দিবেন না।১০৭

শিবে! নরমাংস, নরাকৃতি পশুর মাংস, বহূপকারক গো সমুদায়ের মাংস, (গৃধ্র, কাক, সিংহ, ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি) মাংসভোজী জন্তুদিগের মাংস এবং নীরস অর্থাৎ বিস্বাদ মাংস মানবগণ কখনই ভোজন করিবে না।১০৮ তাহারা

এক্ষণে ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হইল; পতিশুশ্রূষায় শৈথিল্য জন্মিল; দেবতাদিগেরও মনস্কামনা পূর্ণ হইল। অনন্তর অজেয় অসুরগণ দেবতাদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ।
ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে ॥ ১০৯॥
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমম্ ।
অশক্তৌ ক্ষত্রিয়বিশাং বৃত্তৈর্নির্ব্বাহমাচরেৎ ॥ ১১০ ॥
রাজন্যানাঞ্চ সদ্‌বৃত্তং সংগ্রামো ভূমিশাসনম্ ।
অত্রাশক্তৌ বণিগ্‌বৃত্তং শূদ্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ ॥ ১১১ ॥
বাণিজ্যাশক্তবৈশ্যানাং শূদ্রবৃত্তমদূষণম্ ।
শূদ্রাণাং পরমেশানি সেবাবৃত্তিং বিধীয়তে ॥ ১১২ ॥

হেতুর্দর্শিতঃ। মাংসাদান্ মাংসভক্ষকান্ গৃধ্রাদীন্। রসবর্জিতান্ আস্বাদশূন্যান্ ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥

অথ ব্রাহ্মণবৃত্তমাহ, অধ্যাপনমিত্যাদি ॥ ১১০ ॥

অথ ক্ষত্রিয়বৃত্তমাহ, রাজন্যানামিত্যাদ্যেকেন। অত্র সংগ্রামভূমিশাসনরূপে সদ্‌বৃত্তে ॥ ১১১ ॥

অথ বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ বৃত্তমাহ, বাণিজ্যেত্যাদিনৈকেন। বৈশ্যানামপি বাণিজ্যমুত্তমং বৃত্তম্ ॥ ১১২ ॥

ভূমিজাত গ্রাম্য ও বন্য নানাবিধ ফল মূল স্বেচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিতে পারিবে।[১০৯]

অধ্যাপন এবং যাজন, এই দুইটি বৃত্তিই ব্রাহ্মণের পক্ষে উত্তম প্রশস্ত। ইহা দ্বারা যদি জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে; (পরন্তু শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের পক্ষে কোনক্রমেই বিধেয় নহে)।[১১০] সংগ্রাম ও রাজ্যশাসনই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান বৃত্তি। যদি এই বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পরন্তু যদি বৈশ্যবৃত্তি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে অগত্যা শূদ্রবৃত্তিও অবলম্বন করিতে পারিবে।[১১১] যে সমুদায় বৈশ্য, বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ, তাহারা শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবে। তাহাতে তাহাদের কোন দোষ নাই। পরমেশ্বরি! শূদ্রদিগের পক্ষে সেবা দ্বারা জীবিকা

সামান্যানান্ত বর্ণানাং বিপ্রবৃত্তান্যবৃত্তিষু।
অধিকারোঽস্তি দেবেশি দেহযাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১১৩ ॥
অদ্বেষ্টা নির্ম্মমঃ শান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ম্মৎসরো নিষ্কপটঃ স্ববৃত্তৌ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥
অধ্যাপয়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা শিষ্যান্ সন্মার্গবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলোকহিতৈষী স্যাৎ পক্ষপাতবিনির্ম্মুখঃ ॥ ১১৫ ॥
মিথ্যালাপমসূয়াঞ্চ ব্যসনাপ্রিয়ভাষণম্।
নীচৈঃ প্রসক্তিং দম্ভঞ্চ সর্ব্বথা ব্রাহ্মণস্ত্যজেৎ ॥ ১১৬ ॥

অথ বর্ণসঙ্করাণাং বৃত্তমাহ, সামান্যানামিত্যাদিনৈকেন ॥ ১১৩ ॥
অথ ব্রাহ্মণধর্ম্মানাহ, অদ্বেষ্টেত্যাদিভিঃ। নির্ম্মমঃ দেহাদিবিষয়কমমতাশূন্যঃ। শান্তঃ সংযতচিত্তঃ ॥ ১১৪ ॥ ১১৫ ॥
মিথ্যেত্যাদি। অসূয়াং গুণেষু সৎস্বপি পরস্মিন্ দোষারোপণম্। ব্যসনং দ্যূতাদিকর্ম্ম। দম্ভং স্বনিষ্ঠবহুমান্যত্বনিমিত্তকচিত্তসমুন্নতিম্ ॥ ১১৬ ॥
অথ রাজন্যধর্ম্মানাহ, যুযুৎসেত্যাদিভিঃ। হে বরাননে অতিপ্রশংসনীয়-

---

নির্ব্বাহ করাই শাস্ত্রসম্মত।[১১২] আর, দেবেশ্বরি! যাহারা সামান্য জাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের নানারূপ সংমিশ্রণে উৎপন্ন অন্যান্যজাতি, বা সঙ্করজাতি, তাহাদিগের দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ব্রাহ্মণবৃত্তি ভিন্ন অপর সমুদায় বৃত্তিতেই অধিকার আছে।[১১৩]

যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা দ্বেষরহিত, মমতা-রহিত, শান্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মাৎসর্য্য-রহিত ও কপটতা-রহিত হইয়া নিজবৃত্তির অনুসরণ করেন।[১১৪] তাঁহারা সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানে নিরত ও পক্ষপাত-পরিশূন্য হইবেন এবং সৎপথবর্ত্তী শিষ্যদিগকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অধ্যাপন করাইবেন।[১১৫] ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা মিথ্যা কথা, অসূয়া, দ্যূতক্রীড়া গীতবাদ্য বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি ব্যসন, অপ্রিয় বাক্য, নীচ লোকে ও নীচ বিষয়ে আসক্তি এবং দম্ভ, এই সমুদায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন।[১১৬]

বরাননে! ক্ষত্রিয়দিগের কর্ত্তব্য এই যে, সন্ধির সম্ভাবনা হইলে তাঁহারা

যুযুৎসা গর্হিতা সন্ধৌ সন্মানৈঃ সন্ধিরুত্তমা।
মৃত্যুর্জ্জয়ো বা যুদ্ধেষু রাজন্যানাং বরাননে॥ ১১৭॥
অলোভী স্যাৎ প্রজাবিত্তে গৃহ্নীয়াৎ সম্মিতং করম্।
রক্ষন্নঙ্গীকৃতং ধর্ম্মং পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ॥ ১১৮॥
ন্যায়ং যুদ্ধং তথা সন্ধিং কর্ম্মাণ্যন্যানি যানি চ।
মন্ত্রিভিঃ সহ কুর্ব্বীত বিচার্য্য সর্ব্বথা নৃপঃ॥ ১১৯॥
ধর্ম্মযুদ্ধেন যোদ্ধব্যং ন্যায়দণ্ডপুরস্ক্রিয়াঃ *।
করণীয়া যথাশাস্ত্রং সন্ধিং কুর্য্যাদ্যথাবলম্॥ ১২০॥

বদনে রাজন্যানাং ক্ষত্রিয়াণাং সন্ধৌ সংমেলনে সতি যুযুৎসা যুদ্ধেচ্ছা গর্হিতা নিন্দিতা ভবেৎ। সন্ধিস্তু তেষাং সম্মানৈরেবোত্তমো ভবেৎ। তেষাং যুদ্ধেষু তু মৃত্যুরেব বা জয়এব বা উত্তমো ভবেৎ নতু পলায়নাদিকমিত্যর্থঃ॥১১৭॥১১৮॥১১৯॥

ধর্ম্মেত্যাদি। পুরস্ক্রিয়া সৎকারঃ। যথাবলং বলমনতিক্রম্য বলপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ॥ ১২০॥ ১২১॥

যুদ্ধের অভিলাষ করিবেন না; কারণ সম্মান রক্ষা পূর্ব্বক সন্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। ফলতঃ যে স্থলে সম্মানের সহিত সন্ধি হইতেছে না, সেই স্থলে হয় যুদ্ধে জয় হউক, অথবা যুদ্ধে মৃত্যু হউক, এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত যুদ্ধ করিবেন। (যুদ্ধ হইতে পলায়ন করা তাঁহাদিগের কখন বিধেয় নহে)।[১১৭] তাঁহারা প্রজার ধনে লোভশূন্য হইবেন; যথাসময়ে পরিমিত কর গ্রহণ করিবেন; এবং অঙ্গীকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া প্রজাদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে পালন করিবেন।[১১৮] রাজগণের কর্ত্তব্য এই যে, কোন্ স্থলে যুদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত বা কোন্ স্থলে সন্ধি করা ন্যায়সঙ্গত এবং অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ই সর্ব্বদা মন্ত্রিবর্গের সহিত উত্তমরূপ বিচার করিয়া সম্পাদন করিবেন।[১১৯]

তাঁহারা ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিবেন, কদাপি কূটযুদ্ধ করিবেন না। ন্যায়ানুসারে যথাশাস্ত্র দণ্ড ও পুরস্কার করিবেন, শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্যায়

---

* ন্যায়যুদ্ধপুরস্ক্রিয়া ইতি পাঠান্তরম্।

উপায়ৈঃ সাধয়েৎ কার্য্যং যুদ্ধং সন্ধিঞ্চ শত্রুভিঃ।
উপায়ানুগতাঃ সর্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ ॥ ১২১ ॥
স্যান্নীচসঙ্গাদ্বিরতঃ সদা বিদ্বজ্জনপ্রিয়ঃ।
ধীরো বিপত্তৌ দক্ষশ্চ শীলবান্ সম্মিতব্যয়ী ॥ ১২২ ॥
নিপুণো দুর্গসংস্কারে শস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ।
স্বসৈন্যভাবান্বেষী স্যাৎ শিক্ষয়েদ্রণকৌশলম্ ॥ ১২৩ ॥
ন হন্যান্মূর্চ্ছিতান্ যুদ্ধে ত্যক্তশস্ত্রান্ পরাঙ্মুখান্।
বলানীতান্ রিপূন্ দেবি রিপুদারশিশূনপি ॥ ১২৪ ॥

স্যাদিত্যাদি। বিরতঃ বিরক্তঃ। ধীরো ধৈর্য্যবান্। দক্ষোঽনলসঃ ॥১২২॥ নিপুণ ইত্যাদি। দুর্গসংস্কারে দুঃখেন গচ্ছতি বিপক্ষো যত্র তৎ দুর্গং পর্ব্বতপরিখাপ্রাকারাদিভিঃ দুর্গমং নগরং তস্য পরিস্কারে ॥ ১২৩ ॥ ১২৪ ॥

দণ্ড বা অন্যায় পুরস্কার করিবেন না। তাঁহারা আপনার বল বুঝিয়া যথাশাস্ত্র সন্ধি করিবেন।[১২০] তাঁহারা উপায় দ্বারা কার্য্য সাধন করিবেন এবং উপায় দ্বারাই শত্রুগণের সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিবেন। কারণ উপায় দ্বারা যে সমুদায় কর্ম্ম করা হয়, তাহাতেই জয়, ঐশ্বর্য্য ও মঙ্গল হইয়া থাকে।[১২১] ক্ষত্রিয়-জাতি সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের প্রিয় হইবেন (অর্থাৎ পণ্ডিতগণের অনুরাগী হইবেন); কদাপি নীচ সংসর্গে রত হইবেন না। বিপৎকালে তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ, সুশীল ও পরিমিতব্যয়ী হইবেন।[১২২] তাঁহারা দুর্গসংস্কারে নিপুণ হইবেন। শস্ত্রশিক্ষায় তাঁহাদের বিলক্ষণ বিচক্ষণতা থাকিবে। তাঁহারা নিয়ত নিজ সৈন্যগণের মনের ভাব অনুসন্ধান করিবেন এবং সৈন্যগণকে রণকৌশল শিখাইবেন।[১২৩] দেবি! রাজার কর্ত্তব্য এই যে, যাহারা সংগ্রামে মূর্চ্ছাগত হইয়াছে, যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে, যাহারা যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, যে সকল শত্রু বলপূর্ব্বক আনীত হইয়াছে, তাহাদিগকে এবং বিপক্ষের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদিগকে বিনাশ করিবেন না।[১২৪]

জয়লব্ধানি বস্তূনি সন্ধিপ্রাপ্তানি যানি চ ।
বিতরেত্তানি সৈন্যেভ্যো যথাযোগ্যবিভাগতঃ ॥ ১২৫ ॥
শৌর্য্যং বৃত্তঞ্চ যোদ্ধৃণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্ * ।
বহুসৈন্যাধিপং নৈকং কুর্য্যাদাত্মহিতে রতঃ ॥ ১২৬ ॥
নৈকস্মিন্ বিশ্বসেদ্রাজা নৈকং ন্যায়ে নিযোজয়েৎ ।
সাম্যং ক্রীড়োপহাসঞ্চ নীচৈঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥১২৭॥
বহুশ্রুতঃ স্বল্পভাষী জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবানপি ।
বহুমানোঽপি নির্দ্দম্ভো ধীরো দণ্ডপ্রসাদয়োঃ ॥ ১২৮ ॥

জয়েত্যাদি। বিতরেৎ দদ্যাৎ ॥ ১২৫ ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥
বহুশ্রুত ইত্যাদি। বহুমানোঽপি ভূরিসম্মানোঽপি রাজা নির্দ্দম্ভো ভূরিসম্মাননিমিত্তকচিত্তসমুন্নতিশূন্যো ভবেৎ ॥ ১২৮ ॥

যে সমুদায় বস্তু জয় দ্বারা বা সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ; তৎসমুদায় যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া সৈন্যদিগকে বিতরণ করিবেন।[১২৫]

রাজা যোদ্ধাদিগের চরিত্র ও শূরত্ব পৃথক্ পৃথক্ অবগত হইবেন। যিনি আত্মহিতে নিরত, তিনি কখনই এক ব্যক্তিকে বহুসৈন্যের অধিনায়ক করিবেন না।[১২৬] রাজা এক ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না; বিচার কার্য্যেও এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। রাজা নীচ লোকের সহিত বয়স্যভাব, ক্রীড়া ও উপহাস পরিত্যাগ করিবেন ; নীচলোকের প্রতি কখন সমভাবও প্রদর্শন করিবেন না।[১২৭]

রাজা বহুশ্রুত হইয়াও স্বল্পভাষী, জ্ঞানবান্ হইয়াও জিজ্ঞাসু এবং বহুসম্মানভাজন হইয়াও দম্ভরহিত হইবেন। তিনি দণ্ডপ্রদান কালে বা প্রসন্নতার সময় অথবা অনুগ্রহ করিবার সময় (পুরস্কার দান কালে) একালে অধীর হইবেন না।[১২৮] নরপতি স্বয়ং বা চারচক্ষু দ্বারা প্রজাবর্গের মনোগত ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং এইরূপে ভৃত্যদিগের ও স্বজনগণের আন্তরিক ভাবও

---

* শৌর্য্যং বীর্য্যং চ যোদ্ধৃণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ কৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

স্বয়ং বা চরদৃষ্ট্যা বা প্রজাভাবান্ বিলোকয়েৎ।
এবং স্বজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেন্নরাধিপঃ॥ ১২৯॥
ক্রোধাদ্দম্ভাৎ প্রমাদাদ্বা সম্মানং শাসনং তথা।
সহসা নৈব কর্ত্তব্যং স্বামিনা তত্ত্বদর্শিনা॥ ১৩০॥
সৈন্যসেনাধিপামাত্য-বনিতাপত্যসেবকাঃ।
পালনীয়াঃ সদোষাশ্চেৎ দণ্ড্যা রাজ্ঞা যথাবিধি॥ ১৩১॥
উন্মত্তানসমর্থাংশ্চ বালাংশ্চ মৃতবান্ধবান্।
জরাভিভূতান্ বৃদ্ধাংশ্চ রক্ষয়েৎ পিতৃবন্নৃপঃ॥ ১৩২॥
বৈশ্যানাং কৃষিবাণিজ্যং বৃত্তং বিদ্ধি সনাতনম্।
যেনোপায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিধ্যতি॥১৩৩॥

স্বয়ং বেত্যাদি। চরদৃষ্ট্যা অন্যতত্ত্বানুসন্ধানপ্রবীণো গূঢ়পুরুষশ্চরঃ তদ্দ্রূপয়া দৃষ্ট্যা। প্রজাভাবান্ প্রজানামভিপ্রায়ান্ চেষ্টা বা॥ ১২৯॥

ক্রোধাদিত্যাদি। দম্ভাৎ রাজ্যাদিনিমিত্তকাচ্চিত্তস্ভৌৎসুক্যাৎ॥১৩০॥১৩১॥
উন্মত্তানিত্যাদি। মৃতবান্ধবান্ মৃতা বান্ধবা যেষান্তথাভূতান্॥ ১৩২॥

অথ বৈশ্যাচারান্ বক্তুমুপক্রমতে, বৈশ্যানামিত্যাদিভিঃ। যেন কৃষিবাণিজ্য-কর্ম্মরূপেণোপায়েন। দেহযাত্রা শরীরনির্ব্বাহঃ॥ ১৩৩॥

পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।[১২৯] তত্ত্বদর্শী বিচক্ষণ রাজা ক্রোধনিবন্ধন, দম্ভনিবন্ধন অথবা অনবধানতা নিবন্ধন সহসা কাহারও সম্মান বা শাসন করিবেন না।[১৩০]

সৈন্য, সেনাপতি, অমাত্য, বনিতা, অপত্য ও ভৃত্যবর্গকে যথারীতি পালন করা রাজার কর্ত্তব্য; পরন্তু ইহারা যদি দোষী হয়, তাহা হইলে ইহাদিগের প্রতি তিনি যথাবিধানে দণ্ড প্রদান করিবেন।[১৩১] যাহারা অভিভাবক-বিহীন উন্মত্ত, অসমর্থ, বালক, পীড়াভিভূত অথবা বৃদ্ধ, রাজা তাহাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিবেন।[১৩২]

কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যই বৈশ্যদিগের সনাতন ব্যবসায়। এই কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য দ্বারাই সমুদায় মনুষ্যের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে।[১৩৩] দেবি!

অতঃ সর্ব্বাত্মনা দেবি বাণিজ্যকৃষিকর্ম্মসু।
প্রমাদব্যসনালস্যং মিথ্যা শাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৩৪॥
নিশ্চিত্য বস্তুতন্মূল্যম্ উভয়োঃ সম্মতৌ শিবে।
পরস্পরাঙ্গীকরণং* ক্রয়সিদ্ধিস্ততো ভবেৎ॥১৩৫॥
মত্তবিক্ষিপ্তবালানাম্ † অরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে।
রোগবিভ্রান্তবুদ্ধীনাম্ অসিদ্ধৌ দানবিক্রয়ৌ॥ ১৩৬॥
ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানাম্ অন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ॥ ১৩৭॥
কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানাম্ অন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ॥ ১৩৮॥

অত ইত্যাদি। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রকারেণ॥ ১৩৪॥
নিশ্চিত্যেত্যাদি। নিশ্চিত্য নির্ণীয়। তন্মূল্যং নিশ্চিতবস্তুমূল্যমপি নিশ্চিত্য। উভয়োঃ বিক্রেতৃক্রয়কারকয়োঃ॥ ১৩৫॥ ১৩৬॥
ক্রয়সিদ্ধিরিত্যাদি। অদৃষ্টানাং বস্তূনাম্। বিপর্য্যয়ে বৈপরীত্যে॥১৩৭॥১৩৮॥১৩৯॥

এই কারণে বাণিজ্য ব্যাপারে ও কৃষিকার্য্য বিষয়ে প্রমাদ, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যাচরণ ও শঠতা, এ সমুদায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বৈশ্যদিগের কর্ত্তব্য।[১৩৪]

শিবে! ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে বস্তু ও তন্মূল্য নির্দ্ধারণ হইলে যখন উভয়ের অঙ্গীকার করা হইবে, তখন ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।[১৩৫] প্রিয়ে! যাহারা মত্ত, বিক্ষিপ্ত, বালক বা শত্রুকর্ত্তৃক বন্দীকৃত অথবা রোগদ্বারা যাহাদের বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা যদি কোন বস্তু বা বিষয় দান বা বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।[১৩৬] অদৃষ্ট বস্তুর গুণ শ্রবণ দ্বারাই ক্রয় সিদ্ধি হয়, পরন্তু বর্ণিত গুণের ব্যতিক্রম হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।[১৩৭] কুঞ্জর, উষ্ট্র ও তুরঙ্গ, ইহাদিগের গুণ শ্রবণ দ্বারাই ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু যদি বর্ণিত গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রয় বিক্রয়

---

* পরস্পরাজ্ঞাকরণম্ ইতি বা পাঠঃ।
† মত্তাবিক্ষিপ্তবালানাম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুপ্তদোষপ্রকাশনাৎ।
বর্ষাতীতেঽপি তৎক্রেয়ম্ অন্যথা হীনবৎসরে* ॥ ১৩৯ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ।
অতঃ কুলেশি তৎক্রেয়ো ন সিধ্যেন্মম শাসনাৎ ॥ ১৪০ ॥
যবগোধূমধান্যানাং লাভো বর্ষে গতে প্রিয়ে।
যুক্তশ্চতুর্থো ধাতূনাম্ অষ্টমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪১ ॥
ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
যদ্‌যদঙ্গীকৃতং মর্ত্ত্যৈঃ তৎ কার্য্যং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ১৪২ ॥
দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১৪৩॥

ধর্ম্মেত্যাদি। তৎক্রেয়ঃ মানববপুঃক্রেয়ঃ ॥ ১৪০ ॥
যুবেত্যাদি। উত্তমর্ণেন মূলধনাদধিকং গ্রাহ্যং লাভঃ ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

অসিদ্ধ হইবে।১৩৮ আর কুঞ্জর উষ্ট্র ও অশ্ব, ইহাদের গুপ্তদোষ যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে সেই ক্রয়বিক্রয় অন্যথা হইতে পারে। এক বৎসরের পর আর অন্যথা করা যাইতে পারিবে না।১৩৯

কুলেশ্বরি! মানবদিগের শরীর, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের সাধন। অতএব আমার আজ্ঞা আছে যে, এই শরীর কেহ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না, করিলেও সিদ্ধ হইবে না।১৪০

প্রিয়ে! যব গোধূম ধান্য প্রভৃতি (ঋণ করিলে), ঐ ঐ বস্তুর চতুর্থ অংশ বাৎসরিক লাভ অর্থাৎ বৃদ্ধি দিতে হইবে। কিন্তু ধাতু দ্রব্য ঋণ করিলে এক বৎসরে তাহার অষ্টম অংশ মাত্র কুসীদ (সুদ) প্রদান করিবার নিয়ম আছে।১৪১ পরন্তু ঋণ বিষয়ে, কৃষিকার্য্য বিষয়ে, বাণিজ্যে এবং অন্যান্য সমুদায় কার্য্যেই মানবগণ পূর্ব্বে যেরূপ স্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগকে সেইরূপই করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রসম্মত।১৪২

যাহারা সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা

---

* বর্ষাতীতেঽপি তৎক্রেয়মন্যথা কর্ত্তুমর্হতি ইতি পাঠান্তরম্।

অতঃ সর্ব্বাত্মনা দেবি বাণিজ্যকৃষিকর্ম্মসু ।
প্রমাদব্যসনালস্যং মিথ্যা শাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥
নিশ্চিত্য বস্তুতন্মূল্যম্ উভয়োঃ সম্মতৌ শিবে ।
পরস্পরাঙ্গীকরণং* ক্রয়সিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥১৩৫॥
মত্তবিক্ষিপ্তবালানাম্ † অরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে ।
রোগবিভ্রান্তবুদ্ধীনাম্ অসিদ্ধৌ দানবিক্রয়ৌ ॥ ১৩৬ ॥
ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানাম্ অন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥ ১৩৭ ॥
কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানাম্ অন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

অত ইত্যাদি। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রকারেণ ॥ ১৩৪ ॥
নিশ্চিত্যেত্যাদি। নিশ্চিত্য নির্ণীয়। তন্মূল্যং নিশ্চিতবস্তুমূল্যমপি নিশ্চিত্য। উভয়োঃ বিক্রেতৃক্রয়কারকয়োঃ ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥
ক্রয়সিদ্ধিরিত্যাদি। অদৃষ্টানাং বস্তূনাম্। বিপর্য্যয়ে বৈপরীত্যে॥১৩৭॥১৩৮॥১৩৯॥

এই কারণে বাণিজ্য ব্যাপারে ও কৃষিকার্য্য বিষয়ে প্রমাদ, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যাচরণ ও শঠতা, এ সমুদায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বৈশ্যদিগের কর্ত্তব্য।১৩৪
শিবে ! ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে বস্তু ও তন্মূল্য নির্দ্ধারণ হইলে যখন উভয়ের অঙ্গীকার করা হইবে, তখন ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।১৩৫ প্রিয়ে ! যাহারা মত্ত, বিক্ষিপ্ত, বালক বা শত্রুকর্ত্তৃক বন্দীকৃত অথবা রোগদ্বারা যাহাদের বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা যদি কোন বস্তু বা বিষয় দান বা বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।১৩৬ অদৃষ্ট বস্তুর গুণ শ্রবণ দ্বারাই ক্রয় সিদ্ধি হয়, পরন্তু বর্ণিত গুণের ব্যতিক্রম হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।১৩৭ কুঞ্জর, উষ্ট্র ও তুরঙ্গ, ইহাদিগের গুণ শ্রবণ দ্বারাই ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু যদি বর্ণিত গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রয় বিক্রয়

---

* পরস্পরাজ্ঞাকরণম্ ইতি বা পাঠঃ।
† মত্তাবিক্ষিপ্তবালানাম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুপ্তদোষপ্রকাশনাৎ।
বর্ষাতীতেঽপি তৎক্রেয়ম্ অন্যথা হীনবৎসরে* ॥ ১৩৯ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ।
অতঃ কুলেশি তৎক্রেয়ো ন সিধ্যেন্মম শাসনাৎ ॥ ১৪০ ॥
যবগোধূমধান্যানাং লাভো বর্ষে গতে প্রিয়ে।
যুক্তশ্চতুর্থো ধাতূনাম্ অষ্টমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪১ ॥
ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
যদ্‌যদঙ্গীকৃতং মর্ত্ত্যৈঃ তৎ কার্য্যং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ১৪২ ॥
দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তৌ ভবেন্নরঃ ॥ ১৪৩॥

ধর্ম্মেত্যাদি। তৎক্রেয়ঃ মানববপুঃক্রেয়ঃ ॥ ১৪০ ॥
যুবেত্যাদি। উত্তমর্ণেন মূলধনাদধিকং গ্রাহ্যং লাভঃ ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

অসিদ্ধ হইবে।[১৩৮] আর কুঞ্জর উষ্ট্র ও অশ্ব, ইহাদের গুপ্তদোষ যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে সেই ক্রয়বিক্রয় অন্যথা হইতে পারে। এক বৎসরের পর আর অন্যথা করা যাইতে পারিবে না।[১৩৯]

কুলেশ্বরি! মানবদিগের শরীর, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের সাধন। অতএব আমার আজ্ঞা আছে যে, এই শরীর কেহ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না, করিলেও সিদ্ধ হইবে না।[১৪০]

প্রিয়ে! যব গোধুম ধান্য প্রভৃতি (ঋণ করিলে), ঐ ঐ বস্তুর চতুর্থ অংশ বাৎসরিক লাভ অর্থাৎ বৃদ্ধি দিতে হইবে। কিন্তু ধাতু দ্রব্য ঋণ করিলে এক বৎসরে তাহার অষ্টম অংশ মাত্র কুসীদ (সুদ) প্রদান করিবার নিয়ম আছে।[১৪১] পরন্তু ঋণ বিষয়ে, কৃষিকার্য্য বিষয়ে, বাণিজ্যে এবং অন্যান্য সমুদায় কার্য্যেই মানবগণ পূর্ব্বে যেরূপ স্বীকার করিয়াছে,তাহাদিগকে সেইরূপই করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রসম্মত।[১৪২]

যাহারা সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা

---

* বর্ষাতীতেঽপি তৎক্রেয়মন্যথা কর্ত্তুমর্হতি ইতি পাঠান্তরম্।

প্রভুর্বিষ্ণুসমো মান্যঃ তজ্জায়াজননীসমা ।
মান্যাস্তদ্বান্ধবা ভৃত্যৈঃ ইহামুত্র সুখেপ্সুভিঃ ॥ ১৪৪ ॥
ভর্ত্তুর্মিত্রাণি মিত্রাণি জানীয়াত্তদরীনরীন্ ।
সভীতিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ* প্রভোরাজ্ঞাং প্রতীক্ষয়ন্ ॥ ১৪৫ ॥
অপমানং গৃহচ্ছিদ্রং গুপ্ত্যর্থং কথিতঞ্চ যৎ ।
ভর্ত্তুর্গ্লানিকরং যচ্চ গোপয়েদতিযত্নতঃ ॥ ১৪৬ ॥
অলোভঃ স্যাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ ।
তৎসন্নিধাবসদ্ভাষং ক্রীড়াং হাস্যং পরিত্যজেৎ ॥ ১৪৭ ॥
ন পাপমনসা পশ্যেদ্ অপি তদ্‌গৃহকিঙ্করীঃ ।
বিবিক্তশয্যাং হাস্যঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪৮ ॥

অথ সেবকধর্ম্মানাহ, দক্ষ ইত্যাদিভিঃ। দক্ষঃ আত্মকার্য্যেষু চতুরঃ। শুচিঃ স্বচ্ছঃ। অপ্রমত্তঃ নিজকার্য্যেষু সাবধানঃ॥ ১৪৩ ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥ ১৪৬ ॥
অলোভ ইত্যাদি ॥ ১৪৭ ॥
ন পাপেত্যাদি। পাপমনসা তস্য স্বামিনো গৃহকিঙ্করীরপি ন পশ্যেৎ কা

দক্ষ অর্থাৎ স্বকার্য্যে পটু, বিশুদ্ধাচার, সত্যবাদী, নিদ্রার অনধীন, জিতেন্দ্রিয়, প্রমাদ-পরিশূন্য ও আলস্য-রহিত হইবে।[১৪৩] যে সকল ভৃত্য ইহলোকে ও পর-লোকে সুখকামনা করে, তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা প্রভুকে বিষ্ণুসদৃশ জ্ঞান করিয়া সম্মান করিবে; তৎপত্নীকে জননীতুল্য জ্ঞান করিবে; এবং যাঁহারা প্রভুর বান্ধব, তাঁহাদেরও সম্যক্ সম্মান রক্ষা করিবে।[১৪৪] বিশেষতঃ তাহারা প্রভুর মিত্রকে মিত্র এবং প্রভুর শত্রুকে শত্রু জ্ঞান করিবে; সকল সময়েই প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া সভয় হৃদয়ে অবস্থান করিবে;[১৪৫] প্রভুর অপমান, গৃহচ্ছিদ্র, যাহা গোপন করিতে বলা হইয়াছে, অথবা যাহাতে প্রভুর গ্লানি হয় তাদৃশ বিষয় অতিযত্নে গোপন করিবে;[১৪৬] স্বামীর ধনে সর্ব্বদা লোভপরিশূন্য হইবে; স্বামীর হিতসাধনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিবে; স্বামীর সন্নিধানে অসদ্‌বাক্য প্রয়োগ, ক্রীড়া ও হাস্য, এ সমুদায় পরিত্যাগ করিবে;[১৪৭]

---

* সভীতিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ ইতি মুদ্রিতঃ পাঠঃ প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ।

প্রভোঃ শয্যাসনং যানং* বসনং ভাজনানি চ।
উপানদ্ভূষণং শস্ত্রং নাত্মার্থং বিনিযোজয়েৎ ॥১৪৯॥
ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদগ্রতঃ প্রভোঃ † ।
প্রাগল্‌ভ্যং প্রৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫০ ॥
সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বস্ববর্ণৈঃ ব্রাহ্মোদ্বাহং তথাশনম্‌‡ ।
কুর্ব্বীরন্‌ ভৈরবীচক্রাৎ তত্ত্বচক্রাদৃতে শিবে ॥ ১৫১ ॥
উভয়ত্র মহেশানি শৈবোদ্বাহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদো ন বিদ্যতে ॥ ১৫২ ॥

বার্ত্তা তৎপত্নীপুত্র্যাদীনাম্‌। বিবিক্তশয্যাং রহঃশয়নম্‌। তাভিঃ স্বামিগৃহকিঙ্করীভিঃ ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥

ক্ষমামিত্যাদি। প্রাগল্‌ভ্যং ধার্ষ্ট্যম্‌ ॥ ১৫০ ॥

সর্ব্ব ইত্যাদি। অশনং ভোজনম্‌। ঋতে বিনা ॥ ১৫১ ॥

উভয়ত্রেত্যাদি। উভয়ত্র ভৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রে চ ॥ ১৫২ ॥

স্বামীর গৃহের কিঙ্করীদিগকেও পাপনয়নে দর্শন করিবে না; তাহাদের সহিত নির্জ্জনে এক শয্যায় শয়ন করিবে না, হাস্যপরিহাসও করিবে না;[১৪৮] এবং প্রভুর শয্যা আসন যান বসন ভাজন পাদুকা ভূষণ ও শস্ত্র, এ সমুদায় স্বয়ং কদাচ ব্যবহার করিবে না।[১৪৯] যদি ভৃত্য কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে সে প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে; এবং প্রভুর সমীপে ধৃষ্টতা প্রৌঢ়তা বা সমকক্ষভাব কদাপি প্রদর্শন করিবে না।[১৫০]

শিবে! ভৈরবীচক্র ও তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠানকাল ব্যতিরেকে অন্য সময় সকল-জাতীয় মনুষ্যই কেবল স্বস্ববর্ণের সহিতই ব্রাহ্মবিবাহ ও ভোজনাদি করিবে।[১৫১] মহেশ্বরি! কিন্তু ভৈরবীচক্রে ও তত্ত্বচক্রে, এই উভয় চক্রেই শৈববিবাহ

---

* শয্যাসনং দানম্‌ ইতি পাঠান্তরম্‌।
† প্রার্থয়েদ্‌যত্নতঃ প্রভোঃ ইতি বা পাঠঃ।
‡ তথাসনম্‌ ইতি পাঠান্তরম্‌।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

কিমিদং ভৈরবীচক্রং তত্ত্বচক্রঞ্চ কীদৃশম্ ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া বক্তুমর্হসি ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

কুলপূজাবিধৌ দেবি চক্রানুষ্ঠানমীরিতম্ ।
বিশেষপূজাসময়ে তৎ কার্য্যং সাধকোত্তমৈঃ ॥ ১৫৪ ॥
ভৈরবীচক্রবিষয়ে ন তাদৃঙ্ নিয়মঃ প্রিয়ে * ।
যথাসময়মাসাদ্য কুর্য্যাচ্চক্রমিদং শুভম্ ॥ ১৫৫ ॥

অথ ভৈরবীচক্রতত্ত্বচক্রয়োর্বিধানং শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, কিমিদমিত্যাদি ॥ ১৫৩ ॥

এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, কুলপূজেত্যাদি । তৎ কুলপূজাবিধাবুক্তং চক্রানুষ্ঠানম্ ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥

সম্পাদিত হইতে পারে। পরন্তু, এই চক্রদ্বয়ে বিবাহ, ভোজন ও পান-বিষয়ে বর্ণভেদ বিচার করিবে না (২১৩)।[১৫২]

শ্রীভগবতী কহিলেন। (দেবদেব!) ভৈরবীচক্র কিরূপ? তত্ত্বচক্রই বা কিরূপ? আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, (আপনি) কৃপা করিয়া আমার নিকট ব্যক্ত করুন।[১৫৩]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! কুলপূজা বিধানের সময় আমি যে চক্রানুষ্ঠান বলিয়াছি, যাঁহারা উত্তম সাধক, তাঁহারা বিশেষ পূজার সময় তাদৃশ চক্রানুষ্ঠান করিবেন;[১৫৪] পরন্তু প্রিয়ে! ভৈরবীচক্র বিষয়ে তাদৃশ কোন নিয়ম নাই; যে কোন সময় এই শুভ ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।[১৫৫] আমি এক্ষণে

---

* ভৈরবীচক্রসময়ে ন তাদৃঙ্ নিয়মঃ শিবে ইতি পাঠান্তরম্ ।

(২১৩)—এই স্থলে সংক্ষেপেই বলা হইয়াছে। অন্যান্য তন্ত্রে আছে যে, শৈববিবাহে কেবল অনুলোম বিবাহই বিধেয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সকল-জাতীয় কন্যা, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল-জাতীয় কন্যা, বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকল জাতীয় কন্যা এবং শূদ্র শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারে। পরন্তু বিলোম-বিবাহ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণ কখন উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

বিধানমস্য বক্ষ্যামি সাধকানাং শুভাবহম্।
আরাধিতা যেন দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫৬ ॥
কুলাচার্য্যো রম্যভূমৌ আস্তীর্য্যাসনমুত্তমম্।
কামাদ্যেনাস্ত্রবীজেন সংশোধ্যোপবিশেত্ততঃ ॥ ১৫৭ ॥
সিন্দূরেণ কুশীদেন কেবলেন জলেন বা।
ত্রিকোণঞ্চতুরস্রঞ্চ মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৫৮ ॥
বিচিত্রঘটমানীয় দধ্যক্ষতবিমৃক্ষিতম্।
ফলপল্লবসংযুক্তং সিন্দূরতিলকান্বিতম্ ॥ ১৫৯ ॥

বিধানমিত্যাদি। অস্য ভৈরবীচক্রস্য। যেন ভৈরবীচক্রবিধানেন। যচ্ছতি দদাতি ॥ ১৫৬ ॥

ভৈরবীচক্রানুষ্ঠানমেবাহ, কুলাচার্য্য ইত্যাদিভিঃ। কুলাচার্য্যঃ কুলগুরুঃ রম্যভূমৌ রমণীয়ায়াং ভুব্যুত্তমমাসনমাস্তীর্য্যাচ্ছাদ্য কামাদ্যেন ক্লীঁ বীজাদ্যেনাস্ত্রবীজেন ফটা সংশোধ্য চ ততস্তত্রাসনে উপবিশেৎ ॥ ১৫৭ ॥

সিন্দূরেণেত্যাদি। ততঃ সুধীঃ কোবিদঃ সিন্দূরেণ কুশীদেন রক্তচন্দনেন কেবলেন জলেন বা ত্রিকোণং মণ্ডলং তদ্বহিশ্চতুরস্রঞ্চতুষ্কোণঞ্চ মণ্ডলং রচয়েৎ ॥ ১৫৮ ॥

বিচিত্রেত্যাদি। ততঃ পরং বিচিত্রং বিবিধানি চিত্রাণ্যালেখ্যানি যত্রৈবস্তূতং

ভৈরবীচক্রের বিধান বলিতেছি। এই ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠানে সাধকদিগের মঙ্গল হয়। এই ভৈরবীচক্রে ভগবতীর আরাধনা করিলে তিনি ত্বরায় অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।[১৫৬]

কুলাচার্য্য (২১৪) রমণীয় স্থানে উত্তম আসন পাতিয়া 'ক্লীঁ ফট্' এই মন্ত্র দ্বারা ঐ আসন শোধনপূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিবেন।[১৫৭] পরে সেই জ্ঞানবান্ সাধক সিন্দূর দ্বারা, রক্তচন্দন দ্বারা, অথবা কেবল জল দ্বারা ত্রিকোণ-গর্ভ চতুষ্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন।[১৫৮] অনন্তর বিচিত্র ঘট আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে দধি ও অক্ষত লেপন করিয়া সিন্দূরের তিলক প্রদান করিবে।

---

(২১৪)—তন্ত্রমন্ত্র বিশারদ, অধ্যাত্মদর্শী ও কুলাচারের উপদেশক ব্রাহ্মণকেই কুলাচার্য্য বলা যায়।

সুবাসিতজলৈঃ পূর্ণং মণ্ডলে তত্র সাধকঃ ।
প্রণবেন তু সংস্থাপ্য ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৬০ ॥
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্ ।
সংক্ষেপপূজাবিধিনা তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৬১ ॥
বিশেষমত্র বক্ষ্যামি শৃণুষ্বামরবন্দিতে ।
গুর্ব্বাদিনবপাত্রাণাং নাত্র স্থাপনমিষ্যতে ॥ ১৬২ ॥
যথেষ্টন্তত্ত্বমাদায় সংস্থাপ্য পুরতো ব্রতী ।
প্রোক্ষয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥

ঘটমানীয় দধ্যক্ষতবিমৃক্ষিতন্দন্নাক্ষতৈশ্চ সম্পৃক্তং ফলৈঃ পল্লবৈশ্চ সংযুক্তং সিন্দূরতিলকৈরন্বিতং সংযুতং কর্পূরাদিভিঃ সুবাসিতৈর্জলৈঃ পূর্ণঞ্চ কৃত্বা প্রণবেন ওঁকারেণ তত্র মণ্ডলে সংস্থাপ্য চ সাধকো ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ ॥১৫৯॥১৬০॥

সংপূজ্যেত্যাদি । ততো গন্ধপুষ্পাভ্যাং ঘটং সংপূজ্য তত্রেষ্টদেবতাঞ্চিন্তয়েৎ। সঞ্চিন্ত্য চ পূর্ব্বোক্তেন সংক্ষেপপূজাবিধিনা তত্র কলশে ইষ্টদেবতায়াঃ পূজাং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥

যথেষ্টমিত্যাদি। ততো ব্রতী সাধকো যথেষ্টন্তত্ত্বং মদ্যাদিকমাদায় পুরতোঽগ্রে সংস্থাপ্য চাস্ত্রমন্ত্রেণ ফটা প্রোক্ষয়েৎ জলেন সিঞ্চেৎ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েচ্চ ॥ ১৬৩ ॥

তৎপরে তাহা সুবাসিত জলে পূর্ণ করিয়া তন্মুখে পল্লব ও ফল সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রণব পাঠ সহকারে উহা উক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া ধূপ দীপ প্রদর্শন করিবে।১৫৯,১৬০ পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা ঐ ঘটের অর্চ্চনা করিয়া উহাতে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে ও তাহাতে সংক্ষেপপূজার বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিবে।১৬১ সুরবন্দিতে! এই পূজাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পূজাতে পূর্ব্বোক্ত গুরুপাত্র প্রভৃতি নয়টি পাত্র স্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই।১৬২

সাধক এই পূজার সময় যথাভিলষিত তত্ত্ব আনয়ন পূর্ব্বক (২১৫) সম্মুখে স্থাপন করিয়া 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে প্রোক্ষিত করিয়া দিব্যদৃষ্টি

---

(২১৫)—যথাভিলষিত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি পঞ্চতত্ত্ব সমগ্র না হয়, আদ্য ও দ্বিতীয়

অলিযন্ত্রে গন্ধপুষ্পং দত্ত্বা তত্র বিচিন্তয়েৎ।
আনন্দভৈরবীং দেবীম্ * আনন্দভৈরবস্তথা ॥ ১৬৪ ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং তরুণারুণবিগ্রহাম্।
চারুহাসামৃতাভাসো-ল্লসদ্বদনপঙ্কজাম্ † ॥ ১৬৫ ॥
নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাভরণভূষিতাম্।
বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েৎ বরাভয়করাম্বুজাম্ ॥ ১৬৬ ॥

অলীত্যাদি। অলিযন্ত্রে ততোঽলিযন্ত্রে মদ্যপাত্রে গন্ধপুষ্পন্দত্ত্বা তত্রালিযন্ত্রে এবানন্দভৈরবীন্দেবীন্তথানন্দভৈরবং দেবং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥

আনন্দভৈরব্যা ধ্যানমেবাহ, নবযৌবনসম্পন্নামিত্যাদি। নবযৌবনসম্পন্নাং নবীনতারুণ্যং সম্প্রাপ্তাম্। তরুণারুণবিগ্রহাং নবীনসূর্য্যসদৃশদেহাম্। চারুহাসামৃতাভাষোল্লসদ্বদনপঙ্কজাং চারুহাসেন মনোহরহসনেনামৃতভাষয়া সুধাতুল্যভাষণেন চোল্লসদ্দেদীপ্যমানং বদনপঙ্কজং মুখকমলং যস্যাস্তথাভূতাম্। নৃত্যগীতকৃতামোদাং নৃত্যগীতাভ্যাং কৃত আমোদ আনন্দো যয়া তাম্। নানাভরণভূষিতাম্ অনেকবিধভূষণালঙ্কৃতাম্। বিচিত্রবসনাং বিচিত্রমদ্ভুতং

দ্বারা অবলোকন করিবে।[১৬৩] অনন্তর ঐ সুধাকলসে গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া তাহাতে দেবী আনন্দভৈরবী ও আনন্দভৈরবের ধ্যান করিবে।[১৬৪] (যথা ;—)

যিনি নবযৌবনসম্পন্না, যাঁহার শরীর তরুণ অরুণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, অতিমনোহর হাস্যামৃতের কান্তি দ্বারা যাঁহার বদনকমল বিকসিত হইয়াছে,[১৬৫] যিনি নৃত্যগীতে সর্ব্বদা আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি নানা বিভূষণে বিভূষিতা, যিনি বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, করপদ্মদয়ে বরাভয়-

---

* আনন্দভৈরবীং তত্র ইতি বা পাঠঃ।

† চারুহাসামৃতাভাষোল্লসদ্বদনপঙ্কজাম্ ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ। চারুহাসামৃতাভাষোল্লসদ্দশনপঙ্কজাম্ ইত্যপি পাঠঃ।

তত্ত্ব, অথবা আদ্য ও তৃতীয় তত্ত্ব, অথবা আদ্য ও চতুর্থ তত্ত্ব আনয়ন করিতে হইবে ; ইহার ন্যূন হইবে না ; ইহার অতিরিক্ত তত্ত্ব আনয়নে দোষ নাই। ফল কথা, মাংস মৎস্য ও মুদ্রা, এই শুদ্ধিত্রয়ের মধ্যে একটি শুদ্ধি এবং কারণ ব্যতীত চক্র হইবে না।

ইত্যানন্দময়ীং ধ্যাত্বা স্মরেদানন্দভৈরবম্ ॥ ১৬৭ ॥
কর্পূরপূরধবলং কমলায়তাক্ষং
দিব্যাম্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিম্ ।
বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং *
দক্ষেণ শুদ্ধিগুটিকাং দধতং স্মরামি ॥ ১৬৮ ॥
ধ্যাত্বৈবমুভয়ং তত্র সামরস্যং বিচিন্তয়ন্ ।
প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ দেশিকঃ ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং শোধয়েৎ কারণং ততঃ ॥ ১৬৯ ॥

বসনং বস্ত্রং যস্যাস্তাম্ । বরাভয়করাম্বুজাং বরোঽভয়ঞ্চ করাম্বুজয়োঃ যস্যা-স্তাম্ ॥ ১৬৫ ॥ ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥

আনন্দভৈরবধ্যানমেবাহৈকেন, কর্পূরপূরধবলমিত্যাদি । কর্পূরপূরধবলং কর্পূরপ্রবাহবচ্ছুভ্রম্। কমলায়তাক্ষং কমলবদায়তে বিস্তৃতে অক্ষিণী যস্য তম্। দিব্যাম্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিং দিব্যৈরম্বরাভরণৈর্ব্বস্ত্রবিভূষণৈর্ভূষিতোঽলঙ্কৃতো যো দেহস্তত্র কান্তিরধিকা দীপ্তির্যস্য তথাভূতম্। বামেন পাণিকমলেন সুধাক্ষ-পাত্রং মদ্যসমন্বিতং পাত্রন্দক্ষেণ পাণিকমলেন শুদ্ধিগুটিকাঞ্চ দধতমানন্দভৈরবং স্মরামি চিন্তয়ামি ॥ ১৬৮ ॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। এবমুভৌ ধ্যাত্বা তত্রালিযন্ত্রে উভয়োর্ভৈরবীভৈরবয়োঃ সাম-

---

ধারিণী ঈদৃশী আনন্দভৈরবীকে ধ্যান করিবে ।১৬৬ এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া পশ্চাৎ আনন্দভৈরবের ধ্যান করিবে।১৬৭ (যথা ;—)

যিনি কর্পূরসমূহের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, যাঁহার লোচন কমলদলের ন্যায় আয়ত ও সুন্দর, যাঁহার শরীর দিব্য বসনে ও দিব্য ভূষণে ভূষিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে, যিনি বাম করকমল দ্বারা সুধাপূর্ণ পাত্র এবং দক্ষিণ করকমল দ্বারা শুদ্ধি অর্থাৎ মাংস মৎস্য ও মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন, তাদৃশ আনন্দভৈরবকে স্মরণ করি ।১৬৮

সাধক এইরূপে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া সেই সুধাতে উভয়ের সামরস্য (সঙ্গম দ্বারা একীভাব) চিন্তা পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রণব, পরে নাম

---

* সুধাক্ষপাত্র ইতি পাঠান্তরম্।

পাশাদিত্রিকবীজেন স্বাহান্তেন কুলার্চ্চকঃ।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা জপন্ হেতুং বিশোধয়েৎ ॥ ১৭০ ॥
গৃহকার্য্যৈকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ।
আদ্যতত্ত্বপ্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ম্ ॥ ১৭১ ॥
দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্।
অলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১৭২ ॥
স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতসঃ *।
তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

বস্তুমৈকরস্তং বিচিন্তয়ন্ দেশিকঃ সাধকঃ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং তৌ সংপূজ্য ততঃ কারণং মদ্যং শোধয়েৎ ॥ ১৬৯ ॥

নন্থ কেন মন্ত্রেণ মদ্যং শোধয়েৎ তত্রাহ, পাশাদিত্যাদি। স্বাহান্তেন স্বাহান্তো যস্তৈবস্ত তেন পাশাদিত্রিকবীজেন আঁ হ্রীঁ ক্রোমিতি বীজত্রয়েণ অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা ইমমেব মন্ত্রং জপন্ কুলার্চ্চকো হেতুং মদ্যং বিশোধয়েৎ ॥ ১৭০ ॥ ১৭১ ॥
মধুরত্রয়মেবাহ, দুগ্ধমিত্যাদি। অলিরূপং মদ্যস্বরূপম্। ইদং মধুরত্রয়ম্ ॥১৭২॥

তৎপরে 'নমঃ' উচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া (২১৬) পশ্চাৎ সুরা শোধন করিবেন।[১৬৯] কুলপূজক, আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা, এই মন্ত্র একশত আট বার জপ করিলেই সুরা শোধন হইবে।[১৭০]

কলি প্রবল হইলে, যে সমুদায় গৃহস্থ একমাত্র গৃহকার্য্যেই নিবিষ্টচিত্ত থাকিবে, তাহাদের পক্ষে আদ্যতত্ত্বের প্রতিনিধি স্বরূপ মধুরত্রয় বিধান করিতে হইবে (২১৭)।[১৭১] দুগ্ধ চিনি ও মধু, এই তিন দ্রব্যের নাম মধুরত্রয়; এই মধুরত্রয় মদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতার নিকট নিবেদন করিবে।[১৭২]

কলিসম্ভূত মানবদিগের মন স্বভাবতই কাম দ্বারা উদ্ভ্রান্ত। সেই সামান্যবুদ্ধি মানবগণ শক্তিকে ইষ্টদেবতাস্বরূপা বিবেচনা করিতে পারিবে না।[১৭৩]

---

* কামে বিভ্রান্তচেতস ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

(২১৬)—পূজামন্ত্র যথা। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আনন্দভৈরবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আনন্দভৈরব্যৈ নমঃ।

(২১৭)—ইতিপূর্ব্বে গৃহস্থ সাধকের পক্ষে পঞ্চপাত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি।
ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা ॥ ১৭৪ ॥
ততস্তু প্রাপ্ততত্ত্বানি পললাদীনি যানি চ *।
প্রত্যেকং শতধানেন মনুনা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৭৫ ॥

স্বভাবাদিত্যাদি। শক্তিং স্ত্রিয়ম্ ॥ ১৭৩ ॥

অত ইত্যাদি। হে পার্ব্বতি অতো হেতোঃ তেষাং কলিজন্মনাং শেষতত্ত্বস্য মৈথুনস্য প্রতিনিধৌ দেব্যাঃ পদাম্ভোজে ধ্যানং বিধেয়ম্। তথা স্বেষ্টমন্ত্রস্য জপো বিধেয়ঃ ॥ ১৭৪ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততঃ পরং পললাদীনি মাংসাদীনি যানি প্রাপ্ততত্ত্বানি তানি প্রত্যেকং শতধা জপ্যমানেনানেন আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহেতি মনুনাভিমন্ত্রয়েৎ শোধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৭৫ ॥

পার্ব্বতি! অতএব কলিযুগের তাদৃশ লোকদিগের পক্ষে শেষতত্ত্বের অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্বের প্রতিনিধি স্থলে দেবীর চরণকমল ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করাই বিধেয় (২১৮)।[১৭৪] অনন্তর মাংস প্রভৃতি উপস্থিত তত্ত্ব সমুদায়ের প্রত্যেকতত্ত্ব (আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা) এই মন্ত্র শতবার জপ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে।[১৭৫] পরে সমুদায় ব্রহ্মময় ভাবনা করিয়া নয়নদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক

---

* ললনাদীনি যানি চ ইতি পাঠান্তরম্।

এক্ষণে মধুরত্রয়ের বিধান দৃষ্টে অনেকেরই এই দুই বচনকে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন বলিয়া বোধ হইবে। বস্তুতঃ ইহাতে কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্বোক্ত বচন পূর্ণাভিষিক্ত গৃহস্থের পক্ষে ব্যবস্থাপিত, এবং এই বচন অনভিষিক্ত গৃহস্থের পক্ষে অনুকল্প স্বরূপে কথিত হইল। পূর্ণাভিষেকই কলিকালের সন্ন্যাস, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অতএব পূর্ণাভিষিক্ত কিরূপে 'গৃহকাম্যৈকচিত্ত' বা একমাত্র সংসারের কামনাতেই নিবিষ্টচিত্ত হইবেন। যদি বা সেরূপ কেহ হন তাহা হইলে সেই নামধারী অভিষিক্তের পক্ষেও মধুরত্রয় বিধেয়। কলিযুগে অনুকল্প নিষিদ্ধ হইলেও জন্মাবধি কেহই বীরভাবাপন্ন হইতে পারেন না। যে কয়েকদিন প্রথম সোপান স্বরূপ পশুভাবে অবস্থান করিতে হয়, সেই সময়েই অগত্যা অনুকল্প বিধেয়।

(২১৮)—তন্ত্রে অনেকস্থলে শক্তি লইয়া সাধনের বিধান দৃষ্ট হয়। এমন কি স্থলবিশেষে পরকীয়া শক্তি গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য, এইরূপ বিধানও আছে। এইরূপে পরকীয়া শক্তি শ্রেষ্ঠজাতি ভিন্ন যে কোন জাতি হইতেই গ্রহণের বিধান আছে। এইরূপ বচন দৃষ্টে অনেকেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে ব্যগ্র হন। তাঁহারা অধিকার বা অনধিকার আলোচনা

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ধ্যাত্বা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
নিবেদ্য পূর্ব্ববৎ কাল্যৈ পানভোজনমাচরেৎ॥ ১৭৬॥
ইদন্তু ভৈরবীচক্রং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
তবাগ্রে কথিতং ভদ্রে সারাৎসারং পরাৎপরম্॥ ১৭৭॥
বিবাহো ভৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রেঽপি পার্ব্বতি।
সর্ব্বথা সাধকেন্দ্রেণ কর্ত্তব্যঃ শৈববর্ত্মনা॥ ১৭৮॥

সর্ব্বমিত্যাদি। ততো নয়নদ্বয়ং নিমীল্য সর্ব্বং মদ্যাদিতত্ত্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মস্বরূপং ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ কাল্যৈ নিবেদ্য চ পূর্ব্ববদেব পানভোজনমাচরেৎ॥ ১৭৬॥
অথ ভৈরবীচক্রস্য মাহাত্ম্যং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে, ইদন্ত্বিত্যাদি॥ ১৭৭॥ ১৭৮॥

পূর্ব্বের ন্যায় তৎসমুদায় আদ্যাকালীকে নিবেদন করিয়া যথারীতি পান ও ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।[১৭৬]

ভদ্রে! এই ভৈরবীচক্র, সার হইতেও সার, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহা আমি সমুদায় তন্ত্রেই গূঢ় ও প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছি, প্রকাশ করি নাই; অদ্য তোমার নিকট কহিলাম।[১৭৭] পার্ব্বতি! শিবপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ভৈরবীচক্রে ও তত্ত্বচক্রে পরিণয় সম্পাদন করা সাধকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।[১৭৮] যদি কোন বীর পরিণয় ব্যতিরেকে শক্তিসেবা করে, তাহা

করেন না। বস্তুতঃ যাঁহারা নির্ব্বিকল্পচিত্ত হইয়া শক্তিসাধনায় সক্ষম হয়েন, তাঁহাদিগের পক্ষেই পরশক্তি গ্রহণে দোষ নাই। গর্ভ হইতে নিঃসরণ কালে শিশু যেরূপ নির্ব্বিকার থাকে, সেরূপ নির্ব্বিকার ভাবে শক্তিসাধনায় দোষ নাই। আদ্যশক্তি বা ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিত শক্তি আশ্রয় করিয়া সাধন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিলেও কোনরূপ দোষ নাই। পরশক্তিতে পদে পদেই পতিত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য এই তন্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে, কলিকালে মানবগণ স্বভাবতই নির্ব্বীর্য্য অর্থাৎ অসংযত ও ক্লেশাসহিষ্ণু। অতএব এই প্রবল কলিকালে শেষতত্ত্ব অর্থাৎ মৈথুন কেবল মাত্র স্বকীয়া স্ত্রীতেই হইবে। তাহাতে কোনরূপ দোষের আশঙ্কা থাকিবে না। প্রত্যেক সাধকেরই সদাশিবের এই অমূল্য উপদেশের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত। যথাবিধানে শৈববিবাহে বিবাহিতা শক্তিও তাদৃশ ঘৃণীয় নহে। কিন্তু ব্রাহ্ম্য বিবাহে বিবাহিতা সুযোগ্যা শক্তি থাকিতে শৈববিধানে অন্যশক্তি গ্রহণ করাতে পূর্ব্বশক্তির মনঃক্ষোভ ও অসন্তোষ হইতে পারে এবং তজ্জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।

বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্ *।
পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৯ ॥
সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮০ ॥
নাত্র জাতিবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্ †।
চক্রমধ্যগতা বীরা মম রূপা ন চান্যথা ‡ ॥ ১৮১ ॥

বিনেত্যাদি। পরিণয়ং বিবাহম্ ॥ ১৭৯ ॥ ১৮০ ॥
নাত্রেত্যাদি অত্র ভৈরবীচক্রে ॥ ১৮১ ॥

হইলে তাহাকে পরস্ত্রী-গমন-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।[১৭৯]

যখন ভৈরবীচক্র অনুষ্ঠিত হয়, তখন সকল জাতীয় ব্যক্তিই দ্বিজশ্রেষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু যখন ভৈরবীচক্র নিবৃত্ত হয়, তখন সমুদায় বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।[১৮০] এই ভৈরবীচক্র মধ্যে জাতি বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই (২১৯)। চক্রমধ্যস্থিত বীরগণ আমারই স্বরূপ, সন্দেহ

---

* সমাচরেৎ ইত্যপি পাঠঃ।
† নোচ্ছিষ্টাদিবিচারণম্ ইতি বা পাঠঃ।
‡ নরাখ্যয়া ইতি পাঠান্তরম্।

(২১৯) উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, চক্রমধ্যে দ্রব্যাদি পরিবেশন কালে উচ্ছিষ্ট বোধে হস্তপ্রক্ষালনাদি নিষিদ্ধ। কুলার্ণবে আছে, উচ্ছিষ্টো ন স্পৃশেচ্চক্রে কুলদ্রব্যানি পার্ব্বতি। বহিঃপ্রক্ষাল্য চ করৌ কুলদ্রব্যানি দাপয়েৎ॥ মদ্যভাণ্ডং সমুদ্ধৃত্য ন পাত্রং পূরয়েৎ প্রিয়ে। ভোগপাত্রং সুধাকুম্ভে নিঃক্ষিপেন্ন কদাচন। চক্রমধ্যে শুচির্ধিয়া করপ্রক্ষালনাদিকং। যঃ করোতি বিমূঢ়াত্মা স ভবেদাপদাস্পদং॥ অর্থাৎ চক্রে উচ্ছিষ্টহস্তে 'কুলদ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে নাই। পরন্তু পবিত্রহস্ত হইবার মানসে করপ্রক্ষালনাদিও নিষিদ্ধ। মূলে আছে 'নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্' অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। পুনশ্চ উচ্ছিষ্টহস্তে স্পর্শও নিষিদ্ধ হইল। এই বিরুদ্ধ বচনের মীমাংসা উপরোক্ত বচনমধ্যেই দৃষ্ট হয়। চক্রের বহির্ভাগে হস্তপ্রক্ষালন করিতে হইবে ; তাহাও কেবল লেপাপনোদন মানসে। এই নিমিত্ত সাধকসম্প্রদায়ে রীতি আছে যে, সাধক নিজ পশ্চাৎভাগে কোন আধারে জল রাখিয়া তাহাতেই হস্তমজ্জন পূর্ব্বক

ন দেশকালনিয়মো ন বা পাত্রবিচারণম্।
যেন কেনাহৃতং দ্রব্যং চক্রেঽস্মিন্ বিনিযোজয়েৎ ॥১৮২॥
দূরদেশাৎ সমানীতং পক্বং বাপক্বমেব বা।
বীরেণ পশুনা বাপি চক্রমধ্যগতং শুচি ॥ ১৮৩ ॥

ন দেশেত্যাদি। দ্রব্যং মদ্যাদি ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩ ॥ ১৮৪ ॥

নাই।[১৮১] এই ভৈরবীচক্রে দেশকাল-নিয়ম নাই, পাত্রাপাত্র-বিচারও নাই। যে কোন ব্যক্তি, চক্রের উপযোগী যে কোন দ্রব্য আনয়ন করিবে, তাহাই চক্রমধ্যে ব্যবহৃত হইবে।[১৮২] যে কোন দ্রব্য পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, যদি দূরদেশ হইতেও বীরকর্ত্তৃক অথবা পশুকর্ত্তৃকও আনীত হয়, তৎসমুদায়ই

লেপাপনোদন করেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও ব্যবস্থাপিত আছে যে 'লেপাপনোদনং কুর্য্যাৎ বস্ত্রেণ পাথসাপি বা' অর্থাৎ বস্ত্রদ্বারা বা জলদ্বারা করলেপ অপনয়ন করিবে। ইহাতেই উভয়বিধ ব্যবহার উদ্দেশ্য প্রতিপালিত হইল। এইরূপে লেপাপনোদন করিয়া পুনঃ পরিবেশন করা কর্ত্তব্য।

সুধাঘট উত্থাপন পূর্ব্বক পরিবেশন নিষিদ্ধ। অতএব কোন পাত্রদ্বারা সুধাকুম্ভ হইতে সুধা উঠাইয়া লইয়া পরিবেশন করিতে হয়। ভোগপাত্রের অর্থাৎ সাধকের নিজ পাত্রের সুধা পুনরায় কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিতে নাই। চক্রমধ্যে কনিষ্ঠ সাধক জ্যেষ্ঠসাধকের প্রসাদ স্বরূপ শুদ্ধিপ্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার ব্যতিক্রম হওয়া দোষ। অযাচিতভাবেও কাহাকেও প্রসাদ দিতে নাই। শক্তির পাত্রের সুধাপ্রসাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠসাধক অথবা গুরুরও সুধাপাত্রের প্রসাদ গ্রহণ করিতে নাই। কুলার্ণবে চক্রেশ্বরকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, 'স্বপাত্রস্থিত হেতুঞ্চ ন দদ্যাদ্ভৈরবায় চ। যদি দদ্যান্মহেশানি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ॥' চক্রেশ্বরই প্রধান এবং তাৎকালিক গুরু। গুরু উপস্থিত থাকিলে গুরুই চক্রেশ্বর হইয়া থাকেন। অতএব এই বচনের দ্বারা কেবল গুরুকে নহে, সকল সাধককেই ঐরূপ প্রসাদ দান নিষেধ করা হইয়াছে। শক্তির সুধা প্রসাদ সম্বন্ধে কৌলিকার্চ্চনদীপিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে,—শক্ত্যুচ্ছিষ্টমবিচার্য্য পিবেচ্চক্রেশ্বরো যদি। ঘোরঞ্চ নরকং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ অর্থাৎ শক্তিবিচার না করিয়া সুধা উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। সংগ্রহকার ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন যে,—শক্তি অভিষিক্তা কি অনভিষিক্তা বিচার করিয়া অভিষিক্তারই প্রসাদ গ্রহণ করিবে। পরন্তু এই মীমাংসা আমাদের সন্তোষজনক নহে। কারণ অন্যত্র আছে যে,—নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী'। অতএব চক্রে অনভিষিক্তার আশঙ্কা কোথায়! নিরুত্তরতন্ত্রে আছে

চক্রারম্ভে মহেশানি বিঘ্নাঃ সর্ব্বে ভয়াকুলাঃ ।
বিভীতাস্তে পলায়ন্তে বীরাণাং ব্রহ্মতেজসা ॥ ১৮৪ ॥
পিশাচা গুহ্যকা যক্ষা বেতালাঃ ক্রূরজাতয়ঃ ।
শ্রুত্বাত্র ভৈরবীচক্রং দূরং গচ্ছন্তি সাধ্বসম্ ॥ ১৮৫ ॥
তত্র তীর্থানি সর্ব্বাণি মহাতীর্থাদিকানি চ * ।
সেন্দ্রামরগণাঃ সর্ব্বে তত্রাগচ্ছন্তি সাদরম্ ॥ ১৮৬ ॥
চক্রস্থানং মহাতীর্থং সর্ব্বতীর্থাধিকং শিবে ।
ত্রিদশা যত্র বাঞ্ছন্তি তব নৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ১৮৭ ॥

পিশাচেত্যাদি । সাধ্বসং সভয়ম্ ॥ ১৮৫ ॥ ১৮৬ ॥
চক্রেত্যাদি । যত্র চক্রস্থানে ॥ ১৮৭ ॥

চক্রমধ্যে নীত হইবামাত্র বিশুদ্ধ হইবে।[১৮৩] আর মহেশ্বরি ! যখন ভৈরবী-চক্রের আরম্ভ হয়, তখন চক্রমধ্যস্থিত বীরগণের ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে ভীত হইয়া বিঘ্নসমুদায় ভয়াকুলিত চিত্তে পলায়ন করে।[১৮৪] পিশাচগণ গুহ্যকগণ যক্ষগণ বেতালগণ এবং অন্যান্য সমুদায় ক্রূরজাতি ভৈরবীচক্রের বিবরণ শ্রবণ করিবামাত্র ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে।[১৮৫] যেখানে ভৈরবী-চক্রের অনুষ্ঠান হয়, সেই স্থানে যাবতীয় তীর্থ ও সমুদায় মহাতীর্থ প্রভৃতি এবং দেবরাজের সহিত সমুদায় দেবগণ সমাদরপূর্ব্বক উপস্থিত হয়েন।[১৮৬]
শিবে ! চক্রস্থান সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহাতীর্থ। এই চক্রমধ্যে দেবতারাও তোমার উত্তম নৈবেদ্যের প্রত্যাশা করেন।[১৮৭] ম্লেচ্ছ শ্বপচ কিরাত অথবা হূণ, যে কোন জাতি আম বা পক্ব যে কোন দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিবে,

---

যে,—শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেন্মদ্যং বীরোচ্ছিষ্টন্তু চর্ব্বণং। স্বজ্যেষ্ঠস্য চ ভোক্তব্যং কনিষ্ঠস্য ন ভোজয়েৎ। নিজশক্তিং বিনা দেবি শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেদ্‌যদি। রৌরবে নরকে যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। এই বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—জ্যেষ্ঠ সাধকের শুদ্ধি প্রসাদ ও জ্যেষ্ঠ শক্তির সুধা প্রসাদ গ্রহণ বিধেয়; কনিষ্ঠাশক্তির মধ্যে নিজশক্তি ব্যতিরেকে অন্যশক্তির সুধা প্রসাদ গ্রহণ করা যায় না। আমাদের মতে ইহাই প্রসাদ গ্রহণে শক্তি বিচারের মীমাংসা।

চক্রমধ্যে অন্যান্য যে বিধান আছে, তাহা অস্মৎকৃত রহস্যপূজাপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

ম্লেচ্ছেন শ্বপচেনাপি কিরাতেনাপি হূণুনা।
আমং পক্বং যদানীতং বীরহস্তার্পিতং শুচি * ॥ ১৮৮ ॥
দৃষ্ট্বা তু ভৈরবীচক্রং মম রূপাশ্চ সাধকান্।
মুচ্যন্তে পশুপাশেভ্যঃ † কলিকল্মষদূষিতাঃ ॥ ১৮৯ ॥
প্রবলে কলিকালে তু ন কুর্য্যাচ্চক্রগোপনম্।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বীরঃ সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥ ১৯০ ॥
চক্রমধ্যে বৃথালাপং চাঞ্চল্যং বহুভাষণম্।
নিষ্ঠীবনমধোবায়ুং বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯১ ॥
ক্রূরান্ খলান্ পশূন্ পাপান্ নাস্তিকান্ কুলদূষকান্।
নিন্দকান্ কুলশাস্ত্রাণাং চক্রাদ্‌দূরতরং ত্যজেৎ ॥১৯২॥

ম্লেচ্ছেনেত্যাদি। হূণুনা জাতিবিশেষেণ। আমম্ অপকম্॥ ১৮৮॥ ১৮৯॥ ১৯০॥ ১৯১॥ ১৯২॥

তাহা বীরহস্তে অর্পিত হইবামাত্র বিশুদ্ধ হইবে।১৮৮ অধিক কি বলিব, কলিকলুষ-দূষিত জনগণও যদি ভৈরবীচক্র এবং আমার স্বরূপ [শিবস্বরূপ] সাধকগণকে দর্শন করে, তাহা হইলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৮৯

যখন কলিকাল প্রবল হইবে, তখন চক্রানুষ্ঠান গোপন করিবে না। তৎকালে বীরগণ, সকল সময়ে সকল স্থানেই চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি কুলসাধন করিবেন।১৯০ চক্রমধ্যে বৃথালাপ করিবে না, চপলতা প্রকাশ করিতে পারিবে না, বহুবাক্য কহিবে না, এবং নিষ্ঠীবন বা অধোবায়ু পরিত্যাগ করিবে না, এবং জাতিবিচারও করিতে পারিবে না।১৯১ যাহারা ক্রূর খল পশু পাপাত্মা নাস্তিক কুলদূষক বা কুলশাস্ত্রের নিন্দক, তাহাদিগকে চক্রস্থান হইতে দূর করিয়া দিবে, তাহাদিগকে চক্রের নিকটেও আসিতে দিবে না।১৯২

---

* বীরহস্তার্পিতং শুচিঃ ইতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।
† মুচ্যন্তে পাপপাশেভ্য ইতি পাঠান্তরম্।

স্নেহাদ্ভয়াদানুরক্ত্যা পশূংশ্চক্রে প্রবেশয়ন্ ।
কুলধর্ম্মাৎ পরিভ্রষ্টো বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ ॥১৯৩॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ সামান্যজাতয়ঃ ।
কুলধর্ম্মাশ্রিতা যে বৈ পূজ্যাস্তে দেববৎ সদা ॥ ১৯৪ ॥
বর্ণাভিমানাচ্চক্রে তু বর্ণভেদং করোতি যঃ ।
স যাতি ঘোরনিরয়ম্ অপি বেদান্তপারগঃ ॥ ১৯৫ ॥
চক্রান্তর্গতকৌলানাং সাধূনাং শুদ্ধচেতসাম্ ।
সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপাণাং পাপাশঙ্কা ভবেৎ কুতঃ ॥ ১৯৬॥
যাবদ্বসন্তি চক্রেষু বিপ্রাদ্যাঃ শৈবমার্গিণঃ ।
তাবত্ত শাম্ভবাচারান্ চরেয়ুঃ শিবশাসনাৎ ॥ ১৯৭ ॥

স্নেহাদিত্যাদি। ভয়াদানুরক্ত্যা ভয়হেতুকেনানুরাগেণ ॥১৯৩॥১৯৪॥১৯৫॥১৯৬॥
যাবদিত্যাদি। চরেয়ুঃ কুর্য্যুঃ ॥ ১৯৭ ॥ ১৯৮ ॥

যদি কোন বীর স্নেহবশতঃ অথবা ভয়প্রযুক্ত কিম্বা অনুরাগ নিবন্ধন কোন পশুকে চক্রমধ্যে প্রবেশ করিতে দেন, তাহা হইলে তিনি উত্তম বীর হইলেও কুলধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমন করিবেন।[১৯৩] যাঁহারা কুলধর্ম্মাশ্রিত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, বৈশ্যই হউন, শূদ্রই হউন অথবা সামান্য জাতিই হউন, সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় পূজ্য হইবেন।[১৯৪] যে ব্যক্তি জাত্যভিমান বশতঃ চক্রমধ্যে জাতিভেদ বিচার করিবে, সে ব্যক্তি বেদান্ত-পারদর্শী হইলেও ঘোর-নরকগামী হইবে।[১৯৫]

চক্রমধ্যগত কৌলগণ বিশুদ্ধহৃদয় সাধু ও সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি কি প্রকারে পাপাশঙ্কা হইতে পারে![১৯৬] শিব-প্রদর্শিত পথানুবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যে কোন জাতীয় মানব যে পর্য্যন্ত চক্রমধ্যে অবস্থান করিবেন, সে পর্য্যন্ত শিবোক্ত আচারেরই অনুসরণ করিবেন; শিবের এইরূপই আজ্ঞা।[১৯৭] পরে তাঁহারা যখন চক্র হইতে বিনিঃসৃত হইবেন,

চক্রাদ্বিনিঃসৃতাঃ সর্ব্বে স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্।
লোকযাত্রাপ্রসিদ্ধ্যর্থং কুর্য্যুঃ কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৯৮ ॥
পুরশ্চর্য্যাশতেনাপি শবমুণ্ডচিতাসনাৎ।
চক্রমধ্যে সকৃৎ জপ্ত্বা তৎ ফলং লভতে সুধীঃ ॥ ১৯৯ ॥
ভৈরবীচক্রমাহাত্ম্যং কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
সকৃদেতৎ প্রকুর্ব্বাণঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০০॥
ষন্মাসং ভূমিপালঃ স্যাৎ বর্ষং মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্।
নিত্যং সমাচরন্ মর্ত্ত্যো ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০১ ॥

পুরশ্চর্য্যেত্যাদি। শবমুণ্ডচিতাসনাৎ শবাসনাৎ মুণ্ডাসনাৎ চিতাসনাচ্চ যৎ ফলং লভতে ॥ ১৯৯ ॥ ২০০ ॥

তখন সকলেই লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত স্ব স্ব বর্ণ ও স্ব স্ব আশ্রম বিহিত কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ সম্পাদন করিবেন।১৯৮

শত শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল হয়, বিহিত শবে, শবমুণ্ডে ও চিতাসনে আরোহণ পূর্ব্বক যথাবিহিত জপ করিলে যে ফল হয় (২২০), জ্ঞানী ব্যক্তি চক্র-মধ্যে একবারমাত্র জপ করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারেন।১৯৯

ভৈরবীচক্রের মহাত্ম্য বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে, কারণ একবার মাত্র এই চক্রের অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।২০০

ছয় মাসমাত্র নিত্য ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিলে ভূপতি হইতে পারা যায়; এক বৎসর অনুষ্ঠান করিলে সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয় সদৃশ হয় এবং যিনি নিয়ত প্রতি-দিন এই ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।২০১

---

(২২০) বিহিত শব, শবমুণ্ড ও চিতারোহণ পূর্ব্বক জপের নিয়ম এই যে,—"একাক্ষরো যদি মন্ত্রঃ দিক্‌সহস্রং তদা জপেৎ। দ্ব্যক্ষরেঽষ্টসহস্রন্তু ত্র্যক্ষরে চাযুতার্দ্ধকং। অতঃপরন্তু মন্ত্রজ্ঞো প্রণাষ্টকসহস্রকম্।" মন্ত্র যদি একাক্ষর হয়, তাহা হইলে ১০,০০৮, যদি দুই অক্ষর হয়, তাহা হইলে ৮,০০৮, যদি তিন অক্ষর হয়, তাহা হইলে ৫,০০৮, এবং ইহার অধিক যত অক্ষরেরই মন্ত্র হউক ১,০০৮ বার জপ করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে অবশ্য শবসংস্কারাদি অনেক কার্য্য আছে; তাহা গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

বহুনা কিমিহোক্তেন সত্যং জানীহি কালিকে।
ইহামুত্র সুখাবাপ্ত্যৈ কুলমার্গো হি নাপরঃ॥ ২০২॥
কলেঃ প্রাবল্যসময়ে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
গোপনাৎ কুলধর্ম্মস্য কৌলোঽপি নারকী ভবেৎ॥ ২০৩॥
কথিতং ভৈরবীচক্রং ভোগমোক্ষৈকসাধনম্।
তত্ত্বচক্রং কুলেশানি সাম্প্রতং বচ্মি তৎ শৃণু *॥ ২০৪॥
তত্ত্বচক্রং চক্ররাজং দিব্যচক্রং তদুচ্যতে।
নাত্রাধিকারঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মজ্ঞান্ সাধকান্ বিনা॥ ২০৫॥
পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ॥ ২০৬॥

বণ্মাসমিত্যাদি। বণ্মাসং ভৈরবীচক্রং সমাচরন্ মর্ত্ত্যো ভূমিপালঃ স্যাদিত্যেবমন্বয়ঃ॥ ২০১॥ ২০২॥ ২০৩॥ ২০৪॥
তত্ত্বচক্রমিত্যাদি। অত্র চক্ররাজে তত্ত্বচক্রে॥ ২০৫॥
পরব্রহ্মেত্যাদি। শান্তাঃ রাগদ্বেষাদিশূন্যাঃ॥ ২০৬॥

কালিকে! এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, কুলাচার ব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের আর অন্য কোন উপায় নাই।[২০২]

যখন কলি প্রবল হইবে এবং অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মই রহিত হইয়া আসিবে, ঐ সময় যদি কেহ কুলধর্ম্ম গোপন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কৌল হইলেও নরকগামী হইবে।[২০৩] কুলেশ্বরি! আমি ভোগ ও মোক্ষ লাভের একমাত্র কারণস্বরূপ ভৈরবীচক্রের বিবরণ কহিলাম। সম্প্রতি তত্ত্বচক্রের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২০৪]

তত্ত্বচক্র, সমুদায় চক্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাকে দিব্যচক্রও বলা হইয়া থাকে। এই চক্রে ব্রহ্মজ্ঞ সাধক ব্যতিরেকে অন্য সাধকদিগের অধিকার নাই।[২০৫] যাঁহারা পরমব্রহ্মের উপাসক, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, যাঁহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, যাঁহারা শান্ত এবং সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে নিরত।[২০৬]

---

* বচ্মি তে শৃণু ইত্যপি পাঠঃ।

নির্ব্বিকারা নির্ব্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যসঙ্কল্পকা ব্রাহ্মা-স্ত এবাত্রাধিকারিণঃ ॥ ২০৭ ॥
ব্রহ্মভাবেন তত্ত্বজ্ঞে যে পশ্যন্তি চরাচরম্* ।
তেষাং তত্ত্ববিদাং পুংসাং তত্ত্বচক্রেঽধিকারিতা ॥ ২০৮ ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাবঃ চক্রেঽস্মিংস্তত্ত্বসংজ্ঞকে।
যেষামুৎপদ্যতে দেবি তএব তত্ত্বচক্রিণঃ ॥ ২০৯ ॥
ন ঘটস্থাপনাত্রাস্তি ন বাহুল্যেন পূজনম্।
সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবেন সাধয়েৎ তত্ত্বসাধনম্ ॥ ২১০ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রী ব্রহ্মনিষ্ঠো ভবেচ্চক্রেশ্বরঃ প্রিয়ে।
ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং তত্ত্বচক্রং সমাচরেৎ † ॥ ২১১ ॥

নির্ব্বিকারেত্যাদি। অত্র তত্ত্বচক্রে ॥ ২০৭ ॥ ২০৮ ॥
সর্ব্বমিত্যাদি। ভাবো ভাবনা বিচিন্তনেত্যর্থঃ॥ ২০৯ ॥
ন ঘটেত্যাদি। তত্ত্বসাধনং তত্ত্বচক্রসাধনম্ ॥ ২১০ ॥ ২১১ ॥
অথ তত্ত্বচক্রস্য বিধানমাহ। রম্যে ইত্যাদিভিঃ ॥ ২১২ ॥

যাঁহারা বিকার-রহিত ও বিকল্প-রহিত, যাঁহারা দয়াশীল ও দৃঢ়ব্রত, যাঁহারা সত্য-সঙ্কল্প ও ব্রাহ্ম, তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রে অধিকারী।[২০৭] তত্ত্বজ্ঞে! এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যাঁহারা এই চরাচর জগৎ একমাত্র ব্রহ্মময় অবলোকন করেন, সেই সমুদায় তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষদিগেরই এই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে।[২০৮] দেবি! এই তত্ত্বচক্রের মধ্যে, সমুদায়ই ব্রহ্মময়, এইরূপ ভাব যাঁহাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই তত্ত্বচক্রের প্রকৃত অধিকারী।[২০৯]

এই তত্ত্বচক্রে ঘটস্থাপন নাই, পূজাবাহুল্যও নাই। সকল স্থলেই ব্রহ্মভাবে এই তত্ত্বচক্রে সাধন করিতে পারা যায়।[২১০] প্রিয়ে। যিনি ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক ও

---

* ব্রহ্মভাবেন তত্ত্বজ্ঞো যঃ পশ্যতি চরাচরম্ ইতি বা পাঠঃ।

† তত্ত্বচক্রং সমারভেৎ ইতি পাঠান্তরম্।

রম্যে সুনির্ম্মলে দেশে সাধকানাং সুখাবহে ।
বিচিত্রাসনমানীয় কল্পয়েদ্বিমলাসনম্ ॥ ২১২ ॥
তত্রোপবিশ্য চক্রেশঃ সহিতো ব্রহ্মসাধকৈঃ ।
আসাদয়েত্তু তত্ত্বানি স্থাপয়েদগ্রতঃ শিবে ॥ ২১৩ ॥
তারাদিপ্রাণবীজান্তং শতাবৃত্ত্যা জপন্ মনুম্ ।
সর্ব্বতত্ত্বেষু চক্রেশ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২১৪ ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২১৫ ॥

তত্রেত্যাদি। তত্র কল্পিতে বিমলাসনে। আসাদয়েৎ আনয়েৎ। তত্ত্বানি মদ্যাদীনি ॥ ২১৩ ॥

তারাদীত্যাদি। ততো মদ্যাদিষু সর্ব্বতত্ত্বেষু তারাদিপ্রাণবীজান্তং তারঃ প্রণব আদির্যস্য স তারাদিঃ প্রাণবীজং হংস ইতি বীজমন্ত্রো যস্য সঃ প্রাণবীজান্তঃ তারাদিশ্চাসৌ প্রাণবীজান্তশ্চ তারাদিপ্রাণবীজান্তস্তং মনুম্ ওঁ হংস ইতি মন্ত্রং শতাবৃত্ত্যা জপংশ্চক্রেশ ইমং বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২১৪ ॥

মন্ত্রমেবাহ, ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি ॥ ২১৫ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই এস্থলে চক্রেশ্বর হইবেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন সাধকদিগের সহিত তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবেন।[২১১]

যে স্থান উত্তম পরিষ্কৃত নির্ম্মল ও রমণীয়, যে স্থান সাধকদিগের উত্তম সুখজনক, সেই স্থানে ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক বিচিত্র আসন সমুদায় স্থাপিত করিয়া উত্তম উপবেশনস্থান প্রস্তুত করিবেন।[২১২] শিবে! পরে চক্রেশ্বর সেই স্থানে ব্রহ্মসাধকদিগের সহিত উপবেশন করিয়া তত্ত্ব সমুদায় আনয়নপূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপন করিবেন।[২১৩] চক্রেশ্বর সমুদায় তত্ত্বের উপরি 'ওঁ হংসঃ' এই মন্ত্র (অষ্টোত্তর) শতবার জপ করিয়া ("ব্রহ্মার্পণং" ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিবেন।[২১৪] (মন্ত্রার্থ যথা—) যাহা দ্বারা অর্পণ করিতেছি, তাহা ব্রহ্ম; যাহা অর্পণ করিতেছি, তাহাও ব্রহ্ম। যাঁহাতে অর্পণ করিতেছি, তিনি ব্রহ্ম; যিনি অর্পণ করিতেছেন, তিনিও ব্রহ্ম। এইরূপ ব্রহ্মময় কর্ম্মের সমাধি (একাগ্রতা সহকারে ধ্যান) দ্বারা সাধক ব্রহ্মতেই লয় প্রাপ্ত হয়েন।[২১৫] এই মন্ত্র সাতবার বা তিনবার জপ

সপ্তধা বা ত্রিধা জপ্ত্বা তানি সর্ব্বাণি শোধয়েৎ ॥ ২১৬ ॥
ততো ব্রাহ্মেণ মনুনা সমর্প্য পরমাত্মনে।
ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥ ২১৭ ॥
ব্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ।
ন দেশকালনিয়মো ন পাত্রনিয়মস্তথা ॥ ২১৮ ॥
যে কুর্ব্বন্তি নরা মূঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ।
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২১৯ ॥
অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকোত্তমৈঃ।
তত্ত্বচক্রমনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্মকামার্থমুক্তয়ে ॥ ২২০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

গৃহস্থানামশেষেণ ধর্ম্মানকথয়ৎ প্রভো।
সংন্যাসবিহিতান্ ধর্ম্মান্ কৃপয়া বক্তুমর্হসি ॥ ২২১ ॥

সপ্তধেত্যাদি। ইমং মন্ত্রং সপ্তধা ত্রিধা বা জপ্ত্বা সর্ব্বাণি তানি মদ্যাদীনি শোধয়েৎ ॥ ২১৬ ॥

তত ইত্যাদি ব্রাহ্মেণ মনুনা ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেতি মন্ত্রেণ ॥ ২১৭ ॥

ব্রহ্মচক্রে ইত্যাদি। ব্রহ্মচক্রে তত্ত্বচক্রে ॥ ২১৮॥ ২১৯ ॥ ২২০ ॥

করিয়া সেই সমুদায় তত্ত্ব শোধন করিতে হইবে।[২১৬] অনন্তর "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম (ব্রহ্মার্পণমন্ত্র)" এই মন্ত্রদ্বারা তৎসমুদায় পরব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদিগের সহিত পান ও ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।[২১৭]

মহেশ্বরি! এই ব্রহ্মচক্রে জাতিভেদ বিচার করিবে না; ইহাতে দেশ, কাল বা পাত্রের বিচার নাই; অথবা কত পাত্র গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারও নিয়ম নাই।[২১৮] যে মূঢ় ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ এই দিব্যচক্রে জাতি ভেদ বা কুলভেদ বিচার করে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।[২১৯] অতএব যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, সেই সকল সাধকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ লাভের নিমিত্ত (সাধকশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মদিগের সহিত) সর্ব্বপ্রযত্নে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবেন।[২২০]

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সংন্যাস উচ্যতে ।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যস্তৎ সর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ২২২॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি ।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সংন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥২২৩॥
বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্ ।
ত্যক্ত্বাসমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রব্রজন্নারকী ভবেৎ ॥ ২২৪ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা ॥ ২২৫ ॥

এবমশেষান্ গৃহস্থধর্ম্মান্ শ্রুত্বা অধুনা সন্ন্যাসিধর্ম্মান্ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ. গৃহস্থানামিত্যাদি ॥ ২২১ ॥

এবং প্রেরিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, অবধূতেত্যাদি। তৎ বিধানম্। সাম্প্রতমিদানীম্ ॥ ২২২ ॥

সংন্যাসগ্রহণবিধানমেবাহ, ব্রহ্মজ্ঞানে ইত্যাদিভিঃ। অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ আত্মবিদ্যাভিজ্ঞঃ ॥ ২২৩ ॥ ২২৪ ॥ ২২৫ ॥

শ্রীদেবী কহিলেন। প্রভো! আপনি গৃহস্থ-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে কহিলেন, এক্ষণে কৃপা করিয়া সংন্যাস-ধর্ম্ম ব্যক্ত করুন।২২১

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! কলিযুগে অবধূতাশ্রমকেই সন্ন্যাস বলে। যেরূপে এই সংন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর।২২২ যখন ব্রহ্মজ্ঞান বদ্ধমূল হইবে, যখন সমুদায় কাম্য কর্ম্ম রহিত হইয়া আসিবে, তৎকালে অধ্যাত্মবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন।২২৩

বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু পুত্র, পতিব্রতা ভার্য্যা, অসমর্থ পোষ্যবর্গ, এ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন, তিনি নিরয়গামী হইবেন (৩১৯)।২২৪ কুলাবধূত সংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও সামান্য জাতি, এই পাঁচ বর্ণেরই অধিকার আছে।২২৫

---

(৩১৯)—বেদে বিহিত হইয়াছে যে, যে ক্ষণে বৈরাগ্যোদয় হইবে, সেই ক্ষণেই সংন্যাস

সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিতোষ্য পরানপি।
নির্ম্মমো নিলয়াদ্গচ্ছেৎ নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২৬ ॥
আহূয় স্বজনান্ বন্ধূন্ গ্রামস্থান্ প্রতিবাসিনঃ।
প্রীত্যানুমতিমন্বিচ্ছেৎ গৃহাজ্জিগমিষুর্জ্জনঃ ॥ ২২৭ ॥
তেষামনুজ্ঞামাদায় প্রণম্য পরদেবতাম্।
গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষো গৃহাদিয়াৎ ॥ ২২৮ ॥
মুক্তঃ সংসারপাশেভ্যঃ পরমানন্দনির্বৃতঃ।
কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গত্বা সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥ ২২৯ ॥

সম্পাদ্যেত্যাদি। সম্পাদ্য সাধয়িত্বা। পরান্ পিত্রাদিভিন্নান্। নির্ম্মমঃ গৃহাদিবিষয়মমতাশূন্যঃ। নিলয়াৎ গৃহাৎ ॥ ২২৬ ॥
আহূয়েত্যাদি। অনুমতিমন্বিচ্ছেৎ অনুজ্ঞামাদদ্যাৎ ॥ ২২৭ ॥
তেষামিত্যাদি। নিরপেক্ষঃ নিস্পৃহঃ। ইয়াৎ গচ্ছেৎ ॥ ২২৮ ॥
মুক্ত ইত্যাদি। পরমানন্দনির্বৃতঃ পরমানন্দে নিমগ্নঃ ॥ ২২৯ ॥

সাধক, গৃহস্থের কর্ম্ম সমুদায় সমাধা করিয়া আত্মীয়স্বজন সকলেরই পরিতোষ সম্পাদন পূর্ব্বক মমতারহিত কামনারহিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইবেন।[২২৬] যিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে অভিলাষী হইবেন, তিনি আত্মীয়স্বজনগণকে বন্ধুবান্ধবগণকে প্রতিবাসিগণকে এবং গ্রামস্থ জনগণকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিবেন।[২২৭] পরে সকলের অনুমতি লইয়া অভীষ্ট দেবতাকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া নিরপেক্ষ হৃদয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন।[২২৮] অনন্তর সংসার-পাশ-রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম আনন্দে পূর্ণ ও

গ্রহণ করিবে। পরন্তু এস্থলে কথিত হইল যে, বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে না। এস্থলে মীমাংসা এই যে, যদি শুকদেব শঙ্করাচার্য্য গৌরাঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় তীব্র বৈরাগ্য হয়, তাহা হইলে মাতা পিতা যুবতী পত্নী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াও প্রব্রজ্যা অবলম্বন করা যাইতে পারে। পরন্তু যদি সামান্য বৈরাগ্যোদয় হয়, তাহা হইলে মাতা পিতা পত্নী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন্ মমৈতদ্বিগতং বয়ঃ।
প্রসাদং কুরু মে নাথ সংন্যাসগ্রহণং প্রতি ॥ ২৩০ ॥
নিবৃত্তগৃহকর্ম্মাণং বিচার্য্য বিধিবদ্‌গুরুঃ।
শান্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য দ্বিতীয়াশ্রমমাদিশেৎ ॥ ২৩১ ॥
ততঃ শিষ্যঃ কৃতস্নানো* যতাত্মা বিহিতাহ্নিকঃ।
ঋণত্রয়বিমুক্ত্যর্থং দেবর্ষীনর্চ্চয়েৎ পিতৄন্ ॥ ২৩২ ॥
দেবা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্বগণৈঃ সহ।
ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ দেবব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥ ২৩৩ ॥

যৎ প্রার্থয়েৎ তদাহ, গৃহাশ্রমে ইত্যাদিনা ॥ ২৩০ ॥

নিবৃত্তেত্যাদি। শান্তম্ উপরতচিত্তম্ ॥ ২৩১ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং যতাত্মা সংযতমনাঃ শিষ্যঃ কৃতস্নানো বিহিতাহ্নিকশ্চ ভূত্বা ঋণত্রয়বিমুক্ত্যর্থং দেবর্ষীন্ দেবান্ ঋষীন্ পিতৄংশ্চার্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ২৩২ ॥

ঋণবিমুক্ত্যর্থং যে দেবা ঋষয়শ্চ পূজ্যাস্তানাহ. দেবা ইত্যাদিনা। ব্রহ্মা চ

নির্বৃত হৃদয়ে কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবেন যে,[২২৯] পরব্রহ্মন্! গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক আমার এই বয়স অতিবাহিত হইয়াছে; নাথ! আমি এক্ষণে সংন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।[২৩০]

অনন্তর গুরু, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় নিবৃত্ত হইয়াছে কি না, বিচার করিয়া, এবং তাঁহাকে (পরীক্ষা পূর্ব্বক) প্রকৃত প্রস্তাবে শমদমসম্পন্ন ও বিবেকযুক্ত দেখিয়া দ্বিতীয় আশ্রম গ্রহণ করিতে আদেশ করিবেন। তখন শিষ্য স্নান করিয়া সংযতেন্দ্রিয় ও সংযত শরীর হইয়া আহ্নিককার্য্য সমাধা করিবেন। পরে তিনি দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয় হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত দেবগণ ঋষিগণ ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবেন [২৩২] এস্থলে অনুচরগণ সমেত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র,ইঁহারাই দেবগণের মধ্যে গণ্য হইবেন;

---

* কৃতস্নায়ী ইতি পাঠান্তরম্।

অত্র যে পিতরঃ পূজ্যা বক্ষ্যামি শৃণু তানপি ॥২৩৪॥
পিতা পিতামহশ্চৈব প্রপিতামহ এব চ।
মাতা পিতামহী দেবী তথৈব প্রপিতামহী।
মাতামহাদয়োঽপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োঽপি চ ॥২৩৫॥
প্রাচ্যামৃষীন্ যজেদ্দেবান্ দক্ষিণস্যাং পিতৄন্ যজেৎ।
মাতামহান্ প্রতীচ্যাঞ্চ পূজয়েন্ন্যাসকর্ম্মণি ॥ ২৩৬ ॥

বিষ্ণুশ্চ স্বগণৈঃ সহ রুদ্রশ্চৈতে দেবাঃ সংন্যাসকর্ম্মণি পূজ্যাঃ। সনক আদ্যো যেষাং তে সনকাদ্যাঃ সনকসনন্দনসনাতনাদ্যাঃ সনকসজাতীয়া ঋষয়ঃ তথা দেবর্ষয়োঃ নারদাদয়ো ব্রহ্মর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়শ্চ পূজ্যাঃ ॥ ২৩৩ ॥

অত্রেত্যাদি। অত্র সংন্যাসকর্ম্মণি ॥ ২৩৪ ॥

ঋণবিমুক্ত্যর্থং পূজ্যান্ পিতৄনেবাহ, পিতেত্যাদিসার্দ্ধেন। এবং পিত্রাদি-বন্মাতামহাদয়োঽপি পূজ্যাঃ এবমন্বয়ঃ। আদিনা প্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহয়োঃ প্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহ্যোশ্চ গ্রহণম্ ॥ ২৩৫ ॥

নন্থ কস্যাং কস্যাং দিশি দেবানৃষীন্ পিতৃংশ্চ পূজয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, প্রাচ্যামিত্যাদি। সংন্যাসকর্ম্মণি দেবানৃষীংশ্চ প্রাচ্যাং পূর্ব্বস্যাং দিশি যজেৎ। দক্ষিণস্যাং দিশি পিতৄন্ পিত্রাদীন্ যজেৎ। প্রতীচ্যাং পশ্চিমায়াং দিশি মাতা-মহান্মাতামহপ্রভৃতীন্ পূজয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥

অথ সংক্ষেপতো দেবাদীনাং পূজায়া বিধানমাহ, পূর্ব্বাদিক্রমত ইত্যাদিভিঃ।

এবং সনক সনন্দ সনাতন প্রভৃতি ঋষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ,ও ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ইহাঁরা ঋষিগণের অন্তর্গত।২৩৩ আর এই সংন্যাস গ্রহণের সময় যে যে পিতৃগণের পূজা করিতে হইবে, তাহাও তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর।২৩৪ পিতা পিতামহ প্রপিতামহ, মাতা পিতামহী প্রপিতামহী, মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহী, ইহাঁরা এস্থলে পিতৃগণের অন্তর্গত।২৩৫

দেবি! সংন্যাস গ্রহণ করিবার সময় পূর্ব্বদিকে দেবগণের এবং ঋষিগণের পূজা করিবে, দক্ষিণদিকে পিতৃপক্ষের পূজা করিতে হইবে, এবং পশ্চিম দিকে মাতামহপক্ষের পূজা করিবে।২৩৬ পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া

পূর্ব্বাদিক্রমতো দত্ত্বাৎ আসনানাং দ্বয়ং দ্বয়ম্ ।
দেবাদীন্ ক্রমতস্তত্রা-বাহ্য পূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৩৭ ॥
সমর্চ্চ্য বিধিবত্তেভ্যঃ পিণ্ডান্ দত্ত্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ।
পিণ্ডপ্রদানবিধিনা দত্ত্বা পিণ্ডং যথাক্রমম্ ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৩৮ ॥
তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকা গণাঃ ।
গুণাতীতপদে যুয়ম্ অনৃণীকুরুতাচিরাৎ ॥ ২৩৯ ॥
ইত্যানৃণ্যমর্থয়িত্বা প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ।
ঋণত্রয়বিনির্ম্মুক্ত আত্মশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৪০ ॥

পূর্ব্বাদিক্রমতঃ পূর্ব্বাদিক্রমেণ তিসৃষু দিক্ষ্বাসনানাং দ্বয়ং দ্বয়ং দদ্যাৎ। তত্রাসনানাং দ্বয়ে দ্বয়ে ক্রমতো দেবাদীনাবাহ্য তেষাং পূজাং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৩৭ ॥

সমর্চ্চ্যেত্যাদি। দেবর্ষিপিতৃন্ বিধিবৎ সমর্চ্চ্য তেভ্যো দেবর্ষিপিতৃভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডান্ বিধিবদ্দদ্যাৎ। বক্ষ্যমাণেন পিণ্ডদানবিধিনা দেবাদিভ্যো যথাক্রমং পিণ্ডং দত্ত্বা কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা পিতৃদেবতাঃ প্রার্থয়েৎ ॥ ২৩৮ ॥

কিং প্রার্থয়েত্তত্রাহ, তৃপ্যধ্বমিত্যাদি। হে পিতরো দেবা দেবর্ষয়ো মাতৃগণাশ্চ যূয়ং তৃপ্যধ্বম্। গুণাতীতপদে অতিক্রান্তগুণে পদে ব্রজন্তং মামচিরাদতিশীঘ্রমেব যূয়মনৃণী কুরুত ॥ ২৩৯ ॥ ২৪০ ॥

সকলের নিমিত্ত দুই দুই আসন স্থাপন করিবে। এই আসনে ক্রমশঃ দেব প্রভৃতির আবাহন করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিবে।২৩৭ অনন্তর যথাবিধানে সকলের অর্চ্চনা করিয়া প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডপ্রদান করিবে। এইরূপে পিণ্ডদানের বিধানানুসারে যথাক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃগণের নিকট ও দেবগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে যে, ২৩৮ পিতৃগণ! মাতৃগণ! দেবগণ! দেবর্ষিগণ! আপনারা সকলে তৃপ্ত হউন। আমি গুণাতীত পদে গমন করিতেছি,আপনারা শীঘ্র আমাকে স্ব স্ব ঋণ হইতে মুক্ত করুন।২৩৯ এইরূপে আনৃণ্য প্রার্থনা করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক ঋণত্রয় হইতে নির্মুক্ত হইয়া আত্মশ্রাদ্ধ করিবে।২৪০

পিতা হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং তৎপিতা প্রপিতামহঃ।
আত্মন্যাত্মার্পণার্থায় কুর্য্যাদাত্মক্রিয়াং সুধীঃ ॥ ২৪১ ॥
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা পূর্ব্ববৎ কল্পিতাসনে।
আবাহ্যাত্মপিতৄন্ দেবি দদ্যাৎ পিণ্ডং সমর্চ্চয়ন্ ॥ ২৪২ ॥
প্রাগগ্রান্ দক্ষিণাগ্রাংশ্চ পশ্চিমাগ্রান্ যথাক্রমাৎ।
পিণ্ডার্থমাস্তরেদ্দর্ভান্ উদগগ্রান্ স্বকর্ম্মণি ॥ ২৪৩ ॥
সমাপ্য শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি গুরুদর্শিতবর্ত্মনা।
মুমুক্ষুশ্চিত্তশুদ্ধ্যর্থম্ ইমং মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ২৪৪ ॥

আত্মশ্রাদ্ধকরণে হেতুং দর্শয়ন্নাহ, পিতা হীত্যাদি। হি যতঃ সর্ব্বেষামাত্মৈব পিতা তৎপিতা পিতামহঃ প্রপিতামহশ্চ স্যাৎ অতঃ আত্মনি পরমাত্মনি আত্মনোঽর্পণার্থায় সুধীর্বিদ্বান্ আত্মক্রিয়াং কুর্য্যাৎ ॥ ২৪১ ॥

সংক্ষেপতঃ আত্মনঃ শ্রাদ্ধস্য বিধানমাহ, উত্তরাভিমুখ ইত্যাদিনা। আত্মপিতৄন্ আত্মস্বরূপান্ পিত্রাদীন্ ॥ ২৪২ ॥

প্রাগগ্রানিত্যাদি। পিণ্ডার্থং দেবর্ষিপিত্রুদ্দেশ্যকপিণ্ডদানার্থং যথাক্রমাৎ ক্রমেণৈব প্রাক্ প্রাচ্যাং দিশ্যগ্রাণি যেষাং তান্ প্রাগগ্রান্ দক্ষিণাগ্রান্ পশ্চিমাগ্রাংশ্চ দর্ভান্ কুশানাস্তরেদাচ্ছাদয়েৎ। স্বকর্ম্মণি এবাত্মশ্রাদ্ধক্রিয়ায়াং তু উদক্ উদীচ্যামগ্রাণি যেষাং তথাভূতান্ দর্ভানাস্তরেৎ ॥ ২৪৩ ॥ ২৪৪ ॥

পিতাই সকলের আত্মা; পিতামহ ও প্রপিতামহ, ইহাঁরাও আত্মা হইতে পৃথক্ নহেন। অতএব পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মশ্রাদ্ধ করিবেন।[২৪১] দেবি! পূর্ব্ববৎ পরিকল্পিত আসনে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক আত্মস্বরূপ পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া অর্চ্চনা সহকারে পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদান করিবে।[২৪২] দেবগণের ঋষিগণের ও পিতৃগণের পিণ্ডদানের নিমিত্ত (পূর্ব্বের ন্যায়) যথাক্রমে পূর্ব্বাভিমুখ দক্ষিণাভিমুখ এবং পশ্চিমাভিমুখ কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া আপনার পিণ্ডদানের নিমিত্ত উত্তরাভিমুখ কুশ বিস্তীর্ণ করিতে হইবে।[২৪৩]

মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরু প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত একশত আট বার (হ্রীঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি) মন্ত্র জপ

হ্রীঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ ॥ ২৪৫ ॥
উপাসনানুসারেণ বেদ্যাং মণ্ডলপূর্ব্বকম্ ।
সংস্থাপ্য কলসং তত্র গুরুঃ পূজাং সমারভেৎ * ॥ ২৪৬ ॥
ততস্তু পরমং ব্রহ্ম ধ্যাত্বা শাম্ভববর্ত্মনা ।
বিধায় পূজাং ব্রহ্মজ্ঞো বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ ॥ ২৪৭ ॥
প্রাগুক্তসংস্কৃতে বহ্নৌ স্বকল্পোক্তাহুতিং গুরুঃ ।
দত্বা শিষ্যং সমাহূয় সাকল্যং হাবয়েত্ত তম্ * ॥ ২৪৮ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, হ্রীঁ ত্র্যম্বকমিত্যাদিকম্ ॥ ২৪৫ ॥

উপাসনেত্যাদি। ততঃ উপাসনায়া অনুসারেণ রচিতায়াং বেদ্যাং মণ্ডল-পূর্ব্বকং কলসং সংস্থাপ্য তত্র কলসে শিষ্যস্যেষ্টদেবতায়াঃ পূজাং গুরুঃ সমারভেৎ ॥ ২৪৬ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। শিষ্যেষ্টদেবতাপূজনাদনন্তরং তু ব্রহ্মজ্ঞো গুরুঃ পরমং ব্রহ্ম ধ্যাত্বা শাম্ভববর্ত্মনা তস্য পূজাং চ বিধায় বেদ্যাং বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৪৭ ॥

প্রাগুক্তেত্যাদি। ততঃ প্রাগুক্তেন বিধিনা সংস্কৃতে বহ্নৌ স্বকল্পোক্তাহুতিং স্বস্বকল্পে উক্তামাহুতিং দত্বা গুরুস্তং শিষ্যং সমাহূয় তেন সাকল্যমগ্নৌ হাবয়েৎ ॥ ২৪৮ ॥

করিবে (২২২)।[২৪৪।২৪৫] অনন্তর গুরু বেদীতে মণ্ডল রচনানন্তর তদুপরি কলস সংস্থাপন পূর্ব্বক উপাস্য দেবতা ভেদে যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে পূজা আরম্ভ করিবেন।[২৪৬] অনন্তর সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শম্ভু প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে পরম ব্রহ্মের ধ্যান পূর্ব্বক পূজা করিয়া পশ্চাৎ বহ্নিস্থাপন করিবেন।[২৪৭]

অনন্তর গুরু পূর্ব্ব-কথিত সংস্কৃত বহ্নিতে স্বকল্পোক্ত অর্থাৎ দেবতাভেদে তত্তদ্বিষয়ে বিহিত আহুতি প্রদান করিয়া শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক সাকল্য

---

* গুরুপূজাং সমাচরেৎ ইতি পাঠান্তরম্।

* সাকল্যং হাবয়েত্তু তম্ ইতি পাঠস্তু প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ।

(২২২)—এই মন্ত্রের অর্থ ২৩৮ পৃষ্ঠাতে বিবৃত হইয়াছে।

আদৌ ব্যাহৃতিভির্হুত্বা প্রাণহোমং প্রকল্পয়েৎ।
প্রাণাপানৌ সমানশ্চো-দানব্যানৌ চ বায়বঃ ॥ ২৪৯ ॥
তত্ত্বহোমং ততঃ কুর্য্যাৎ দেহাত্মাধ্যাসমুক্তয়ে।
পৃথিবী সলিলং বহ্নি-র্বায়ুরাকাশমেব চ। ২৫০ ॥
গন্ধো রসশ্চ রূপঞ্চ স্পর্শঃ শব্দো যথাক্রমাৎ।
ততো বাক্‌পাণিপাদাশ্চ পায়ূপস্থৌ ততঃ পরম্ ॥ ২৫১ ॥

আদাবিত্যাদি। আদৌ প্রথমতো ভূরাদিভির্ব্যাহৃতিভিঃ সাকল্যং হুত্বা ততঃ প্রাণহোমং শরীরস্থপ্রাণাদিপঞ্চবায়ুহোমং প্রকল্পয়েৎ কুর্য্যাৎ। হোতব্যান্ প্রাণাদীন্ পঞ্চবায়ূনাহ, প্রাণেত্যাদ্যর্দ্ধেন ॥ ২৪৯ ॥

তত্ত্বেত্যাদি। ততঃ পরং দেহাত্মাধ্যাসমুক্তয়ে শরীরনিষ্ঠাত্মত্বজ্ঞানবিমুক্ত্যর্থং যথাক্রমং তত্ত্বহোমং পৃথ্বীজলাদিচতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বহবনং কুর্য্যাৎ। ক্রমেণৈব হবনীয়ানি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যাহ, পৃথিবীত্যাদিনাহঙ্কার ইত্যন্তেন কিঞ্চিদধিকেন সপাদদ্বয়েন ॥ ২৫০ ॥

গন্ধ ইত্যাদি। পৃথিব্যাদিপঞ্চতত্ত্বহবনানন্তরং গন্ধাদিপঞ্চতত্ত্বানি যথাক্রমাৎ হোতব্যানি। ততো বাগাদিপঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হবনীয়ানি। ততঃ পরং শ্রোত্রা-

---

হোম করাইবেন (২২৩)।[২৪৮] প্রথমতঃ ব্যাহৃতি-হোম (২২৪) করিয়া পশ্চাৎ প্রাণ-হোম করিবে। এই প্রাণহোমের সময় প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান, এই পঞ্চ বায়ুর প্রত্যেকেরই হোম করিতে হইবে (৩২৩)।[২৪৯] অনন্তর দেহে আত্মার অধ্যাস বিনিবৃত্তির (২২৫) নিমিত্ত তত্ত্বহোম করিতে হইবে। (তদ্‌যথা)—পৃথিবী, সলিল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ (এই পঞ্চ ভূত);[২৫০] গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ (এই পঞ্চ ভূতের পঞ্চগুণ); বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু

---

(২২৩)—সমুদায় তত্ত্ব আহুতি দিবার নাম অথবা সমষ্টি আহুতি দিবার নাম সাকল্য হোম।

(২২৪)—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা, এই কয়েকটী মন্ত্রে যথাক্রমে আহুতিদান করাকে ব্যাহৃতি হোম বলে।

(২২৫)—স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহই আত্মা এরূপ সংস্কারকে, দেহাত্মাধ্যাস বলা যায়। দেহের উপাদান চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও দৈহিক ক্রিয়ার আহুতি প্রদান করিলেই দেহের নাশহেতু দেহাত্মাধ্যাসেরও নিরাস হইল। তখন কেবলমাত্র এক আত্মাস্বরূপে অবস্থিতিরূপ সংন্যাস হইল।

শ্রোত্রং ত্বঙ্ নয়নং জিহ্বা ঘ্রাণং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ ।
মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তঞ্চা-হঙ্কারো দেহজাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৫২ ॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি যানি চ * ॥২৫৩ ॥
এতানি মে পদান্তে চ শুদ্ধ্যন্তাং পদমুচ্চরেৎ ।
হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং দ্বিঠ ইত্যপি † ॥২৫৪ ॥

দীনি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি হোতব্যানি। ততো মন আদীনি চত্বারি তত্ত্বানি হবনীয়ানি। ততো দেহজাঃ ক্রিয়াঃ হোতব্যাঃ ॥ ২৫১ ॥ ২৫২ ॥

সর্ব্বাণীত্যাদি। ততঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি যানি চ প্রাণকর্ম্মাণি তান্যপি হবনীয়ানি ॥ ২৫৩ ॥

প্রাণাদিপঞ্চবায়ূনাং পৃথিব্যাদিচতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং দেহজক্রিয়াণাং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং প্রাণাদিবায়ুকর্ম্মণাঞ্চ হোতব্যমন্ত্রমাহ, এতানীত্যাদিনা। পূর্ব্বং এতানি মে ইত্যুচ্চরেৎ। তৎপদান্তে চ শুদ্ধ্যন্তামিতি পদমুচ্চরেৎ। ততো হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসমিত্যুচ্চরেৎ। ততো দ্বিঠঃ স্বাহেত্যপ্যুচ্চরেৎ। যোজনয়া এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাং হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেনৈব প্রাণাদীনি প্রাণকর্ম্মপর্য্যন্তানি সর্ব্বানি জুহুয়াৎ। যথা প্রাণাপানসমানোদানব্যানা মে শুদ্ধ্যন্তাং হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহেতি প্রাণাদীন্ জুহুয়াদিতি। এবং সর্ব্বত্র যোজনা ॥ ২৫৪ ॥

ও উপস্থ (পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়);[২৫১] শ্রোত্র, ত্বক্, নয়ন, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ; দেহজ সমুদায় কার্য্য,[২৫২] সমুদয় ইন্দ্রিয়কার্য্য এবং সমুদায় প্রাণকার্য্য[২৫৩], এই সমুদায় পদ যথাযথ উচ্চারণপূর্ব্বক 'এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্' অর্থাৎ এই সমস্তই আমার শুদ্ধ হউক, এই পদ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে 'হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা' ইহাও পাঠ করিবে (২২৬)।[২৫৪]

---

* প্রাণিকর্ম্মাণি যানি চ ইতি বা পঠনীয়ম্।

† বিপাপ্মা ভূয়াসমিত্যপি ইত্যপি পাঠঃ।

(৩২৪)—প্রাণহোমের মন্ত্রোদ্ধার যথা। প্রাণাপানসমানোদানব্যানা মে শুদ্ধ্যন্তাং হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা। টীকাকার এইরূপ যে মন্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি কর্ম্মাণি দৈহিকানি চ।
হুত্বাগ্নৌ নিষ্ক্রিয়ো দেহং মৃতবচ্চিন্তয়েত্ততঃ॥ ২৫৫॥
বিভাব্য মৃতবৎ কায়ং রহিতং সর্ব্বকর্ম্মণা।
স্মরংস্তৎ পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞসূত্রং সমুদ্ধরেৎ॥ ২৫৬॥
ঐঁ ক্লীঁ হংস ইতি মন্ত্রেণ স্কন্ধাদুত্তার্য্য তত্ত্ববিৎ *।
যজ্ঞসূত্রং করে কৃত্বা পঠিত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ম্।
বহ্নিজায়াং সমুচ্চার্য্য ঘৃতাক্তমনলে ক্ষিপেৎ॥ ২৫৭॥

চতুর্ব্বিংশতীত্যাদি। এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি দৈহিকানি কর্ম্মাণি চাগ্নৌ হুত্বা নিষ্ক্রিয়ঃ ক্রিয়াভ্যো নিষ্ক্রান্তশ্চ ভূত্বা ততো দেহং মৃতবচ্চিন্তয়েৎ॥ ২৫৫॥

বিভাব্যেত্যাদি। সর্ব্বকর্ম্মণা রহিতং মৃতবচ্চ কায়ং দেহং বিভাব্য বিচিন্ত্য তৎ জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধং পরমং ব্রহ্ম স্মরন্ সন্ যজ্ঞসূত্রং যজ্ঞোপবীতং সমুদ্ধরেৎ উরঃস্থলাৎ স্কন্ধং নয়েৎ॥ ২৫৬॥

ঐমিত্যাদি। ততঃ তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মবিজ্জনঃ ঐঁ ক্লীঁ হুমিতি মন্ত্রেণ যজ্ঞসূত্রং

এই প্রকারে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও সমুদায় দৈহিক কর্ম্ম প্রভৃতি অগ্নিতে হোম করিয়া আপনি নিষ্ক্রিয় হইয়া নিজ শরীর মৃতবৎ ভাবনা করিবে। ২৫৫

এইরূপে নিজ শরীরকে মৃতবৎ ও আপনাকে সর্ব্ব-কর্ম্ম-বিরহিত ভাবনা করিয়া পরমব্রহ্ম স্মরণ পূর্ব্বক গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র উন্মোচন করিবে।২৫৬

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি 'ঐঁ ক্লীঁ হংসঃ' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে স্কন্ধ হইতে উক্ত যজ্ঞসূত্র

---

* হংস ইত্যত্র হুঁ ইতি, তত্ত্ববিৎ ইত্যত্র মন্ত্রবিৎ ইতি চ পাঠান্তরম্।

তন্ত্রেও দৃষ্ট হয়। পরন্তু মূলে যেরূপ আছে তদনুযায়ী করিতে হইলে 'প্রাণাপানসমানোদানব্যানা এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাং' ইত্যাদি রূপ হইবে। ইহার অর্থ এই যে, প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান, আমার এই পঞ্চ বায়ু শোধিত অর্থাৎ উন্মূলিত হউক; আমি হ্রীঁ অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, রজোগুণাতীত ও অবিদ্যারূপ মলিনতা-বিনির্ম্মুক্ত হই।

এইরূপ সমুদায় স্থলেই যোজনা করিতে হইবে। যথা। পৃথিবী সলিলং বহ্নির্বায়ুরাকাশম্ (পৃথিব্যাপ্‌তেজোবায্‌াকাশানি) এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্ ইত্যাদি। এইরূপ 'গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দা', 'বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থা', 'শ্রোত্রত্বঙ্‌নয়নজিহ্বাঘ্রাণা', 'মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারা', 'দেহজাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মানি যানি চ।' সর্ব্বত্র শেষে, 'এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাং বিরজা বিপাপ্মা

হুত্বৈবমুপবীতঞ্চ কামবীজং সমুচ্চরন্ ।
ছিত্ত্বা শিখাং করে কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ২৫৮ ॥
ব্রহ্মপুত্রি শিখে ত্বং হি বালরূপা তপস্বিনী ।
দীয়তে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোঽস্তু তে ॥২৫৯॥
কামং মায়াং কূর্চ্চমন্ত্রং * বহ্নিজায়ামুদীরয়ন্ ।
তস্মিন্ সুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখাহোমং সমাচরেৎ ॥ ২৬০ ॥

স্কন্ধাদুত্তার্য্য করে হস্তে চ কৃত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ং পঠিত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ান্তে চ বহ্নিজায়াং স্বাহেতি পদং সমুচ্চার্য্য ঘৃতাক্তং ঘৃতসংযুক্তং যজ্ঞসূত্রমনলেঽগ্নৌ ক্ষিপেৎ ॥ ২৫৭ ॥

হুত্বেত্যাদি। এবং প্রকারেণোপবীতং যজ্ঞসূত্রমগ্নৌ হুত্বা কামবীজং ক্লীমিতি বীজং সমুচ্চরন্ সন্ শিখাং ছিত্ত্বা করে চ কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিযোজয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ২৫৮ ॥

ব্রহ্মেত্যাদি। ততো ব্রহ্মপুত্রি ইত্যাদ্যং নমোঽস্তু তে ইত্যন্তং মন্ত্রমুদীরয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ তস্মিন্ সুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখায়া হোমং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥২৫৯॥২৬০॥২৬১॥

নামাইয়া হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত করিয়া ব্যাহৃতিত্রয়ের অন্তে 'স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ সহকারে ঐ যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন।[২৫৭]

এইরূপে যজ্ঞোপবীত আহুতি দিয়া 'ক্লীঁ' এই বীজ উচ্চারণ-পুরঃসর শিখা-চ্ছেদন পূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়া ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।[২৫৮] (পরে "ব্রহ্মপুত্রি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, মন্ত্রার্থ যথা—) ব্রহ্মপুত্রি! শিখে! তুমি বালরূপা তপস্বিনী আমি তোমাকে পাবকে স্থান দান করিতেছি; এক্ষণে দেবি! তুমি গমন কর, তোমাকে নমস্কার।[২৫৯] পরে 'ক্লীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই সুসংস্কৃত হুতাশনে শিখা হোম করিবে।[২৬০] পিতৃগণ দেবগণ ও দেবর্ষিগণ এবং সমুদায় আশ্রমের কার্য্যজাতও শিখা অবলম্বন করিয়া অবস্থান

---

* কূর্চ্চমন্ত্রম্ ইতি পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

ভূয়াসং স্বাহা' বলিতে হইবে। টীকাকার 'দেহজাঃ ক্রিয়াঃ' স্বতন্ত্র আহুতির বিধান দেন। তত্ত্বহোম ও তত্ত্বশুদ্ধির মন্ত্র ফলে একই প্রকার; উভয়ের উদ্দেশ্যও এক। অস্মদ্দেশে প্রচলিত এই তত্ত্বহোম বা তত্ত্বশুদ্ধির মন্ত্র ২৬২ পৃষ্ঠা ১৩৬ সংখ্য টিপ্পনীতে আছে।

শিখামাশ্রিত্য পিতরো দেবা দেবর্ষয়স্তথা।
সর্ব্বাণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিবসন্তি শিখোপরি ॥ ২৬১॥
অতঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ।
শিখাসূত্রপরিত্যাগাৎ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ২৬২ ॥
যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সংন্যাসঃ স্যাদ্দ্বিজন্মনাম্।
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া ॥ ২৬৩ ॥
ততো মুক্তশিখাসূত্রঃ প্রণমেৎ দণ্ডবদ্‌গুরুম্।
গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং * দক্ষকর্ণে বদেদিদম্ ॥ ২৬৪ ॥
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥ ২৬৫ ॥

অত ইত্যাদি। ব্রহ্মময়ো ব্রহ্মস্বরূপঃ ॥ ২৬২ ॥

যজ্ঞসূত্রেত্যাদি। দ্বিজন্মনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাম্। ইতরেষাং বর্ণসঙ্করাণাম্ ॥ ২৬৩ ॥ ২৬৪ ॥

নন্বু গুরুঃ শিষ্যস্য দক্ষিণে কর্ণে কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, তত্ত্বমসীত্যাদি। হে মহাপ্রাজ্ঞ মহামনীষিন্ তৎ জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্ম ত্বমেবাসি। অতোঽহমেব স পরমাত্মা স এবাহমস্মীতি ত্বং বিভাবয় বিচিন্তয়। কিঞ্চ নির্ম্মমঃ

করেন।[২৬১] অতএব দেবগণ ঋষিগণ ও পিতৃদেবগণ, সকলকেই সন্তর্পিত করিয়া, দেহী শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিবামাত্র ব্রহ্মময় হইয়া থাকে।[২৬২] দ্বিজগণ যজ্ঞসূত্র ও শিখা পরিত্যাগ করিলেই সংন্যাসী হয়। পরন্তু শূদ্রগণ ও সামান্যজাতীয়গণ শিখা ছেদন পূর্ব্বক যথাবিধি আহুতি দান করিলেই তাহাদের সংন্যাস গ্রহণ করা হয়।[২৬৩]

অনন্তর শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া শিষ্য গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। গুরুও শিষ্যকে উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণ কর্ণে ("তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ" ইত্যাদি) মন্ত্র বলিবেন।[২৬৪] (মন্ত্রার্থ যথা—) মহাপ্রাজ্ঞ! তৎ ত্বমসি (তুমিই সেই ব্রহ্ম);

---

* তচ্ছিষ্যম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ততো ঘটঞ্চ বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ।
আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসা গুরুঃ * ॥ ২৬৬ ॥
নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তৎ ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে ॥ ২৬৭ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাত্মনাম্
স্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাৎ সংন্যাসগ্রহণং ভবেৎ ॥ ২৬৮ ॥

পুত্রাদিবিষয়কমমতাশূন্যো নিরহঙ্কারো বিদ্যাদিনিমিত্তকচিত্তসমুন্নতিশূন্যশ্চ সন্ স্বভাবেন সুখং যথা স্যাত্তথা চর ইতস্ততো গচ্ছ। অহমিত্যস্যাদের্লোপস্ত্বার্ষঃ ॥২৬৫॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং ঘটং বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ গুরুস্তং শিষ্যমাত্মস্বরূপং মত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ শিরসা প্রণমেৎ ॥ ২৬৬ ॥

যেন মন্ত্রেণ প্রণমেৎ তমেব মন্ত্রমাহ, নমস্তুভ্যমিত্যাদিকম্ ॥ ২৬৭ ॥

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানান্তু সংন্যাসগ্রহণে বিশেষবিধিমাহ, ব্রহ্মমন্ত্রেত্যাদিনা। তত্ত্বজ্ঞানাং ব্রহ্মজ্ঞানিনাং জিতাত্মনাং জিতমনসাং ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং স্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাদেব সংন্যাসগ্রহণং ভবেৎ ॥ ২৬৮ ॥

তুমি আপনাকে 'হংসঃ' ও 'সোঽহং' এইরূপ চিন্তা কর; এবং এক্ষণে মমতা-রহিত, ও অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া স্বভাবে (ব্রহ্মভাবে) অবস্থান পূর্ব্বক সুখে বিচরণ কর।[২৬৫]

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ গুরু, ঘট ও অগ্নি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শিষ্যকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া (নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) প্রণাম করিবেন।[২৬৬] (মন্ত্রার্থ যথা—) তোমাকে নমস্কার, আমাকেও নমস্কার; তোমাকে ও আমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। বিশ্বরূপ! তুমিই সেই তৎপদবাচ্য পরম ব্রহ্ম, সেই পরম ব্রহ্মই তুমি, অতএব তোমাকে নমস্কার করি।[২৬৭]

যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁহারা যদি নিজমন্ত্র (ব্রহ্মমন্ত্র) পাঠ পূর্ব্বক শিখাচ্ছেদন করেন তাহা হইলেই তাঁহাদের সংন্যাস

---

* গুরুম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ।
স্বেচ্ছাচারপরাণান্তু প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে॥ ২৬৯॥
ততো নির্দ্বন্দ্বরূপোঽসৌ নিষ্কামস্থিরমানসঃ।
বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্যঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভুবি॥ ২৭০॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্।
বিস্মরেন্নামরূপাণি * ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি॥ ২৭১॥
অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সংন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ॥ ২৭২॥

নন্থ যজ্ঞশ্রাদ্ধাদিকমকৃত্বৈব সংন্যাসং গৃহ্নতাং ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং প্রত্যবায়ভাগিত্বং স্যাৎ তত্রাহ, ব্রহ্মজ্ঞানেত্যাদি॥ ২৬৯॥

তত ইত্যাদি। নির্দ্বন্দ্বরূপঃ সুখদুঃখাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্রহিতো নির্দ্বন্দ্বস্তৎস্বরূপঃ॥ ২৭০॥

আব্রহ্মেত্যাদি। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তঃ ব্রহ্মারভ্য তৃণাদিগুচ্ছপর্য্যন্তং সদ্রূপেণ সত্যরূপেণ বিভাবয়ন্ বিচিন্তয়ন্॥ ২৭১॥

অনিকেত ইত্যাদি। অনিকেতঃ নিয়তবাসশূন্যঃ। ক্ষমাবৃত্তঃ ক্ষমৈব বৃত্তং যস্য সঃ। নিঃশঙ্কঃ উদ্বেগরহিতঃ। সঙ্গবর্জ্জিতঃ কুচিদপ্যনাসক্তঃ॥ ২৭২॥

গ্রহণ করা হয় (২২৭)।[২৬৮] যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগের যজ্ঞ পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা যথেচ্ছাচার-পরায়ণ হইলেও তাঁহাদের প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনা নাই।[২৬৯]

অনন্তর শিষ্য, সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্বরহিত, কামনা-রহিত, স্থিরচিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া ভূতলে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন।[২৭০] তিনি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত (২২৮) সমুদায় বিশ্ব সৎস্বরূপ (ব্রহ্মময়) বিবেচনা করিবেন; আপনার নাম ও রূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাতে আত্মার (পরমব্রহ্মের) ধ্যান করিবেন।[২৭১] সেই সন্ন্যাসী আবাসগৃহ-শূন্য, ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্ক-হৃদয় সংসর্গ-রহিত, মমতা-রহিত

---

* বিস্মরন্নামরূপাণি ইতি পাঠান্তরম্।

(২২৭)—সাধকসম্প্রদায়-প্রচলিত রীতি এই যে, ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকগণ সংন্যাস গ্রহণকালে 'নিত্যোঽহং নিরঞ্জনোঽহম্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিখাচ্ছেদন করিয়া থাকেন।
(২২৮)—উৎকৃষ্টতম জীব ব্রহ্মা অবধি নিকৃষ্টতম জীব তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত।

মুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্যোগক্ষেম আত্মবিৎ ।
সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ॥ ২৭৩ ॥
স্থিরাত্মা প্রাপ্তদুঃখোঽপি সুখে প্রাপ্তেঽপি নিস্পৃহঃ ।
সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ ॥ ২৭৪ ॥
নোদ্বেজকঃ স্যাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ ।
বিগতামর্ষভীর্দ্দান্তো নিঃসংকল্পো নিরুদ্যমঃ ॥ ২৭৫ ॥

মুক্ত ইত্যাদি। নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমং তাভ্যাং রহিতঃ। সুখদুঃখসমঃ সুখদুঃখে সমে যস্য সঃ। জিতাত্মা জিতদেহঃ। বিগতস্পৃহঃ উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততো জিঘৃক্ষা স্পৃহা বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ ॥ ২৭৩ ॥

স্থিরেত্যাদি। স্থিরাত্মা স্থিরচিত্তঃ স্থিরস্বভাবো বা। নিস্পৃহঃ ভোগাকাঙ্ক্ষাশূন্যঃ। শুচিঃ বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ। শান্তঃ সংযতান্তঃকরণঃ। নিরপেক্ষঃ পরাপেক্ষারহিতঃ। নিরাকুলঃ আকুলতাশূন্যঃ ॥ ২৭৪ ॥

নেত্যাদি। নোদ্বেজকঃ ন ভীতিজনকঃ। বিগতামর্ষভীঃ অপগতক্রোধভয়ঃ। দান্তঃ সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়ঃ। নিরুদ্যমঃ স্বদেহনির্ব্বাহার্থব্যাপারশূন্যঃ ॥ ২৭৫ ॥

ও অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া ভূতলে বিচরণ করেন।[২৭২] বিশেষতঃ তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ হইতে বিনির্মুক্ত হইবেন। তিনি লব্ধ বিষয়ের রক্ষা ও অলব্ধ বিষয়ের লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন না। তিনি সুখ দুঃখে সমজ্ঞানী, ধীর, জিতেন্দ্রিয় এবং স্পৃহারহিত হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞানে নিরত থাকিবেন।[২৭৩] দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ স্থিরতর থাকিবে, বিচলিত হইবে না; এবং সুখ উপস্থিত দেখিলেও তিনি তাহাতে স্পৃহা করিবেন না। তিনি সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত, বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচসম্পন্ন, শান্ত, নিরপেক্ষ ও নিরাকুল হইবেন।[২৭৪] তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত থাকিবেন, কোন প্রকারে কাহারো মনে উদ্বেগ জন্মাইয়া দিবেন না। তিনি ক্রোধ-রহিত, ভয়-রহিত, ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। তিনি সংকল্প-রহিত, উদ্যম-রহিত,[২৭৫] শোক-রহিত, দ্বেষ-রহিত এবং শত্রুমিত্রে সমদর্শী হইবেন। তিনি মান ও

শোকদ্বেষবিমুক্তঃ স্যাৎ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ।
শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ ॥ ২৭৬ ॥
সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুনা।
নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্ব্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী ॥ ২৭৭ ॥
যথা সত্যমুপাশ্রিত্য মৃষা বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি।
আত্মাশ্রিতস্তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ ॥ ২৭৮ ॥
ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্বং স্বং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।
আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ ॥২৭৯॥

শোকেত্যাদি। শত্রৌ মিত্রে চ সমঃ একরূপঃ। মানাপমানয়োরপি সমঃ হর্ষ-বিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৭৬ ॥

সম ইত্যাদি। নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ত্রয়ো গুণা যস্মিন্ স ত্রিগুণঃ সকামঃ তস্য ভাব-স্ত্রৈগুণ্যম্ তস্মান্নিষ্ক্রান্তো নিস্ত্রৈগুণ্যঃ নিষ্কাম ইত্যর্থঃ। নির্বিকল্পঃ নানাবিধ-কল্পনাশূন্যঃ। নির্লোভঃ ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি পুনর্ব্বর্দ্ধমানোঽভিলাষো লোভঃ তদ্রহিতঃ। অসঞ্চয়ী তত্তদ্বস্তুসঞ্চয়াভাববান্ ॥ ২৭৭ ॥

যথেত্যাদি। যথা সত্যং পরমাত্মানমেবোপাশ্রিত্যাবলম্ব্য মৃষা মিথ্যাভূত-মপি বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি সত্যবদাস্তে তথৈবাত্মানমাশ্রিতো মিথ্যাভূত এব দেহঃ প্রতিষ্ঠতি এবং জানন্ সংন্যাসী সুখী ভবেৎ ॥ ২৭৮ ॥

ইন্দ্রিয়াণীত্যাদি। ইন্দ্রিয়াণ্যেব পৃথক্ পৃথক্ স্বং স্বং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি।

অপমান উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিবেন। তিনি শীত বাত আতপ প্রভৃতির কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন।[২৭৬] তিনি যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতেই পরিতুষ্ট থাকিবেন। শুভ হউক, অশুভ হউক, উভয় বিষয়েই তিনি তুল্য জ্ঞান করিবেন। তিনি ত্রিগুণাতীত, নির্ব্বিকল্প, লোভশূন্য ও সঞ্চয়-রহিত হইবেন।[২৭৭]

যেমন এই জগৎ মিথ্যাস্বরূপ হইয়াও একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেইরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যাভূত এই দেহও আত্মবৎ প্রতীত হইতেছে, সংন্যাসী ইহা জ্ঞাত হইয়া সুখী হইয়া থাকেন।[২৭৮] ইন্দ্রিয়গণই পৃথক্ পৃথক্ স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ

ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দাম্ অনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সংন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৮০ ॥
সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ২৮১ ॥
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশং কালং তথা পাত্রম্ অশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥ ২৮২ ॥
অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ।
অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥ ২৮৩ ॥

আত্মা তু সাক্ষী কেবলং শুভাশুভকর্ম্মণাং দ্রষ্টা ভবতি। অতএব নির্লিপ্তঃ তত্তৎকর্ম্মভির্ব্বদ্ধো ন ভবতি। এবং জ্ঞাত্বৈব সংন্যাসী মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ ॥ ২৭৯॥

ধাত্বিত্যাদি। অনৃতম্ অযথার্থভাষণম্ অসূয়াং সৎস্বপি গুণেষু দোষারোপণম্ ॥ ২৮০ ॥ ২৮১ ॥ ২৮২ ॥

অধ্যাত্মেত্যাদি। অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ বেদান্তাদিশাস্ত্রপাঠৈঃ। তত্ত্ববিচারণৈঃ ব্রহ্মতত্ত্ববিবেচনৈঃ ॥ ২৮৩ ॥

করিতেছে, আত্মা সাক্ষী ও নির্লিপ্ত অর্থাৎ তিনি তত্তৎ কর্ম্মে বদ্ধ হয়েন না, যিনি ইহা জ্ঞাত হয়েন, তিনিই মোক্ষভাগী হইতে পারেন।[২৭৯]

ধাতুদ্রব্য গ্রহণ, পরনিন্দা, মিথ্যা ব্যবহার, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ ও অসূয়া, সন্ন্যাসী এতৎসমুদায় পরিত্যাগ করিবেন। [২৮০] পরিব্রাজকের কর্ত্তব্য এই যে, তিনি দেবতা মনুষ্য বা কীট, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইবেন, এবং সমুদায় কার্য্যেই তাঁহার সর্ব্বদা এরূপ ধারণা থাকিবে যে, এই ইন্দ্রিয়গোচর সমুদায়ই পরমব্রহ্ম।[২৮১] সংন্যাসীর কর্ত্তব্য এই যে, ব্রাহ্মণের অন্ন হউক বা চাণ্ডালের অন্ন হউক, যে কোন ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত হইবেন, দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়াই তাহা অনায়াসে ভোজন করিবেন।[২৮২] অবধূত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়াও বেদান্ত তন্ত্র প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা এবং সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা কালাতিপাত করিবেন।[২৮৩]

সংন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ ॥ ২৮৪ ॥
অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্।
স্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসংকুলে ॥ ২৮৫ ॥
তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চাজপসাধনে।
শ্রেয়স্তদেব জানন্ত তত্রৈব * দৃঢ়নিশ্চয়াঃ ॥ ২৮৬ ॥
অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া ॥ ২৮৭ ॥

সংন্যাসিনামিত্যাদি। নিখনেৎ শুচৌ ভূমৌ গর্ত্তং বিধায় তত্রৈব নিদধ্যাৎ। অপ্সু জলেষু॥ ২৮৪ ॥

অপ্রাপ্তেত্যাদি। অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং ন প্রাপ্তো যোগো ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধো যৈস্তথাভূতানাম্। কর্ম্মসঙ্কুলে কর্ম্মসমূহে॥ ২৮৫ ॥

তত্রাপীত্যাদি। তত্রাপি তত্রৈবাপি। তে অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যাঃ। সানুরক্তাঃ অনুরাগবন্তঃ তদেব অর্চ্চাদিকর্ম্মৈব॥ ২৮৬ ॥

সংন্যাসীদিগের মৃতদেহ কখনই দাহ করিবে না; পরন্তু ঐ দেহ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া ভূমিতে নিখাত করিবে অথবা জলে নিমজ্জিত করিবে।[২৮৪]

দেবি! যাহারা যোগ প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ যাহাদের জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ হয় নাই, সেই সকল ভোগাভিলাষী ব্যক্তির স্বভাবতই কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।[২৮৫] এই সকল ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডে অনুরক্ত হইয়া ধ্যান পূজা জপ প্রভৃতি সাধন করিয়া থাকে। ইহারা সেই সেই সাধনেই দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া তাহাই শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিবে;[২৮৬] এই কারণে আমি তাহাদের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধান বলিয়াছি এবং এই কারণেই আমি বহুবিধ নাম ও রূপ কল্পনা করিয়াছি।[২৮৭]

---

* মানন্তস্তত্রৈব ইত্যপি পাঠঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসংন্যসনং বিনা ।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাগ্‌জনঃ ॥ ২৮৮ ॥
কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮৯ ॥
যতের্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ ।
তীর্থব্রততপোদান-সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ২৯০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মকথনং নামাষ্টমোল্লাসঃ ।

অত ইত্যাদি। তদর্থম্ অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যার্থম্ ॥ ২৮৭ ॥ ২৮৮ ॥ ২৮৯ ॥ ২৯০ ॥

ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়ামষ্টমোল্লাসঃ ।

দেবি! ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে শত শত কল্প পূজা জপ হোম প্রভৃতি কর্ম্ম করিলেও কেহ কদাপি মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।২৮৮ তত্ত্বজ্ঞ কুলাবধূত, মনুষ্যাকৃতি হইয়াও জীবন্মুক্ত। গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ মনে করিয়া পূজা করিবেন।২৮৯ যতিকে দর্শন করিবামাত্র মনুষ্য সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হয়; এমন কি, যে ব্যক্তি যতিকে দর্শন করে, সে সমুদায় তীর্থগমন, সমুদয় ব্রতানুষ্ঠান, সমুদায় তপস্যা, সমুদায় দান ও সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়।২৯০

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্ম কথন নামক অষ্টমোল্লাস সমাপ্ত।

নবমোল্লাসঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ কথিতাস্তব সুব্রতে।
সংস্কারান্ সর্ব্ববর্ণানাং শৃণুষ্ব গদতো মম ॥ ১ ॥
সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
নাসংস্কৃতোঽধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি ॥ ২ ॥
অতো বিপ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্তসংস্ক্রিয়াঃ।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈঃ ইহামুত্র হিতেপ্সুভিঃ ॥ ৩ ॥
জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।

এবমশেষান্ বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মান্ কথয়িত্বেদানীং সর্ব্ববর্ণানামখিলান্ সংস্কারান্ বিবক্ষন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, বর্ণাশ্রমেত্যাদি। গদতো মম কথয়তো মত্তঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং জীবসেকাদয় উদ্বাহান্তা দশ সংস্কারাঃ সন্তি শূদ্রাণাং

শ্রীসদাশিব কহিলেন ! সুব্রতে! বর্ণ সমুদায়ের ও আশ্রম সমুদায়ের আচার ও ধর্ম্ম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে সমুদায় বর্ণের সংস্কার বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১] দেবি ! সংস্কার ব্যতিরেকে কাহারো দেহশুদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তির সংস্কার হয় নাই, সে কখনই দৈব বা পৈত্র কোন কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারিবে না।[২] যাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে হিতকামনা করেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণেরই কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে স্বস্ব-বর্ণ-বিহিত সংস্কার করেন।[৩]

জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণম্ অন্নাশনমতঃ পরম্।
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥ ৪ ॥
শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানাম্ উপবীতং ন বিদ্যতে।
তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥
নিত্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ।
কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্য্যাচ্ছাম্ভববর্ত্মনা ॥ ৬ ॥
যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্ম্মসু।
পুরৈব ব্রহ্মরূপেণ তান্যুক্তানি ময়া প্রিয়ে ॥ ৭ ॥
সংস্কারেষু চ সর্ব্বেষু তথৈবান্যেষু কর্ম্মসু।
বিপ্রাদিবর্ণভেদেষু * ক্রমান্মন্ত্রাশ্চ দর্শিতাঃ ॥ ৮ ॥

বর্ণসংকরাণাং চোপনয়নাখ্যসংস্কারবর্জ্জিতা জীবসেকাদয়ো নবৈব সংস্কারাঃ সন্তীত্যাহ, জীবসেক ইত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন ॥ ৪ ॥

শূদ্রাণামিত্যাদি। শূদ্রভিন্নানাং বর্ণসংকরাণাম্ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥
যানীত্যাদি। বিধানানি আকাঙ্ক্ষিতানীতি শেষঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ, এই গুলিকে দশবিধ সংস্কার বলা হইয়া থাকে।[৪] শূদ্রজাতি ও সামান্য জাতির উপনয়ন-সংস্কার নাই। এই কারণে তাহাদের নয়টি মাত্র সংস্কার, এবং দ্বিজগণের দশবিধ সংস্কার কথিত হইয়াছে।[৫] বরারোহে! (কলিকালে) সমুদায় নিত্য কর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং কাম্য কর্ম্ম শম্ভু-প্রদর্শিত পদ্ধতি (তন্ত্র) অনুসারে সম্পাদন করিতে হইবে।[৬] প্রিয়ে! যে যে কর্ম্মে যে যে বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে, আমি পূর্ব্বেই পিতামহরূপে তৎসমুদায় ব্যক্ত করিয়াছি।[৭] দশবিধ সংস্কার বিষয়ে ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম বিষয়ে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণভেদে যে সমুদায় মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও যথাক্রমে বলিয়াছি।[৮] কালিকে! সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে উক্ত

---

* বিপ্রাদিবর্ণভেদেন ইতি পাঠান্তরম্।

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু তত্তৎকর্ম্মসু কালিকে।
প্রণবাদ্যাংস্তু তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিযোজয়েৎ ॥ ৯ ॥
কলৌ তু পরমেশানি তৈরেব মনুভির্নরাঃ।
মায়াদ্যৈঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ ॥ ১০ ॥
নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ।
সর্ব্বে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগভেদতঃ ॥ ১১ ॥
কলাবন্নগতপ্রাণাঃ মানবা হীনতেজসঃ।
তেষাং হিতায় কল্যাণি কুলধর্ম্মো নিরূপিতঃ ॥ ১২ ॥
কলিদুর্ব্বলজীবানাং প্রয়াসাশক্তচেতসাম্ *।
সংস্কারাদিক্রিয়াস্তেষাং সংক্ষেপেণাপি বচ্মি তে ॥ ১৩ ॥

কলাবিত্যাদি। মায়াদ্যৈঃ মায়া হ্রীমিতি বীজম্ আদ্যং যেষাং মনূনাং তে তৈঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

সমুদায় কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্র প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রনব যোগ করিতে হয়;[৯] কিন্তু, পরমেশ্বরি! শঙ্করের আজ্ঞা আছে যে, কলিযুগে ঐ সমুদায় মন্ত্রের পূর্ব্বে মায়াবীজ (হ্রীঁ) যোগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম সমুদায় সাধন করিবে।[১১] নিগম, আগম, তন্ত্র, বেদ ও সংহিতা প্রভৃতিতে যে সমুদায় মন্ত্র আছে, তৎসমুদায়ই আমি বলিয়াছি, পরন্তু যুগভেদে তৎসমুদায় বিভিন্নরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে।[১২]

কল্যাণি! কলিকালের মনুষ্যদিগের অন্নগত প্রাণ; তাহাদিগের তেজ অতি অল্প; অতএব আমি তাহাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্তই কুলধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছি। কলিযুগের মনুষ্যগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল; তাহারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ও আয়াস সহ্য করিতে অসমর্থ অতএব আমি তাহাদিগের নিমিত্ত দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি সমুদায় ক্রিয়াকলাপ সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি।[১৩] সুরবন্দিতে! কুশণ্ডিকাই সমুদায় শুভকর্ম্মের মূল স্বরূপ,

---

* প্রায়াসাশক্ততেজসাম্ ইত্যপি পাঠঃ।

সর্ব্বেষাং শুভকার্য্যাণাম্ আদিভূতা কুশণ্ডিকা ।
তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তাং দেববন্দিতে ॥ ১৪ ॥
রম্যে পরিষ্কৃতে দেশে তুষাঙ্গারাদিবর্জ্জিতে ।
হস্তমাত্র-প্রমাণেন স্থণ্ডিলং রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৫ ॥
তিস্রো রেখা বিধাতব্যা প্রাগগ্রাস্তত্র মণ্ডলে ।
কূর্চ্চেনাভ্যুক্ষ্য তাঃ সর্ব্বা বহ্নিনা বহ্নিমাহরেৎ ॥ ১৬ ॥
আনীয় বহ্নিং তৎপার্শ্বে স্থাপয়েদ্বাগ্‌ভবং স্মরন্ ॥ ১৭ ॥
ততস্তস্মাজ্জ্বলদ্দারু গৃহীত্বা দক্ষপাণিনা ।
হ্রীঁ ক্রব্যাদেভ্য নমঃ স্বাহা ক্রব্যাদাংশম্পরিত্যজেৎ ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বেষামিত্যাদি । তাং কুশণ্ডিকাম্ ॥ ১৪ ॥

কুশণ্ডিকামেবাহ, রম্যে ইত্যাদিভিঃ । স্থণ্ডিলং চত্বরম্ ॥ ১৫ ॥

তিস্র ইত্যাদি । তত্র মণ্ডলে হস্তমাত্রপ্রমাণেন রচিতে স্থণ্ডিলে প্রাগগ্রাস্তিস্রো রেখা বিধাতব্যাঃ । ততঃ কূর্চ্চেন হুমিতি মন্ত্রেণ তা রেখা অভ্যুক্ষ্য জলেনাভিষিচ্য বহ্নিনা রমিতি মন্ত্রেণ বহ্নিমাহরেৎ আনয়েৎ ॥ ১৬ ॥

আনীয়েত্যাদি । বহ্নিমানীয় বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রং স্মরন্ সন্ তৎপার্শ্বে স্থণ্ডিলস্য পার্শ্বে স্থাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥

তত ইত্যাদি । ততঃ পরং তস্মাদ্বহ্নেরেকং জলদ্দারু প্রজ্বলৎকাষ্ঠং দক্ষিণ-

---

অতএব প্রথমতঃ কুশণ্ডিকা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।[১৪] তুষ অঙ্গার প্রভৃতি বিবর্জ্জিত রমণীয় পরিস্কৃত স্থানে জ্ঞানী ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে এক এক হস্ত পরিমিত একটি স্থণ্ডিল রচনা করিবেন ।[১৫] অনন্তর সেই মণ্ডলের উপরিভাগে পূর্ব্বাভিমুখ তিনটি রেখা অঙ্কিত করিয়া হুঁ এই মন্ত্র পাঠ সহকারে ঐ রেখাত্রয় অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক বহ্নিবীজ (রঁ) পাঠপূর্ব্বক বহ্নি আনয়ন করিবে ।[১৬] পরে বহ্নি আনীত হইলে ঐঁ এই বীজ স্মরণ পূর্ব্বক তাহা মণ্ডলের পার্শ্বে স্থাপন করিবে ।[১৭] অনন্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহা হইতে একখানি প্রজ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া 'হ্রীঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ক্রব্যাদাংশ (রাক্ষসাদির ভাগ) পরিত্যাগ করিবে ।[১৮] এইরূপে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি হস্তদ্বয় দ্বারা উত্থাপিত

ইত্থং প্রতিষ্ঠিতং বহ্নিং পাণিভ্যামাত্মসংমুখম্।
উদ্ধৃত্য তাসু রেখাসু মায়াদ্যাং ব্যাহৃতিং স্মরন্ ॥ ১৯ ॥
সংস্থাপ্য তৃণদারুভ্যাং প্রবলীকৃত্য পাবকম্।
সমিধে দ্বে ঘৃতাক্তে চ হুত্বা তস্মিন্ হুতাশনে।
স্বকর্ম্মবিহিতং নাম কৃত্বা ধ্যায়েদ্ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২০ ॥

পাণিনা গৃহীত্বা হ্রীঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ক্রব্যাদাংশং রাক্ষসভাগং দক্ষিণস্যাং দিশি পরিত্যজেৎ ॥ ১৮ ॥

ইত্থমিত্যাদি। ইত্থমনেন প্রকারেণ প্রতিষ্ঠিতং সংস্কৃতং বহ্নিং পাণিভ্যামুদ্ধৃত্যোত্থাপ্য মায়াদ্যাং হ্রীঁ বীজাদ্যাং ব্যাহৃতিং স্মরন্ সন্ আত্মনঃ সম্মুখং যথা স্যাত্তথা তাসু রেখাসু সংস্থাপ্য তৃণদারুভ্যাং পাবকমগ্নিং প্রবলীকৃত্য চ তস্মিন্ হুতাশনেঽগ্নৌ ঘৃতাক্তে ঘৃতসংযুক্তে দ্বে সমিধৌ কাষ্ঠে হুত্বা প্রক্ষিপ্য বহ্নেঃ স্বকর্ম্মবিহিতং নাম চ কৃত্বা ধনঞ্জয়মগ্নিং ধ্যায়েৎ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

করিয়া মায়াবীজ যুক্ত ব্যাহৃতিত্রয় (হ্রীঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ) পাঠ করিতে করিতে ঐ রেখাত্রয়ের উপরি আপনার অভিমুখেই[১৯] ঐ অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রজ্বালিত করিয়া দিবে। অনন্তর সেই হুতাশনে ঘৃতাক্ত দুইটি সমিৎ আহুতি প্রদান করিয়া পরে নিজ কার্য্য অনুসারে অগ্নির নামকরণ পূর্ব্বক (২২৯) এইরূপ ধ্যান করিবে যে, [২০] (হুতাশন) বালার্ক

---

(২২৯)—সংস্কার ভেদে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিবার বিধি আছে। তত্তৎ সংস্কারের প্রয়োগ কালে এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রেই তত্তৎ স্থলে ঐ সকল নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা তাহা একত্র প্রকটীকৃত করিলাম। যথা, ঋতুসংস্কারে বায়ুনামক অগ্নি, পুংসবনে চন্দ্র নামে অগ্নি, সীমন্তোন্নয়নে শিব নামক অগ্নি, জাতকর্ম্মে প্রগল্‌ভ নাম, নামকরণে পার্থিব নাম, অন্নাশনে শুচি নাম, চূড়াকরণে সত্য নাম, উপনয়নে সমুদ্ভব নাম, ও বিবাহকার্য্যে যোজক নামক অগ্নি। ইহার প্রয়োগ যথা—অগ্নির নামকরণ কালে, 'অগ্নে ত্বং বায়ুনামাসি' ইত্যাদি। উপচার দানে, 'হ্রীঁ এতৎ পাদ্যং বায়ুনামাগ্নয়ে নমঃ' এইরূপ সংস্কার বিশেষে যথাযথ নামকরণ হইবে।

ষট্‌কর্ম্মের অন্তর্গত কাম্য কার্য্যেও ক্রিয়াভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নামকরণ করা হয়। যথা। ষট্‌কর্ম্মদীপিকা ;—

বালার্কারুণসংকাশং সপ্তজিহ্বাং দ্বিমস্তকম্ ।
অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ॥ ২১ ॥
ধ্যাত্বৈবং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা-বাহয়েদ্ধব্যবাহনম্ ॥ ২২ ॥
মায়ামেহ্যেহি পদতঃ সর্ব্বামর বদেৎ প্রিয়ে * ।
হব্যবাহ পদান্তে চ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ ।
অধ্বরং রক্ষ রক্ষেতি নমঃ স্বাহা ততো বদেৎ ॥ ২৩ ॥

বহ্নের্ধ্যানমেবাহ, বালার্কারুণসংকাশমিত্যাদি। বালো যোঽর্কঃ সূর্য্যস্তদ্বদরুণো লোহিতবর্ণঃ সংকাশো দীপ্তির্যস্য তথাভূতম্ ॥ ২১ ॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। এবং হব্যবাহনমগ্নিং ধ্যাত্বা ততঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ হব্যবাহনমাবাহয়েৎ ॥ ২২ ॥

বহ্ন্যাবাহনমন্ত্রমেবাহ, মায়ামিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। হে প্রিয়ে পূর্ব্বং মায়াং হ্রীমিতি বীজং বদেৎ। ততঃ পরমেহ্যেহীত্যুক্তাৎ পদতঃ পরং সর্ব্বামরেতি পদং

সদৃশ অরুণবর্ণ; তাঁহার সাতটি জিহ্বা ও দুইটি মস্তক; তিনি ছাগে আরোহণ করিয়া আছেন; তিনি অসীমশক্তিসম্পন্ন; তাঁহার মস্তক জটামণ্ডল ও মুকুট দ্বারা সুশোভিত।[২১]

সাধক এইরূপ ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নির আবাহন করিবেন।[২২] (মন্ত্রোদ্ধার যথা—) প্রথমতঃ মায়াবীজ (হ্রীঁ) উচ্চারণ করিয়া 'এহ্যেহি' পদ পাঠপূর্ব্বক 'সর্ব্বামর' এই পদ উচ্চারণ করিবে। প্রিয়ে!

---

* সর্ব্বমেব বদেৎ প্রিয়ে ইতি পাঠস্তু প্রামাদিকঃ ।

পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদস্তথা ।
পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারকে ॥
বশ্যার্থে কামদো নাম বরদানে চ চূড়কঃ ।
লক্ষহোমে বহ্নিনাম কোটিহোমে হুতাশনঃ ॥

ইহার অর্থ এই যে, পূর্ণাহুতির সময় মৃড় নাম, শান্তিকার্য্যে বরদ নাম, পুষ্টিকার্য্যে বলদ নাম, অভিচার কার্য্যে ক্রোধ নাম, বশীকরণে কামদ নাম, বরদানে চূড়ক নাম, লক্ষহোমে বহ্নি নাম এবং কোটিহোমে হুতাশন নাম প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে অগ্নির নামকরণ পূর্ব্বক তত্তৎ নামে আবাহন ও পূজা করিয়া হোম করিতে হয়।

ইত্যাবাহ্য হব্যবাহম্ অয়ং তে যোনিরুচ্চরন্।
যথোপচারৈঃ সংপূজ্য সপ্তজিহ্বাং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥
কালী করালী চ মনোজবা চ *
সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বনিরূপিণী চ
লেলায়মানেতি চ সপ্তজিহ্বাঃ ॥ ২৫ ॥

বদেৎ। ততো নমঃ স্বাহেতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীমেহ্যেহি সর্ব্বামর-হব্যবাহ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহাধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ ॥ ২৩॥

ইতীত্যাদি। ইত্যনেন মন্ত্রেণ হব্যবাহনমগ্নিমাবাহ্য বহ্নে তে তবায়ং যোনি-রিত্যুচ্চরন্ সন্ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণোপচারৈঃ পাদ্যাদিভির্ব্বহ্নিং যথাবৎ সম্পূজ্য প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্বহ্নেঃ সপ্তজিহ্বাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

বহ্নেঃ সপ্তজিহ্বা এবাহ, কালীত্যাদিনৈকেন। কাল্যাদ্যা বিশ্বনিরূপিণ্যন্তা লেলায়মানা অগ্নের্হবির্গ্রহণার্থা এতাঃ সপ্তজিহ্বাঃ ॥ ২৫ ॥

পরে 'হব্যবাহ' এই পদের পর 'মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ অধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহা,' এই সকল পদ উচ্চারণ করিতে হইবে (২৩০)।[২৩]

এইরূপে অগ্নির আবাহন করিয়া, 'বহ্নে অয়ং তে যোনিঃ' (অর্থাৎ অগ্নে! এই তোমার যোনি), এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পাদ্যাদি যথোপস্থিত উপচার দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া সপ্ত জিহ্বার অর্চ্চনা করিবে।[২৪] (সপ্তজিহ্বার নাম যথা—) কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বনিরূপিণী, অগ্নির লেলিহানা এই সপ্তজিহ্বা (২৩১)।[২৫]

---

* কালী কপালী চ মনোজবা চ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৩০)—মন্ত্রোদ্ধার যথা। হ্রীঁ এহ্যেহি সর্ব্বামর হব্যবাহ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহাধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহা। ইহার অর্থ এই যে, অগ্নে! তুমি এখানে আগমন কর। তুমি হ্রীঁ স্বরূপ; তুমি সমুদায় দেবগণের হব্য বহন করিয়া থাক; তুমি মুনিদিগের সহিত এবং নিজ নিজ আবরণগণের সহিত উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ রক্ষা কর, রক্ষা কর। তোমাকে প্রণাম।

(২৩১)—অগ্নির পূজা বা সপ্তজিহ্বার পূজায় উপচার দানে, আদিতে প্রণবাদি নামমন্ত্র

ততোঽগ্নেঃ পূর্ব্বমারভ্য সহ কীলালপাণিনা।
উত্তরান্তং মহেশানি ত্রিধা প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥
তথৈব যাম্যমারভ্য কৌবেরান্তং হুতাশিতুঃ।
ত্রিধা পর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ ততো যজ্ঞীয়বস্তুনঃ ॥ ২৭ ॥
পরিস্তরেত্ততো দর্ভৈঃ পূর্ব্বস্মাদুত্তরাবধি।
উদক্‌সংস্থৈরুত্তরাগ্রৈঃ প্রাগগ্রৈরন্যদিক্‌স্থিতৈঃ ॥ ২৮ ॥
অগ্নিং দক্ষিণতঃ কৃত্বা গত্বা ব্রহ্মাসনান্তিকম্।
বামাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং ব্রহ্মণঃ কল্পিতাসনাৎ ॥ ২৯ ॥

তত ইত্যাদি। হে মহেশানি ততঃ পরং সহকীলালপাণিনা সজলেন হস্তেন পূর্ব্বমারভ্যোত্তরান্তমুত্তরপর্য্যন্তমগ্নেস্ত্রিধা ত্রিবারং প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

তথৈবেত্যাদি। ততস্তথৈব সহকীলালপাণিনৈব যাম্যং দক্ষিণমারভ্য কৌবেরান্তমুত্তরপর্য্যন্তং হুতাশিতুর্ব্বহ্নেস্ত্রিধা পর্য্যুক্ষণমভিষেচনং কুর্য্যাৎ। ততঃ পরং যজ্ঞীয়বস্তুনোঽপি ত্রিধৈব পর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ ॥ ২৭ ॥

পরিস্তরেদিত্যাদি। ততঃ পরং পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বমারভ্য উত্তরাবধি উত্তরপর্য্যন্তমুদক্‌সংস্থৈরুত্তরদিক্‌স্থিতৈরুত্তরাগ্রৈরন্যদিক্‌স্থিতৈঃ প্রাগগ্রৈর্দ্দর্ভৈঃ কুশৈঃ স্থণ্ডিলং পরিস্তরেদাচ্ছাদয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অগ্নিমিত্যাদি। ততোঽগ্নিং দক্ষিণতঃ কৃত্বা ব্রহ্মাসনান্তিকং গত্বা বামাঙ্গুষ্ঠ-

---

মহেশ্বরি! অনন্তর অগ্নির পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত হস্তদ্বারা জলগ্রহণ পূর্ব্বক তিন বার প্রোক্ষিত করিবে।[২৬] এইরূপ অগ্নির দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্তও তিন বার প্রোক্ষিত করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্য সমুদায়ও তিনবার প্রোক্ষিত করিবে।[২৭] অনন্তর মণ্ডলের পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত স্থণ্ডিলের চতুর্দ্দিকে কুশ বিস্তার করিবে। পরন্তু উত্তরদিকের কুশগুলি উত্তরাগ্র করিয়া এবং অন্য দিকের কুশগুলি পূর্ব্বাগ্র করিয়া স্থাপন করিতে হইবে।[২৮] পরে অগ্নিকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া ব্রহ্মার আসনের নিকট গমন পূর্ব্বক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ

ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রথমে প্রণব (ওঁ) পরে তত্তৎ নামের আদ্যক্ষরে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে প্রণবাদি নামমন্ত্র হইবে।

গৃহীত্বা কুশপত্রৈকং হ্রীঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।
ইত্যুক্ত্বাগ্নের্দ্দক্ষিণস্যাং নিঃক্ষিপেদুৎকরাদিনা॥ ৩০॥
সীদ যজ্ঞপতে ব্রহ্মন্ ইদন্তে কল্পিতাসনম্।
সীদামীতি বদন্ ব্রহ্মা বিশেত্তত্রোত্তরামুখঃ॥ ৩১॥
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ ব্রহ্মাণং প্রার্থয়েদিদম্॥ ৩২॥
গোপায় যজ্ঞং যজ্ঞেশ যজ্ঞং পাহি বৃহস্পতে *।
মাঞ্চ যজ্ঞপতিং পাহি কর্ম্ম সাক্ষিন্নমোঽস্তু তে॥ ৩৩॥

কনিষ্ঠাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং ব্রহ্মণঃ কল্পিতাদাসনাৎ কুশপত্রৈকমেকং কুশপত্রং গৃহীত্বা হ্রীঁ নিরস্তঃ পরাবসুরিতি মন্ত্রমুক্ত্বা উৎকরাদিনা সহ তদেব কুশপত্রমগ্নের্দ্দক্ষিণস্যাং দিশি নিঃক্ষিপেৎ॥ ২৯॥ ৩০॥

সীদেত্যাদি। হে যজ্ঞপতে ব্রহ্মন্ ইদং তে ত্বদর্থং কল্পিতাসনং বর্ত্ততে ত্বং সীদাত্রোপবিশেতি. ব্রহ্মাণং যজ্ঞকর্ত্তা ব্রূয়াৎ। ততোঽহং সীদামীতি বদন্ ব্রহ্মোত্তরামুখো ভূত্বা তত্রাসনে বিশেৎ॥ ৩১॥

সম্পূজ্যেত্যাদি। ততো গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্রহ্মাণং সম্পূজ্য তমেবেদং প্রার্থয়েৎ॥ ৩২॥

ইদং কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, গোপায় যজ্ঞমিত্যাদি। গোপায় রক্ষ॥ ৩৩॥

অঙ্গুলি দ্বারা (অগ্নিকোণে) ব্রহ্মার নিমিত্ত কল্পিত আসন হইতে[২৯] একটি কুশপত্র গ্রহণ করিয়া 'হ্রীঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উৎকরাদির (অসাবধানতাবশতঃ করভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পতিত অন্যান্য কুশাদির) সহিত তাহা অগ্নির দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে।[৩০] (অনন্তর বলিতে হইবে যে,) যজ্ঞপতে! ব্রহ্মন্! এই তোমার নিমিত্ত আসন প্রস্তুত করিয়াছি এখানে উপবেশন কর। ব্রহ্মা 'সীদামি' অর্থাৎ উপবেশন করিতেছি, এই কথা বলিয়া উত্তরমুখ হইয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন।[৩১] অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মার পূজা করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে,[৩২] যজ্ঞেশ্বর! এই যজ্ঞ রক্ষা কর; বৃহস্পতে! এই যজ্ঞ রক্ষা কর; আমি এই যজ্ঞপতি, আমাকেও রক্ষা কর।

---

* বৃহস্পতেঃ ইতি পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

গোপয়ামি বদেদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্মাভাবে স্বয়ং বদেৎ ।
তত্র দর্ভময়ং বিপ্রং কল্পয়েৎ যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥
ততো ব্রহ্মন্নিহাগচ্ছা-গচ্ছেত্যাবাহ্য সাধকঃ ।
পাদ্যাদিভিশ্চ সংপূজ্য যাবদ্‌যজ্ঞসমাপনম্ ।
তাবদ্ভবদ্ভিঃ স্থাতব্যম্ ইতি প্রার্থ্য নমেত্ততঃ ॥ ৩৫ ॥
সোদকেন করেণাগ্নেঃ ঈশানাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ।
ত্রিধা পর্য্যুক্ষ্য বহ্নিঞ্চ ত্রিঃ প্রোক্ষ্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥

গোপয়ামীত্যাদি। যজ্ঞকর্ত্রৈবং প্রার্থিতো ব্রহ্মা গোপয়ামীতি বদেৎ। ব্রহ্মাভাবে তু গোপয়ামীতি স্বয়মেব বদেৎ। তত্র ব্রহ্মাভাবে সতি যজ্ঞসিদ্ধয়ে দর্ভময়ং বিপ্রং কল্পয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং সাধকো যজ্ঞকর্ত্তা ব্রহ্মন্নিহাগচ্ছাগচ্ছেতি মন্ত্রেণ ব্রহ্মাণমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ সম্পূজ্য চ যাবদ্‌যজ্ঞসমাপনং ভবেত্তাবদ্ভবদ্ভিরিহ স্থাতব্যমিতি প্রার্থ্য চ ততো ব্রহ্মাণং নমেৎ ॥ ৩৫ ॥

সোদকেনেত্যাদি। ততঃ সোদকেন করেণ সজলেন হস্তেনাগ্নেরীশানাদীশানকোণমারভ্য ব্রহ্মণোঽন্তিকং ব্রহ্মসমীপপর্য্যন্তং ত্রিধা বারত্রয়ং পর্য্যুক্ষ্যাভিষিচ্য বহ্নিঞ্চ ত্রির্ব্বারত্রয়ং প্রোক্ষ্য তদনন্তরং যেন বর্ত্মনা ব্রহ্মাসনান্তিকং গত-

---

কর্ম্মসাক্ষিন্! তোমাকে নমস্কার।৩৩ অনন্তর ব্রহ্মা বলিবেন যে, আমি রক্ষা করিতেছি। যদি ব্রহ্মা না থাকেন, তাহা হইলে স্বয়ংই ঐ বাক্য বলিতে হইবে এবং যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত সেই ব্রহ্মার স্থানে দর্ভময় ব্রাহ্মণ কল্পনা করিতে হইবে।৩৪

অনন্তর সাধক 'ব্রহ্মন্! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' এই মন্ত্রে ব্রহ্মার আবাহন পূর্ব্বক পাদ্য প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবেন যে, যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাপ্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত আপনি এখানে অবস্থান করুন। এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বক সাধক তাঁহাকে নমস্কার করিবেন।৩৫

অনন্তর হস্ত দ্বারা জল গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নির ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মার নিকট পর্য্যন্ত তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে তিনবার ঐরূপ অগ্নিকেও প্রোক্ষিত করিতে হইবে।৩৬ অনন্তর পূর্ব্বে যে পথে ব্রহ্মার আসনের

আগত্য বর্ত্মনা তেন সুপবিশ্য নিজাসনে।
স্থণ্ডিলস্যোত্তরে দর্ভান্ উদগগ্রান্ পরিস্তরেৎ ॥ ৩৭ ॥
তেষু যজ্ঞীয়বস্তূনি সর্ব্বাণ্যাসাদয়েৎ সুধীঃ।
সোদকং প্রোক্ষণীপাত্রম্ আজ্যস্থালীসমিৎকুশান্ ॥ ৩৮ ॥
আসাদ্য স্রুকৃস্রুবাদীনি হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূমিতি মন্ত্রকৈঃ।
দিব্যদৃষ্ট্যা প্রোক্ষণেন সংস্কৃত্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৯ ॥
পৃথিব্যাং দক্ষিণং জানু পাতয়িত্বা স্রুবে স্রুচা।
ঘৃতমাদায় মতিমান্ চিন্তয়ন্ হিতমাত্মনঃ।
হ্রীঁ বিষ্ণবে দ্বিঠান্তেন প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥

বানাসীত্তেনৈব বর্ত্মনাগত্য নিজাসনে সুপবিশ্য চ যজ্ঞকর্ত্তা স্থণ্ডিলস্যোত্তরে দেশে উদগগ্রান্ দর্ভান্ কুশান্ পরিস্তরেৎ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

তেম্বিত্যাদি। সুধীর্যজ্ঞসাধকস্তেষু দর্ভেষু সর্ব্বাণি যজ্ঞীয়বস্তূন্যাসাদয়েৎ স্থাপয়েৎ। দর্ভেষু যানি যজ্ঞীয়বস্তূনি স্থাপয়েত্তান্যাহ, সোদকমিত্যাদিনা ॥ ৩৮ ॥

আসাদ্যেত্যাদি। দর্ভেষু সোদকপ্রোক্ষণীপাত্রাদীনি বস্তূনি স্রুকৃস্রুবাদীনি যজ্ঞীয়ানি পাত্রাণি চাসাদ্য সংস্থাপ্য হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূমিতি মন্ত্রকৈর্দিব্যদৃষ্ট্যা প্রোক্ষণেন চ তানি সংস্কৃত্য তদনন্তরং পৃথিব্যাং দক্ষিণং জানু পাতয়িত্বা স্রুচা স্রুবে যজ্ঞীয়ে পাত্রে ঘৃতমাদায় গৃহীত্বা মতিমান্ যজ্ঞসাধক আত্মনো হিতং চিন্তয়ন্ সন্ দ্বিঠান্তেন স্বাহান্তেন হ্রীঁ বিষ্ণবে ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুমুদ্দিশ্যাহুতিত্রয়ং প্রদদ্যাৎ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

নিকট গমন করা হইয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাগত হইয়া নিজ আসনে উপবেশন করিবে এবং স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে কতকগুলি দর্ভ উত্তরাভিমুখ করিয়া বিস্তার করিবে।[৩৭] অনন্তর সাধক, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী ও সমিৎ কুশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় বস্তু সমুদায় উক্ত দর্ভাস্তরণের উপর স্থাপন করিবে।[৩৮] পরে স্রুক্ স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র সমুদায় উক্ত দর্ভাস্তরণে স্থাপন করিয়া 'হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টি (অনিমিষ নয়নে অবলোকন) দ্বারা এবং প্রোক্ষণ দ্বারা তৎসমুদায় শোধন করিবে।[৩৯] পরে জ্ঞানবান্ সাধক ভূমিতে দক্ষিণ জানু পাতিয়া স্রুক্ দ্বারা স্রুব নামক যজ্ঞীয় পাত্রে ঘৃত গ্রহণ

তথৈব ঘৃতমাদায় ধ্যায়ন্ দেবং প্রজাপতিম্ ।
বায়ব্যাদগ্নিকোণান্তং জুহুয়াদাজ্যধারয়া ॥ ৪১ ॥
পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যায়ন্ দেবং পুরন্দরম্ ।
নৈঋ র্তাদীশকোণান্তং জুহুয়াদাজ্যধারয়া ॥ ৪২ ॥
ততোঽগ্নেরুত্তরে যাম্যে মধ্যে চ পরমেশ্বরি ।
অগ্নিং সোমং অগ্নীষোমৌ * সমুল্লিখ্য যথাক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥

তথৈবেত্যাদি। তথৈব স্রুচা স্রুবে এব ঘৃতমাদায় হ্রীঁ বীজাদ্যেন সচতুর্থী-স্বাহান্তেন নামমন্ত্রেণ প্রজাপতিং দেবং ধ্যায়ন্ সংস্তমুদ্দিশ্য বায়ব্যাৎ বায়ব্যঃ কোণমারভ্যাগ্নিকোণান্তং ঘৃতধারয়া জুহুয়াৎ ॥ ৪১ ॥

পুনরিত্যাদি। পুনঃ স্রুচা স্রুবে আজ্যং ঘৃতং সমাদায় পুরন্দরং দেবং ধ্যায়ন্ সংস্তমুদ্দিশ্য হ্রীঁ বীজাদ্যেন সচতুর্থীস্বাহান্তেন নামমন্ত্রেণ নৈঋর্তান্নৈঋর্তং কোণ-মারভ্যেশকোণান্তমীশানকোণপর্য্যন্তমাজ্যধারয়া জুহুয়াৎ ॥ ৪২ ॥

তত ইত্যাদি। হে পরমেশ্বরি ততঃ পরমগ্নেরুত্তরে ভাগে যাম্যে দক্ষিণে ভাগে মধ্যে চ যথাক্রমাৎ ক্রমেণৈবাগ্নিং সোমমগ্নীষোমৌ চ সমুদ্দিশ্য মায়াদ্যেন হ্রীঁ বীজাদ্যেন সচতুর্থীনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণাহুতিত্রয়ং হুত্বা বিচক্ষণঃ সুধীর্যজ্ঞ-সাধকো বিধেয়কর্ম্মোক্তং বিধেয়ে ঋতুসংস্কারাদৌ কর্ম্মণ্যুক্তং হোমং কুর্য্যাৎ॥৪৩॥৪৪॥

পূর্ব্বক আপনার মঙ্গল-কামনা সহকারে 'হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা' এই মন্ত্র পড়িয়া (বিষ্ণুর উদ্দেশে) তিনবার আহুতি প্রদান করিবে।[৪০] ঐরূপ পুনর্ব্বার স্রুক্ দ্বারা স্রুব নামক যজ্ঞপাত্রে ঘৃত লইয়া দেব প্রজাপতির ধ্যান করিতে করিতে (হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই প্রজাপতির উদ্দেশে) বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দ্বারা হোম করিবে।[৪১] ঐরূপে পুনর্ব্বার ঘৃত গ্রহণ করিয়া দেব পুরন্দরের ধ্যান করিতে করিতে (হ্রীঁ পুরন্দরায় স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তদুদ্দেশে নৈঋর্তকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা আহুতি প্রদান করিবে।[৪২] পরমেশ্বরি! পরে পুনর্ব্বার ঐরূপে ঘৃত গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তরে, দক্ষিণে এবং মধ্যে যথাক্রমে অগ্নি, সোম ও অগ্নীষোমের উদ্দেশে[৪৩] প্রথমে হ্রীঁ এই মায়া

---

*ম্ অগ্নীসোমৌ ইতি পাঠান্তর।

সচতুর্থীনমোঽন্তেন মায়াদ্যেনাহুতিত্রয়ম্ ।
হুত্বা বিধেয়কর্ম্মোক্তং * হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৪৪ ॥
আহুতিত্রয়দানান্তং ধারা-হোমং প্রচক্ষতে ॥ ৪৫ ॥
যদুদ্দিশ্যাহুতিং দদ্যাৎ দেয়োদ্দেশোঽপি তৎকৃতে † ।
সমাপ্য প্রকৃতং কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ ‡ ॥ ৪৬ ॥

আহুতীত্যাদি। বিষ্ণুদ্দেশ্যকাহুতিত্রয়দানমারাভ্যাগ্ন্যাদ্যুদ্দেশ্যকাহুতিত্রয়দানান্তং ধারাহোমং প্রচক্ষতে প্রবদন্তি ॥ ৪৫ ॥

যদিত্যাদি। যদ্দৈবতমুদ্দিশ্যাহুতিং দদ্যাৎ তৎকৃতে তদর্থং দেয়োদ্দেশোঽপি দেয়স্য বস্তুন উদ্দেশ উল্লেখোঽপি কর্ত্তব্যঃ। যথা হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা হবিরিদং বিষ্ণবে এবমেবেতি বিধেয়কর্ম্মাঙ্গভূতং প্রকৃতং কর্ম্ম হোমকর্ম্মৈবং সমাপ্য স্বিষ্টকৃদ্ধোমং শোভনাভীষ্টকারকং হোমমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥

বীজ পরে চতুর্থ্যন্ত নাম ও পরে নমঃ (হ্রীঁ অগ্নয়ে নমঃ, হ্রীঁ সোমায় নমঃ, হ্রীঁ অগ্নীষোমাভ্যাং নমঃ) এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিনবার আহুতি প্রদান করিবে (২৩২)। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে ধারাহোম সমাপন করিয়া পশ্চাৎ ঋতুসংস্কারাদি বিধেয় কর্ম্মের হোম করিবে।[৪৪] স্রুক্ স্রুবাদি প্রোক্ষণের পর বিষ্ণুর উদ্দেশে আহুতিদান হইতে অগ্নি, সোম ও অগ্নীষোমের উদ্দেশে আহুতিত্রয় দান পর্য্যন্ত কর্ম্মকে ধারাহোম কহে।[৪৫]

যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে, সেই দেবতার উদ্দেশে দেয় বস্তুর উল্লেখও করিতে হইবে; (যথা—হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা হবিরিদং বিষ্ণবে।) এইরূপে প্রকৃত হোম কর্ম্ম সমাপন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম অর্থাৎ সুচারুরূপে অভীষ্টফলদায়ক হোম করিবে।[৪৬] বরাননে! কলিযুগে প্রায়শ্চিত্ত-হোম নাই,

---

* হুত্বা বিধায় কর্ম্মোক্তম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† দেবোদ্দেশোঽপি তৎকৃতে ইতি চ পাঠঃ।

‡ স্বিষ্টকৃদ্ধোমমাচরেৎ ইত্যপি পাঠঃ।

---

(২৩২)—অন্যান্য তন্ত্রে এই স্থলে 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি রূপ স্বাহান্ত মন্ত্রে আহুতি দিবার বিধান দৃষ্ট হয়। এমন কি সকল আহুতিই স্বাহান্ত মন্ত্রে দিতে হয়।

প্রায়শ্চিত্তাত্মকো হোমঃ কলৌ নাস্তি বরাননে।
স্বিষ্টিকৃতা ব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৭ ॥
পূর্ব্ববদ্ধবিরাদায় ব্রহ্মাণং মনসা স্মরন্।
অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবেশ প্রমাদাদ্‌ভ্রমতোঽপি বা ॥ ৪৮ ॥
ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্ব্বং স্বিষ্টিকৃতং কুরু।
মায়াদ্যেনামুনা দেবি স্বাহান্তেনাহুতিং হুনেৎ ॥ ৪৯ ॥

প্রায়শ্চিত্তেত্যাদি। কলৌ যুগে প্রায়শ্চিত্তাত্মকহোমাভাবাৎ স্বিষ্টকৃতা হোমেন ব্যাহৃতিভির্হোমেন চ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৭ ॥

অথ স্বিষ্টকৃদ্ধোমাচরণবিধিমাহ, পূর্ব্ববদিত্যাদিভিঃ পূর্ব্ববৎ স্রুচা স্রুবে হবির্ঘৃতমাদায় ব্রহ্মাণং প্রজাপতিং মনসা স্মরন্ সন্ তমুদ্দিশ্য মায়াদ্যেন হ্রীঁ-বীজাদ্যেন স্বাহান্তেন—অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবেশ প্রমাদাদ্‌ভ্রমতোঽপি বা ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্ব্বং স্বিষ্টকৃতং কুরু ॥ ইত্যমুনা মন্ত্রেণাহুতিং হুনেৎ দদ্যাৎ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

তৎকালে স্বিষ্টিকৃৎ-হোম দ্বারা ও ব্যাহৃতি-হোম দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত-হোম (২৩৩) হইয়া থাকে।[৪৭]

(স্বিষ্টিকৃৎ হোম-বিধান কহিতেছি যথা—) স্রুক্ নামক যজ্ঞপাত্র দ্বারা স্রুব নামক যজ্ঞপাত্রে পূর্ব্বমত ঘৃত গ্রহণ করিয়া মনে মনে ব্রহ্মাকে স্মরণ পূর্ব্বক মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া 'অস্মিন্ কর্ম্মণি' ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেবদেব! প্রমাদবশতঃ বা ভ্রমবশতঃ এই কর্ম্মে যাহা কিছু ন্যূনাধিক হইয়াছে, তাহাও আমার স্বিষ্টিকৃৎ অর্থাৎ সুচারুরূপে ফলদায়ক করিয়া দাও (২৩৪)।[৪৮।৪৯] পরে ঐরূপ আদিতে 'হ্রীঁ' বীজ ও অন্তে 'স্বাহা' পদ যোজনা করিয়া 'ত্বমগ্নে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ

---

(২৩৩)—যে হোম দ্বারা অঙ্গবৈগুণ্যাদি-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ক্ষালন হইয়া থাকে, তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত-হোম।

(২৩৪)—মন্ত্রোদ্ধার যথা। হ্রীঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবেশ প্রমাদাদ্‌ভ্রমতোঽপি বা। ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্ব্বং স্বিষ্টিকৃতং কুরু স্বাহা।

ত্বমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ স্বিষ্টিকৃৎ প্রভুঃ।
যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয়।
অনেন হবনং কুর্য্যাৎ মায়য়া বহ্নিজায়য়া ॥ ৫০ ॥
ইত্থং স্বিষ্টিকৃতং * হোমং সমাপ্য ক্রতুসাধকঃ।
কর্ম্মণোঽস্য পরব্রহ্মন্ অযুক্তং বিহিতঞ্চ যৎ ॥ ৫১ ॥
তচ্ছান্ত্যৈ যজ্ঞসম্পত্ত্যৈ ব্যাহৃত্যা হূয়তে বিভো।
মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈঃ ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিভিঃ ॥ ৫২ ॥

ত্বমিত্যাদি। ততোঽগ্নিমুদ্দিশ্যাদিভূতয়া মায়য়া হ্রীঁ বীজেনান্তভূতয়া বহ্নিজায়য়া স্বাহয়া চ সংযুক্তেন—ত্বমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনং স্বিষ্টকৃৎ প্রভুঃ। যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয়। ইত্যনেন মন্ত্রেণ হবনং কুর্য্যাৎ॥ ৫০॥
ইত্থমিত্যাদি। ইত্থমনেন প্রকারেণ স্বিষ্টকৃতং হোমং সমাপ্য ক্রতুসাধকো যজ্ঞকর্ত্তা—কর্ম্মণোঽস্য পরব্রহ্মন্নযুক্তং বিহিতঞ্চ যৎ। তচ্ছান্ত্যৈ যজ্ঞসম্পত্ত্যৈ ব্যাহৃত্যা হূয়তে বিভো॥ ইতি পরং ব্রহ্ম সম্প্রার্থ্য পরং ব্রহ্মোদ্দিশ্য চ মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈঃ হ্রীঁ বীজাদিভিঃ স্বাহান্তৈর্ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈরাহুতিত্রিতয়ং দদ্যাৎ। তথৈব হ্রীঁ বীজাদ্যেন স্বাহান্তেন ভূরাদিত্রিতয়েনৈকধাহুতিং দদ্যাৎ।

যথা—) হুতাশন! তুমি সকল লোককে পবিত্র করিয়া থাক; তুমি সকলের অভীষ্টফলদায়ক ও প্রভু, বিশেষতঃ তুমি সমুদায় যজ্ঞের সাক্ষী ও মঙ্গলকর্ত্তা; অধুনা তুমি আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ কর (২৩৫)।[৫০] যজ্ঞকর্ত্তা এইরূপে স্বিষ্টিকৃৎ-হোম সমাধা করিয়া (এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে,) পরব্রহ্মন্! এই যজ্ঞে যাহা কিছু অযুক্ত কর্ম্ম হইয়াছে,[৫১] তাহা শান্তির নিমিত্ত এবং যজ্ঞসম্পত্তির নিমিত্ত আমি ব্যাহৃতি-হোম করিতেছি।

অনন্তর 'হ্রীঁ ভূঃ স্বাহা, হ্রীঁ ভুবঃ স্বাহা, হ্রীঁ স্বঃ স্বাহা,' এই তিন মন্ত্র দ্বারা[৫২]

---

* সর্ব্বত্র স্বিষ্টিকৃতমিত্যত্র স্বিষ্টকৃতমিতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

(২৩৫)—মন্ত্র যথা। হ্রীঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ স্বিষ্টিকৃৎ প্রভুঃ। যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয় স্বাহা॥

আহুতিত্রিতয়ং দদ্যাৎ ত্রিতয়েন তথৈব চ ।
হুত্বাগ্নৌ যজমানেন দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং বুধঃ ॥ ৫৩ ॥
স্বয়ং চেৎ কর্ম্মকর্ত্তা স্যাৎ স্বয়মেবাহুতিং ক্ষিপেৎ * ।
অভিষেকবিধানাদৌ এবমেব † বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪ ॥
আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য্য ততো যজ্ঞপতে বদেৎ ।
পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞদেবতাঃ ।
ফলানি সম্যগ্‌যচ্ছন্তু বহ্নিকান্তাবধির্ম্মনুঃ ॥ ৫৫ ॥

বুধো যজ্ঞসাধক এবং হুত্বা যজমানেন সহ বিষ্ণুমুদ্দিশ্য বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণাগ্নৌ পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

স্বয়ঞ্চেদিত্যাদিশ্লোকস্ত স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫৪ ॥

যেন মন্ত্রেণ পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ তমেব মন্ত্রমাহ, আদাবিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। আদৌ মায়াং হ্রীঁ বীজং সমুচ্চার্য্য ততো যজ্ঞপতে ইতি বদেৎ। ততঃ পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞদেবতাঃ ফলানি সম্যগ্‌যচ্ছন্তু ইতি মনুর্জ্জাতঃ। অয়ং মনুর্ব্বহ্নিকান্তাবধি স্বাহান্তঃ প্রোক্তঃ ॥ ৫৫ ॥

তিন বার আহুতি প্রদান করিবে। পরে 'হ্রীঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা', এই মন্ত্র দ্বারা একবার আহুতি প্রদান করিয়া বিচক্ষণ যজ্ঞকর্ত্তা যজমানের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন।[৫৩] যদি যজমান স্বয়ংই কর্ম্মকর্ত্তা হয়েন, তাহা হইলে স্বয়ংই আহুতি প্রদান করিবেন। অভিষেক-বিধানাদি স্থলেও এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে।[৫৪] (পূর্ণাহুতির মন্ত্রোদ্ধার যথা—) প্রথমতঃ মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া পরে 'যজ্ঞপতে' এই পদ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর বলিতে হইবে যে, 'পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞদেবতাঃ ফলানি সম্যগ্‌যচ্ছন্তু' এই মন্ত্রের পর স্বাহা যোগ করিলেই পূর্ণাহুতির মন্ত্র হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা) আমার এই যজ্ঞ পূর্ণ হউক, যজ্ঞদেবতারা পরিতুষ্ট হইয়া এই যজ্ঞের সম্পূর্ণ

---

* স্বয়মেবাহুতিং ক্রমাৎ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† অভিষেকবিধানানামেবমেব ইতি বা পাঠঃ।

মন্ত্রেণানেন মতিমান্ উত্থায় সুসমাহিতঃ।
ফলতাম্বূলসহিতাহুতিং দদ্যাদ্ধুতাশনে ॥ ৫৬ ॥
দত্তপূর্ণাহুতির্বিদ্বান্ শান্তিকর্ম্ম সমাচরেৎ।
প্রোক্ষণীপাত্রতোয়েন কুশৈঃ সম্মার্জ্জয়েচ্ছিরঃ ॥ ৫৭ ॥
আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ভবন্ত্বোষধয়ো মম।
আপো রক্ষন্তু মাং নিত্যমাপো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥
আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতনঃ।
ইত্যাভ্যাং মার্জ্জনং কৃত্বা ভূমৌ বিন্দূন্ বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ৫৯ ॥

মন্ত্রেণেত্যাদি। মতিমান্ যজ্ঞসাধকো যজমানেন সহোত্থায় সুসমাহিতঃ অতিসাবধানঃ সন্নেনেন মন্ত্রেণ ফলতাম্বূলসহিতাহুতিং হুতাশনেঽগ্নৌ দদ্যাৎ ॥ ৫৬॥

দত্তেত্যাদি। এবং দত্তপূর্ণাহুতিঃ সন্ বিদ্বান্ যজ্ঞসাধকঃ শান্তিকর্ম্ম সমাচরেৎ। শান্তিকর্ম্মাচরণস্যৈব বিধিমাহ, প্রোক্ষণীপাত্রেত্যাদিভিঃ। ৫৭॥

শিরঃসম্মার্জ্জনার্থমাপ ইত্যাদিকং মন্ত্রদ্বয়মাহ, আপ ইত্যাদি। হে আপো ভবত্যো মম সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ওষধয়শ্চ ভবন্তু ইত্যেবমন্বয়ঃ। সুমিত্রাণ্যেব সুমিত্রিয়াঃ স্বার্থে ঘ্যঃ তস্যেয়াদেশঃ ॥ ৫৮ ॥

আপো হীত্যাদি। আপ ইত্যাদেরর্থো বক্ষ্যতে। ইত্যাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং শিরসো মার্জনং কৃত্বা ভূমৌ কুশৈর্ব্বিন্দূন্ বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ৫৯ ॥

ফল প্রদান করুন।[৫৫] জ্ঞানী ব্যক্তি (যজমানের সহিত) দণ্ডায়মান হইয়া সুসমাহিত চিত্তে এই মন্ত্র দ্বারা ফল ও তাম্বূলের সহিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন (২৩৬)।[৫৬] বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ইত্যাদি শান্তিকর্ম্ম করিবেন। প্রথমতঃ কুশ দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র হইতে জল লইয়া (আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে) মস্তকে প্রদান করিতে হইবে।[৫৭] (মন্ত্রার্থ যথা—) সলিল আমার সন্মিত্র স্বরূপ হউক ; সলিল আমার পক্ষে ওষধি স্বরূপ হউক ; জল নারায়ণ স্বরূপ ; এই জল আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করুন।[৫৮] হে সলিল ! আমাদিগকে তুমি সুখ প্রদান

---

(২৩৬)—পূর্ণাহুতির মন্ত্র যথা। হ্রীঁ যজ্ঞপতে পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞদেবতাঃ। ফলানি সম্যগ্‌যচ্ছন্তু স্বাহা ॥

যে দ্বিষন্তি চ মাং নিত্যং যাংশ্চ দ্বিষ্মো নরান্ বয়ম্।
আপো দুর্ম্মিত্রিয়াস্তেষাং সন্তু ভক্ষন্তু তানপি ॥ ৬০ ॥
অনেনেশানদিগ্‌ভাগে বিন্দূন্ প্রক্ষিপ্য তান্ কুশান্।
হিত্বা কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রার্থয়েদ্ধব্যবাহনম্ ॥ ৬১ ॥
বুদ্ধিং বিদ্যাং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং শ্রদ্ধাং যশঃ শ্রিয়ম্।
আরোগ্যং তেজ আয়ুষ্যং দেহি মে হব্যবাহন ॥ ৬২ ॥
ইতি প্রার্থ্য বীতিহোত্রং বিসৃজেদমুনা শিবে ॥ ৬৩ ॥

ভূমৌ বিন্দূনাং নিক্ষেপণস্য মন্ত্রমাহ, যে দ্বিষন্তীত্যাদি ॥ ৬০ ॥

অনেনেত্যাদি। অনেন মন্ত্রেণেশানদিগ্‌ভাগে কুশৈর্ব্বিন্দূন্ প্রক্ষিপ্য তান্ কুশানপি তত্রৈব হিত্বা ত্যক্ত্বা কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা হব্যবাহনমগ্নিং প্রার্থয়েৎ ॥ ৬১ ॥

অগ্নিং কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, বুদ্ধিমিত্যাদি। বুদ্ধিং শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানম্। বিদ্যাম্ আত্মজ্ঞানম্। মেধাং ধারণাবতীং ধিয়ম্। প্রজ্ঞাং সারাসারবিবেকনৈপুণ্যম্ ॥ ৬২ ॥

ইতীত্যাদি। হে শিবে ইতি বীতিহোত্রমগ্নিং প্রার্থ্যামুনা বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ তমেব বিসৃজেৎ ॥ ৬৩ ॥

কর, তুমি আমাদের ঐহিক বিষয়ও প্রদান কর। উক্ত মন্ত্রদ্বয় দ্বারা মস্তক অভ্যুক্ষিত করিয়া পশ্চাৎ ভূমিতেও জলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে।[৫৯]

অনন্তর 'যে দ্বিষন্তি ইত্যাদি' অর্থাৎ যাহারা নিয়ত আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরাও যে সকল লোকের দ্বেষ করিয়া থাকি, তাহাদের পক্ষে জল শত্রুস্বরূপ হউক এবং তাহাদিগকে ভক্ষণ করুক, এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কুশ দ্বারা ঈশান কোণে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া সেই কুশ সমুদায়ও পরিত্যাগ করিয়া,[৬০] কৃতাঞ্জলিপুটে হুতাশনের নিকট 'বুদ্ধিং বিদ্যাং' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠে প্রার্থনা করিবে।[৬১] (উক্ত মন্ত্রার্থ যথা—) হুতাশন! আমাকে বুদ্ধি (শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্যগ্রহণ-শক্তি), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), বল (শারীরিক শক্তি), মেধা (ধারণাশক্তি), প্রজ্ঞা (সারাসার-বিবেক-নৈপুণ্য), শ্রদ্ধা, যশ, শ্রী, আরোগ্য, তেজ ও আয়ু, এতৎসমুদায় প্রদান কর।[৬২] শিবে! অগ্নির নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ('যজ্ঞ যজ্ঞপতিং' ইত্যাদি) মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে বিসর্জ্জন

যজ্ঞ যজ্ঞপতিং গচ্ছ যজ্ঞং গচ্ছ হুতাশন।
স্বাং যোনিং গচ্ছ যজ্ঞেশ পূরয়াস্মন্মনোরথম্ ॥ ৬৪ ॥
অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহেতি মন্ত্রেণাগ্নেরুদগ্‌দিশি।
দত্ত্বা দধ্যাহুতিং বহ্নিং দক্ষিণস্যাং বিচালয়েৎ ॥ ৬৫ ॥
ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দত্ত্বা ভক্ত্যা নত্বা বিসর্জ্জয়েৎ।
ততস্তু তিলকং কুর্য্যাৎ স্রুবসংলগ্নভস্মনা ॥ ৬৬ ॥
মায়াং কামং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বশান্তিকরং ভব।
ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ মন্ত্রেণানেন যাজ্ঞিকঃ ॥ ৬৭ ॥

অগ্নিবিসর্জনস্যৈব মন্ত্রমাহ, যজ্ঞেতি। হে যজ্ঞ ত্বং যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং গচ্ছ প্রাপ্নুহি। হে হুতাশন ত্বং যজ্ঞং গচ্ছ। হে যজ্ঞেশ যজ্ঞকর্ত্তস্ত্বং স্বাং যোনি-মাত্মীয়স্থানং গচ্ছ। হে যজ্ঞাদিক ত্বমস্মন্মনোরথমস্মাকং কামং পূরয়। যজ্ঞ যজ্ঞপতিমিত্যাদিনা অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহেত্যন্তেনানেন মন্ত্রেণাগ্নেরুদগ্দিশি দধ্যাহুতিং দত্ত্বা দক্ষিণস্যাং দিশি বহ্নিমনেনৈব মন্ত্রেণ বিচালয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মণে ইত্যাদিস্তু স্পষ্টার্থঃ ॥ ৬৬ ॥

নন্বু কেন মন্ত্রেণ ললাটে তিলকং কর্ত্তব্যং তত্রাহ, মায়ামিত্যাদি। মায়াং হ্রীঁ বীজং কামং ক্লীঁ বীজং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বশান্তিকরো ভবেতি বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বশান্তিকরো ভবেতি মন্ত্রো জাতঃ। যাজ্ঞিকো যজ্ঞকর্ত্তানেন মন্ত্রেণ ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ ॥ ৬৭ ॥

করিবে।[৬৩] (বিসর্জ্জন মন্ত্রের অর্থ এই যে,) যজ্ঞ! তুমি যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুতে গমন কর। হুতাশন! তুমি যজ্ঞেতে প্রবিষ্ট হও। যজ্ঞেশ্বর! তুমি স্বস্থানে গমন কর, এবং আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দাও।[৬৪] পরে 'অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহা', এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকে দধি দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া অগ্নিকে দক্ষিণদিকে চালিত করিবে।[৬৫]

অনন্তর ব্রহ্মাকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া ভক্তি সহকারে নমস্কার পূর্ব্বক বিস-র্জ্জন করিবে অর্থাৎ দর্ভবটুর দর্ভগ্রন্থি মোচন করিবে। পরে স্রুব নামক যজ্ঞপাত্র-সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা তিলক করিতে হইবে।[৬৬] 'হ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বশান্তিকরং ভব,' এই মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞকর্ত্তা ললাটে তিলক ধারণ করিবেন।[৬৭] অনন্তর

শান্তিরস্তু শিবং চাস্তু বাসবাগ্নিপ্রসাদতঃ ।
মরুতাং ব্রহ্মণশ্চৈব বসুরুদ্রপ্রজাপতেঃ ॥ ৬৮ ॥
অনেন মনুনা পুষ্পং ধারয়েন্মস্তকোপরি * ।
স্বশক্ত্যা দক্ষিণাং দদ্যাৎ হোমপ্রকৃতকর্ম্মণোঃ ॥ ৬৯ ॥
ইতি তে কথিতা দেবি সর্ব্বকর্ম্মকুশণ্ডিকা ।
প্রযোজ্যা শুভকর্ম্মাদৌ যত্নতঃ কুলসাধকৈঃ ॥ ৭০ ॥
প্রকৃতে কর্ম্মণি শিবে চরুর্যেষাং কুলাগমঃ ।
সিদ্ধ্যর্থং কর্ম্মণান্তেষাং † চরুকর্ম্ম নিগদ্যতে ॥ ৭১ ॥

শান্তিরিত্যাদি। শিবং কল্যাণম্। মরুতামিত্যাদাবপি প্রসাদত ইত্যস্য যোজনা কর্ত্তব্যা ॥ ৬৮ ॥

অনেনেত্যাদি। অনেন শান্তিরস্ত্বিত্যাদিনা প্রজাপতেরিত্যন্তেন মনুনা মস্তকোপরি পুষ্পং ধারয়েৎ। ততো হোমপ্রকৃতকর্ম্মণোঃ স্বশক্ত্যা দক্ষিণাং যজ্ঞসাধকায় ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

প্রকৃতে ইত্যাদি। প্রকৃতে কর্ম্মণি ঋতুসংস্কারাদৌ। চরুঃ দেবতার্থং পরমান্নম্। কুলে আগমনং যস্য চরোঃ স কুলাগমঃ ॥ ৭১ ॥

(শান্তির নিমিত্ত) 'শান্তিরস্তু শিবং চাস্তু' ইত্যাদি অর্থাৎ, ইন্দ্রের অগ্নির ব্রহ্মার প্রজাপতির বসুগণের রুদ্রগণের ও মরুদ্‌গণের প্রসাদে আমাদের শান্তি হউক ও মঙ্গল হউক। ৬৮ এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মস্তকে পুষ্প ধারণ করিতে হইবে। তৎপরে যজমান নিজ শক্তি অনুসারে হোমের ও প্রকৃত কর্ম্মের দক্ষিণা প্রদান করিবেন। ৬৯

দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বসৎকর্ম্মে প্রয়োজনীয় কুশণ্ডিকা বিবরণ কহিলাম। যাঁহারা কুলসাধক তাঁহারা সমুদায় শুভকর্ম্মের অগ্রে যত্ন পূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। ৭০ শিবে! বংশক্রমে যাহাদের প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে চরুপাক করিবার নিয়ম আছে, তাঁহাদের কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত চরুকর্ম্ম

---

* অনেন মনুনায়ুষ্যং ধারয়ন্মস্তকোপরি ইতি বা পাঠঃ।

† সিদ্ধার্থং কর্ম্মণস্তেষাম্ ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

চরুস্থালী প্রকর্ত্তব্যা তাম্রী বা মৃত্তিকোদ্ভবা ॥ ৭২ ॥
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা দ্রব্যসংস্করণাবধি।
কৃত্বা কর্ম্ম চরুস্থালীম্ আনয়েদাত্মসম্মুখে ॥ ৭৩ ॥
অক্ষতামব্রণাং দৃষ্ট্বা প্রাদেশপরিমাণকম্।
পবিত্রকুশমেকঞ্চ স্থালীমধ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ৭৪ ॥
আনীয় তণ্ডুলাংস্তত্র সংস্থাপ্য স্থণ্ডিলান্তিকে।
যস্মিন্ কর্ম্মণি যে দেবাঃ পূজনীয়াঃ সুরার্চ্চিতে ॥ ৭৫ ॥

চরুকর্ম্মৈবাহ, চরুস্থালীত্যাদিভিঃ ॥ ৭২ ॥

কুশণ্ডিকেত্যাদি। কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা দ্রব্যসংস্করণাবধি দ্রব্যসংস্কার-পর্য্যন্তং সর্ব্বং কর্ম্ম কৃত্বা চরুস্থালীমাত্মসম্মুখে দেশে আনয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

অক্ষতামিত্যাদি। ততোঽক্ষতামভগ্নামব্রণামচ্ছিদ্রাং চরুস্থালীং দৃষ্ট্বা প্রাদেশ-পরিমাণকমেকং পবিত্রকুশং স্থালীমধ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

আনীয়েত্যাদি। ততস্তত্র যজ্ঞস্থানে তণ্ডুলানানীয় স্থণ্ডিলান্তিকে সংস্থাপ্য চ যস্মিন্ ঋতু সংস্কারাদৌ কর্ম্মণি যে দেবাঃ পূজনীয়াস্তত্তন্নাম চতুর্থ্যন্তমুক্ত্বা ততঃ পরং ত্বাজুষ্টমিতীরয়ন্ বদন্ ততঃ পরং ক্রমাদেব গৃহ্ণামীতি নির্ব্বপামীতি

বলিতেছি।[৭১] চরুস্থালী তাম্রময়ী অথবা মৃণ্ময়ী হওয়া আবশ্যক।[৭২] পরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধানানুসারে দ্রব্যসংস্কার পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনার সম্মুখে চরুস্থালী আনয়ন করিবে।[৭৩] অনন্তর ঐ চরু-স্থালী অক্ষত ও অব্রণ কি না, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া প্রাদেশ-প্রমাণ একটি পবিত্র (কুশ) (২৩৭) সেই স্থালীমধ্যে স্থাপন করিবে।[৭৪] সুরবন্দিতে! তৎপরে যজ্ঞস্থলে তণ্ডুল আনয়ন করিয়া স্থণ্ডিলের নিকট সংস্থাপন পূর্ব্বক ঋতুসংস্কার

---

(২৩৭)—"অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ।
প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ ॥"

অর্থাৎ, নির্গর্ভ প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্র কুশপত্রদ্বয় (অন্যকুশদ্বারা যথারীতি বেষ্টন করিলে) পবিত্র নামে অভিহিত হয়। এই পবিত্র পার্ব্বণশ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে অর্ঘ্যের নিমিত্ত এবং হোমাদি স্থলে ঘৃত-সংস্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহাভারতে কথিত আছে যে, গরুড় পরম-

তত্তন্নাম চতুর্থ্যন্তম্ উক্ত্বা ত্বাজুষ্টমীরয়ন্।
গৃহ্ণামি নির্ব্বপামীতি প্রোক্ষয়ামি ক্রমাদ্বদন্ * ॥ ৭৬ ॥
গৃহীত্বা নির্ব্বপেৎ স্থাল্যাং প্রোক্ষয়েজ্জলবিন্দুনা।
প্রত্যেকঞ্চতুরো মুষ্টীন্ দেবমুদ্দিশ্য তণ্ডুলান্ ॥ ৭৭ ॥

প্রোক্ষামীতি চ বদন্ সন্ প্রত্যেকং দেবমুদ্দিশ্য চতুরো মুষ্টীন্ চতুর্মুষ্টিপরিমিতাং-স্তণ্ডুলান্ গৃহীত্বা স্থাল্যাং নির্ব্বপেৎ জলবিন্দুনা প্রোক্ষয়েচ্চ। অমুকদেবায় ত্বাজুষ্টং গৃহ্ণামীতি মন্ত্রেণ তণ্ডুলানাদায়ামুকদেবায় ত্বাজুষ্টং নির্ব্বপামীতি মন্ত্রেণ স্থাল্যাং নিঃক্ষিপেৎ। অমুকদেবায় ত্বাজুষ্টং প্রোক্ষামীতি মন্ত্রেণ জলবিন্দুনা তানভি-ষিঞ্চেচ্চেত্যর্থঃ। তু আজুষ্টমিতি চ্ছেদঃ। আজুষ্টং প্রীতিঃ। আজুষ্টমিতি ক্রিয়া-বিশেষণম্ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

প্রভৃতি যে কর্ম্মে যে দেবতার পূজা করিবার বিধি আছে,[৭৫] চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত তত্তন্নাম উল্লেখ করিয়া 'ত্বা জুষ্টম্' (সেবা বা ভোগের নিমিত্ত তোমাকে) এই বাক্য সহকারে ক্রমশঃ গৃহ্ণামি (গ্রহণ করিতেছি), নির্ব্বপামি (স্থালীতে রাখিতেছি), প্রোক্ষয়ামি (জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিতেছি) বলিয়া[৭৬] প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে চারি চারি মুষ্টি তণ্ডুল (যথাক্রমে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক) গ্রহণ করিবে, স্থালীতে রাখিবে এবং জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিবে (২৩৮)।[৭৭]

---

* প্রোক্ষয়ামীত্যত্র প্রোক্ষামি ইতি, ক্রমাদ্বদন্ ইত্যত্র ক্রমাদ্বদেৎ ইতি চ পাঠান্তরম্।

পবিত্র অমৃত আহরণ পূর্ব্বক কুশের উপরি রাখিয়াছিলেন বলিয়া তদবধি কুশের নাম পবিত্র হইয়াছে।

(২৩৮)—মন্ত্র যথা। অমুকদেবায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি, এই মন্ত্র দ্বারা তণ্ডুল গ্রহণ করিবে; অমুকদেবায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি, এই মন্ত্র দ্বারা তাহা স্থালীতে স্থাপন করিবে; এবং পরে অমুকদেবায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ তণ্ডুলে জল প্রদান করিবে। এই মন্ত্রের অর্থ হইতেছে যে, অমুকদেবতার উদ্দেশে তাঁহার সেবা বা ভোগের নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। এবং সেই নিমিত্ত তোমাকে স্থালীতে রক্ষা করিতেছি, এবং প্রোক্ষিত করিতেছি। টীকাকার ত্বা এবং জুষ্টং ইহা পৃথক্ না করিয়া এক পদ করিয়াছেন এবং সন্ধি বিচ্ছেদ দ্বারা তু আজুষ্টং এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এইরূপ অর্থ হয়, যে, আমি প্রীতি পূর্ব্বকই

ততো দুগ্ধং সিতাঞ্চৈব দত্ত্বা পাকবিধানতঃ।
সুপচেৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ সাবধানেন সুব্রতে ॥ ৭৮ ॥
সুপক্বং কোমলং জ্ঞাত্বা দদ্যাৎ তত্র ঘৃতস্রুবম্ ॥ ৭৯ ॥
অগ্নেরুত্তরতঃ পাত্রং বিনিধায় কুশোপরি।
পুনস্ত্রিধা ঘৃতং দত্ত্বা স্থালীমাচ্ছাদয়েৎ কুশৈঃ ॥ ৮০ ॥
ততঃ স্রুবে চরুস্থাল্যা ঘৃতাধারণপূর্ব্বকম্।
কিঞ্চিচ্চরুং সমাদায় জানুহোমং সমাচরেৎ ॥ ৮১ ॥

তত ইত্যাদি। হে সুব্রতে ততঃ পরং ক্রমেণ দুগ্ধং সিতাঞ্চ স্থাল্যাং দত্ত্বা সাবধানেন মনসা সংস্কৃতে বহ্নৌ পাকবিধানতশ্চরুং সুপচেৎ ॥ ৭৮ ॥

সুপক্বমিত্যাদি। ততঃ সুপক্বং কোমলং চরুং জ্ঞাত্বা তত্র ঘৃতস্রুবং ঘৃতপূর্ণস্রুবং দদ্যাৎ ॥ ৭৯ ॥

অগ্নেরিত্যাদি। ততশ্চরুপাত্রমগ্নেরুত্তার্য্যাগ্নেরুত্তরতো দেশে কুশোপরি বিনিধায় সংস্থাপ্য চ পুনস্ত্রিধা ত্রিবারং তত্র ঘৃতং দত্ত্বা কুশৈঃ স্থালীমাচ্ছাদয়েৎ ॥ ৮০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং ঘৃতাধারণপূর্ব্বকং ঘৃতসেচনপূর্ব্বকং চরুস্থাল্যাঃ সকাশাৎ কিঞ্চিচ্চরুং স্রুবে সমাদায় গৃহীত্বা জানুহোমং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। পৃথিব্যাং দক্ষিণং জানু পাতয়িত্বা যো হোমো বিধীয়তে স এব জানুহোমো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৮১ ॥

সুব্রতে! অনন্তর তাহাতে দুগ্ধ ও শর্করা প্রদান করিয়া সমাহিত হৃদয়ে উহা সুসংস্কৃত বহ্নিতে পাকবিধি অনুসারে উত্তমরূপে পাক করিবে।[৭৮] পরে যখন জানিতে পারিবে যে, ঐ অন্ন সুপক্ব ও কোমল হইয়াছে, তখন তাহাতে স্রুবপূর্ণ ঘৃত নিক্ষেপ করিবে।[৭৯] অনন্তর সেই চরুস্থালী নামাইয়া অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে পুনশ্চ তিনবার ঘৃত প্রদান করিয়া কুশ দ্বারা ঐ স্থালী আচ্ছাদিত করিবে।[৮০]

অনন্তর ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক সেই চরুস্থালী হইতে স্রুবনামক যজ্ঞপাত্রে

অমুক দেবতার উদ্দেশে গ্রহণ করিতেছি স্থালীতে রাখিতেছি, এবং প্রোক্ষণ করিতেছি। আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থই সুসঙ্গত।

ধারাহোমং ততঃ কৃত্বা প্রধানীভূতকর্ম্মণি ।
যত্র যে বিহিতা দেবাঃ তন্মন্ত্রৈরাহুতিং * হুনেৎ ॥ ৮২ ॥
সমাপ্য প্রকৃতং হোমং স্বিষ্টিকৃদ্ধোমপূর্ব্বকম্ ।
প্রায়শ্চিত্তাত্মকং হুত্বা কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্ ॥ ৮৩ ॥
সংস্কারেষু প্রতিষ্ঠাসু বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
বিধেয়ঃ শুভকর্ম্মাদৌ কর্ম্মসংসিদ্ধিহেতবে ॥ ৮৪ ॥
অথোচ্যন্তে মহামায়ে গর্ভাধানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ † ॥
তত্রাদাবৃতুসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ॥ ৮৫ ॥

ধারেত্যাদি। ততো ধারাহোমং কৃত্বা যত্র যস্মিন্ প্রধানীভূতকর্ম্মণি যে দেবাঃ পূজ্যা বিহিতাস্তন্মন্ত্রৈস্তেষাং দেবানাং মন্ত্রৈরাহুতীর্হুনেদ্দদ্যাৎ ॥ ৮২ ॥

কিঞ্চিৎ চরু লইয়া তাহাতে জানুহোম করিবে (২৩৯)।[৮১] পরে ধারা-হোম ২৪০) করিয়া যে যে প্রধানীভূত কর্ম্মে যে যে দেবতা পূজ্য, সেই সেই দেবতার উদ্দেশে সেই সেই দেবতার মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে।[৮২] এইরূপে প্রকৃত হোম সমাপন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ-হোম (যজ্ঞের অঙ্গবৈগুণ্য নাশ পূর্ব্বক পূর্ণতা সম্পাদক হোম) সমাধান পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তাত্মক (ব্যাহৃতি) হোম করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে।[৮৩]

দশবিধ সংস্কার সময়ে এবং প্রতিষ্ঠা সময়ে এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। ফলতঃ সমুদায় শুভকর্ম্মেই প্রথমতঃ অভিলষিত ফল সিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ বিধানানুসারে কুশণ্ডিকানুষ্ঠান করিতে হইবে।[৮৪]

---

* তন্মন্ত্রৈরাহুতীর্হুনেৎ ইতি পাঠান্তরম্। আহুতির্হুনেৎ ইতি প্রামাদিক-পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

† গর্ভাধানোদিতাঃ ক্রিয়াঃ ইত্যপি পাঠঃ।

(২৩৯)—ভূমিতে দক্ষিণ জানু পাতিয়া যে সমুদায় হোম করিবার বিধি আছে, তাহার নাম জানুহোম।

(২৪০) মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কোন একদিক্ হইতে অপর কোন দিক্ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা প্রদানে যে হোম করা যায়, তাহারই নাম ধারাহোম।

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ দেবান্ সমৰ্চ্চয়েৎ।
ব্রহ্মা দুর্গা গণেশশ্চ গ্রহা দিকৃপতয়স্তথা ॥ ৮৬ ॥
স্থণ্ডিলস্যৈন্দ্রদিগ্‌ভাগে ঘটেষ্বেতান্ প্রপূজয়েৎ।
ততস্তু মাতৃকাঃ পূজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ ষোড়শ ক্রমাৎ ॥ ৮৭ ॥
গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টিধৃ‌র্তিঃ ক্ষমা।
আত্মনো দেবতা চৈব তথৈব কুলদেবতাঃ ॥ ৮৮ ॥
আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বাঃ ত্রিদশানন্দকারিকাঃ।
বিবাহব্রতযজ্ঞানাং সর্ব্বাভীষ্টং প্রকল্পাতাম্ ॥ ৮৯ ॥

সমাপ্যেত্যাদি। এবং প্রকৃতং হোমং সমাপ্য স্বিষ্টকৃদ্ধোমপূর্ব্বকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং হুত্বা হোমং কৃত্বা কর্ম্মসমাপনং হোমকর্ম্মণঃ সমাপ্তিং কুর্য্যাৎ ॥৮৩॥৮৪॥৮৫॥

ঋতুসংস্কারবিধিমেবাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ। ননু কান্ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ব্রহ্মেত্যাদি ॥ ৮৬ ॥

স্থণ্ডিলস্যেত্যাদি। স্থণ্ডিলস্য চত্বরস্যৈন্দ্রদিগ্‌ভাগে পূর্ব্বভাগে সংস্থাপিতেষু পঞ্চসু ঘটেষ্বেতান্ ব্রহ্মাদীন্ দেবান্ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

পূজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ মাতৃকা এব দর্শয়তি, গৌরীত্যাদিনা সার্দ্ধেন ॥ ৮৮ ॥

অথ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাবাহনার্থং মন্ত্রদ্বয়মাহ, আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বা ইত্যাদি ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

মহামায়ে! অতঃপর গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ কীর্ত্তন করিতেছি। তন্মধ্যে ক্রম অনুসারে সর্ব্বাগ্রে ঋতুসংস্কার বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৮৫]

প্রথমতঃ নিত্যকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক শুচি হইয়া ব্রহ্মা দুর্গা গণেশ গ্রহগণ ও দিকৃপতিগণ, এই পঞ্চদেবতার পূজা করিবে।[৮৬] স্থণ্ডিলের পূর্ব্ব দিকে স্থাপিত ঘটের উপরি এই সমুদায় দেবতার পূজা করিয়া তৎপরে ক্রমশঃ সেই স্থলেই গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিতে হইবে।[৮৭] উক্ত ষোড়শ মাতৃকার নাম যথা—) গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা আত্মদেবতা ও কুলদেবতা।[৮৮] 'আয়ান্তু মাতরঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ, দেবগণের আনন্দদায়িনী মাতৃকাগণ আগমন করুন।

যানশক্তিসমারূঢ়াঃ সৌম্যমূর্ত্তিধরাঃ সদা।
আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বা যজ্ঞোৎসবসমৃদ্ধয়ে ॥ ৯০ ॥
ইত্যাবাহ্য মাতৃগণান্ স্বশক্ত্যা পরিপূজ্য চ।
দেহল্যাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশপরিমাণতঃ।
সপ্ত বা পঞ্চ বা বিন্দূন্ দদ্যাৎ সিন্দুরচন্দনৈঃ ॥ ৯১ ॥
প্রত্যেকবিন্দুং মতিমান্ কামং মায়াং রমাং স্মরন্।
ঘৃতধারামবিচ্ছিন্নাং দত্বা তত্র বসুং যজেৎ ॥ ৯২ ॥

ইতীত্যাদি। ইত্যাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং মাতৃগণানাবাহ্য স্বশক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পরিপূজ্য চ নাভিমাত্রায়াং নাভিপরিমিতায়াং দেহল্যাং প্রাদেশপরিমাণক-পরিমিতে দেশে সপ্ত বা পঞ্চ বা বিন্দূন্ সিন্দূরচন্দনৈর্দ্দদ্যাৎ ॥ ৯১ ॥

প্রত্যেকেত্যাদি। মতিমান্ কর্ম্মসাধকঃ কামং ক্লীমিতি মায়াং হ্রীমিতি রমাং শ্রীমিতি চ বীজং স্মরন্ সন্ প্রত্যেকবিন্দুমবিচ্ছিন্নাং ঘৃতধারাং দত্ত্বা তত্রৈব বসুং দেবং গন্ধপুষ্পাদিভির্যজেৎ ॥ ৯২ ॥

বসুধারামিত্যাদি। ময়োক্তেনৈব বত্মনৈবমনেন প্রকারেণ বসুধারাং প্রকল্প্য সম্পাদ্য ধীরো,বিচক্ষণঃ কর্ম্মসাধকঃ স্থণ্ডিলং চত্বরং বিরচ্য তত্র বহ্নিস্থাপন-

---

তাঁহারা বিবাহবিষয়ে ব্রতবিষয়ে ও যজ্ঞবিষয়ে সমুদায় অভিপ্রেত ফল প্রদান করুন।[৮৯] স্ব স্ব যান ও শক্তি সমারূঢ় সর্ব্বদা সৌম্যমূর্ত্তিধারিণী মাতৃকাগণ এই যজ্ঞোৎসব-সমৃদ্ধির নিমিত্ত আগমন করুন।[৯০]

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মাতৃকাগণকে আবাহন করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে। পরে দেহলীতে (দেয়ালে) নাভিপরিমিত উচ্চ স্থানে প্রাদেশ-পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত সিন্দূর ও চন্দন দ্বারা সাতটি বা পাঁচটি বিন্দু অঙ্কিত করিবে।[৯১] অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি 'ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এই বীজত্রয় স্মরণ করিতে করিতে প্রত্যেক বিন্দুর উপরিভাগে অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা প্রদান করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা চেদিরাজ বসুর পূজা করিবে।[৯২]

ধীর ব্যক্তি মদুক্ত পদ্ধতি অনুসারে এইরূপে বসুধারা সম্পাতন করিয়া স্থণ্ডিল রচনা পূর্ব্বক তাহাতে বহ্নিস্থাপন করিবে। পরে হোমদ্রব্য সমুদায় সংস্কার

বসুধারাং প্রকল্প্যেবং ময়োক্তেনৈব বর্ত্মনা।
বিরচ্য স্থণ্ডিলং ধীরো বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বকম্।
হোমদ্রব্যানি সংস্কৃত্য পচেচ্চরুমনুত্তমম্॥ ৯৩॥
প্রাজাপত্যশ্চরুশ্চাত্র বায়ুনামা হুতাশনঃ।
সমাপ্য ধারাহোমান্তং কৃত্যমার্ত্তবমারভেৎ॥ ৯৪॥
হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা চরুণৈবাহুতিত্রয়ম্।
প্রদায়ৈকাহুতিং দদ্যাৎ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্॥ ৯৫॥
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতিঃ ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ ৯৬॥

পূর্ব্বকং হোমদ্রব্যাণি সংস্কৃত্য চানুত্তমং ন বিদ্যতে উত্তমো যস্মাদেবম্ভূতং চরুং পচেৎ॥ ৯৩॥

প্রাজাপত্য ইত্যাদি। অত্র ঋতুসংস্কারকর্ম্মণি যচ্চরুঃ পচ্যতে স প্রাজাপত্যঃ প্রজাপতিদেবতাকো ভবতি। হুতাশনোঽগ্নিশ্চ বায়ুনামা ভবতি। ততঃ পূর্ব্বোক্তেন বিধিনা ধারাহোমান্তং কর্ম্ম সমাপ্য কৃত্যং কর্ত্তব্যং আর্ত্তবমৃতুসংস্কারকর্ম্মারভেৎ॥৯৪॥

হ্রীমিত্যাদি। হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রজাপতিমুদ্দিশ্য চরুণৈবাহুতিত্রয়ং প্রদায়েমং বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়ন্ বদন্ সন্ একাহুতিং দদ্যাৎ॥৯৫॥

একাহুতিদানার্থং মন্ত্রমেবাহ, বিষ্ণুর্যোনিমিত্যাদি। পিংশতু দীপয়তু॥৯৬॥

করিয়া উৎকৃষ্ট রূপে চরু পাক করিবে।[৯৩] এই ঋতুসংস্কারকার্য্যে যে চরু প্রস্তুত হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য চরু, এবং ইহাতে যে বহ্নি স্থাপিত হয়েন, তাঁহার 'বায়ু' এই নামকরণ করিতে হইবে। পরে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম পর্য্যন্ত কার্য্য সমুদায় সমাধা করিয়া ঋতুকর্ম্ম আরম্ভ করিবে।[৯৪]

(ঋতুকর্ম্মবিধান যথা—) হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চরু দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে আহুতিত্রয় প্রদান করিতে হইবে। পরে ('বিষ্ণুর্যোনিং' ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এক আহুতি প্রদান করিবে।[৯৫] (উক্ত মন্ত্রার্থ যথা—)বিষ্ণু উৎপাদিকা শক্তি নিহিত করুন ; ত্বষ্টা রূপবিধান করুন ;

আজ্যেন চরুণা বাপি সাজ্যেন চরুণাপি বা ।
সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমুৎসৃজেৎ ॥ ৯৭ ॥
গর্ভং ধেহি সিনীবালী * গর্ভং ধেহি সরস্বতী ।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ৯৮ ॥
ধ্যাত্বা দেবীং সিনীবালীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা ।
স্বাহান্তমনুনানেন দদ্যাদাহুতিমুত্তমাম্ ॥ ৯৯ ॥

আজ্যেনেত্যাদি । বিষ্ণুর্যোনিমিত্যাদিনা মন্ত্রেণাজ্যেন ঘৃতেন বা চরুণৈব বা সাজ্যেন সঘৃতেন চরুণা বা সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুঞ্চ ধ্যায়ন্ সংস্তানেবোদ্দিশ্যৈকামাহুতিমুৎসৃজেদ্দদ্যাৎ ॥৮৭॥৯৮॥

ধ্যাত্বেত্যাদি । অনেন গর্ভং ধেহি সিনীবালীত্যাদিনা স্বাহান্তেন মন্ত্রনা সিনীবালীং দেবীং তথা সরস্বত্যশ্বিনৌ সরস্বতীসহিতাবশ্বিনৌ দেবৌ চ ধ্যাত্বা উত্তমামাহুতিং দদ্যাৎ ॥ ৯৯ ॥

তত ইত্যাদি । ততঃ পরং কামং ক্লীমিতি বধূং স্ত্রীমিতি মায়াং হ্রীমিতি রমাং শ্রীমিতি কূর্চ্চং হূমিতি চ বীজং সমুচ্চরন্ সদ্বিঠং স্বাহাসহিতমমুষ্যৈ পুত্র-

---

প্রজাপতি জীব-নিষেক করুন ; এবং ধাতা তোমার গর্ভ সম্পাদন করুন।[৯৬] এই আহুতি প্রদান সময়ে সূর্য্য প্রজাপতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে ঘৃত দ্বারা বা চরু দ্বারা অথবা সঘৃত চরু দ্বারা (উক্ত দেবগণের উদ্দেশে) হোম করিতে হইবে।[৯৭] পরে এইরূপে ঘৃত, চরু বা সঘৃত চরু দ্বারা 'গর্ভং ধেহি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে অন্তে স্বাহা উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিবে । (মন্ত্রার্থ যথা—) তুমি দেবী সিনীবালীস্বরূপা হইয়া গর্ভ ধারণ কর । তুমি সরস্বতীস্বরূপা হইয়া গর্ভ ধারণ কর । কমলমালাধারী অশ্বিনীকুমারযুগল তোমার গর্ভাধান করুন।[৯৮] দেবী সিনীবালী, সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিতে করিতে উক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্বাহা উচ্চারণ করিয়া উত্তম আহুতি প্রদান করিবে।[৯৯] অনন্তর 'ক্লীং স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহা,' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্য ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত হুতাশনে আহুতি প্রদান

---

* সর্ব্বত্র সিনীবালী ইত্যত্র শিনীবালী ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে ।

ততঃ কামং বধূং * মায়াং রমাং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্।
অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি সদ্বিঠম্।
উক্ত্বা ধ্যাত্বা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥ ১০০ ॥
যথেয়ং পৃথিবী দেবী হ্যুত্তানা গর্ভমাদধে।
তথা ত্বং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতয়ে।
স্বাহান্তেনামুনা বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমাচরেৎ † ॥ ১০১ ॥
পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যাত্বা বিষ্ণুং পরাৎপরম্।
বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সম্।
সুতমাধেহি ঠদ্বন্দ্বম্ উক্ত্বা বহ্নৌ হবিস্ত্যজেৎ ॥ ১০২ ॥

কামায়ৈ গর্ভমাধেহীত্যুক্ত্বা ক্লীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূমমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহেতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য রবিং বিষ্ণুঞ্চ ধ্যাত্বা সংস্কৃতেঽনলে জুহুয়াৎ ॥ ১০০ ॥

যথেয়মিত্যাদি। সূতয়ে প্রসবায়। স্বাহান্তেনামুনা যথেয়ং পৃথিবীত্যাদিনা মন্ত্রেণ বিষ্ণুং ধ্যায়ংস্তমেবোদ্দিশ্যাহুতিমাহরেদ্বহ্নৌ দদ্যাৎ ॥ ১০১ ॥

পুনরিত্যাদি। পুনরাজ্যং ঘৃতং সমাদায় গৃহীত্বা পরাদপি পরং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুং ধ্যাত্বা তমেবোদ্দিশ্য বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সং সুতমাধেহি স্বাহেতি মন্ত্রমুক্ত্বা বহ্নৌ হবির্ঘৃতং ত্যজেদিত্যন্বয়ঃ। জ্যেষ্ঠেন শ্রেষ্ঠেন রূপেণ বিশিষ্টং বরীয়সমতিবরমতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। ঠদ্বয়ং স্বাহা ॥ ১০২ ॥

করিবে।[১০০] পরে বিষ্ণুকে ধ্যান পূর্ব্বক 'যথেয়ং পৃথিবী' ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে স্বাহা পদ যোগ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) এই উত্তানা ধরণী দেবী যেমন গর্ভ ধারণ করে, দশম মাসে প্রসব করিবার নিমিত্ত তুমিও সেইরূপ গর্ভ ধারণ কর।[১০১]

পুনর্ব্বার ঘৃত লইয়া পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান পূর্ব্বক, 'বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন' ইত্যাদি মন্ত্রে স্বাহা পদ যোগ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) বিষ্ণো! তুমি এই নারীতে শ্রেষ্ঠ রূপ-সম্পন্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট

---

* ততঃ কামবধূম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† ধ্যায়ন্নাহুতিমারভেৎ ইতি, ধ্যায়ন্নাহুতিমাহরেৎ ইতি চ পাঠঃ।

কামেন পুটিতাং মায়াং মায়য়া পুটিতাং বধূম্‌।
পুনঃ কামঞ্চ মায়াঞ্চ পঠিত্বাস্যাঃ শিরঃ স্পৃশেৎ॥ ১০৩॥
পতিপুত্রবতীভিশ্চ নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
শিরশ্চালভ্য হস্তাভ্যাং বধ্বাঃ ক্রোড়াঞ্চলে পতিঃ॥ ১০৪॥
বিষ্ণুং দুর্গাং বিধিং সূর্য্যং ধ্যাত্বা দদ্যাৎ ফলত্রয়ম্‌।
ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ * ॥ ১০৫॥
যদ্বা প্রদোষসময়ে গৌরীশঙ্করপূজনাৎ।
ভাস্করার্ঘ্যপ্রদানাচ্চ দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ॥ ১০৬॥

কামেনেত্যাদি। ততঃ কামেন ক্লীমিতি বীজেন পুটিতামাদাবন্তে চ সংযুক্তাং মায়াং হ্রীঁ বীজং তথৈব মায়য়া হ্রীঁ বীজেন পুটিতাং বধূং স্ত্রীঁ বীজং পুনঃ কামং ক্লীঁ বীজং চ মায়াং হ্রীঁ বীজং চ পঠিত্বা ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীমিতি মন্ত্রং পঠিত্বাস্যা ভার্য্যায়াঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ১০৩॥

পতীত্যাদি। পতিপুত্রবতীভির্নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ পতির্হস্তাভ্যাং বধ্বাঃ শিরশ্চালভ্য স্পৃষ্ট্বা তস্যা এব ক্রোড়াঞ্চলে হস্তাভ্যাং বিষ্ণুং দুর্গাং বিধিং প্রজাপতিং সূর্য্যঞ্চ ধ্যাত্বা ফলত্রয়ং দদ্যাৎ। সমাপয়েৎ আর্ত্তবং কর্ম্মেতি শেষঃ॥ ১০৪॥ ১০৫॥

সন্তান উৎপাদন কর।১০২ অনন্তর কামপুটিত মায়া ও মায়াপুটিত বধূ এবং পুনর্ব্বার কাম ও মায়া (ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ) পাঠ করিয়া সেই কামিনীর মস্তক স্পর্শ করিবে।১০৩

পরে স্বামী কতকগুলি পতিপুত্রবতী রমণী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, উভয় হস্ত দ্বারা বধূর মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক বিষ্ণু দুর্গা বিধি ও সূর্য্যের ধ্যান করিয়া তাহার ক্রোড়াঞ্চলে ফলত্রয় প্রদান করিবেন। অনন্তর স্বিষ্টিকৃৎ-হোম করিয়া (ব্যাহৃতিহোম দ্বারা) প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধা পূর্ব্বক ঋতু-সংস্কার সমাপন করিবে।১০৪।১০৫

অথবা (সংক্ষেপে) সায়ংকালে গৌরীশঙ্কর পূজা করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান

---

* প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্‌।

আৰ্ত্তবং কথিতং কৰ্ম্ম গৰ্ব্ভাধানমথো শৃণু ॥ ১০৭ ॥
তদ্রাত্রাবন্যরাত্রৌ বা যুগ্মায়াং নিশি ভার্য্যয়া।
সদনাভ্যন্তরং গত্বা ধ্যাত্বা দেবং প্রজাপতিম্ ॥ ১০৮ ॥
স্পৃশন্ পত্নীং পঠেদ্ভর্ত্তা মায়াবীজপুরঃসরম্।
আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ ত্বং শয্যে শুভকরী ভব ॥ ১০৯ ॥
আরুহ্য ভার্য্যয়া শয্যাং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
উপবিশ্য স্ত্রিয়ম্ পশ্যন্ হস্তমাধায় মস্তকে *।
বামেন পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মনুং জপেৎ ॥ ১১০ ॥

অথান্যদৃতুসংস্কারস্য বিধানমাহ, যদ্বেত্যাদ্যেকেন। প্রদোষসময়ে রাত্র্যারম্ভসময়ে ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥

অথ গর্ভাধানক্রিয়াবিধিমেবাহ, তদ্রাত্রাবিত্যাদিভিঃ। তদ্রাত্রাবৃতুসংস্কাররাত্রাবন্যরাত্রৌ বা যুগ্মায়ামেব নিশি ভার্য্যয়া সহ সদনাভ্যন্তরং গত্বা প্রজাপতিং দেবং ধ্যাত্বা চ পত্নীং স্পৃশন্ ভর্ত্তা মায়াবীজপুরঃসরং মায়াবীজং হ্রীমিতি পুরঃসরমগ্রেসরং যত্রৈবম্ভূতম্ আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ ত্বং শয্যে শুভকরী ভবেতি মন্ত্রং পঠেৎ ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥

আরুহ্যেত্যাদি। ততো ভার্য্যয়া সহ শয্যামারুহ্য প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা ভূত্বা তত্রোপবিশ্য চ স্ত্রিয়ং পশ্যন্ ভর্ত্তা তস্যা মস্তকে দক্ষিণং হস্তমাধায় বামেন পাণিনা তামালিঙ্গ্য চ স্থানে স্থানে মনুং জপেৎ ॥ ১১০ ॥

করিলেই দম্পতীর শোধন হইতে পারে।[১০৬] এই আমি তোমার নিকট ঋতুশোধন কৰ্ম্ম কহিলাম ; এক্ষণে গৰ্ব্ভাধান-সংস্কার বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১০৭]

উক্ত ঋতুসংস্কার রাত্রিতে, অথবা অন্য কোন যুগ্ম রাত্রিতে ভার্য্যার সহিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দেব প্রজাপতির ধ্যান করিয়া[১০৮] ভর্ত্তা পত্নীকে স্পর্শপূর্ব্বক মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া 'আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। অর্থাৎ,—শয্যে! আমাদের উত্তম সন্তান উৎপত্তির নিমিত্ত তুমি শুভকরী হও।[১০৯]

অনন্তর ভার্য্যার সহিত পতি শয্যাতে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তর

---

* হস্তমাদায় মস্তকে ইতি বা পাঠঃ।

শীর্ষে কামং শতং জপ্ত্বা চিবুকে বাগ্‌ভবং শতম্।
কণ্ঠে রমাং বিংশতিধা স্তনদ্বন্দ্বে শতং শতম্ ॥ ১১১ ॥
হৃদয়ে দশধা মায়াং নাভৌ তাং পঞ্চবিংশতিম্।
জপ্ত্বা যোনৌ করং দত্ত্বা কামেন সহ বাগ্‌ভবম্ ॥ ১১২ ॥
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা লিঙ্গেঽপ্যেবং সমাচরন্।
বিকাশ্য মায়য়া যোনিং স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ সুতাপ্তয়ে ॥ ১১৩ ॥

নহু কস্মিন্ কস্মিন্ স্থানে কং কং মন্ত্রং জপেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শীর্ষে কামমিত্যাদি। শীর্ষে মস্তকে কামং ক্লীমিতি মন্ত্রং শতবারং জপ্ত্বা চিবুকে ওষ্ঠাধরাধোভাগে চ বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রং শতবারং জপ্ত্বা কণ্ঠে চ রমাং শ্রীমিতি মন্ত্রং বিংশতিধা বিংশতিবারং জপ্ত্বা স্তনদ্বন্দ্বে চ শ্রীমিতি মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ১১১ ॥

হৃদয়ে ইত্যাদি। ততো ভার্য্যায়াঃ হৃদয়ে মায়াং হ্রীমিতি মন্ত্রং দশধা জপ্ত্বা নাভৌ চ তাং মায়াং হ্রীমিতি মন্ত্রং পঞ্চবিংশতিবারং জপ্ত্বা যোনৌ চ করং দত্ত্বা কামেন ক্লীমিতি বীজেন সহ বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রমষ্টোত্তরং শতং জপ্ত্বা লিঙ্গেঽপ্যেবং ক্লীম্ ঐমিতি মন্ত্রস্য জপং সমাচরন্ পতির্মায়য়া হ্রীমিতি মন্ত্রেণ যোনিং বিকাশ্য ব্যাদায় সুতাপ্তয়ে পুত্রপ্রাপ্তয়ে স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ॥ ১১২ ॥ ১১৩ ॥

মুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক ভার্য্যাকে দর্শন করিয়া তাহার মস্তকে (দক্ষিণ) হস্ত অর্পণ করিবেন। পরে বামহস্ত দ্বারা ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করিয়া স্থানে স্থানে মন্ত্র জপ করিবে।[১১০] (যথা—) মস্তকে একশতবার কামবীজ (ক্লীঁ) জপ করিয়া চিবুকে একশতবার বাগ্‌ভববীজ (ঐঁ) জপ করিবে। পরে কণ্ঠে রমাবীজ (শ্রীং) বিংশতিবার জপ করিয়া স্তনদ্বয়েও শ্রীঁ বীজ এক-এক-শতবার জপ করিতে হইবে।[১১১] পরে হৃদয়ে দশবার মায়াবীজ (হ্রীঁ) জপ করিয়া নাভিতেও হ্রীঁ বীজ পঞ্চবিংশতিবার জপ করিবে। পরে যোনিতে হস্ত প্রদান করিয়া 'ক্লীঁ ঐঁ' এই মন্ত্র[১১২] একশত আটবার জপ করিয়া লিঙ্গেও ঐরূপ 'ক্লীঁ ঐঁ' এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে। পরে হ্রীঁ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যোনি বিকাশিত করিয়া সন্তান কামনায় পত্নী-গমন করিবে।[১১৩]

রেতঃসম্পাতসময়ে ধ্যাত্বা বিশ্বকৃতং পতিঃ *।
নাভেরধস্তাৎ চিৎকুণ্ডে রক্তিকায়াং প্রপাতয়েৎ † ॥ ১১৪ ॥
শুক্রসেকান্তরে বিদ্বান্ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১১৫ ॥
যথাগ্নিনা সগর্ভা ভূঃ দ্যৌর্যথা বজ্রধারিণা।
বায়ুনা দিগ্‌গর্ভবতী তথা গর্ভবতী ভব ॥ ১১৬ ॥
জাতে গর্ভে ঋতৌ তস্মিন্ অন্যস্মিন্ বা মহেশ্বরি।
তৃতীয়ে গর্ভমাসে তু চরেৎ পুংসবনং গৃহী ॥ ১১৭ ॥
কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্ত্তা পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসোর্ধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১৮ ॥

রেতঃসম্পাতেত্যাদি। রেতঃসম্পাতসময়ে বীজসম্পাতনকালে পতির্ব্বিশ্বকৃতং প্রজাপতিং ধ্যাত্বা নাভেরধস্তাচ্চিৎকুণ্ডে রক্তিকায়াং নাড্যাং বীজং প্রপাতয়েৎ॥ ১১৪ ॥

বীজসেকান্তরে যং মন্ত্রং ভর্ত্তা পঠেত্তমেব মন্ত্রমাহ, যথাগ্নিনেত্যাদি। ভূঃ পৃথ্বী। দ্যৌঃ স্বর্গঃ। বজ্রধারিণা ইন্দ্রেণ ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

অনন্তর রেতঃপাত সময়ে স্বামী প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া নাভির নিম্নে চিৎকুণ্ডে রক্তিকা-নাড়ীতে বীজ নিক্ষেপ করিবেন।[১১৪] পরন্তু শুক্রত্যাগ সময়ে স্বামী এই (যথাগ্নিনা ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিবে।[১১৫] (মন্ত্রার্থ যথা—) যেমন পৃথিবী অগ্নি ধারণ পূর্ব্বক গর্ত্তবতী হইয়াছেন, অমরাবতী যেমন ইন্দ্রকে ধারণ করিয়া গর্ত্তবতী হইয়াছেন, দিক্ যেমন বায়ু ধারণ দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে, তুমিও সেইরূপ (রেতোধারণ পূর্ব্বক উত্তরূপে বিশ্ববিশ্রুত সন্তান উৎপাদনের জন্য) গর্ত্তবতী হও।

মহেশ্বরি! অনন্তর, সেই ঋতুতে অথবা অন্য ঋতুতে গর্ভসঞ্চার হইলে গৃহস্থ ব্যক্তি গর্ভাধান হইতে তৃতীয় মাসে পুংসবন নামক সংস্কার করিবে।[১১৭]

---

* ধ্যাত্বা বিশ্বকৃতং পতিম্ ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

† রক্তিমায়াং প্রপাতয়েৎ ইতি বা পাঠঃ।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা পূর্ব্বোক্ত বিধিনা সুধীঃ ।
ধারাহোমান্তমাপাদ্য কুর্য্যাৎ পুংসবনক্রিয়াম্ ॥ ১১৯ ॥
প্রাজাপত্যশ্চরুস্তত্র চন্দ্রনামা হুতাশনঃ । ১২০ ॥
গব্যে দধ্নি যবঞ্চৈকং দ্বৌ মাষাবপি নিঃক্ষিপেৎ ।
পতিঃ পৃচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং ভদ্রে কিং ত্বং পিবসি ত্রিঃকৃতম্ ॥ ১২১ ॥

পুংসবনক্রিয়াবিধিমেবাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ । কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্ত্তা পূর্ব্বোক্তান্ ব্রহ্মাদীন্ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥

প্রাজাপত্য ইত্যাদি । তত্র পুংসবনক্রিয়ায়াম্ ॥ ১২০ ॥

গব্যে ইত্যাদি । গব্যে গোসম্বন্ধিনি দধ্নি একং যবং দ্বৌ মাষাবপি নিঃক্ষিপেৎ । ততো হে ভদ্রে পত্নি ত্বং কিং পিবসীতি পতিস্ত্রিঃকৃতং ত্রিবারং স্ত্রিয়ং পৃচ্ছেৎ ॥ ১২১ ॥

(পুংসবনের সময়েও) ভর্ত্তা নিত্যক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন ; এবং পরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দিবে।[১১৮] অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (২৪১) করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম পর্য্যন্ত সমাধান পূর্ব্বক পুংসবন-ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।[১১৯] পুংসবন সংস্কারে যে চরু হইবে, তাহার নাম প্রাজাপত্য চরু এবং হুতাশনের নাম চন্দ্র।[১২০]

অনন্তর স্বামী গব্য দধিতে একটি যব এবং দুইটি মাষকলায় নিক্ষেপ করিয়া পত্নীকে পান করিতে দিবেন। পত্নীও যব মাষ সংযুক্ত সেই দধি তিন গণ্ডূষ পান করিবে। এই সময়ে পতি (ঐ তিন গণ্ডূষের প্রত্যেক গণ্ডূষ পান কালে) পত্নীকে তিনবারই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ভদ্রে ! তুমি কি পান করিতেছ ?[১২১]

---

(২৪১)—প্রায় সমস্ত সংস্কারেই অভ্যুদয় নিমিত্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পিতৃলোকের পরিতৃপ্তির উদ্দেশে যথারীতি অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে ভোজ্য ও পিণ্ড দেওয়া যায়, তাহার নাম আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ ও সমস্ত সংস্কারের প্রয়োগ পদ্ধতি "দশবিধসংস্কার পদ্ধতি" নামে অস্মৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ততঃ সিমন্তিনী ব্রূয়াৎ মায়াপুংসবনং ত্রিধা *।
প্রস্থতীংস্ত্রীন্ পিবেন্নারী যবমাষযুতং দধি ॥ ১২২॥
জীবৎসুতাভির্ব্বনিতাং যাগস্থানং সমানয়েৎ।
সংস্থাপ্য বামভাগে তাং চরুহোমং সমাচরেৎ ॥ ১২৩॥
পূর্ব্ববচ্চরুমাদায় মায়াং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্।
যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ ॥ ১২৪॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং মায়াপুংসবনং হ্রীঁ পুংসবনমিতি সীমন্তিনী স্ত্রী ত্রিধা ত্রিবারং ব্রূয়াৎ। ততো নারী যাগ স্থানাদন্যত্র গত্বা ত্রীন্ প্রস্থতীন্ যবমাষযুতং দধি পিবেৎ॥ ১২২॥

জীবদিত্যাদি। ততো জীবন্তঃ সুতাঃ পুত্রা যাসাংস্তা জীবৎসুতাস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ বনিতাং স্ত্রিয়ং যাগস্থানং সমানয়েৎ। তাং বনিতাং বামভাগে সংস্থাপ্য চরুহোমং সমাচরেৎ ॥ ১২৩॥

পূর্ব্ববদিত্যাদি। পূর্ব্ববৎ স্রুবে চরুমাদায় গৃহীত্বা মায়াং হ্রীমিতি কূর্চ্চং হূমিতি চ বীজং সমুচ্চরন্ যে গর্ভেত্যাদি তান্ সর্ব্বানিত্যন্তং বাক্যমুচ্চরেৎ। ততো নাশয়দ্বন্দ্বমুচ্চরেৎ। ততো গর্ভরক্ষাং কুর্ব্বিতি বদেৎ। ততো দ্বিঠঃ

তখন পত্নীও তিনবারই বলিবে যে, 'হ্রীঁ পুংসবনং (পীয়তে)' অর্থাৎ আমি পুত্র প্রসবের কারণীভূত বস্তু পান করিতেছি।[১২২]

অনন্তর পতিপুত্রবতী কুলকামিনীদিগের দ্বারা ঐ নারীকে যাগস্থানে আনয়ন পূর্ব্বক ভর্ত্তা আপনার বামভাগে উপবেশন করাইয়া চরুহোম আরম্ভ করিবেন।[১২৩]

প্রথমতঃ পূর্ব্বের ন্যায় চরু লইয়া 'হ্রীঁ হূঁ' উচ্চারণ পূর্ব্বক 'যে গর্ত্তবিঘ্নকর্ত্তারো' ইত্যাদি পাঠ করিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) যাহারা গর্ত্তের বিঘ্নকর্ত্তা, যাহারা গর্ত্তনাশক এবং যে সকল ভূত প্রেত পিশাচ ও বেতাল বালঘাতক, তাহাদের সকলকে বিনষ্ট কর, বিনষ্ট কর; গর্ত্তরক্ষা কর। পরে স্বাহা এই পদ

---

* ময়া পুংসবনং ত্রিধা ইতি পাঠান্তরম্।

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয় দ্বন্দ্বং গর্ব্ভরক্ষাং কুরু দ্বিঠঃ॥ ১২৫॥
মন্ত্রেণানেন রক্ষোঘ্নং চিন্তয়িত্বা হুতাশনম্‌।
রুদ্রং প্রজাপতিং ধ্যায়ন্ প্রদদ্যাৎ দ্বাদশাহুতীঃ॥ ১২৬॥
ততো মায়াচন্দ্রমসে স্বাহেত্যাহুতিপঞ্চকম্‌।
দত্ত্বা ভার্য্যাহৃদি স্পৃষ্ট্বা মায়াং লক্ষ্মীং শতং জপেৎ॥ ১২৭॥
ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ *।
ততস্তু পঞ্চমে মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং স্ত্রিয়ৈ॥ ১২৮॥

স্বাহেতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ হুঁ যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ॥ তান্ সর্ব্বান্নাশয় নাশয় গর্ভরক্ষাং কুরু স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ রক্ষোঘ্নং রক্ষোঘ্ননামানং হুতাশনমগ্নিং চিন্তয়িত্বা রুদ্রং প্রজাপতিঞ্চ ধ্যায়ন্ দ্বাদশাহুতীঃ দদ্যাৎ॥ ১২৪। ১২৫॥ ১২৬॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং হ্রীঁ চন্দ্রমসে স্বাহেতি মন্ত্রেণাহুতিপঞ্চকং দত্ত্বা ভার্য্যাহৃদি স্পৃষ্ট্বা মায়াং লক্ষ্মীং হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রং শতবারং জপেৎ॥ ১২৭॥

ততঃ স্বিষ্টীত্যাদি। সমাপয়েৎ পুংসবনং কর্ম্মেতি শেষঃ॥ ১২৮।

উচ্চারণ (২৪২) [১২৪।১২৫] পূর্ব্বক রক্ষোঘ্ন নামক হুতাশনকে চিন্তা করিয়া রুদ্র ও প্রজাপতির ধ্যান করিতে করিতে দ্বাদশবার দ্বাদশ আহুতি প্রদান করিবে।[১২৬] পরে 'হ্রীঁ চন্দ্রমসে স্বাহা', এই মন্ত্র পাঠ সহকারে পঞ্চ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ভার্য্যার হৃদয় স্পর্শ করিয়া 'হ্রীঁ শ্রীঁ' এই মন্ত্র একশতবার জপ করিবে।[১২৭] অনন্তর স্বিষ্টিকৃৎ-হোম এবং (পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাহৃতিহোম দ্বারা) প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পুংসবন কর্ম্ম সমাপন করিবে।

অনন্তর গর্ভের পঞ্চম মাসে ভার্য্যাকে পঞ্চামৃত প্রদান করিতে হইবে।[১২৮]

---

* প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্‌।

(২৪২)—(মন্ত্রোদ্ধার যথা—) হ্রীঁ হুঁ যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ। তান্ সর্ব্বান্ নাশয় নাশয় গর্ভরক্ষাং কুরু স্বাহা॥

শর্করা মধু দুগ্ধঞ্চ ঘৃতং দধি সমাংশকম্।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং দেহশুদ্ধৌ বিধীয়তে ॥ ১২৯ ॥
বাগ্‌ভবং মদনং লক্ষ্মীং মায়াং কূর্চ্চং পুরন্দরম্।
পঞ্চদ্রব্যোপরি শিবে প্রজপ্য পঞ্চপঞ্চধা।
একীকৃত্যামৃতান্যত্র প্রাশয়েদ্দয়িতাং পতিঃ * ॥ ১৩০ ॥
সীমন্তোন্নয়নং কুর্য্যাৎ মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি বা।
যাবন্ন জায়তেঽপত্যং তাবৎ সীমন্তনক্রিয়া ॥ ১৩১ ॥
পূর্ব্বোক্তধারাহোমান্তং কর্ম্ম কৃত্বা স্ত্রিয়া সহ।
উপবিশ্যাসনে প্রাজ্ঞঃ প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্।
বিষ্ণবে ভাস্বতে ধাত্রে বহ্নিজায়াং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩২ ॥

ননু কিন্নাম পঞ্চামৃতমত আহ, শর্করেত্যাদি। সমাংশকং তুল্যভাগম্ ॥ ১২৯ ॥ বাগ্‌ভবমিত্যাদি। বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি মদনং ক্লীমিতি লক্ষ্মীং শ্রীমিতি মায়াং হ্রীমিতি কূর্চ্চং হূমিতি পুরন্দরং লমিতি চ বীজং শর্করাদিপঞ্চদ্রব্যোপরি পঞ্চপঞ্চধা পঞ্চপঞ্চবারান্ প্রজপ্য শর্করাদীন্যমৃতান্যেকীকৃত্য পতির্দ্দয়িতাং ভার্য্যামত্র পঞ্চমে মাসি প্রাশয়েৎ ॥ ১৩০ ॥ ১৩১ ॥

সীমন্তোন্নয়নক্রিয়াবিধিমেবাহ, পূর্ব্বোক্তেত্যাদিভিঃ। প্রাজ্ঞো বিদ্বান্ পুরুষঃ

চিনি মধু দুগ্ধ ঘৃত ও দধি, এই পঞ্চ দ্রব্য সমানাংশ মিশ্রিত করিলে তাহাকে পঞ্চামৃত বলা যায়। দেহশুদ্ধির নিমিত্ত এই পঞ্চামৃত প্রদান করা বিধেয়।[১২৯] শিবে! স্বামী পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদ্রব্যের প্রত্যেকের উপরি পাঁচবার করিয়া, 'ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ লঁ' এই বীজ কয়েকটি জপ পূর্ব্বক পঞ্চামৃত একত্র করিয়া পত্নীকে পান করাইবে।[১৩০]

গর্ভের ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। পরন্তু যে পর্য্যন্ত সন্তান প্রসূত না হয়, তাহার মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের বিধি আছে।[১৩১]

(সীমন্তোন্নয়ন বিধি যথা—)জ্ঞানবান্ ভর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত ধারাহোম পর্য্যন্ত

---

* প্রাশয়েদপি তাং পতিঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ততশ্চন্দ্রমসং ধ্যাত্বা শিবনাম্নি হুতাশনে।
সপ্তধা হবনং কুর্য্যাৎ সোমমুদ্দিশ্য মানবঃ॥ ১৩৩॥
অশ্বিনৌ বাসবং বিষ্ণুং শিবং দুর্গাং প্রজাপতিম্।
ধ্যাত্বা প্রত্যেকতো দদ্যাৎ আহুতীঃ পঞ্চধা শিবে॥ ১৩৪॥
স্বর্ণকঙ্কতিকাং ভর্ত্তা গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
সীমন্তাদ্‌বদ্ধকেশান্তঃ-কেশপাশে নিবেশয়েৎ॥ ১৩৫॥
শিবং বিষ্ণুং বিধিং ধ্যায়ন্ মায়াবীজং সমুচ্চরন্॥ ১৩৬॥

স্ত্রিয়া সহাসনে উপবিশ্য পূর্ব্বোক্তধারাহোমান্তং কর্ম্ম কৃত্বা পূর্ব্বং বিষ্ণবে ইতি ভাস্বতে ইতি ধাত্রে ইতি সমুচ্চরন্ ততো বহ্নিজায়াং স্বাহা সমুচ্চরন্ বিষ্ণবে স্বাহা সূর্য্যায় স্বাহা প্রজাপতয়ে স্বাহেতি চ মন্ত্রং প্রকীর্ত্তয়ন্ সন্ বিষ্ণুং সূর্য্যং প্রজাপতিং চোদ্দিশ্যাহুতিত্রয়ং প্রদদ্যাৎ॥ ১৩২॥ ১৩৩॥ ১৩৪॥

স্বর্ণেত্যাদি। ততো ভর্ত্তা দক্ষিণে করে স্বর্ণকঙ্কতিকাং সুবর্ণময়ীং প্রসাধনীং গৃহীত্বা পূর্ব্বং মায়াবীজং হ্রীমিতি বীজং সমুচ্চরন্ ততো ভার্য্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে। সুপ্রসূতা ভব প্রীতা প্রসাদাদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ। আয়ুষ্মতী কঙ্কতিকা বর্চ্চস্বী তে শুভং কুর্ব্বিতি মন্ত্রং সমুচ্চরন্ শিবং বিষ্ণুং বিধিং প্রজা-

---

কর্ম্ম সমাধা করিয়া ভার্য্যার সহিত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, 'বিষ্ণবে স্বাহা, সূর্য্যায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা,' এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে তিনটি আহুতি প্রদান করিবেন।[১৩২] অনন্তর চন্দ্রমার ধ্যান করিয়া চন্দ্রের উদ্দেশে শিব নামক হুতাশনে সাতবার আহুতি প্রদান করিবে।[১৩৩] শিবে! পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্র বিষ্ণু শিব দুর্গা ও প্রজাপতি, ইহাঁদিগের ধ্যান করিয়া প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে।[১৩৪] অনন্তর ভর্ত্তা দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণকঙ্কতিকা (সোণার চিরুণী) গ্রহণ করিয়া সীমন্ত অর্থাৎ ঝাপ্‌টা, পশ্চাতে বদ্ধকেশ (খোপা) পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া সেই বদ্ধকেশে কঙ্কতিকা সমেত নিবদ্ধ করিয়া দিবে।[১৩৫] এই সীমন্তোন্নয়নের সময়, শিব বিষ্ণু ও বিধিকে ধ্যান করিয়া হ্রীঁ এই বীজ সমুচ্চারণ পূর্ব্বক 'ভার্য্যে কল্যাণি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।[১৩৬] (এই মন্ত্রের অর্থ যথা—)

ভার্য্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে।
সুপ্রসূতা ভব প্রীতা প্রসাদাদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ১৩৭ ॥
আয়ুষ্মতী কঙ্কতিকা বর্চ্চস্বী তে শুভং কুরু।
ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধবনাদিভিঃ ॥ ১৩৮ ॥
জাতমাত্রং সুতং দৃষ্ট্বা দত্ত্বা স্বর্ণং গৃহান্তরে।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা ধীরো ধারাহোমং সমাপয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥

পত্তিঞ্চ ধারয়ন্ সন্ সীমন্তাং সকাশাৎ বদ্ধকেশান্তঃকেশপাশে বদ্ধকেশাভ্যন্তর-কেশসমূহে নিবেশয়েৎ। আয়ুষ্মতীত্যস্য ভবেত্যনেনান্বয়ো বিধেয়ঃ। তে ইত্যস্য কঙ্কতিকেত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥

অথ জাতকর্ম্মবিধিমাহ, জাতমাত্রমিত্যাদিভিঃ। দত্ত্বা সুতায়েতি শেষঃ। গৃহান্তরে সূতিকাগৃহাদন্যস্মিন্ গৃহে ॥ ১৩৯ ॥

হে ভার্য্যে! হে কল্যাণি, সুভগে ও সুব্রতে! তুমি বিশ্বকর্ম্মার প্রসাদে দশম মাসে সুসন্তান সুখে প্রসব করিয়া প্রীতহৃদয়া ও আয়ুষ্মতী হও। এই কঙ্কতিকা তোমার তেজোবিধায়িনীও হউক। তুমি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সীমন্তোন্নয়ন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোমাদি দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিবে (২৪৩)।

(এক্ষণে জাতকর্ম্ম নামক সংস্কার কথিত হইতেছে) সন্তান উৎপন্ন হইবামাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি সুবর্ণ প্রদানপূর্ব্বক পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া সূতিকাগার ভিন্ন

---

(২৪৩)—পূর্ব্বে বালিকাকাল হইতে যতদিন না গর্ভসঞ্চার হয়, ততদিন সীমন্ত বা ঝাপ্টা রাখিবার বিধি ছিল। সম্মুখের কেশকলাপ তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পার্শ্বে দুই গুচ্ছ গ্রন্থি বন্ধন পূর্ব্বক গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত যে লম্বিত রাখা হইত, তাহাকেই সীমন্ত (ঝাপ্টা) বলে। সম্মুখের অবশিষ্ট পশ্চাদ্ভাগে অন্যান্য কেশের সহিত নিবদ্ধ হইত। ইহাই বদ্ধকেশ (খোপা)। এই সংস্কার কালে কঙ্কতিকা দ্বারা উক্ত দোলায়মান সীমন্ত পশ্চাতের বদ্ধকেশের সহিত নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এই জন্যই ইহার নাম সীমন্তোন্নয়ন। সেই যুবতী আর কখন সীমন্ত রাখিতে পারিবে না। সীমন্ত দেখিলেই পূর্ব্বে বুঝা যাইত যে এই বালিকা এখনও গর্ভবতী হয় নাই। এক্ষণে কিন্তু সকলেই পূর্ব্ব হইতেই আপনাদের সীমন্ত ঘুচাইয়া উক্তরূপ পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন।

ততঃ পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাৎ অগ্নিমিন্দ্রং প্রজাপতিম্।
বিশ্বান্ দেবাংশ্চ ব্রহ্মাণমুদ্দিশ্য তদনন্তরম্ ॥ ১৪০ ॥
মধুসর্পিঃ কাংস্যপাত্রে সমানীয় সমাংশকম্।
বাগ্‌ভবং শতধা জপ্ত্বা প্রাশয়েত্তনয়ং পিতা ॥ ১৪১ ॥
দক্ষহস্তানামিকয়া মন্ত্রমেনং সমুচ্চরন্।
আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশো ॥ ১৪২ ॥
ইত্যায়ুর্জ্জননং কৃত্বা গুপ্তং নাম প্রকল্পয়েৎ।
কৃতোপনয়নে পুত্রে তেন নাম্না সমাহ্বয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥
প্রায়শ্চিত্তাদিকং কৃত্বা জাতকর্ম্ম সমাপয়েৎ।
নালচ্ছেদং ততো ধাত্রী কুর্য্যাদুৎসাহপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪৪ ॥

তত ইত্যাদিস্ত স্পষ্টার্থঃ ॥ ১৪০ ॥

মধ্বিত্যাদি। তদনন্তরং পঞ্চাহুতিদানানন্তরং কাংস্যপাত্রে সমাংশকং মধু-সর্পিশ্চ সমানীয় তদুপরি বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রং শতধা জপ্ত্বা আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশোঃ। ইত্যেনং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ পিতা দক্ষহস্তানামিক-য়াঙ্গুল্যা মধুসর্পিস্তনয়ং প্রাশয়েৎ ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

অন্য গৃহে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম পর্য্যন্ত সম্পাদন করিবেন। পরে অগ্নি ইন্দ্র প্রজাপতি বিশ্বদেবগণ ও ব্রহ্মা, ইহাঁদের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর[১৪০] পিতা কাংস্যপাত্রে মধু ও ঘৃত সমান অংশ লইয়া, তদুপরি ঐঁ এই বীজ একশতবার জপ করিয়া পুত্রকে উহা পান করাইবেন।[১৪১] দক্ষিণ হস্তের অনামিকা দ্বারা 'আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে উহা পান করাইতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) শিশো! তোমার আয়ুঃ তেজ বল ও মেধা নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।[১৪২] এইরূপ আয়ুষ্কর কার্য্য করিয়া বালকের একটি গুপ্ত নাম রাখিতে হইবে। পরে যখন ঐ পুত্রের উপনয়ন হইবে, তখন তাহাকে ঐ গুপ্ত নাম দ্বারা আহ্বান করিবে।[১৪৩] অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি সমাধান করিয়া জাতকর্ম্ম সমাপন করিবে। পরে ধাত্রী উৎসাহপূর্ব্বক নাড়ীচ্ছেদ করিবে।[১৪৪] যে পর্য্যন্ত নাড়িচ্ছেদ না হয়,

যাবন্ন চ্ছিদ্যতে নালং তাবচ্ছৌচং ন বাধতে।
প্রাগেব নাড়িকাচ্ছেদাদ্দৈবীং পৈত্রীং ক্রিয়াঞ্চরেৎ॥ ১৪৫॥
কুমার্য্যাশ্চাপি কর্ত্তব্যমেবমেবমমন্ত্রকম্।
ষষ্ঠে বা চাষ্টমে মাসি নাম কুর্য্যাৎ প্রকাশতঃ॥ ১৪৬॥
স্নাপয়িত্বা শিশুং মাতা পরিধাপ্যাম্বরে শুভে।
ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য প্রাঙ্মুখং স্থাপয়েৎ সুতম্॥ ১৪৭॥
অভিষিঞ্চেৎ শিশোর্ম্মূর্দ্ধি সহিরণ্যকুশোদকৈঃ।
জাহ্নবী যমুনা রেবা সুপবিত্রা সরস্বতী॥ ১৪৮॥
নর্ম্মদা বরদা কুন্তী সাগরাশ্চ সরাংসি চ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৪৯॥

ইত্যায়ুর্জ্জননমিত্যাদয়স্তু স্পষ্টার্থাঃ॥ ১৪৩॥ ১৪৪॥ ১৪৫॥

কুমার্য্যা ইত্যাদি। কুমার্য্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকং মন্ত্রহীনমেব জাতকর্ম্মৈবমেবং কর্ত্তব্যম্॥ ১৪৬॥

অথ নামকরণস্যৈব বিধিমাহ, স্নাপয়িত্বেত্যাদিভিঃ। মাতা শিশুং স্নাপয়িত্বা শুভে অম্বরে বস্ত্রে পরিধাপ্য ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য সুতং প্রাঙ্মুখং স্থাপয়েৎ॥১৪৭॥

অভিষিঞ্চেদিত্যাদি। ততঃ পিতা জাহ্নবীত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈঃ সহিরণ্যকুশোদকৈঃ শিশোঃ মূর্দ্ধি অভিষিঞ্চেৎ॥ ১৪৮॥ ১৪৯॥

সে পর্য্যন্ত অশৌচ হয় না, সুতরাং নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্ম করিতে পারা যায়।[১৪৫]

কুমারী উৎপন্ন হইলে এই সমুদায় কর্ম্ম মন্ত্র পাঠ ব্যতিরেকে সম্পাদন করিবে। পরে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে প্রকাশ্যভাবে নামকরণ করিতে হইবে।[১৪৬] নামকরণের সময় জননী শিশুকে স্নান করাইয়া এবং উত্তম বস্ত্রযুগল পরাইয়া ভর্ত্তার নিকটে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ করিয়া উপবেশন করাইবে।[১৪৭] অনন্তর পিতা সুবর্ণসহিত কুশোদক দ্বারা 'জাহ্নবী যমুনা রেবা' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে শিশুর মস্তকে অভিষিঞ্চন করিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—) জাহ্নবী, যমুনা, রেবা, সরস্বতী,[১৪৮] নর্ম্মদা, বরদা ও কুন্তী, সুপবিত্রা এই সমুদায় নদী এবং

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১৫০ ॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উষতীরিব মাতরঃ ॥ ১৫১ ॥
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৫২ ॥
অভিষিচ্য ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ পূর্ব্ববদ্বহ্নিসংস্ক্রিয়াম্।
কৃত্বা সম্পাদ্য ধারান্তং দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ সুধীঃ ॥ ১৫৩ ॥

আপ ইত্যাদি। হে আপো হি যস্মাৎ যূয়ং ময়োভুবঃ স্থা ময়ঃ সুখং তস্য ভাবয়িত্র্যঃ প্রাপয়িত্র্যো ভবত। তা তস্মাৎ নোঽস্মান্ উর্জ্জেঽন্নায় দধাতন স্থাপয়ত। কিঞ্চ মহে মহতে রণায় রমণীয়ায় চক্ষুষে দর্শনীয়ায় দধাতন। অয়মর্থঃ হে আপো যস্মাদ্‌যূয়ং সুখং প্রাপয়থ তস্মাদস্মানৈহিকেনান্নাদিনামুষ্মিকেন চ মহারমণীয়দর্শনীয়েন ব্রহ্মণা সংযোজয়তেতি। ষ্ঠা ইতি অস্তের্লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনম্। দধাতনেত্যপি দধাতোর্লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনং ছন্দসি বহুলমিত্যনেন সিদ্ধম্। মহ ইতি মহতে ইতি পদস্য ছান্দসত্বাদকারতকারয়োর্লোপে সতি মহে ইতি ভবতি। রণায়েতি রমণীয়শব্দস্য ছন্দসি রণাদেশঃ। চক্ষুষে ইতি উস্ প্রত্যয়ান্তাচ্চতুর্থী ॥ ১৫০ ॥

যো ব ইত্যাদি। হে আপো বো যুষ্মাকং শিবতমোঽত্যন্তকল্যাণরূপো যো

সাগরগণ, সরোবরগণ, ইঁহারা সকলে ধর্ম্ম কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৪৯] হে জল! তুমি সুখদাতা, অতএব আমাদিগের ইহকালের অন্ন সংস্থান কর ও পরকালে আমাদিগকে পরম ব্রহ্মের সহিত মিলিত করিও।[১৫০] হে সলিল! তোমরা মাতার ন্যায় স্নেহযুক্ত, সেই হেতু আমাদিগকে উত্তম মঙ্গলময় রস প্রদান কর।[১৫১] সলিল! তোমরা যে রস দ্বারা জগন্মণ্ডল পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রস আমাদিগকে সম্ভোগ করাও। আমরা তাহাতে পর্য্যাপ্তরূপে পরিতৃপ্ত হইব।[১৫২]

জ্ঞানবান্ পিতা, এই (প্রথমোক্ত তান্ত্রিকমন্ত্র ও পশ্চাদুক্ত বৈদিক) মন্ত্র দ্বারা শিশুর অভিষেক করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বহ্নিসংস্কার করিবেন এবং ধারা-

অগ্নয়ে প্রথমাং দত্ত্বা বাসবায় ততঃ পরম্।
ততঃ প্রজানাম্পতয়ে বিশ্বদেবেভ্য এব চ।
ব্রহ্মণে চাহুতিং দদ্যাদ্বহ্নৌ পার্থিবসংজ্ঞকে॥ ১৫৪॥
ততোঽঙ্কে পুত্রমাদায় শ্রাবয়েৎ দক্ষিণশ্রুতৌ।
স্বল্পাক্ষরং সুখোচ্চার্য্যং শুভং নাম বিচক্ষণঃ॥ ১৫৫॥

রসো নির্যাসো মধুরস্তস্য রসস্যেহ নোঽস্মান্ ভাজয়ত ভাগিনঃ কুরুত তেন রসেন সম্বদ্ধানস্মান্ কুরুতেত্যর্থঃ। কিম্ভূতা যূয়ম্ উশতীরিচ্ছাবত্যঃ স্নেহেন মাতর ইব। অয়মর্থঃ যথা স্নেহেন মাতরঃ পুত্রান্ তুল্যরসভাগিনঃ কুর্ব্বন্তি তথা যুয়মপ্যস্মান্ কল্যাণকারিরসসম্বদ্ধান্ কুরুতেতি। উশতীরিতি বশ কান্তৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ তদন্তাদীপ্ প্রত্যয়ঃ ততো জসি কৃতে নিপাতনাৎ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। হে আপো বো যুষ্মাকং তস্মৈ তস্মিন্ রসেঽরমলং পর্য্যাপ্তং গমাম গচ্ছামেত্যর্থঃ। কিঞ্চ যস্তত্র রসে নোঽস্মাকং ভোগং যূয়ং জনয়থ। যস্য রসস্য ক্ষয়ায় ক্ষয়ে স্থানে জিন্বথ প্রীণয়থ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগদিতি শেষঃ। অয়মর্থঃ হে আপো যুষ্মাকং যস্য রসস্য স্থানে জগদ্‌যূয়ং প্রীণয়থ তস্য বিষয়ে বয়ং তৃপ্তিং গচ্ছাম যূয়ঞ্চ নস্তত্র সম্ভোগং জনয়থেতি। তস্মৈ ক্ষয়ায়েত্যুভয়ত্রাপি সপ্তম্যর্থে চতুর্থী। গমাম ইতি লোটুত্তমপুরুষবহুবচনং গচ্ছাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ। জনয়থা ইতি ছন্দসি দীর্ঘঃ। জিন্বথ ইতি ছন্দসি সিদ্ধম্॥ ১৫১॥ ১৫২॥

অভিষিচ্যেত্যাদি। এতৈস্ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ শিশোর্মূর্দ্ধ্নি অভিষিচ্য পূর্ব্ববৎ বহ্নিসংস্ক্রিয়াং কৃত্বা ধারান্তং ধারাহোমান্তং কর্ম্ম চ সম্পাদ্য সুধীঃ পিতা পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাৎ॥ ১৫৩॥

নহু কান্ দেবানুদ্দিশ্য পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ,অগ্নয়ে ইত্যাদি॥ ১৫৪॥

হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া (পশ্চাদুক্ত দেবতাগণের উদ্দেশে অগ্নিতে) পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। পার্থিবনামক অগ্নিতে উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার সময় প্রথমতঃ অগ্নিকে, পরে বাসবকে, তৎপরে প্রজাপতিকে, তৎপরে বিশ্বদেবগণকে, তৎপরে ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হইবে (২৪৪)।[১৫৪] অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে স্বল্পাক্ষর ও সুখোচ্চার্য্য তদীয়

---

(২৪৪) উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার মন্ত্র যথা—হ্রীঁ অগ্নয়ে স্বাহা। হ্রীঁ বাসবায় স্বাহা। হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। হ্রীঁ বিশ্বদেবেভ্যঃ স্বাহা। হ্রীঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ইতি।

শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা নাম ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য চ।
ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম কৃত্বা স্বিষ্টিকৃদাদিকম্‌ ॥ ১৫৬ ॥
কন্যায়া নিষ্ক্রমো নাস্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে।
নামান্নপ্রাশনং চূড়াং কুর্য্যাদ্ধীমানমন্ত্রকম্‌ ॥ ১৫৭ ॥
চতুর্থে মাসি ষষ্ঠে বা কুর্য্যান্নিষ্ক্রমণং শিশোঃ ॥ ১৫৮ ॥
কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্নাতঃ সম্পূজ্য গণনায়কম্‌।
স্নাপয়িত্বা তু তনয়ং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতম্‌।
সংস্থাপ্য পুরতো বিদ্বানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৫৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা গণেশো ভাস্করস্তথা।
ইন্দ্রো বায়ুঃ কুবেরশ্চ বরুণোঽগ্নির্বৃহস্পতিঃ।
শিশোঃ শুভং প্রকুর্ব্বন্তু রক্ষন্তু পথি সর্ব্বদা ॥ ১৬০ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽঙ্কে ক্রোড়ে পুত্রমাদায় গৃহীত্বা বিচক্ষণঃ পিতা পুত্রস্য দক্ষিণশ্রুতৌ দক্ষিণে কর্ণে স্বল্পাক্ষরঃ সুখোচ্চার্য্যং শুভং মঙ্গলবাচকং নাম শ্রাবয়েৎ। ১৫৫ ॥ ১৫৬ ॥ ১৫৭ ॥ ১৫৮।

অথ শিশুনিক্রমণক্রিয়াবিধিমাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ ॥ ১৫৯ ॥

যং মন্ত্রমুদীরয়েত্তমেব মন্ত্রমাহ, ব্রহ্মা বিষ্ণুরিত্যাদি ॥ ১৬০ ॥

শুভ নাম শ্রবণ করাইবেন।[১৫৫] এইরূপে তিনবার নাম শ্রবণ করাইয়া তাহা ব্রাহ্মণগণকে জানাইয়া হোম প্রভৃতি সমাধান পূর্ব্বক কর্ম্ম সমাপন করিবেন।[১৫৬]

কন্যা সন্তানের নিষ্ক্রমণ নাই, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও নাই। ধীমান্‌ ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ না করিয়া তাহাদিগের নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ সম্পাদন করিবেন।[১৫৭]

অনন্তর চতুর্থ মাসে বা অষ্টম মাসে শিশুর নিক্রমণ সংস্কার সম্পাদন করিবেন।[১৫৮] এই নিষ্ক্রমণ সংস্কারের সময় বিদ্বান্‌ পিতা স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া গণেশের পূজা করিবেন। পরে শিশুকেও স্নান করাইয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়া সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক ('ব্রহ্মা বিষ্ণু' ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিবেন।[১৫৯] (মন্ত্রের অর্থ এই যে,—) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, গণেশ, দিবাকর, ইন্দ্র, বায়ু, কুবের, বরুণ, বহ্নি, বৃহস্পতি, ইহাঁরা সকলে শিশুর

ইত্যুক্ত্বাঙ্কে সমাদায় গীতবাদ্যপুরঃসরম্।
বহির্নিষ্ক্রাময়েদ্বালং সানন্দৈঃ স্বজনৈঃ সহ ॥ ১৬১ ॥
গত্বাধ্বনি কিয়দ্দূরং শিশুং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ১৬২ ॥
ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্ ॥ ১৬৩ ॥
ইত্যাদিত্যং দর্শয়িত্বা সমাগত্য নিজালয়ম্।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় স্বজনান্ ভোজয়েৎ পিতা ॥ ১৬৪ ॥
ষষ্ঠে মাসি কুমারস্য মাসি বাপ্যষ্টমে শিবে।
পিতৃভ্রাতা পিতা বাপি কুর্য্যাদন্নাশনক্রিয়াম্ ॥ ১৬৫ ॥

ইতীত্যাদি। ইতীমং মন্ত্রমুক্ত্বাঙ্কে ক্রোড়ে বালং সমাদায় গৃহীত্বা সানন্দৈঃ স্বজনৈঃ সহ গীতবাদ্যপুরঃসরং বালং বহির্নিষ্ক্রাময়েৎ ॥ ১৬১ ॥

গত্বেত্যাদি। অধ্বনি মার্গে কিয়দ্দূরং গত্বা পিতা শিশুং বালং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েদ্দর্শয়েৎ ॥ ১৬২ ॥

যেন মন্ত্রেণ শিশুং সূর্য্যং দর্শয়েত্তং মন্ত্রমাহ, ওঁ তচ্চক্ষুরিত্যাদি। পুরস্তাদগ্রতঃ শুক্রমুচ্চরৎ শুক্রমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছৎ তৎ সূর্য্যরূপং দেবহিতং চক্ষুর্ব্বর্ত্ততে যদ্বয়ং শতং শরদো বর্ষাণি পশ্যেম যচ্চ পশ্যন্তো বয়ং শতং শরদো জীবেম ॥ ১৬৩॥১৬৪॥১৬৫ ॥

মঙ্গল করুন এবং পথে ইহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।[১৬০] পিতা এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, আনন্দপূর্ণ স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া গীত বাদ্য পুরঃসর বালককে বাহিরে লইয়া যাইবেন এবং[১৬১] পথের কিয়দ্দূর গমন করিয়া ('ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং' ইত্যাদি মন্ত্রে) বালককে সূর্য্য দর্শন করাইবেন।[১৬২] (মন্ত্রার্থ—) শুক্রকে অতিক্রম করিয়া যে দেবগণেরও হিতকর সূর্য্যরূপ চক্ষু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা একশত বৎসর দর্শন করি এবং তাহা দর্শন করিয়া আমরা একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকি।[১৬৩]

পিতা এইরূপ কুমারকে সূর্য্য দর্শন করাইয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে ভোজন করাইবেন।[১৬৪]

পূর্ব্ববদ্দেবপূজাদি বহ্নিসংস্করণং তথা । *
এবং ধারান্তকর্ম্মাণি সম্পাদ্য বিধিবৎ পিতা ॥ ১৬৬ ॥
দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীস্তত্র শুচিনাম্নি হুতাশনে ।
অগ্নিমুদ্দিশ্য প্রথমাং দ্বিতীয়াং বাসবং স্মরন্ ॥ ১৬৭ ॥
ততঃ প্রজাপতিং দেবং বিশ্বান্ দেবান্ ততঃ পরম্ ।
ব্রহ্মাণঞ্চ সমুদ্দিশ্য পঞ্চমীমাহুতীং ত্যজেৎ ॥ ১৬৮ ॥

অন্নপ্রাশনক্রিয়াবিধিমাহ, পূর্ব্ববদিত্যাদিভিঃ ॥ ১৬৬ ॥

দদ্যাদিত্যাদি । তত্র অন্নপ্রাশনক্রিয়ায়াম্ । নন্থ কান্ দেবান্থদ্দিশ্য পঞ্চাহুতী-র্দদ্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ, অগ্নিমিত্যাদি ॥ ১৬৭ ॥ ১৬৮ ॥

তত ইত্যাদি । ততঃ পরমন্নদাং দেবীং ধ্যাত্বা তামুদ্দিশ্যাগ্নৌ দত্তা পঞ্চাহুতিঃ যেন স দত্তপঞ্চাহুতিঃ পিতা তত্রাথবান্যস্মিন্ গৃহে বস্ত্রালঙ্কারশোভিতং

শিবে ! কুমারের জন্মকাল হইতে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে, পিতা বা পিতৃভ্রাতা তাহার অন্নপ্রাশন সংস্কার সম্পাদন করিবেন (২৪৫)।[১৬৫] পিতা বা পিতৃ-ভ্রাতা, পূর্ব্বের ন্যায় দেবপূজা প্রভৃতি ও বহ্নিসংস্কার সম্পাদন করিয়া যথা-বিধানে ধারাহোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাধা করিবেন।[১৬৬] পরে শুচিনামক হুতাশনে পঞ্চ আহুতি দিবেন। অগ্নির উদ্দেশে প্রথম আহুতি, বাসবের উদ্দেশে দ্বিতীয় আহুতি,[১৬৭] দেব প্রজাপতির উদ্দেশে তৃতীয় আহুতি,

---

* বহ্নিসংস্করণক্রিয়া ইতি পাঠান্তরং ।

(২৪৫)—'অন্নস্য প্রাশনং কার্য্যং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমে বুধৈঃ । স্ত্রীণান্তু পঞ্চমে মাসি সপ্তমে প্রজগৌ মুনিঃ ॥' ইতি কৃত্যচিন্তামনিঃ । অর্থাৎ ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পুত্রের এবং পঞ্চ বা সপ্তম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন সংস্কার করা কর্ত্তব্য। এস্থলে পুত্রপক্ষে ষষ্ঠ মাস ও কন্যা পক্ষে পঞ্চম মাসই মুখ্য কাল। কোন কারণ বশতঃ মুখ্যকালে সংস্কার না হইলে পরবর্ত্তী গৌণকালে অর্থাৎ পুত্রের অষ্টম মাসে এবং কন্যার সপ্তম মাসে উক্ত কার্য্য করা বিধেয়। তাহাতেও ব্যাঘাত হইলে, তদনন্তর কর্ত্তব্য সংস্কারের সময়ে, তৎপূর্ব্বে, উক্ত পতিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। মাস বা দিন গণনা করিতে হইলে, ৩০ দিনে মাস গণনা করিয়া ১২০ দিনের পর ১৫০ দিন মধ্যে পঞ্চম মাস, ১৫০ দিনের পর ১৮০ দিনের মধ্যে ষষ্ঠ মাস, ১৮০ দিনের পর ২১০ দিনের মধ্যে সপ্তম মাস, ২১০ দিনের পর ২৪০ দিন মধ্যে অষ্টম মাস গণনা হইয়া থাকে।

ততোঽগ্নাবন্নদাং ধ্যাত্বা দত্তপঞ্চাহুতিঃ পিতা।
তত্রাথবা গৃহেঽন্যস্মিন্ বস্ত্রালঙ্কারশোভিতম্।
ক্রোড়ে নিধায় তনয়ং প্রাশয়েৎ পায়সামৃতম্ ॥ ১৬৯ ॥
পঞ্চপ্রাণাহুতের্ম্মন্ত্রৈর্ভোজয়িত্বা তু পঞ্চধা।
ততোঽন্নব্যঞ্জনাদীনাং দত্ত্বা কিঞ্চিৎ শিশোর্ম্মুখে ॥ ১৭০ ॥
শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষেণ প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ *।
ইত্যন্নপ্রাশনং প্রোক্তং চূড়াবিধিমতঃ শৃণু ॥ ১৭১ ॥

তনয়ং ক্রোড়ে নিধায় সংস্থাপ্য পায়সামৃতং পরমান্নরূপমমৃতং প্রাশয়েৎ ভোজয়েৎ ॥ ১৬৯ ॥

পঞ্চেত্যাদি। প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা সমানায় স্বাহা উদানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহেত্যাত্মকৈঃ পঞ্চপ্রাণাহুতের্ম্মন্ত্রৈঃ পুত্রং পায়সং পঞ্চধা ভোজয়িত্বা ততোঽন্নব্যঞ্জনাদীনাং কিঞ্চিৎ শিশোর্মুখে দত্ত্বা শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষেণ প্রায়শ্চিত্ত্যা চান্নপ্রাশনক্রিয়াং সমাপয়েৎ ॥ ১৭০ ॥ ১৭১ ॥ ১৭২ ॥

অথ চূড়াকর্ম্মবিধিমাহ, দেবপূজাদীত্যাদিভিঃ। বুধো বিচক্ষণঃ সাধকঃ

বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে চতুর্থ আহুতি, এবং ব্রহ্মার উদ্দেশে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিতে হইবে (২৪৬)।[১৬৮]

অনন্তর পিতা অগ্নিতে অন্নদা দেবীর ধ্যান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক সেই গৃহে বা অন্য গৃহে বস্ত্রালঙ্কারভূষিত কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পায়সামৃত পান করাইবেন।[১৬৯] প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিশুর মুখে পাঁচবার পায়সামৃত প্রদান করিয়া পশ্চাৎ সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া ঐ শিশুর মুখে প্রদান করিবে।[১৭০] পরে শঙ্খ তূর্য্য প্রভৃতির ধ্বনি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধানপূর্ব্বক ক্রিয়া

---

* প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৪৬)—উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার মন্ত্র যথা—অগ্নয়ে স্বাহা, বাসবায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, বিশ্বদেবেভ্যঃ স্বাহা, ব্রহ্মণে স্বাহা। প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বে প্রণব বা মায়া বীজ যোগ করিতে হইবে।

তৃতীয়ে পঞ্চমে বর্ষে কুলাচারানুসারতঃ ।
চূড়াকর্ম্ম শিশোঃ কুর্য্যাদ্বালসংস্কারসিদ্ধয়ে ॥ ১৭২ ॥
দেবপূজাদিধারান্তং কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সাধকঃ ।
সত্যাগ্নেরুত্তরে দেশে বৃষগোময়পূরিতম্ ॥ ১৭৩ ॥
তিলগোধূমসংযুক্তং শরাবং স্থাপয়েদ্বুধঃ ।
কবোষ্ণং সলিলঞ্চাপি ক্ষুরমেকং সুশাণিতম্ ॥ ১৭৪ ॥
আসাদ্য তনয়ং তত্র জনকঃ স্বীয়বামতঃ ।
সংস্থাপ্য জননীক্রোড়ে কবোষ্ণসলিলৈশ্চ তৈঃ ॥ ১৭৫ ॥
বারুণং দশধা জপ্ত্বা* সম্মার্জ্য শিশুমূর্দ্ধজান্ ।
মায়য়া কুশপত্রাভ্যাং জুষ্টিমেকাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৭৬ ॥

কর্ম্মনিষ্পাদকঃ পিতা পূর্ব্ববদ্দেবপূজাদি ধারান্তং কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সত্যাগ্নেঃ সত্য-নাম্নো বহ্নেরুত্তরে দেশে বৃষগোময়পূরিতং তিলগোধূমসংযুক্তং শরাবং কবোষ্ণ-মীষদুষ্ণং সলিলং জলং সুশাণিতমেকং ক্ষুরঞ্চাপি স্থাপয়েৎ ॥ ১৭৩ ॥ ১৭৪ ॥

আসাদ্যেত্যাদি । ততো জনকঃ পিতা তনয়ং পুত্রং সত্যনাম্নো বহ্নেঃ সমীপে আসাদ্যানীয় স্বীয়বামতঃ আত্মনো বামে দেশে জননীক্রোড়ে সংস্থাপ্য তৈর্বহ্নে-রুত্তরে দেশে স্থাপিতৈঃ কবোষ্ণসলিলৈর্বারুণং বরুণসম্বন্ধি বমিতি বীজং দশধা

সমাপন করিবেন। এই তোমার নিকট আমি অন্নপ্রাশন সংস্কারের বিধি কহিলাম, অতঃপর চূড়াকরণ বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭১.

জন্মকাল হইতে তৃতীয় বর্ষে বা পঞ্চম বর্ষে সংস্কারসিদ্ধির নিমিত্ত কুলা-চারানুসারে বালকের চূড়াকর্ম্ম করিবে। ১৭২ বিচক্ষণ সাধক দেবপূজা অবধি ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, সত্যনামক স্থাপিত অগ্নির উত্তর দিকে বৃষগোময়পূরিত ১৭৩ তিল ও গোধূম সংযুক্ত একটী নব শরাব, কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল এবং একখানি সুশাণিত ক্ষুর স্থাপন করিবেন। ১৭৪ অনন্তর পিতা, সেই স্থানে স্বীয় বামদিকে জননীর ক্রোড়ে বালককে রাখিয়া সেই ঈষদুষ্ণ সলিলে ১৭৫ বং এই বরুণ বীজ দশবার জপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বালকের

---

* বারুণ্যাং দশধা জপ্ত্বা ইতি পাঠান্তরম্ ।

মায়াং লক্ষ্মীং ত্রিধা জপ্ত্বা গৃহীত্বা লৌহজং ক্ষুরম্।
ছিত্বা তু জুষ্টিকামূলং মাতৃহস্তে* নিবেশয়েৎ॥ ১৭৭॥
কুমারমাতা হস্তাভ্যামাদায় গোময়ান্বিতে।
শরাবে স্থাপয়েৎ জুষ্টিং নাপিতায় পিতা বদেৎ॥ ১৭৮॥
ক্ষুরমুণ্ডিন্ শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং সাধয় ঠদ্বয়ম্।
পঠিত্বা নাপিতং পশ্যন্ সত্যনামনি পাবকে।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্॥ ১৭৯॥

জপ্ত্বা শিশুমূর্দ্ধজান্ বালককেশান্ সম্মার্জ্য মায়য়া হ্রীঁ বীজেন কুশপত্রাভ্যামেকাং জুষ্টিং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৭৫॥ ১৭৬॥

মায়ামিত্যাদি। ততো মায়াং হ্রীঁ বীজং লক্ষ্মীং শ্রীঁ বীজঞ্চ ত্রিধা জপ্ত্বা লৌহজং ক্ষুরং গৃহীত্বা জুষ্টিকামূলং ছিত্বা মাতৃহস্তে জুষ্টিকাং নিবেশয়েৎ স্থাপয়েৎ॥ ১৭৭॥

কুমারেত্যাদি। কুমারমাতা হস্তাভ্যাং জুষ্টিকামাদায় গৃহীত্বা গোময়ান্বিতে শরাবে স্থাপয়েৎ। ততো নাপিতায় পিতা শিশুজনকো বদেৎ॥ ১৭৮॥

শিশোঃ পিতা নাপিতায় কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ক্ষুরমুণ্ডিন্নিত্যাদি। হে ক্ষুরমুণ্ডিন্নাপিত শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং যথা স্যাত্তথা ত্বং সাধয়। ঠদ্বয়ং স্বাহা। ক্ষুরমুণ্ডিন্নিত্যাদ্যং সাধয় স্বাহেত্যন্তং মনুং পঠিত্বা নাপিতং পশ্যন্ শিশুজনকঃ প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য সত্যনামনি পাবকেঽগ্নাবাহুতিত্রয়ং প্রদদ্যাৎ॥ ১৭৯॥

মস্তক মার্জ্জিত করিয়া হ্রীঁ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দুইটি কুশপত্র দ্বারা তদীয় মস্তকে একটি জুষ্টিকা বন্ধন করিবেন। ১৭৬ পরে হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র তিনবার পাঠ, করিয়া লৌহময় ক্ষুর গ্রহণ পূর্ব্বক জুষ্টিকামূল চ্ছেদন করিয়া প্রসূতির হস্তে প্রদান করিবেন। ১৭৭ কুমারের মাতা হস্তদ্বয় দ্বারা সেই জুষ্টিকা গ্রহণ করিয়া গোময়যুক্ত নব শরাবে স্থাপন করিবে। পরে পিতা নাপিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবেন যে, ১৭৮ 'ক্ষুরমুণ্ডিন্ শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং সাধয় স্বাহা'। অর্থাৎ,

---

* ছিত্বা তু জুষ্টিকাং সূনুর্মাতৃহস্তে, অথবা ছিত্বা তু জুষ্টিকাং সূনুমাতৃহস্তে ইতি পাঠান্তরম্।

নাপিতেন কৃতক্ষৌরং স্নাপয়িত্বা শিশুং ততঃ।
বস্ত্রালঙ্কারমাল্যেন ভূষয়িত্বাগ্নিসন্নিধৌ ॥ ১৮০ ॥
স্ববামভাগে সংস্থাপ্য স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পিতা ॥ ১৮১ ॥
মায়া শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ।
পঠিত্বৈনং শিশোঃ কর্ণে স্বর্ণময্যা শলাকয়া।
রাজত্যা লৌহময্যা বা কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮২ ॥
আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ অভিষিচ্য সুতং ততঃ।
শান্ত্যাদিদক্ষিণাং কৃত্বা চূড়াকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥

নাপিতেনেত্যাদি। ততো নাপিতেন কৃতং ক্ষৌরং যস্য তথাভূতং শিশুং স্নাপয়িত্বা ততো বস্ত্রালঙ্কারমাল্যেন ভূষয়িত্বাগ্নিসন্নিধৌ স্ববামভাগে সংস্থাপ্য চ স্বিষ্টকৃতং হোমমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৮০ ॥ ১৮১ ॥

মায়েত্যাদি। মায়াং হ্রীঁ বীজম্। এনং হ্রীঁ শিশো ইত্যাদ্যং বিশ্বকৃদ্‌বিভুরিত্যন্তং মন্ত্রং শিশোঃ কর্ণে পঠিত্বা স্বর্ণময্যা সুবর্ণবিকারভূতয়া রাজত্যা রজতোদ্ভূতয়া লৌহময্যা বা শলাকয়া শিশোঃ কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩॥ ১৮৪ ॥ ১৮৫ ॥

ক্ষুরমুণ্ডিন্! (নাপিত) তুমি সুখে এই শিশুর ক্ষৌরকর্ম্ম কর। এই কথা বলিয়া স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রজাপতির উদ্দেশে সত্যনামক হুতাশনে তিনবার আহুতি প্রদান করিবেন।[১৭৯]

অনন্তর নাপিত বালকের ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করিলে পিতা সেই বালককে স্নান করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া অগ্নি সমক্ষে[১৮০] আপনার বাম ভাগে স্থাপনপূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাধা করিবেন। পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। [১৮১]

'হ্রীঁ শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ' অর্থাৎ, শিশো! বিভু বিশ্বস্রষ্টা তোমার মঙ্গল করুন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণময়ী শলাকা দ্বারা বা রজতময়ী শলাকা দ্বারা অথবা লৌহময়ী শলাকা দ্বারা শিশুর কর্ণবেধ করিবে।[১৮২]

গর্ভাধানাদিচূড়ান্তং সমানং সর্ব্বজাতিষু।
শূদ্রসামান্যজাতীনাং সর্ব্বমেতদমন্ত্রকম্॥ ১৮৪॥
জাতকর্ম্মাদিচূড়ান্তং কুমার্য্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকম্।
কর্ত্তব্যং পঞ্চভির্ব্বর্ণৈরেকং নিষ্ক্রমণং বিনা॥ ১৮৫॥
অথোচ্যতে দ্বিজাতীনাম্ উপবীতক্রিয়াবিধিঃ।
যস্মিন্ কৃতে দ্বিজন্মানো দৈবপৈত্রাধিকারিণঃ॥ ১৮৬॥
গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে কুর্য্যাদুপনয়ং শিশোঃ।
ষোড়শাব্দাধিকো নোপনেতব্যো নিষ্ক্রিয়োঽপি সঃ॥১৮৭॥

অথেত্যাদি। দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাম্॥ ১৮৬॥
গর্ভেত্যাদি। গর্ভাদষ্টমে জননাদ্বাষ্টমেঽব্দে বর্ষে শিশোর্বালস্যোপনয়মুপনয়নং কুর্য্যাৎ। ষোড়শাব্দাধিকো লঙ্ঘিতষোড়শবর্ষো বালো নোপনেতব্যঃ। স বালো নিষ্ক্রিয়োঽপি দৈবপিত্র্যক্রিয়াবিহীনোঽপি ভবতি॥ ১৮৭॥

পরে 'আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া শান্তি-কর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিয়া চূড়াকর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।[১৮৩] গর্ভাধান অবধি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সমুদায় সংস্কার, সকল জাতির পক্ষেই সমান। পরন্তু শূদ্র জাতির ও সামান্য জাতির এই সমুদায় সংস্কারের সময়, কেবল মন্ত্র পাঠ করিবে না।[১৮৪] কন্যা-সন্তান উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পঞ্চ বর্ণই মন্ত্র পাঠ না করিয়া এই সমুদায় সংস্কার করিবেন। পরন্তু কুমারীর পক্ষে নিষ্ক্রমণ-সংস্কার নাই।[১৮৫]

এক্ষণে দ্বিজগণের উপনয়নবিধি বলিতেছি। ইহা দ্বারা দ্বিজগণ দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে অধিকারী হইয়া থাকেন।[১৮৬] গর্ভাষ্টমে অথবা অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বালকের উপনয়ন সংস্কার হইবে। যাহার ষোড়শ বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহার আর উপনয়ন হইতে পারে না। সেই অনুপনীত বালক দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী নহে (২৪৭)।[১৮৭]

(২৪৭)—উপনয়ন বিষয়ে অষ্টম বৎসরই মুখ্যকাল, তৎপরে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণ কাল এই ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন না হইলে, তাহাকে ব্রাত্য বলা যায়। এই ব্রাত্য দ্বিজ যথারীতি

কৃতনিত্যক্রিয়ো বিদ্বান্ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ * ॥ ১৮৮ ॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কুর্য্যাৎ দেবতাপিতৃতৃপ্তয়ে।
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা ধারাহোমান্তমাচরেৎ ॥ ১৮৯ ॥

অথোপবীতক্রিয়াবিধিমেবাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ। পঞ্চদে ব্রহ্মাদীন্ ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥

বিদ্বান্ পিতা নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করিবে পরে গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দিবেন।১৮৮ অন দেবগণের ও পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বি অনুসারে ধারা হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।১৮৯

---

* প্রকল্পয়ন্ ইতি পাঠান্তরম্।

স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার-সম্পন্ন ও দ্বিজ হইতে পারে পরন্তু ব্রাত্যের পুত্র ব্রাত্য দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হইবেন না। মনুসংহিতায় দশম অধ্যায়ে সব জাতির উৎপত্তি বর্ণনা কালে ব্রাত্যের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন যে—'দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত ব্রতাংস্তু যান্। তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥' অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ পরি ণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, সেই পুত্র যদি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে উপনীত না হয় তাহা হইলেই সেই পুত্রকে ব্রাত্য বলা যায়। এক্ষণে এই ব্রাত্য দ্বিজ অনুপনীত অবস্থাতেই যদি সন্তান উৎপাদন করেন, সেই ব্রাত্যের সন্তানকে কি পুনরায় ব্রাত্য দ্বিজ বলা যায়? মনুর মতে তাহা বলা যায় না। কারণ 'সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে' উপনয়ন সংস্কার হইলেই দ্বিজ হয়; অতএব উক্ত লক্ষণ অনুসারে ব্রাত্যের পুত্র দ্বিজের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ দ্বিজ কন্যার গর্ভেও জন্মগ্রহণ করে নাই। কারণ ব্রাত্য (অদ্বিজ) দ্বিজ কন্যাকে বিবাহ করিলে প্রতিলোম বিবাহদোষে ব্রাত্যের পুত্র আরও নীচ জাতিতে পরিণত হইবে। এক্ষণে ব্রাত্যের পুত্র কোন্ জাতি হইবে, ইহা তৎপরেই মনু নির্ণয় করিয়াছেন যথা, ব্রাত্য বিপ্রের পুত্র দেশভেদে পাপস্বভাব ভূর্জ্জকণ্টক প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইবে। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান ঝল্ল মল্ল, করণ প্রভৃতি জাতি হইবে। ব্রাত্য বৈশ্য হইতে কারুষ, বিজন্ম প্রভৃতি জাতির উৎপন্ন হয়। তৎপরেই মনু বলিয়াছেন যে,—নিয়মের নানারূপ ব্যভিচারে ও স্বজাতি-বিহিত সংস্কার পরি- ত্যাগে এইরূপ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥'

প্রাতঃ কৃতাশনং বালং সুস্নাতং সমলঙ্কৃতম্।
শিখাং বিনা কৃতক্ষৌরং ক্ষৌমাম্বরবিভূষিতম্ ॥ ১৯০ ॥
ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবহুতাশিতুঃ।
সমীপে চাত্মনো বামে সংস্থাপ্য বিমলাসনে ॥ ১৯১ ॥
শিষ্যং বদেদ্ব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎস ততঃ শিশুঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি গুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৯২ ॥

প্রাতরিত্যাদি। ততঃ প্রাতঃ কৃতাশনং কৃতমশনং ভোজনং যেন তথাভূতং শিখাং বিনা কৃতং ক্ষৌরং যস্য তথাভূতং সুস্নাতং সুষ্ঠু কৃতস্নানং ভূষণাদিভিঃ সমলঙ্কৃতং ক্ষৌমাম্বরবিভূষিতং দুকুলবস্ত্রাভ্যামলঙ্কৃতং বালং ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবহুতাশিতুঃ সমুদ্ভবনাম্নো বহ্নেঃ সমীপে আত্মনো বামে দেশে বিমলাসনে সংস্থাপ্য চ ব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎসেতি গুরুঃ শিষ্যং বদেৎ। ততঃ পরং শিশুঃ ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি গুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৯০ ॥ ১৯১ ॥ ১৯২ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং প্রসন্নাত্মা প্রসন্নমনা গুরুঃ শান্তচেতসে শিশবে

প্রাতঃকালে বালককে (শাস্ত্রবিহিত) কিঞ্চিৎ ভোজন করাইয়া (২৪৮) কেবল মাত্র শিখা রাখিয়া তাহার সমুদয় মস্তক মুণ্ডন করাইবে। অনন্তর তাহাকে স্নান করাইয়া উত্তম পট্টবস্ত্রযুগল পরিধান করাইবে ও অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে।১৯০ অনন্তর ঐ বালককে ছায়ামণ্ডপে আনয়নপূর্ব্বক সমুদ্ভব-নামক বহ্নির সমীপে আপনার বামদিকে সুবিমল আসনে উপবেশন করাইবে।১৯১ পরে গুরু ঐ শিষ্যকে বলিবেন যে, বৎস! ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। শিশু গুরুর নিকট নিবেদন করিবে যে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেছি।১৯২

অনন্তর গুরু প্রসন্নহৃদয় হইয়া প্রশান্তহৃদয় শিশুকে দীর্ঘায়ুঃ ও তেজোবৃদ্ধির

---

(২৪৮) উপনয়নের পূর্ব্বে বালককে ভোজন করাইবার যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই উপবাসে অসমর্থ বালকপক্ষে জ্ঞাতব্য। কারণ ভোজন করাইয়া উপনয়ন কার্য্য প্রচলিত নাই। এস্থলে উদর পূরণ পূর্ব্বক যথাভিলষিত আহার করিতে দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। অসমর্থ পক্ষে দুগ্ধ ফলাদি ভোজনে কোনরূপ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না। যথা গোভিলঃ—'ইক্ষু-[illegible]য়শ্চৈব তাম্বূলং ফলমৌষধং। ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যা স্নানদানাদিকা ক্রিয়া'। স্মৃতিতে [illegible]রও বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

ততো গুরুঃ প্রসন্নাত্মা শিশবে শান্তচেতসে।
কাষায়বাসসী দদ্যাৎ দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বর্চ্চসে ॥ ১৯৩ ॥
মৌঞ্জীং কুশময়ীং বাপি ত্রিবৃতাং গ্রন্থিসংযুতাম্।
তূষ্ণীং চ মেখলাং দদ্যাৎ কাষায়াম্বরধারিণে ॥ ১৯৪ ॥
মায়ামুচ্চার্য্য সুভগা মেখলা স্যাৎ শুভপ্রদা।
ইত্যুক্ত্বা মেখলাং বদ্ধ্বা মৌনী তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরঃ ॥ ১৯৫ ॥
যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
বৃহস্পতির্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ ॥ ১৯৬ ॥

দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় দীর্ঘমায়ুর্যস্য স দীর্ঘায়ুস্তস্য ভাবো দীর্ঘায়ুষ্ট্বং তস্মৈ বর্চ্চসে তেজসে চ কাষায়বাসসী কষায়েণ রক্তে বস্ত্রে দদ্যাৎ ॥ ১৯৩ ॥

মৌঞ্জীমিত্যাদি। মৌঞ্জীং মুঞ্জময়ীং কুশময়াং বা ত্রিবৃতাং গ্রন্থিসংযুতাং মেখলামপি কাষায়াম্বরধারিণে শিশবে তূষ্ণীমেব দদ্যাৎ ॥ ১৯৪ ॥

মায়ামিত্যাদি। পূর্ব্বং মায়াং হ্রীমিতি বীজমুচ্চার্য্য ততঃ সুভগা মেখলা স্যাচ্ছুভপ্রদেতি মন্ত্রমুক্ত্বা কট্যাং মেখলাং বদ্ধ্বা মৌনী সন্ গুরোঃ পুরস্তিষ্ঠেৎ ॥ ১৯৫ ॥ ১৯৬ ॥

নিমিত্ত কাষায় বস্ত্রযুগল প্রদান করিবেন।[১৯৩] ঐ বালক যখন কাষায়বসন পরিধান করিবে, তখন তাহাকে গুরু মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক মুঞ্জময়ী বা কুশময়ী গ্রন্থিযুক্ত ত্রিবৃতা অর্থাৎ তিনি হালি মেখলাও দিবেন।[১৯৪]

বালক প্রথমতঃ 'হ্রীঁ সুভগা মেখলা স্যাৎ শুভপ্রদা' অর্থাৎ এই সুভগা মেখলা আমার কল্যাণদায়িনী হউক্, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কটীতে মেখলা বন্ধন করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুর সম্মুখে অবস্থান করিবে।[১৯৫]

অনন্তর গুরু 'যজ্ঞোপবীতং' ইত্যাদি মন্ত্র অর্থাৎ, এই যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র। পূর্ব্বে বৃহস্পতি এই সহজ যজ্ঞোপবীত (ধারণ করিয়া ছিলেন)। আয়ুস্কর শ্রেষ্ঠ শুভ্র এই যজ্ঞোপবীত তুমি ধারণ কর। তোমার বল ও

মন্ত্রেণানেন শিবে দদ্যাৎ কৃষ্ণাজিনান্বিতম্।
যজ্ঞোপবীতং দণ্ডঞ্চ বৈণবং খাদিরঞ্চ বা।
পালাশমথবা দদ্যাৎ ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবম্॥ ১৯৭॥
আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ মায়য়া পুটিতেন চ।
ত্রিরাবৃত্ত্যা কুশাম্ভোভির্ধৃতদণ্ডোপবীতিনম্।
অভিষিচ্য ততস্তোয়ৈঃ পূরয়েদ্বালকাঞ্জলিম্॥ ১৯৮॥
তদঞ্জলিং দিনেশায় দাতারং ব্রহ্মচারিণম্ *।
তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ দর্শয়েদ্ভাস্করং গুরুঃ॥ ১৯৯॥

মন্ত্রেণেত্যাদি। অনেন যজ্ঞোপবীতমিত্যাদিনা বলমস্তু তেজ ইত্যন্তেন মন্ত্রেণ কৃষ্ণাজিনান্বিতং কৃষ্ণবর্ণমৃগচর্ম্মসংযুক্তং যজ্ঞোপবীতং শিশবে দদ্যাৎ; বৈণবং বেণুসমুদ্ভবং খাদিরং খদিরসমুদ্ভবং পালাশং পলাশসমুদ্ভবং ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবং বা দণ্ডমপি শিশবে দদ্যাৎ॥ ১৯৭॥

আপো হি ষ্ঠেত্যাদি। ততো মায়য়া হ্রীং বীজেন [illegible] চ পুটিতেন [illegible] আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ কুশাম্ভোভিঃ ধৃতদণ্ডোপবী[illegible] [illegible]বারং শিশুং ত্রিরাবৃত্ত্যাভিষিচ্য ততঃ পরং তোয়ৈর্জ্জলৈর্বালকা[illegible] পূরয়েৎ॥ ১৯৮॥

তদঞ্জলিমিত্যাদি। দিনেশায় সূর্য্যায় তদঞ্জলিং দাতারং ব্রহ্মচারিণং বালকং

তেজোবৃদ্ধি হউক।১৯৬ গুরু এই রূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে কৃষ্ণাজিনযুক্ত যজ্ঞোপবীত এবং বেণু নির্ম্মিত, খদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত, পলাশ নির্ম্মিত অথবা অন্যান্য ক্ষীরবৃক্ষ নির্ম্মিত দণ্ড প্রদান করিবেন (২৪৯)।১৯৭ অনন্তর বালক দণ্ড ও উপবীত ধারণ করিলে গুরু, মায়াপুটিত অর্থাৎ হ্রীং এই বীজদ্বারা পুটিত 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া কুশ দ্বারা জল লইয়া বালককে অভিষিক্ত করিবেন। পরে তৎপাত্রস্থিত জল লইয়া উপনীত বালকের অঞ্জলি পরিপূরিত করিবেন।১৯৮ অনন্তর ব্রহ্মচারী সেই জলাঞ্জলি দিবাকরকে

---

* দাতব্যং ব্রহ্মচারিণম্ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৪৯) বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পলাশ, ও পাকুড় এই পাঁচটিকে ক্ষীরবৃক্ষ বা ক্ষীরিবৃক্ষ বলে।

দৃষ্ট্বা ভাস্করমাচার্য্যো বদেন্মাণবকং ততঃ।
মম ব্রতে মনো ধেহি মম চিত্তং দদামি তে।
জুষস্বৈকমনা বৎস মম বাচোঽস্তু তে শিবম্॥ ২০০॥
হৃদি স্পৃষ্ট্বা পঠিত্বৈনং কিন্নামাসীতি তং বদেৎ।
শিষ্যস্ত্বমুকশর্ম্মাহং ভবন্তমভিবাদয়ে॥ ২০১॥
কস্য ত্বং ব্রহ্মচারীতি গুরৌ পৃচ্ছতি পার্ব্বতি *।
শিষ্যঃ সাবহিতো ব্রূয়াদ্ভবতো ব্রহ্মচার্য্যহম্॥ ২০২॥

তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ ভাস্করং গুরুর্দ্দর্শয়েৎ। দাতারমিত্যত্র শীলে তৃণ্ প্রত্যয়ঃ। অতএব তদঞ্জলিমিত্যত্র কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতীত্যনেন কর্ম্মণি প্রাপ্তায়াঃ ষষ্ঠ্যা ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা খলর্থতৃণমিত্যনেন প্রতিষেধো জাতঃ॥ ১৯৯॥

দৃষ্টভাস্করমিত্যাদি। ততঃ পরমাচার্য্যো গুরুঃ দৃষ্টভাস্করং দৃষ্টো ভাস্করো যেন তথাভূতং মাণবকং শিশুং বদেৎ। আচার্য্যো বালকং কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, মম ব্রতে ইত্যাদি। জুষস্ব মম ব্রতং সেবস্ব। শিবং কল্যাণম্॥২০০॥

হৃদীত্যাদি। গুরুরেনং মমেত্যাদিকং শিবমিত্যন্তং মন্ত্রং পঠিত্বা শিশোর্হৃদি স্পৃষ্ট্বা বৎস ত্বং কিং নামাসীতি তং শিষ্যং বদেৎ। গুরুণৈবমুক্তঃ শিষ্যঃ অমুকশর্ম্মাহং ভবন্তমভিবাদয়ে ইতি ব্রূয়াৎ॥ ২০১॥

কস্যেত্যাদি। হে বৎস ত্বং কস্য ব্রহ্মচার্য্যসীতি গুরৌ পৃচ্ছতি সতি শিষ্যঃ সাবহিতঃ সাবধানঃ সন্ ভবতো ব্রহ্মচার্য্যহমিতি ব্রূয়াৎ॥ ২০২॥

প্রদান করিলে গুরু, 'তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহাকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন।[১৯৯] বালক সূর্য্য দর্শন করিলে আচার্য্য 'মম ব্রতে মনো ধেহি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—) আমি তোমাকে আমার চিত্ত প্রদান করিতেছি, তুমি আমার ব্রতানুষ্ঠানে মনোনিবেশ কর। বৎস! তুমি একমনা হইয়া আমার ব্রত আচরণ কর; আমার বাক্য তোমার কল্যাণকর হউক।[২০০]

গুরু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের হৃদয় স্পর্শপূর্ব্বক বলিবেন যে, বৎস! তোমার নাম কি? শিষ্য কহিবে যে, আমি আপনার শিষ্য, আমার নাম অমুক শর্ম্মা; আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি।[২০১] পার্ব্বতি! পরে গু

* গুরুঃ পৃচ্ছতি পার্ব্বতি ইত্যপি পাঠঃ।